শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু



শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবরেণ

শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদেন বিরচিতঃ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবরেণ

শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদেন বিরচিতঃ

শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠক্কুরকৃত-'ভক্তিসারপ্রদর্শনী'-টীকয়া সহ শ্রীরূপানুচার্যভাস্করস্য
শ্রীধাম-মায়াপুরস্থাকর-মঠরাজ-শ্রীচৈতন্যমঠস্য তথা তচ্ছাখানাং শ্রীগৌড়ীয়মঠানাং
সংস্থাপকবরস্য প্রভুপাদ-শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-
ঠক্কুরস্যানুকম্পিতেন তথা প্রভুপাদস্য প্রেষ্ঠবিগ্রহ
শ্রীল-ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী-মহারাজেন
সম্পাদিতঃ

৫২১ শ্রীগৌরাব্দে শ্রীগৌরপৌর্ণমাস্যাং শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটতঃ
ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা শ্রীমতা ভক্তিবিজয়-পর্বত-মহারাজেন প্রকাশিতঃ

তৃতীয়-সংস্করণম্

৭ চৈত্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

২১ মার্চ, ২০০৮ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থবিভাগ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ—শ্রীমায়াপুর

জেলা—নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ—৭৪১৩১৩

☎(০৩৪৭২) ২৪৫২১৬, ২৪৫১৩৭

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট

৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা-২৬

☎(০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভৈক্ষ্যম্—পঞ্চাশদধিকং শতং রূপ্যকাণি

শ্রীধামমায়াপুরস্থ-‘শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত’ কম্পিউটার বিভাগ-সংজ্ঞে মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীমতা ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজেন মুদ্রিত।

পূর্বাভাষ

যে গ্রন্থরাজের অবলম্বনে শ্রীগৌরপদাশ্রিত পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ নিত্যকাল আশ্রিত,—যাহা শ্রীরূপানুগ মহাজনগণের একমাত্র জীবনধন,—যে আকর মূলগ্রন্থের নিদর্শন অবলম্বন করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়া জগতে অমৃত বিতরণ করিয়াছেন, ইহাই সেই মূল আকর গ্রন্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন না করিয়া যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পদাশ্রয়ে শ্রীবার্ষভানবী প্রমুখ গোপীবৃন্দ, শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, শ্রীচিত্রক-পত্রকের এবং শ্রীগো-বেত্র-বেণুর সেব্যবিগ্রহের সেবার অভিনয় করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দান করিয়া আমরা সহিষ্ণুতা-গুণ-সম্পন্ন হইয়া শ্রীরূপানুগ মহাজনগণেরই চিন্ময় পদ অনুসরণপূর্বক আমাদের চিত্তদর্পণ আবিলতা নির্মুক্ত করিব, ভবদাবাগ্নি নির্বাপণ করিতে সমর্থ হইব, তখন আমাদের শ্রেয়ঃ কুমুদজ্যোৎস্না প্রকাশিত হইবে, বিদ্যাপ্রতিভা বিকশিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত হইয়া সেবা করিতে থাকিবে, আমাদের প্রসুপ্ত নিত্যানন্দ সমুদ্র প্রবৃদ্ধ হইবে, প্রতিপদে পূর্ণ সেবামৃত লাভ করিয়া আমাদের ইতর প্রসঙ্গের ঔজ্জ্বল্যদর্শনে অনাদর হইবে এবং সর্বাত্মা পরিস্নাত হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের অত্যন্ত আদরের প্রিয়জনগণ এই অমৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিবার কৌতূহল লাভ করিলে আমরা পরম সুখী হইব। আমাদের পরমপূজ্য পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যকাল রসামৃতসিন্ধুতে স্বীয় স্নাপিতমূর্তি আমাদের নিকট প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের পদস্পৃষ্ট নীরে আমাদিগকে নিত্যকাল স্নিগ্ধ করুন।

ভক্তিবিরোধী কর্মকাণ্ডরত, অন্যাভিলাষপ্রিয়, মায়াবাদী জনগণের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিরন্তর অবগাহনোন্মুখ হইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ বিকৃত প্রেয়ঃপথে ভ্রমণকার্য্যে ঔদাসীন্য লাভ ঘটিবে এবং তাঁহারা কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীরূপ পদকমলের সৌন্দর্য্য দর্শন ও সুরভি গ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃদকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবনে নিত্য পরশান্তি লাভ করুন।

অকিঞ্চন

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

দুর্জয়লিঙ্গ, বৈশাখী কৃষ্ণপঞ্চমী,
শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামীপ্রভুর
তিরোভাব-বাসর, ২৪ বৈশাখ, ১৩৩৭

অধ্যায়-সূচী

পূর্ব বিভাগ

দক্ষিণ বিভাগ

পশ্চিম বিভাগ

উত্তর বিভাগ



আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

[**গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সমূহ।** শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন-পাত্র রাজপ্রবর শ্রীল-রূপ-গোস্বামিপাদ বিরচিত এই 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ভক্তিবিজ্ঞান-বিশ্লেষণাত্মক অপূর্ব গ্রন্থরাজ। ইহা--পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর, এই চারি বিভাগে বিভক্ত। পূর্ববিভাগে চারিটি, দক্ষিণ বিভাগে পাঁচটি, পশ্চিম বিভাগে পাঁচটি এবং উত্তর বিভাগে নয়টী লহরী বিদ্যমান। পূর্ববিভাগের চারিটী লহরীতে যথাক্রমে সামান্যভক্তি, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি; দক্ষিণ বিভাগের পাঁচটী লহরীতে যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব ও স্থায়িভাব; পশ্চিম বিভাগের পাঁচটি লহরীতে যথাক্রমে শান্তভক্তিরস, প্রীত বা দাস্যভক্তিরস, প্রেয়ঃ বা সখ্যভক্তিরস, বাৎসল্যভক্তিরস ও মধুরভক্তিরস--এই পাঁচটি মুখ্যভক্তিরস এবং উত্তর বিভাগে যথাক্রমে হাস্যভক্তিরস, অদ্ভুতভক্তিরস, বীরভক্তিরস, করুণভক্তিরস, রৌদ্রভক্তিরস, ভয়ানক ভক্তিরস ও বীভৎসভক্তিরস--এই সাতটী গৌণভক্তিরস, রসসমূহের মৈত্রী, বৈরী ও স্থিতি এবং রসাভাব বর্ণিত হইয়াছে।]

পূর্ববিভাগঃ

প্রথম-লহরী সামান্যভক্তিঃ

মঙ্গলাচরণম্

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ বিজয়তে

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।।১।।

অনুবাদ। যিনি অখিলরসামৃতমূর্তি অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর---এই পঞ্চ মুখ্য চিন্ময় রসের এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস---এই সপ্ত গৌণ চিন্ময় রসের আশ্রয়রূপ পরমানন্দের মূর্তবিগ্রহ, প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা যিনি তারকা ও পালিনাম্নী গোপীকে অবরুদ্ধ এবং শ্যামা ও ললিতা নাম্নী গোপীকে বশীভূত অর্থাৎ আত্মসাৎ করিয়াছেন, শ্রীমতী রাধিকার সেই অত্যন্ত প্রিয়---প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হইতেছেন। শব্দার্থঃ প্রসৃমর---প্রসরণশীল, যাহা অবিরত বিচ্ছুরিত হইতেছে। কলিত---আত্মসাৎকৃত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত তাৎপর্য---যিনি যেই রসেই তাঁহাকে ভজন করুন, সেই রসামৃতমূর্তি হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার রসেরই একমাত্র পরম বিষয়।।১।।

শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিপাদ-বিরচিতা
'ভক্তিসার প্রদর্শনী' নাম্নী টীকা

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যো ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ।।
শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ।।

অথ সোঽয়ং নিখিল-সহৃদয়-হৃদ্যসমুদয়হৃদয়ালঙ্কারঃ সকলকবিমণ্ডলাখণ্ডলো ভগবন্নির্দেশ-পরম-মঙ্গল-সুধা-ধারা-পরম্পরয়া নির্মীয়মাণে প্রত্যুহতাপানুদ্গম-কেঽপ্যস্মিন্ গ্রন্থে সদাচার-সম্মাননার্থমবশ্য-কর্তব্যমঙ্গলাচরণমপ্যনুযঞ্জয়তি, অখিলেতি। বিধুঃ---শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে, যদ্যপি 'বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ' ইত্যভিধানাৎ বিধুশব্দঃ সর্বভগবৎপর এব তথাপি রাধাপ্রেয়ানিত্যাদ্যসাধারণ-বিশেষণৈঃ শ্রীকৃষ্ণমেব প্রতিপাদয়তীতি জ্ঞেয়ম্। তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ,---অখিলরসা বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যা দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্তির্যস্য সঃ। তত্রাপি রসবিশেষ বিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে; অতএবাদিবস-বিশেষ-বিশিষ্ট-পরিকর-সম্বন্ধেন নিতরাম্, যথা দশমে---(ভাঃ ১০।৪৪।১৪) গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং, লাবণ্যসারমসমোর্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য।।' ইতি, (ভাঃ ১০।৩২।১৪)--'ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধৎ' ইত্যাদি, (ভাঃ ১০।৩৩।৬)--'তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ' ইত্যাদি। তাসু গোপীষু মুখ্যা দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়ন্তে,--গোপালী-পালিকা-ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা।' ইতি; --তথেতি দশম্যপি তারকানাম্নৈবেত্যর্থঃ, দশমীত্যেকং নাম বা; স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে চ,---'ললিতোবাচ' ইত্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্বোক্তাভ্যোঽন্যা ললিতা শ্যামলা শৈব্যা-পদ্মা-ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে; পূর্বোক্তাস্তু রাধাধন্যা বিশাখাশ্চ। তদেতদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যামুখ্যাভিরুত্তরোত্তর-বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যাত্বং (মুখ্যে দ্বে) তাবন্নিষ্কৃষ্য তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য বৈশিষ্ট্যমাহ,--প্রসৃমরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালীনাম্নৌ যূথেশ্বর্যৌ যেন সঃ। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ,--কলিতে স্বীকৃতে শ্যামা-ললিতে যেন সঃ। অথ প্রথমমুখ্যায়া বৈশিষ্ট্যমাহ,--রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্তা,--'ইগুপধজ্ঞাপ্রীতিকরঃ ক' ইতি কপ্রত্যয়বিধেঃ। অতএবাস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ববদ্ যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং নির্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মোত্তরখণ্ডে কার্তিকমাহাত্ম্যে তৎকুণ্ড-প্রসঙ্গে--'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা।' ইতি। অতএব মৎস্যপুরাণে শক্তিত্ব-সাধারণ্যে নাভিন্নতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ,---'রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।' ইতি, তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে---'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।।' ইতি। ঋক্পরিশিষ্টশ্রুতাবপি---'রাধয়া মাধবো দেবো

মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেম্বা' ইতি। অতএব দশমে (ভাঃ ১০।৩০।২৮) গোপ্য আহুঃ---'অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ' ইতি। সর্ব লৌকিকা লৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থ বিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেনোপমানমাহ; পক্ষে, বিধুশ্চন্দ্রো জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি,---অখিলোঽখণ্ডো রস আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযুষং তদাত্মিকৈব মূর্তির্যস্য। তারকাপালীঃ---তারকাশ্রেণী। অত্র শব্দসাম্যং রসনীয়ত্বাং শেনার্থেনাপি যোজ্যম্, তথা প্রসৃমরাভী রুচিভিঃ কান্তিভী রুদ্ধাবৃতা তারকাণাং পালির্যেন স ইতি পূর্ববন্নিজ-কান্তিমত্তারাগণবিরাজমানত্বাংশেনাপি জ্ঞেয়ম্। বিশ্বপ্রকাশে শ্যামাশব্দো রাত্রিপর্যায়ঃ; কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়া রাত্রের্ললিতং বিলাসো যেন, ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি সাম্যং জ্ঞেয়ম্; তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অতি (অধিকং) প্রীতবান্।।১।।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য।।২।।

অনুবাদ। আমি অতি দীন রূপ হইয়াও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাক্রমে গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবর্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল বন্দনা করিতেছি।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ নিজভক্তি-প্রবর্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ স্বাশ্রয়চরণকমলং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি--হৃদীতি। হৃদি বিষয়ে যস্য প্রেরণয়া। প্রবর্তিত ইত্যস্মিন্ গ্রন্থ ইতি শেষঃ। বরাকেতি স্বয়ং দৈন্যেনোক্তম্; বস্তুতস্তু বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কায়তে শব্দায়তে ইতি তমেব স্তাবয়তীত্যর্থঃ মৎকবিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়ৈবাত্র প্রবৃত্তিঃ স্যান্নান্যথেত্যপেরর্থঃ।।২।।

বিশ্রামমন্দিরতয়া তস্য সনাতনতনোর্মদীশস্য।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্ভবতু সদায়ং প্রমোদায়।।৩।।

অনুবাদ। এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ সনাতন (শ্রীল সনাতন গোস্বামী, অথবা নিত্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র)-রূপী আমার প্রভুর আনন্দবিধানের জন্য বিশ্রাম-মন্দিররূপে অবস্থান করুন।।৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ নিজেষ্টদেবতাবতারত্বেন নিজ গুরুং স্তুবন্ প্রার্থয়তে,---বিশ্রাম ইতি। অয়ং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুস্তস্য মদীশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিশ্রামমন্দিরতয়া সদা প্রমোদায় ভবতু; সমুদ্রস্য তদ্‌বিশ্রামমন্দিরত্বেন প্রসিদ্ধেঃ। কথম্ভূ তস্য নিত্যতনোঃ, পক্ষে সনাতন-নাম্নী তনুর্যস্য তস্য মদীশস্য।।৩।।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চরতঃ পরিভূতকালজালভিয়ঃ।
ভক্তমকরানশীলিত-মুক্তিনদীকান্নমস্যামি।।৪।।

অনুবাদ। কালরূপ জাল-জনিত ভয়কে অনাদৃত অর্থাৎ পরাভূত করিয়া যে-সকল ভক্ত-মকর নির্ভয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিচরণ করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। **শব্দার্থ :** অশীলিত---অনাদৃত।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং নামগ্রাহং তং বন্দিত্বা স্বাভীষ্টানন্যানপি সামান্যতঃ সদ্‌ভক্তান্ বন্দতে---ভক্তিরসেতি। ভক্তা এব মকরা মীনরাজাখ্যা জলচরাস্তান্নমস্যামি। মকরত্বেন রূপকেণ সাদৃশত্রয়মাহ,---ভক্তিরসএবামৃতসিন্ধুর্নানাবিধমুক্তিনদীনামাশ্রয়ঃ পরম-পরমানন্দ স্বরূপস্তস্মিন্ চরতো

বিহরতঃ। অতএব ন শীলিতা নাদৃতা মুক্তিরূপা নদী যৈস্তান্। পূর্বহেতোরেব পরিভূতং তিরস্কৃতং জন্মমরণাদিবন্ধ-দুঃখপরাম্পরা-হেতুভূতাৎ কালরূপাজ্জালাদ্ ভীর্ভয়ং যৈস্তান্।।৪।।

মীমাংসকবড়বাগ্নেঃ কঠিনামপি কুণ্ঠয়ন্নসৌ জিহ্বাম্।
স্ফুরতু সনাতন! সুচিরং তব ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ।।৫।।

অনুবাদ। হে সনাতন! তোমার এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মীমাংসকের (কর্ম ও জ্ঞান উভয় প্রকার মীমাংসকের) বড়বাগ্নির কঠিনা জিহ্বাকে অর্থাৎ জ্বালাকে দমন করিয়া সুচিরকাল স্ফূর্তি অর্থাৎ শোভা পাইতে থাকুক। **শব্দার্থ** : বড়বা--ঘোটকী, সমুদ্রস্থ-ঘোটকী। জিহ্বা--বড়বাগ্নি পক্ষে জ্বালা; মীমাংসকপক্ষে যুক্তি। কঠিন--বড়বাগ্নি পক্ষে ঘোর; মীমাংসক পক্ষে দৃঢ়। কুণ্ঠয়ন্---ব্যর্থ বা দমন করিয়া।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ নিজগ্রন্থস্য বিরোধিকৃত পরাভবাভাবকরীং সদা স্ফূর্তিং প্রার্থয়তে--মীমাংসক ইতি। ভক্তিরসামৃতাম্ভোধিঃ সুচিরং ময়ি স্ফুরতু। কিং কুর্বণ্?--মীমাংসকরূপবড়বাগ্নের্জিহ্বা-জ্বালা তত্তদ্ভেদেনৈবাগ্নেঃ সপ্তজিহ্বত্বেন প্রসিদ্ধেঃ; তাং যথা কুণ্ঠয়ন্নম্ভোধির্বর্ততে, তথায়মপি মীমাংসকানাং বচনশক্তিমিত্যর্থঃ।।৫।।

ভক্তিরসস্য প্রস্তুতিরখিলজগন্মঙ্গলপ্রসঙ্গস্য।
অজ্ঞেনাপি ময়াস্য ক্রিয়তে সুহৃদাং প্রমোদায়।।৬।।

অনুবাদ। আমি অজ্ঞ হইয়াও আমার সুহৃদ্গণের প্রীতির নিমিত্ত সকল জগতের মঙ্গলপ্রসঙ্গ যাহাতে বিদ্যমান সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস বিস্তার করিতেছি।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মম পুনরনুকূলপ্রতিকূলানাঞ্চ পণ্ডিতানাং সমাধানে ন শক্তিঃ, কিন্তু সুহৃদাং প্রমোদার্থমেব ক্রিয়তে ইত্যাহ--ভক্তিরসস্যেতি। অখিলজগন্মঙ্গলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসঙ্গো যত্র তথাবিধস্য ভক্তিরসস্য প্রস্তুতির্ময়া ক্রিয়তে। অজ্ঞেনেতি--পূর্ববদ্দৈন্যেঽপি ন বিদ্যতে জ্ঞো যস্মাত্তেনেতি।।৬।।

গ্রন্থ-বিভাগঃ

এতস্য ভগবদ্ভক্তিরসামৃতপয়োনিধেঃ।
চত্বারঃ খলু বক্ষ্যন্তে ভাগাঃ পূর্বাদয়ঃ ক্রমাৎ।।৭।।

অনুবাদ। এই ভগবদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্বাদিক্রমে (পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর--এই) চারটী বিভাগ বর্ণিত হইবে।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ গ্রন্থমারব্ধং তৎপরিপাটিং দর্শয়তি,---এতস্যেতি চতুর্ভিঃ।।৭।।

তত্র পূর্ববিভাগেঽস্মিন্ ভক্তিভেদনিরূপকে।
অনুক্রমেণ বক্তব্যং লহরীণাং চতুষ্টয়ম্।।৮।।

অনুবাদ। তাহাতে ভক্তিভেদনিরূপক এই পূর্ব বিভাগে চারিটী লহরী আনুপূর্বী বর্ণিত হইবে।।৮।।

আদ্যা সামান্যভক্ত্যাঢ্যা দ্বিতীয়া সাধনাঙ্কিতা।
ভাবাশ্রিতা তৃতীয়া চ তুর্যা প্রেমনিরূপিকা।।৯।।

অনুবাদ। প্রথম লহরীতে সামান্য-ভক্তি, দ্বিতীয়ে সাধন-ভক্তি, তৃতীয়ে ভাব-ভক্তি এবং চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তি নিরূপিত হইবে।।৯।।

তত্রাদৌ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যমস্যাঃ কথয়িতুং স্ফুটম্।
লক্ষণং ক্রিয়তে ভক্তেরুত্তমায়াঃ সতাং মতম্।।১০।।

অনুবাদ। তাহাতে আদিতে সামান্যভক্তির বৈশিষ্ট্য পরিষ্কৃতভাবে বর্ণন করিবার জন্য উত্তম ভক্তির সাধুসম্মত লক্ষণ প্রতিপাদিত হইতেছে।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রাদাবিতি,---তত্র পূর্ববিভাগ গত প্রথমলহর্যাম; আদৌ প্রথমত এব উত্তমায়া ভক্তের্লক্ষণং ক্রিয়তে প্রতিপাদ্যতয়াভিধীয়তে, ন তু সর্বাত্মিকায়াঃ। লক্ষণ-করণে হেতুমাহ,---সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং বৈলক্ষণ্যং কথয়িতুমিতি। অন্যত্রান্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতত্বেনাপূর্ণ বলবত্ত্বাদেতদংশত এবাস্যাঃ শুদ্ধভক্তের্বৈলক্ষণ্য-ব্যক্তেঃ; যথোক্তং শ্রীভাগবতে (৫।১৮।১২) 'যস্যস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা' ইত্যাদেঃ।।১০।।

ভক্তি সংজ্ঞা

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।১১।।

অনুবাদ। কৃষ্ণভক্তি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য-অভিলাষ রহিত, নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধানাত্মক জ্ঞান, কর্মজড়স্মৃত্যাদির নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম, তথা ফল্গুবৈরাগ্য-অষ্টাঙ্গ-যোগ সাংখ্যাভ্যাসাদি-অমিশ্রিত-ভাবে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত (কায়মনোবাক্যে) কৃষ্ণের (নাম-রূপ-গুণ-পরিকর লীলার) অনুশীলন উত্তমা ভক্তি।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ তস্যা লক্ষণং বদন্নেব গ্রন্থমারভতে,---অন্যেতি। যথা ক্রিয়াশব্দেন ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে, তথাত্রানুশীলন-শব্দেনাপি ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ---প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। তত্র প্রবৃত্ত্যাত্মকধাত্বর্থস্তু কায়-বাঙ্-মানসীয়-তত্তচ্চেষ্টারূপঃ। নিবৃত্ত্যাত্মক-ধাত্বর্থশ্চ প্রবৃত্তিভিন্নঃ, প্রীতিবিষাদাত্মকো মানসঃ তত্তদ্ভাবরূপশ্চ; স চ বক্ষ্যমাণ-রতি-প্রেমাদি-স্থায়িভাবরূপশ্চ, সেবানামাপ-রাধানামুদ্ভবাভাবকারিতেত্যাদি বচন ব্যঞ্জিত সেব্যনামাপ-রাধাদ্যভাব-রূপশ্চ। তদেবং সতি কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বাহনুশীলনমিতি তৎসম্বন্ধমাত্রস্য তদর্থস্য বা বিবক্ষিতত্বাদ্ গুরুপাদাশ্রয়াদৌ ভাবরূপস্যাপি ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ রত্যাদিস্থায়িনি ব্যভিচারিভাবেষু চ নাব্যাপ্তিঃ। এতচ্চ কৃষ্ণ তদ্ভক্তকৃপয়ৈব লভ্যম্ শ্রীভগবতঃ স্বরূপশক্তি-বৃত্তিরূপং কায়াদিবৃত্তিরূপেণাবির্ভূতমেব জ্ঞেয়ম্। অগ্রে স্পষ্টী করিষ্যতে। কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষামব তারাণাং গ্রাহকঃ। তারতম্যমগ্রে বিবেচনীয়ম্। তত্র ভক্তি-স্বরূপতাসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণমাহ,---আনুকূল্যেনেতি; প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বা-প্রসিদ্ধেঃ। আনুকূল্যঞ্চোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিরিত্যুক্তে লক্ষণেঽতিব্যাপ্তিরব্যাপ্তিশ্চ। তদ্ যথা---অসুর-কর্তৃক-প্রহাররূপানুশীলনং যুদ্ধরস উৎসাহরতিঃ শ্রীকৃষ্ণায় রোচতে; যথোক্তং প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১।১৩।৩০) 'মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহারঃ' ইতি। তথা শ্রীকৃষ্ণং বিহায় দুগ্ধরক্ষার্থং গতায়া যশোদায়াস্তাদৃশানুশীলনং কৃষ্ণায় ন রোচতে, যথোক্তং শ্রীদশমে (শ্রীভাঃ ১০।৯।৬)---

'সঞ্জাতকোপ স্ফুরিতারুণাধরং।' ইতি। তথাচ তত্র তত্রাতিব্যাপ্তব্যাপ্তি-বারণায়ানুকূল্যং নাম প্রাতিকূল্যশূন্যত্বমেব বিবক্ষণীয়ম্। এবং সত্যসুরেষু দ্বেষরূপ-প্রাতিকূল্যসত্ত্বান্নাতি-ব্যাপ্তিঃ। এবং যশোদায়াঃ প্রাতিকূল্যাভাবান্নাব্যাপ্তিরিতি বোধ্যম্। এতেন বিশেষণস্যানুকূল্যস্যৈব ভক্তিত্বমস্তু, ভক্তিসামান্যস্যেব কৃষ্ণায় রোচমানত্বাদ্ বিশেষ্যস্যানুশীলনপদস্য বৈয়র্থ্যমিত্যপি শঙ্কা নিরস্তা,---তাদৃশ-প্রাতিকূল্যাভাবমাত্রস্য ঘটেঽপি সত্ত্বাৎ। উত্তমাত্বসিদ্ধার্থং বিশেষণদ্বয়মাহ,---অন্যাভিলাষিতা-শূন্যমিত্যাদি। কথম্ভূতমনুশীলনম্? অন্যস্মিন্ ভক্ত্যতিরিক্তত্বে ফলত্বে নাভিলাষশূন্যম্---'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীভাঃ ১১।৩।৩১) ইত্যেকাদশোক্তের্ভক্ত্যুদ্দেশ্যক-ভক্তিকরণমুচিত-মেবেত্যতোঽন্যস্মিন্ খলু ভক্ত্যতিরিক্ত ইতি। যথাত্রান্যাভিলাষশূন্যত্বং বিহায়ান্যাভিলাষ-স্বভাবার্থক-তাচ্ছীল্য-প্রত্যয়েন কস্যচিদ্‌ভক্তস্য কদাচিদকস্মাৎ মরণসঙ্কটে প্রাপ্তে 'হে ভগবন্! ভক্তং মামেতদ্ বিপত্তেঃ সকাশাদ্ রক্ষেতি' কাদাচিৎকাভিলাষসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ, যতস্তস্য বৈবশ্য হেতুক-স্বভাববিপর্যয়েণৈব তাদৃগভিলাষো, ন তু স্বাভবিক ইতি বোধ্যম্। পুনঃ কীদৃশম্? জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানম্; ন তু ভজনীয়তত্ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম স্মার্তনিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয়-পরিচর্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদি শব্দেন যজ্ঞ-বৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যাভাসাদয়স্তৈরণাবৃতম্; ন তু পূর্ববচ্ছূন্যমিত্যর্থঃ। তেন চ ভক্ত্যাবরকাণামেব জ্ঞানকর্মাদীনাং নিষেধোঽভিপ্রেতঃ। ভক্ত্যাবরকত্বং নাম বিধিশাসনান্নিত্যকর্মাকরণে প্রত্যবায়াদিভয়াচ্ছ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বং, তথা ভক্ত্যাদিরূপেষ্ট-সাধনত্বাচ্ছ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বঞ্চ। তেন লোকসংগ্রহার্থম শ্রদ্ধয়াপি পিত্রাদিশ্রাদ্ধং কুর্বতাং মহানুভাবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যপ্তিঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃষ্ণভক্তিরিতি বক্তব্যে ভগবচ্ছাস্ত্রেষু কেবলস্য ভক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিরিত্যভি-প্রায়াত্তথোক্তম্।।১১।।

তথ্য। অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।
এই 'শুদ্ধভক্তি' ইহা হইতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।।

--শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ১৯।১৬৮-১৬৯।

অন্য অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম পরিহরি'
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব দেবী-দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ।।

---প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (শ্রীল-নরোত্তম ঠাকুর)।

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই---শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পরমার্থ-সিদ্ধি-পথে) উন্নতিবাঞ্ছাব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম তৎতৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবনযাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবল মাত্র তাহাই গ্রহণপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

---অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং-তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।১২।।

অনুবাদ। সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত অর্থাৎ সকল-মায়িক ভেদাবরণশূন্য কৃষ্ণেতরান্যাভিলাষিতাবর্জিত, তৎপরত্বে নির্মল অর্থাৎ কৃষ্ণসেবৈকতাৎপর্যে আনুকূল্যে কর্মাবরণ জ্ঞানমোহনাদি-উপাধিমল-নির্মুক্ত হৃষীকদ্বারা অর্থাৎ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবন অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

অমৃত প্রবাহ-ভাষ্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ সেবনের নাম ভক্তি। এই স্বরূপলক্ষণময়ী সেবার দুইটী তটস্থ লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্মলা থাকিবে।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বেতি। হৃষীকেণ ইন্দ্রিয়েণ তৎপরত্বেনানুকূল্যম্; সর্বেত্যন্যাভিলাষিতাশূন্যম্। সেবনমনুশীলনম্; নির্মলং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। অত উত্তমাত্বং স্বত এব ব্যক্তম্।।১২।।

শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৃতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ৩।২৯।১২-১৪)—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।১৩।।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুতে।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।১৪।।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।। ইতি।।১৫।।
সালোক্যেত্যাদিপদ্যস্থভক্তোৎকর্ষনিরূপণম্।
ভক্তের্বিশুদ্ধতা-ব্যক্ত্যা লক্ষণে পর্যবস্যতি।।১৬।।

অনুবাদ। (শ্রীকপিলদেব জননীকে বলিতেছেন,—) হে মাতঃ! পুরুষোত্তম ভগবানে যে অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা, ব্যবধানশূন্যা (ভাবরূপা ও ক্রিয়ারূপা) ভক্তি, সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ বলিয়া কথিত। সেই ভক্তিযোগযুক্ত জনগণ (ভক্তগণ) সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদত্ত হইলেও আমার সেবাব্যতীত তাহাদের কোনটীই গ্রহণ করেন না। **শব্দার্থঃ** অহৈতুকী—অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, অব্যবহিতা—কর্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতা, সালোক্য—ভগবানের সহিত এক লোকে বাস, সার্ষ্টি—ভগবানের সহিত সমান-ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি, সামীপ্য—ভগবানের নিকটে বাস, সারূপ্য—ভগবানের সহিত সমান-রূপ-বিশিষ্ট হওয়া, একত্ব বা সাযুজ্য—ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া, আত্যন্তিক—পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ। (এস্থলে) 'সালোক্য' ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তের উৎকর্ষ-নিরূপণ ভক্তির বিশুদ্ধতা-প্রকাশদ্বারা শুদ্ধভক্তি-লক্ষণেই পর্যবসিত হইতেছে।।১৩-১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অহৈতুকীতি; অত্রাহৈতুকী—অন্যাভিলাষিতাশূন্যা; অব্যবহিতা জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতা। অহৈতুকীত্বমেব বিশেষেণ দর্শয়তি—'সালোক্য' ইতি যস্যাং ভক্তৌ সত্যামিতি

শেষঃ। সালোক্যং ভগবতা সহ একস্মিন্ লোকে বাসঃ; সার্ষ্টিঃ—সমানৈশ্বর্যম্। সারূপ্যং—সমান-রূপত্বম্। সামীপ্যং—নিকটবর্তিত্বম; একত্বং—সাযুজ্যম্। আত্যন্তিকঃ পরমপুরুষার্থ ইত্যর্থঃ। ননু ভক্ত্যানামুৎকর্ষ নিরূপকং সালোক্যেত্যাদিপদ্যং কথং ভক্তিলক্ষণেনোদাহৃতম্? তত্রাহ—'সালোক্য' ইতি। সালোক্য ইত্যাদি পদ্যন্তু মধ্যস্থমপি নোদ্ধৃতম, ভক্তমাহাত্ম্যবাচিত্বাৎ নাত্র স্যাদুপযোগি তৎ। যতোঽস্মিন্ ভক্তেঽন্যাভি-লাষিতাশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিরস্ত্যতোঽয়ং সালোক্যাদিকং ন গৃহ্ণাতি; তস্মাদেতৎ পদ্যস্থং ভক্তোৎকর্ষনিরূপণং ভক্তের্বিশুদ্ধতা ব্যক্তিদ্বারা লক্ষণে পর্যবস্যতি।।১৩-১৬।।

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।।১৭।।

অনুবাদ। শুদ্ধা ভক্তি—১। ক্লেশঘ্নী, ২। শুভদা, ৩। মোক্ষলঘুতাকৃৎ, ৪। সুদুর্লভা, ৫। সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা ও ৬। শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। **শব্দার্থঃ** ক্লেশঘ্নী—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ-ক্লেশনাশিনী, শুভদা—শুভদায়িনী, মোক্ষলঘুতাকৃৎ—মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞানকারিণী, সুদুর্লভা—অত্যন্ত দুর্লভা, দুষ্প্রাপ্যা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা—প্রগাঢ়-আনন্দস্বরূপা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ-কারিণী।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র বৈশিষ্ট্যং কথয়িতুমিতি যদুক্তং তদেব সংক্ষিপ্য দর্শয়তি—ক্লেশঘ্নীতি। তত্র সাধনভক্তিঃ ক্লেশঘ্নীরূপা শুভদারূপা চ। ভাবভক্তির্মোক্ষলঘুতাকৃদ্রূপা সুদুর্লভা রূপা চ। সাধ্যপ্রেমভক্তিঃ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা রূপা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী রূপা চেত্যগ্রে ব্যক্তীকরিষ্যতীতি; বায়ু আদি ভূতচতুষ্টয়বৎ তত্র তত্র তত্তদন্তর্ভাব ইতি।।১৭।।

তত্রাস্যাঃ ক্লেশঘ্নত্বম্—

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা।।১৮।।

অনুবাদ। ভক্তির ক্লেশঘ্নত্ব। ক্লেশ তিন প্রকার – পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা।।১৮।।

তত্র পাপম্ –

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা।।১৯।।

অনুবাদ। পাপ দুই প্রকার—অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। **শব্দার্থঃ** অপ্রারব্ধ পাপ—যে পাপ কর্মসংস্কাররূপে জীবের সূক্ষ্ম দেহে আছে এবং যাহার ফলোদয়কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। ইহা অনাদি ও অনন্ত। প্রারব্ধ পাপ—যে পাপকর্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে এবং যাহা জীব ভোগ করিতেছে।।১৯।।

তত্রাপ্রারব্ধহরত্বং যথৈকাদশে (ভাঃ ১১।১৪।১৯) –

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।।২০।।

অনুবাদ। ভক্তির অপ্রারব্ধ-পাপহরত্ব-সম্বন্ধে ভাগবত একাদশ স্কন্ধের প্রমাণ; শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব! যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ আমার প্রতি ভক্তিও জীবের সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃৎস্নশঃ এনাংসি সমস্তপাপানি।।২০।।

প্রারব্ধহরত্বং যথা তৃতীয়ে (৩।৩৩।৬) —

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।।২১।।

অনুবাদ। ভক্তির প্রারব্ধপাপহরত্ব-সম্বন্ধে তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে বলিতেছেন—হে ভগবন্! যাঁহার নাম ক্বচিৎ শ্রবণে ও অনুকীর্তনে, এবং যাঁহাকে নমস্কার ও স্মরণদ্বারা (ইহাদের যে কোনটীতে) কুক্কুর ভোজনকারী অন্ত্যজ কূলে জাত ব্যক্তিও সদ্যই সবন-যজ্ঞের অধিকারী হয়, সেই তোমার দর্শনে যে লোক পবিত্র হইবে, তাহাতে আর কথা কি?।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যন্নামেতি যৎপ্রহ্বণাৎ যস্য নমস্কারাৎ শ্বাদোঽপি সবনায় কল্পতে যাগযোগ্যো ভবতি।।২১।।

দুর্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্।
দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।।২২।।

অনুবাদ। দুর্জাতিত্ব সবন যজ্ঞে অযোগ্যতার কারণ বলিয়া (শাস্ত্রে) বর্ণিত হইয়াছে। যে পাপ দুর্জাতিত্বজনক, তাহা প্রারব্ধ পাপ। (এই শ্লোকের তাৎপর্য -- শ্রবণাদি ভক্তিযোগদ্বারাই প্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হওয়ায় অন্ত্যজ শ্বপচকুলে জাত ব্যক্তিও পবিত্র হইয়া সোম-যজ্ঞের অধিকারী হন)।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যোগ্যত্বমত্র যাগাধিকারিত্ব স্বরূপমেব। ন চ তাদৃশ শ্বপচস্য যোগাধিকারিত্বে স কথং যাগং ন করোতীতি বাচ্যম্। তস্য শুদ্ধভক্তত্বেন কর্মণি শ্রদ্ধারাহিত্যাৎ। অন্যে সৎকুলোৎপন্ন-গৃহস্থাস্ত শ্রদ্ধারহিতা অপি লোকসংগ্রহার্থং কর্ম কুর্বন্তি। তথা চ গীতায়াং (৩।২০)---'লোক-সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি' ইতি। অস্য তু কর্মকরণে প্রত্যুত ভক্তিশাস্ত্রানভিজ্ঞজনপ্রবাদভয়মপি প্রতিবন্ধকমস্তীতি জ্ঞেয়ম্। অত্র 'সবনায় কল্পতে' ইত্যত্র সোমযাগকর্তৃবৎ পূজ্যো ভবতীতি ব্যাখ্যানে গ্রন্থস্য কষ্টকল্পনাপত্তেঃ, প্রকৃতগ্রন্থস্যাসদতেশ্চ, যতঃ সবনযোগ্যস্যৈব প্রারব্ধনাশকত্বম্, ন তু পূজ্যত্বস্য-তথাভূত-দুর্জাতিত্ব প্রয়োজকীভূতপ্রারব্ধবতাং জ্ঞানিনাং পূজ্যত্ব-দর্শনাৎ। অথাত্র ভক্তানাং প্রারব্ধসামান্যনাশেঽপি যৎ সুখদুঃখং দৃশ্যতে, তত্র তু সুখং ভক্তেরানুসন্ধিকং ফলম্, যথা নারদ-পঞ্চরাত্রে---'হরিভক্তির্মহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ ভূতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রুতাঃ' ইতি দুঃখং তু কুত্রচিদ্ ভগবদ্দত্তম্; যথা শ্রীদশমে (৮৮।৮) যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং, ত্যজন্তস্য স্বজনান্ দুঃখ দুঃখিতান্ ইতি। কুত্রচিদ্ বৈষ্ণবাপরাধাদিফলমিতি বিবেচনীয়ম্।।২২।।

পদ্মপুরাণে চ —

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।২৩।।

অনুবাদ। ভক্তির পাপহরত্বসম্বন্ধে পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ ও ফলোন্মুখ—এই চারিপ্রকার পাপ

ক্রমে প্রকৃষ্টরূপে লয় অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। **শব্দার্থঃ** অপ্রারব্ধ ফল পাপ---যে পাপের কূটত্বাদিরূপ কার্যাবস্থত্ব আরম্ভ হয় নাই। কূট---বীজত্বোন্মুখ। বীজ---বাসনাময় প্রারব্ধত্বোন্মুখ, ফলোন্মুখ---প্রারব্ধ। বীজ প্রারব্ধ মধ্যে এবং কূট অপ্রারব্ধ মধ্যে গণিত।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্তেঃ প্রারব্ধসামান্য-নাশকত্বে পুরাণান্তরমপি প্রমাণয়তি---পাদ্মে চেতি। পাপমিতি বিশেষ্যম্, তত্র ফলোন্মুখং প্রারব্ধং, বীজং বাসনাময়ং প্রারব্ধত্বোন্মুখং, কূটং বীজোন্মুখম্, অপ্রারব্ধ-ফলং ন প্রারব্ধং ফলং কূটত্বাদিরূপকার্যাবস্থত্বং যেন তৎ, তচ্চানাদিসিদ্ধমনন্তমেব। কারিকায়াস্ত্বেতদেবাপ্রারব্ধমুক্তম্; বীজপ্রারব্ধত্বে তু পূর্বং গণিতে; যত্তু কূটমবশিষ্টম্, তদপ্যপ্রারব্ধ এবান্তর্ভাব্যম্, ক্রমেণাপ্রারব্ধাদি-পূর্বপূর্বপাপনাশক্রমেণ। ক্রমস্তু কমলশতপত্রবেধ ইব একক্ষণমধ্য এব জ্ঞেয়ঃ।।২৩।।

বীজহরত্বং যথা ষষ্ঠে (ভাঃ ৬।২।২৭) --

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া।।২৪।।

অনুবাদ। ভক্তির পাপবীজহরত্বসম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি---তপস্যা, দান ও ব্রতাদিদ্বারা পাপসকল ধ্বংস হয়, কিন্তু অধর্মজাত সূক্ষ্ম পাপ-বাসনা তদ্দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই মাত্র তাহা---পাপ-বাসনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। **শব্দার্থঃ** 'তদ্ হৃদয়'---পাপের হৃদয়, অর্থাৎ পাপবীজ---যে পাপ সূক্ষ্মসংস্কার-রূপে চিত্তে থাকে।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বীজহেতুত্বং বিশেষতো দৃশ্যতে ইত্যাহ---বীজেতি। তৈস্তথাবিধৈরপি পুয়ন্তে নশ্যন্তি; পুঙ্ বিনাশে। অধর্মাজ্জাতমঘানাং হৃদয়ং মূলং সূক্ষ্মরূপন্তু ন পূয়তে ন নশ্যতি। 'তদপি ঈশাঙ্ঘ্রিসেবয়া' হরিচরণয়োর্ভক্ত্যা বাসনা-পর্যন্ত-পাপক্ষয়াত্তদপি শুদ্ধ্যতে।।২৪।।

অবিদ্যাহরত্বং যথা চতুর্থে (ভাঃ ৪।২২।৩৯) --

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাস-ভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।২৫।।

অনুবাদ। ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব-সম্বন্ধে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীসনৎকুমারের উক্তি---ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি সকলের কান্তি ভক্তিসহযোগে স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদনে সমর্থ নহেন। অতএব (ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদির জন্য পৃথক্ ভাবে চেষ্টা না করিয়া) শরণ্য বাসুদেবের ভজন কর। **শব্দার্থঃ** কর্মাশয়---অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি। রিক্তমতি---যাঁহাদের মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ চিন্তা করে না, অর্থাৎ ভোগপর চিন্তার অতীত। নিরুদ্ধস্রোতোগণ---যাঁহারা বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির স্রোতকে রুদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ জড়েন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন। অরণ---শরণ।।২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নৈষ্ঠিক্যাস্তু অবিদ্যাহরত্বমিতি প্রতিপাদ্য দ্বাভ্যাং দর্শয়তি—যৎপাদ ইতি। যস্য পাদ পঙ্কজয়োঃ পলাশান্যঙ্গুলয়স্তেষাংবিলাস-ভক্ত্যা বিশেষেণ লাসঃ প্রতিক্ষণবর্ধমানা কান্তির্যস্যাং তয়া সাধনরূপয়া ভক্ত্যা সাধ্যরূপয়া চ কর্মাশয়ং কর্মবাসনাময়মহঙ্কারং গ্রথিতং যেনৈব স্বকর্মণা, তদ্বিপরীতেন, ভগবৎকর্মণা উদগ্রথয়ন্তি সন্তো বৈষ্ণবাঃ, তদ্বদ্ যতয়ঃ সন্ন্যাসিনো ন। কুতঃ ? রিক্তা নির্বিষয়া অবিদ্যমানা মতির্যেষাং রিক্তধনা ইব নিবুর্দ্ধয়োঽসন্তশ্চেত্যর্থঃ; সন্তস্তু ভগবদ্‌বিষয়মতয়ঃ সুবুদ্ধয় এবেতি ভাবঃ, নিরুদ্ধো নদ্যাদেঃ স্রোতসামিবেন্দ্রিয়াণাং গণো যৈঃ ন হি স্রোতাংসি নিরোদ্ধুং শক্যা ভবন্তীতি নির্বুদ্ধিত্বচিহ্নমেতদেবেতি ভাবঃ। সন্তস্তু ভগবৎসৌন্দর্যামৃতাদিষু প্রসারিত—চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গণাঃ সুধিয়ঃ সুখিনশ্চেতি ভাবঃ। অরণং শরণম্।।২৫।।

পাদ্মে চ —

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্।।২৬।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে পদ্মপুরাণের প্রমাণ—যেমন (বনস্থ) দাবানলশিখা সর্পীকে (অনায়াসে) ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সর্বোত্তমা হরিভক্তি বিদ্যাসমূহের সহিত যাত্রা করিয়া (চিত্তস্থ) অবিদ্যাকে শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট করে। **শব্দার্থ** : অনুত্তম—যাহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই।।২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিদ্যাভিঃ কৃতা অনুযাত্রা যস্যাঃ সা। তথা চ ভক্তস্য বিদ্যাবিষয়কেচ্ছাভাবেঽপি সা বিদ্যা স্বয়মেব ভক্তেঃ পশ্চাদ্ গচ্ছতীত্যর্থঃ। অনুত্তমা অত্যুৎকৃষ্টা, পন্নগীং সর্পীম্।।২৬।।

শুভদত্বম্ —

শুভানি প্রীণনং সর্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ।।২৭।।

অনুবাদ। ভক্তির শুভদত্ব—মনীষিগণ সর্ব জগদ্‌বাসিগণের প্রতি (সাধুগণের) প্রীতি এবং সর্বজগতের (সাধুগণের প্রতি) অনুরক্ততা সদ্‌গুণসমূহ ও সুখ ইত্যাদিকে 'শুভ' বলিয়া আখ্যাত করেন।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রেয়ো-হেতুত্বং যথা—শ্রেয়াংসীতি শুভানীতি; সর্বজগৎকর্মকং প্রীণনং জগৎকর্তৃকানুরক্ততা চ। অনয়োঃ সদ্‌গুণান্তর্ভাবেঽপি পৃথগুক্তিঃ সর্বোত্তম-তাপেক্ষয়া; যথোক্তং চতুর্থে ধ্রুবচরিতে (ভাঃ ৪।৯।৪৭)—'যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ। তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্' ইতি। সদ্‌গুণাঃ সুখঞ্চ এতানি শুভপদবাচ্যানি।।২৭।।

তত্র জগৎপ্রীণনাদিদ্বয়প্রদত্বম্। যথা পাদ্মে —

যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি।।২৮।।

অনুবাদ। ভক্তির জগৎপ্রীণন ও জগদনুরক্ততা—এই দুইটী-প্রদান-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—যাঁহাদ্বারা শ্রীহরি অর্চিত হন, তিনি সর্বজগৎকে তৃপ্ত করেন এবং জগৎস্থিত স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হ'ন।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র জগৎ-প্রীণনাদিদ্বয়হেতুত্বং যথা পাদ্মে—'যেনার্চিতো' ইতি; জগন্তি জগদ্বর্ত্তিজীবা ইত্যর্থঃ।।২৮।।

সদ্‌গুণাদি-প্রদত্বম্। যথা পঞ্চমে (৫।১৮।১২) –

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।২৯।।

অনুবাদ। ভক্তির সদ্‌গুণাদিপ্রদত্বসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে (হরিবর্ষে শ্রীনৃসিংহস্তবে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি)—যাঁহার ভগবান্ বিষ্ণুতে অকিঞ্চনা—নিষ্কামা ভক্তি বিদ্যমানা, তাঁহাতে (ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি) সর্বগুণসহ দেববৃন্দ সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি মনোধর্মের বশবর্তী হইয়া অসৎ—অনিত্য (বিষয়-সুখে) সংসারে ধাবমান, শ্রীহরিতে সেই অভক্ত ব্যক্তির মহদ্‌গুণসমূহ কিরূপে থাকিতে পারে?।।২৯।।

তথ্য। "সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশোগুণ সর্বজগতে প্রকাশ।।
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুরবচন, মধুরচেষ্ট, মহাধীর।।
সবার সম্মানকর্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য-হিংসাশূন্য তাঁর চিত।।
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস।।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৭।৫৪-৫৭

"সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগণ সকল সঞ্চারে।।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৭২

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গুণৈরিন্দ্রিয়নিষ্ঠগুণৈঃ সহ ন তু দোষৈঃ সহ; সুরা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবাস্তত্র ভক্তে সমাসতে। মনোরথেনাসতি বিষয়ে ধাবতোঽভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা ইন্দ্রিয়াণাং নির্দুষণগুণাঃ।।২৯।।

সুখপ্রদত্বং –

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্রিধা।।৩০।।

অনুবাদ। ভক্তির সুখপ্রদত্ব-সম্বন্ধে অলোচনা হইতেছে। বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বর-ভেদে সুখ তিন প্রকার।।৩০।।

যথা তন্ত্রে –

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্যা ভক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্‌গোবিন্দভক্তিতঃ।।৩১।।

অনুবাদ। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—পরমাশ্বর্যজনক (অণিমাদি অষ্টাদশ প্রকার) সিদ্ধিসমূহ

ও ভুক্তিরূপ বিষয়সুখ, নিত্যমুক্তিরূপ ব্রাহ্মসুখ এবং নিত্য পরমানন্দরূপ ঐশ্বর সুখ গোবিন্দভক্তি হইতে লাভ হইয়া থাকে।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সিদ্ধয়োঽণিমাদয়ো ভুক্তিশ্চ বিষয়সুখং মুক্তির্ব্রহ্মসুখং, পারিশেষ্যান্নিতাং পরমানন্দমৈশ্বর সুখম্।।৩১।।

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ --

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্তচতুর্বর্গফলদা সুখদা লতা।। ইতি।।৩২।।

অনুবাদ। 'হরিভক্তিসুধোদয়ে' (শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে শ্রীপ্রহ্লাদের স্তুতি) -- হে দেবেশ! যাহা মোক্ষান্তচতুর্বর্গফলদাত্রী, অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাত্রী ও সুখদা অর্থাৎ ঈশ্বরানুভব-আনন্দদায়িনী, তোমাতে আমার সেই ভক্তি দৃঢ়া হউক, ইহাই আমি পুনরায় প্রার্থনা করিতেছি।।৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভূয়োঽপীতি, যা লতারূপা ভক্তির্মোক্ষান্তচতুর্বর্গফলদা; সুখদা ঈশ্বরানুভবানন্দদাত্রী।।৩২।।

মোক্ষলঘুতাকৃৎ --

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। ভক্তির মোক্ষলঘুতাকৃৎ, যথা---যাঁহাদের হৃদয়ে ঈষৎ পরিমাণেও ভগবদ্‌রতি উদিত হইয়াছে, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ---এই চতুর্বর্গ তাঁহাদের নিকটে নিজদিগকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করে। অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয় ভক্তের নিকটে কখনও স্থান পায় না।।৩৩।।

যথা নারদপঞ্চরাত্রে --

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ।। ইতি।।৩৪।।

অনুবাদ। নারদপঞ্চরাত্রে, যথা -- সর্বপ্রকার মুক্ত্যাদি সিদ্ধিসমূহ ও অদ্ভুত ভুক্তিসমূহ হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর পশ্চাতে দাসীর ন্যায় ভীতচিত্তে গমন করে।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অদ্ভুতা ভুক্তয়োর্বিষয়ভোগাশ্চেটিকাবদ্ দাসীবৎ পশ্চাদ্‌গামিন্যঃ।।৩৪।।

সুদুর্লভা --

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা।।৩৫।।

অনুবাদ। ভক্তি---সুদুর্লভা। ভক্তি দুই প্রকারে সুদুর্লভা---(১) সু-চিরকাল অনাসঙ্গ সাধনসমুহেরও অলভ্য, (২) শ্রীহরি শীঘ্র সাধককে ভক্তি দেন না। **শব্দার্থ:** অনাসঙ্গ--সাধনে আসক্তি বা আগ্রহশূন্যতা এবং সাধননৈপুণ্যরাহিত্য।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনাসঙ্গৈঃ শ্রদ্ধাদিভক্তিভূমিকান্তর্গতাসক্তিরহিতৈঃ সাধনসমূহৈঃ সর্বথৈবালভ্যা, আসক্ত্যুত্তরমেব রত্যুৎপত্তেঃ শ্রবণাৎ। হরিণা চাসক্তিসহিতৈরপি সাধনসমূহৈরাশু শীঘ্রমদেয়া, বিলম্বেন তু দীয়ত ইত্যর্থঃ। দ্বিধা সুদুর্লভেতি প্রকারদ্বয়েনাপি দুর্লভত্বং তস্যা ইত্যর্থঃ।।৩৫।।

তত্রাদ্যা যথা তন্ত্রে --

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা।।৩৬।।

তথ্য। মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।।

---শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২।৫১

শ্রীমদ্ভাগবতের 'রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি' (৫।১২।১২) শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথমটি সম্বন্ধে তন্ত্রের উক্তি, -- জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি সুলভা এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সুলভ, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সুদুর্লভা।।৩৬।।

দ্বিতীয়া, যথা পঞ্চমস্কন্ধে (ভাঃ ৫।৬।১৮) --

রাজন্! পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।। ইতি।।৩৭।।

অনুবাদ। দ্বিতীয়টির উদাহরণ, পঞ্চম স্কন্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি, ---হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) আপনাদের (পাণ্ডবগণের ও যদুগণের) পালক, গুরু, উপাস্য, বন্ধু এবং কুলের নিয়ামক। অধিক কি, তিনি (ভক্তবাৎসল্যহেতু) কোন সময়ে আপনাদের কিঙ্করের কার্যও করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু পাণ্ডবদিগকে যেরূপ প্রেমভক্তিযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কখনও কাহাকেও প্রদান করেন না।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে রাজন! ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ, গুরুরুপদেষ্টা, দৈবমুপাস্যঃ, প্রিয়ঃ প্রীতিকৃৎ, কুলপতির্নিয়ন্তেতি। যদুষ্বতরতোঽপি কৃষ্ণস্য তেষু ভবৎসু চ তুল্য এব ব্যবহারো দৃষ্টঃ। কিঞ্চ, ক্ব চ কদাচিদ্ বঃ পাণ্ডবানাং দূত্যাদিষু কিঙ্করো, ন চ তথা যদূনামিতি যদুভ্যোঽপি প্রেমবত্ত্বে ভবতামাধিক্যমেবেতি ভাবঃ। ভজদ্ভ্যো হ্যভজদ্ভ্যোঽপি পরমপ্রেমাধিক্যদানস্য বার্তা কিয়তী বক্তব্যা? সা সর্বোপরি বিরাজতাম্। অন্যেভ্যো ভজদ্ভ্যোঽপি ন ভক্তিযোগং ভাবভক্তিমপি প্রায়ো ন দদাতি, কিঞ্চ ততোঽপ্যাতিনিকৃষ্টাং মুক্তিমেবেত্যাহ অস্ত্বেবেতি; ভজতাং ভজদ্ভ্যঃ, অত্র কর্হিচিদপীত্যনুক্তে মুক্তিমনিচ্ছদ্ভ্যঃ শুদ্ধভক্তেভ্যস্তু ভক্তিমেব দদাতীত্যর্থো লভ্যতে।।৩৭।।

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা, যথা –

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি।।৩৮।।

অনুবাদ। ভক্তি – সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা, যথা – পরার্ধ কালসমাধির দ্বারা সমুদিত ব্রহ্মসুখ ভক্তিসুখ-সমুদ্রের পরমাণুর সহিতও তুলনীয় নহে। অথবা ব্রহ্মানন্দকে পরার্ধ গুণ করিলেও তাহা ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুর সহিত তুলনীয় নহে।।৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরার্ধেতি পরার্ধং কালং ব্যাপ্য ক্রিয়মাণেন সমাধিনা সিদ্ধং ব্রহ্মসুখমপীত্যর্থঃ। ভক্তিরূপসুখসমুদ্রস্য যঃ পরমাণুস্যাপি তুলনাং নৈতি ন প্রাপ্নোতি।।৩৮।।

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে –

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো।।৩৯।।

অনুবাদ। যথা, হরিভক্তিসুধোদয়ে---প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিতেছেন, হে জগদ্‌গুরো! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে অবস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মানন্দও আমার নিকটে গোষ্পদের ন্যায় বোধ হইতেছে।।৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্বৎসাক্ষাদিতি তব সাক্ষাৎকারানন্দসমুদ্রে স্থিতস্য মম ব্রাহ্মাণি ব্রহ্মস্বরূপাণ্যপি সুখানি গোষ্পদায়ন্তে গোষ্পদমিবাচরন্তি। ব্রাহ্মণীত্যত্র পারমেষ্ঠ্যানীতি ন ব্যাখ্যেয়ম্; পরব্রহ্মানন্দেনৈব তস্য তারতম্যং শ্রীভাগবতাদি-প্রসিদ্ধম্ (শ্রীভা ৩।১৫।৪৩)---'তস্যারবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দ' ইত্যাদিভ্যঃ।।৩৯।।

তথা (ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকস্য) ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ –

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্।।৪০।।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।১১ শ্লোকের 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামীর উক্তি -- হে ভগবন্! সুকৃতিশালী কোন কোন ব্যক্তি আপনার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি-সম্বন্ধীয় কথারূপ অমৃতসাগরে বিহারের দ্বারা মহানন্দ ভোগ করায় ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুবর্গকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করেন।।৪০।।

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।।(৬)

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা।।৪১।।

অনুবাদ। ভক্তি – শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি প্রিয়বর্গ সমন্বিত শ্রীহরিকে প্রেমের পাত্র করিয়া বশীভূত করেন, তজ্জন্য ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া কথিতা। **শব্দার্থ:** ---শ্রীকৃষ্ণ শব্দের 'শ্রী'-শব্দদ্বারা প্রিয়বর্গসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্দিষ্ট। আকর্ষণ-শব্দ-বলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভাজন।।৪১।।

যথৈকাদশে (ভাঃ ১১।১৪।২০) –

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।৪২।।

অনুবাদ। একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,---হে উদ্ধব! মদ্-বিষয়িণী তীব্রভক্তি আমাকে যেভাবে বশীভূত করে---যোগ, জ্ঞান, বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ বা সন্ন্যাস আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীস্বামিচরণৈঃ কৃতায়াং শ্রত্যধ্যায়টীকায়াম্। পাথোধৌ সমুদ্রেঃ; মহামুদঃ পরমানন্দযুক্তাঃ। ন সাধয়তীতি---যদ্যপি যোগাদি সাধন প্রতিস্পর্দ্ধিত্বেন সাধনত্বমেবাস্যা আয়াতি, ততশ্চাগ্রত ইত্যাদি বক্ষমাণানুসারেণ সাধ্যভক্তিমহিম-প্রস্তাবেঽস্মিন্নুদাহরণং ন সম্ভবতি, তথাপি সাধ্যমেব ভক্তিং জনয়িত্বা বশীকরোত্যসাবিতি তথোক্তম্। ন সাধয়তি ন প্রাপ্তিসাধনং ভবতি, উর্জিতা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রেত্যর্থঃ।।৪০-৪২।।

সপ্তমে নারদোক্তৌ (ভাঃ ৭।১০।৪৮) –

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্।।ইতি।।৪৩।।

অনুবাদ। সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদের উক্তিতেও---হে যুধিষ্ঠির! আপনারা নরলোকে মহাসৌভাগ্যবান্, যেহেতু নরাকার পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদের গৃহে অবস্থান করেন এবং তজ্জন্য ভুবনপাবন ঋষিগণ সর্বদা আপনাদের গৃহে আগমন করিতেছেন।।৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যম্---যেন ভগবানদৃষ্টঃ। বয়ন্তু মন্দভাগ্য। ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রতি যূয়ং প্রহ্লাদাৎ, প্রহ্লাদগুরোর্মত্তোঽপ্যন্যেভ্যোঽপি ভক্তেভ্যো, যদুপুরপ্রভৃতিভ্যোঽপি, বশিষ্ঠ-মরীচি-কশ্যপাদি-ঋষিভ্যোঽপি, ব্রহ্মরুদ্রাভ্যামপি, ভূরিসৌভাগ্যবন্ত ইত্যাহ নারদঃ---যুয়মিতি। যূয়ং নৃণাং জীবানাং লোকমধ্যে ভূরিভাগাঃ,--যেষাং যুষ্মাকং গৃহান্ লোকং স্বদর্শনাদিনা পবিত্রীকুর্বন্তোঽপি মুনয়োঽভি সর্বতোভাবেন স্বং কৃতার্থী কর্তুং গচ্ছন্তি; যতো গূঢ়ং সর্বতোঽপি রহস্যং যন্মনুষ্যলিঙ্গং নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম, তৎ সম্যক্প্রকারেণ যুষ্মাভিরনাহূতমপ্যাসক্তিপূর্বকং যেষাং গৃহেষু সাক্ষাদ্ বসতি। ন হি প্রহ্লাদাদীনাং গৃহেষু নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ বসতি; ন চ তদ্দর্শনেন কৃতার্থীভবিতুং মুনয়ো গচ্ছন্তীতি ভাবঃ।।৪৩।।

অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়া স্ত্রিধা ভক্তেরনুক্রমাৎ।
দ্বিশঃ ষড় ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্তিতম্।।৪৪।।

অনুবাদ। অগ্রে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির কথা যথাক্রমে বলা হইবে। সাধনভক্তি ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, ভাবভক্তি উক্ত দুইটী গুণযুক্তা ব্যতীত মোক্ষ লঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভা এবং প্রেমভক্তি উক্ত চারিটি গুণযুক্তা ব্যতীত সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। প্রত্যেক প্রকারে দুইটি করিয়া ক্লেশঘ্নী আদি ছয়টি পদের দ্বারা ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইল।।৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অগ্রত ইতি; সাধনভাবপ্রেমরূপায়াস্ত্রিধা ভক্তের্দ্বিশঃ দ্বাভ্যাং ষড়্ভিঃ পদৈঃ। তথা চ--'ক্লেশঘ্নী শুভদা' ইত্যনেন পদদ্বয়েন সাধনভক্তের্মাহাত্ম্যং কথিতম্; এবং "মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা",--ইত্যনেন ভাবভক্তে; এবং 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী' ইতি প্রেমভক্তেরিত্যেবং ষড়্ভিঃ পদৈরিত্যর্থঃ।।৪৪।।

কিঞ্চ --

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা।।৪৫।।

অনুবাদ। অল্পমাত্র রুচিতেও ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হন। যুক্তির অপ্রতিষ্ঠতা-নিবন্ধন তদ্দ্বারা ভক্তি বোধগম্য নহেন। কারণ যুক্তি অস্থির, তজ্জন্য তদ্দ্বারা অচিন্ত্যবিষয় নির্ণীত হয় না। **শব্দার্থঃ**---'রুচি'--শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদিকা যে সকল উক্তি আছে, তাহাতে সুকৃতিবলে উত্তমোত্তম বুদ্ধি। যুক্তিশব্দে এস্থলে শুষ্কযুক্তি উদ্দিষ্টা কিন্তু 'শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ' ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিতে রুচিসমন্বিতা যে যুক্তি, তাহা এখানে উদ্দিষ্ট হয় নাই।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র বহির্মুখান্ প্রত্যন্যদপ্যুচ্যত ইত্যাহ--কিঞ্চেতি। রুচিরত্রভক্তিতত্ত্ব-প্রতিপাদক-শব্দেষু শ্রীভাগবতাদিষু প্রাচীনসংস্কারেণোত্তমত্ব-জ্ঞানম্। সৈব ভক্তিতত্ত্বমবধোবয়তি, কেবলা শুষ্কা নৈবেতি কিন্তু তদ্রুচি সহিতা ইত্থমেব বক্ষ্যতে--"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ" ইতি।।৪৫।।

তথা প্রাচীনৈরপ্যুক্তম --

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে।।৪৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহরী প্রথমা।

অনুবাদ। তথা প্রাচীনগণের উক্তি, একজন তর্ক-কুশল পণ্ডিত দ্বারা অতিযত্নে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত তদপেক্ষা অধিক-তর্ক-কুশল পণ্ডিত অনায়াসে অন্যরূপে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন।।৪৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে সামান্যভক্তি নিরূপণাত্মিকা
প্রথম-লহরীর বঙ্গানুবাদ।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপ্রতিষ্ঠতামেব দর্শয়তি---তথেতি। প্রাচীনৈঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১২) 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইতি ন্যায়ানুসারিভির্বার্তিক-কারাদিভিঃ; অভিযুক্ততরাস্তার্কিকেষু প্রবীণতরাঃ।।৪৬।।

ইতি লহরীচতুষ্টয়াত্মকে পূর্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-লহরী।।১।।

দ্বিতীয়-লহরী-সাধনভক্তিঃ

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।।১।।

অনুবাদ। সেই (প্রথম লহরীতে উক্ত) ভক্তি—সাধন, ভাব ও প্রেম এই তিন প্রকারে উদিতা।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সা ভক্তিরিতি। অথাত্র সাধন সাধ্যত্বরূপ-দ্বিবিধভেদ এবাস্তু, ভাবস্যাপি সাধ্যভক্ত্যন্তর্ভাবোঽস্তু, কিং ভেদত্রয়করণেন? ইতি চেৎ ন, যতোঽগ্রে বক্ষ্যমাণস্য (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।২৭৬) 'উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতা'।। ইতি সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপরপর্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি 'সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ' ইতি বিশেষণেন প্রবলতরস্য কস্যচিন্মহদপরাধস্য কশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তীতি লভ্যতে। এবং সতি ক্লেশজনকস্যাপরাধস্য লেশেঽপি সাধ্যভক্তেরাবির্ভাবো ন সম্ভবতি। অতএব তত্রৈবোক্তস্য সাধ্যভক্তিবিশিষ্টসিদ্ধভক্তলক্ষণস্য মধ্যে (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৮০)—'অবিজ্ঞাতাখিল ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ। সিদ্ধত্বে স্যুরিত্যনেন তথৈব প্রতিপাদিতম্। তস্মাদ্ ভাবস্য সাধ্যভক্তেরন্তর্ভাবো ন সম্ভবতি। তথৈব সাধনভক্তেরন্তর্ভাবস্তু সুতরামেব নাস্তি, যথোঽত্রৈব প্রকরণে সাধনভক্তিলক্ষণে ভাবসাধনত্বরূপবিশেষণেন ভাবস্য সাধনভক্তিত্বং পরাস্তম্, ভাবস্য ভাব-সাধনত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভক্তেস্ত্রিবিধত্বম্ ইতি বিবেচনীয়ম।।১।।

তত্র সাধনভক্তিঃ —

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।২।।

অনুবাদ। সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) দ্বারা সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধনভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব। তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনয়নের নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য এই যে, চিৎকণ জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটন যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধনভক্তি'। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য')।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃতীতি; সা সামান্যতো লক্ষিতোত্তমা ভক্তিরিন্দ্রিয়ব্যাপারেণ সাধ্যা চেৎ সাধনাভিধা ভবতি। অত্রেন্দ্রিয়ব্যাপারস্য ভক্ত্যন্তর্ভাবঃ; যাগস্য পূর্বক্রিয়ায়া যথা যাগান্তর্ভাবস্তথৈব জ্ঞেয়ঃ। তেন ভক্তিভিন্নস্য ন ভক্তিজনকত্বমিতি সিদ্ধান্তোঽপি সঙ্গচ্ছতে। অত্র ভাব ভক্তেরনুভাবরূপস্য শ্রবণকীর্তনাদেঃ সাধনত্ব-ব্যবহারাভাবাত্ত দ্বারণায়াহ—সাধ্যেতি। সাধ্যঃ ভাবো যয়া সা ভাবজনিকেত্যর্থঃ; তেন ধর্মার্থাদি-পুরুষার্থান্তরসাধকভক্তিশ্চ পরাকৃতা, উত্তমায়া এব উপক্রান্তত্বাৎ ভাবাদীনাং সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ। স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যেতি। ভাবস্যেত্যুপলক্ষণং শ্রবণকীর্তনাদয়োঽপি

গ্রাহ্যাঃ। তেষামপি কর্ণজিহ্বাদৌ প্রাকট্যমাত্রম্। যথা শ্রীকৃষ্ণো বসুদেবগৃহেঽবততার---ভক্তীনাং ভগবচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ।।২।।

সা ভক্তিঃ সপ্তমস্কন্ধে ভঙ্গ্যা দেবর্ষিণোদিতা।।৩।।

অনুবাদ। সেই সাধনভক্তি সপ্তমস্কন্ধে (৭।১।৩১ শ্লোকে) দেবর্ষি শ্রীনারদকর্তৃক ভঙ্গিক্রমে উক্ত হইয়াছে।।৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেতি; নম্বত্র (শ্রীভাঃ ৭।১।২৫) 'তস্মাদ্ বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা। স্বেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষ্যতে পৃথক্।।' ইতি পদ্যে ভয়দ্বেষাবপি বিহিতৌ; তর্হি তাবপি ভক্তী স্যাতাম্? তয়োর্ভক্তিত্ব স্বীকারে তু 'আনুকূল্যেনেতি' বিশেষণ-বিরোধঃ স্যাৎ; তৎকর্তর্য্যসুরেঽপি ভক্তব্যবহারাপত্তেশ্চেত্যাহ--ভঙ্গ্যেতি। যঃ খলু ভয়দ্বেষাকতৃণামপি মঙ্গলং করোতি 'তস্মিন্নীশ্বরে কো বা পরমপামরো ভক্তিং ন কুর্বীত? প্রত্যুত ভয়দ্বেষৌ বিদধীতেতি ভঙ্গ্যা পরিপাট্যা দেবর্ষিণোক্তম্।।৩।।

যথা, সপ্তমে (৭।১।৩১) --

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।। ইতি।।৪।।

অনুবাদ। সুতরাং যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে হইবে। (দ্বেষ-বৈরাদি-ভাবেও সম্ভবপর হইলেও এই স্থলে অনুকূল অনুশীলনের দ্বারা মনোনিবেশই উদ্দিষ্ট)।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পশ্চাৎ শ্লোকে দেবর্ষিরভিপ্রায়ং স্পষ্টকরোতি---তস্মাদিতি। তেষাং মধ্যে কেনাপ্যুৎকৃষ্টেন নির্বৈরশব্দপ্রতিপাদিতেন কামাদ্যুপায়েনেত্যর্থঃ।।৪।।

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।।৫।।

অনুবাদ। সাধনভক্তি দুই প্রকার--বৈধী ও রাগানুগা।।৫।।

তত্র বৈধী --

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে।।৬।।

অনুবাদ। বৈধী সাধনভক্তি---যে স্থলে রাগের অনুদয় বশতঃ শাস্ত্রের শাসনদ্বারাই ভজনে প্রবৃত্তি জাত হয়, তাহা বৈধী সাধনভক্তি বলিয়া কথিত হয়।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাগোঽত্র রাগস্তদ্রুচিশ্চ, অগ্রে রাগাত্মিকা-রাগানুগ-য়োর্বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অথাত্র সাধনাদৌ প্রবৃত্তিসামান্যে কুত্রচিল্লোভস্য কারণত্বম্ কুত্রচিচ্ছাস্ত্র শাসনস্য। তত্র চ যস্যাং ভক্তৌ লোভস্য কারণত্বং নাস্তি, কিন্তু শাস্ত্রশাসনস্যৈব সা বৈধীত্যাহ--যত্রেতি। রাগোঽত্র শ্রীমূর্তিদর্শনাদ্দশমস্কন্ধীয়-তত্তল্লীলাশ্রবণাচ্চ ভজনলোভস্তদ নাপ্তত্বাদনধীনত্বাদ্ধেতোঃ শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব যা প্রবৃত্তিরূপ জায়তে, সা ভক্তিবৈর্ধ্যুচ্যতে।।৬।।

যথা, দ্বিতীয়ে (২।১।৫) --

তস্মাদ্ভারত! সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্।।৭।।

অনুবাদ। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে (শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)--হে ভারত! যিনি অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসঙ্গ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য।

শব্দার্থঃ অভয়--মোক্ষ, আধ্যাত্মিকাদি-সর্বদুঃখহর-সর্বানন্দময় পুরুষার্থ। সর্বাত্মা--সকলের আত্মা, পরমাত্মা, সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ঈশ্বর--সকলের প্রভু, ভগবান্--ভগযুক্ত অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যশালী। হরি--সর্বপ্রকার বন্ধনমোচনকারী।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অভয়ং নাস্তি সংসারাদিজন্য ভয়ং যস্মাৎ ভগবতস্তমিচ্ছতা পুরুষেণ ভগবান্ শ্রোতব্যঃ। তেন সংসারাদিভয়নিবৃত্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রশাসনাদেব প্রবৃত্তিঃ, ন তু লোভাদিতি ভাবঃ।।৭।।

পাদ্মে চ --

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।৮।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে---শ্রীবিষ্ণু সর্বদা স্মর্তব্য, ইহাই মুখ্য বিধি। তাঁহাকে কখনও বিস্মরণ করিতে হইবে না, ইহাই--মুখ্য নিষেধ। স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে ব্যবস্থিত সকল প্রকার বিধি-নিষেধ উক্ত বিধি-নিষেধের কিঙ্কর অর্থাৎ অধীন।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্ব ইতি। সর্বেষাং বিধীনাং শ্রীবিষ্ণুস্মরণ-কিঙ্করত্বাৎ শ্রীবিষ্ণুস্মরণে ক্রিয়মাণ এব সর্বেষাং বিধিবোধিতানাং করণনির্বাহঃ। এবমনন্ত-গো-ব্রাহ্মণাদি-হত্যানাং নিষেধানাং বিষ্ণুবিস্মরণস্য কিঙ্করত্বদ্বিষ্ণুবিস্মরণে জাতে বিস্মর্তুঃ পুরুষস্য সর্বনিষেধপ্রতি-পাদিতান্তপাপবত্ত্ব প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। সততং প্রত্যহং, ন তু প্রতিক্ষণং তস্যা সাধ্যত্বেন বিধেরননুষ্ঠানলক্ষণাপ্রামাণ্যাপত্তেঃ।।৮।।

ইত্যসৌ স্যাদ্বিধির্নিত্যঃ সর্ববর্ণাশ্রমাদিষু।
নিত্যত্বেঽপ্যস্য নির্ণীতমেকাদশ্যাদিবৎ ফলম্।।৯।।

অনুবাদ। বর্ণধর্মে ও আশ্রমধর্মে অবস্থিত সকল ব্যক্তির পক্ষেই এই বিধি-নিষেধ নিত্য। একাদশীব্রতাদি নিত্য হইলেও শাস্ত্রে যেরূপ তাহার ফল নির্ণীত হইয়াছে, তদ্রূপ উক্ত বিধি-নিষেধের ফলও শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইত্যসাবিতি--অকরণে পাপ শ্রবণেন ভজনস্য নিত্যত্ব-নিশ্চয়েঽপ্যেকাদশ্যাদিবৎ ফলমস্তি।।৯।।

যথা, একাদশে তু ব্যক্তমেবোক্তং (১১।৫।২-৩) --

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।১০।।

অনুবাদ। একাদশ স্কন্ধে (চমস ঋষির) স্পষ্টোক্তি---হে রাজন! পরমপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে (সন্ন্যাস, বাণপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য--- এই) চারিটী আশ্রমসহ বিপ্রাদি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র---এই চারিবর্ণ গুণসমূহের অর্থাৎ সত্ত্ব,

রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ জাত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা। পরমপুরুষের মুখ হইতে সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্বরজোগুণী ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে রজস্তমোগুণী বৈশ্য ও পদ হইতে তমোগুণী শূদ্র জাত হইয়াছে। পরম পুরুষের মস্তক হইতে সন্ন্যাস, বক্ষঃস্থল হইতে বাণপ্রস্থ, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য এবং জঘন হইতে গার্হস্থ্যাশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে।।১০।।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।১১।।

অনুবাদ। এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম অহঙ্কারে তাহার ভজনে অবজ্ঞা করে, তাহারা স্ব-স্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথাত্র ভজনীয়স্য ভগবতোঽভজনে দুর্গতিরেবেতি বক্তুং প্রথমং ভজনীয়ত্বে যুক্তিমাহ,--মুখেতি। গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ করণৈরাশ্রমৈঃ সহ বিপ্রাদয়শ্চত্বারো জজ্ঞিরে। এষাং মধ্যে যে বিপ্রাদয়ঃ সাক্ষাদাত্মনঃ প্রভব উৎপত্তির্যস্মাদেবম্ভূতমীশ্বরং ন ভজন্তি অতএবাবজানন্ত্যভজনাদেবাবজ্ঞাং কুর্বন্তি। যথা পরমাদরণীয়স্য পুরুষস্যাদরাকরণমেবানাদরস্তথা পরমভজনীয়স্য ভদবতোঽভজন-মেবাবজ্ঞা ইত্যর্থঃ। স্থানাদ্ বর্ণাশ্রমাদ্ ভ্রষ্টাঃ সন্তোঽধঃ পতন্তি।।১০-১১।।

তৎ ফলঞ্চ তত্রৈব (ভাঃ ১১।২৭।৪৯) --

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নু ভয়তঃ সিদ্ধিং মর্ত্ত্যো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্।।১২।।

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,---এই প্রকারে বেদ ও সাত্বত-তন্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়াযোগের দ্বারা আমার অর্চন করিয়া মানব ইহলোকে ও পরলোকে অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করে।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্যাঃ ভক্তেঃ ফলমুদাহরন্নর্চনমুপলক্ষ্যাহ,---এবমিতি। উভয়তঃ ঐহিকীং পারলৌকিকীঞ্চ সিদ্ধিম্।।১২।।

পঞ্চরাত্রে --

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।। ইতি।।১৩।।

অনুবাদ। হে দেবর্ষে! শাস্ত্রে শ্রীহরিকে উদ্দেশ্য করিয়া যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই (সাধন-) ভক্তিনামে কথিত। উক্ত ভক্তিযাজনদ্বারা পরা ভক্তি---প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সামন্ত্যেন দর্শয়ন্ পরমফলমাহ---পঞ্চরাত্র ইতি। সৈব ভক্তিরিত্যত্র, বৈধীতি গম্যা, তৎপ্রকরণপঠিতত্বাৎ, তয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তির্ভবেদিতি।।১৩।।

তত্রাধিকারী—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্যসৌ।।১৪।।

অনুবাদ। বৈধী ভক্তির অধিকারী—যে ব্যক্তির মহৎ-সঙ্গজনিত সংস্কারবিশেষ দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধযুক্তবস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গজনিত পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির দ্বারা যাহার শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং যিনি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত বা অতি বিরক্ত নহেন তিনি ভক্তিযাজনে অধিকারী।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতিভাগ্যেন মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষেণ; বৈরাগ্যমত্র ভজনপ্রতিকূল-ফল্গুবৈরাগ্যমিত্যর্থঃ, তেন বিষয়বাসনাদৌ বৈরাগ্যার্থং যতিষ্যত্যেব।।১৪।।

যথৈকাদশে (১১।২০।৮) —

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।। ইতি।।১৫।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—আমার কথাদিতে যাঁহার সৌভাগ্যক্রমে 'শ্রদ্ধা' হইয়াছে এবং যিনি বিষয়ে অত্যাসক্ত বা অতিবিরক্ত নহেন, সেই ব্যক্তিকে ভক্তিযোগ সিদ্ধি প্রদান করেন।।১৫।।

তথ্য। 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৬২

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদৃচ্ছয়া প্রথমস্কন্ধ-ব্যাখ্যাতযুক্ত্যা যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গেন মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধ ইত্যর্থঃ। অতএব (শ্রীভা ১১।১৯।২০) শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে ইতি (শ্রীভা ১১।১১।২৩)—শ্রদ্ধালুর্মৎকথা শৃন্বন্নিতি, তত্র তত্র ভক্তিযোগে কথা শ্রদ্ধালুরেবাধিকারী দর্শিতঃ; নাতিসক্তো দেহগেহ কলত্রাদিষ্বত্যাসক্তি-রহিতঃ, অতএব নির্বিণ্ণ ইতি তেষু নির্বিণ্ণ-ত্ব জ্ঞানেঽধিকারঃ, অত্যাসক্তত্বে কর্মণ্যধিকারঃ। অত্যাসক্তিরাহিত্যে ভক্তাবধিকার ইত্যধিকারত্রয়বিবেকঃ। নির্বেদস্য কারণং নিষ্কামকর্মহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিরেব; অত্যাসক্তেঃ কারণমনাদ্যবিদ্যৈব; অত্যাসক্তিরাহিত্যস্য কারণং যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গ এবেতি তত্র তত্র কারণং দৃশ্যম্। কিঞ্চৈতদুৎকৃষ্টাধিকারিণ এব লক্ষণম্; কিন্তু (শ্রীভা ১১।২।২) কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্। ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরিত্যুক্তের্যাদৃচ্ছিক-ভক্তসঙ্গে সতীন্দ্রয়বানেব ভক্তাবধিকারী জ্ঞেয়ঃ।।১৫।।

উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা।।১৬।।

অনুবাদ। ভক্তির অধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ।।১৬।।

তত্রোত্তমঃ—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ।।১৭।।

উত্তম অধিকারীর লক্ষণ,—

অনুবাদ। যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে প্রবীণ এবং তন্ত্র ও সাধন-বিচারদ্বারা সর্বপ্রকারে স্থিরসিদ্ধান্ত ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ তিনি (বৈধীভক্তিতে) উত্তম অধিকারী।।১৭।।

তথ্য। শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম অধিকারী' সেই তারয় সংসার।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৬৬

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বং শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব প্রবৃত্তিরিত্যুক্তত্বাচ্ছাস্ত্রার্থ বিশ্বাস এবাদিকারণং লব্ধম্; তস্মাচ্ছাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস এব শ্রদ্ধেতি লব্ধে শ্রদ্ধাতারতম্যেন শ্রদ্ধাবতাং তারতম্যমাহ---শাস্ত্র ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্বথেতি তত্ত্ববিচারেণ সাধনবিচারেণ পুরুষার্থবিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয় ইত্যর্থঃ। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৪৫) 'যুক্তিশ্চ কেবলানৈব' ইত্যুক্তেঃ স্ব তন্ত্র্যনিষেধাৎ। এবম্ভূতো যঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ, স এবোত্তমাধিকারীত্যর্থঃ।।১৭।।

তত্র মধ্যমঃ —

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।।১৮।।

মধ্যম অধিকারীর লক্ষণ

অনুবাদ। যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ—কিঞ্চিৎ নিপুণ, (অর্থাৎ বলবান ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রবল বাধা যিনি নিপুণের ন্যায় সমাধানে অসমর্থ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ (স্থিরসিদ্ধান্ত) তিনি মধ্যম অধিকারী।।১৮।।

তথ্য। শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৬৬

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনিপুণো বলবদ্‌বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ; তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্ট-ভগবত্তত্ত্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয় এবেত্যর্থঃ।।১৮।।

তত্র কনিষ্ঠঃ—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।।১৯।।

কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণ

অনুবাদ। যিনি কোমলশ্রদ্ধ, অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী বলিয়া কথিত।।১৯।।

তথ্য। ‘‘যাঁহার কোমল-শ্রদ্ধ’, সে—‘কনিষ্ঠ’ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে ‘উত্তম’।।’’

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যো, ন তু সর্বথা ভিন্নঃ,—তথাত্বে ভক্তত্বানুপপত্তেঃ। বহির্মুখকৃত-বলবদ্‌বাধে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্য দোলায়মানত্বমেব কোমলত্বম্; পশ্চাৎ স্বকৃতবিবেকেন গুরূপদিষ্টার্থমেব নিশ্চিনোতি।।১৯।।

তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা।।২০।।
স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ।।২১।।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতাদি-শাস্ত্রে যে (আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই) চারি প্রকার অধিকারীর বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভগবৎকৃপায় বা ভগবদ্ভক্তের কৃপায় যাঁহার সেই সেই ভাব ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হ’ন। (সুতরাং ঐ চারিটী ভাব শুদ্ধ ভক্তির পূর্ববর্তী অবস্থা।) গজেন্দ্র ও শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব এবং চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার) এই বিষয়ের উদাহরণ।।২০-২১।।

[গজেন্দ্র ভগবানের মাধুর্যে লুব্ধ হইয়া আর্তিনাশেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে স্বর্গলাভেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন। ধ্রুব ভগবৎকৃপায় রাজ্যলাভেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন এবং চতুঃসন ভগবৎকৃপায় মোক্ষেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন।।২০-২১।।]

তথ্য। ‘‘চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন!
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।’’

—গীতা ৭।১৬

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ‘চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।’ ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতাদিষু (৭।১৬) যে চতুর্বিধা অধিকারিণ উক্তাস্তেঽপি শুদ্ধভক্তিতঃ পূর্বাবস্থা এবেত্যাহ—তত্রেতি ইভো গজেন্দ্রো ভগবতো মাধুর্যং প্রাপ্য লুব্ধঃ সন্নার্তিনাশেচ্ছায় বিহায় পশ্চাচ্ছুদ্ধভক্তো বভূব। এবং শৌনকাদি মুনিগণঃ সূত-সঙ্গাৎ স্বর্গেচ্ছাদিকং বিহায় শুদ্ধো ভক্তোঽভূৎ। ধ্রুবোঽপি ভগবৎকৃপয়া রাজ্যেচ্ছাং বিহায়। এবং চতুঃসনঃ সনকাদিরপি ভগবৎকৃপয়া মোক্ষেচ্ছাং বিহায়।।২০-২১।।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ? ২২।।

অনুবাদ। যে পর্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রূপিণী পিশাচী বর্তমান থাকে, সে

পর্যন্ত তথায় ভক্তিসুখের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? [শ্রীমদ্ভাগবতের (৬-১৭-২৮) 'স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ' শ্লোকে মোক্ষকেও নরকতুল্য বর্ণিত হইয়াছে; সেই আলোকেই এই স্থলে মোক্ষস্পৃহাকেও পিশাচী বলা হইয়াছে। পিশাচীগ্রস্তের ন্যায় ভুক্তি ও মুক্তিগ্রস্ত ব্যক্তিও শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপের প্রেম-ভক্তি-বঞ্চিত হইয়া অনাত্ম-অবস্থার বিকৃত-মস্তিষ্কমাত্র]।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভুক্তীতি---শ্রীভাগবতেঽপি (শ্রীভা ৬।১৭।২৮) 'স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ' ইত্যনেন মোক্ষস্য নরকতুল্যতয়া দর্শন-কথনাদতোঽত্র মোক্ষস্পৃহায়াঃ। পিশাচীত্ব-কথনমপি নাসঙ্গতমিতি জ্ঞেয়ম্।।২২।।

তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমন্বীমনিচ্ছতঃ।

ভক্তির্হৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান্।।২৩।।

অনুবাদ। বিশেষতঃ মুক্তিস্পৃহাশূন্য জনগণের মন ও প্রাণই (ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণ-কীর্তনাদি) ভক্তিকর্তৃক প্রেম অর্থাৎ পরমানন্দদ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে। (ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারহিত জনগণের মধ্যেও আবার মুক্তিস্পৃহারহিত জনগণের বৈশিষ্ট্য এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।) তাৎপর্য--সাধনভক্তিযাজনকারী ভক্তের হৃদয় যদি সম্পূর্ণরূপে মুক্তিবাঞ্ছাশূন্য হয় তাহা হইলে তাহাতে ভক্তিসুখ প্রেমানন্দের উদয়হেতু সেই চিত্ত ভক্তিদেবীকর্তৃক অপহৃত অর্থাৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তয়োর্মধ্যে মুক্তীচ্ছারহিতায়া ভক্তেবৈশিষ্ট্যমাহ---তত্রাপীতি। তথা চ বিষয়ভোগেচ্ছা ন ভক্তেরাত্যন্তিক বিরোধিনীতি ভাবঃ। অন্বীং মোক্ষলক্ষণাং গতিমনিচ্ছতো জনান্ ভক্তিঃ শ্রবণ-কীর্তনাদি লক্ষণা হৃতমনঃ প্রাণানাত্মসাৎকৃত-মনঃ-প্রাণান্ প্রেমদ্বারা কুরুতে; প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি।।২৩।।

তথাচ তৃতীয়স্কন্ধে (৩।২৫।৩৬) --

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-বিলাসাহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।

হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-রনিচ্ছতো গতীমন্বীং প্রযুঙক্তে।। ইতি।।২৪।।

অনুবাদ। তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের উক্তি---হে মাতঃ! মদ্বিষয়িণী ভক্তি আমার মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, উদার অর্থাৎ ভক্তাভীষ্ট-লীলা-বিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুরবাক্যবিশিষ্ট রূপের অনুভবজনিত পরমানন্দদ্বারা মুক্তি বাঞ্ছাশূন্য ভক্তের আত্মা ও প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে।।২৪।।

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাম্।

এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।।২৫।।

অনুবাদ। (বস্তুতঃ) শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাজনিত পরমানন্দপূর্ণহৃদয় ভক্তগণের কখনও মোক্ষবাঞ্ছা হয় না।।২৫।।

যথা তত্রৈব শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ (৩।৪।১৫) --

কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতু-স্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ।।২৬।।

অনুবাদ। উক্ত তৃতীয় স্কন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি--হে ভগবন্! ভবদীয় শ্রীচরণকমল-ভজনকারীদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ--এই চতুবর্গের মধ্যে কোন বর্গই (পুরুষার্থই) দুর্লভ নহে। তথাপি হে ভূমন! আমি ঐ সকলের কোনটীই চাহি না। আমার চিত্ত (সর্বদা) তোমার পাদপদ্ম-নিষেবণের জন্যই উৎসুক।।২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মদ্দর্শনাদি-মাধুর্যর্ণৈব সচমৎকারমনুভূয়মানেন ব্রহ্মসাযুজ্য-স্যারোচকত্ব-মুৎপদ্যেত ইত্যাহ তৈরিতি। দর্শনীয়া অতিমনোহরা যে অবয়বাঃ শ্রীকৃষ্ণ বামাদ্যঙ্গানি, তৈস্তথা উদারা অভীষ্টপ্রদাতারো বিলাস হাসেক্ষিতমনোহরবাক্যাদয়স্তৈস্তথা চ ভক্তিরণ্বীং গতিমনিচ্ছতো জনান্ বিলাসহাসাদিভির্হৃতমনঃ প্রাণান্ প্রযুঙ্ক্তে কুরুতে। চতুর্ষু ধর্মার্থকামমোক্ষেষু মধ্যে কো দুর্লভঃ।।২৪-২৬।।

তত্রৈব শ্রীকপিলদেবোক্তৌ (৩।২৫।৩৪)--

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি।।২৭।।

অনুবাদ। উক্ত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের উক্তি--হে মাতঃ! যাঁহারা আমার পাদসেবায় অনুরক্ত এবং আমার আনন্দবিধানই যাঁহাদের একমাত্র অভিলাষ, সেই ভাগবতগণ পরস্পর মিলিত হইয়া আমার (নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়ক অথবা গোবর্ধন-ধারণাদি) পৌরুষ (বীর্য) সকল (অতিশয় প্রীতির সহিত) স্তুতি করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও আমার একাত্মতা অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য-মুক্তি স্পৃহা করেন না।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রৈব শ্রীকপিলদেবোক্তৌ--নৈকাত্মতামিতি ব্রহ্মৈক্যরূপায়ৈ মুক্ত্যৈ ন স্পৃহয়ন্তীত্যর্থঃ। ননু কেন সুখেন পূর্ণাস্তে ব্রহ্মসুখং ন রোচয়ন্তি? তত্রাহ--মম পাদয়োঃ সর্বেন্দ্রিয়ৈর্যা সেবা তস্যামেব, ন তু জ্ঞানাদিষু, অভিশাস্ত্রাভিমুখ্যেন রতা অত্যাসক্তিমন্তঃ, অনেন ভক্তের্ভগবদ্বিষয়ত্বং সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপত্বং কর্মজ্ঞানাদিরাহিত্যং শাস্ত্রানুসারিত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তম্। ময্যেব মৎসৌন্দর্য মাধুর্যাদ্যাস্বাদন এব ঈহা বাঞ্ছা যেষাং তে ইত্যাস্যাভিলাষ শূন্যত্বম্ প্রসজ্যাসজ্য পৌরুষাণি গোবর্ধনোদ্ধরণাদিলীলা- মৃতানি সভাজয়ন্তে সস্তুতিকমাস্বাদয়ন্তি; তেন চরণসেবানন্দাভাবাৎ সৌন্দর্য-সৌরভ্যাদ্যনুভবাভাবাল্লীলামৃতাস্বাদনাভাবাচ্চ ব্রহ্মসুখং ন রোচয়ন্তীতি মুক্ত্যাবস্পৃহায়াংহেতু-ত্রয়মুক্তম্।।২৭।।

ভাঃ (৩।২৯।১৩) --

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।২৮।।

অনুবাদ। আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করেন না, ইহা সুনিশ্চিত। শব্দার্থঃ সালোক্য--ভগবৎসহ এক লোকে বাস। সার্ষ্টি---ভগবানের সহিত সমানৈশ্বর্য বিশিষ্ট হওয়া। সামীপ্য—ভগবন্নিকটে বাস। সারূপ্য—ভগবানের সহিত সমানরূপবিশিষ্ট হওয়া। একত্ব--সাযুজ্যমুক্তি।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সালোক্যং ময়া সহৈকলোকে বাসঃ; সার্ষ্টিঃ সমানৈশ্বর্যম্; সামীপ্যং নিকটবর্তিত্বম্; সারূপ্যং সমানরূপত্বম্; একত্বং সাযুজ্যম্; উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি; কুতস্তৎকামনেতি ভাবঃ। মৎসেবনং বিনেতি কেচিদ্‌গৃহ্ণন্ত চেন্মৎসেবার্থমেব গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ।।২৮।।

চতুর্থে শ্রীধ্রুবোক্তৌ (৪।৯।১০) --

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ।।২৯।।

অনুবাদ। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবের উক্তি--হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, অথবা আপনার ভক্তগণের মুখে আপনার কথা শ্রবণ করিয়া ভক্ত জনগণের যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা মহিমযুক্ত ব্রহ্মানন্দেও লাভ হয় না, স্বর্গসুখভোগে যে তাহা অলভ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ স্বর্গপ্রাপ্ত জীব পুণ্যক্ষয়ে কালের অসিদ্বারা ছিন্ন স্বর্গীয় বিমান হইতে পতিত হয়, অর্থাৎ স্বর্গচ্যুত হইয়া থাকে।।২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যেতি ধ্যানাদিত্যুপলক্ষণম্, শ্রবণাদেরপি, শ্রবণেমেত্যুপলক্ষণম্, ধ্যানাদিনাপি; সা নিবৃতিঃ, স্বমহিমরূপে ব্রহ্মণি ব্রহ্মানন্দেপি মাভূৎ--ন ভবতি। মহতো ভাবো মহিমা;--ত্বং মহান, তত্তু মহত্ত্বং, সর্ব ব্যাপকত্বলক্ষণো ধর্ম এবেতি ত্বন্নিষ্ঠা যাবতী নির্বৃতিস্তাবতী তব কথং বর্ততামিতি ভাবঃ,--'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্' ইত্যষ্টমে (শ্রীভা ৮।২৪।৩৮) মৎস্য দেবোক্ত্যাপি ব্রহ্মণো ভগবন্মহিমত্বমবগতম্। ততশ্চান্ত কাসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাদ্ বিমানাৎ স্বর্গীয়াৎ পততাং নাস্তীতি কিমু বক্তব্যম্? ততশ্চ স্বর্গাপবর্গাভ্যামধিকস্যান্যস্য কস্যাপি ফলস্যাশ্রবণাদ্ ভক্তের্বাস্তবং ফলং ত্বদ্‌ভক্তিরেবেতি ভক্তেঃ স্বতঃফলত্বং ভক্তানাঞ্চ নিষ্কামত্বমুপপাদিতম্।।২৯।।

তত্রৈব শ্রীমদাদিরাজোক্তৌ (ভাঃ ৪।২০।২৪) —

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুত মেষমে বরঃ।।৩০।।

অনুবাদ। উক্ত চতুর্থস্কন্ধে শ্রীমদ্-আদিরাজ পৃথুর উক্তি--হে নাথ! যাহাতে মহত্তমদিগের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উদগত এবং বদনদ্বারা বিনিঃসৃত অর্থাৎ চিত্তে আস্বাদিত ও আনন্দভরে কীর্তিত আপনার শ্রীচরণকমলের মকরন্দরূপ যশঃ-সৌরভ নাই সেইরূপ

কৈবল্য আমি কখনও প্রার্থনা করি না। আপনার যশঃ-শ্রবণের নিমিত্ত আমাকে দশ সহস্র কর্ণ দিন্, এই বর আমি প্রার্থনা করি।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন কাময়ে ইতি; তদপি কৈবল্যমপি ক্বচিৎ কদাচিদপি দুঃখদশায়ামপি ন কাময়ে, কুতঃ?---যত্র কৈবল্যে যুষ্মচ্চরণাম্বুজস্যাসবো মকরন্দস্তদীয়গুণকথামাধুর্যভরা নাস্তি। কীদৃশঃ?---মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখদ্বারা-চ্যুতোঽন্তর্হৃদয়েনাস্বাদ্যানন্দোদ্রেকাৎ কীর্ত্যমান ইত্যর্থঃ। শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতমিতিবৎ মদাস্বাদ্যত্বে সতি তস্যাতিমাধুর্যমুদয়ত ইতি ভাবঃ। মধুরমপি জলং ক্ষারভূমিপ্রবিষ্টং যথা বিরসীভবতি, তথৈবাবৈষ্ণবমুখনির্গতো ভগবদ্গুণোঽপি নাতিরোচক ইতি ব্যতিরেকশ্চ গম্যঃ। তর্হি কিং কাময়ে? তত্রাহ--বিধৎস্বেতি মহতাং গুণ কথানাঞ্চানন্ত্যাদ্-যৈর্যৈর্যত্র যত্র যা যা গুণ কথাঃ কীর্ত্যামনাঃ সুস্ত্যসামেকামহং ত্যক্তুং ন শক্নোমীত্যতি-লোভাৎ কর্ণানন্ত্য-স্পৃহা। ননু কোঽপ্যেবং ন বৃণীতে? সত্যম্ মম ত্বেষ এব বরো নান্য ইতি।।৩০।।

পঞ্চমে শ্রীশুকোক্তৌ (৫।১৪।৪৪) --

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গু।।৩১।।

অনুবাদ। পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি---রাজা ভরত দুস্ত্যজ সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব এবং পুত্র, স্বজন, বন্ধু ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, দেববৃন্দের প্রার্থনীয় রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি তৎপ্রতি স্পৃহাশীল হয়েন নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ শ্রীমধুসূদনের সেবানুরক্তচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ভক্তগণের নিকটে মোক্ষও তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। য ইতি ভরতঃ, বৈরাগ্যোত্থং শারীরকষ্টং মা স্বীকরোতু, ময়া লাল্যমানো গৃহ এব তিষ্ঠত্বিতি সদয়োঽবলোকো যস্যাস্তাম্। অভবো মোক্ষঽপি ফল্গুস্তুচ্ছঃ,---তত্রাপি তে বিরজ্যন্তি ইত্যর্থঃ।।৩১।।

ষষ্ঠে শ্রীবৃত্রোক্তৌ (ভাঃ ৬।১১।২৫) --

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে।।৩২।।

অনুবাদ। ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীবৃত্রের উক্তি--হে সমঞ্জস! (নিখিল-সৌভাগ্য-সিন্ধো ভগবন্!) আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া নাকপৃষ্ঠা অর্থাৎ ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, সমগ্র ভূলোক, সমগ্র পাতালরাজ্য, যোগসিদ্ধি, এমন কি জন্মরাহিত্যরূপ মোক্ষও কামনা করি না।।৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন নেতি নাকপৃষ্ঠং স্বর্গপদম্। হে সমঞ্জস্! ত্বা ত্বাং বিরহয্য ত্যক্ত্বা।।৩২।।

তত্রৈব শ্রীরুদ্রোক্তে (ভা ৬।১৭।২৮)

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেস্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। উক্ত ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীরুদ্রের উক্তি-- (হে প্রিয়ে পার্বতি!) নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোন কিছু হইতে ভীত নহেন, পরন্তু তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্য দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের সর্বত্র শ্রীনারায়ণ-কৃষ্ণ দর্শন। ভদ্রাভদ্র দৃষ্টি তাঁহাদের নাই।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নারায়ণেতি, নন্বেবং সর্বোত্তম মাহাত্ম্যবত্ত্বে ভক্তানাং কো হেতুস্তত্রাহ-- নারায়ণনিষ্ঠত্বমেব, নান্য ইত্যাহ--নারায়ণেতি। ন কেবলমেতে চিত্রকেতু প্রভৃতয় এব, অপি তু সর্ব এব। স্বর্গেতি ত্রয়াণামেব ভক্তি সুখরাহিত্যেনারোচকত্বাবিশেষাদিতি ভাবঃ।।৩৩।।

তত্রৈব ইন্দ্রোক্তৌ (ভা ৬।১৮।৭৪)

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।

যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ।।৩৪।।

অনুবাদ। তথায়ই শ্রীইন্দ্রের উক্তি---যাঁহারা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া শ্রীভগবানের আরাধনায় যত্নবান্ এবং পর অর্থাৎ মোক্ষও কামনা করেন না---তাঁহারা স্বার্থকুশল অর্থাৎ নিজের যথার্থ প্রয়োজন বা কল্যাণ-বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং তৎসাধনে পারদর্শী।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আরাধনমিতি পরং মোক্ষমপি। স্বার্থকুশলা ইতি তেন যে হরেরারাধনেন মোক্ষমিচ্ছন্তি, তে বর্তমানমহানিধি-বিনিময়েন তৃণার্থিনঃ স্বার্থানভিজ্ঞাঃ, কিন্তু বিষয়সাদ্গুণ্যাত্তেঽপি কৃতার্থা এবেত্যর্থঃ, (শ্রীভা ৫।১৯।২৬)--'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্'।।৩৪।।

সপ্তম প্রহ্লাদোক্তৌ (৭।৬।২৫)

তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে,

কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।

ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন

সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ।।৩৫।।

অনুবাদ। সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি -- অনন্ত আদিপুরুষ ভগবান তুষ্ট হইলে এই সংসারে কি অলভ্য থাকে? শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সুধাসেবনকারী এবং তাঁহার গুণকীর্তনকারী আমাদের ত্রিগুণপরিণত, অযত্ন সুলভ, দৈবাগত ধর্মার্থকাম, এমন কি মোক্ষাকাঙ্ক্ষায়ই বা কি প্রয়োজন?।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তুষ্ট ইতি; আদ্যে ভগবতি তুষ্টে সতি গুণব্যতিকরাদ্রজো-গুণক্ষোভাৎ স্বয়মেব সিদ্ধা যে ধর্মাদয়স্তৈঃ কিম? আকাঙ্ক্ষিতেনাগুণেন মোক্ষেণ কিম? চরণয়োঃ সারং জুষাং নোঽস্মাকম্ এতৈঃ কিম?।।৩৫।।

তত্রৈব শক্রোক্তৌ (ভা ৭।৮।৪২) --

প্রত্যানীতাঃ পরম! ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা

দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং ত্বদ্গৃহং প্রত্যবোধি।

কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ! শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং ন হি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্?।।৩৬।।

অনুবাদ। সপ্তম স্কন্ধেই ইন্দ্রের উক্তি---হে পরমেশ্বর! হে নরসিংহরূপে আবির্ভূত ভগবন্! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া দৈত্যদের দ্বারা অপহৃত আপনার যজ্ঞভাগ পুনরায় আঘ্রাণ করিলেন। ঐ সকল যজ্ঞভাগ আপনারই, যেহেতু আপনি যজ্ঞভোক্তা। আপনি সর্বান্তর্যামী। আমাদের এই হৃদয়কমল আপনারই গৃহস্বরূপ; ইহা এতদিন দৈত্যাক্রান্ত (তজ্জন্য মুদিতপ্রায়) ছিল। এক্ষণে দৈত্যভয় অপসারিত করিয়া তাহা পুনঃ বিকসিত করিয়াছেন। আমাদের এই ঐশ্বর্য, যাহা আপনার কৃপায় আমরা এক্ষণে পুরনায় প্রাপ্ত হইলাম, তাহা কালগ্রস্ত, সুতরাং ইহার মূল্য কি? যাঁহারা আপনার সেবা করেন, তাঁহারা মুক্তিকেও বহুমানন করেন না। অপর ধর্মার্থকামের আর কি কথা? ৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রত্যেতি; হে পর! নোঽস্মাংস্ত্রায়তা রক্ষতা ভবতা স্বীয়া এব ভাগা দৈত্যাৎ প্রত্যানীতাঃ প্রত্যাহৃতাঃ, ইন্দ্রাদীনাং তদ্দাসাদীনামস্মাকং বস্তুষু বস্তুতঃ প্রভোস্তবৈব স্বত্বৌচিত্যাৎ। কিঞ্চাস্মাকং হৃদয়ং খলু কমলং, তত্র শশ্বৎ তবৈব ধ্যাতত্বাত্তদ্‌গৃহং, কমলং যথা নিঃশ্রীকং রাত্রৌ তমসাক্রান্তং মলিনং নিদ্রিতং ভবেত্তথৈব দৈত্যজন্মারভ্যৈতাবদ্দিনপর্যন্তং ভয়াদ্‌দৈত্যস্যৈব ধ্যাতত্বাৎ দৈত্যাক্রান্তং, সম্প্রতি তব নৃসিংহ-সূর্যস্যোদয়ে সতি প্রত্যবোধি, তচ্চরণাক্রান্তং সদ্ ব্যকসদিত্যর্থঃ। কালগ্রস্তমিদমিন্দ্রপদং কিয়ৎ? অপরৈর্যোগৈশ্বর্যাদিভিঃ।।৩৬।।

অষ্টমে শ্রীগজেন্দ্রোক্তৌ (৮।৩।২০) --

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ।।৩৭।।

অনুবাদ। অষ্টমস্কন্ধে শ্রীগজেন্দ্রের উক্তি--একান্ত ভগবৎপ্রপন্ন (চতুবর্গের) সমস্ত বাঞ্ছাশূন্য হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত সুমঙ্গলচরিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়া গান করেন।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। একান্তিন ইতি; একান্তিনো যস্য ভক্তা ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি তমীড় ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কুতো ন বাঞ্ছন্তি, ভগবৎপ্রপন্না ভগবৎপ্রপত্তি মহাসম্পত্ত্যৈব পরিপূর্ণা ইত্যর্থঃ। তেষাং সুখং সর্বতোঽপ্যাধিকমিত্যাহ---অত্যদ্ভুতমিত্যাদি।।৩৭।।

নবমে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথোক্তৌ (৯।৪।৬৭) --

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুত?।।৩৮।।

অনুবাদ। নবমস্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের উক্তি -- আমার সেবানন্দে পূর্ণ ভক্তগণ আমার সেবার আনুষঙ্গিকভাবে প্রাপ্ত সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টিরূপ মুক্তিচতুষ্টয়ও ইচ্ছা করেন না। সুতরাং যাহা কালদ্বারা ধ্বংস হয় এরূপ ব্রহ্মপদাদি যে তাঁহারা চাহেন

না, তাহা বলাই বাহুল্য।।৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রতীতং প্রাপ্তং কালেন বিপ্লুতং নষ্টম্; অন্যৎ স্বর্গাদিকং কুত ইচ্ছন্তি।।৩৮।।

শ্রীদশমে নাগপত্নীস্তুতৌ (১০।১৬।৩৭) —

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ।।৩৯।।

অনুবাদ। দশমস্কন্ধে শ্রীনাগপত্নীগণের স্তুতি — (হে কৃষ্ণ!) আপনার পাদপদ্মরজে প্রপন্ন ভক্তগণ ধ্রুবপদ, সার্বভৌমপদ, ব্রহ্মার পদ, পাতাল-সাম্রাজ্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি বা মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না।।৩৯।।

তত্রৈব শ্রীবেদস্তুতৌ (ভা ১০।৮৭।২১) —

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো
শ্চরিতমহামৃতাব্ধি পরিবর্ত-পরিশ্রমণাঃ।
ন পরিমসন্তি কেচিদপবর্গমদীশ্বর! তে
চরণসরোজ-হংসকুলসদ-বিসৃষ্টগৃহাঃ।।৪০।।

অনুবাদ। সেই দশমস্কন্ধেই বেদস্তুতি,—হে ঈশ্বর! আপনি ব্রহ্মানন্দ-আচ্ছাদক স্বীয় দুর্গেয় তত্ত্ব জানাইবার জন্য আপনার নিত্যশ্রীবিগ্রহ এই প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন। আপনার যে সকল বিরল রসিকভক্ত ভাগবত পরমহংসকুলের শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরার সঙ্গক্রমে গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক আপনার লীলারূপ মহাপীযুষসাগরে মুহুর্মুহ অবগাহন করিয়া সংসারভ্রমণরূপ শ্রম দূর করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তি সুখও বাঞ্ছা করেন না, অন্য সুখ ত' দূরের কথা।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে ঈশ্বর! দুরবগমং যদাত্মনঃ স্বস্য ভগবতস্তত্ত্বং ব্রহ্মানন্দাচ্ছাদক-রূপ-গুণ-লীলা-যথার্থ্যম্, তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায়াত্তা প্রপঞ্চ আনীতা তনুঃ শ্রীবিগ্রহো যেন তস্য তব চরিতমেব মহামৃতাব্ধিস্তত্র যঃ পরিবর্তো মুহুঃ পরিবৃত্ত্য প্লবনং তেন পরিশ্রমণা বর্জিতসংসারশ্রমাস্তে কেচিদ্‌বিরলপ্রচারা অপবর্গমপি নেচ্ছন্তি। কিদৃশ্যাস্তে? তত্রাহুঃ—তে তব চরণসরজয়োর্হংসানাং ভাগবতপরমহংসানাং যানি কুলানি শিষ্যোপশিষ্য-পরম্পরাস্তেষাং সঙ্গেন বিসৃষ্টগৃহাঃ।।৪০।।

একাদশে শ্রীভগবদুক্তৌ (১১।২০।৩৪)

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।৪১।।

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—আমার একান্ত ভক্ত বুদ্ধিমান্ সাধুগণ (তাঁহাদের ভোগাত্মক) কিছুই কামনা করেন না। এমন কি, মৎপ্রদত্ত অপুনর্ভবরূপ মোক্ষও অভিলাষ করেন না।।৪১।।

তথা (ভা ১১।১৪।১৪) –

ন পারমেষ্ঠং, ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্বভৌমং, ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি যদ্বিনান্যৎ।।৪২।।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে আরও কহিয়াছেন—যাঁহাদের চিত্ত আমাতে সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা আমাকেই মাত্র কামনা করেন। আমা-ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সর্বভূস্বামিত্ব, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষেরও অভিলাষ করেন না।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিং বহুনা? যৎ কিঞ্চিদন্যদপি সাধ্যজাতম্ তৎ সর্বং নেচ্ছন্ত্যেব, কিন্তু মৎ মাং বিনা তাদৃশভক্তিসাধ্যং মামেব সর্বপুরুষার্থাধিকমিচ্ছন্তীতি ভাবঃ, ময্যর্পিতাত্মা কৃতাত্মনিবেদনঃ।।৪২।।

দ্বাদশে শ্রীরুদ্রোক্তৌ (১২।১০।৬) --

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে।।৪৩।।

অনুবাদ। দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীরুদ্রের উক্তি—এই ব্রহ্মর্ষি (মার্কণ্ডেয়) অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরা ভক্তি (প্রেমভক্তি) লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি অণিমাদি কোন সিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও পাইতে ইচ্ছা করেন না।।৪৩।।

পদ্মপুরাণে চ কার্তিকমাহাত্ম্যে (দামোদরাষ্টকে) --

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদং তে বপুর্নাথ! গোপালবালং সদা মে মসস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ?।।৪৪।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে কার্তিকমাহাত্ম্যে (শ্রীদামোদর অষ্টকে শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা) -- হে দেব! হে বরেশ! আপনি সকল বরই দিতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার নিকটে মোক্ষ এমন, কি মোক্ষের পরাকাষ্ঠারূপ বৈকুণ্ঠ লোকও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা—আপনার এই বালগোপালমূর্তি আমার চিত্তে সর্বদা আবির্ভূত থাকুন, আমার অন্য কোন বরের প্রয়োজন নাই।।৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মোক্ষমেবং মোক্ষ এবাবধির্যেষাং তান্ ধমার্থকামানপ্যহং ন বৃণে।।৪৪।।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ।।৪৫।।

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ! আপনি (দধিভাণ্ড-ভঞ্জন-নিমিত্ত মা যশোদাকর্তৃক উদূখলে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া) ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যমলার্জুন বৃক্ষরূপে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত নলকুবর ও মণিগ্রীব-নামক কুবেরতনয়দ্বয়কে শাপমুক্ত করিয়া যেরূপ ভক্তিভাজন করিয়াছিলেন, আমাকে সেইরূপ প্রেমভক্তি প্রদান করুন, হে দামোদর! মোক্ষে আমার কোন আগ্রহ নাই।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুবেরাত্মজৌ নলকূবর-মণি-গ্রীবৌ।।৪৫।।

হয়শীর্ষ-শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে চ --

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে।।৪৬।।

অনুবাদ। হয়শীর্ষীয় শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে---হে বরদেশ্বর! আমি আপনার নিকটে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ---চতুবর্গ প্রার্থনা করি না। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের দাস্য সম্যগ্‌রূপে কামনা করি।।৪৬।।

তত্রৈব --

পুনঃ পুনর্ব্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্।।৪৭।।

অনুবাদ। তথায় শ্রীপ্রহ্লাদের প্রশস্তি---শ্রীনৃসিংহরূপী বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে চাহিলেও যিনি মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই, বরং ভক্তিকে বরণ করিয়াছেন, আমি সেই প্রহ্লাদকে বরণ করি।।৪৭।।

যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ।।৪৮।।

অনুবাদ। যিনি অনায়সলব্ধ মোক্ষকেও অনাদর করিয়া দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের নিকট দাস্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীহনূমান্‌কে নমস্কার করি।।৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন ধর্ম্মমিতি; বিষ্ণুর্যাচিত ইতি দুহাদের্গৌণকর্মণ এব বিষ্ণোরুক্তত্বাৎ প্রথমা। ভক্তিরেব বৃতেত্যত্র দ্বিতীয়কর্মণোঽবিবক্ষিতত্বাদেব মুখ্যকর্মণো ভক্তেরুক্ত-ত্বম্।।৪৬-৪৮।।

অতএব প্রসিদ্ধং শ্রীহনুমদ্বাক্যম্ --

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে।।৪৯।।

অনুবাদ। অতএব প্রসিদ্ধ হনুমানের উক্তি---হে নাথ! যাহাতে 'আপনি প্রভু, আমি দাস'---এই সম্বন্ধবিলুপ্ত হয়, আমি সেই ভববন্ধনছেদনকারী মোক্ষেরও স্পৃহা করি না।।৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভববন্ধচ্ছিদিকায়ৈ তস্যৈ মুক্ত্যৈ অহং ন স্পৃহয়ামি; যত্র মুক্তৌ।।৪৯।।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ জিতন্তে-স্তোত্রে --

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
তৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম।।৫০।।

অনুবাদ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে-স্তোত্রে--হে নাথ! ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমার কখনও স্পৃহা নাই। আপনার শ্রীপাদপদ্মের অধোভাগে আমাকে স্থান প্রদান করুন।।৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জীবিতম্ জীবনম্---তথা চ তং বিনা মম জীবনমেব মাস্তু ইত্যর্থঃ।।৫০।।

মোক্ষসালোক্যসারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর।
ইচ্ছামি হি মহাভাগ! কারুণ্যং তব সুব্রত! ৫১।।

অনুবাদ। হে ধরণীধর অনন্তদেব! আমি আপনার নিকটে সাযুজ্য, সালোক্য ও সারূপ্য-মুক্তি প্রার্থনা করি না। হে মহাভাগ! হে সুব্রত! আমি আপনার নিকটে শুধু করুণা ভিক্ষা করি।।৫১।।

অতএব শ্রীভাগবতে ষষ্ঠে চ (৬।১৪।৫) --

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!।।৫২।।

অনুবাদ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিদুক্তি--হে মহামুনে। মুক্ত ও সিদ্ধ কোটীব্যক্তির মধ্যে নারায়ণ-সেবামাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, এইরূপ প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সুদুর্লভ।।৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুক্তানাং প্রাকৃতশরীরস্থত্বেঽপি তদভিমানশূন্যানাম্; সিদ্ধানাং প্রাপ্তসালোক্যা-দীনাঞ্চ; কোটিষ্বপি মধ্যে নারায়ণসেবামাত্রাকাঙ্ক্ষী সুদুর্লভঃ।।৫২।।

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ?।।৫৩।।

অনুবাদ। শ্রীকুন্তীদেবী কহিলেন,--হে কৃষ্ণ! নিবৃত্তরাগ, আত্মানাত্মবিবেকী, মননশীল মুনিগণ ও আত্মারাম পরমহংসগণও তোমাকে দেখিতে পান না। অতএব নিজের প্রতি ভক্তি করাইবার জন্য অবতীর্ণ তোমার দর্শন আমাদের ন্যায় স্ত্রীজাতি কি প্রকারে পাইতে পারিবে?।।৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ সেবানির্বৃত-চেতসাম্ ইত্যনেন তৎসেবাসুখৈক-স্পৃহিণাং যন্মোক্ষস্পৃহা নাস্তীতি উক্তম্, তত্র প্রমাণানি বিবৃতানি। ইদানীং তাদৃশভক্তেষু ভগবতশ্চ স্বসেবাদান এবাভিপ্রায় ইত্যাহ---প্রথমেত্যাদ্যনন্তরং তথা পরমত্যনেন। পরমহংসানাং ভক্তিযোগ-বিধানমেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য তং ত্বামিতি শেষঃ।।৫৩।।

তত্রৈব সুতোক্তৌ (ভা ১।৭।১০) --

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।। ইতি।।৫৪।।

অনুবাদ। উক্ত প্রথমস্কন্ধেই শ্রীসূত গোস্বামীর উক্তি---শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ একটি আকর্ষিকা শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও

উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। (জড়াকৃষ্ট জনগণ যে সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর কথা কি?)।।৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নির্গ্রন্থা বিধিনিষেধাত্মকগ্রন্থেভ্যো নির্গতা অপি, ইত্থম্ভূত আত্মারামাকর্ষকগুণো যস্য সঃ।।৫৪।।

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে।।৫৫।।

অনুবাদ। যদিও পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তি ভক্তির অতিশয় বিরুদ্ধ নহে; কারণ উক্ত প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র ত্যাজ্যেতি; অপি চেদ্ যদ্যপি, তথাপি সালোক্যাদিঃ সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্যরূপা নাতিশয়েন বিরুধ্যতে—তত্র তত্র ভক্তিশ্রবণাৎ নাত্যন্ত বিরোধশ্চ।।৫৫।।

সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা।।৫৬।।

অনুবাদ। সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তির দুইটি অবস্থা, যথা—সুখৈশ্বর্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা। এই দুইটির মধ্যে প্রথমটীতে সুখ ও ঐশ্বর্যের বাঞ্ছাই প্রধান এবং শেষোক্ত অবস্থায় প্রেমসেবাবাঞ্ছাই প্রধান। প্রথমটীকে সেবারসিকভক্তগণ ভক্তির বিরোধী বলিয়া মনে করেন।।৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রাতিশব্দ-প্রতিপাদ্যমাহ--সুখেতি। তল্লোকাদিস্বভাবজং সুখমৈশ্বর্যঞ্চোত্তরং প্রাধান্যেন বাঞ্ছনীয়ং যস্যাং সা। প্রেম্ণঃ স্বাভাব্যেন সেবোত্তরা প্রাধান্যেন বাঞ্ছনীয়া যস্যাং সা। তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতেতি ভগবৎসুখতাৎপর্যেণ সেবাজুষাং ভক্তানাং স্বস্য সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তির্ন মতা--ন সম্মতা। তত্র সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং সেবনং বিনাভূতং চেত্তর্হি গৃহ্ণন্তি,--একত্বন্তু সর্বথা তদ্বিনাভূতত্বান্ন গৃহ্ণন্ত্যেবেত্যর্থঃ। একত্বন্ত্বীশ্বরে ব্রহ্মণি চ সাযুজ্যরূপং জ্ঞেয়ম্।।৫৬।।

কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্যজুষ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি।।৫৭।।

অনুবাদ। কিন্তু প্রেম-মাধুর্যাস্বাদনকারী শ্রীহরির একান্ত অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ পঞ্চ প্রকার মুক্তির কোন প্রকারই অঙ্গীকার করেন না।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নৈবাঙ্গীকুর্বত ইতি---একান্তিনো ভক্তাঃ প্রেমসেবোত্তরামপি নৈবাঙ্গীকুর্বতে। প্রেম সেবোত্তরেত্যত্র উত্তরশব্দোপাদানেন স্ব-সুখতাৎপর্যস্যাপি গৌণতয়া সদ্ভাবাপত্তেঃ। তথা চ কেবলপ্রেমসেবার্থমেব সালোক্যমঙ্গীকুর্বন্তি, ন তু প্রেমসেবোত্তরার্থমপি।।৫৭।।

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্তুং ন শক্নুয়াৎ।।৫৮।।

অনুবাদ। উক্ত প্রেম-মাধুর্যাস্বাদক একান্ত অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ যাঁহাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, সেই ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমাধিপ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং দ্বারকানাথ রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও তাঁহাদিগের মনোহরণ করিতে পারে না।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রাপ্যেকান্তিনাং নানাবতারভক্তানাং মধ্যে গোবিন্দঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রঃ তেন হৃতমানসাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। শ্রীশঃ পরব্যোমে মহানারায়ণস্তস্যাপি প্রসাদোঽনুগ্রহঃ।।৫৮।।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।৫৯।।

অনুবাদ। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন পার্থক্য নাই ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসনিবন্ধন কৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। যেহেতু ঐ প্রেমময় রস স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই উৎকৃষ্ট স্বরূপে প্রদর্শন করে।।৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রসেনেতি--সর্বোৎকৃষ্টপ্রেমময়রসেনেত্যর্থঃ। উৎকৃষ্যতেঽন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাদুৎ-কৃষ্টতয়া প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। যতস্তস্য রসস্য এষৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ, যৎকৃষ্ণ স্বরূপমেবোৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ। তথাচ নানাবিধপ্রেমরসস্য মহাভাবরূপরসে উৎকর্ষস্য পরমকাষ্ঠা তাদৃশরসস্যালম্বনঃ কেবলব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এব, নত্বতারান্তরো মহানারায়ণো বা। অতএব মহানারায়ণস্য বক্ষঃস্থলস্থিতাপি লক্ষ্মী তাদৃশ রসোৎকর্ষ-বিশিষ্টস্য প্রাপ্ত্যর্থং তপশ্চকার। তত্র প্রমাণং শ্রীদশমে (১৬।৩৬) নাগপত্নীস্তুতৌ 'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতেতি।।' তত্রৈবোদ্ধবোক্তৌ (১০।৪৭।৬০)--'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ' ইতি। মহাভাবস্য প্রমাণং তত্রৈব দশমে (৪৭।৫৯) 'কৃষ্ণে ক্ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাব' ইতি রূঢ়ভাবস্যাপরপর্যায়ো মহাভাবঃ। এবং সতি সাধূক্তং রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমিতি ভাবঃ।।৫৯।।

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।

সর্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ।

দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তির্নৃপং প্রতি।।৬০।।

অনুবাদ। আরও--শাস্ত্রে জানা যায় যে, বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রের ভক্তিতে অধিকার আছে। শ্রীবশিষ্ঠদেব 'মাঘস্নানের অধিকার সকলের আছে' এই কথা রাজাকে বলিতে গিয়া হরিভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাৎপর্য ইহাই যে---পূর্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারহিত শ্রদ্ধালু জনমাত্রেই ভক্তির অধিকারী। ভক্তিতে অধিকার বিষয়ে ব্রাহ্মাণাদিবর্ণের সন্ন্যাসাদি আশ্রমের পার্থক্য নাই। শ্রীবশিষ্ঠদেবও ইহাই জানাইয়াছেন।।৬০।।

যথা পাদ্মে --

সর্বেঽধিকারিণো হ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ!।।৬১।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে, যথা — শ্রীবশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রাজন্! যেরূপ হরিভক্তিতে সকলে অর্থাৎ নৃমাত্রেই অধিকারী তদ্রূপ মাঘস্নানে সকলেই অধিকারী।।৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নন্বেবং ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারহিতাঃ শ্রদ্ধালবঃ শুদ্ধভক্ত্যধিকারিণ ইত্যায়াতম্। তত্র ত্রৈবর্ণিকা এব কিংবা সর্বে তত্রাহ--কিঞ্চেতি। মাঘস্নানস্য সর্বাধিকারি তাং ব্রুবতা বশিষ্ঠেন নৃপং প্রতি হরিভক্তির্দৃষ্টান্তিতা। বশিষ্ঠ বাক্যমেবাহ--যথেতি। তত্র মাঘস্নানে।।৬০-৬১।।

কাশীখণ্ডে চ তথা —

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ।। ইতি।।৬২।।

অনুবাদ। কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—সেই রাজ্যে অন্ত্যজ কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণও বৈষ্ণবী দীক্ষা পাইয়া শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইতেন।।৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্য রাজ্ঞো রাষ্ট্রে দেশে। দীক্ষিতা যাজ্ঞিকা ইব সংবভুর্দীপ্তিং চক্রুঃ।।৬২।।

অপি চ —

অননুষ্ঠানতো দোষো ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে।
ন কর্মণামকরণাদেষ ভক্ত্যধিকারিণাম্।।৬৩।।
নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্।
ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতম্।।৬৪।।

অনুবাদ। আরও, যথা—ভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তিগণ ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান না করিলে তাঁহাদের দোষ হয়। কিন্তু বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াদি না করিলে তাঁহাদের কোন প্রত্যবায় হয় না। এমনকি যদি উঁহারা দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্মও করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও উঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নহে। (কারণ ভক্তিপ্রভাব নিবন্ধনই প্রায়শ্চিত্তের কার্য হইয়া যায়)। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের রহস্যবিদ্গণের মতে বৈষ্ণব-শাস্ত্র-রহস্য।।৬৩-৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্ত্যধিকারাণাং জনানাং ভক্ত্যঙ্গানামেকাদশীব্রত-জন্মাষ্টম্যাদি-নিত্যাঙ্গ নামকরণে দোষঃ। ন কর্মণামকরণাৎ। দৈবাৎ প্রাচীনবৈষ্ণবাপরাধদোষ-বশাৎ। ন তু শুদ্ধভক্তানাং বিকর্মণি স্বতঃ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি প্রায়শ্চিত্তং নোচিতমিতি ভক্তিস্বভাব এব তৎপ্রায়শ্চিত্তায় কল্পতে ইতি ভাবঃ, ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং তাৎপর্যার্থ-বিনির্ণয়ঃ।।৬৩-৬৪।।

যথৈকাদশে (১১।২১।২) —

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।।৬৫।।

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধে, যথা -- যিনি যে অধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই অধিকার নিষ্ঠাই তাঁহার গুণ বলা হয়। অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগই দোষ। ইহাই গুণদোষ নির্ণয় করার নিয়ম।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বে স্বে ইতি-পূর্বোক্ত কেবলতত্ত্বজ্ঞান-যোগভক্তি-বিষয়তয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট ইত্যর্থঃ। উভয়োর্গুণদোষয়োঃ। তত্র শুদ্ধভক্ত্যধিকারিণ ইতরদ্বয়করণে দোষ এব। 'ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি' (১১।২০।৩১) তত্রৈবোক্তেঃ। 'তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা' (১১।২০।৯) ইত্যাদেশ্চ। বিপর্যয়ঃ স্বাধিকারস্যানিষ্ঠা তদিতরস্য নিষ্ঠা চ।।৬৫।।

প্রথমে (১।৫।১৭) --

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপ ক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ক বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ? ৬৬।।

তথ্য। কেবল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের মধ্যে যে বিষয়ে যিনি অধিকার পাইয়াছেন; তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তাই গুণ এবং অবশিষ্ট বিষয়ে সেইরূপ চেষ্টা দোষ। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারলাভের যত্ন করিবেন না। তবে উক্ত ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধক অন্য প্রকার সাধনের (তাহা নিম্নস্থ হওয়ার) চেষ্টা করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

অনুবাদ। প্রথমস্কন্ধে, যথা---যে কোন কুলে উৎপন্ন ব্যক্তি হউক না কেন, স্বীয় বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অপক্ক অবস্থায় যদি পতিত হয় অর্থাৎ ভ্রষ্ট কিংবা মৃত হয়, তবে তাহার বর্ণাশ্রমাদি বর্জন জন্য কি অমঙ্গল হইতে পারে? কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। অন্যপক্ষে হরিভজন ত্যাগ করিয়া কেবল স্বধর্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম কিংবা অন্যধর্ম আচরণ করিয়াই বা কি লাভ? বস্তুতঃ কিছু লাভ নহে, যেহেতু স্বধর্মচেষ্টায় যে লোক লাভাদি হয় উহা অনিত্য।।৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্যক্ত্বা স্বধর্মমিত্যত্র শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা যথা--এবং তাবৎ কাম্যকর্মাদেরনর্থ হেতুত্বে তং বিহায় হরেলীলৈব বর্ণনীয়েত্যুক্তম্। ইদানীন্তু নিত্য নৈমিত্তিক-স্বধর্মনিষ্ঠামপি অনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেব উপদেষ্টব্যেত্যাশয়েনাহ--ত্যক্ত্বেতি। ননু স্বধর্মত্যাগেন ভজনভক্তিপরিপাকেন যদি কৃতার্থো ভবেত্তদা ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপক্ক এব ম্রিয়েত ততো ভ্রশ্যেদ্বা, তদা স্বধর্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ--ততোঽভজনাৎ কথঞ্চিৎ পতেৎ ভ্রশ্যেত ম্রিয়েত বা, তদাপি ভক্তিরসিকস্য কর্মানধিকারান্নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ--বাশব্দঃ কটাক্ষে, যত্র ক্ক বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্যাভদ্রমভূৎ কিং, নাভূদেবেত্যর্থঃ। ভক্তিবাসনাসদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্মতঃ কোবার্থ আপ্তঃ প্রাপ্তঃ ন কোপীত্যর্থঃ।।৬৬।।

একাদশে (১১।১১।৩২) --

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।।৬৭।।

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি---হে উদ্ধব, পূর্বোক্ত 'কৃপালুরকৃতদ্রোহ' শ্লোকাদিতে বর্ণিত গুণসমূহ ও তাহাদের বিপরীত দোষসমূহ মধ্যে হেয় ও উপাদেয় বিচারপূর্বক স্থির করিয়া তন্মধ্যে মদাদিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম ভক্তির বিঘ্ন বিবেচনায় উহা বর্জন করতঃ যিনি কেবল আমারই ভজন করেন, তিনি সাধুগণমধ্যে উত্তম।।৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃপালুরকৃতদ্রোহ ইত্যাদৌ স্থিরঃ স্বধর্মে কবিঃ সম্যগ্ জ্ঞানীতি টীকানুসারেণ কর্মজ্ঞানমিশ্রা শ্রীভগবচ্ছরণতালক্ষণা ভক্তির্দর্শিতা। তদনন্তরং ত্বাহ--আজ্ঞায়েবেতি। যদি চ স্বাত্মনি তত্তদ্‌গুণযোগাভাবঃ, তদপ্যেবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ গুণান্ কৃপালুত্বাদীন্ দোষান্ তদ্বিপরীতাংশ্চ হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি যো ময়া তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রাদিষ্টানপি স্বকান্ নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষণান্ সর্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্মান্ তদুপলক্ষকং জ্ঞানমপি তদনন্যভক্তি বিঘাতকতয়া সংত্যজ্য মাং ভজেৎ, স চ সত্তমঃ। চ-কারাৎ পূর্বোক্তোপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্‌গুণানামভাবেঽপি পূর্বসাম্যমিতি বোধয়তি।।৬৭।।

তত্রৈব (ভা ১১।৫।৪১) --

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্?
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্য, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্।।৬৮।।

অনুবাদ। ঐ একাদশস্কন্ধ নিমিরাজের প্রতি শ্রীকরভাজনের উক্তি--হে মহারাজ! যিনি বর্ণাশ্রমবিহিত সমুদায় ধর্ম বর্জনপূর্বক কায়মনোবাক্যে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হ'ন তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী হন না অর্থাৎ তাঁহাদের ঋণ হইতে তিনি মুক্ত।।৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরিহৃত্য কর্তমিতি---অয়মিন্দ্রঃ সেব্যঃ, অয়ং চন্দ্রঃসেব্য ইত্যাদি লক্ষণং ভেদম্। কৃত্যমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ।।৬৮।।

শ্রীভগবদ্‌গীতাসু (১৮।৬৬) --

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৯।।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-- হে অর্জুন! বর্ণাশ্রমোচিত সমুদায় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠান না করার জন্য তোমার যে সকল পাপ হইবে, সেই সকল হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। শোক করিও না।।৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বপাপেভ্যঃ সর্বান্তরায়েভ্য ইত্যেবার্থঃ। শ্রীভগদাজ্ঞয়া ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং কর্মত্যাগে পাপানুৎপত্তেঃ।।৬৯।।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্ --

যথা বিধিনিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্বকম্।।৭০।।

অনুবাদ। অগস্ত্যসংহিতায়, যথা—যেমন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধসমূহ মুক্তপুরুষের নিকট যাইতে পারে না অর্থাৎ যেরূপ মুক্তপুরুষ স্মৃত্যুক্ত বিধিনিষেধসমূহের অধীন নহেন, তদ্রূপ যিনি বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসরণপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করেন, তাঁহাকে উক্ত বিধিনিষেধসমূহ স্পর্শ করে না অর্থাৎ তিনি বিধিনিষেধের অতীত হইয়াছেন।।৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিধিনিষেধৌ স্মার্তৌ শ্রুতৌ চ। বিধিপূর্বকং বৈদিকতান্ত্রিক পূজাবিধি-সহিতম্।।৭০।।

একাদশে এব (১১।৫।৪২) —

স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।। ইতি।।৭১।।

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধে, যথা—যিনি অন্যাভিলাষরহিত হইয়া শ্রীহরির চরণকমল ভজন করেন, তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। তিনি যদি প্রমাদবশতঃ কিছু নিষিদ্ধ কর্ম করেন, তথাপি তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীহরি তাঁহার সেই নিষিদ্ধ কর্মকরণজনিত পাতক ধ্বংস করেন।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্যক্তোঽন্যত্র ভাব উপাস্যবুদ্ধির্যেন তস্য কথঞ্চিদ্ দৈবাদুৎ-পতিতমুৎপাতরূপেণ জাতং বিকর্ম।।৭১।।

হরিভক্তিবিলাসেঽস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ।
কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দিশ্যন্তে যথামতি।।৭২।।

অনুবাদ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সাধনভক্তির অঙ্গ বহুবিধ কথিত হইলেও যেগুলি প্রসিদ্ধ, সেইগুলি আমি যথাযথ বর্ণন করিতেছি।।৭২।।

অত্র অঙ্গ লক্ষণম্

আশ্রিতাবান্তরানেকভেদং কেবলমেব বা।
একং কর্মাত্র বিদ্বদ্ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে।।৭৩।।

অঙ্গলক্ষণ

অনুবাদ। যাহার মধ্যে অনেক অবান্তর ভেদ লক্ষিত হয় বা যাহার মধ্যে স্বগতভেদ স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয় না, এই প্রকার এক একটি কর্মকে বৈধী সাধনভক্তির এক একটি অঙ্গ বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।।৭৩।।

শব্দার্থ। অবান্তর—প্রধানের অঙ্গভূত—যথা ১। অর্চনাঙ্গের মধ্যে অনেক অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত

রহিয়াছে। ২। গুরুপাদাশ্রয়--ইহার মধ্যে অন্য কোন অঙ্গ স্পষ্টরূপে অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় না।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আশ্রিতোঽবান্তরানেক-ভেদো যেন, যথার্চনাদি। এবং কীর্তনানাং ভেদো গুণকীর্তন নামকীর্তনাদিঃ। কেবলমত্রাস্পষ্টস্বাগতভেদং যথা গুরু পাদাশ্রয়ো যথা অভ্যুত্থানাদিঃ।।৭৩।।

অথ অঙ্গানি

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্।।৭৪।।
সদ্ধর্মপৃচ্ছা ভোগাদি-ত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ।।৭৫।।
ব্যবহারেষু সর্বেষু যাবদর্থানুবর্তিতা।
হরিবাসরসম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবম্।।৭৬।।
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা।।৭৭।।

সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ

অনুবাদ। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়, গুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণ, বিশ্বাস-সহকারে গুরুদেবের পরিচর্যাদি, সাধুগণের আচরণ অনুসরণ করা অর্থাৎ পূর্ববর্তী সাধুগণের আচরণ শ্রবণ, দর্শন ও তদনুসারে চলিতে যত্ন করা, সদ্ধর্ম পৃচ্ছা অর্থাৎ সাধুগণের অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত ধর্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগত্যাগ, দ্বারকাদিধামে ও গঙ্গাদি তীর্থের সান্নিধ্যে বাস, যাবদর্থানুবর্তিতা অর্থাৎ ভক্তির বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া সরল ভাবে যথা-প্রয়োজন বিষয় গ্রহণ ও সাংসারিক ব্যবহার পালন, যথাবিধি একাদশী পালন, ভগবদ্‌বিভূতিজ্ঞানে ধাত্রী, অশ্বত্থাদি বৃক্ষের সম্মান রক্ষণ--সাধনভক্তির এই দশবিধ অঙ্গ, ভক্তিসাধকের প্রাথমিক পালনীয়।।৭৪-৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দীক্ষাপূর্বক শিক্ষণমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্যেতি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থো হেতুঃ কৃষ্ণস্য প্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ আদি-গ্রহণাৎ লোকবিত্তপুত্রা গৃহ্যন্তে।।৭৫।।

সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ।।৭৮।।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যা-বাদ-বিবর্জ্জনম্।।৭৯।।
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্তিতা।।৮০।।
অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা।
সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেবানামাপরাধামুদ্ভবঃ সাধকস্য প্রায়ো ভবত্যেব কিন্তু পশ্চাৎ যত্নেন তেষামভাবকারিতা।।৮১।।

কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা।

ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ।।৮২।।

অনুবাদ। দূর হইতে ভগবদ্বিমুখজনের সঙ্গ বর্জন, অনধিকারীকে শিষ্য না করা অর্থাৎ বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন দ্বারা কিংবা অর্থলোভে কাহাকেও শিষ্য না করা, মহারম্ভ অর্থাৎ মঠাদি স্থাপনরূপ বৃহদ্ব্যাপারে প্রয়াস না করা, বহুগ্রন্থের আংশিক পঠন, ব্যাখ্যা ও বিচার পরিত্যাগ, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে বা নষ্টে কষ্টজনিত মানসিক দৈন্য বর্জন, আত্মীয়াদি বিয়োগজনিত শোকের বশবর্তী না হওয়া, অন্য দেবতাকে অবহেলা না করা। প্রাণিমাত্রেরই উদ্বেগজনক কার্য না করা, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে পারে এরূপ কার্য না করা ও হইতে না দেওয়া, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ও তাঁহাদিগের প্রতি নিন্দা সহ্য না করা---এই দশবিধ নিষেধরূপ অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ বর্জনদ্বারা অনুষ্ঠান করা উচিত।।৭৮-৮২।।

অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ।

ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্।।৮৩।।

অনুবাদ। উপরোক্ত বিংশতি প্রকার অঙ্গ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইলেও গুরুপাদাশ্রয়াদি প্রথম অঙ্গত্রয় প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে।।৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্যাঃ ভক্তেঃ প্রবেশায় বিংশত্যঙ্গানাং দ্বারত্বেঽপি গুরুপাদা-শ্রয়াদি-ত্রয়ং প্রধানম্ ইতি।।৮৩।।

ধৃতির্বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ।

নির্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং দণ্ডবন্নতিঃ।।৮৪।।

অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতি স্থানে পরিক্রমঃ।

অর্চনং পরিচর্যা চ গীতং সংকীর্তনং জপঃ।।৮৫।।

বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্যপাদ্যয়োঃ।

ধূপমাল্যাদিসৌরভ্যং শ্রীমূর্তেঃ স্পৃষ্টিরীক্ষণম্।।৮৬।।

আরাত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং তৎকৃপেক্ষণম্।

স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।৮৭।।

নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।

সর্বথা শরণাপত্তিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনম্।।৮৮।।

তদীয়াস্তুলসী-শাস্ত্র-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়ঃ।
যথাবৈভবসামগ্রী-সদ্‌গোষ্ঠীভির্মহোৎসবঃ।।৮৯।।
ঊর্জাদরো বিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু।
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।।৯০।।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।।৯১।।
নামসংকীর্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ।।৯২।।
অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্বং বিলিখিতস্য চ।
নিখিল-শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্তনম্।।৯৩।।

অনুবাদ। উর্ধ্বপুণ্ড্র, শঙ্খচক্রাদি বৈষ্ণব-চিহ্নসমূহ ধারণ, অঙ্গে হরিনামাক্ষর রচনা, নির্মাল্যাদি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত পুষ্পমাল্য-গন্ধাদি ধারণ, ভগবদগ্রে নৃত্য, দণ্ডবৎ প্রণতি, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আগমন দেখিয়া গাত্রোত্থান, অনুব্রজ্যা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ-বিজয়কালে তৎপশ্চাৎ যাওয়া, ভগবানের অধিষ্ঠান-স্থানে যাওয়া, পরিক্রম অর্থাৎ যথাবিধি শ্রীবিগ্রহ, ধাম ও তুলস্যাদির চতুর্দিকে ভক্তিসহকারে ভ্রমণ; অর্চন (পূজা), পরিচর্যা অর্থাৎ ভগবানের তৈজসাদি পরিষ্কার করা, প্রাঙ্গণাদি মার্জন, শ্রীবিগ্রহ বেশ-ভূষাদি দ্বারা ভূষিত করা ইত্যাদি। গীত (ভগবন্নামাদির গান), সংকীর্তন (অনেকভক্ত একত্রিত হইয়া কীর্তন কিংবা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণাদির উচ্চ কীর্তন), জপ অর্থাৎ মনে মনে বা নিজের কিংবা অন্যের অশ্রুতভাবে যথাক্রমে মানসিক, উপাংশু বা বাচিক মন্ত্রাদির আবৃত্তি করা, বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বাক্য ও মনের দ্বারা নিজভাব বিজ্ঞাপন, স্তবপাঠ, ভগবন্নিবেদিত নৈবেদ্যের অস্বাদন, পাদ্য অর্থাৎ ভগবচ্চরণোদক আস্বাদন, ধূপমাল্যাদির সৌগন্ধ গ্রহণ, অধিকারীর শ্রীমূর্তি স্পর্শ করা, শ্রীমূর্তি-দর্শন, আরাত্রিক ও উৎসব দর্শন, শ্রবণ অর্থাৎ ভগবন্নাম-রূপ-গুণাদির শ্রবণ, কৃপেক্ষণ 'শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দয়া করিবেন' এই বিশ্বাস সহকারে তজ্জন্য অপেক্ষা করা, স্মরণ অর্থাৎ ভগবন্নামাদির স্মরণ, ধ্যান অর্থাৎ ভগবন্নামাদির সুষ্ঠু চিন্তন, দাস্য অর্থাৎ সেবকের কৃত্য, সখ্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর দৃঢ়বিশ্বাস এবং 'শ্রীকৃষ্ণ ও সাধক উভয়ে পরস্পর সখা' -- এই ধারণা, আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহীর অহংতা ও দেহে মমত্ববুদ্ধি এবং স্বকৃত সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ, প্রিয়োপহরণ অর্থাৎ যে বস্তু সাধারণতঃ উত্তম ও নিজের প্রিয়—এরূপ দ্রব্য ভগবানে নিবেদন, তদর্থে অখিলচেষ্টা অর্থাৎ ভগবানের জন্যই সমস্ত চেষ্টা, সর্বথা শরণাপত্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ও সর্বদা শরণাপত্তি; তদীয়গণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বা তাঁহার প্রিয়গণের সেবন, যথা---শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়

তুলসীসেবন, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র পঠন, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মথুরায় অবস্থান, বৈষ্ণবগণের সেবা, সাধকের বৈভবানুরূপ দ্রব্যাদি দ্বারা সদ্‌গোষ্ঠীর সঙ্গে মহোৎসব, বিশেষভাবে উর্জাদর অর্থাৎ কার্তিকব্রত পালনে বিশেষ যত্ন, জন্মযাত্রা---ভগবদাবির্ভাব-তিথি পালন ও সেই তিথিতে উৎসব করা, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মসেবনে শ্রদ্ধা ও বিশেষতঃ অনুরাগ, রসিক-ভক্তসহ শ্রীভাগবতের অর্থাস্বাদন অর্থাৎ প্রীতি-সহকারে আলোচনা, নিজের ন্যায় উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ও নিজাপেক্ষা উচ্চাধিকারযুক্ত সাধুর সঙ্গ, শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস---এই চুয়াল্লিশ অঙ্গের মধ্যে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মসেবনাদি শেষোক্ত পঞ্চাঙ্গ পূর্বে সাধারণভাবে উল্লেখ করিলেও ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইবার জন্য পুনরায় বিশেষরূপে এইস্থানে কীর্তিত হইল।।৮৪-৯৩।।

ইতি কায়হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ।।৯৪।।
চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্ সাঙ্ঘাতিক্‌ভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ।।৯৫।।

অনুবাদ। এইরূপ পৃথক্ ও সমষ্টিরূপে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা চৌষট্টি প্রকার উপাসনা ক্রমানুসারে বর্ণিত হইল।।৯৪-৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কায়েন্দ্রিয়ান্তঃকরণানামিমাঃ চতুষষ্টিরুপাসনাঃ। গুরুপাদাশ্রয়াদীনাং পৃথক্ তত্তদ্রূপেণৈব ভেদো জ্ঞেয়ঃ। অর্চনকীর্তনাদীনাং যাবন্তো ভেদা বর্তন্তে, তেষাং সাংঘাতিকত্বেন সমুদায়ত্বেন ভেদো জ্ঞেয়ঃ। অতএবার্চনাদ্যঙ্গানামবান্তরভেদ-বিবক্ষয়াঽনন্তত্বে সতি সমুদায়ত্বেন একভেদবিবক্ষয়া নতু চতুঃষষ্টিগণনানুপপত্তিরিতি।।৯৪-৯৫।।

অথার্ষানুমতেনৈষামুদাহরণমীর্যতে।।৯৬।।

অনুবাদ। এক্ষণে ঋষিগণের অভিপ্রায়ানুসারে ভক্ত্যঙ্গের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।।৯৬।।

তত্র শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ

যথা একাদশে (১১।৩।২১) --

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।৯৭।।

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধে শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি---মহারাজ! যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের অনুসন্ধান করেন (বা যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল পাইবার জন্য তদুপায় জানিতে ইচ্ছুক), তিনি গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদ ও তদনুগ শাস্ত্রে পারদর্শী, পরব্রহ্মজ্ঞ ও প্রশান্তচিত্ত গুরুদেবের চরণকমল আশ্রয় করিবেন।।৯৭।।

শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্

যথা তত্রৈব (ভা ১১।১৭।২৭) --

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।।৯৮।।

শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষা

অনুবাদ। উক্ত একাদশস্কন্ধে, যথা -- গুরুদেবকে অত্যন্ত প্রিয় ও ঈশ্বরস্বরূপ জানিয়া নিষ্কপটে তাঁহার একান্ত আনুগত্যে তাঁহার নিকট ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিতে হইবে। যে শ্রীহরি উপাসকের অতিশয় প্রিয় এবং উপাসককে নিজেকে পর্যন্ত দিয়া থাকেন, তিনি এই ভাগবতধর্ম দ্বারা প্রীত হন।।৯৮।।

বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১১।১৭।২৭) --

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।।৯৯।।

বিশ্রম্ভ সহকারে গুরুদেবের সেবা

অনুবাদ। উক্ত একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি--আচার্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। কদাচ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না এবং তাঁহাকে মর্ত্যজীব বুদ্ধি করিয়া লঘু করিবে না। গুরুতে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান জানিও।।৯৯।।

সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্

যথা স্কান্দে --

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে।।১০০।।

সাধুবর্ত্মের অনুবর্তন

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে, যথা--পূর্ববর্তী মহাজনগণ যে পন্থা গ্রহণ করিয়া অনায়াসে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ অক্লেশে সিদ্ধি পাইয়াছেন, সেই পন্থাই পরম মঙ্গলপ্রদ ও সন্তাপরহিত। সেই পন্থাই অন্বেষণ করা উচিত।।১০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শাব্দে ভক্তিশাস্ত্রে। পরে ব্রহ্মণি ভগবদ্‌বিষয়ক-শ্রবণ-কীর্তনাদৌ নিষ্ণাতং পারং গতম। গুরুরেবাত্মা আত্মবৎ প্রিয়ঃ, দৈবতম ইষ্টদেবশ্চ যস্য তথাভূতঃ। অনুবৃত্ত্যা সেবয়া। যৈর্ধর্মৈস্তুত আত্মা আত্মপ্রদশ্চোপাসকানাং যথা---বলি-প্রভৃতীনাম্। আচার্যং মাং মদীয়ম্। অতএব 'গুরুবরং, মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বেন স্মরে'ত্যাদ্যুক্তিরপি সঙ্গচ্ছতে। সামান্যমনুষ্যবুদ্ধ্যা নাবমন্যেত। অনবাপ্তশ্রমং যথা স্যাৎ তথা যেন পথা সন্তঃ প্রতস্থিরে।।৯৭-১০০।।

ব্রহ্মযামলে চ --

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।। ইতি।।১০১।।

অনুবাদ। ব্রহ্মযামলেও, যথা—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহে যে সমস্ত বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি হরিভক্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাঁহার সেই নিষ্ঠাযুক্ত সাধনভক্তিও মঙ্গলসাধক হয় না।।১০১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু সাধুবর্ত্ম শ্রুত্যাদিবিধ্যাত্মকমেব ততস্তদকরণে দোষমাহ---শ্রুতীতি। শ্রুত্যাদিবিধিং বিনেতি---নাস্তিকতয়া তৎ ন মত্বেত্যর্থঃ। ঐকান্তিকী নিষ্ঠাং প্রাপ্তাপি।।১০১।।

ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে।।১০২।।

অনুবাদ। উপর্যুক্ত শ্লোকে যে ঐকান্তিকী হরিভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা অবিচারপ্রসূত প্রতীতিমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে উহা ঐকান্তিকী ভক্তি হইতে পারে না। কেননা উহাতে বেদাদি শাস্ত্রের অবজ্ঞা লক্ষিত হইতেছে। ঐরূপ অবজ্ঞা নাস্তিকতা-পর্যায়ভুক্ত। যে ভক্তিতে ভগবদাজ্ঞাস্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রের অবজ্ঞা দেখা যায়, তাহা ভক্তি হইতে পারে না।।১০২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু তর্হি কথমৈকান্তিকী স্যাত্তদ্রূপত্বে চ কথমুৎপাতায় কল্পেত---তত্রাহ। ইয়ং নাস্তিকতাময়ী বৌদ্ধাদিপাষণ্ডানাং বুদ্ধাদ্যবতারেষু এবমাধুনিকমতানুবর্তিনাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির্যদৈকান্তিকীব প্রতীয়তে, তদবিচারাদেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ---যদ্ যস্মাৎ অশাস্ত্রীয়তা শাস্ত্রাবজ্ঞাময়তা তত্রেক্ষ্যতে।।১০২।।

সদ্ধর্মপৃচ্ছা

যথা নারদীয়ে --

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।।১০৩।।

সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা

অনুবাদ। নারদপুরাণে, যথা—সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্মের তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিবার জন্য যাঁহাদের চিত্তে অতিশয় আগ্রহ, তাঁহাদের বাঞ্ছিত সর্ব অর্থ অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়।।১০৩।।

কৃষ্ণার্থে ভোগাদিত্যাগঃ

যথা পাদ্মে --

হরিমুদ্দিশ্য ভোগ্যানি কালে ত্যক্তবতস্তব।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে।।১০৪।।

কৃষ্ণার্থে ভোগাদিত্যাগ

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে, যথা---আপনি শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্যে যথাকালে সমস্ত ভোগ্যবস্তু বর্জন করায় বিষ্ণুলোকস্থিত স্থিরা সম্পদ্ আপনাকে প্রতীক্ষা করি-

তেছে।।১০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্যক্তেতি---ত্যক্তবন্তং ত্বামিত্যর্থঃ।।১০৪।।

দ্বারকাদিনিবাসঃ

যথা স্কান্দে --

সংবৎসরং বা ষন্মাসান্ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বে নরা নার্যশ্চতুর্ভুজাঃ।।১০৫।।

দ্বারকাদি-নিবাস

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে, যথা--যাঁহাদের শ্রীদ্বারকায় এক বর্ষ, ছয়মাস, একমাস বা অর্ধমাসও অবস্থিতি হয়, তাঁহারা নর বা নারীই হউন, চতুর্ভুজ হইবেন অর্থাৎ পার্শ্বদগতি পাইবেন।।১০৫।।

আদি-পদেন পুরুষোত্তমবাসশ্চ।

যথা ব্রাহ্মে --

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
নিবিষ্টা যত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্।।১০৬।।

অনুবাদ। ব্রহ্মপুরাণে, যথা---চতুর্দিকে দশযোজন অবধি স্থানসহ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। দেবগণ তৎক্ষেত্রস্থ সকলকে চতুর্ভুজ দর্শন করেন।।১০৬।।

গঙ্গাদিবাসঃ

যথা প্রথমে (১।১৯।৬) --

যা বৈ লসচ্ছ্রতুলসীবিমিশ্র কৃষ্ণাঙিঘরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ? ১০৭।।

গঙ্গাদিবাস

অনুবাদ। প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন---সুশোভাবিশিষ্ট তুলসীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু সঙ্গহেতু সর্বোৎকৃষ্ট সলিলবাহিনী যে গঙ্গা নদী লোকপালসহ সমগ্র লোকের বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র করিতেছেন, মৃত্যু নিকটস্থ জানিয়া কে না তাঁহার সেবা করিবেন?১০৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যা গঙ্গা অস্মিন্ লোকে পরত্র চ ঈশ সহিতান্ লোকান্ পুনাতি। কথম্ভুতা লসন্তী যা শ্রীযুক্তা তুলসী তয়া মিশ্রো যঃ কৃষ্ণাঙিঘ্ররেণুস্তেনৈবাভ্যধিকং সর্বতোঽপি শ্রেষ্ঠং যদম্বু তস্য নেত্রী প্রাপয়ত্রী।।১০৭।।

যাবদর্থানুবর্তিতা

যথা নারদীয়ে --

যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।১০৮।।

যাবদর্থানুবর্তিতা

অনুবাদ। নারদপুরাণে, যথা--যেরূপ বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিলে নিজ নিজ ভক্তি নির্বাহিত হয় অর্থাৎ ভক্তিপথে কোন বিঘ্ন হয় না, অর্থবিৎ পুরুষ তদ্রূপ বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিবেন। তাহার অধিক বা অল্প স্বীকারে পরমার্থ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।।১০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বনির্বাহ ইতি স্বস্য ভক্তিনির্বাহ ইত্যর্থঃ।।১০৮।।

হরিবাসরসম্মানঃ

যথা ব্রহ্মবৈবর্তে --

সর্বপাপ প্রশমনং পুণ্যমাত্যন্তিকং তথা।
গোবিন্দস্মারণং নৃণামেকাদশ্যামুপোষণম্।।১০৯।।

হরিবাসরের সম্মান

অনুবাদ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, যথা---শ্রীএকাদশীতে উপবাস করিলে উপবাসকারীর সকলপাপ-বিনাশ, অত্যন্ত পুণ্যপ্রাপ্তি ও শ্রীগোবিন্দ স্মরণ হয়।।১০৯।।

ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবম্

যথা স্কান্দে --

অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিসুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতাঃ ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্।।১১০।।

ধাত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে, যথা--অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্তকে পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে মনুষ্যদিগের পাতক ধ্বংস হয়।।১১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অশ্বত্থস্য তদ্বিভূতিরূপত্বাৎ পূজ্যত্বম্। ভূমীসুরা ব্রাহ্মণাঃ। ভগবতো গোব্রাহ্মণয়োর্হিতাবতারত্বাদ্ ভাগবতৈরেতাবপি পূজ্যাবিতি ভাবঃ। সর্বেষাং তুলসীবৈষ্ণব-সাহিত্যোক্তি র্বিচিকিৎসা-নিরসনায়। অত্র গবাং পূজা তু গোপালো-পসকানাং পরমাভীষ্টপ্রদা--যথা গৌতমীয়ে, গবাং কণ্ডুয়নং কুর্যাদ্ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্। গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতীতি।।১১০।।

অথ শ্রীকৃষ্ণবিমুখজন-সঙ্গত্যাগঃ

যথা কাত্যায়নসংহিতায়াম্ --

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজন-সংবাসবৈশসম্।।১১১।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-জনসঙ্গত্যাগ, যথা, কাত্যায়নসংহিতায়—অগ্নিশিখাময় পিঞ্জরে বাস করা বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাসরূপ বিপত্তি পাইতে না হয়।।১১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈশসং বিপত্তিঃ।।১১১।।

বিষ্ণুরহস্যে চ —

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাম্।

ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানা-দেবৈকসেবিনাম্।।১১২।।

অনুবাদ। বিষ্ণুরহস্যে, যথা—সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের আলিঙ্গনও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি যেন দেবতান্তর-সেবা-বাসনাযুক্ত (স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে) নানা-দেবতা-সেবীর সঙ্গ না হয়।।১১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শল্যমত্র তত্তদ্দেবানাং সেবাবাসনাঃ।।১১২।।

শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বাদি-ত্রয়ম্

যথা সপ্তমে (৭।১৩।৮) —

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।

ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।।১১৩।।

অনুবাদ। শিষ্যাদ্যনুবন্ধিতা, মহারম্ভাদ্যনুদ্যম ও বহুগ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ, যথা সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—অনধিকারীকে কিংবা বলপ্রয়োগদ্বারা বা প্রলোভন দেখাইয়া বা ধনাদিলোভে কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করা, বহুগ্রন্থ অনুশীলন করা, শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা অর্জন করা কিংবা মঠাদিনির্মাণরূপ বৃহদ্ব্যাপারে যুক্ত হওয়া উচিত নহে।।১১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিষ্যান্নৈবানুবধ্নীয়াদিত্যাদিকো যদ্যপি সন্ন্যাসধর্মস্তথাপি নিবৃত্তানামপি ভক্তানামুপযুজ্যত ইতি ভাবঃ। এতচ্চানধিকারিশিষ্যাদ্যপেক্ষয়া শ্রীনারদাদৌ শিষ্যকরণশ্রবণাৎ, তত্তৎসম্প্রদায়নাশ-প্রসঙ্গাচ্চ। অন্যথা জ্ঞানশাঠ্যাপত্তেঃ। অতএব নানুবধ্নীয়াদিতি—স্বসংপ্রদায় বৃদ্ধ্যর্থমনধিকারিণোঽপি ন গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। বহূনিতি ভগবদ্বহির্মুখানন্যাংস্ত্বিত্যর্থঃ। আরম্ভানিত্যপি তদ্বৎ।।১১৩।।

ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যম্

যথা পাদ্মে —

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।

অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ।।১১৪।।

অনুবাদ। ব্যবহারে অকার্পণ্য, যথা পদ্মপুরাণে—হরিপরায়ণ ব্যক্তি ভোজন ও

আচ্ছাদন-সাধনকারী দ্রব্যের অলাভে বা লব্ধবস্তুর বিনাশে বিহ্বলচিত্ত না হইয়া মনে মনে হরিকেই স্মরণ করিবেন।।১১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অলব্ধ ইতি স্মরণাদিপরাণামেবেয়ং রীতিঃ। সেবাপরৈস্তু যথালাভমেব সেবা কার্য্যা, ন তু যাচ্ঞা দ্যতিশয়েন কার্পণ্যং কার্যমিতি জ্ঞেয়ম্।।১১৪।।

শোকাদ্যবশবর্তিতা

যথা তত্রৈব —

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্তি-সম্ভাবনা ভবেৎ।।১১৫।।

অনুবাদ। শোকাদির অবশবর্তিতা, যথা উক্ত পুরাণেই—যে ব্যক্তির চিত্ত শোক ও অমর্ষাদি দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে মুকুন্দের স্ফূর্তি-সম্ভাবনা নাই।।১১৫।।

অন্যদেবানবজ্ঞা

যথা তত্রৈব —

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।১১৬।।

অনুবাদ। অন্যদেবানবজ্ঞা, যথা ঐ গ্রন্থেই—সর্বদেবেশ্বরগণের ঈশ্বর হরিকেই আরাধনা করিতে হইবে; কিন্তু ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবগণকে কখনও অবহেলা করিবে না অর্থাৎ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে।।১১৬।।

ভূতানুদ্বেগদায়িতা

যথা মহাভারতে —

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি।।১১৭।।

অনুবাদ। ভূতানুদ্বেগদায়িতা, যথা মহাভারতে—পিতা পুত্রের প্রতি যেমন করুণাপূর্ণ, তদ্রূপ করুণাপূর্ণচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি জীবমাত্রকে উদ্বেগ দেন না, সেই বিশুদ্ধহৃদয় ব্যক্তির প্রতি হৃষীকেশ শীঘ্র প্রীত হন।।১১৭।।

সেবানামাপরাধানাং বর্জনম্

যথা বারাহে পাদ্মে চ —

মমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।।১১৮।।

অনুবাদ। সেবানামাপরাধসকল-বর্জন, যথা বরাহ-পুরাণে ও পদ্মপুরাণে—(শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে বলিলেন,) হে বসুধে! মদর্চনসম্বন্ধীয় যে সকল অপরাধ কীর্তন

করিতেছি, তাহা বৈষ্ণববৃন্দ অতি যত্নসহকারে বর্জন করিবেন।

সেবাপরাধ ও নামাপরাধের নাম ও সংখ্যা প্রভৃতি টীকায় লিখিত থাকায় পৃথক্ করিয়া লিখিত হইল না।।১১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেবানামাপরাধ--বর্জনমিত্যাদি যথা--বারাহে পাদ্মে চ যথাক্রমং যোজ্যম্। তত্র সেবাপরাধা আগমানুসারেণ গণ্যন্তে। যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে। দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ।। উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচে বা ভগবদ্বন্দনাদিকম্। এক হস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্। পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্যঙ্কবন্ধনম্। শয়নং ভক্ষণঞ্চৈব মিথ্যাভাষণমেব চ। উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনাদি চ বিগ্রহঃ। নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণম্। কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।। অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণম্। শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্ তত্তৎ-কালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম। বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিনঃ। পৃষ্ঠীকৃত্বাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্। গুরৌ মৌনং নিজ স্তোত্রং দেবতা-নিন্দনন্তথা। অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্তিতাঃ।। বারাহে চ-ত্বন্যেঽপরাধাস্তেঽপি সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে। রাজান্নভক্ষণম্। ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ। বিধিং বিনা হর্যুপসর্পণম্। বাদ্যং বিনা দ্বারোদ্‌ঘাটনম্। কুক্কুরদৃষ্টভক্ষ্যসংগ্রহঃ, অর্চনে মৌন-ভঙ্গঃ। পূজাকালে বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্। গন্ধমাল্যাদিকমদত্বা ধূপদানম্। অনর্হপুষ্পেণ পূজনম্। অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ নিধুবনং তথা। স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ। রক্তনীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্। পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপান-মারুতম্। ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণধৃক্। ভুক্ত্বা কুসুম্ভং পিণ্যাকং তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ। হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম-করণং পাতকাবহম্।। তথা তত্রৈবান্যত্র--ভগবচ্ছাস্ত্রানাদরেণ তৎপ্রতিপত্তিঃ। অন্যশাস্ত্রপ্রবর্তনম্। তদগ্রতস্তাম্বূলচর্বণম্। এরণ্ডপত্রস্থ-পুষ্পৈরর্চনম্। আসুরকালে পূজা। পীঠে ভূমৌ চোপবিশ্য পূজনম্। স্নপন-কালে বামহস্তেন তৎস্পর্শঃ। পর্য্যুষিতৈর্যাজিতৈর্বা পুষ্পৈরর্চনম্। পূজায়াং নিষ্ঠীবনম্। তস্যাং স্বগর্বপ্রতিপাদনম্। তির্যক্-পুণ্ড্রক-ধৃতিঃ। অপ্রক্ষালিত পাদত্বেঽপি তন্মন্দিরে প্রবেশঃ। অবৈষ্ণবপক্কনিবেদনম্। অবৈষ্ণবদৃষ্টৌ পূজনম্। বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা কপালিনং বা দৃষ্টা পূজনম্। নখাম্ভসা স্নপনং, ঘর্মাম্বুলিপ্তত্বেঽপি পূজনম্ ইত্যাদয়ঃ; অন্যত্র--নির্মাল্যলঙ্ঘন-ভগবচ্ছপথাদয়োঽন্যে চ বহব ইতি। অথ নামাপরাধাশ্চ পাদ্মোক্তাঃ--সতাং নিন্দা ১। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্, ২। গুর্ববজ্ঞা, ৩। শ্রুতিতদনুগতশাস্ত্রনিন্দনম্, ৪। হরিনাম মহিম্নি অর্থবাদমাত্রমিদমিতি মননম্, ৫। তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনম্, ৬। নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ, ৭। অন্যশুভক্রিয়াভিঃ নামসাম্যমননম্, ৮। অশ্রদ্দধানাদৌ নামোপদেশঃ, ৯। নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপি অপ্রীতিরিতি, ১০। সর্ব এবৈতে হরিভক্তিবিলাসে প্রমাণ-বচনৈর্দ্রষ্টব্যাঃ।।১১৮।।

পাদ্মে চ --

> **সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।**
> **হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্দ্বিপদপাংশুলঃ।।১১৯।।**
> **নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।**
> **নাম্নো হি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।।১২০।।**

অনুবাদ। পদ্মপুরাণেও, যথা--সর্ববিধ অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির শ্রীচরণকমল আশ্রয় করিলে অপরাধী সর্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হয়। যে নরাধম ব্যক্তি শ্রীহরির নিকটও

অপরাধী হন, সে যদি কখনও শ্রীহরিনামাশ্রয় করে, তাহা হইলে সে শ্রীনামকৃপায় সেই অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু সর্বসুহৃৎ শ্রীনামের প্রতি যে অপরাধ করে, সে সেই অপরাধে নিশ্চয় অধঃপতিত হয়।।১১৯-১২০।।

তন্নিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা

যথা শ্রীদশমে (১০।৭৪।৪০) –

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।১২১।।

অনুবাদ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিলেন–হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান না করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত সুকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকগামী হয়।।১২১।।

অথ বৈষ্ণবচিহ্নধৃতিঃ

যথা পাদ্মে –

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্ধ্বপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি।।১২২।।

অনুবাদ। অতঃপর বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, যথা পদ্মপুরাণে–যে সমস্ত ব্যক্তি কণ্ঠে তুলসী ও পদ্মবীজমালা, বাহুমূলে শঙ্খচক্র-চিহ্ন কিংবা ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র সতত ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণব ও তাঁহারা দৃষ্ট হইবামাত্র ভুবনকে অর্থাৎ ভুবনস্থিত জীবকে পবিত্র করেন।

তথ্য। উপর্যুক্ত 'বৈষ্ণবচিহ্নধারণ' অর্থে শ্রদ্ধার সহিত ধারণ বুঝিতে হইবে, কৃত্রিমপূর্বক নহে।।১২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কণ্ঠাসক্ততুলসীনাং এবং নলিনানাং কমলকর্ণিকামধ্যস্থ-পক্ববীজানাঞ্চ। অক্ষমালা অকারাদিক্ষকারপর্যন্ত বর্ণসংখ্যকমালা যেষাম্।।১২২।।

নামাক্ষরধৃতিঃ

যথা স্কান্দে –

হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতম্।
তুলসীমালিকোরস্কং স্পৃশেয়ুর্ন যমোদ্ভটাঃ।।১২৩।।

অনুবাদ। নামাক্ষরধারণ, যথা স্কন্দপুরাণে–যাঁহার দেহে হরিনামাক্ষর লিখিত, ললাটে গোপীচন্দনাঙ্কিত তিলক ও তুলসীমালা বক্ষঃপর্যন্ত বিরাজিত, যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।।১২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোপীমৃদঙ্কিতং গোপীচন্দনেনাঙ্কিতম্।।১২৩।।

কৃষ্ণনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।

স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ।।১২৪।।

অনুবাদ। যিনি চন্দনাদিদ্বারা গাত্রে কৃষ্ণনামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া কৃষ্ণের লোকে গমন করেন।।১২৪।।

নির্মাল্যধৃতিঃ

যথৈকাদশে (১১।৬।৪৬) —

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।।১২৫।।

অনুবাদ। নির্মাল্যধারণ, যথা একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধব বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে মাল্য, গন্ধ, বসন ও ভূষণ উপভোগ করিয়া ত্যাগ করিয়াছ, তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তদ্দ্বারা শোভিত হইয়া তোমার মায়াকে জয় করিব।।১২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্বয়োপযুক্ত ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং পরোক্ষপূজাদাবপি ইতি ভাবঃ। জয়েম হি জেতুং শক্নুম ইত্যর্থঃ। এতদুত্তরমুদ্ধবস্য বাক্যদ্বয়ঞ্চাস্তি--মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ। বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্! ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু। ত্বদ্‌বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ। ইতি (ভা ১১।৬।৪৭-৪৮)।।১২৫।।

স্কান্দে চ --

কৃষ্ণোত্তীর্ণস্তু নির্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।

সর্বরোগৈস্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি নারদ।।১২৬।।

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণেও, যথা--হে নারদ মুনে! কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উন্মোচিত নির্মাল্য যাঁহার দেহ স্পর্শ করে, তিনি সকল পাপ ও সকল রোগ হইতে মুক্ত হন।।১২৬।।

অগ্রে তাণ্ডবম্

যথা দ্বারকামাহাত্ম্যে --

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহুসুভক্তিতঃ।

স নির্দহতি পাপানি মন্বন্তরশতেষ্বপি।।১২৭।।

অনুবাদ। শ্রীহরির অগ্রে তাণ্ডবনৃত্য, যথা দ্বারকামাহাত্ম্যে--যে ব্যক্তি আনন্দিতচিত্তে ঐকান্তিকভক্তি-ব্যঞ্জক হাব-ভাব-সহকারে মদগ্রে নৃত্য করে, তাহার শত শত মন্বন্তরসঞ্চিত পাপসকল সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়।।১২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মন্বন্তরশতেষ্বিত্যত্র জাতানীতি শেষঃ।।১২৭।।

তথা শ্রীনারদোক্তৌ চ —

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্বে পাতকপক্ষিণঃ।।১২৮।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে শ্রীনারদোক্তিতে, যথা—যাঁহারা শ্রীপতির অগ্রে করতলদত্ততালের সহিত পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাঁহাদের শরীরস্থ পাতকরূপ পক্ষিসকল উড়িয়া যায়।।১২৮।।

দণ্ডবন্নতিঃ

যথা নারদীয়ে --

একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়।।১২৯।।

অনুবাদ। দণ্ডবন্নতি, যথা নারদপুরাণে -- দশাশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের (যজ্ঞান্ত স্নানের) ফল শ্রীকৃষ্ণকে একবারমাত্র প্রণামকারীর ফলের তুল্য হইতে পারে না, যেহেতু দশাশ্বমেধযাজী পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামকারী পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না।।১২৯।।

অভ্যুত্থানম্

যথা ব্রহ্মাণ্ডে --

যানারূঢ়ং পুরঃ প্রেক্ষ্য সমায়ান্তং জনার্দনম্।
অভ্যুত্থানং নরঃ কুর্বন্ পাতয়েৎ সর্বকিল্বিষম্।।১৩০।।

অনুবাদ। অভ্যুত্থান, যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—যে ব্যক্তি সম্মুখে যানারোহণে জনার্দনকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন, তাঁহার সকল পাপ ধ্বংস হয়।।১৩০।।

অথানুব্রজ্যা

যথা ভবিষ্যোত্তরে --

রথেন সহ গচ্ছন্তি পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ।
বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ।।১৩১।।

অনুবাদ। অনুগমন, যথা ভবিষ্যোত্তরে—শ্বপচাদি কুলে জাত ব্যক্তিগণও যদি রথারূঢ় শ্রীভগবানের রথের পার্শ্বে, পশ্চাতে বা অগ্রে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিষ্ণুর তুল্যত্ব (সারূপ্যাদি) প্রাপ্ত হ'ন।।১৩১।।

বিঃ প্রঃ ভঃ টীকা। রথেনেত্যুপলক্ষণম্—অন্যেনাপীত্যুন্নেয়মিতি ভাবঃ।।১৩১।।

স্থানে গতিঃ

স্থানং তীর্থং গৃহঞ্চাস্য তত্র তীর্থে গতির্যথা।।১৩২।।

অনুবাদ। স্থানে গমন--স্থান দ্বিবিধ, যথা তীর্থ ও ভগবদালয়। তন্মধ্যে তীর্থস্থানে গমন যথা।।১৩২।।

পুরাণান্তরে --

সংসারমরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ।।১৩৩।।

অনুবাদ। পুরাণান্তরে, যথা---যে পদদ্বয় শ্রীহরির তীর্থে গমন করে, তাহারা প্রশংসার্হ, কেননা তদ্দ্বারা সংসাররূপ মরুভূমি পার হওয়া যায়।।১৩৩।।

আলয়ে

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে --

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোর্দর্শনার্থং সুভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ।।১৩৪।।

অনুবাদ। আলয়, যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে---যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য তদীয় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে পুনর্বার মাতৃগর্ভরূপ কারাগারে প্রবেশ করিতে হয় না।।১৩৪।।

পরিক্রমঃ

যথা তত্রৈব --

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্বন্ যস্তত্রাবর্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্তনং তস্য পুনর্নাবর্ততে ভবে।।১৩৫।।

অনুবাদ। পরিক্রম, যথা ঐ গ্রন্থেই---যিনি শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে স্থান হইতেই গমন করিয়াছেন, সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁহার সেই আবর্তন (পরিক্রমণ) পুনর্বার তাঁহাকে সংসারে আনয়ন করায় না।।১৩৫।।

স্কান্দে চ চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যে --

চতুর্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য! তত্তীর্থগমনাধিকম্।। ইতি।।১৩৬।।

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যেও, যথা---হে বিপ্রাগ্র্য! যিনি শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ পরিক্রমণ করা হয়। এই প্রদক্ষিণ সমস্ত তীর্থগমনাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।।১৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চতুরিত্যত্র বিষ্ণুং পরিত ইতি প্রকরণ-প্রাপ্যম্। তীর্থানাং গঙ্গাদীনাং গমনাদপ্যধিকং শীঘ্রং ভগবদ্ভক্তিপ্রদানাদিত্যর্থঃ।।১৩৬।।

অথার্চনম্

শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্বাঙ্গকর্মনির্বাহপূর্বকম্।
অর্চনন্তুপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্।।১৩৭।।

অনুবাদ। অতঃপর অর্চন--ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি অঙ্গরূপ পূর্বকর্ম নির্বাহ করিয়া মন্ত্রদ্বারা উপচার সমর্পণকে অর্চন বলা হয়।।১৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শুদ্ধির্ভূতশুদ্ধিঃ। ন্যাসা মাতৃকাদয়ঃ। তদাদিকং পূর্বমঙ্গং যস্য তাদৃশকর্ম-নির্বাহ-পূর্বকং যন্মন্ত্রেণোপচারাণাং সমর্পণং তদর্চনমিত্যন্বয়ঃ।।১৩৭।।

তদ্ যথা শ্রীদশমে (১০।৮১।১৯) --

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্।।১৩৮।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---স্বর্গভোগ, মোক্ষ, পৃথিবী ও পাতালের সম্পদ্ এবং অণিমাদি সমস্ত সিদ্ধির মূল শ্রীহরির চরণার্চন অর্থাৎ তদ্বারা সর্বার্থ পাওয়া যায়।।১৩৮।।

বিষ্ণুরহস্যে চ --

শ্রীবিষ্ণোরর্চনং যে তু প্রকুর্বন্তি নরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্।।১৩৯।।

অনুবাদ। বিষ্ণুরহস্যে, যথা---এই জগতে যে মানবগণ প্রকৃষ্টরূপে শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর নিত্য আনন্দময় পরম ধাম প্রাপ্ত হন।।১৩৯।।

অথ পরিচর্যা --

পরিচর্যা তু সেবোপকরণাদি-পরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা।।১৪০।।

অনুবাদ। অতঃপর পরিচর্যা---মহারাজোপচারে ভগবৎসেবনকে পরিচর্যা বলে। সেই পরিচর্যা দুই প্রকার, যথা---১। উপকরণাদি পরিষ্কারকরণ, ২। চামর, ছত্র, বাদিত্র ইত্যাদিদ্বারা উপাসনা।।১৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরিচর্যাত্র রাজ্ঞ ইব সেবোচ্যতে। সা চ দ্বিবিধা, উপকরণাদি পরিষ্ক্রিয়া চামরাদিভিরুপাসনা চ প্রকীর্ণকশ্চামরম্।।১৪০।।

যথা নারদীয়ে --

মুহূর্তং বা মুহূর্তার্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে।
স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ?।।১৪১।।

অনুবাদ। যথা নারদপুরাণে---যিনি মুহূর্তকাল বা অর্ধমুহূর্তকাল হরিমন্দিরে থাকেন, তিনি হরির পরমধাম লাভ করেন, আর যাঁহারা সেবায় নিযুক্ত, তাঁহাদের আর বক্তব্য কি?।।১৪১।।

চতুর্থে চ (৪।২১।৩১) --

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ।।১৪২।।

অনুবাদ। চতুর্থস্কন্ধে, যথা---পৃথুরাজ তাঁহার প্রজাগণকে বলিলেন, যাঁহার শ্রীচরণকমলসেবাভিলাষ তাঁহার শ্রীচরণকমল হইতে নির্গতা সুরধুনীর ন্যায় অহরহ বৃদ্ধি হইয়া সংসারতাপতপ্ত জীবকুলের বহুজন্মসঞ্চিত বুদ্ধিমল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে, তাঁহাকেই ভজন কর।।১৪২।।

অঙ্গানি বিবিধান্যেব স্যুঃ পূজাপরিচর্যয়োঃ।
ন তানি লিখিতান্যত্র গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ।।১৪৩।।

অনুবাদ। পূজা ও পরিচর্যার অঙ্গ বহু প্রকার। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সেই সমস্ত এখানে লিখিত হইল না।।১৪৩।।

অথ গীতম্

যথা লৈঙ্গে --

ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽনিশং পরম্।
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকং ভবেৎ।।১৪৪।।

অনুবাদ। অতঃপর গীত, যথা লিঙ্গপুরাণে -- ব্রাহ্মণও সতত পরমপুরুষ বাসুদেবের অগ্রে তদ্‌গুণগান করিয়া তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন। উক্ত গুণগান শ্রীরুদ্রকৃত গান অপেক্ষা শ্রীহরির অধিক প্রিয়।।১৪৪।।

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষরূপে গীতাদি বিলাস নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণও যদি অনন্যভাবে ভগবৎ সম্মুখে ভগবন্মহিমা গান করেন, তাহা হইলে ভগবান্ সেই গানকে রুদ্রগীত অপেক্ষা সমাদর করিয়া থাকেন।।১৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রাহ্মণ ইতি--গানসামান্যস্য ব্রহ্মণে নিষিদ্ধত্বাৎ। ব্রাহ্মণোঽপীত্যর্থঃ। রুদ্রকর্তৃকগানাদপি ভগবদগ্রে তস্য গানমধিকং ভবেদিত্যর্থঃ।।১৪৪।।

অথ সঙ্কীর্তনম্

নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।।১৪৫।।

অনুবাদ। অতঃপর সঙ্কীর্তন---শ্রীভগবানের নাম, লীলা, গুণাদির উচ্চ কথনকে 'কীর্তন' বলে। (বহুলোকের ঐরূপ কীর্তনকে সঙ্কীর্তন বলে)।।১৪৫।।

তত্র নামকীর্তনম্

যথা বিষ্ণুধর্মে --

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে।

ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ।।১৪৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নামকীর্তন, যথা বিষ্ণুধর্মে---হে রাজেন্দ্র! 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম যাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হয়।।১৪৬।।

শব্দার্থঃ। 'কৃষ্ণ'-নাম অর্থে শ্রীকৃষ্ণের অন্য নামও জানিতে হইবে।।১৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণেতি প্রাধান্যেনোক্তম্। নামান্তর-কীর্তনমপি জ্ঞেয়ম্। এবমন্যত্রাপি। তিতর্মি তরিষ্যামীত্যর্থঃ।।১৪৬।।

লীলাকীর্তনম্

যথা সপ্তমস্কন্ধে (৭।৯।১৮) --

সোহহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নৃসিংহ! বিরিঞ্চগীতাঃ।

অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ।।১৪৭।।

অনুবাদ। লীলাকীর্তন, যথা সপ্তমস্কন্ধে---হে নৃসিংহ! আমি তোমার শরণাগত ভক্ত ও দাস এবং তুমিও আমার প্রিয় সুহৃৎ ও প্রভু। তোমার একান্ত ভক্তগণের সঙ্গে ব্রহ্মাকর্তৃক গীত অর্থাৎ ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রচলিত তোমার লীলাকথা কীর্তন করিয়া প্রাকৃত গুণ ও তজ্জাত সংসার রাগাদি হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া সকল দুঃখ অনায়াসে অতিক্রম করিব।।১৪৭।।

গুণকীর্তনম্

যথা প্রথমস্কন্ধে (১।৫।২২) --

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।।১৪৮।।

অনুবাদ। গুণকীর্তন, যথা প্রথমস্কন্ধে---শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনই পুরুষের তপস্যা, বেদপাঠ, সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সুষ্ঠুরূপে উচ্চারিত বেদমন্ত্র, জ্ঞান ও দানের নিত্যফল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।।১৪৮।।

শব্দার্থঃ। শ্রুত--বেদপাঠ্য, স্বিষ্ট--সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সূক্ত--সুষ্ঠুরূপে উচ্চারিত বেদমন্ত্র।।১৪৮।।

জপঃ

মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।।১৪৯।।

অনুবাদ। জপ---মন্ত্রের অতি লঘু উচ্চারণকে 'জপ' বলে।।১৪৯।।

যথা পাদ্মে --

কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ।

ভক্তানাং জপতাং ভূপ! স্বর্গমোক্ষফলপ্রঃ।।১৫০।।

অনুবাদ। যথা পদ্মপুরাণে---'কৃষ্ণায় নমঃ' এই মন্ত্র সমস্ত অর্থের সাধক। হে ভূপ! যে সমস্ত হরিভক্ত ইহা জপ করেন, তাঁহারা স্বর্গফল ও মোক্ষফল প্রাপ্ত হন।।১৫০।।

বিজ্ঞপ্তিঃ

যথা স্কান্দে --

হরিমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিৎ কৃতং বিজ্ঞাপনং গিরা।

মোক্ষদ্বারার্গলান্মোক্ষস্তেনৈব বিহিতস্তব।। ইতি।।১৫১।।

অনুবাদ। বিজ্ঞপ্তি, যথা স্কন্দপুরাণে--তুমি হরির উদ্দেশ্যে বাক্যদ্বারা যাহা কিছু বিজ্ঞাপন করিয়াছ, তদ্দ্বারাই তোমার মোক্ষদ্বারের অর্গল (প্রতিবন্ধক) মুক্ত হইয়াছে।।১৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এবং ত্যক্ত্বা স্বধর্মমিত্যাদিনা ধর্মান্ পরিত্যজ্য ভক্ত্যৈব কৃতার্থীভবতীত্যুক্তম্। ইদানীং কস্যচিদ্ ভক্তস্য কেষুচিৎ ধর্মেষু যদি স্পৃহা স্যাত্তদা তে ধর্মা অপি ভক্ত্যৈব ভবন্তীত্যাহ--- ইদং হীতি। পুংসস্তপ আদীনামবিচ্যুতোঽব্যভিচারী অর্থো হেতুঃ। ইদমুত্তমঃ শ্লোকগুণানুকীর্তনমেব নিরূপিতম্। 'অর্থো বিষয়ার্থ নয়োর্ধন-কারণ-বস্তুষু। অভিধেয়ে চ শব্দানাং নিবৃত্তৌ চ প্রয়োজনে' ইতি মেদিনী। যৎ কর্মভির্যত্তপসেত্যাদি ভগবদ্বাক্যাদ্ভক্ত্যা তপ আদিফলানামপি সিদ্ধির্ভবতি, কিং পুনস্তেষাম্। 'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।' ইত্যাদি বাক্যতঃ সর্বেষামপি ধর্মাণাং কিং পুনস্তপ আদি ধর্মাণামিতি। যদ্বা তপস ইতি তপঃশ্রুতাদিবিধায়কশ্রুতিবাক্যানাং ভগবদ্ভক্তিবিধান এব তাৎপর্যাৎ। হরিকীর্তনমেবাবিচ্যুতোঽর্থো ধর্মো যস্যাম্। মদাত্মক ইতি ভগবদুক্তেঃ সর্বশাস্ত্রবাক্যানাং ভগবত্যেব তাৎপর্যমিতি মধুসূদন-সরস্বতী-ব্যাখ্যানাচ্চ। অতএব ভক্তৌ কর্মণঃ সাপেক্ষত্বাভাবান্ন শুদ্ধভক্তিলক্ষণস্য গুণকীর্তনেঽব্যাপ্তিঃ। অন্যথা ভক্তিং প্রতি কর্মণঃ কারণত্ব পরব্যাখ্যায়াস্তু কর্ম-সাপেক্ষকত্বেন স্পষ্টৈবাব্যাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। বুদ্ধত্তয়োঃ বুদ্ধিদানয়োঃ। তেনৈব বিজ্ঞাপনেনৈব তব মোক্ষদ্বারস্যর্গলায়া মোক্ষো বিহিতঃ।।১৪৮-১৫১।।

সংপ্রার্থনাময়ী দৈন্যবোধিকা লালসাময়ী।

ইত্যাদির্বিবিধা ধীরৈঃ কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিরীরিতা।।১৫২।।

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ কৃষ্ণ-সন্নিধানে বিজ্ঞপ্তিকে সংপ্রার্থনাত্মিকা, দৈন্যবোধিকা, লালসাময়ী ইত্যাদি নানাবিধ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।।১৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সংপ্রার্থনা অনুৎপন্নভাবস্য, লালসা উৎপন্নভাবস্য ইতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।১৫২।।

যথা পাদ্মে --

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।

মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি।।১৫৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সংপ্রার্থনাত্মিকা বিজ্ঞপ্তি, যথা পদ্মপুরাণে—(হে ভগবন্!) যেমন যুবতীগণের মন যুবকে এবং যুবকগণের মন যুবতীতে আসক্ত হয়, আমার মন তদ্রূপ তোমাতে সম্যগ্‌ভাবে অনুরক্ত হউক।।১৫৩।।

দৈন্যবোধিকা

যথা তত্রৈব —

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম!।।১৫৪।।

অনুবাদ। দৈন্যবোধিকা, যথা উক্ত গ্রন্থেই—হে পুরুষোত্তম! মৎসদৃশ পাপাত্মা ও অপরাধী কেহ নাই। অধিক কি আর বলিব, পাপক্ষালন জন্য তোমার সন্মুখে নিবেদন করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।।১৫৪।।

লালসাময়ী

যথা নারদপঞ্চরাত্রে —

কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে।
চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্বিতি বক্ষ্যসি।।১৫৫।।

অনুবাদ। লালসাময়ী, যথা নারদপঞ্চরাত্রে—হে জগৎপতে! আমার এইরূপ দিন কবে হইবে, যেদিন লক্ষ্মীদেবীসহ তুমি আমাকে চামর হস্তে তোমাদিগকে বীজন করিতে ব্যস্ত দেখিয়া গম্ভীরবাক্যে 'এই প্রকার কর'—ইহা বলিবে।।১৫৫।।

যথা বা —

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্।।১৫৬।।

অনুবাদ। যথা বা—হে কমললোচন! কবে আমি যমুনা-তীরে তোমার নামসমূহ কীর্তন করিতে করিতে উদ্‌গতাশ্রু হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিব।।১৫৬।।

স্তবপাঠঃ

প্রোক্তা মনীষিভির্গীতাস্তবরাজাদয়ঃ স্তবাঃ।।১৫৭।।

অনুবাদ। স্তবপাঠ—মনীষিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত স্তবরাজকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব বলেন।।১৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মনীষিভিঃ ভগবদ্‌গীতাস্তব রাজাদয়ঃ স্তবাঃ প্রোক্তাঃ। গীতায়াঃ স্তবত্বং ভগবন্মহিমাত্মকত্বাৎ, স্তবরাজো গৌতমোক্তঃ স্তবরাজঃ।।১৫৭।।

যথা স্কান্দে —

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্।।১৫৮।।

অনুবাদ। যথা স্কন্দপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপ রত্নরাজি দ্বারা যাঁহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কৃতা অর্থাৎ যাঁহারা সততই উক্ত স্তবসমূহ পাঠ করেন, তাঁহারা মুনি ও সিদ্ধগণের নমস্য এবং দেববৃন্দ তাঁহাদিগকে বন্দনা করেন।।১৫৮।।

নারসিংহে চ –

স্তোত্রৈঃ স্তবৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনম্।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।।১৫৯।।

অনুবাদ। নরসিংহপুরাণেও, যথা—যিনি মধুসূদনের শ্রীবিগ্রহের অগ্রে স্তোত্র ও স্তবদ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন, তিনি সকল পাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।।১৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দেবাগ্রে শ্রীমদর্চায়াঃ স্তোত্রস্তবয়োরভেদেঽপ্যবান্তর-ভেদঃ পূর্ব-সিদ্ধত্ব-স্বকৃতত্বাভ্যাং জ্ঞেয়ঃ।।১৫৯।।

নৈবেদ্যাস্বাদঃ

যথা পাদ্মে –

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্।।১৬০।।

অনুবাদ। নৈবেদ্যাস্বাদ, যথা পদ্মপুরাণে—যিনি মুরারির পুরোভাগ পরিত্যাগ করিয়া তুলসীদলযুক্ত বিশেষতঃ চরণামৃতসিক্ত নৈবেদ্যান্ন নিত্য ভোজন করেন, তিনি দশ সহস্র কোটি যজ্ঞসাধ্য পুণ্য প্রাপ্ত হন।।১৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুরারেঃ পুরতঃ ইতি পূর্বস্তু ভগ বদগ্রে তাম্বুলচর্বণমেব নিষিদ্ধং, ন তু ভোজন-সামান্যমিতি জ্ঞেয়ম্।।১৬০।।

পাদ্যাস্বাদঃ

যথা তত্রৈব –

ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চনম্।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রযান্তি পরমাং গতিম্।।১৬১।।

অনুবাদ। পাদ্যাস্বাদ, যথা উক্ত গ্রন্থেই—যাঁহারা দান, যজ্ঞ, বেদপাঠ ও দেবপূজারূপ কোন শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারাও ভগবচ্চরণোদক আস্বাদন করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন।।১৬১।।

অথ ধূপসৌরভ্যম্

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে —

আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্বতঃ।

তদ্ভববব্যালদষ্টানাং নস্যং কর্ম বিষাপহম্।।১৬২।।

অনুবাদ। অতঃপর ধূপসৌরভ্য, যথা হরিভক্তি সুধোদয়ে—শ্রীবিষ্ণুকে প্রদত্ত ধূপের অবশেষ বিশেষভাবে আঘ্রাণ সংসাররূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের বিষহারক নস্যস্বরূপ হয়।।১৬২।।

মাল্যসৌরভ্যম্

যথা তন্ত্রে —

প্রবিষ্টে নাসিকারন্ধ্রে হরেনির্মাল্যসৌরভে।

সদ্যো বিলয়মায়াতি পাপপঞ্জরবন্ধনম্।।১৬৩।।

অনুবাদ। মাল্যসৌরভ্য, যথা তন্ত্রে—শ্রীহরিকে নিবেদিত নির্মাল্যের সৌরভ নাসিকায় প্রবেশ করিলে পাপরূপ পিঞ্জরবন্ধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।।১৬৩।।

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ —

আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদেরর্চিতস্য তপোধন।

বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যেহাভিধীয়তে।।১৬৪।।

অনুবাদ। অগস্ত্যসংহিতায়ও, যথা—হে তপোধন! কথিত হয় যে, গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা অর্চিত ভগবান্ অনন্তদেবের সেই গন্ধপুষ্পাদির আঘ্রাণ ইহলোকে নাসিকার বিশুদ্ধির কারণ হয়।।১৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদাঘ্রাণং সংসার-ব্যালদষ্ট জনানাং বিষাপহং বিষনাশকং নস্য-কর্মস্বরূপং ভবতি। ঘ্রাণেন মহৌষধীনাং গন্ধগ্রহণং নস্যং কর্ম। পঞ্জরীতি প্রসিদ্ধেন পাপ-পঞ্জরেণ বন্ধনম্। অর্চিতস্য অনন্তস্য ভগবতঃ সম্বন্ধী যো গন্ধপুষ্পাদিস্তস্য ঘ্রাণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য ইহ জগতি বিশুদ্ধিস্তদ্ধেতুঃ স্যাদিত্যভিধীয়তে।।১৬২-১৬৪।।

অথ শ্রীমূর্তেঃ স্পর্শনম্

যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে —

স্পৃষ্ট্বা বিষ্ণোরধিষ্ঠানং পাবিত্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

পাপবন্ধৈর্বিনির্মুক্তঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।।১৬৫।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীমূর্তির স্পর্শন, যথা বিষ্ণু ধর্মোত্তরে—যিনি (শ্রীমূর্তি-স্পর্শাধিকারী) শ্রদ্ধা-সহকারে ও পবিত্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূর্তি স্পর্শ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন এবং তাঁহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়।।১৬৫।।

অথ শ্রীমূর্তের্দর্শনম্

যথা বারাহে --

বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি, যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্।।১৬৬।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীমূর্তির দর্শন, যথা বরাহ পুরাণে—হে বসুন্ধরে! যাঁহারা বৃন্দাবনে গোবিন্দদর্শন করেন, তাঁহারা যমালয়ে যান না। পরন্তু সুকৃতিশালিগণের গতি প্রাপ্ত হন।।১৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুণ্যকৃতাং গতিমিত্যাদৌ সর্বত্র ফলশ্রবণং বহির্মুখ-প্রবৃত্ত্যর্থমেব। নিষ্কামানান্ত রতিরেব মুখ্যফলমিতি প্রন্থকৃদেব পশ্চাদ্ব্যাখ্যাস্যতে।।১৬৬।।

অথ আরাত্রিকদর্শনম্

যথা স্কান্দে --

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং সুখম্।।১৬৭।।

অনুবাদ। অতঃপর আরাত্রিকদর্শন, যথা স্কন্দপুরাণে—আরাত্রিকের সময়ে শ্রীবিষ্ণুর বদনকমল দর্শন করিলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা ও অগম্যাগমনজনিত মহাপাতক দগ্ধ হয়।।১৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কোটয়ঃ কোটিঃ, মুখং কর্তৃ।।১৬৭।।

উৎসবদর্শনম্

যথা ভবিষ্যোত্তরে --

রথস্থং যে নিরীক্ষন্তে কৌতুকেনাপি কেশবম্।
দেবতানাং গণাঃ সর্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ।।১৬৮।।

অনুবাদ। উৎসবদর্শন, যথা ভবিষ্যোত্তরে -- যাঁহারা কৌতুহলবশেও (উৎসব দর্শন করিতে গিয়াও) রথস্থ কেশবকে দর্শন করেন, তাঁহারা শ্বপচাদি নীচকুলোদ্ভব হইলেও বিষ্ণুপার্ষদগণের মধ্যে গণিত হন।।১৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রথস্থমিত্যুৎসবান্তরোপলক্ষণং, সর্বে শ্বপচাদয়োঽপি, দেবতানাং পার্ষদানাম্।।১৬৮।।

আদিশব্দেন পূজাদর্শনম্

যথা চাগ্নেয়ে --

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদমানস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ।।১৬৯।।

অনুবাদ। আদি-শব্দদ্বারা পূজাদর্শন জানিতে হইবে, যথা অগ্নিপুরাণে — যিনি পূজার পরে বা পূজার সময় শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, শ্রদ্ধা-সহকারে আনন্দবোধ করেন, তিনিও পঞ্চরাত্রাদিতে বর্ণিত ক্রিয়াযোগের ফল প্রাপ্ত হন।।১৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূজ্যমানং পূজাসমানকালীনং হরিম্। যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ পরিচর্যা-রূপযোগঃ।।১৬৯।।

অথ শ্রবণম্

শ্রবণং নামচরিতগুণাদীনাং শ্রুতির্ভবেৎ।।১৭০।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রবণ---শ্রীহরির নাম, চরিত ও গুণাদির শ্রবণকে শ্রবণ বলিতে হয়।।১৭০।।

তত্র নামশ্রবণম্

যথা গারুড়ে —

সংসারসর্পসংদষ্ট-নষ্টচেষ্টৈকভেষজম্।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ।।১৭১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নামশ্রবণ, যথা গরুড়পুরাণে---সংসাররূপ সর্পের দংশনে চেতনাশূন্য ব্যক্তির মুখ্য ঔষধ 'কৃষ্ণ' এই বৈষ্ণবমন্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য মুক্ত হয়।।১৭১।।

চরিত্র-শ্রবণম্

যথা চতুর্থে (৪।২৯।৪১) --

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্-ভয়শোকমোহাঃ।।১৭২।।

অনুবাদ। চরিত্রশ্রবণ, যথা চতুর্থস্কন্ধে---হে নৃপ! মহাপুরুষগণের সভায় তাঁহাদিগের বদন হইতে শব্দায়মান হইয়া শ্রীভগবানের চরিত্ররূপ অমৃতসারের নদী চারিদিকে প্রবাহিত হয়। যাঁহারা সেইস্থানে থাকিয়া সেই অমৃত অবিতৃপ্তরূপে দৃঢ়তার সহিত কর্ণরন্ধ্রে পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করে না।

ভাবার্থ। যাঁহারা মহাপুরুষগণের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীহরির চরিত্র অবিতৃপ্তরূপে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেন, তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাদিদ্বারা ক্লিষ্ট হন না।।১৭২।।

গুণশ্রবণম্

যথা দ্বাদশে (১২।৩।১৫) --

যস্ত্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তেঽভীক্ষমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।।১৭৩।।

অনুবাদ। গুণশ্রবণ, যথা দ্বাদশস্কন্ধে—শ্রীভগবানের ও ভাগবতগণের গুণসমূহ অমঙ্গলনাশক। সাধুগণ নিত্য উহা কীর্তন করেন। যিনি কৃষ্ণে অমলা ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি সতত উহা শ্রবণ করিবেন।।১৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্মিন্মহতাং সদসি মহান্ত এব মুখরিতা মুখরীকৃতা অর্থাদ্বাচালীকৃতা যাভিস্তথাভুতাঃ কৃষ্ণস্য চরিত্ররূপ-পীযুষসার-সরিতো নদ্যঃ পরিতঃ স্রবন্তি। তা নদীর্যেঽবিতৃষো জনা গাঢ়কর্ণৈরাসক্তকর্ণৈস্তানেতে ন স্পৃশন্তি, তৃট্ তৃষ্ণা। যো গুণানুবাদঃ সঙ্গীয়তে তমেব।।১৭২-১৭৩।।

অথ তৎকৃপেক্ষণম্

যথা শ্রীদশমে (১০।১৪।৮) --

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।১৭৪।।

অনুবাদ। অতঃপর ভগবৎকৃপেক্ষণ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে -- হে ভগবান্! যিনি আপনি কবে দয়া করিবেন, এইরূপ প্রতীক্ষা এবং স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে আপনাকে প্রণাম করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদ আপনাকে পাইতে অধিকারী হন।।১৭৪।।

অথ স্মৃতিঃ

যথা -- কথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে।।১৭৫।।

অনুবাদ। অতঃপর স্মৃতি--যে কোনরূপে মনের সহিত সম্বন্ধকে স্মৃতি বলে।।১৭৫।।

যথা বিষ্ণুপুরাণে --

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্।।১৭৬।।

অনুবাদ। যথা বিষ্ণুপুরাণে -- যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীব সমস্ত কল্যাণের পাত্র হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্যতত্ত্ব শ্রীহরির শরণ লইলাম।।১৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবমন্যৎ সর্বং সাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্বংস্ত্বাং লভতে ইতি প্রকরণার্থাবগতেস্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ-তত্ত ইতি। যস্ম দেবং তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং ধর্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পত' ইত্যত্র (১।২।৯) প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যননু সংহিতং ফলং সুখং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জান এবানু কম্পাং সুষ্ঠু সম্যগীক্ষমাণঃ। সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেতি জানন্। পিতা যথা পুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি, আশ্লিষ্য চুম্বতি, পাণিতলেন প্রহরতি চ। ইত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎ প্রভুরেব জানাতি, নত্বহম্। ময়ি তদ্ভক্তে নাস্তি কালকর্মাদীনাং কেষামপ্যধিকারঃ ইতি স এব কৃপয়া সুখদুঃখে ভোজয়তি চ--ইতি বিমৃশ্য (ভা ৪।২৩।২১) 'যথা চরেদ্ বালহিতং পিতা স্বয়ম্। তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতমিতি'

পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবন্তং হৃদাদিভির্নমস্কুর্বন্ নাতীব ক্লিশ্যন্ যো জীবেত' স মুক্তিশ্চ পদং চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মিন্ সংসারান্মুক্তৌ ত্বচ্চরণ-সেবায়াঞ্চেত্যানুষঙ্গিক-মুখ্যফলয়োর্দায়ভাগ্ ভবতি। যথা সুপুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং, তথা ভক্তস্য জীবনং, তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব। দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুতৃপো যদি তে নুবিধা" (১০।৮৭।১৭) ইত্যাদ্যুক্তেরিতি ভাবঃ। যত্র হরৌ সতি পুরুষঃ সকলকল্যাণভাজনং ভবতি, তং হরিং শরণং ব্রজামি।।১৭৪-১৭৬।।

যথা বা পাদ্মে --

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাম্।।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে।।১৭৭।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণেও, যথা---মৃত্যুকালে বা জীবদ্দশায় যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের পাপসমূহ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়, সেই চিন্ময় শ্রীহরিকে নমস্কার করি।।১৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রয়াণে মরণদশায়াম্। অপ্রয়াণে জীবনদশায়াম্। 'প্রয়াণকালে মনসাচলেন' ইতি গীতাতঃ।।১৭৭।।

ধ্যানং যথা

ধ্যানং রূপগুণক্রীড়াসেবাদেঃ সুষ্ঠু-চিন্তনম্।।১৭৮।।

অনুবাদ। ধ্যান, যথা—রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির সুষ্ঠুচিন্তাকে ধ্যান বলে।।১৭৮।।

তত্র রূপধ্যানম্

যথা নারসিংহে --

ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতম্।
পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরম্।।১৭৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রূপধ্যান, যথা নরসিংপুরাণে---শ্রীভগবানের পদযুগল ধ্যান করিলে শীতোষ্ণাদিজাত সুখদুঃখপরম্পরা দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে হয় না---ইহাই বুধগণ বলিয়া থাকেন। সেই পদযুগলের প্রসঙ্গক্রমে পরমমঙ্গল লাভ করা যায়।।১৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নির্দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদিময়দুঃখ পরম্পরাতীতম্। ঈরিতঃ শাস্ত্রে বিহিতম্। পাপিনোপি জনস্য প্রসঙ্গেনাপি জাতং তদ্ধ্যানং পরমুৎকৃষ্টং হিতং বিহিতং তত্রৈব শাস্ত্র ইত্যর্থঃ।।১৭৯।।

গুণধ্যানম্

যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে --

যে কুর্বন্তি সদা ভক্ত্যা গুণানুস্মরণং হরেঃ।
প্রক্ষীণকলুষৌঘাস্তে প্রবিশন্তি হরেঃ পদম্।।১৮০।।

অনুবাদ। গুণধ্যান, যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে---যাঁহারা ভক্তির সহিত শ্রীহরির গুণাবলী সতত অনুস্মরণ করেন, তাঁহাদিগের কলুষসকল ক্ষয় হয় এবং তাঁহারা হরিধামে প্রবেশ করেন।।১৮০।।

ক্রীড়াধ্যানম্

যথা পাদ্মে --

সর্বমাধুর্যসারাণি সর্বাদ্ভুতময়ানি চ।
ধ্যায়ন্ হরেশ্চরিত্রাণি ললিতানি বিমুচ্যতে।।১৮১।।

অনুবাদ। ক্রীড়াধ্যান, যথা পদ্মপুরাণে---যাঁহারা সমস্ত মাধুর্যের সারস্বরূপ, সর্বাশ্চর্যপূর্ণ ও মনোরম শ্রীহরির লীলারাজি ধ্যান করেন, তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন।।১৮১।।

সেবাধ্যানম্

যথা পুরাণান্তরে --

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য হরিং মুদা।
পরে বাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে।।১৮২।।

অনুবাদ। সেবাধ্যান, যথা---পুরাণান্তরে--মনঃকল্পিত দ্রব্যাদিদ্বারা আনন্দ সহকারে শ্রীহরির সেবা করিয়া কেহ কেহ বাক্য ও মনের অগোচর সেই শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণবর্ণিত আখ্যায়িকা

টীকানুবাদ---প্রতিষ্ঠানপুরে এক ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি দরিদ্র হইয়াও নিজেকে কর্মফলাধীন মনে করিয়া শান্তচিত্তে কালাতিপাত করিতেন। সেই সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কোন সময় প্রবীণ বিপ্রবৃন্দের সভায় বৈষ্ণবধর্ম শ্রবণ করেন। সেই ধর্ম মনের দ্বারাও সাধন করা যায় জানিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনে সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন গোদাবরী নদীতে স্নানান্তে নিত্যকর্ম সমাধান করিয়া শান্তচিত্তে নির্জনস্থানে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামাদিদ্বারা স্থিরীকৃত মনোমধ্যে ভগবান্ শ্রীহরির মূর্তি স্থাপনপূর্বক বসনাদি পরিধান করাইয়া প্রণামপূর্বক দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন করিয়া শ্রীমন্দির পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে প্রণামপূর্বক রজত সুবর্ণ-নির্মিত কলসীতে গঙ্গাদি সমস্ততীর্থ হইতে জল আনয়ন করিয়া আহৃত নানাবিধ পুজোপকরণদ্বারা মহারাজোপচারে তাঁহার স্নান পূজা আরতি অবধি সমস্ত কার্য সমাধান করিয়া অতিশয় সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহুকাল গত হইলে একদা মনে মনে সঘৃত পরমান্ন রন্ধন করিয়া স্বর্ণপাত্রে শ্রীভগবানের ভোজনের জন্য স্থাপিত রাখিয়া পরমান্নের উষ্ণতা উপলব্ধি হওয়ায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া 'হায়! এই পরমান্ন নষ্ট হইয়া গেল' বলিতে বলিতে সমাধিভঙ্গ হইলেও তাঁহার অঙ্গুলিদ্বয় দগ্ধ হওয়ায় বাহিরেও পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বৈকুণ্ঠে সমাসীন

বৈকুণ্ঠেশ্বর তাহা জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিগণকর্তৃক শ্রীভগবান হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিমানযোগে ঐ ব্রাহ্মণকে নিজসমীপে আনয়ন করিলেন এবং লক্ষ্মীগণকে ব্রাহ্মণের অঙ্গুলিদ্বয়ের সেইরূপ দগ্ধাবস্থা দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে নিজ নিকটে বাস করাইলেন।।১৮২।।

অথ দাস্যম্

দাস্যং কর্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্যমপি সর্বথা।।১৮৩।।

অনুবাদ। অতঃপর দাস্য—কর্মার্পণকে কেহ কেহ দাস্য বলিয়া জানেন, কিন্তু 'আমি সর্বতঃ প্রকারে তাঁহার সেবক' এই অভিমানই প্রকৃতভাবে দাস্য।।১৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরে ভক্তাঃ। মানসেনেত্যত্র ব্রহ্মবৈবর্তকথা চ যথা—'প্রতিষ্ঠানপুরে কশ্চিদ্ বিপ্র আসীৎ। স চ দরিদ্রোঽপি কর্মাধীনমাত্মানং মন্যমানঃ শান্ত এবাসীৎ। স তু সরলবুদ্ধিঃ কদাচিৎ বিপ্রেন্দ্রাণাং সদসি বৈষ্ণবান্ ধর্মান শুশ্রাব। তে চ ধর্মা মনসাপি সিধ্যন্তীতি শ্রুত্বা দরিদ্রঃ স্বয়ং তথৈবাচরিতুমারব্ধবান্। ততশ্চ গোদাবরীস্নানপূর্বকং নিত্যকর্ম সমাপ্য শান্তমতির্ভূত্বা বিবিক্তাসনঃ প্রাণায়ামাদি-পূর্বকং স্থিরীভূয় মনসৈবাভিমতং হরিমূর্তিং স্থাপয়িত্বা স্বয়ং দুকূলাদিকং পরিধাপ্য তাং প্রণম্য দৃঢ়পরিকরং বদ্ধা তৎসদনং সম্মার্জ্য প্রণম্য রজত-সৌবর্ণঘটৈঃ সর্বেষাং গঙ্গাদিতীর্থানাং জলমাহৃত্য তথা নানাপরিচর্যা দ্রব্যানুপানীয় তদীয় স্নপনাদিকমারাত্রিকান্তং মহারাজোপচারং সমাপ্য দৈনন্দিনং সুখাতিশয়মাপ্নুবন্নাসীৎ। তদেবং বহুষু কালেষু গতেষু কদাচিন্মনসৈব ঘৃতসহিতং পরমান্নং নির্মায় সৌবর্ণ-পাত্রেণ ভোজনার্থমুত্থাপ্য স্থিতঃ। তপ্ততয়া স্ফুরিতে তস্মিন প্রবিষ্টমঙ্গুষ্ঠযুগলং দগ্ধং প্রতীয়ন্ 'হন্ত তদিদং দুষ্টং জাতমিতি' দুঃখেন তদ্ধিত্বা সমাধিভঙ্গেঽপি জাতে দগ্ধাঙ্গুষ্ঠতয়া বহিরপি পীড়িতো বভূব। তদবধার্য বৈকুণ্ঠে সমুপবিষ্টেন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেন হসতা শ্রীপ্রভৃতিভিস্তং কারণং পৃষ্টেন লসতা বিমানেন স্বনিকটমানয়ামাস। তথাবিধতয়া দর্শয়ামাস স্বনিকটে যোগ্যতয়া স্থাপয়ামাসেতি চ। কর্মার্পণমিত্যনূদ্য দাস্যমিতি বিধীয়তে তদেতচ্চান্যমতং, স্বমতস্তু কৈঙ্কর্যমিতি কিঙ্করোঽস্মীতি অভিমানঃ। যথোক্তমিতিহাস-সমুচ্চয়ে—'জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ স উদ্ধরেদিতি।' এতস্য চ কার্যভূতং পরিচর্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। কেবলপরিচর্যারূপত্বে ভেদো ন স্যাৎ।।১৮২-১৮৩।।

তত্রাদ্যম্

যথা স্কান্দে —

তস্মিন্ সমর্পিতং কর্ম স্বাভাবিকমপীশ্বরে।
ভবেদ্ভাগবতো ধর্মস্তৎকর্ম কিমুতর্পিতম্।। ইতি।।১৮৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথম — কর্মার্পণ, যথা স্কন্দপুরাণে — বর্ণাশ্রমোদ্দিষ্ট কর্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম। তাহা যদি ঈশ্বরে সমর্পণ করা হয়, অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির জন্য করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ভাগবতধর্ম বলা হয়। যদি ভগবানের কার্য তাঁহার প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে যে তাহাকে ভাগবতধর্ম বলা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।।১৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র কর্মর্পণমুদাহরতি—তত্রেতি। তস্মিন্ ভগবতি স্বাভাবিকমপি কর্মার্পিতং সদ্ ভাগবতো ধর্মো ভবেৎ। তস্য ভগবতঃ কর্মশ্রবণকীর্তনাদি কমার্পিতং সৎ কিমুত।।১৮৪।।

কর্ম স্বাভাবিকং ভদ্রং জপধ্যানার্চনাদি চ।
ইতীদং দ্বিবিধং কৃষ্ণে বৈষ্ণবৈর্দাস্যমর্পিতম্।।১৮৫।।

অনুবাদ। বর্ণাশ্রমোদ্দিষ্ট শ্রেয়স্কর স্বাভাবিক কর্ম ও জপ-ধ্যানাদি এই দ্বিবিধ কর্ম যদি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে করেন, তাহা হইলে তাহাই দাস্য।।১৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বাভাবিকমেব দ্বিধা বিবৃণোতি স্বাভাবিকং চতুবর্ণাশ্রমাদ্যুপাধি-প্রাপ্তম্, তচ্চ ভদ্রমেব; নত্বন্যৎ মৃত্তিকাশৌচাদি। তথা জপেতি। ইতীদং দ্বিবিধং কর্ম বৈষ্ণবৈঃ কৃষ্ণেঽর্পিতঞ্চেৎ দাস্যমুচ্যতে।।১৮৫।।

মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্প-কর্মাধিকারিতা।
তদর্পিতং হরৌ দাস্যমিতি কৈশ্চিদুদীর্যতে।।১৮৬।।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের কোমল শ্রদ্ধা, তাঁহাদিগের কর্মে অধিকার স্বল্প। সেই কর্ম যদি শ্রীহরিতে অর্পিত হয়, তবে সেই অর্পণকে কেহ কেহ দাস্য বলেন।।১৮৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রোত্তরস্য জপধ্যানার্চনাদেরর্পণাভাবেপি শুদ্ধভক্তিত্বমস্তি। পূর্বস্য বর্ণাশ্রমাচার কর্মণোঽর্পণেঽপি ন শুদ্ধভক্তিত্বমিতি সুতরামেব ন তৎ স্বমতং; জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতত্বেনোক্তত্বাদিত্যাহ— মৃদুশ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধয়া মৃদুত্বং নাম ভগবদ্ভক্ত্যৈব সর্বং ভবিষ্যতি ইতি দৃঢ় বিশ্বাসাভাববিশিষ্টত্বম্।।১৮৬।।

দ্বিতীয়ম্

যথা নারদীয়ে —

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।১৮৭।।

অনুবাদ। দ্বিতীয় — স্বমত, যথা নারদপুরাণে— কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির দাস্যলাভের নিমিত্ত যাঁহার স্পৃহা, তিনি সমস্ত অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত।।১৮৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ স্বমতং মহিম্না দর্শয়তি— ঈহা যস্যেতি। দাস্যে নিমিত্তে ঈহা দাসো ভবামীতি স্পৃহেত্যর্থঃ।।১৮৭।।

অথ সখ্যম্

বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্।।১৮৮।।

অনুবাদ। অতঃপর সখ্য — বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি— এই দ্বিবিধ সখ্য কথিত হয়।।১৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিশ্বাসেতি— পূর্ববদন্যমতং, মিত্রবৃত্তিরিতি স্বমতম্। মিত্রং বন্ধুমাত্রম্। (ভা ১০।১৪।৩২) যন্মিত্রং পরমানন্দমিতিবৎ। তদ্বৃত্তিস্তত্তয়াভি-মানঃ।।১৮৮।।

তত্রাদ্যম্

যথা মহাভারতে —

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ! 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্।।১৮৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আদ্য বিশ্বাস, যথা মহাভারতে—হে গোবিন্দ! তোমার শপথ আছে যে,—'আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না'। ইহা বারবার স্মরণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছি।।১৮৯।।

একাদশে চ (১১।২।৫৩) –

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।। ইতি।।১৯০।।

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধেও, যথা—হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেববৃন্দও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের চরণকমল হইতে নিমিষার্ধও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই বৈষ্ণব প্রধান।।১৯০।।

শব্দার্থ। অকুণ্ঠস্মৃতি—শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অপেক্ষা সার বস্তু নাই—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় দ্বারা অবিচলিত স্মৃতি হওয়ায় যাঁহার ভগবৎপাদপদ্মস্মৃতি কোন কিছুতেই প্রলোভিত করিতে পারা যায় না।।১৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রতিজ্ঞেতি—যদ্যপি সিদ্ধভক্তায়া দ্রৌপদ্যা ইদং বাক্যং প্রেমবিশেষকার্যমেব, ন তু সাধনরূপম্, এবং ত্রিভুবনবিভবেত্যপি উত্তমভক্তলক্ষণত্বেন সিদ্ধতদ্ভক্তস্যানুভাবরূপমেব, ন তু সাধনরূপম্, তথাপি সখ্যাত্মনিবেদনয়োরধিকারী সিদ্ধভক্ত এব, ন তু সাধকমাত্রম্। অতএব বক্ষ্যতে (১।২।১৯৮) দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে। কেষাঞ্চিদেব ধীরানাং লভতে সাধনার্হতামিতি। তস্মাৎ সিদ্ধতুল্যঃ কশ্চিদ্বিরলপ্রচারঃ সাধকবিশেষ এবানয়োরধিকারী, ন তু সর্বে ইতি জ্ঞেয়ম্। ত্রিভুবন-বিভব-হেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরিতি ত্বয়া ভগবৎস্মৃতিঃ ক্ষণং ত্যজ্যতাং, তুভ্যং ত্রিভুবন-বিভবং দাস্যামীতি শ্রবণেপি যোঽকুণ্ঠস্মৃতিরিত্যর্থঃ। অতএব পদারবিন্দান্ন চলতি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। পদারবিন্দাৎ কথম্ভূতাৎ?--অজিতেন্দ্রিয়ৈঃ সুরাদিভিবিমৃগ্যাদেব, ন তু প্রাপ্যাৎ।।১৯০।।

শ্রদ্ধামাত্রস্য তদ্ভক্তাবধিকারিত্বহেতুতা।

অঙ্গত্বমস্য বিশ্বাসবিশেষস্য তু কেশবে।।১৯১।।

অনুবাদ। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক পর্যায়ের এবং শ্রদ্ধামাত্রই সাধনভক্তিতে অধিকার-প্রাপ্তির হেতু। তবুও কৃষ্ণে এই বিশেষ বিশ্বাস শ্রদ্ধার অঙ্গ।।১৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রদ্ধামাত্রস্যেতি—যদ্যপি শ্রদ্ধা বিশ্বাসয়োরেকপর্যায়ত্বমেব, তথাপি তৎপূর্বোত্তরাবস্থয়ো-স্তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগ-প্রাচুর্যমিতি পৃথক্ শব্দ-প্রয়োগঃ।।১৯১।।

দ্বিতীয়ম্

যথা অগস্ত্যসংহিতায়াম্ –

পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।

মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ।। ইতি।।১৯২।।

অনুবাদ। দ্বিতীয়—মিত্রবৃত্তি, যথা অগস্ত্যসংহিতায়—সেবা পরায়ণ কোন কোন ভক্ত

শ্রীহরিকে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন করিয়া শ্রীহরির সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে শয়ন করেন।।১৯২।।

রাগানুগাঙ্গতাস্য স্যাদ্ বিধিমার্গানপেক্ষণাৎ।
মার্গদ্বয়েন চৈতেন সাধ্যা সখ্যরতির্মতা।।১৯৩।।

অনুবাদ। এই উদাহরণে বিধিমার্গের উদাহরণ না থাকায়, এই সখ্যকে রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ বলিতে পারা যায়। সখ্যরতি অর্থাৎ বন্ধুভাবরতি বিধি ও রাগানুগ এই দ্বিবিধ মার্গদ্বারাই সাধ্যা।।১৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্য মিত্রবৃত্তিরূপ-সখ্যস্য। যদ্যপি বিধিমার্গানপেক্ষাত্বেন পূর্বপূর্বোক্ত-সর্বেষামপি রাগানুগাঙ্গত্বমেস্ত্যেব, তথাপি মিত্রবৃত্তিরূপসখস্য বিশিষ্যাত্র কথনন্তু রাগমার্গে প্রাধান্যদ্যোতনায়েতি জ্ঞেয়ম্। এতেন বৈধরাগ মার্গদ্বয়েন সাধনীভূত সখ্যভক্তেঃ সাধ্যা সখ্য-রতির্মতা।।১৯৩।।

অথাত্মনিবেদনম্

যথৈকাদশে (১১।২৯।৩৪) —

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।। ইতি।।১৯৪।।

অনুবাদ। অতঃপর আত্মনিবেদন, যথা একাদশস্কন্ধে—মনুষ্য যে কালে নিত্যনৈমিত্তিক, ঐহিক, পারত্রিক সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মদেহাদি সমস্ত অর্পণ করে, তৎকালে আমি তাহাকে কর্মী, জ্ঞানী আদি হইতে পৃথক্ করিতে ইচ্ছা করায় সে মৃত্যুপরম্পরা অতিক্রম করিয়া মৎসহ সমান ঐশ্বর্য পাইবার যোগ্য হইয়া সার্ষ্টিরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।।১৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মর্ত্য ইত্যস্য সমম্। যতো নিবেদিতাত্মা অতস্ত্যক্তম্ অহিকামুষ্মিকং কর্ম আত্মাত্মীয় পোষণাদিরূপং যেন সঃ। তর্হি মে ময়া বিশিষ্টঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ কর্তুমিষ্টো ভবতি। অমৃতত্বমিতি মৃত্যুপরম্পরামতিক্রামন্নিত্যর্থঃ। ময়া সহ মৎসাম্যেন আত্মভূয়ায় কল্পতে স্বরূপাবস্থিতিং প্রাপ্ণোতি মৎসার্ষ্টিলক্ষণামুক্তিং প্রাপ্ণোতীত্যর্থঃ।।১৯৪।।

অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপাদ্যতে।
দেহ্যহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্।।১৯৫।।

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ আত্ম-শব্দের দ্বিবিধ অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। কতিপয় পণ্ডিতব্যক্তি অহং-শব্দবাচ্য দেহীকে এবং অপর কতিপয় পণ্ডিতব্যক্তি মম শব্দবাচ্য দেহকে 'আত্মা' বলেন।।১৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অহন্তাস্পদং দেহী জীবঃ।।১৯৫।।

তত্র দেহী

যথা যামুনাচার্যস্তোত্রে --

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিত।।১৯৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে দেহী, যথা যামুনাচার্যস্তোত্রে -- (হে ভগবন্) এই দেহাদিতে স্বরূপে বা গুণদ্বারা দেবনর যে কেহ হই না কেন, সেই আমাকে অদ্য আমি আপনার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিলাম।।১৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বপুরাদিষু মনুষ্যাদিষু গুণতো যোঽপি কোঽপি বা পশুঃ পক্ষী বা তত্রাপি যথাতথা বিধোঽঙ্গাদিহীনো বা অসানি ভবানি, তদীয়মিতি স চাসৌ অয়ঞ্চেতি বিগ্রহাৎ সোঽহম্ অহন্তাস্পদং ময়া সমর্পিতঃ।।১৯৬।।

দেহঃ

যথা ভক্তিবিবেকে --

চিন্তাং কুর্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ।।১৯৭।।

অনুবাদ। দেহ, যথা ভক্তিবিবেকে---বিক্রীত পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেরূপ উক্ত পশুর পূর্বাধিকারী ভাবনা করে না, সেইরূপ শ্রীহরিতে দেহ সমর্পণ করিয়া দেহের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিরত হইবে।।১৯৭।।

দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে সাধনার্হতাম্।১৯৮।।

অনুবাদ। সখ্য ও আত্মনিবেদন---এই দ্বিবিধ অঙ্গই দুষ্করত্বহেতু বিরল, তাহা হইলেও কোন কোন ধীর ব্যক্তির পক্ষে এই দুইটী সাধনের যোগ্য হয়।।১৯৮।।

ভাবার্থ। আত্মনিবেদন কেবলমাত্র দুষ্কর হওয়ায় বিরল, কারণ উহা ভাবশূন্য। উত্তমভাববিশিষ্ট হওয়ায় সখ্য-দুষ্করত্ব ও মহিমাধিক্যহেতু বিরল।।১৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দুষ্করত্বেনেত্যত্রাত্মনিবেদনস্য কেবলদুষ্করত্বেনৈব বৈরল্যং, ন তু মহিমাধিক্যেন ভাবশূন্যত্বাৎ; সখ্যস্য দুষ্করত্বেন বৈরল্যং ভাবোত্তমরূপত্বাৎ মমতাধিক্যেন চ। যদি চ কৃষ্ণস্য সেবার্থঃ তস্মৈ অর্পিতামিতি ভাব-পূর্বকং দীয়তে, তদা তু সুতরাং মহিমাধিক্যেনাপি বিরলং স্যাৎ। তত্র কেবলমাত্মনিবেদনং দানসময়ে শ্রীবলিরাজে দৃশ্যতে। শরণাপত্তিঃ খলু রক্ষিতৃত্বেন বরণম্। তদিদং ত্বাত্মনা তদীয়তা-সম্পাদনমিতি ভেদঃ। ভাবমিশ্রং দাস্যেনাত্মনিবেদনং শ্রীমদম্বরীষেণোক্তম্---স বৈ মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োরিত্যারভ্য কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়েত্যাদ্যন্তেন। তথৈবোক্তং শ্রীভাগবতে একাদশে---দাস্যেনাত্মনিবেদনমিতি। তথা প্রেয়সীভাবেন শ্রীরুক্মিণী দেব্যাং, যথোক্তং তয়ৈব--তন্মে ভবান্ খলু বৃতমিত্যাদীতি। এবং সখ্যাদীনামপি জ্ঞেয়ম্।।১৯৮।।

অথ নিজপ্রিয়োপহরণম্

যথৈকাদশে — (১১।১১।৪১)

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।১৯৯।।

অনুবাদ। অতঃপর নিজপ্রিয়োপহরণ, যথা একাদশ স্কন্ধে—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,) সাধারণতঃ লোকে যে সমস্ত বস্তু উত্তম এবং যাহা তোমার ও আমার অতিশয় প্রিয়, সেই সমস্ত বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে। এইরূপ নিবেদন করিলে অনন্ত ফল পাওয়া যায়।।১৯৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদ্ যদিতি চকারাৎ মম প্রিয়ঞ্চযদ্‌বস্তু তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে অনন্তং ভবতি।।১৯৯।।

অথ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্

যথা পঞ্চরাত্রে —

লৌকিকী বৈদিকীবাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।। ইতি।।২০০।।

অনুবাদ। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট, যথা পঞ্চরাত্রে—হে মুনে! জগতে যে সমুদায় লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে সমস্ত কর্ম হরিসেবার অনুকূল সেই সমস্তই মাত্র ভক্তিকারী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্ট গুলির অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইলে যাহাতে উহা হরিসেবার অনুকূল হয়, তদ্রূপভাবে অনুষ্ঠান করণীয়।।২০০।।

অথশরণাপত্তিঃ

যথা হরিভক্তিবিলাসে —

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তথা মোদতে শরণাগতঃ।।২০১।।

অনুবাদ। অতঃপর শরণাপত্তি, যথা হরিভক্তি বিলাসে—'হে ভগবন! আমি তোমার' ইহা বাক্যে বলিয়া, মনে মনে উহা সরলভাবে জানিয়া এবং দেহদ্বারা ভগবদ্ধাম আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি আনন্দিত হন।।২০১।।

নারসিংহে চ —

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেব জনার্দন।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্।।২০২।।

অনুবাদ। নৃসিংহপুরাণে, যথা—"হে দেবদেব জনার্দন, আমি তোমার শরণ লইলাম"

—ইহা বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হয়, তাহাকে আমি ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করি।।২০২।।

অথ তদীয়ানাং সেবনম্; তুলস্যাঃ

যথা স্কান্দে —

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতানিরসনী সিক্তাঽন্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।।২০৩।।

অনুবাদ। অতঃপর তদীয়গণের সেবন; (তন্মধ্যে) তুলসীসেবন, যথা স্কন্দপুরাণে—যে তুলসীকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হয়, অভিবন্দন করিলে রোগ চলিয়া যায়, জলসিক্ত করিলে যমরাজ ভীত হন, রোপণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি জন্মে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হইলে প্রেমভক্তি হয়, সেই তুলসীকে নমস্কার করি।।২০৩।।

তথা চ তত্রৈব —

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্তিতা নমিতা স্তুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা।।২০৪।।

অনুবাদ। উক্ত গ্রন্থেই, যথা—তুলসীদেবী দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ধ্যাত, কীর্তিত, নমিত, স্তুত, রোপিত, সেবিত ও নিত্য পূজিত হইলে মঙ্গলপ্রদা হন।।২০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যা তুলসী দৃষ্টা সতী নিখিল পাপশমনা ভবতি, বপুঃপাবনী, কুজন্মত্বাদিশোধনী। রোগাণাং ক্লেশমাত্রাণাম্। প্রত্যাসত্তির্মনস আসঙ্গঃ। বিমুক্তির্বিশিষ্টা মুক্তিঃ প্রেমভক্তিরিত্যর্থঃ। রোপিতেতি রুহ জন্মনি প্রাদুর্ভাবে ইত্যস্য নিজন্তরূপম্। তথা চ প্রতিদিনং তস্যাঃ পত্রমঞ্জর্যাদি-প্রাদুর্ভাব-প্রয়োজকো ভবিষ্যতীতি তাৎপর্যার্থঃ, ন তু প্রত্যহমুৎপাদয়িষ্যতীত্যর্থঃ।।২০৪।।

নবধা তুলসী দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।।২০৫।।

অনুবাদ। যিনি উক্ত নয় প্রকারে প্রতিদিন তুলসী সেবা করেন, তিনি সহস্রকোটিযুগ হরির গৃহে বাস করেন।।২০৫।।

অথ শাস্ত্রস্য

শাস্ত্রমত্র সমাখ্যাতং মদ্ভক্তিপ্রতিপাদকম্।।২০৬।।

অনুবাদ। অতঃপর শাস্ত্রসেবন—ভগবদ্ভক্তিজ্ঞাপক শাস্ত্রকেই এইস্থানে ‘শাস্ত্র’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।।২০৬।।

যথা স্কান্দে --

বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণ প্রসীদতি।।২০৭।।

অনুবাদ। যথা স্কন্দপুরাণে---জগতে যে মানবগণ বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ করেন কিংবা পাঠ করেন, তাঁহারাই ধন্য; তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন।।২০৭।।

বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ।।২০৮।।

অনুবাদ। যে মানবগণ গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহ অর্চন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে বিনির্মুক্ত ও দেববৃন্দের বন্দনীয় হন।।২০৮।।

তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ।।২০৯।।

অনুবাদ। হে নারদ! বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে থাকেন, সেই গৃহে স্বয়ং নারায়ণদেব অবস্থান করেন।।২০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তিষ্ঠতে ইতি প্রকাশনার্থে আত্মনেপদং, তথা চ যস্য মন্দিরে স্বয়মেব প্রকাশিতং ভবতীত্যর্থঃ।।২০৯।।

দ্বাদশে চ -- (১২।১৩।১২)

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।।২১০।।

অনুবাদ। দ্বাদশস্কন্ধে, যথা---সমস্ত বেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বলা যায়। ইহার রসামৃতে যিনি তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কখনও অন্যশাস্ত্রে আসক্তি হয় না।।২০১।।

অথ শ্রীমথুরায়াঃ

আদি বারাহে --

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া।।২১১।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীমথুরার সেবন, আদিবরাহ পুরাণে যথা---(শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে বলিলেন--) যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বাস করিবার জন্য আসক্তি করে, সে মূঢ় আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবল সংসার-ভ্রমণ করে।।২১১।।

ব্রহ্মাণ্ডে চ --

ত্রৈলোক্যবর্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ।। ইতি।।২১২।।

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, যথা—যে পরমানন্দময়ী সিদ্ধি অর্থাৎ রতিরূপা সিদ্ধি, ত্রিলোকস্থ সর্বতীর্থ সেবন করিয়াও পাওয়া যায় না, শ্রীমথুরা স্পর্শমাত্র সেই সিদ্ধি পাওয়া যায়।।২১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরানন্দময়ী প্রেমলক্ষণা।।২১২।।

শ্রুতা স্মৃতা কীর্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টা শ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্।
ইতি খ্যাতং পুরাণেষু ন বিস্তারভিয়োচ্যতে।।২১৩।।

অনুবাদ। শ্রীমথুরা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার স্মরণ করিলে তন্মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে, তথায় বাসেচ্ছা করিলে, তাঁহাকে দূর হইতে দেখিলে, তাঁহার সমীপে গমন করিলে, তাঁহাকে স্পর্শ করা হইলে, তাঁহাতে বাস করিলে এবং তাঁহার পরিচর্যা করিলে তিনি মানবমাত্রকেই সর্বাভীষ্ট দান করেন। এই প্রকার মথুরা-মাহাত্ম্য পুরাণসমূহে উক্ত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা বলা হইল না।।২১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রেক্ষিতা দূরাদ্দৃষ্টা, গতা তৎসমীপং প্রাপ্তা, শ্রিতা নিজাশ্রয়ত্বেন বৃতা, সেবিতা তত্তৎস্থানসংস্কারাদিনা পরিচরিতা। অতীষ্টদেত্যুত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যেন জ্ঞেয়ম্।।২১৩।।

অথ বৈষ্ণবানাম্

যথা পাদ্মে —

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চনম্।।২১৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বৈষ্ণবসেবা, যথা পদ্মপুরাণে—হে দেবি! যত দেবতার আরাধনা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা উৎকৃষ্ট, তাঁহার ভক্তের আরাধনা আবার তাহা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ।।২১৪।।

তৃতীয়ে চ (৩।৭।১৯) —

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ।।২১৫।।

অনুবাদ। তৃতীয়স্কন্ধে, যথা—যাঁহাদিগের (অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের) সেবা দ্বারা নিত্যকাল একরূপী শ্রীভগবান্ মধুসূদনের শ্রীচরণকমলে অশুভনাশকারী অতিশয় প্রেমোৎসব হয়।।২১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থ ইত্যমরঃ। মধুদ্বিষঃ পাদয়োঃ রতিরাসোরতেরুল্লাসো ভবেৎ তীব্রো নিতান্তঃ।।২১৫।।

স্কান্দে —

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ? ২১৬।।

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে, যথা—যাঁহার শরীর শঙ্খচক্র চিহ্নাঙ্কিত, মস্তকে তুলসীর মঞ্জরী এবং গোপীচন্দন লিপ্তদেহ, সেই মহাত্মাকে দর্শন করিলে আর পাপের সম্ভাবনা কোথায়?।।২১৬।।

প্রথমে (১।১৯।৩৩) —

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ? ২১৭।।

অনুবাদ। প্রথমস্কন্ধে, যথা—যাঁহাদিগের (বৈষ্ণবগণের) স্মরণ করিলে লোকের গৃহ সকল সদ্য সদ্য পবিত্র হয়, তাঁহাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসনদানাদি দ্বারা যে গৃহসমূহ পবিত্র হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? ২১৭।।

আদিপুরাণে —

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ।। ইতি।।২১৮।।

অনুবাদ। আদিপুরাণে, যথা (শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন)—হে পার্থ! যাঁহারা (কেবলমাত্র) আমারই ভক্ত, সেই জনগণ আমার ভক্ত নহেন। যে মনুষ্যগণ আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার যথার্থ ভক্ত।।২১৮।।

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানীহ।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ।।২১৯।।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তির যতগুলি অঙ্গ বলা হইয়াছে, প্রায় ততগুলিই ভগবদ্ভক্তভক্তিরও অঙ্গ বলিয়াই পণ্ডিতগণ জানেন।।২১৯।।

অথ যথাবৈভব মহোৎসবঃ

যথা পাদ্মে —.

যঃ করোতি মহীপাল হরের্গেহে মহোৎসবম্।
তস্যাপি ভবতি নিত্যং হরিলোকে মহোৎসবঃ।।২২০।।

অনুবাদ। অতঃপর যথাবৈভব-মহোৎসব, যথা পদ্মপুরাণে—হে মহীপাল! যিনি হরিমন্দিরে মহোৎসব করেন, হরিলোকে তাঁহারও নিত্য মহোৎসব হয়।।২২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরের্মন্দির-নিমিত্তং মহোৎসবং যঃ করোতি।।২২০।।

অথ ঊর্জাদরঃ

যথা পাদ্মে --

যথা দামোদর ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।

তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ।।২২১।।

অনুবাদ। ঊর্জাদর, যথা পদ্মপুরাণে---ভগবান্ দামোদরকে লোকে যেমন ভক্তবৎসলরূপে জানেন, এবং তিনি ভক্তবৎসলতা-নিবন্ধন স্বল্পসেবাকে বহুমানন করিয়া বহুগুণ ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার কার্তিক মাসও সেইরূপ ভক্তবৎসলতাহেতু স্বল্পসেবায় বহুগুণ ফল দেন।।২২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতঃ। ভক্তবৎসলঃ সন্ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ। ঋণস্য ব্যাজ ইতি প্রসিদ্ধনির্যাতক ইব স্বল্পমপি বস্তু উরুকৃত্বা দদাতীত্যর্থঃ। অত্র কর্মস্থানে ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। যদ্বা স্বল্পমপ্যুরুকর্তুং সমর্থো ভবতীতি তুমর্থেণমুল্। তথা তস্য দামোদরস্যায়ং কার্তিকাখ্যো মাসঃ ভক্তবৎসলঃ সন্ সল্পম্ প্যুরুকারকঃ ইতি পূর্ববৎ।।২২১।।

তত্রাপি মথুরায়াং বিশেষঃ

যথা তত্রৈব --

ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।

ভক্তিস্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ।।২২২।।

সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্তিকে নরৈঃ

মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরাসেবনাৎ।।২২৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যেও মথুরায় ঊর্জব্রতের বিশেষ মহিমা, যথা উক্ত গ্রন্থেই---শ্রীহরি মথুরা ব্যতীত অন্যস্থানে পূজিত হইলে সেবকগণকে ভুক্তি-মুক্তি দেন; কিন্তু যে ভক্তিতে শ্রীহরি বশীভূত হন, সেই ভক্তি দেন না। পরন্তু কার্তিকমাসে মথুরায় শ্রীদামোদরকে সকৃন্মাত্র সেবা করিলেই মনুষ্যগণ তৎক্ষণাৎ সুদুর্লভ ভক্তি লাভ করেন।।২২২-২২৩।।

অথ শ্রীজন্মদিনযাত্রা

যথা ভবিষ্যোত্তরে --

যস্মিন্ দিনে প্রসূতেয়ংদেবকী তাং জনার্দন।

তদ্দিনং ব্রূহি বৈকুণ্ঠ কুর্মস্তে তত্র চোৎসবম্।

তেন সম্যক্ প্রপন্নানাং প্রসাদং কুরু কেশব।।২২৪।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীজন্মদিনযাত্রা, যথা ভবিষ্যোত্তরে---হে জনার্দন! যেদিন দেবকীদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দিনটী আমাদিগকে বলিয়া দেও, যেহেতু আমরা সেই দিনটীতে মহোৎসব করিব।

হে কেশব! আমরা সর্বতোভাবে তোমাতে প্রপন্ন; তুমি উক্ত মহোৎসবদ্বারা আমাদিগের প্রতি প্রীত হও।।২২৪।।

অথ শ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে প্রীতিঃ

যথা আদিপুরাণে —

মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন।।২২৫।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের অঙিঘ্রসেবনে প্রীতি, যথা আদিপুরাণে—যে ব্যক্তি সর্বদা আমার সেবাতে প্রীতিযুক্ত হইয়া সতত আমার নাম গ্রহণ করে, তাহাকে আমি ভক্তিই প্রদান করিব, কখনই ভক্তিরহিতা মুক্তি দিব না।।২২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অন্যত্র মধুরাতিরিক্তস্থলে।।২২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেবাপ্রিয়ঃ সেবৈকপুরুষার্থঃ সন।।২২৫।।

অথ শ্রীভাগবতার্থাস্বাদঃ

যথা প্রথমে (১।১।৩) —

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।২২৬।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীভাগবতার্থাস্বাদন, যথা প্রথমস্কন্ধে—শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ব স্বয়ং পতিত ফল। ঐ ফল শুকমুখনিঃসৃত অমৃতদ্রবসংযুক্ত। উহা অষ্টি-বল্কল প্রভৃতি কঠিনাংশ-রহিত, পৃথিবীতে অবতীর্ণ পরমানন্দ রসময় মধুর ফল। হে ভগবদ্ভক্তিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর ভক্তগণ! আপনারা ঐ রস মুক্তাবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।।২২৬।।

ভাবার্থ। শাস্ত্রপক্ষে—বেদের সার শ্রীবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, তাঁহা হইতে ব্যাসদেব, ব্যাসদেব হইতে শুকদেব পাইলেন। উহা শুকদেব দ্বারা অতিশয় রসযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরাক্রমে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু বড়ই মধুর। ফলপক্ষে—বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল স্বয়ং পতিত হওয়ার সময় শুকপক্ষীর দ্বারা আস্বাদিত হইয়া জগতে পতিত হইয়াছে, কিন্তু উহা স্ফুটিত হয় নাই। শুকাস্বাদিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে উহা বড়ই মধুর।।২২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এবমস্য শাস্ত্রশিরোমণেঃ পূর্ব শ্লোক ঈশ্বরাবরোধকত্বাদি-ময়মৈশ্বর্যমুক্ত্বা মাধুর্যঞ্চাহ — নিগমেতি। নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুস্তস্য স্বাশ্রিতেভ্যো বাঞ্ছিতবিবিধপুরুষার্থরূপফলদায়িত্বেঽপি, তরুত্বাদ্ যৎ সাহজিকং তদিদং ভাগবতং ফলম্। শ্লেষেণ ভগবৎস্বামিকমিদং, তেনৈব স্বভক্তেভ্যো দত্তমিতি তান্ বিনা ন কস্যাপ্যন্যস্যাত্র স্বত্বারোপে শক্তিরিতি ভাবঃ। গলিতমিতি বৃক্ষপক্কতয়া স্বয়মেব পতিতং, ন তু বলাৎ পাতিতমিতি স্বাদ-সংপূর্ণত্বম্। ন চোচ্চনিপাতনেন স্ফুটিতং, নাপ্যনতি মধুরঞ্চেত্যাহ-

--শুকেতি। পরমোর্ধ্বচূড়াতঃ শ্রীনারায়ণাৎ ব্রহ্মশাখায়াং, ততোহধস্তান্নারদ-শাখায়াং ততো ব্যাসশাখায়াং; ততঃ শুকমুখং প্রাপ্যতপাৎ মধ্বিবামৃতদ্রবসংযুতং, শুকেনৈব তেন স্বচঞ্চ্বামৃত-নিষ্ক্রিমণার্থং দ্বারমপি কৃতম্। অথচ তেনাস্বাদিতত্বাদতিমধুরং ততঃ সূতাদিশাখাতঃ শনৈঃ শনৈঃ পতনাদখণ্ডিতম্। তেন গুরুপরম্পরাং বিনা স্ববুদ্ধিবলেনা স্বাদনে শ্রীভাগবতস্য খণ্ডিতত্বেপ্যনাসক্তিঃ সূচিতা। ননু কথং ফলমেব পাতব্যমিত্যত আহ--রসমিতি। রসস্বরূপমেবেদং ফলং নাত্র ত্বগষ্ট্যাদিহেয়াংশোহস্তীতি ভাবঃ। লয়ো মোক্ষঃ সালোক্যাদির্জীবন্মুক্তত্বং বা, তমপি ব্যাপ্য তত্র তত্র ভগবল্লীলাগান প্রসিদ্ধেঃ। মুহুরিতি পীতস্যাপি পুনঃ পানে স্বাদাধিক্যমেবেত্যহো ইতি বিস্ময়ে। রসিকা হে রসজ্ঞা ইতি ভক্তানামেব জাতরতিত্বাদ রতেরেব স্থায়ি ভাবত্বাৎ স্থায়িন এব রস্যমানত্বাৎ নাত্র জ্ঞানিকর্মিযোগিনাং কোহপি দায় ইতি ভাবঃ। হে ভাবুকাস্তত এব যূয়মেব কুশলিনোহন্যেহমঙ্গলা এবেতি ভাবঃ।।২২৬।।

দ্বিতীয়ে চ -- (২।১।৯)

পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোক লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।।২২৭।।

অনুবাদ। দ্বিতীয়স্কন্ধেও, যথা---(শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন--) হে রাজর্ষে! নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও আমি ভগবল্লীলাকর্তৃক আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি।।২২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু ত্বমিতপ্রসিদ্ধঃ শুকো জন্মত এব ব্রহ্মানুভবী গৃহাৎ পরিব্রজ্য গতোহনুব্রজন্তং পিতরমপি নৈব পর্যচৈষীঃ; সংপ্রতি কথমেবং ব্রূষে, ইত্যত আহ---পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ। ব্রহ্মানুভবাদপি লীলয়া মাধুর্যাধিক্যেহহমেব প্রমাণমিতি ভাবঃ।।২২৭।।

অথ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ-শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গঃ

যথা প্রথমে (১।১৮।১৩) --

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।২২৮।।

অনুবাদ। অতঃপর সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ-শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গ, যথা প্রথমস্কন্ধে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিলেন---অত্যল্পকাল ভগবদ্ভক্তসঙ্গকেও স্বর্গ ও মোক্ষের সহিত তুলনা করা যায় না, অর্থাৎ স্বর্গ-মোক্ষসুখও ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গজনিত সুখের তুল্য হয় না। মনুষ্যগণের তুচ্ছ রাজ্যাদিজাত সুখকে যে উক্ত সুখের সহিত তুলনা করা যায় না, উহা বলা বাহুল্য।।২২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্মাৎ তাদৃশসাধুসঙ্গমহানিধের্মাহাত্ম্যমস্মদনুভবগোচরীকৃতং কিয়দ্ ব্রূম ইতি শৌনকাদয় আহুঃ--ভগবৎসঙ্গিনো ভক্তাস্তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালস্তেন স্বর্গং কর্মফলমপুনর্ভবং মোক্ষঞ্চ জ্ঞানফলং ন তুলয়াম মর্ত্যানাং তুচ্ছাশিষো রাজ্যাদ্যাঃ কিমুত বক্তব্যং, ন তুলয়ামেতি--যতঃ সাধুসঙ্গেন পরমদুর্লভায়া ভক্তেরঙ্কুরো হৃদ্যুদ্ভবতীতি ভাবঃ। তত্র ভক্তেঃ সাধনস্যাপি

সাধুসঙ্গস্য লবেনাপি কর্মজ্ঞানাদেঃ ফলং সম্পূর্ণমপি ন তুলয়াম, কিমুত বহুকালব্যাপিনা সাধুসঙ্গেন, কিমুততরাং তৎফলভূতায়া ভক্ত্যা, কিমুততমাং ভক্তিফলেন প্রেম্ণেতি চ কৈমুত্যাতিশয়ো দ্যোতিতো ভবতি। তথাত্র সম্ভাবনার্থক-লোটা তোলনে সম্ভাবনামেব ন কুর্মঃ, নহি মেরুণা সর্ষপং কশ্চিৎ, তুলয়তীতি দ্যোত্যতে। বহুবচনেন বহূনাং সম্মত্যা নৈষোঽর্থঃ কেনচিদপ্রমাণীকর্তুং শক্যত ইতি ব্যজ্যতে। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্যেত্যনেন 'ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ ইতি (৩।৩১।৩৫) যোষিৎসঙ্গাদপি যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গো যথাতিনিন্দ্য উক্তস্তথৈব ভগবৎ-সঙ্গাদপি ভগবৎসঙ্গিনাং সঙ্গোঽতিবন্দ্যোঽতি-প্রশংস্যোঽত্যভিলষণীয় ইতি বোধ্যতে।।২২৮।।

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ —

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ।।২২৯।।

অনুবাদ। হরিভক্তিসুধোদয়ে, যথা—যাহার সহিত যে ব্যক্তির একত্র বাস ঘটে, স্ফটিকের ন্যায় তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যক্তির গুণ-দোষ শেষোক্ত ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়। এই হেতু নিজগণের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সমবাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করাই পণ্ডিতব্যক্তির কর্তব্য।।২২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র সজাতীয়সঙ্গস্য প্রভাবং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যস্য যৎসঙ্গতিরিতি প্রহ্লাদং প্রতি হিরণ্যকশিপোর্বাক্যম্। যস্য পুংসো যেন সহ সঙ্গতিঃ স তদ্‌গুণঃ; তদ্‌গুণসজাতীয়গুণবান্ মণিবৎ স্ফটিকমণিবদিতি সন্নিহিতগুণগ্রহণমাত্রাংশে দৃষ্টান্তঃ। ন তু তদ স্থৈর্য্যাংশেঽপি। স্বযুথ্যান্ স্বযুথে ভবান্ সজাতীয়ানিতি যাবৎ।।২২৯।।

অথ নামসঙ্কীর্তনম্

যথা দ্বিতীয়ে (২।১।১১) —

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ! নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্।।২৩০।।

অনুবাদ। অতঃপর নামসংকীর্তন, যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে—(শুকদেব বলিলেন) হে রাজন্! সতত শ্রীহরির নামকীর্তন মুমুক্ষু, কামী ও জ্ঞানিগণের তত্তৎফল সাধন ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে। অতএব সাধক ও সিদ্ধ উভয়ের পক্ষে সর্বোত্তম মঙ্গল।।২৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নন্বত্র শাস্ত্রে ভক্তিরভিধেয়েত্যব গম্যত এব তত্রাপি ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে মহারাজচক্রবর্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে, তত্রাহ—নামানুকীর্তনমিতি। সর্বেষু ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণানি মুখ্যানি 'তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মেতি' (২।১।৫) শ্লোকেনোক্তানি। তেষু ত্রিষ্বপি মধ্যে কীর্তনং, কীর্তনেঽপি নামলীলাগুণাদি সম্বন্ধিনি তস্মিন্ নামকীর্তনম্। তত্রাপ্যনুকীর্তনং স্বভক্ত্যনুরূপ-কীর্তনং নিরন্তরকীর্তনং বা। নির্ণীতং পূর্বাচার্যৈরপি, ন কেবলং ময়ৈবাধুনানির্ণীয়তে ইতি তেনাত্র প্রমাণং ন প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশম্—অকুতোভয়মিতি কাল দেশপাত্রোপকরণাদি-শুদ্ধ্যশুদ্ধিগভয়াভাবস্য কা বার্তা, ভগবৎসেবাদিকমসহমানা ম্লেচ্ছা অপি নৈব বিপ্রতিপদ্যন্ত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ সাধকানাং সিদ্ধানাং চ নাতঃ পরমধিকং শ্রেয় ইত্যাহ—নির্বিদ্যমানানাম্ অর্থাৎ মোক্ষপর্যন্ত সর্বকামেভ্যঃ ইতি।

ইচ্ছতামিত্যর্থাত্তানেব কামান্ ইতি লভ্যতে, ততশ্চ নির্বিদ্যমানানামেকান্তভক্তানাম্। ইচ্ছতাং স্বর্গা-মোক্ষাদিকামিনাং যোগিনামাত্মারামাণাঞ্চ। এতদেব নির্ণীতং যথাযোগ্যং সাধনত্বেন ফলত্বেন চ ইতি ভাবঃ।।২৩০।।

আদিপুরাণে চ --

গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জুনা।।২৩১।।

অনুবাদ। আদিপুরাণেও, যথা---শ্রীভগবান্ বলিলেন--) হে অর্জুন! আমি তোমার নিকটে সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি আমার নাম কীর্তন করিতে করিতে মৎ সন্নিধানে বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি আমাকে ক্রয় করিয়া থাকে।।২৩১।।

পাদ্মে চ --

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।২৩২।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণেও, যথা---হে ভারত! যিনি সহস্র সহস্র জন্ম বাসুদেবকে সেবা করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সতত হরিনাম অবস্থান করেন।।২৩২।।

যথা তত্রৈব --

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।২৩৩।।

অনুবাদ। ঐ গ্রন্থেই, যথা---হরিনাম নামী শ্রীহরি হইতে অভেদ হওয়ায় তিনি চিন্তামণি অর্থাৎ সর্বাভীষ্টপ্রদ, অপরিচ্ছিন্ন, মায়ারহিত ও মায়াতীত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।।২৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নামৈব চিন্তামণিঃ সর্বাভীষ্টদাতা, যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণবিশেষণানি--চৈতন্যাদীনি। তস্য কৃষ্ণত্বে হেতুঃ--অভিন্নত্বাদিতি। একমেব সচ্চিদানন্দরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ।।২৩৩।।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।২৩৪।।

অনুবাদ। উপযুক্ত কারণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় নহে, জীব শ্রীনাম সেবা করিতে উন্মুখ হইলে, তিনি তাঁহার জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং স্ফুরিত হন।।২৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেবোন্মুখে হীতি। সেবোন্মুখে ভগবৎস্বরূপ-তন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ। অন্যৎসমম্।।২৩৪।।

অথ শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ

যথা পাদ্মে --

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়ান্তু লভ্যতে।।২৩৫।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস, যথা পদ্মপুরাণে---অন্যান্য পুণ্যতীর্থে অবস্থান করিলে মুক্তিই মহা ফলরূপে লভ্য। কিন্তু মুক্তগণেরও প্রার্থনীয় হরিভক্তি মথুরায় বাস করিলে লাভ করা যায়।।২৩৫।।

ত্রিবর্গদা কামিনাং মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ।।২৩৬।।

অনুবাদ। যে মথুরামণ্ডল কামীদিগের ধর্মাদি ত্রিবর্গদাতা, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষদাতা ও ভক্তিঅভিলাষীর ভক্তিদাতা, এরূপ সর্বগুণযুক্ত মথুরামণ্ডলকে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আশ্রয় না করিবেন? ২৩৬।।

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।।২৩৭।।

অনুবাদ। অহো! যে মধুপুরীতে একদিনমাত্র অবস্থান করিলেও হরিভক্তি লাভ হয়, বৈকুণ্ঠ হইতেও ধন্যা গরীয়সী সেই মধুপুরী।।২৩৭।।

দুরূহাদ্ভূতবীর্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে।।২৩৮।।

অনুবাদ। শ্রীমূর্তিসেবা, শ্রীভাগবতাস্বাদ, শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গ, শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতিরূপ দুর্বিতর্ক্য ও অদ্ভুতবীর্যশালী এই পঞ্চবিধ ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, তাহার সহিত স্বল্পমাত্র সম্বন্ধযুক্ত নিরাপরাধ চিত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণে ভাব জন্মে।।২৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাং। তেষান্তু শ্রদ্ধাদিভূমিকানাবশ্যম-পেক্ষণীয়েতি ভাবঃ।।২৩৮।।

তত্র শ্রীমূর্তিঃ

NOD ch13

যথা --

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মাপ্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গ।।২৩৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শ্রীমূর্তি, যথা—গ্রন্থকার স্বকৃত পদ্যদ্বারা পূর্ববর্ণিত অর্থপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীমূর্তিসেবনাদি সাধন-ভক্তির পঞ্চাঙ্গকে অনুভব করাইয়া বলিলেন,—হে সখে! যদি তোমার বন্ধু-বান্ধববর্গের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে কেশীতীর্থের নিকটস্থ ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গীকৃত, বিপুলায়ত-বঙ্কিম-নেত্র, রক্তাধরে বংশীযুক্ত, শিখিপুচ্ছদ্বারা ভূষিত শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ দর্শন করিও না।

ভাবার্থ। এখানে নিষেধচ্ছলে শ্রীবিগ্রহদর্শন করিতে বলাই অভিপ্রায়। কারণ এইপ্রকার মাধুর্যবিশিষ্ট শ্রীমূর্তি দর্শন করিলে সকলই তুচ্ছবোধ হইবে।।২৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বোক্তং সর্বেভ্যঃ প্রধানং নাম সংকীর্তনাদিপঞ্চকং স্বকৃত-পদ্যেনাপি অনুভাবয়িতুমাহ। ইতঃ সকাশাদ্ গচ্ছতস্তব যদি বন্ধুসঙ্গে রঙ্গো বর্ত...। তদা হরিতনুং মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যকবিধিরয়ম্। তদে তন্মাধুর্যমনুভূয়মানে সর্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে, তস্মাদেনামেব পশ্য—ইত্যভিপ্রায়াৎ। হরিতনুং কীদৃশীং—স্মেরাং পুনশ্চ বক্রা বিস্তীর্ণা চ দৃষ্টির্যস্যা স্তাম।।২৩৯।।

শ্রীভাগবতম্

যথা --

শঙ্কে নীতাঃ সপদি দশমস্কন্ধপদ্যাবলীনাং
বর্ণাঃ কর্ণাধ্বনি পথিকতামানুপূর্ব্যাদ্ভবদ্ভিঃ।।
হংহো ডিম্ভাঃ পরমশুভদান্ হন্ত ধর্মার্থকামান্
যদ্ গর্হন্তঃ সুখময়মমী মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি।।২৪০।।

অনুবাদ। শ্রীভাগবত, যথা---হে অজ্ঞগণ! যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের পদ্যসমূহের বর্ণগুলি পরমশুভদ ধর্মার্থকামরূপ বর্ণত্রয়কে নিন্দা করিয়া সুখময় মোক্ষরূপ চতুর্থবর্গকেও তিরস্কার করে, হায়! আমার শঙ্কা হইতেছে যে, তোমরা আনুপূর্বিক ঐ বর্ণগুলিকে সদ্য সদ্য তোমাদের শ্রবণপথের পথিক করিয়াছ অর্থাৎ উহা শুনিয়াছ।।২৪০।।

ভাবার্থ। এ স্থলে নিন্দাচ্ছলে শ্রীভাগবতের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং উহার শ্রবণ নিষেধচ্ছলে অবশ্যই শ্রোতব্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।।২৪০।।

কৃষ্ণভক্তঃ

যথা --

দৃগম্ভোভির্ধৌতঃ পুলকপটলীমণ্ডিততনুঃ
স্খলন্নন্তঃফুল্লো দধদতি পৃথুং বেপথুমপি।
দৃশোঃ কক্ষাং যাবন্মম স পুরুষঃ কোঽপ্যুপযযৌ
ন জানে কিং তাবন্মতিরিহ গৃহে নাভিরমতে।।২৪১।।

অনুবাদ। কৃষ্ণভক্ত, যথা---যদবধি নেত্রজলে ধৌত, পুলক-শোভিত-গাত্র, রোমাঞ্চ দ্বারা ব্যাপ্ততনু, স্খলচ্চরণ, উৎফুল্ল হৃদয় ও অত্যন্ত কম্পযুক্ত কোন পুরুষ (ভগবদ্ভক্ত) আমার নেত্রপথের পথিক হইয়াছেন, তদবধি জানিতে পারি না, কেন আমার মন আমার হৃদয়ে স্ফূর্তিলব্ধ কোন এক অনির্বচনীয় শ্যামসুন্দর পুরুষে আকৃষ্ট হইয়াছে, গৃহে আর আকৃষ্ট হইতেছে না।।২৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বর্ণা এব কর্ণাধ্বনি পথিকতাং নীতা ন ত্বর্থজ্ঞানম্। হে ডিম্ভাঃ অজ্ঞাঃ যদ্ যস্মাৎ বর্ণ শ্রবণাদ্ধর্মাদীন্ গর্হয়ন্তঃ সন্তঃ সুখময়ং মোক্ষমপি আক্ষিপন্তি। পদ্যদ্বয়েঽস্মিন্ অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচাধ্বনিনা স্তুতাবেব পর্যবসানাদ্ ব্যজস্তুতিনামালঙ্কারোঽয়ং গম্যতে।।২৪০-২৪১।।

নাম

যথা --

যদবধি মম শীতা বৈণিকেনানুগীতা শ্রুতিপথমঘশত্রোর্ণামগাথা প্রয়াতা।
অনবকলিতপূর্বাং হন্ত কামপ্যবস্থাং তদবধি দধদন্তর্মানসং শাম্যতীব।।২৪২।।

অনুবাদ। নাম, যথা---যদবধি কোন বীণাবাদক (দেবর্ষিনারদ) কর্তৃক সতত গীত কর্ণতাপবিনাশী শ্রীকৃষ্ণের নামগান আমার শ্রবণপথগত হইয়াছে অর্থাৎ শুনিয়াছি, তদবধি আমার চিত্ত কোন এক অননুভূত দশাগ্রস্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত বাহ্যবিষয়ে উদ্বেগশূন্য হইয়াছে।।২৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শীতা কর্ণয়োস্তাপশমনী, বৈণিকেনেত্যজ্ঞাতনামত্বাৎ শ্রীনারদস্য তাদৃসতা-মাত্রেণোদ্দেশঃ। তদধিকামপ্যবস্থাং দধৎ সৎ অন্তর্মানসং শাম্যতি সর্বং বহিরুপদ্রবং পরিহৃত্য নির্বৃতং ভবতীত্যর্থঃ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে।।২৪২।।

শ্রীমথুরামণ্ডলম্

যথা --

তটভুবি কৃতকান্তিঃ শ্যামলায়াস্তটিন্যাঃ
স্ফুটিতনবকদম্বালম্বিকূজদ্দ্বিরেফা।
নিরবধিমধুরিম্না মণ্ডিতেয়ং কথং মে
মনসি কমপি ভাবং কানন শ্রীস্তনোতি।।২৪৩।।

অনুবাদ। শ্রীমথুরামণ্ডল, যথা---যে বনের শোভা যমুনার তীরদেশে অবহিত হইয়া সেস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়াছে, যাহার নববিকশিত কদম্বপুষ্প অবলম্বন করিয়া অলিসমূহ গুঞ্জন করিতেছে এবং যাহা নিরন্তর মাধুর্যমণ্ডিত, এইরূপ বনচ্ছবি আমার চিত্তে কোন এক বর্ণনাতীত অর্থাৎ শ্যামসুন্দরবিষয়কভাব বিস্তার করিতেছে।।২৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্যামলায়াস্তটিন্যা যমুনায়াস্তটভুবি কৃতা কান্তির্যয়া তথাভূতা কাননশ্রীর্বৃন্দাবনশ্রীঃ কমপি ভাবং শ্যামসুন্দরবিশেষবিষয়কম্।।২৪৩।।

অলৌকিকপদার্থানামাচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী।
ভাবং তদ্বিষয়ঞ্চাপি যা সহৈব প্রকাশয়েৎ।।২৪৪।।

অনুবাদ। অলৌকিক পদার্থসমুহের অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রীমূর্তিসেবনাদি পঞ্চভক্ত্যঙ্গের এই প্রকার অচিন্ত্যশক্তি যে, উহা (উক্ত অঙ্গের স্বল্পসম্বন্ধবশতঃ) ভাব ও ভাববিষয় শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয়কেই যুগপৎ প্রকাশ করেন।।২৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অলৌকিকেতি তেষামিতি প্রকরণাৎ লভ্যতে। তথা—সকৃদ্‌যদঙ্গ প্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং গতিং দদাবিতি (১০।১২।৩৯) শ্রীবিগ্রহস্য। ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবেত্যাদৌ কিংবা পরৈরীশ্বর সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাদিতি (১।১।২) শ্রীভাগবতস্য। ভবাপবর্গো ভ্রমত ইতি (১০।৫১।৫৩) শ্রীকৃষ্ণভক্তস্য। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিরিতি (৬।২।১০) নামগ্রহণস্য। পরমানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রত ইতি মথুরামণ্ডলস্যেতি পঞ্চস্বপি দর্শনাৎ। ভাবং ভাবস্য বিষয়ং কৃষ্ণঞ্চ সহৈব একদৈব প্রকাশয়েৎ।।২৪৪।।

কেষাঞ্চিৎ ক্বচিদঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলম্।
বহির্মুখপ্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ।।২৪৫।।

অনুবাদ। কখন কখন কোন কোন ভক্ত্যঙ্গের যে ক্ষুদ্র ফল শ্রুত হয়, উহাইমাত্র তাহার ফল নহে। বহির্মুখ বিষয়প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে ভক্তিপথে আনয়নের জন্য ঐ সকল ফল বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতিই মুখ্য ফল।।২৪৫।।

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্মণাম্।।২৪৬।।

অনুবাদ। বর্ণাশ্রমোদিষ্ট কর্মফল ভক্ত্যঙ্গ, এইরূপ কেহ কেহ বলিলেও ইহা ভক্তিবিজ্ঞ শুদ্ধভক্তবৃন্দের সম্মত নহে।।২৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বহির্মুখ প্রবৃত্ত্যা ইতি অন্তর্মুখানান্ত তত্তদনায়স-ভজনেঽপি কর্মাদিদুর্লভফল-প্রাপক-তদ্‌গুণশ্রবণেন রত্যুৎপাদনাদ্ রতিরেব মুখ্যং ফলমিতি। ননুসর্বাসাং কেবলানামেব ভক্তীনাং মাহাত্ম্যং খলু তাদৃশমেব, কিন্তু পরাশরেণ যদিদমুক্তং 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণমিতি' তত্তৎ কর্মণাং ভক্ত্যঙ্গত্বং প্রতীয়তে। বর্ণাশ্রমাচার-সংযোগেনৈব বিষ্ণোরারাধনে সম্মতি-প্রতীতেঃ, তত্রাহ—সম্মতমিতি। ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্তিং বিশেষতো জানতাং শুদ্ধভক্তানাং শ্রীপরাশরাদীনামেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং তৈরেব—যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্। নান্যদ্ জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি ইতি। বর্ণাশ্রমেত্যাদিকন্ত শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিণঃ প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।।২৪৫-২৪৬।।

যথৈকাদশে (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।।২৪৭।।

অনুবাদ। একাদশস্কন্ধে যথা—যে কাল পর্যন্ত বিষয়ে নির্বেদ উপস্থিত না হয়, অথবা মৎকথা (ভগবৎকথা) শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেকাল পর্যন্ত বর্ণাশ্রমোদ্দিষ্ট নিত্য-

নৈমিত্তিক কর্ম করিবে।।২৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কর্মাণি নিত্যনৈমিতিকাদীনি ইতি টীকা চ। অত্র "শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণব" ইত্যুক্তদোষোঽপ্যত্র নাস্তি, আজ্ঞাকরণাৎ, প্রত্যুত জাতয়োরপি নির্বেদ শ্রদ্ধয়োস্তৎকরণ এবাজ্ঞাভঙ্গঃ সাৎ।।২৪৭।।

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ।।২৪৮।।

অনুবাদ। ভক্তির অবিরুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গ-প্রবেশের প্রথমাবস্থায় কিছু সাহায্য করিতে পারে মাত্র, বস্তুতঃ তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে।।২৪৮।।

তথ্য। জ্ঞান ত্রিবিধ—ত্বংপদার্থবিষয়ক, তৎপদার্থ বিষয়ক এবং উভয়ের ঐক্যবিষয়ক; এস্থলে ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানই ভক্তিবিরোধী।।২৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জ্ঞানমত্র তত্ত্বংপদার্থবিষয়ং তয়োরৈক্যবিষয়ঞ্চেতি ত্রিভূমিকব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে। তত্রৈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্তেত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপ যোগ্যেব। তত্রৈষদিতি ভক্তিবিরোধি ত্যক্তেত্যর্থঃ। তচ্চ তচ্চ প্রথমমেমেত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়েতে। তৎপরিত্যাগে জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাত্তদ্ ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাচ্চ।।২৪৮।।

যদুভেচিত্তকাঠিন্যহেতূ প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা।।২৪৯।।

অনুবাদ। সাধুগণের মধ্যে অধিকাংশেরই মতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্ত কঠিন হয়। কিন্তু ভক্তি অতিশয় কোমলস্বভাব, এজন্য ভক্তিই ভক্তিপ্রবেশের হেতু অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব ভক্তিই পরপর ভক্তিপ্রবেশের কারণ।।২৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্তিপ্রবেশানন্তরং তয়োঃ করণে দোষমাহ--যদুভে ইতি। কাঠিন্যহেতুত্বঞ্চ নানাবাদনিরসনপূর্বকতত্ত্ববিচারস্য। এবং দুঃখ সহনাভ্যাস পূর্বকবৈরাগ্যস্য চ রুক্ষস্বরূপত্বাৎ। তর্হি জ্ঞানবৈরাগ্যরূপ সহায়ং বিনা উত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশঃ কথং স্যাত্তত্রাহ--ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতেতি। তস্য প্রবেশস্য হেতুর্ভক্তিরীরিতা। উত্তরোত্তর-ভক্তিপ্রবেশ্য হেতুঃ পূর্বপূর্বভক্তিরেবেত্যর্থঃ। ননু ভক্তিরপি তত্তদায়াস-সাধ্যত্বাৎ কাঠিন্যহেতু স্যাত্তত্রাহ--সুকুমারেতি। শ্রীভগবন্মধুবরূপগুণাদি-ভাবনাময়ত্বাদিতি। তথা চ ভগবতি নিজচিত্তস্য সার্দ্রতাং কর্তুমিচ্ছুনা ভক্তিরেব কার্যেতি ভাবঃ। যথোক্তং প্রহ্লাদেন--"নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহ দেবমর্ত্যাঃ। আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বামেবং বিবিচ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ।। তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেতেতি (৭।৯।৪৯-৫০)। অত্র কর্ম পরিচর্যা, কর্মস্মৃতিলীলাস্মরণম্। চরণয়োরিতি ভক্তিব্যঞ্জকম্। তচ্চ ষট্স্বপ্যন্বিতং। তত্তু সংসেবয়া বিনেতি বৈরাগ্যাদিকমপি নাদৃতম্। জ্ঞানসাধ্যং মুক্তিলক্ষণম্। বৈরাগ্যসাধ্যং জ্ঞানং, তত্তচ্চ ভক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি।।২৪৯।।

যথা তত্রৈব (১১।২০।৩১) —

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।। ইতি।।২৫০।।

অনুবাদ। যথা উক্ত একাদশস্কন্ধেই, (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন)---ভক্তির অন্যনিরপেক্ষত্বহেতু মদর্পিত চিত্ত ও মদ্ভক্তিযুক্ত যোগিগণের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শুভজনক হয় না।।২৫০।।

কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদিসাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি।।২৫১।।

অনুবাদ। পরন্তু জ্ঞানসাধ্য মুক্তি ও বৈরাগ্যসাধ্য জ্ঞান ভক্তিদ্বারাই পাওয়া যায়।।২৫১।।

যথা তত্রৈব (১১।২০।৩২-৩৩) --

যৎকর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ।

যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।২৫২।।

সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।। ইতি।।২৫৩।।

অনুবাদ। যথা উক্ত একাদশস্কন্ধেই, (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন)---কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য,যোগ, দান, ধর্ম অপরাপর শুভক্রিয়াদ্বারা মানবগণ যে ফল অর্জন করেন, আমার ভক্ত আমার শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা উহা অনায়াসে পাইতে পারেন। যদিও আমার ভক্ত (আমার সেবাভিন্ন) অন্য কিছুই আকাঙক্ষা করেন না, তথাপি ভক্তির অনুকূলবোধে, অপবর্গ এমন কি আমার ধামও যদি বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাও পাইতে পারেন।।২৫২-২৫৩।।

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।

বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে।।২৫৪।।

অনুবাদ। শ্রীহরিভজনে রুচি হইয়াছে এমন ব্যক্তির প্রবল বিষয়াভিনিবেশ থাকিলেও তাহা আপনিই বিনষ্ট হয়।।২৫৪।।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।২৫৫।।

অনুবাদ। আসক্তিরহিত হইয়া নিজ সাধনভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় গ্রহণকারীর বিষয়বিরক্তিকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় আগ্রহ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রাকৃতবিষয়ে বিরক্ত কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে যত্নশীল যে ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া স্বভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় স্বীকার করেন, ভক্তির প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তির তাদৃশ বৈরাগ্যকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলা হয়।।২৫৫।।

শব্দার্থ। যথার্হ—নিজ সাধনভক্তির অনুকূলমাত্র, অর্থাৎ ভক্তির বিঘ্ন না হয় অথচ কৃষ্ণসম্বন্ধ থাকে তদ্রূপ।।২৫৫।।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।২৫৬।।

অনুবাদ। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া মুমুক্ষুগণের যে তাহা পরিত্যাগ, তাহাই 'ফল্গুবৈরাগ্য' নামে অভিহিত।।২৫৬।।

শব্দার্থ। হরিসম্বন্ধিবস্তু—ভগবৎপ্রসাদাদি, উহা প্রাপঞ্চিক বা প্রাকৃত নহে। পরিত্যাগ দ্বিবিধ, যথা—হরিসম্বন্ধিবস্তু, অপ্রার্থনা, প্রাপ্ত হরিসম্বন্ধিবস্তু স্বীকার না করা। শেষকার্যে অপরাধই হয়, অতএব ফল্গুবৈরাগ্য ভক্তির উপযুক্ত নহে।।২৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইতরৈঃ সালোক্যাদি-কামনাময় ভক্ত্যাদিভিঃ কথঞ্চিদ্ ভক্ত্যুপযোগিত্বেন যদি বাঞ্ছতি যথা চিত্রকেতোর্বিমানচারিত্বে, গর্ভস্থস্য শুকদেবস্য মায়াত্যাগে, প্রহ্লাদস্য ভগবৎপার্শ্বগমনে বাঞ্ছা। যথোক্তং—ষষ্ঠে (১৭।৩) রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্ ইতি। ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শুকদেব-প্রার্থনা ''ত্বং ব্রূহি মাধব জগন্নিগড়োপমেয়া মায়াখিলস্য ন বিলঙ্ঘ্যতমা ত্বদীয়া। বধ্নাতি মাং ন যদি গর্ভমিমং বিহায় তদ্ যামি সম্প্রতি মুহুঃ প্রতিভূস্ত্বমেত্রে''তি। সপ্তমে (৯।১৬) শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং--'ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণ-বৎসল ... কদানু' ইতি। ননু পূর্বং ভক্তিপ্রবিষ্টস্য বৈরাগ্যং চিত্তকাঠিন্যহেতুতয়া হেয়ত্বেনোক্তং, তর্হি তস্য বিষয়ভোগ এব বিহিতঃ। তচ্চ 'বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াদি''তি শাস্ত্রবিরুদ্ধম্, অত্রোচ্যতে—ভক্তৌ রুচিমাত্রমেব তস্য বিষয়রাগবিলাপকম্। তস্মাদ্ বৈরাগ্যাভ্যাস-কাঠিন্যং ন যুক্তমিত্যাহ--রুচিমিতি ... তত্র ভজনে রুচিমুদ্বহতো জনস্যেত্যত্র রুচিপদং ভক্তিপ্রবেশোত্তর কালোৎপন্নশ্রদ্ধাবিশেষপরম্। প্রায়ো বিলীয়ত ইতি ভক্তৌ প্রবেশানন্তরং বিষয়ে কিঞ্চিদ্রাগসত্ত্বেঽপি ন দোষঃ। ভক্তেঃ পরিপাকাত্তদপি সামস্ত্যেন যাস্যতীতি ভাবঃ। প্রাগুক্তং ভক্তিপ্রবেশযোগ্যমেব বৈরাগ্যং ব্যনক্তি। অনাসক্তস্য সতঃ যথার্হং স্বভক্ত্যুপযুক্তং যথাস্যত্তথা বিষয়ানুপযুঞ্জতো ভুঞ্জানস্য পুরুষস্য যদ্‌বৈরাগ্যং তদ্‌যুক্তমুচ্যতে। যত্র বৈরাগ্যে সতি কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ফল্গু বৈরাগ্যন্তু ভক্ত্যনুপযুক্তং যত্তদেব জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভগবদ্ বহির্মুখানামপরাধ-পর্যন্তং স্যাদিত্যাহ—প্রাপঞ্চিকতয়েতি। হরিসম্বন্ধবস্ত্বত্র তৎপ্রসাদাদ, তস্য পরিত্যাগো দ্বিবিধঃ অপ্রার্থনা, প্রাপ্তানঙ্গীকারশ্চ। তত্রোত্তরস্তু সুতরামপরাধ এব জ্ঞেয়ঃ, প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোরিত্যাদি-বচনেষু তচ্ছ্রু বণাৎ ।।২৫০-২৫৬।।

প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ভক্তেরধিকৃতস্য চ।
অঙ্গত্বে সুনিরস্তেঽপি নিত্যাদ্যখিলকর্মণাম্।।২৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রোক্তেনেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। তথা চ শুদ্ধভক্তেরেবমধিকৃতস্য ভক্তিশাস্ত্রাধিকারেণ প্রাপ্তস্য চ প্রোক্তেন লক্ষণেন জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতত্বাদি-বিশেষণঘটিত লক্ষণেন নিত্যাদ্যখিল-কর্মণামঙ্গ ত্বে নিরস্তেপি স্পষ্টতার্থং পুনরপ্যত্র নিরাকৃতম্। বৈরাগ্যস্য যুক্তাযুক্তবৈরাগ্যসামান্য বিশেষতঃ ফল্গুন ইত্যর্থঃ।।২৫৭।।

জ্ঞানস্যাধ্যাত্মিকস্যাপি বৈরাগ্যস্য চ ফল্গুনঃ।
স্পষ্টতার্থং পুনরপি তদেবেদং নিরাকৃতম্।।২৫৮।।

অনুবাদ। ইতঃপূর্বে বর্ণাশ্রমোদ্দিষ্ট নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভক্ত্যঙ্গত্ব সুষ্ঠুভাবে নিরস্ত হইলেও স্পষ্টতার জন্য ভক্তির অনুগত বৈরাগ্যের, বিশেষরূপে ফল্গুবৈরাগ্যের ভক্ত্যঙ্গত্ব উক্ত শ্লোকদ্বয়বর্ণিত লক্ষণদ্বারা পুনরায় নিরস্ত করা হইল।।২৫৭-২৫৮।।

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা।। ২৫৯।।

অনুবাদ। ধন ও শিষ্যাদি ব্যাপার দ্বারা যে ভক্তি উপপাদিত হয়, উত্তমা ভক্তি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় উহার উত্তমতা-হানি-বশতঃ উহা উত্তমা ভক্তির অঙ্গ নহে।

তথ্য। 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্' ইহাতে 'আদি'-শব্দদ্বারা শৈথিল্যকে অন্তর্গত করা হইয়াছে। ধন-শিষ্যাদি ব্যাপার দ্বারা যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আদরের শৈথিল্যহেতু উত্তমা ভক্তির অঙ্গ হয় না।।২৫৯।।

বিশেষণত্বমেবৈষাং সংশ্রয়ন্ত্যধিকারিণাম্।
বিবেকাদীন্যতোঽমীষামপি নাঙ্গত্বমুচ্যতে।।২৬০।।
কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।
ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যঙ্গান্তরপাতিতা।।২৬১।।

অনুবাদ। বিবেকাদি ভক্ত্যধিকারিগণের বিশেষত্বকে আশ্রয় করে অর্থাৎ তাঁহাদিগের বিশেষণরূপে অবস্থান করে, অতএব বিবেকাদিও ভক্ত্যঙ্গ নহে। যম, নিয়ম ও শৌচ প্রভৃতি কৃষ্ণসেবনোন্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়। অতএব ইহাদিগকেও ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত করা যুক্তিযুক্ত হয় না।।২৬০-২৬১।।

যথা স্কান্দে --

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।।২৬২।।

অনুবাদ। যথা স্কন্দপুরাণে—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণসমূহ বিস্ময়কর নহে; কারণ যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই পরদুঃখকর হন না।।২৬২।।

তত্রৈব --

অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃশান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্।।২৬৩।।

অনুবাদ। উক্ত গ্রন্থেই, যথা—অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপস্যা, শান্ত্যাদি গুণসমূহ হরিসেবনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করে।।২৬৩।।

সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ।।২৬৪।।

অনুবাদ। এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয় করা হউক কিংবা বহু ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয় করা হউক, অনুষ্ঠানকারীকে ভক্তি তাঁহার অভিপ্রায়ানুসরে নিষ্ঠানুরূপ সিদ্ধি দেন।

তথ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ---"এক অঙ্গ সাধে কেহ, সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।।২৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধনেতি--জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদিগ্রহণেনৈব শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ। নাঙ্গতেত্যত্র উত্তমায়ামিতি শেষঃ। ভক্ত্যঙ্গানাং মধ্যে শ্রবণকীর্তনাদের্ধনাদিদ্বারত্বং প্রায়ো ন সম্ভবতি, কিন্তু পরিচর্যাঘটকীভূত-যাবদ্ব্যাপারস্য একদা কর্তুমসাধ্যত্বেন যস্য যস্য ধনশিষ্যাদি-দ্বারত্বং, তস্য তস্যৈব মুখ্যত্বহানিঃ ন তু সর্বেষামিতি বোধ্যম্। গীতোক্ত বিবেকাদীন্যেষাং ভক্ত্যধিকারিণাং দশাবিশেষ-বিশেষত্বমেব সংশ্রয়ন্তি। নত্বমীষাং বিবেকাদীনামঙ্গত্বমুচিতমিত্যর্থঃ। যতো যমাদয়ঃ কৃষ্ণোন্মুখং জনং স্বয়মেব প্রাপ্নুবন্তি, তেষাং স্বতঃসিদ্ধা এব যমাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ। ননু যেষাং ভক্তানাং স্বতঃসিদ্ধা যমাদয়ো ন ভবন্তি, তে কৃষ্ণবহির্মুখা এব, তত্রাহ--উন্মুখং কৃষ্ণ উৎকৃষ্টমুখমিত্যর্থঃ। হরিসেবায়ামভি সর্বতোভাবেন কামিনং জনমমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে স্বয়মেব প্রপন্না ভবন্তীত্যর্থঃ। শ্রবণকীর্তনাদীনাং মধ্যে মুখ্যতয়া ক্রিয়মানমেকঙ্গং যস্যাঃ সা। তথা চান্যাঙ্গানি তু গৌণতয়া ক্রিয়মানানীতি লভ্যতে। আশ্রিতান্যনেকাঙ্গানি যস্যাঃ সা। অত্র কল্পদ্বয়মেব শ্রেষ্ঠমিত্যাহস্ববাসনেতি।।২৫৯-২৬৪।।

তত্রৈকাঙ্গা

যথা গ্রন্থান্তরে --

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।।২৬৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে একাঙ্গা ভক্তি, যথা গ্রন্থান্তরে---শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীহরির কথা শ্রবণদ্বারা পরীক্ষিৎ, উহা কীর্তন করিয়া শুকদেব, হরিকে স্মরণদ্বারা প্রহ্লাদ, তাঁহার শ্রীচরণকমল ভজন করিয়া লক্ষ্মীদেবী, তাঁহাকে অর্চন করিয়া রাজা পৃথু, তাঁহার স্তব করিয়া অক্রূর, তাঁহার দাস্যপ্রভাবে হনূমান্, তৎসহ সখ্যদ্বারা অর্জুন, তাঁহাকে সর্বস্ব আত্মনিবেদন করিয়া বলি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রত্যেকেই একাঙ্গভক্তি-সাধনদ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।।২৬৫।।

অনেকাঙ্গা

যথা নবমে --

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে।।২৬৬।।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।।২৬৭।।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চদাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ।। ইতি।।২৬৮।।

অনুবাদ। অনেক-অঙ্গা ভক্তি, যথা নবমস্কন্ধে—(শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন—) মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনে বাক্যকে, হরিমন্দিরমার্জনে করদ্বয়কে ও অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে কর্ণযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমুকুন্দের শ্রীমূর্তি, শ্রীমন্দির, শ্রীমথুরাদিধাম ও শ্রীভগবদ্ভক্ত দর্শনে নেত্রদ্বয়কে, শ্রীবিষ্ণুভক্তগণকে অঙ্গস্পর্শে স্ব-অঙ্গকে, ভগবচ্চরণকমল-সংশ্লিষ্ট শ্রীমতী তুলসীর গন্ধ-আঘ্রাণে নাসিকাকে, ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হরিধামে পুনঃ পুনঃ যাওয়ার জন্য চরণদ্বয়কে, হৃষীকেশের চরণকমল-প্রণামের জন্য মস্তককে বিষয়ভোগেচ্ছার পরিবর্তে ভগবদ্দাস্যপ্রাপ্তির ইচ্ছায় কামনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।।২৬৬ -২৬৮।।

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্যাদয়ান্বিতা।
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্যাদামার্গ উচ্যতে।।২৬৯।।

অনুবাদ। শাস্ত্রকথিত প্রবল-মর্যাদাবিশিষ্ট এই বৈধীভক্তিকে কোন কোন পণ্ডিত মর্যাদা-মার্গ বলেন।।২৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদঙ্ঘ্রিভজন ইত্যত্র তথাঙ্ঘ্রি ভজনে ইত্যর্থঃ। মুকুন্দস্য লিঙ্গানাং প্রতিমানাঞ্চালয়ানাং মন্দিরানাঞ্চ মথুরাদিনিত্যসিদ্ধধাম্নাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে, তুলস্যাস্তুলসী-সম্বন্ধিনি পাদসরোজ-সৌরভে, তথা চ চরণারবিন্দার্পিতায়াং তুলস্যাং ঘ্রাণ-সংযোগে সতি চরণারবিন্দতুলস্যোর্দ্বয়োরেব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি ভাবঃ। তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নে রসনাং জিহ্বাম্। হরেঃ ক্ষেত্রং মথুরাদি। পদমন্যত্রাপি তন্মন্দিরাদি, তদনুসর্পণে তত্রতত্র পুনঃপুনর্গমনে হৃষীকেশস্য পদয়োশ্চরণয়োঃ পদানাং ভক্তানাঞ্চাভিবন্দনে। এতৎ সর্বং তথা চকার যথা উত্তমঃশ্লোক জনাঃ প্রহ্লাদাদয়স্তত্র তত্র এবাশ্রয়ো যস্যাস্তথাভূতা নিষ্কামৈব রতিঃ স্যাৎ। ন তু কামকাম্যয়া কাম্যবস্তুনঃ কামনয়া তৎসর্বং ন চকারেত্যর্থঃ। শাস্ত্রোক্তা মর্যাদা যদি প্রবলা ভবতি, প্রথমতো ভক্তিপ্রবৃত্তৌ প্রযোজিকা ভবতি, তদা তয়া মর্যাদয়ান্বিতা ইয়ং বৈধী ভক্তিঃ কৈশ্চিজ্জ্ঞনৈর্মর্যাদামার্গ ইতি সংজ্ঞয়োচ্যতে।।২৬৬-২৬৯।।

অথ রাগানুগা

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।।২৭০।।

অনুবাদ। অতঃপর রাগানুগা ভক্তি—ব্রজবাসিজনাদিতে যে ভক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশমান দেখা যায়, সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।।২৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং যথা স্যাত্তথা বিরাজন্তীং রাগাত্মিকাং ভক্তিমনুসৃতা যা, সা রাগানুগোচ্যতে।।২৭০।।

রাগানুগাবিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে।।২৭১।।

অনুবাদ। রাগানুগা ভক্তি জানিবার জন্য প্রথমে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হইতেছে।।২৭১।।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।।২৭২।।

অনুবাদ। অভিলষিত বিষয়ে (পরমতৃষ্ণাবশতঃ) স্বাভাবিক অত্যন্ত অভিনিবেশকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়।।২৭২।।

শব্দার্থ। স্বারসিকী—স্বাভাবিকী। পরমাবিষ্টতা—প্রেমময় তৃষ্ণাবশতঃ অত্যন্ত (গাঢ়) অভিনিবেশ ।।২৭২।।

সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা।।২৭৩।।

অনুবাদ। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধা, যথা---(১) কামরূপা ও (২) সম্বন্ধরূপা।।২৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাগাত্মিকা—ইষ্টে স্বানুকূল্য বিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী যা পরমাবিষ্টতা আবেশঃ। অত্র আবিষ্টতাপদং তদ্ধেতুপরম্। তথা চাবেশজনকীভূত প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা তৃষ্ণা রাগো ভবেৎ। তন্ময়ী তদেক-প্রচুরা তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। তথা চেষ্টে স্বারসিকাবেশজনকীভূতা যা প্রেমময়তৃষ্ণা, তৎপ্রেরিতা যা মাল্যগুম্ফনাদি-পরিচর্যা, রাগাত্মিকেতি সমুদয়ার্থঃ। এবং সতি তৃষ্ণারূপরাগস্যানুসরণাসম্ভবেঽপি ন ক্ষতিরিতি বোধ্যম। সা রাগাত্মিকা কামরূপা কামেন রাগবিশেষ স্বরূপেণ রূপ্যতে ক্রিয়ত ইতি তথা। এবং সম্বন্ধেন তদ্ধেতুকরাগবিশেষেণ রূপ্যতে ক্রিয়ত ইতি। তথা চ কাম প্রেরিতা পরিচর্যা এবং সম্বন্ধ-প্রেরিতা পরিচর্যেতি দ্বিবিধা রাগত্মিকেত্যর্থঃ। যদ্যপি কামরূপায়ামপি সম্বন্ধবিশেষোঽস্ত্যেব তথাপি পৃথগুপাদানং সম্বন্ধানাং মধ্যে কামস্য প্রাধান্যপ্রতিপাদনায়। যথা সর্বঃ সমায়াতি রাজা চেত্যত্র রাজ্ঞঃ সর্বান্তঃপাতিত্বেপি পুনস্তস্য কথনং প্রাধান্যপ্রতি পাদনার্থম্।।২৭১-২৭৩।।

তথা হি সপ্তমে (৭।১।২৯-৩০)—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ।।২৭৪।।
কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।। ইতি।।২৭৫।।

অনুবাদ। সপ্তমস্কন্ধে যথা (শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিলেন)—হে মহারাজ! যেমন ভক্তিদ্বারা ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া মানবগণ ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কাম, দ্বেষ,

ভয় ও স্নেহবশতঃ তাঁহাতে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহাতে আবেশহেতু তত্তজ্জাত পাপ বর্জনপূর্বক বহুলোক ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভয় ও দ্বেষদ্বারা পাপ জন্মে, কিন্তু কাম ও স্নেহদ্বারা নহে। গোপীবৃন্দ কামদ্বারা, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপালাদি নৃপতিগণ দ্বেষদ্বারা, যাদববৃন্দ সম্বন্ধদ্বারা, তোমরা পাণ্ডববৃন্দ স্নেহদ্বারা এবং আমরা ঋষিগণ ভক্তিদ্বারা তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছি।।২৭৪-২৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কামাদিতি--অত্র স্বয়মেবোৎ পদ্যমানানাং কামানাং বিধাতুমশক্যত্বাৎ তন্ময়ীনাং কথমপি ন বৈধীত্বম্। যশ্চ তস্মাদ্ বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাদিতি লিঙ্ প্রত্যয়ঃ শ্রূয়তে, সোঽপি সম্ভাবনায়ামেব সম্ভবতি--তথা চ কামাদিত্যাদিনা মনো যোগঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি বাক্যন্তু পূর্বোক্তস্যানুবাদপরমেব ন তু স্বতন্ত্র বিধিবাক্যম্। যথাযথবদ্ভক্ত্যা বৈধীভক্তিসাধারণভক্তি সামান্যেন তদ্‌গতিং তদ্রূপাং গতিং গম্যং প্রাপ্যমিতি যাবৎ, গতাঃ প্রাপ্তাঃ। তদঘমিতি--তেষাং মধ্যে যদ্ দ্বেষভয়য়োরঘং তৎ তদাবেশ-প্রভাবেণ হিত্বেত্যর্থঃ। ন তু কামেঽপ্যঘং মন্তব্যম্। 'দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজ প্রিয়া' ইতি তস্য কামস্য দ্বেষাদিগণ-পাতিতামুল্লঙ্ঘ্য স্তুতত্বাৎ।।২৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোপ্য ইতি--ন চ নিত্য সিদ্ধানাং গোপীপ্রভৃতীনাং কথং কামাদেঃ প্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে ইতি বাচ্যম্। কৃষ্ণাবতারপ্রাকট্যসময়ে পূর্বরাগবতীনাং তাসাং কামাধীনানাং প্রাপ্তিরিতি বিবক্ষিতত্বাৎ। এবং বৃষ্ণ্যাদয়োঽপি।।২৭৫।।

আনুকূল্যবিপর্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্তিতা।।২৭৬।।
কিংবা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্র সাধনে।
ভক্ত্যা বয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরতা।।২৭৭।।

অনুবাদ। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করায় বহু অঙ্গ থাকা-সত্ত্বেও কাম ও সম্বন্ধমাত্রকে রাগানুগঃ ভক্তির মধ্যে গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, আনুকূল্যের অতিক্রম হেতু ভয় ও দ্বেষ ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া বর্জিত হইয়াছে এবং স্নেহশব্দ সখ্যবাচক হইলেও তাহা বৈধী ভক্তির অন্তর্গত হওয়ায় তাহার রাগানুগা ভক্তিতে উপযোগিতা নাই। আর স্নেহশব্দ প্রেমবাচক হইলে সাধনভক্তিতে উহার উপযোগিতা নাই। 'ভক্ত্যা বয়ম্' অর্থাৎ ভক্তিতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি---এখানে ভক্তিকে বৈধী ভক্তিই স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।।২৭৬-২৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু কামাদ্‌দ্বেষাদিতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ রাগদ্বেষাদীনাং বহুনামঙ্গত্বে প্রাপ্তে, অন্যৎ সমম্। তদপি ভাবময়-কামদ্বেষাদীনাং যাদৃশাতিশয় চিত্তাবেশহেতুত্বং তদপেক্ষয়া ন্যূনাবেশহেতুত্বং বৈধভক্তেরিতি ব্যঞ্জনার্থমেব। অন্যৎ সমম্। কিং পুনঃ সর্বৈন্দ্যমানো রাগাত্মিকাভক্তিযোগ ইতি। ননু ভক্তিদ্বেষয়োর্নিরাসেঽপি তচ্ছ্লোকস্থ-স্নেহঃ কথং শুদ্ধরাগাত্মিকামধ্যে ন গণিতস্তত্রাহ--স্নেহস্যেতি। অন্যৎ সমম্।।২৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্ত্যেতি---পারিশেষ্য--প্রামাণ্যেন বৈধীত্বে এব পর্যবসানাৎ। অতো ন তস্যা

অপ্যত্র উপযোগ ইতি ভাবঃ। নারদস্যৈশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্যাৎ পূর্বজন্মনি বৈধী ভক্তিরেব মহদ্ভিরুপদিষ্টেতি জ্ঞেয়ম্।।২৭৭।।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ।।২৭৮।।

অনুবাদ। পূর্বে ২৭৪ সংখ্যক শ্লোকে 'বহবস্তদ্গতিং গতাঃ' বলায় মনে হয় যে শত্রুগণ ও প্রিয়গণের গন্তব্য স্থান একই। ইহাতে সন্দেহ হয়, কি করিয়া এরূপ হইতে পারে? এই সন্দেহ পরিহার করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন—শত্রুগণ ও প্রিয়গণের যে গন্তব্যস্থান একই বলা হইয়াছে, উহার কারণ—শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মের (স্থূলতঃ) ঐক্যহেতু।

তথ্য। এই ঐক্য হইল সূর্য ও কিরণের ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যস্থানীয় ও ব্রহ্ম কিরণস্থানীয়। প্রিয়গণ সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণে গতি লাভ করেন এবং শত্রুগণ কিরণস্থানীয় ব্রহ্মেই গতি প্রাপ্ত হন। যদিও কিরণ ও সূর্য একবস্তু, তথাপি তন্মধ্যে যেরূপ অঙ্গাঙ্গী পার্থক্য, ব্রহ্মে ও শ্রীকৃষ্ণে তদ্রূপ পার্থক্য জানিতে হইবে।।২৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র 'বহবস্তদ্গতিং গতাঃ' ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্যতি--যদ্বীণামিতি। অরিণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিব মুনিনা যদুক্তং, তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ। বস্তুতস্তু স্বরূপদ্বয়াভাবেন দ্বয়োরৈক্যেঽপি রসময়স্য কৃষ্ণস্য মাধুর্যাধিক্যাদেব ব্রহ্মণঃ সকাশাদাধিক্যমস্ত্যেব। অতএবারেঃ সকাশাদপি প্রিয়াণামাধিক্যং স্বয়মেব সিদ্ধমেতদেবা-ভিন্নয়োরপি সূর্যতৎকিরণয়োর্মধ্যে কিরণাপেক্ষয়া মাহাত্ম্যাদি বহুতরগুণেনাধিকস্য সূর্যস্য দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি--কিরণাকোপমাজয়োরিতি। অনয়োঃ কিরণার্কোপমানে ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪০) যথা--যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। অস্যার্থো যথা--প্রভবতো যস্য গোবিন্দস্য তদ্ব্রহ্ম প্রভা, ব্রহ্ম কীদৃশং ব্রহ্মাণ্ড-কোটিকোটিষু অশেষপৃথ্বীজলাদি বিভূতেঃ সকাশাদ্ ভিন্নম্। তদপি অশেষভূতং অশেষ বিভূতিস্বরূপম্। নিষ্কলং কলা অংশস্তদ্রহিতম্। শ্রীভগবদ্গীতা চ--ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি (১৪।২৭) তত্রৈব স্বামিটীকা চ দৃশ্যা; প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভেতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাত্মরামাণামপি ভগবদ্গুণৈরাকর্ষণমুপপদ্যেত।।২৭৮।।

ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে।।২৭৯।।

অনুবাদ। শ্রীহরির শত্রুগণের গতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে—শ্রীহরির শত্রুগণ প্রায় ব্রহ্মে লীন হয়। অবশ্য কেহ কেহ স্বারূপ্যের আভাস পাইয়াও ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়।।২৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অরীণাং ব্রহ্মগতিমেব বিবৃণোতি অরীণাং মধ্যে কেচিদ্ধরেঃ রিপবঃ ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি। কেচিচ্ছৃগালবাসুদেবাদয়ঃ সারূপ্যাভাসং প্রাপ্যাপি তৎসুখে মজ্জন্তি।।২৭৯।।

তথা চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে --

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।। ইতি।।২৮০।।

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, যথা—সিদ্ধলোক প্রকৃতির পরপারে বিদ্যমান। সেখানে সিদ্ধগণ ও শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যবৃন্দ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন।।২৮০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র ব্রহ্মণি লয়প্রাপ্তানাং প্রমাণং নিভৃতমরুদিত্যর্ধশ্লোকেন বক্ষ্যতে ইত্যাভিপ্রায়েণ প্রাপ্ত-সালোক্যানাং প্রমাণমাহ—তথা চেতি। তমসঃ প্রকৃতেঃ; সিদ্ধা মুনয়ঃ। তথা দৈত্যাশ্চ ব্রহ্মসুখে মগ্না সন্তঃ তত্র বসন্তি।।২৮০।।

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ।।২৮১।।

অনুবাদ। (ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণের গতির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন--) ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ কোন বিশেষ রাগবশতঃ ভগবদ্ভজন করিয়া প্রেমরূপ তাঁহার শ্রীচরণ কমলের সুধা প্রাপ্ত হন।।২৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র গোপীনাং বিশেষমাহ—রাগবন্ধেনেতি। তস্য প্রিয়া জনাস্তং ভজন্তঃ সন্তস্তদঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা ব্রজন্তি প্রাপ্নুবন্তি।।২৮১।।

তথা হি শ্রীদশমে (১০।৮৭।২৩) --

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্-
মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ।। ইতি।।২৮২।।

অনুবাদ। শ্রীদশমস্কন্ধে, যথা—(শ্রুতিগণ বলিলেন--হে ভগবন্!) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া সুদৃঢ় যোগযুক্ত হইয়া মুনিগণ হৃদয়ে যে ব্রহ্মতত্ত্বের আরাধনা করেন, আপনার শত্রুগণও আপনাকে (ভবদীয় অবতারকে) মরণকালে স্মরণপূর্বক তৎপ্রভাবে তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু আপনার অহীন্দ্রদেহোপম ভূজদণ্ডে অত্যাসক্তচিত্ত গোপনারীগণ আপনার প্রেমমাধুর্য পাইয়াছেন। আমরা শ্রুতিগণ তাঁহাদের সহিত সমভাবযুক্ত হইয়া তাঁহাদের তুল্যতা লাভ করিয়া (অর্থাৎ জন্মান্তরে গোপীতনু লাভ করিয়া) তাঁহাদের ন্যায় আপনার প্রেম মাধুর্য পাইব।।২৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র ব্রহ্মণ্যেব লয়মিতি পদ্যার্ধেন রাগবন্ধেনেতি পদ্যেন চ সহ দশমস্থ-শ্রুতিবাক্যং তুলয়তি--নিভৃতেতি। প্রতিযুগ্মান্তস্থস্যাপি শব্দস্য দ্বয়েন যুগদ্বয়ং পৃথগবগম্যতে। ততশ্চ নিভৃতৈর্নিতরাং ধৃতৈরথার্দ্ধারণাদিনা বশীকৃতৈর্মরুন্মনোক্ষৈঃ করণৈর্দৃঢ়যোগ যুক্তা মুনয়ঃ যদ্ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বমুপাসতেমাত্রং, প্রাপ্তৌ তু সম্ভাবনা এব, তদরয়োপি স্মরণাদ্ যযুঃ প্রাপুঃ। উরগ শরীরতুল্যে কৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডে বিষক্তধিয়ঃ; অন্যৎ সমম্।।২৮২।।

তত্র কামরূপা

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।।২৮৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কামরূপা ভক্তি---যে প্রসিদ্ধা প্রেমরূপা ভক্তি জড়ীয় কামকেও তাহার বিকৃতভাব পরিবর্তিত করিয়া স্বস্বরূপে লইয়া যায় অর্থাৎ প্রেমরূপে পর্যবসিত করে, তাহাকে কামরূপা ভক্তি বলে। উহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধনার্থই উদ্যম রহিয়াছে।।২৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র কামরূপেতি--কামোঽত্র স্বেষ্টবিষয়ক রাগাত্মিকপ্রেম-বিশেষত্বেনাগ্রে নিরূপণীয়ঃ। কামস্য বক্ষ্যমাণ-প্রেমরূপত্বমেবাত্রাহ--সা প্রসিদ্ধা প্রেমরূপৈবাত্র কামরূপা, ন ত্বন্যবিধা ইতি কামরূপায়াঃ লক্ষণং জ্ঞেয়ম্। তস্যাঃ কার্যমাহ--যা কামত্বেন প্রসিদ্ধাং সম্ভোগ তৃষ্ণাং স্বতাং স্বরূপতাম্ অর্থাৎ প্রেমময়তাং নয়তি। তস্যাঃ প্রেমরূপত্বে হেতু যদ্ যস্মাদস্যাং সম্ভোগতৃষ্ণায়াং সত্যাং কৃষ্ণসৌখার্থমেব কেবলং ব্রজসুন্দরীণাং সর্বত্রোদ্যমঃ।।২৮৩।।

ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্।
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।২৮৪।।

অনুবাদ। এই কামরূপা ভক্তি ব্রজদেবীগণেই সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান। ব্রজদেবীগণের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন এক অদ্ভুত মাধুর্য প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই কামক্রীড়ার কারণ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ উক্ত প্রেমবিশেষকে কাম বলেন।।২৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেব দর্শয়তি--ইয়ন্তিতি। ননু তাদৃশ-প্রেমা কথং শাস্ত্রকারৈঃ কামশব্দেনোচ্যতে? তত্রাহ--তত্তদেতি। কামজন্য-তত্তৎক্রীড়ায়া নিদানত্বাৎ কারণত্বাদ্ বুধৈঃ কামশব্দেনোচ্যতে।।২৮৪।।

তত্রা চ তন্ত্রে --

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।। ইতি।।২৮৫।।

অনুবাদ। তন্ত্রে, যথা---গোপরামাগণের প্রেমই 'কাম' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।।২৮৫।।

ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ।।২৮৬।।

অনুবাদ। এই হেতু ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদিও এই কামরূপ প্রেম বাঞ্ছা করেন।।২৮৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'এতাঃ পরং তনুভৃতঃ' ইতি দশমস্থপদ্যানুসৃত্য কামস্য প্রেমরূপত্বে হেতুমাহ--ইতীতি। ইতি হেতোর্ভগবৎপ্রিয়া উদ্ধবাদয়োঽপি।।২৮৬।।

কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা।।২৮৭।।

অনুবাদ। কিন্তু কুব্জাতে যে রতি দৃষ্ট হয়, সেই রতি (শুদ্ধপ্রেমরীতির অভাবহেতু কামরূপা রতি নহে) কামপ্রায়া রতি বলিয়া বুধগণ স্বীকার করিয়াছেন।।২৮৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কামপ্রায়েতি---'যত্তে সুজাত' ইত্যাদি শুদ্ধপ্রেমরীত্যদর্শনাৎ, প্রত্যুত উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্যেত্যাদি কামরীতিমাত্র-দর্শনাৎ। তথাপি রতিঃ কৃষ্ণবিষয়কত্বাদংশেন জ্ঞেয়া।।২৮৭।।

তত্র সম্বন্ধরূপা

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।

অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ।

যদৈশ্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা।।২৮৮।।

অনুবাদ। সম্বন্ধরূপা ভক্তি---আমি গোবিন্দের পিতা ইত্যাদিরূপ অভিমানই সম্বন্ধরূপা ভক্তি বলিয়া অভিহিত। 'সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ' এই বৃষ্ণিশব্দ কেবল উপলক্ষণ। ইহাতে গোপগণকেও জানিতে হইবে। কারণ ঈশ্বরত্বজ্ঞান নাই বলিয়া রাগভক্তিতে গোপগণের প্রাধান্য।।২৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্রোপলক্ষণতয়েতি---'সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ' ইত্যত্র বৃষ্ণীনামুপলক্ষণতয়া বল্লভা মতাঃ প্রাপ্তাঃ। অত্র বৃষ্ণিবল্লবোভয়পরলক্ষণায়াং বীজমাহ-যদিতি। এষাং বল্লভানাম্। অয়ং ভাবঃ 'ভক্ত্যা বয়র্মি'ত্যত্র পারিশেষ্যাদ্ বৈরী ভক্তিরেব ব্যাখ্যাতা, তদ্ব্যতিরিক্তরাগভক্তৌ বক্তুমুচিতায়াং প্রথমতো যথা রাগবিশেষ কামাত্মিকানামুদাহরণে প্রধানত্বাৎ গোপ্য উক্তাস্তথৈব রাগ বিশেষস্য সম্বন্ধস্যাপ্যুদাহরণে প্রধানত্বাদ্ বল্লবা নিবেশনীয়াঃ। অন্যথা ক্রমভঙ্গো ন্যূনতাপতিশ্চ।।২৮৮।।

কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্রস্বরূপকে।

নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্র সম্যগ্ বিচারিতে।।২৮৯।।

অনুবাদ। প্রেমমাত্রহেত্বাত্মক কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা দ্বিবিধা ভক্তি নিত্যসিদ্ধগণকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া এই সাধনভক্তিপ্রকরণে উক্ত ভক্তিদ্বয় সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল না।।২৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু কামসম্বন্ধয়োর্বহবো ভেদাঃ সন্তি, তেষাং ভেদঃ কথং নোক্তস্তত্রাহ--কামেতি। তে দ্বে কামসম্বন্ধরূপে প্রেমমাত্রস্বরূপিকে প্রেমমাত্রস্বরূপং যয়োস্তথাভূতে। নিত্যসিদ্ধাঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদয় এবাশ্রয়া মূলস্থানানি যয়োস্তয়োর্ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা। অত্র সাধন প্রকরেণ ন সম্যগ্ বিচারিতে, কিন্তু তৎপ্রকরণ এব বিচরয়িষ্যেতে ইত্যর্থঃ।।২৮৯।।

রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধা রাগানুগা চ সা।

কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে।।২৯০।।

অনুবাদ। রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধা বলিয়া রাগানুগা ভক্তিও কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা--এই দুই প্রকার।।২৯০।।

তত্রাধিকারী

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।

তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।।২৯১।।

অনুবাদ। উহাতে অধিকারী---যাঁহার কেবল রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণের ভাবপ্রাপ্তির জন্য লোভ, তাঁহারই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার।।২৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রসঙ্গতো রাগাত্মিকায়া লক্ষণ মুক্ত্বা প্রস্তুতয়া রাগানুগায়া লক্ষণমাহ--- 'রাগাত্মিকায়া' ইতি। রাগাত্মিকাভক্তৌ একনিষ্ঠাং যেষাং তেষাং ব্রজবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণে যো ভাবস্তৎসজাতীয়ভাবাপ্তয়ে লুব্ধ ইত্যর্থঃ।।২৯১।।

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।।২৯২।।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-গ্রন্থাদিতে নন্দ-যশোদা প্রভৃতির ভাবমাধুর্যাদি শ্রবণমাত্রই শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া উহা প্রাপ্তির জন্য অভিলষিতা বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ।।২৯২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রীভাগবতাদিপ্রসিদ্ধাবতারলীলা-বর্ণনময়শাস্ত্রসামান্যে শ্রুতে শ্রবণ দ্বারা যৎকিঞ্চিদনুভূতে সতি যচ্ছাস্ত্রং বিধিবাক্যং নাপেক্ষতে, যুক্তিঞ্চ ন, কিন্তু প্রবর্তত এবেত্যর্থঃ। তদেব লোভোৎপত্তেঃ লক্ষণমনুমাপকং, তাদৃশ হেতুজ্ঞানাদেব লোভোৎপত্তিরনুমীয়ত ইত্যর্থঃ। ন ত্বত্র লক্ষণং লোভোৎপত্তেঃ স্বরূপমিতি ব্যাখ্যাতুং শক্যং, শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষাভাবস্য স্বরূপত্বা ভাবাৎ।।২৯২।।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে।।২৯৩।।

অনুবাদ। রতির উদয় না হওয়া অবধি বৈধী ভক্তিতে অধিকার, যেহেতু বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা রহিয়াছে।।২৯৩।।

ভাবার্থ। শাস্ত্রশাসনবশতঃ ভক্তিতে যে প্রবৃত্তি ও শাস্ত্রানুসারে যাহা অনুষ্ঠান করা হয়, উহাই বৈধী ভক্তি। ব্রজবাসিগণের ভাবমাধুর্যে লোভহেতু যে ভক্তিপ্রবৃত্তি এবং যাহাতে শাস্ত্রশাসন বা যুক্তির অপেক্ষা নাই, উহাই রাগানুগা ভক্তি।।২৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র সাধনপ্রকরণে বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবস্য রতেরাবির্ভাব-পর্যন্তং শাস্ত্রং তথানুকূলতর্কং চাপেক্ষতে; রত্যুত্তরন্তু নাপেক্ষতে; রাগভক্তৌ তু প্রথম-প্রবৃত্তিমারভ্য লোভোৎপত্তৌ কদাপি নাপেক্ষত ইতি মহানুৎকর্ষঃ। কিন্তু যত্র লোভো জাতস্তৎ প্রাপ্ত্যর্থং শাস্ত্রাদ্যনুসন্ধানম্ এবং শাস্ত্রোক্তসাধনানুসন্ধানঞ্চাবশ্যকর্তব্যমেব।।২৯৩।।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।২৯৪।।

অনুবাদ। কৃষ্ণকে ও সাধকের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে স্মরণ করিয়া (সাধক) তাঁহাদের কথায় অনুরাগী হইয়া সতত ব্রজে বাস করিবেন।।২৯৪।।

শব্দার্থ। ব্রজে বাস---সমর্থ হইলে দেহদ্বারা এবং অসমর্থপক্ষে মানসে ব্রজে বাস। নিজসমীহিত--স্ব-অভীষ্ট অর্থাৎ নিজের সহিত সমবাসনা-যুক্ত।।২৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ---কৃষ্ণমিত্যাদিনা। প্রেষ্ঠং স্বপ্রিয়তমং কিশোরং নন্দনন্দনং স্মরন্ এবমস্য তাদৃশকৃষ্ণস্য ভক্তজনম্, অথচ স্বস্য সম্যগীহিতং স্বসমানবাসনমিতি যাবৎ। তথা চ তাদৃশং জনং স্মরন্ ব্রজে বাসং কুর্যাৎ। সামর্থ্যে সতি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থান বৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্যাৎ। তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।।২৯৪।।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।২৯৫।।

অনুবাদ। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যিনি লোভেচ্ছু তিনি সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত শরীরদ্বারা ও সিদ্ধরূপে অন্তরে চিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী শরীরদ্বারা কৃষ্ণের ব্রজস্থ প্রিয়তম জনগণের ও তদনুগ জনগণের অনুসরণ করিয়া সেবা করিবেন।।২৯৫।।

তথ্য। ব্রজলোকানুসারতাঃ---ব্রজস্থিত ললিতাদি সখীবৃন্দ ও রূপমঞ্জর্যাদি মঞ্জরীবৃন্দ এবং শ্রীরূপগোস্বাম্যাদি গোস্বামিগণ জানিতে হইবে। সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জর্যাদি মঞ্জরীগণের অনুসরণে এবং সাধকদেহে শ্রীরূপগোস্বাম্যাদি প্রভুগণের অনুসরণে সেবা করিতে হয়।।২৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন, সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতা-ভীষ্টতৎসেবোপ-যোগিদেহেন---তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যো ভাবো রতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা ব্রজলোকাস্তত্তৎ-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্যাদ্যা স্তদনুগতাঃ শ্রীরূপ-সনাতনগোস্বামি প্রভৃতয়শ্চ তেষামনুসরতঃ। তথাচ সিদ্ধরূপেণ মানসী সেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্যাদীনামনুসারেণ কর্তব্যা। সাধকরূপেণ কায়িক্যাদিসেবা তু শ্রীরূপসনাতনাদিব্রজবাসিজনানামনুসারেণ কর্তব্যেত্যর্থঃ। এতেন ব্রজলোক-পদেন ব্রজস্থশ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যা এব গ্রাহ্যাঃ। তাসামনুসারেণৈব সাধকদেহেন কায়িক্যাদি-সেবাপি কর্তব্যা। এবং সতি তাভির্গুরু-পাদাশ্রয়ণৈকাদশীব্রত-শালগ্রামতুলসী-সেবাদয়ো ন কৃতাঃ, তদনুগতৈরস্মাভিরপি ন কর্তব্যা ইত্যাধুনিক সৌরম্যমতমপি নিরস্তম্। অতএব শ্রীজীবগোস্বামি চরণৈরপ্যস্য গ্রন্থস্য টীকায়াং দুর্গমসঙ্গমনী-নাম্নাং--তথৈবোক্তম্; তদ্ যথা ব্রজলোকাস্তত্তৎ-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জনাস্তদনুগতাঃ তদনুসারত ইতি।।২৯৫।।

শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।।২৯৬।।

অনুবাদ। বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি স্ব-স্ব-ভাবোচিত যে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ উক্ত হইয়াছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও উহারা অঙ্গ, ইহা মনীষিবৃন্দ জ্ঞাত হইবেন।।২৯৬।।

তাৎপর্য। এখানে তাৎপর্য এই যে---রাগানুগ ভক্তও নিজ-অধিকার-অনুসারে বৈধ অঙ্গের অনুশীলন করিবেন।।২৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি---গুরুপাদাশ্রয়ণাদীনি ত্বাক্ষেপলব্ধানি। তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি ন সিদ্ধ্যেদিত্যর্থঃ। মনীষিভিরিতি মনীষয়া বিমৃশ্যৈব স্বীয়ভাব-সমুচিতান্যেব তানি কার্যাণি; ন তু তদ্বিরুদ্ধানি। তানি চার্চনভক্তাবহংগ্রহোপাসনমুদ্রান্যাসদ্বারকাধ্যান

রুক্মিণ্যাদিপূজনানি আগমশাস্ত্র-বিহিতান্যপি নৈব কার্যাণি। ভক্তিমার্গেঽস্মিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদঙ্গ বৈকল্যেঽপি দোষাভাব-শ্রবণাৎ। যদুক্তমেকাদশে (১১।২।৩৫) যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহে'তি। (ভাঃ--১১।২৯।২০) ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যেত্যাদি।।২৯৬।।

তত্র কামানুগা

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।।২৯৭।।

সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা।।২৯৮।।

কেলিতাৎপর্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।

তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্যকামিতা।।২৯৯।।

অনুবাদ। উহাতে কামানুগা ভক্তি---কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই কামনুগা ভক্তি বলা হয়। উহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা-ভেদে দুই প্রকার।।২৯৭-৯৮।।

তথ্য। স্ব-স্ব-অভীষ্ট ব্রজদেবীর যে ভাববিশেষ, উহাতে অভিলাষই যে ভক্তির আত্মা অর্থাৎ প্রবর্তিকা, সেই ভক্তিই মুখ্যা কামানুগা ভক্তি।।২৯৭-২৯৮।।

অনুবাদ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগা ভক্তির কেলিই উদ্দেশ্য। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা ভক্তিতে সেই সেই নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের ভাবমাধুর্যপ্রাপ্তির ইচ্ছাই একমাত্র তাৎপর্য।।২৯৯।।

শব্দার্থ। কেলি---সংযোগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেয়সীবৃন্দের মিলনবিধানই এস্থানে কেলি-শব্দের অর্থ।।২৯৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কামেতি--কামরূপানুগামিনী তৃষ্ণা কামানুগা ভবেদিত্যন্বয়ঃ। অত্র পূর্বব্যাখ্যাত-কামরূপাপদস্য কামপ্রেরিতা ক্রিয়া পরত্বাদত্রাপি সাধকভক্তনিষ্ঠ তৃষ্ণাপদস্য কামময়তৃষ্ণা-প্রেরিত-ক্রিয়াপরত্বং বাচ্যম্। তথাচ ব্রজসুন্দরীনিষ্ঠকামপ্রেরিতা যা ক্রিয়া তস্যা অনুগামিনী অনুসারিণী যা সাধকভক্তনিষ্ঠ-কামময়তৃষ্ণা প্রেরিতা পরিচর্যাময়ী, সা কামানুগা ভক্তিঃ। ক্রিয়া চাত্র দ্বিবিধা--ভাবনাময়ী মানসী, পরিচর্যাময়ী বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপাররূপা চ। ন চ ব্রজসুন্দরীণাং ক্রিয়ানুসারেণৈব ক্রিয়ায়াঃ সাধকভক্তস্য কর্তব্যত্বেন বিহিতে তৎ কথং তাভিঃ ক্রিয়মাণা সূর্যপূজা শুদ্ধভক্তৈর্ন ক্রিয়তে? যদি চ ক্রিয়তে তদা ভক্তেঃ শুদ্ধত্বহানিঃ? কথং বা তাভির্ন কৃতম্, অথচ মহানুভবৈঃ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভৃতিভিঃ কৃতং বন্দনৈকাদশ্যাদিব্রতং সাধকভক্তৈঃ ক্রিয়ত ইতি বাচ্যম্; অনুগামিনী অনুসারিণীত্যেবার্থো ন ত্বনুকারিণীতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ। তথাচ তাসাং মতস্যানুকূল্যেনানুসরণমাত্রং, ন তু সামস্ত্যেন কর্তব্যত্বং, যথা বেদান্তমালম্ব্য যুক্তাদিভিঃ স্বৈনৈবাধিকতয়া ক্রিয়মাণা ব্যাখ্যা বেদান্তানুসারিণীতুচ্যতে। এতেন পূর্ববদাধুনিক-সৌরম্যমতমপি নিরস্তমিতি জ্ঞেয়ম্।।২৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সম্ভোগেচ্ছাময়ী যূথেশ্বরীবৎ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রীকৃষ্ণেন সহ সম্ভোগেচ্ছাপ্রেরিতা পূর্বোক্তদ্বিবিধক্রিয়েত্যর্থঃ। উদাহরণং যথা শাস্ত্রে--চন্দ্রকান্তিপ্রভৃতয়ঃ। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকেতি--তস্যাস্তস্যা নিজাভীষ্টায়া ব্রজসুন্দর্যা যো ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভাববিশেষস্তস্যাস্বাদনেঽত্র যা ইচ্ছা সৈবাত্মা প্রবর্তিকা

যস্যাঃ সেতি। ইয়ং পূর্বতঃ শ্রেষ্ঠা মুখ্যকামানুগা জ্ঞেয়া। সম্ভোগোঽত্র সংপ্রয়োগঃ, কেলিরপি স এবেত্যাহ। কেলিতাৎপর্যবতী ক্রিয়া এব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেদিত্যর্থঃ। তাসাং শ্রীকৃষ্ণেন সহ ভাবমাধুর্যস্যাস্বাদনে কামিতা কামনা যস্যাঃ সা তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা।।২৯৮-২৯৯।।

শ্রীমূর্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ।
পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ম্।।৩০০।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মাধুরী দর্শন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তৎপ্রেয়সীবৃন্দের লীলামাধুর্য শ্রবণ করিয়া যাঁহারা সেই ভার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরই এই দুই প্রকার রাগানুগা ভক্তিতে সাধনযোগ্যতা আছে। সুতরাং তাঁহারাই তাহাতে অধিকারী। পুরুষদিগেরও এই প্রকার কামানুগা ভক্তি হইয়াছে, পদ্মপুরাণে ইহা শুনিতে পাওয়া যায়।।৩০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীমূর্তেঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমায়া মাধুরীং প্রেক্ষ্য। এবং তৎপ্রেয়সীভিরপি প্রতিমারূপাভিঃ সহ শাস্ত্রে শ্রুতলীলাদিমাধুর্যমপ্যনুভূয় চ। তস্মাত্তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষত ইতি হি পূর্ব-গ্রন্থে (১।২।২৯২) যৎ কেবলং শ্রবণমাত্রমুক্তং, তত্র শ্রীমূর্তের্দর্শনেঽপি শ্রবণস্য সাহায্যমবশ্যং মৃগ্যত ইত্যভিপ্রেতম্। শ্রবণং বিনা মূলভূততত্তদ্রূপলীলাদ্যস্ফূর্তেঃ। তত্তল্লীলাশ্রবণন্তু শ্রীমূর্তিপ্রেক্ষণং বিনাপি কার্যকর মিত্যাহ--তত্তল্লীলেতি। অনয়োর্দ্বিবিধ-কামানুগয়োস্তেষু সাধনতা। অতএব তে জনা দ্বিবিধ-কামানুগাভক্তেরধিকারিণ-ইত্যর্থঃ।।৩০০।।

যথা --

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্।।৩০১।।
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাদিতি।।৩০২।।

অনুবাদ। যথা--পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া তদপেক্ষাও সুন্দরবিগ্রহ ভাবী অবতার হরি শ্রীকৃষ্ণকে (গোকুলে তাঁহার প্রেয়সীরূপে জন্মিয়া) সম্ভোগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।।৩০১।।

অনুবাদ। তাঁহারা সকলে গোকুলে স্ত্রীজন্ম পাইয়াছিলেন ও কামদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া সংসারমুক্ত হইয়াছিলেন।।৩০২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুরেতি---মহর্ষয়োঽত্র শ্রীগোকুলস্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীনাম্ অনুগত বাসনা জ্ঞেয়াঃ। তে চ রামং দৃষ্ট্বা ততোঽপি সুন্দরবিগ্রহং হরিং শ্রীকৃষ্ণম্ আগাম্যবতারমপি তৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রে প্রসিদ্ধং তং গোকুলে প্রেয়স্যো ভূত্বা উপভোক্তুমৈচ্ছন্---শ্রীরঘুনাথনিকটে মনসা তাদৃশং বরং বৃণ্বতেস্ম। তে চ মুনয়ঃ কল্পবৃক্ষাদিব রঘুনাথাদবচনেনৈব বরং লব্ধা দেশান্তরে গোপীনাং গর্ভে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ, সর্বত্র গোকুলনাম্না অতি বিখ্যাতে শ্রীমন্নন্দগোকুলে কথঞ্চিত্তাভ্য এবাগতাভ্যঃ সম্যগুৎপন্না হরিং

শ্রীকৃষ্ণমেব কামেন সংকল্পমাত্রেণ সংপ্রাপ্য ততস্তদনন্তরমেবমুক্তা ভবার্ণবাৎ প্রাকৃতত্বাংশাৎ। অতএব রাসক্রীড়ায়ামন্তর্গৃহনিরুদ্ধা নিরোধজন্য-বিরহেণৈব তেষাং প্রাকৃতত্বাংশো গতঃ। অস্য বিশেষব্যাখ্যা তু দশমটিপ্পন্যাং দ্রষ্টব্যা। ইদন্তু ভক্তেরননু সংহিতং ফলম্।।৩০১-৩০২।।

রিরংসা সুষ্ঠু কুর্বন্ যো বিধিমার্গেন সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে।।৩০৩।।

অনুবাদ। রিরংসা অর্থাৎ রমণেচ্ছাকে (সম্ভোগেচ্ছাকে) সুষ্ঠু করিবার উদ্দেশ্যে ব্রজসম্বন্ধলাভের ইচ্ছা না করিয়া যিনি কেবল বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তিনি দ্বারকার মহিষীত্ব পাইয়া থাকেন।।৩০৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'য' ইতি পুংলিঙ্গত্বেন নির্দেশো জনমাত্রবিবক্ষয়া স্ত্রী বা পুমান্ বেত্যর্থঃ। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমণেচ্ছায়াং লোভস্য প্রবর্তকত্বেপি নিজভাব-প্রাতিকূল্যানি তানি সর্বাণি শাস্ত্রবিহিতানীতি ত্যাগানৌচিত্যমিতি বুদ্ধ্যা যদি করোতি, তদা দ্বারকাপুরে মহিষী পরিজনত্বং প্রাপ্ণোতীত্যাহ---রিরংসামিতি। কেবলেনৈব সাকল্যেনৈবেতি যাবৎ। ন তু নিজভাবপ্রতিকূলান্ মহিষীপূজা-দ্বারকাধ্যানাদীন্ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিৎ অংশান্ পরিত্যজ্যেতি। তত্র এবকারার্থঃ 'নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গং ত্বেককৃৎস্নয়ো' রিত্যমরঃ। যেষান্তু বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণয়োর্মাধুর্যাস্বাদনেঽভিলাষঃ, অথচ ন্যাসমুদ্রাদিবৈধীমার্গানুসারেণ ভজনং, তেষাং দ্বারকায়াং ন রুক্মিণীকান্তস্য প্রাপ্তিস্তত্রাভিলাষা-ভাবাৎ। ন বা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ, রাগমার্গেণ ভজনাভাবাৎ। তস্মাত্তেষাং বিধিমার্গেণ ভজনকার্যস্য ঐশ্বর্যজ্ঞানস্য প্রাধান্যং যত্র, তথাভূতস্য বৃন্দাবনস্যাংশে গোলোকে রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ, ন তু শুদ্ধমাধুর্যময়ে বৃন্দাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্। গোলোকে শ্রীবৃন্দাবনস্যাংশত্বং শ্রীপ্রভুবরৈ রূপগোস্বামি-চরণৈঃ স্তবমালায়ামুপশ্লোকিতম্। স চ শ্লোকো যথা নন্দাপহরণে "লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো নাস্তি কাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সংদর্শ্য ভূয়ো গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দ।।" ইতি। অত্র বৈকুণ্ঠপদং কৃষ্ণবৈকুণ্ঠ-গোলোকপরমেব। যতো বৃন্দাবনস্য মাধুর্যোৎকর্ষদর্শনার্থং বন্ধুবর্গাণাং গোপানাং কৃষ্ণবৈকুণ্ঠে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিতগমনং দশমে বর্ণিতম্। তদ্বর্ণনং যথা (১০।২৮।১৫) "দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরমিতি। তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রুরোঽধ্যগাৎ পুরা। নন্দাদয়স্তু তদ্দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিবৃতাঃ। কৃষ্ণং চ তত্রচ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ। অত্র ব্রহ্মণো নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লোকং গোলোকমেব, ন তু রমাবৈকুণ্ঠং, পূর্বত্র স্বং লোকমিত্যত্র স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লোকমিতি ব্যাখ্যয়া রমা বৈকুণ্ঠস্য কৃষ্ণলোকত্বা-ভাবাৎ তথা কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানমিত্যুক্ত্যা রমাবৈকুণ্ঠে কৃষ্ণলীলায়া অসম্ভবাচ্চ। ব্রহ্মলোক-পদেন গোলোক এব ব্যাখ্যাতঃ। বৈষ্ণবতোষণ্যামপি তথা ব্যাখ্যাতম্। ইদমেব লঘুভাগবতামৃতে বিবৃতং (২৭৭) যথা--'যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তত্তু গোকুলবৈভবম্। তদাত্ম বৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতে'রিতি। অস্যার্থঃ--তু ভিন্নোপক্রমে। যদ্ গোলোকনাম গোলোকসংজ্ঞকং তচ্চ তত্তু গোকুলবৈভবং, গোকুলস্য মহামাধুর্যত্বেন খ্যাতস্য বৈভবং বৈভবরূপোঽংশঃ। অতএব তস্য গোলোকস্য তদাত্ম বৈভবত্বং গোকুলস্ববৈভবরূপত্বং ভবতি। গোলোকো গোকুলস্য স্ববৈভবরূপো ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ? তন্মহি মোন্নতেঃ ততো গোলোকাৎ সকাশাৎ মহিমাধিক্যাদিতি। যথা পাতালখণ্ডে---'অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।।' ইতি। অত্র বৈকুণ্ঠশব্দেন গোলোক এব তৈরভিপ্রেতো জ্ঞেয়ঃ। তস্য তন্মহিমোন্নতেরিত্যনন্তরং যথা পাতালখণ্ডে অহো মধুপুরীত্যাদুক্তেঃ। তদেতি কদাচিদ্বিলম্বেনৈব, ন তু রাগানুগাবচ্ছেদ্রেণ ইত্যর্থঃ।।৩০৩।।

তথা চ মহাকৌর্মে --

অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্।। ইতি।।৩০৪।।

অনুবাদ। মহাকৌর্মে, যথা---মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ বিধিমার্গানুসারে তপস্যাদ্বারা স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া অজ, জগৎকর্তা ও বিভু বাসুদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন।।৩০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তপসা বিধিমার্গেণ। অত্র বিধিমার্গোপলক্ষণত্বেন বাসনাভেদোঽপি জ্ঞেয়ঃ। অত্র ভর্তারমিতি পদমেব তস্য পুরে মহিষীত্বপ্রাপ্তিনিশ্চায়কমিতি।।৩০৪।।

অথ সম্বন্ধানুগা

সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা।।৩০৫।।

অনুবাদ। অতঃপর সম্বন্ধানুগা ভক্তি---সাধকের নিজস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ চিন্তা ও উহা আরোপকরণরূপা যে ভক্তি, সেই ভক্তিকে সাধুগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলিয়া থাকেন।।৩০৫।।

শব্দার্থ। মনন অর্থাৎ বিশেষচিন্তন। আরোপণ---আপনাতে অভিমনন।।৩০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পিতৃত্বাদি-সম্বন্ধস্য যন্মননং বিশেষচিন্তনং পুনস্তস্যারোপণং স্বস্মিন্নভেদমননং তদাত্মি কেত্যর্থ।।৩০৫।।

লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া।।৩০৬।।

অনুবাদ। বাৎসল্যসখ্যাদিভাবলুব্ধ সাধকগণ শ্রীনন্দসুবলাদির ভাব ও চেষ্টার সহিত শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিবেন।।৩০৬।।

তথ্য। পিতৃত্বাদি অভিমান দ্বিবিধ, যথা -- (১) আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা কিংবা সখা এই প্রকার অভিমান, (২) আমিই শ্রীকৃষ্ণের পিতা ও মাতা প্রভৃতির সহিত অভেদ এইরূপ ভাবনাদ্বারা অভিমান। সাধকের অভিমান প্রথমটির ন্যায় হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়টির ন্যায় অভিমান করিলে অপরাধ হয়।।৩০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজেন্দ্রতি--ন তু ব্রজেন্দ্রত্বাভি মাননেনাপীত্যর্থঃ। পিতৃত্বাভিমানো হি দ্বিধা সংভবতি। স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ, তত্রান্ত্যমনুচিতম্। ভগবদ্‌ভেদোপাসনাবৎ তেষু তদনৌচিত্যাৎ। সুবলাদৌ সাযুজ্যপ্রাপ্তিঃ সখ্যাদিভক্তৌ। অহংগ্রহোপাসনা সত্ত্বেপি ব্রজেন্দ্রোঽহমিত্যহং-গ্রহোপাসনা তু কেবলং নরক সাধিকেতি জ্ঞেয়ম্। তস্যা ব্রজেশ্বর্যাদৌ বিরুদ্ধভাবনা প্রযোজকত্বাৎ। ভক্তিঃ সেবা, সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ সাধকৈঃ কার্যা। অতএব সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চেত্যত্রাপি তথৈব ব্যাখ্যাতম্। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া সেবা কার্যেত্যত্র সিদ্ধদেহেনৈব মানসী সেবা কার্যা, ন তু সাধকৈঃ সাধকদেহেন সুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিত মুদ্রয়াসেবা কার্যেতি ব্যাখ্যাতুং শক্যম্। সুবলাদি ভিরকৃতানাং গুরুপাদাশ্রয়ণদণ্ডবৎপ্রণামৈকাদশ্যাদীনামকরণে গুর্বাদ্যপরাধপ্রসক্ত্যা

তেষাং নরকগমনপ্রসঙ্গাৎ। অতএব গ্রন্থকারৈরপি 'অননুষ্ঠানতো দোষো ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে'-- ইত্যনেন (১।২।৬৩) একাদশ্যাদিনিত্যাঙ্গ্যানামকরণে দোষ উক্তঃ। তস্মাদত্র সিদ্ধদেহেন মানসী-সেবা-করণার্থং ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতং শ্রীভাগবতে প্রসিদ্ধমেব।।৩০৬।।

তথাহি শ্রূয়তে শাস্ত্রে কশ্চিৎ কুরুপুরীস্থিতঃ।
নন্দসুনোরধিষ্ঠানং তত্র পুত্রতয়া ভজন্।
নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধোঽভূদ্‌বৃদ্ধবর্ধকিঃ।।৩০৭।।

অনুবাদ। শাস্ত্রে উক্তবিষয়ে শুনা যায় যে, হস্তিনাপুরস্থিত কোন বৃদ্ধ সূত্রধর শ্রীনারদের উপদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমাকে পুত্রবুদ্ধিতে ভজন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।।৩০৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতঃ সাধক-দেহেন সাধক ভক্তানুসারিসেবানাং করণে পুরাণং প্রমাণয়তি-- তথাহীতি। নন্দসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাধিষ্ঠানং প্রতিমেত্যনেন ইয়ং সেবা ন ব্রজেন্দ্রস্য ভাবচেষ্টিতানুসারিণী জ্ঞেয়া। তেন তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবেতি সেবা কৃতা, ন তু তৎপ্রতিমায়াঃ। তস্মাৎ সাধকেন তু সাক্ষাদ্দর্শনাসম্ভবাৎ তৎপ্রতিমায়া এব সেবা কর্তব্যা। অতএব বৃদ্ধবর্ধকিরপি সাধকমহানুভাবভক্তানুসারেণ পুত্রত্বেন প্রতিমাসেবাং চকারেতি জ্ঞেয়ম্। বর্ধকির্বাঢ়ই ইতি প্রসিদ্ধঃ। সিদ্ধোঽভূদিতি বৎসহরণলীলয়াং যথা সর্বেষাং পুত্রোঽভূত্তথৈব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া।।৩০৭।।

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে --

পতি-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ।। ইতি।।৩০৮।।

অনুবাদ। অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে লিখিত---যাঁহারা সতত উৎসাহ-সহকারে শ্রীহরিকে নিজের পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা, পিতা বা মিত্ররূপে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।।৩০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুহৃন্নিরপেক্ষ-হিতকারী, মিত্রং সহবিহারীতি দ্বয়োর্ভেদঃ।।৩০৮।।

কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে।।৩০৯।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহরী দ্বিতীয়া।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের করুণাই রাগানুগভক্তিলাভের সর্বোত্তম কারণ। এই রাগানুগা ভক্তিকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গও বলিয়া থাকেন।।৩০৯।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহরীনাম্নী
দ্বিতীয়-লহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণেতি মাত্রপদস্য বিধিমার্গে কুত্রচিৎ কর্মাদি-সমর্পণমপি দ্বারং ভবতীতি তদ্বিচ্ছেদার্থঃ প্রয়োগঃ ইতি।।৩০৯।।

।। ইতি সাধনভক্তিলহরী দ্বিতীয়া।।

NoD - ch - 16

তৃতীয়লহরী—ভাবভক্তিঃ

অথ ভাবঃ --

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্।

রুচিভির্শ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।১।।

অনুবাদ। তৃতীয়লহরী, ভাবভক্তি---যাহা শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপা, প্রেমরূপ উদীয়মান সূর্যের কিরণসদৃশা, রুচিদ্বারা চিত্তের আর্দ্রতাকারিণী, সেই ভক্তিকে ভাবভক্তি বলে।।১।।

শব্দার্থ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা---ভগবানের স্বরূপশক্তির সর্বপ্রকাশিকা সম্বিদ্‌বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা হয়। ইহা মায়ার বৃত্তি নহে। এই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষই যাহার নিত্যসিদ্ধস্বরূপ, উহাই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা। এই ভাব ভগবৎপ্রিয়জনে বিরাজমান। প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্--প্রেমরূপ সূর্যের কিরণের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। সূর্যোদয়কালে কিরণসমূহ যেমন অল্প প্রকাশিত, তদ্রূপ ভাবও প্রেমের অল্পপ্রকাশ অথবা প্রথমাবস্থা। মাসৃণ্যকৃৎ---আর্দ্রতাবিধায়ক।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'অসৌ'-পদেনানুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনরূপা সামান্যেন লক্ষিতা ভক্তিরেবা-কৃষ্যতে। সা তু যদ্যপি 'অনুশীলন'-পদেন ধাত্বর্থসামান্যরূপা পূর্বং ব্যাখ্যাতা, অথাপ্যত্র চেষ্টারূপা ন গৃহ্যতে, কিন্তু ভাবরূপৈব, অসৌ ভাব উচ্যতে ইত্যত্র বিধেয়স্য ভাবস্য সাক্ষান্নিদৃষ্টত্বাৎ। স চ ভাবঃ কিংস্বরূপস্তত্রাহ--কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপ-শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এবাত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিশ্চিত্তস্য মাসৃণ্যকৃদার্দ্রতাকৃদিত্যর্থঃ। এষ চ বক্ষ্যমাণ-প্রেম্ণোঽঙ্কুররূপ এবেত্যাহ---'প্রেমেতি'। সূর্যস্ত্বত্রাচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে। ততশ্চ তদংশুসাম্য-ভাগিতি প্রেম্ণঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়ং ন সর্বাংশেন; তথা চোত্তরকালে কিরণস্য স সূর্যরূপত্বং, ভাবস্য তু উত্তরকালে প্রেমরূপত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। অতএব 'ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে' ইতি (১।৪।১) বক্ষ্যতে।।১।।

তথা হি তন্ত্রে --

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।

সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ।।২।।

অনুবাদ। তন্ত্রে, যথা---প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব-নামে অভিহিতা। ইহাতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাব সমূহ স্বল্প মাত্রায় দৃষ্ট হয়।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ছবিরূপত্বমেব দর্শয়তি---তথাহীতি।।২।।

পদ্মপুরাণে --

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা।

ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সার্দ্রদৃষ্টিরভূদসৌ।। ইতি।।৩।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে, যথা—তৎকালে তিনি শ্রীভগবানের চরণকমলযুগল পুনঃ পুনঃ ধ্যান করায় তাঁহার ঈষৎ চিত্তবিকার ঘটিয়াছিল এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল।।৩।।

আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্।
স্বয়ংপ্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ।।৪।।
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে।।৫।।

অনুবাদ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপ ভাব (রতি) মনোবৃত্তিতে উদিত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তখন স্বয়ং স্বপ্রকাশরূপ হইয়াও মনোবৃত্তিতে প্রকাশ্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকেন।।৪।।

অনুবাদ। বস্তুতঃ ঐ রতি নিজে আস্বাদস্বরূপা হইয়াও কৃষ্ণ, তৎপরিকর ও লীলার মাধুর্য প্রভৃতি আস্বাদনের কারণ হন।।৫।।

তথ্য। এই রতি প্রকাশ্যবৎ অনুভূত হওয়ায় আস্বাদরূপা এবং হ্লাদিনীর বৃত্তি হওয়ায় স্বয়ং সুখস্বরূপা।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বব্যাখ্যানুসারেণ তস্যৈব রতি পর্যায়স্য ভাবস্য প্রাপঞ্চিক-তৎপ্রিয়জনেষু কঞ্চিদ্ বিশেষং দর্শয়তি—আবির্ভূয়েতি দ্বাভ্যাম্। অসৌ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপা রতিঃ শ্রীকৃষ্ণাদি-সর্বপ্রকাশত্বেন স্বয়ং প্রকাশরূপাপি প্রপঞ্চান্তর্গত তৎপ্রিয়জনানাং মনোবৃত্তৌ আবির্ভূয় তৎস্বরূপতাং তত্তাদাত্ম্যং ব্রজন্তী, অথচ ব্রহ্মবৎ স্বয়ংপ্রকাশরূপাপি চিত্তবৃত্ত্যা প্রকাশ্যবদ্ ভাসমানা ভবতি। বস্তুতঃ স্বাদরূপাপি কৃষ্ণস্য রূপ-গুণ-মাধুর্য-কর্মকাস্বাদস্য হেতুনাং প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি।।৪-৫।।

সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে।
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ।।৬।।

তত্র সাধনাভিনিবেশজঃ

বৈধরাগানুমার্গভেদেন পরিকীর্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোহত্র সাধনাভিনিবেশজঃ।।৭।।
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিম্।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ।।৮।।

অনুবাদ। উক্তরতি প্রপঞ্চগত ভক্তবৃন্দে উদিত হওয়ার কারণ প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন যে, ঐ ভাব বা রতি মহৎসঙ্গজাত অতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত ব্যক্তিতে দ্বিবিধরূপে উদিত হন—(১) সাধনাভিনিবেশে এবং (২) শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদে। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারটী প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারটী অতিশয় বিরল অর্থাৎ প্রায় দৃষ্ট হয় না।।৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ, যথা---ইহাদিগের মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ ভাব বৈধ ও রাগানুগমার্গভেদে দুই প্রকার বলা হয়।।৭।।

অনুবাদ। সাধনাভিনিবেশ সাধকের সাধনে রুচি উৎপন্ন করিয়া শ্রীহরিতে আসক্তি আনয়নপূর্বক রতি বা ভাব উদয় করে।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্য ভাবস্য আবির্ভাবে প্রকারদ্বয়মাহ---সাধনস্যাভিনিবেশেনানর্থনিবৃত্ত্যুত্তর-নিষ্ঠয়েত্যর্থঃ। তথা শ্রীকৃষ্ণতদ্‌ভক্তয়োঃ প্রসাদেন ধন্যানাং প্রাথমিকমহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং 'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদি'-ত্যাদেঃ (১০।৫১।৫৩) রহূগণৈতত্তপসা ন যাতীত্যাদেশ্চ (৫।১২।১২)। আদ্যঃ সাধনাভিনিবেশরূপঃ, দ্বিতীয়ো ভগবদ্‌ভক্তয়োঃ কৃপা। তত্র সাধনাভিনিবেশজ ইতি বৈধীমার্গভেদেন রাগানুগামার্গভেদেন চ জাতো যো দ্বিবিধঃ সাধনাভিনিবেশস্তেন জাতো যো দ্বিবিধো ভাবঃ, স এবাত্র পরিকীর্তিত ইত্যন্বয়ঃ। ননু সাধনস্যাভিনিবেশো নিষ্ঠা সা চ ভক্তৌ রুচিং তদনন্তরং হরাবাসক্তিমনুৎপাদ্য কথং ভাবং জনয়িষ্যতীত্যত আহ---সাধনাভিনিবেশজ ইতি---তত্রাদ্যঃ বৈধীমার্গভেদেন সাধনাভিনিবেশজন্যভাবো যথা।।৬-৮।।

তত্রাদ্যো

যথা প্রথমস্কন্ধে -- (১।৫।২৬)

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।

তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতং প্রিয়শ্রবস্যাঙ্গঃ মমাভবদ্রতিঃ।। ইতি।।৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ভাব, যথা প্রথমস্কন্ধে-- (শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিলেন--) তথায় সাধুগণদ্বারা কীর্তিত মনোহর কৃষ্ণকথা তাঁহাদের কৃপায় প্রতিদিন শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবঃ কৃষ্ণে আমার রতি হইল।।৯।।

শব্দার্থ। প্রিয়শ্রবঃ---যাঁহার শ্রবঃ (কীর্তি) সকলের প্রিয় বা প্রীতির বিষয়।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র প্রত্যহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তাং মুনীনাম্ অনুগ্রহেণ মনোহরাস্তাঃ কথাঃ শৃণ্বতো মম প্রিয়শ্রবসি শ্রীকৃষ্ণে রতিরভবৎ। অনুগ্রহেণ কৃষ্ণকথেয়ং ভবতাপি শ্রোতব্যেতি শাস্ত্রানুসারিতদাজ্ঞারূপেণেত্যর্থঃ। এতেন বৈধীত্বমায়াতম্। মনোহরা রুচ্যুৎপাদিকাঃ। অত্র যদ্যপি শ্রদ্ধামারভ্য সর্বাসামেব ভূমিকানাং-রতিকারণত্বেন বক্তুমুচিতম্---তথাপ্যনর্থনিবৃত্ত্যুত্তরোৎপন্নাভি-নিবেশাদবিলম্বেনৈব রত্যুৎপত্তির্জায়ত ইত্যভিপ্রায়েণ তথোক্তমিতি।।৯।।

রত্যা তু ভাব এবাত্র ন তু প্রেমাভিধীয়তে।

মম ভক্তিঃ প্রবৃত্তেতি বক্ষ্যতে স যদগ্রতঃ।।১০।।

যথা তত্রৈব -- (১।৫।২৮)

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতু হরের্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।

সঙ্কীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা।।১১।।

তৃতীয়ে চ -- (৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।। ইতি।।১২।।

অনুবাদ। এখানে রতিশব্দে ভাব বুঝাইবে, প্রেম বুঝাইবে না। যেহেতু পরবর্তী শ্লোকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন যে, হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমার ভক্তি প্রবৃত্ত হইয়াছিল।।১০।।

অনুবাদ। যথা উক্ত প্রথমস্কন্ধেই, শ্রীনারদ বলিলেন—এইরূপে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতুতে মহাত্মা মুনিবৃন্দকর্তৃক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে সংকীর্ত্যমান শ্রীহরির অমল-যশঃকথা বিশেষ প্রকারে শ্রবণ করায় আমার রজস্তমোনাশিনী ভক্তি উদিতা হন।।১১।।

অনুবাদ। তৃতীয়স্কন্ধে, যথা—(শ্রীকপিলদেব বলিলেন—হে মাতঃ!) সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই আমার বীর্যপ্রকাশক এবং মন ও কর্ণের সুখোৎপাদক কথার আলোচনা হয়। উহা সেবনবশতঃ আমাতে সেবনকারীর শীঘ্র শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমানুসারে উদিত হইবে।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রত্যেদি--'মমাভবদ্রতি' রিত্যত্র রতিপদেন ভাব এবাভিধীয়তে; ন তু প্রেমা। মম ভক্তিরিতি--তথাচ 'ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা' ইত্যুক্ত্যা ভক্তিশব্দেন প্রেমৈবাগ্রে বক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। মমাভবদ্রতিরিত্যত্র রতেঃ প্রথমাবস্থত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাদুৎপদ্যমানায়া ভক্তেরতিরূপকারণাদুৎকৃষ্টত্বাৎ। অতএব প্রেমসূর্যাংশুসাম্য-ভাগিতি। অত্র ভাবপ্রেম্ণো স্তারতম্যমুক্তমিতি ভাবঃ। সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্যসংবিদো জনস্য মম কথা হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। অপবর্গবর্ত্মনি শ্রীকৃষ্ণে।।১০-১২।।

পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তু রতিভাবয়োঃ।
সমানার্থতয়া হ্যত্র দ্বয়মৈক্যেন লক্ষিতম্।।১৩।।

অনুবাদ। পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব উভয়ের সমানার্থতা-নিবন্ধন এই ভক্তিশাস্ত্রেও তদুভয়ই একরূপে দৃষ্ট হইল। অর্থাৎ রতি ও ভাব একার্থে প্রয়োগ করা হইল।।১৩।।

দ্বিতীয়ো

যথা পাদ্মে --

ইত্থং মনোরথং বালা কুর্বতী নৃত্য উৎসুকা।
হরিপ্রীত্যা চ তাং সর্বাং রাত্রিমেবাত্যবাহয়ৎ।।১৪।।

অনুবাদ। দ্বিতীয় অর্থাৎ রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব, যথা পদ্মপুরাণে--এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে সেই নৃত্যোৎসুকা বালিকা শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত নৃত্য করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বিতীয়ো রাগানুগীয়-সাধনাভিনিবেশজো যথা মনোরথপূর্বকনৃত্যমত্র রাগানুগাবোধকং, তদানীং তচ্ছ্রীমূর্তি প্রভাবেণ তাদৃশ-পরিকরাণামনুরাগস্ফূর্তিত এবানুরাগ-নির্বাহত্বাৎ।।১৪।।

অথ শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজঃ

সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্যতে।।১৫।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব---যে ভাব সাধন বিনা সহসা জন্মে, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব বলা হয়।।১৫।।

অত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজঃ

প্রসাদা বাচিকালোকদানহার্দাদয়ো হরেঃ।।১৬।।

অত্র বাচিকপ্রসাদজো

যথা নারদীয়ে --

সর্বমঙ্গলমূর্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র! তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী।।১৭।।

আলোকদানজঃ

যথা স্কান্দে --

অদৃষ্টপূর্বমালোক্য কৃষ্ণং জাঙ্গলবাসিনঃ।
বিক্লিদ্যদন্তরাত্মানো দৃষ্টিং নাক্রষ্টুমীশিরে।।১৮।।

হার্দঃ

প্রসাদ আন্তরো যঃ স্যাৎ স হার্দ ইতি কথ্যতে।।১৯।।

অনুবাদ। এতন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব---শ্রীহরির প্রসাদ ত্রিবিধ, যথা (১) বাচিক, (২) আলোকদান ও (৩) হার্দ।।১৬।।

শব্দার্থ। শ্রীকৃষ্ণের কথার দ্বারা উদ্ভূত---বাচিক। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত--আলোকদান। হৃদয়ে উৎপন্ন---হার্দ।।১৬।।

অনুবাদ। এক্ষণে বাচিকপ্রসাদজ ভাব, যথা নারদ পুরাণে---(শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে বলিলেন--) হে দ্বিজেন্দ্র! আমাতে তোমার সমস্তমঙ্গলশিরোমণি, সতত পূর্ণানন্দময়ী ও অন্যনা ভক্তি হউক।।১৭।।

অনুবাদ। আলোকজানজ ভাব, যথা স্কন্ধপুরাণে---জাঙ্গলদেশবাসী জনগণ অদৃষ্টপূর্ব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিগলিতচিত্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ হইতে নয়ন ফিরাইতে পারেন নাই।।১৮।।

অনুবাদ। হার্দ-প্রসাদজ ভাব---অন্তঃকরণে উদিত যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ, উহাই হার্দপ্রসাদ বলিয়া অভিহিত।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বাচ্য চরতীতি বাচিকঃ, আলোকস্য দানং যত্র সঃ। হৃদি ভবো হার্দঃ। কুরু-জাঙ্গল দেশবাসিনঃ।।১৬-১৯।।

যথা শুকসংহিতায়াং --

মহাভাগবতো জাতঃ পুত্রস্তে বাদরায়ণ।
বিনোপায়ৈরুপেয়াভূদ্বিষ্ণুভক্তিরিহোদিতা।।২০।।

অনুবাদ। শুকসংহিতায়, যথা---হে বাদরায়ণ! তোমার মহাভগবত পুত্র জন্মিয়াছেন। সাধনলভ্যা সাধ্যরূপা বিষ্ণুভক্তি সাধনব্যতীতই ইহার চিত্তে প্রকটিতা হইয়াছেন।।২০।।

তথ্য। শুকদেব গর্ভাবস্থাতেই যে ভক্তি পাইয়াছেন, তাহা বাচিক বা আলোকদানজ নহে, উহা হার্দ।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মহেতি---উপেয়া উপায়ৈনৈব লভ্যা বা বিষ্ণুভক্তিঃ সা বিনোপায়ৈরুদিতাঽভূৎ। অত্র শ্লোকে সাধনান্তরস্য নিষেধাৎ, মহৎপ্রসাদস্যাকথনাচ্চ ভগবৎপ্রসাদ এব লভ্যতে স চ হার্দ এব, যতো গর্ভস্থস্যৈব তস্য যা তদীয়স্মরণময়ী ভক্তির্জাতা সা দর্শনজা ন ভবতি, ন চ বাচিকী; অতো হার্দৈবেত্যবসীয়তে। তচ্চ ব্রহ্মবৈবর্তাৎ জ্ঞেয়ম্।।২০।।

অথ তদ্ভক্তপ্রসাদজো

যথা সপ্তমস্কন্ধে -- (৭।৪।৩৬)

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ।।২১।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ভাব, যথা সপ্তমস্কন্ধে---(শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,) ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিকী রতি হইয়াছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণ সুষ্ঠুরূপে কে বর্ণন করিতে সমর্থ? তাঁহার মাহাত্ম্যের কেবলমাত্র সূচনা করা হইল।।২১।।

নারদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে শুভবাসনা।
নিসর্গঃ সৈব তেনাত্র রতির্নৈসর্গিকী মতা।।২২।।

অনুবাদ। শ্রীনারদের প্রসাদে শ্রীপ্রহ্লাদের যে শুভেচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে নিসর্গ (স্বভাব)। এইহেতু তাঁহার রতি নৈসর্গিকী বা স্বাভাবিকী রতি বলিয়া অভিহিত।।২২।।

স্কান্দে চ --

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে! কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে।।২৩।।

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে, যথা---অহো দেবর্ষে! ধন্য আপনি, কারণ আপনার কৃপায় নীচজাতি ব্যাধও রোমাঞ্চিত তনু হইয়া সদ্য শ্রীহরিতে রতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।।২৩।।

ভক্তানাং ভেদতঃ সেয়ং রতিঃ পঞ্চবিধা মতা।
অগ্রে বিবিচ্য বক্তব্যা তেন নাত্র প্রপঞ্চ্যতে।।২৪।।

অনুবাদ। ভক্তগণের ভেদহেতু রতি পঞ্চবিধ। এই পঞ্চ প্রকার রতির বিষয় পরে বিচারপূর্বক বর্ণিত হইবে। এইহেতু এখানে উক্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইল না।।২৪।।

NoD ch 17

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।২৫।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।২৬।।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের চিত্তে ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিতে নিম্নলিখিত অনুভাবসমূহ প্রকাশিত হয়। যথা— (১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সতত নামগানে রুচি, ভগবদ্‌গুণকথনে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থানে প্রীতি।।২৫-২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র মুখ্যানি লিঙ্গান্যাহ--ক্ষান্তিরিতি।।২৫।।

তত্র ক্ষান্তিঃ

ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।।২৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ক্ষান্তি---ক্ষোভ অর্থাৎ উদ্বেগের হেতু সত্ত্বেও চিত্ত ক্ষুভিত না হওয়াকে ক্ষান্তি বলা হয়।।২৭।।

তথ্য। "প্রাকৃত-ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।।"---(চৈঃ চঃ)।।২৭।।

যথা প্রথমে--- (১।১৯।১৫)

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ।।২৮।।

অনুবাদ। যথা প্রথমস্কন্ধে---(মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন--) হে বিপ্রবৃন্দ! আপনারা আমাকে প্রপন্ন জানিয়া অঙ্গীকার করুন এবং গঙ্গাদেবীও শ্রীভগবানে ধৃতচিত্ত আমাকে শরণাগত জানিয়া অঙ্গীকার করুন। দ্বিজপ্রেরিত মায়াবী তক্ষক আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক ক্ষতি নাই, আপনারা বিষ্ণুকথা কীর্তন করুন।।২৮।।

তথ্য। মরণ আসন্ন জানিয়াও পরীক্ষিৎ মহারাজের অবিচলিতচিত্তত্বই ক্ষান্তি।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তমিতি---তং মা মাম্। উপযাতং উপসন্নং বিপ্রাঃ প্রতিযন্তু জানন্তু অঙ্গীকুর্বন্তু, অতএব হেতোরীশে ধৃতচিত্তং মন্তং মাং গঙ্গাদেবী চাঙ্গীকরোতু। অত্র ক্ষোভকারণস্য মরণস্য নিশ্চয়েঽপি ক্ষোভাভাবঃ।।২৮।।

অব্যর্থকালত্বম্

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে —

বাগ্‌ভি স্তবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশংং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি।।২৯।।

অনুবাদ। অব্যর্থকালত্ব, যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে---ভক্তগণ অবিরত শ্রীহরিকে বাক্যদ্বারা স্তব, মনদ্বারা স্মরণ এবং দেহদ্বারা প্রণাম করিয়াও তৃপ্ত হন না। একারণ তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে করিতে সমগ্র পরমায়ু শ্রীহরিতে অর্পণ করেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন সতত শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন।।২৯।।

ভাবার্থ। এস্থলে হরিসেবাব্যতীত অন্য কোন কার্যে কালাতিপাত না করাই অব্যর্থকালত্ব।।২৯।।

তথ্য। 'কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।' -- (চৈঃ চঃ)।।২৯।।

অথ বিরক্তিঃ

বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্।।৩০।।

অনুবাদ। অতঃপর বিরক্তি--জড়েন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলের স্বতই চিত্তের রুচিজনক হইবার অসমর্থতা অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি যে অরুচি (অনাসক্তি) আপনা আপনি (যত্ন ব্যতীত) চিত্তে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিরক্তি বলা হয়।।৩০।।

তথ্য। এস্থলে কারণস্বরূপ বিরক্তি ও কার্যস্বরূপ অরোচকতা এতদুভয়ের অভেদত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

'ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়।।'--(চৈঃ চঃ)।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিরক্তিরিতি---অত্র কার্য কারণয়োর্বিরক্ত্যরোচকতয়োরভেদোক্তিরন্যোন্যা-ব্যভিচারি-ত্বাপেক্ষয়া।।৩০।।

যথা পঞ্চমে -- (৫।১৪।৪৩)

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ।।৩১।।

অনুবাদ। যথা পঞ্চমস্কন্ধে---রাজর্ষি ভরত শ্রীহরিতে লালসাযুক্ত হইয়া পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাজ্যাদি মনোজ্ঞবিষয় (বিষয়ীদিগের পক্ষে বর্জন করা অতিশয় কঠিন হইলেও উহা) যৌবনকালেই মলবৎ (অতিঘৃণ্যবৎ) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।।৩১।।

অথ মানশূন্যতা

উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতা।।৩২।।

অনুবাদ। অনন্তর মানশূন্যতা---নিজে জন্মৈশ্বর্যাদিতে উত্তম হইলেও তাঁহার যে

অমানিত্ব, তাহাকে মানশূন্যতা বলে।।৩২।।

তথ্য। 'সর্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।—(চৈঃ চঃ)।।৩২।।

যথা পাদ্মে –

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে।।৩৩।।

অনুবাদ। যথা পদ্মপুরাণে—নরেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ ভগীরথ শ্রীহরিতে রতি প্রাপ্ত হওয়ায় শত্রুগৃহেও ভিক্ষার জন্য গমন করিতেন এবং নীচ চণ্ডালের নিকটও প্রণত হইতেন।।৩৩।।

তথ্য। মহারাজ ভগীরথ মহান্ রাজা হইয়াও যে নিজ শত্রুর গৃহে ভিক্ষার জন্য যাইতে অপমান বোধ করিতেন না এবং নিজে উচ্চবংশীয় ও গুণে উত্তম হইয়াও নীচ চণ্ডালকে প্রণতি জানাইতেন, ইহাই তাঁহার মানশূন্যতা।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যঃ শ্রীভরতঃ। এষ ভগীরথঃ।।৩১-৩৩।।

অথ আশাবন্ধঃ

আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া।।৩৪।।

অনুবাদ। অতঃপর আশাবন্ধ—ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যে দৃঢ় সম্ভাবনা, তাহাকে আশাবন্ধ বলা হয়।।৩৪।।

তথ্য। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' মানে।'—(চৈঃ চঃ)।।৩৪।।

যথা শ্রীমৎপ্রভুপাদানাং –

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ! ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্।।৩৫।।

অনুবাদ। যথা শ্রীমৎ প্রভুপাদ—হে গোপীজনবল্লভ, আমার প্রেম নাই, শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিও নাই বা ধ্যানধারণাদি বৈষ্ণবযোগও নাই বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই কিংবা বর্ণাশ্রমাচারাদি শুভকর্ম নাই, এমন কি পরিচর্যোপযুক্ত সজ্জাতিত্বও নাই। তথাপি অকিঞ্চনগণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তুমি সমধিক দয়ালু জানিয়া তোমার প্রাপ্তি-বিষয়ে আমার হৃদয়ে এক স্বসুখকামনাদ্বারা প্রবৃত্ত আশাই সুদৃঢ়া হইয়া আমাকে ব্যথা দিতেছে।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈষ্ণবে যোগঃ। জ্ঞানং ভগবদ্ বিষয়কম্। শুভকর্ম ভক্তপরিচর্যাদি। কিয়দহো পরিচর্যোপযুক্ত—সজ্জাতিরপি নাস্তি। যেষাং দুর্জাতীনাং দর্শনস্পর্শনে শাস্ত্রে স্নানং বিহিতমুক্তং,

তজ্জাত্যন্তর্ভূতোঽহমিতি অভিপ্রায়াৎ। তথাপি হীনজনসম্বন্ধ্যর্থস্যাধিকতয়া সাধকে ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা মদাশা মাং ব্যথয়তে। অত্রাশাবন্ধলক্ষণস্যোদাহরণত্বাদেতৎপদ্যস্থা আশাপি জ্ঞানকর্মাদিরহিতা শুদ্ধভক্তিজন্মা প্রেমসেবা-প্রত্যাশা জ্ঞেয়া। অতো ব্যাখ্যান্তরস্যাসম্ভবাত্তন্নোক্তম্।।৩৫।।

অথ সমুৎকণ্ঠা

সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা।।৩৬।।

অনুবাদ। সমুৎকণ্ঠা---নিজ-অভীষ্ট পাইবার জন্য অতিশয় লোভকে সমুৎকণ্ঠা বলে।।৩৬।।

তথ্য। "সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।"---(চৈঃ চঃ)।।৩৬।।

যথা কর্ণামৃতে--৫৪ শ্লোকঃ

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষ্বালোলামনুরাগিণোর্নয়নয়োরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে-
ষ্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্তিং জগন্মোহিনীম্।।৩৭।।

অনুবাদ। যথা কর্ণামৃতে--যে ব্রজকিশোরের ভ্রূযুগল শ্যামকুটিল, নয়নপক্ষ্মদ্বয় স্থূল ও ঘন, চক্ষুর্দ্বয় অনুরাগ প্রকাশক ও সতৃষ্ণ, বাক্য মৃদু ও সরস, অধর অমৃততুল্য মধুর ও ঈষল্লোহিত, বংশীধ্বনি অস্পষ্ট-স্বরাদিরহিত ও কামমদদ্বারা মধুর সেই ব্রজকিশোরের জগন্মোহিনী মূর্তি দর্শন করিবার জন্য আমার নয়ন আশা করিতেছে অর্থাৎ আশাপথ লক্ষ্য করিয়া আছে।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মম লোচনং ব্রজপতের্জগন্মোহিনীং মূর্তিম্ আশাস্তে দর্শনার্থমিচ্ছাং করোতি। কথম্ভূতাম্? অসিতভ্রুবোঃ শ্যামভ্রূদ্বয়ে ঈষন্নম্রাম্। পুনঃ অক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরেষু উপচিতামবিরলাং তথা চ নেত্রপক্ষ্মাঙ্কুরাণাং স্থূলতাঽবিরলত্বে প্রশংসনীয়ে ইতি ভাবঃ। অধররূপামৃতে আতাম্রাম্ অতিশয়-তাম্রবর্ণাম্ অম্লানবংশীস্বনেষু মদকলাং মত্তাম্।।৩৭।।

অথ নামগানে সদা রুচিঃ

যথা –

রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামবলীং বালা।।৩৮।।

অনুবাদ। অতঃপর নামগানে সদা রুচি, যথা---হে গোবিন্দ! অদ্য মধুরস্বরা বালিকা তোমার নামসমূহ গান করিতেছেন এবং তাঁহার নয়নপদ্ম হইতে অশ্রুবিন্দুরূপ মধু ক্ষরিত হইতেছে অর্থাৎ নামগান করিতে করিতে তিনি অশ্রুমোচন করিতেছেন।।৩৮।।

তথ্য। "নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম।।"---(চৈঃ চঃ)।।৩৮।।

তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তিঃ

যথা কর্ণামৃতে — ৬৫ শ্লোকঃ

মাধুর্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্মঃ।।৩৯।।

অনুবাদ। তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, যথা কর্ণামৃতে—মাধুর্য হইতেও মধুর অর্থাৎ অতীব মধুর, চাপল্য হইতেও চপল অর্থাৎ অতিশয় চঞ্চল, মন্মথধর্মবিশিষ্ট কোন এক অনির্বচনীয় কিশোরভাব আমার চিত্ত হরণ করিতেছে, হায়! কি করি?।।৩৯।।

তথ্য। "কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি।"—(চৈঃ চঃ)।।৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মন্মথতাতস্য মন্মথোৎপাদকস্য তস্য কৈশোরং মাধুর্যাদপি মধুরম্ অতিশয়মধুরমিত্যর্থঃ। যদ্বা কিমপ্যনির্বচনীয়া মন্মথতা মন্মথস্য ধর্ম ইত্যর্থঃ মম চেতো হরতি।।৩৯।।

তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ

যথা পদ্যাবল্যাং —

অত্রাসীৎ কিল নন্দসদ্ম শকটস্যাত্রাভবদ্ভঞ্জনং
বন্ধচ্ছেদকরোঽপি দামভিরভূদ্বদ্ধোঽত্র দামোদরঃ।
ইত্থং মাথুরবৃদ্ধবক্ত্রবিগলৎ পীযুষধারং পিব-
ন্নানন্দাশ্রুধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্যশ্চরিষ্যাম্যহম্।।৪০।।

অনুবাদ। কৃষ্ণবসতিস্থানে প্রীতি, যথা পদ্যাবলীতে—এইস্থানে গোপরাজ নন্দের বাসস্থান। এইস্থানে শকটভঞ্জন হইয়াছিল, ভববন্ধনমোচনকর্তা হইয়াও দামোদর এইখানে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়াছিলেন, এমনভাবে কোন এক বৃদ্ধ মথুরাবাসীর মুখনিঃসৃত বাক্যামৃত পান করিতে করিতে পুলকাশ্রুনয়নে মথুরামণ্ডলে বিচরণ করিয়া আমি কবে ধন্য হইব?।।৪০।।

তথ্য। "কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্বদা বসতি।।"—(চৈঃ চঃ)।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মধুপুরীং তদুপলক্ষিতং মথুরা মণ্ডলমিত্যর্থঃ। ব্রজভুবমিতি বা পাঠঃ।।৪০।।

অপি চ —

ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্।
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্নহি।।৪১।।

অনুবাদ। অন্তঃকরণের আর্দ্রতাও যথার্থ রতি লক্ষণ। কিন্তু যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণে রতিলক্ষণের মতই আর্দ্রতা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই রতিবাচ্য নহে।।৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং তদেকস্পৃহত্বমেব রতির্মুখ্যং চিহ্নমিত্যুক্তম্। যদি ত্বন্যস্পৃহা স্যাত্তদা তচ্চিহ্নান্তরস্য সাত্ত্বিকাদেঃ সদ্ভাবেঽপি রতির্ন মন্তব্যেত্যাহ। অপি চেতি—ত্বর্থে চ শব্দঃ। ব্যক্তমিতি—

যা অন্তর্মসৃণতা আর্দ্রতা সা অন্যত্র বক্তং যদ্রতিচিহ্নং তদেব মুমুক্ষু-প্রভৃতীনাং চেদ্ যদি লক্ষ্যতে, তদপি তেষু রতির্ন স্যাৎ ন মন্তব্যেত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্মুক্ষুত্বমেব, ন হ্যন্যত্র স্পৃহা অন্যত্র রতির্যুজ্যত ইতি ভাবঃ।।৪১।।

বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশুভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে।।৪২।।
যা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতাম্।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ।।৪৩।।

অনুবাদ। নিখিল-অভিলাষ-বিবর্জিত মুক্তগণ ও যাহা অন্বেষণ করেন, কিন্তু যাহা অতিশয় গোপ্য বলিয়া ভজনকারী ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণ সহসা দেন না, সেই ভগবৎসম্বন্ধিনী রতি, যাঁহারা ভুক্তিমুক্তিকামবশতঃ শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কিরূপে আবির্ভূত হইবেন?।।৪২-৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হেতুমেব বিশিষ্য দর্শয়তি---বিমুক্তেত্যাদি ভুক্তিমুক্তিকামত্বাৎ কথং সা রতিঃ সম্ভবেৎ তস্মাদেব হেতোঃ সাধনগতমপি দোষমাহ---শুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতামিতি। শুদ্ধাং জ্ঞান-কর্মাদ্যমিশ্রাম্।।৪২।।

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ।।৪৪।।

অনুবাদ। মুমুক্ষু প্রভৃতির ঐ ভাবকে রত্যাভাস বলা হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞগণ ঐরূপ রতিচিহ্ন দেখিয়া চমৎকৃত হন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞগণ উহা অনায়াসে জানিতে পারেন।।৪৪।।

ভাবার্থ। কৃষ্ণাভিলাষী ব্যতীত অন্যাভিলাষী জনে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবরূপ রতিচিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞগণ তাহাতে রতি ভাবেন, কিন্তু অভিজ্ঞগণ উহাকে রতি মনে করেন না। উহাকে তাঁহারা রত্যাভাস বলিয়া জানেন।।৪৪।।

প্রতিবিম্বস্তথাচ্ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ।।৪৫।।

অনুবাদ। প্রতিবিম্ব ও ছায়াভেদে রত্যাভাস দ্বিবিধ।।৪৫।।

তত্র প্রতিবিম্বঃ

অশ্রমাভীষ্টনির্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ।।৪৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস—কয়েকটি অশ্রুবিন্দু দ্বারা রতির ন্যায় প্রতীয়মান রত্যাভাস যদি ভুক্তিমুক্তির সুখস্পৃহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে উহাকে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস বলে। তাহা শ্রম-ব্যতিরেকে ভুক্তি মুক্তিসুখাভীষ্ট-নির্বাহী।।৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অশ্রুমেতি---রতিলক্ষণ-লক্ষিত ইতি বাষ্পাদ্যেকদ্বয়মাত্র দর্শনাত্তদ্রূপত্বেন

প্রতীয়মানোঽপি রত্যাভাসঃ। ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকশ্চেৎ প্রতিবিম্বক ইত্যন্বয়ঃ। তথাপ্যশ্রমাভীষ্ট-নির্বাহী অশ্রমেণ মোক্ষসাধনশমদমাদিশ্রমং বিনৈবাভীষ্টস্য মোক্ষস্য নির্বাহক ইত্যর্থঃ। এতেন প্রতিবিম্বস্য মাহাত্ম্য-কথনমিদং জ্ঞেয়ম্।।৪৬।।

দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্তনাদ্যনুসারিণাম্।

প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্।।৪৭।।

কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।

তদ্ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ।।৪৮।।

অনুবাদ। ভোগমোক্ষাদিতে অনুরাগী জনগণ কখনও অভীষ্টলাভের জন্য শুদ্ধভক্ত সঙ্গে কীর্তনাদির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে অনেক সময় প্রসন্নচিত্ত হন, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও হৃদয়ে উক্ত ভক্তসংসর্গপ্রভাবে সেই ভক্তের হৃদয়নভঃস্থ ভাবচন্দ্র তাঁহাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হন।।৪৭-৪৮।।

তথ্য। উপরিউক্ত কারণে উক্ত রত্যাভাসকে প্রতিবিম্বরত্যাভাস বলা হয়।।৪৭-৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্যাবির্ভাবে প্রকারমাহ---দৈবাদিতি। সদ্ভক্তসঙ্গাদ্ধেতোঃ কীর্তনাদ্যনুসারিণাং কেষাঞ্চিৎ ভোগমোক্ষাদিরাগিণাং হৃদি সদ্ভক্তহৃদয়রূপাকাশস্থস্য ভাবরূপ চন্দ্রস্য প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি। ননু যথা চন্দ্রস্য মেঘাদি ব্যবধানে জলাদৌ প্রতিবিম্বো ন তিষ্ঠতি, তথাপ্যত্রাপি তাদৃশভক্তস্য ব্যবধানে সতি প্রতিবিম্বঃ কথং নাপযাতি---তত্রাহ তৎসংসর্গেতি। সংসর্গ-প্রভাবাৎ তৎসংস্কাররূপেণ চির-মুদঞ্চত্যেবেতি ভাবঃ।।৪৭-৪৮।।

অথ ছায়া

ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।

রতেশ্ছায়াভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী।।৪৯।।

অনুবাদ। অতঃপর ছায়া-রত্যাভাস---যে রত্যাভাসে শুদ্ধা রতির কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, যাহাতে কিছু পারমার্থিক ঔৎসুক্যও রহিয়াছে এবং যাহা অস্থিরা ও দুঃখহারিণী, উহাকে ছায়া-রত্যাভাস বলে।।৪৯।।

হরিপ্রিয়ক্রিয়াকালদেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ।

অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা ক্বচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে।।৫০।।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তবৃন্দের শ্রবণ-কীর্তনাদি ক্রিয়া, জন্মযাত্রাদি ভগবৎ-উৎসবকাল, শ্রীবৃন্দাবন-মথুরা প্রভৃতি ভগবদ্ধাম এবং ভগবদ্ভক্ত---ইঁহাদের আনুষঙ্গিক যুগপৎ মিলননিবন্ধন অজ্ঞব্যক্তিতেও কখন কখন ছায়ারতি দেখিতে পাওয়া যায়।।৫০।।

কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।

যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্।।৫১।।

অনুবাদ। যে ভাবচ্ছায়ার উদয় হইলে অজ্ঞ জনেরও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল হয়, সেই ভাবচ্ছায়া সৌভাগ্য ব্যতিরেকে কদাচ উদিত হন না।।৫১।।

হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি।।৫২।।
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থপূর্ণশশী যথা।।৫৩।।

অনুবাদ। হরিপ্রিয়জনের প্রভূত কৃপা পাইলে ভাবাভাসী ব্যক্তির ভাবাভাসও সহসা ভাবে পরিণত হয়; আবার হরিপ্রিয়জনের প্রতি অপরাধ হইলে উত্তম ভাবাভাসও আকাশস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়।।৫২-৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পারমার্থিকে ভগবৎকীর্তন-ভক্ত-নৃত্যাদি-কৌতূহলে তস্মিন্ জনে সামান্য-লৌকিকত্বমননাৎ ক্ষুদ্রকৌতুহলময়ী রতিচ্ছায়া তু কিঞ্চিদ্ যথা স্যাত্তথা তস্যাঃ রতেঃ সাদৃশ্যাবলম্বিনী ভবেদিতি যোজনা। অতশ্ছায়াত্বাচ্চঞ্চলাপি, ন তু প্রতিবিম্ববৎ স্থিরা। তথাপি দুঃখহারিণী সংসারতাপস্য ক্রমাচ্চ শমনীতি। হরিপ্রিয়া-ক্রিয়াকালাদীনামানুষঙ্গিকসঙ্গাৎ ক্বচিদ্‌জ্ঞেষু মোক্ষেচ্ছা--ক্ষান্ত্যাদিরহিত মূঢ়েষু এষা রতিচ্ছায়াপীষ্যতে। তস্মিন্ হরিপ্রিয়জনেঽপরাধেনান্যুত্তমঃ শ্রেষ্ঠোঽপি রত্যাভাসঃ ক্ষয়ং প্রাপ্‌ণোতি।।৪৯-৫৩।।

কিঞ্চ —

ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি।।৫৪।।

অনুবাদ। আরও, যথা---কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের প্রতি গুরুতর অপরাধহেতু ভাবও অভাবতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; মধ্যম অপরাধ হইলে ভাব ভাবাভাস হয় এবং স্বল্প অপরাধ হইলে ভাব হীনজাতীয় হয়।।৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠঃ অতিশয়প্রিয়স্তস্মিন্নপরাধতঃ। যথা রঘুনাথস্য পার্ষদোঽপি দ্বিবিদনামা বানরস্তস্য লক্ষ্মণস্থানেঽপরাধস্যাধিক্যেন ভাবোঽভাবং প্রাপ্তঃ। অপরাধস্য মধ্যমত্বেনা-ভাসত্বম, অল্পত্বে ন্যূনজাতীয়ত্বম্। তচ্চে জ্জ্বলরতিমান্ দাস্যং, দাস্যবান্ শান্ত্যাদিকং প্রাপ্‌ণোতি।।৫৪।।

গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে।
আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাম্।।৫৫।।

অনুবাদ। সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষাতে তীব্র আসক্তি হইলে জাতভাব ব্যক্তির ভাব ভাবাভাস হইয়া থাকে, অথবা তিনি অহংগ্রহোপাসক হইয়া পড়েন অর্থাৎ তিনি নিজেই ভজনীয় ঈশ্বর বলিয়া অভিমানগ্রস্ত হন।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুমুক্ষৌ কথম্ভূতে সুপ্রতিষ্ঠিতে মোক্ষস্য সর্বোৎকর্ষব্যবস্থাপক-জ্ঞানশাস্ত্রে যুক্ত্যানুকূলতর্করচনাদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্তে ভজনীয়ো য ঈশস্তস্য ভাবোঽভিমানো যস্য তত্তাং যাতি, অহংগ্রহোপাসনামাবিশতীত্যর্থঃ।।৫৫।।

অতএব ক্বচিত্তেষু নব্যভক্তেষু দৃশ্যতে।

ক্ষণমীশ্বরভাবোঽয়ং নৃত্যাদৌ মুক্তিপক্ষগঃ।।৫৬।।

অনুবাদ। অতএব কোন কোন নব্যভক্তে নৃত্যাদি সময়ে ক্ষণিক কিংবা দীর্ঘকালস্থায়ী মুক্তিপক্ষপাতী এই ঈশ্বরভাব দৃষ্ট হয়।।৫৬।।

তথ্য। মুক্তি-সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্যলক্ষণযুক্তা মুক্তি। মুক্তিপক্ষপাতী বলার উদ্দেশ্য এই যে, মহাভাবাবস্থায় 'আমিই কৃষ্ণ' এই প্রকার যে ভাব, উহা নহে।।৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষণমিত্যুপলক্ষণং ক্বচিচ্চিরমভিব্যাপ্য। মুক্তিস্ত্বত্র সারূপ্য-সার্ষ্টিলক্ষণা জ্ঞেয়া।।৫৬।।

সাধনেক্ষাং বিনা যস্মিন্নকস্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে।

বিঘ্নস্থগিতমত্রোহ্যং প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনম্।।৫৭।।

অনুবাদ। শাস্ত্রোক্ত সাধনলক্ষণ দেখা না গেলেও কোন কোন ব্যক্তিতে সহসা ভাবোদয় দেখা যায়। ইহার হেতু এই যে, তাহার অন্য জন্মে সুসাধন কোনরূপ বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হইয়াছিল। বর্তমানে সেই বিঘ্নাদি দূরীভূত হওয়ায় পূর্বজন্মের সাধনের ফলরূপ ভাব উদিত হইয়াছে।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাধনেক্ষামিতি--পূর্বোক্ত সাধনাভিনিবেশ-কৃষ্ণপ্রসাদ-ভক্তপ্রসাদ-লক্ষণানি কারণানি তেষামীক্ষাং দর্শনং বিনা যস্মিন্ ভাবো রত্যাদিবীক্ষ্যতে, তস্মিন্ বৃত্রাসুরাদিম্বেব প্রাগ্‌ভবীয়ং সাধনমুহ্যম্।।৫৭।।

লোকোত্তরচমৎকারকঃ সর্বশক্তিদঃ।

যঃ প্রথীয়ান্ ভবেদ্ভাবঃ স তু কৃষ্ণপ্রসাদজঃ।।৫৮।।

অনুবাদ। যে ভাব অলৌকিক-চমৎকারকারী, সর্ব শক্তিপ্রদ ও অতিশয় গুরু অর্থাৎ গম্ভীর, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ বুঝিতে হইবে।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু পূর্বং সাধনাভিনিবেশাদি ত্রয়েণাধুনা চ প্রাগ্‌ভবীয়-সাধনেন ভাবজন্মোক্তং, তেষাং মধ্যে কতমঃ শ্রেষ্ঠস্তত্র সার্বজ্ঞ্যাদি পূতনাদৃষ্টান্তেন ভগবৎ প্রসাদস্যাধিক্যমভিপ্রেত্যাহ--লোকেতি। সর্বশক্তিদো যঃ প্রথীয়ান্ ভাবঃ সঃ।।৫৮।।

জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।

কার্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ।।৫৯।।

অনুবাদ। জাতভাব ব্যক্তিতে যদি কোনরূপ বহির্দুরাচারতা বৈগুণ্যলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অসূয়া করিতে নাই, কারণ তিনি সর্বতোভাবে কৃতার্থ এবং বৈগুণ্যে অলিপ্ত।।৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈগুণ্যং বহির্দুরাচারতা তদিবেতি তেন লিপ্তত্বাভাবাৎ, তথা চোক্তং--অপবিত্রঃ পবিত্রোবেত্যাদি, কৃতার্থত্বঞ্চাত্র জাতভাবত্বাদেব।।৫৯।।

যথা নারসিংহে --

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।

ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।।৬০।।

অনুবাদ। যথা নৃসিংহপুরাণে---যে ব্যক্তির চিত্ত ভগবান্ হরিতে একান্তভাবে নিবিষ্ট, তাঁহাতে (বহির্দৃশ্যমান সুদূরাচাররূপ) মলিনতা দেখা গেলেও তিনি একান্তভক্তি প্রভাবে অন্তরে শোভমান। পূর্ণচন্দ্র মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত দৃষ্ট হইলেও অন্ধকারদ্বারা পরাভূত হন না।।৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভৃশং মলিনোঽপি দুরাচারত্বেন বহির্দৃশ্যমানোঽপি বিরাজতে। অন্যাপরাভূত-তয়াঽন্তর্গতভক্ত্যা শোভত এব। তত্রার্থান্তরন্যাসমাহ---ন হীতি। লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশসংজ্ঞিতমিতি হরিবংশোক্তেঃ। শশকলুষচ্ছবিত্বেন বহির্দৃশ্যমানোঽপি ইত্যর্থঃ।।৬০।।

রতিরনিশনিসর্গোষ্ণ-প্রবলতরানন্দপূররূপৈব।

উষ্মাণমপি বমন্তী সুধাংশুকোটেরপি স্বাদ্বী।।৬১।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ভাবভক্তি লহরী তৃতীয়া।।

অনুবাদ। অনাদি-স্বভাব-নিবন্ধন অশান্তা ও প্রবল আনন্দরূপা রতি বিবিধ সঞ্চারিভাবলক্ষণরূপ উষ্ণতা প্রকাশ করিলেও কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও স্বাদু জানিতে হইবে।।৬১।।

শব্দার্থ। উষ্ণ---ক্রমাগত-স্পৃহা-বৃদ্ধি হওয়ায় অশান্ত স্বভাবযুক্ত। আনন্দপূর---হর্ষবশতঃ আনন্দপূর্ণ উষ্মা---উষ্মার ন্যায় বিবিধ সঞ্চারিভাবের লক্ষণ।।৬১।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে ভাবভক্তি লহরীনাম্নী
তৃতীয়লহরীর বঙ্গানুবাদ।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনিশং নিরন্তরং যো নিসর্গঃ স্বভাবস্তেন উষ্মা চ সা প্রবলতরানন্দরূপা চেতি বিগ্রহঃ। রতেরুষ্ণত্বং নাম উত্তরোত্তরাভিলাষবুদ্ধ্যাঽশান্ত-স্বভাবত্বম্, উল্লাসকত্বাদানন্দরূপত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। উষ্মাণং তদ্বিধনানা সঞ্চারিভাবলক্ষণ বমন্তি অভিব্যক্তং করোতীত্যর্থঃ।।৬১।।

।। ইতি লহরীচতুষ্টয়াত্মকে পূর্ববিভাগে ভাবভক্তিলহরী তৃতীয়।।



চতুর্থলহরী—প্রেমভক্তিঃ

অথ প্রেমভক্তিঃ

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।১।।

অনুবাদ। প্রেমভক্ত্যাখ্যা চতুর্থলহরী। অতঃপর প্রেমভক্তি---ভাব অতিশয় গাঢ় হইলে উহাকে পণ্ডিতগণ 'প্রেম' বলেন। তাহা অন্তঃকরণকে সম্যগ্‌রূপে আর্দ্র করে এবং প্রেমের পাত্রে অতিশয় মমতা জন্মায়।।১।।

তথ্য। সান্দ্র---অতিশয় গাঢ়। ভাবের সান্দ্রাত্মতা অর্থাৎ অত্যন্ত গাঢ়াবস্থাই প্রেমের স্বরূপলক্ষণ। অন্তঃকরণের সম্যক্ আর্দ্রীকরণ ও মমতাযুক্ততাকেই প্রেমের তটস্থ লক্ষণ জানিতে হইবে। "সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।" "সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়।" (চৈঃ চঃ)।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ---সম্যগিতি। সম্যঙ্ মসৃণিতং ভাবস্য প্রথমদশাপেক্ষয়াঽতিশয়ার্দ্রং স্বান্তং চিত্তং যস্মিন্ তথাভূতো যঃ সান্দ্রাত্মা নিবিড় স্বরূপঃ প্রথমদশাপেক্ষয়া পরমানন্দোৎকর্ষং প্রাপ্ত ইতি যাবৎ। অতএব কৃষ্ণেঽতিশয়মমত্বাঙ্কিতো ভাবঃ স এব প্রেমা নিগদ্যতে। অত্রেয়মাশঙ্কা---ননু ভাব এব চেদুপাদানঃ সন্ সাংখ্যমতানুসারেণ প্রেমাণমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রেমাত্মিকো ভবতি, তদা তন্মতে উপাদান-কারণমেব পূর্বাবস্থাং পরিত্যজ্য কার্যরূপেণ পরিণমতি, ন তু কারণাতিরিক্তঃ স্বতন্ত্রঃ কার্যপদার্থোঽস্তি। যথা গুড় এব কমপি বিকারং প্রাপ্য পূর্বরূপং পরিত্যজ্য চ খণ্ডো ভবতি, জাতে চ খণ্ডে তস্মাদ্ গুড়স্য পৃথক্ স্থিতির্নাস্তি। এবং খণ্ড এব সিতা ভবতি, সিতা এব সিতোপলা ভবতি, তত্র সিতোপলা দশায়াং গুড়খণ্ডসিতানাং পৃথক্ স্থিতির্নাস্তি। তদ্বদত্রাপি ভাবঃ পূর্বাবস্থাং পরিত্যজ্য প্রেমরূপো ভবতু, এবং প্রেম্ণঃ সকাশাদ্ ভাবস্য পৃথক্ স্থিতির্মাস্তু, তথাগ্রে বক্ষ্যমাণং প্রেম্ণ এব স্নেহরূপত্বমেবং স্নেহাদীনাং রাগাদিরূপত্বঞ্চ, তত্রাপি স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদি-স্থায়িভাবানাং পৃথক্ স্থিতির্মাস্তু। এবং সতি শ্রীরাধিকাপ্রভৃতিষু চরমস্থায়িরূপমহাভাব এব তিষ্ঠতু, ন তু রতি-প্রেমস্নেহমানরাগানুরাগাদয়ঃ। মৈবং---শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনীশক্তেঃ সারবৃত্তিরূপাণাং রতিপ্রেম-স্নেহাদীনাং শ্রীকৃষ্ণস্যেবাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ পূর্বাবস্থামপরিত্যজ্যৈব ভাবঃ প্রেমরূপো ভবতি। পূর্বাবস্থায়া অত্যাগাদেব প্রেম্ণঃ সকাশাদ্ ভাবস্য পৃথক্ স্থিতিরপি জ্ঞেয়া। এবং রীত্যা স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদীনাং পৃথক্ স্থিতিরপুহ্যা। তত্র দৃষ্টান্তো যথা--শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যদেহ এব কমপি মাধুর্যাদ্যুৎকর্ষং প্রাপ্য বাল্যাবস্থা-পরিত্যাগং বিনৈব পৌগণ্ডদেহো ভবতি। এবং পৌগণ্ডদেহ এব পূর্বস্মাদপ্যুৎকর্ষবিশেষং প্রাপ্য কৈশোর দেহো ভবতি, ন তু প্রাকৃতমনুষ্যশরীরাদিরিব বাল্যবস্থাং পরিত্যজ্য পৌগণ্ডাদ্যবস্থাং প্রাপ্নোতি। শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যপৌগণ্ড-কৈশোরাণামেবং বাল্যাদ্যুচিত-লীলানাঞ্চ সর্বেষাং নিত্যত্বাৎ। কিন্তু পৌগণ্ডস্য প্রাকট্যে বাল্যদেহোঽত্রান্তর্ধায় যত্র যত্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলায়াং বাল্যলীলায়া আরম্ভস্তত্রৈব প্রকটীভবতি। এবমস্যৈব বৃন্দাবনস্যা প্রকটপ্রকাশে যত্র বাল্যলীলায়া আরম্ভস্তত্রাপি বাল্যদেহস্য প্রাকট্যং

জ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মণ আগামিনি কল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে পুনরপ্যত্রৈব বৃন্দাবনস্য প্রকটপ্রকাশে বাল্যদেহঃ প্রকটী ভবিষ্যতীতি। যথা--এতদ্দ্বীপস্থঃ সূর্যোঽত্রান্তর্ধায় সন্ধ্যাকালে দ্বীপান্তরং গচ্ছতি, পুনরপি যামচতুষ্টয়ানান্তরমেতদ্দ্বীপে প্রকটীভবিষ্যতীতি। লীলানাং বাল্যাদ্যবস্থানাঞ্চ নিত্যত্বং শ্রীভাগবতটীকায়াং মহানুভাবৈর্বিস্তার্য লিখিতম্। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ, সা টীকা দ্রষ্টব্যা। প্রকৃতে তু রতিপ্রেমাদি স্থায়িভাববতাং ভক্তানাং মধ্যে যস্য ভক্তস্য স্থায়িভাবাদেঃ স্বস্বকারণং প্রাপ্যোদয়স্তদা তবৈস্যাভি-ব্যক্তিরেন্যেষাং তু ভাবানামনভিব্যক্তত্বেন তস্মিন্নেব ভক্তে স্থিতির্জ্ঞেয়া। যথা কামক্রোধাদিমতাং সংসারিকাণাং কামাদীনাং মধ্যে একতরস্যোদয়কালেঽন্যেষাং সংস্কাররূপেণ স্থিতিস্তদ্বদেবেতি জ্ঞেয়ম্।।১।।

যথা পঞ্চরাত্রে --

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।২।।

অনুবাদ। যথা পঞ্চরাত্রে---অন্যের প্রতি মমতারহিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি একান্ত মমতাযুক্ত ভক্তিকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি মহাজনবৃন্দ প্রেম বলিয়াছেন।।২।।

ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্মমুখৈর্যত্র তু সঙ্গতা।
মমতান্যমমত্বেন বর্জিতেত্যত্র যোজনা।।৩।।

অনুবাদ। যেখানে ভীষ্মপ্রমুখ ভাগবতগণ ভক্তিকে প্রেম বলেন, সেখানে "অন্যের প্রতি মমতারহিত (বিষ্ণুতে) মমতা", ইহা যোজনা করা সঙ্গত।।৩।।

ভাবোত্থোঽতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি স দ্বিধা।।৪।।

অনুবাদ। সেই প্রেম দ্বিবিধ, যথা -- (১) ভাবোত্থ অর্থাৎ ভাব হইতে সঞ্জাত এবং (২) শ্রীহরির অতি প্রসাদোত্থ অর্থাৎ প্রসাদ হইতে সঞ্জাত।।৪।।

তত্র ভাবোত্থঃ

ভাব এবান্তরঙ্গাণামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ভাবোত্থঃ পরিকীর্তিতঃ।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ভাবোত্থ প্রেম---ভাবের (অনুভাবরূপ শ্রবণ-কীর্তনাদি) অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গসমূহের সতত সেবাদ্বারা পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত রতিকে ভাবোত্থ প্রেম বলা হয়।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নারদপঞ্চরাত্রপদ্যস্যযোজনামাহ---ভক্তিরিতি। ভক্তিরত্র ভাবঃ, দেহগেহাদি-নিষ্ঠমমত্বেন বর্জিতা, অথচ বিষ্ণৌ সঙ্গতা যা মমতা, তদ্রূপা ভক্তির্ভীষ্ম প্রমুখৈঃ প্রেম উচ্যতে ইত্যর্থঃ। ভাব ইতি ভাবস্যানুভাবরূপ শ্রবণকীর্তনাদ্যন্তরঙ্গাণামঙ্গানামনু-সেবয়া পরমোৎকর্ষমারূঢ়া রতিঃ এব ভাবোত্থঃ প্রেমা পরিকীর্তিতঃ।।২-৫।।

তত্র বৈধভাবোত্থঃ

যথা একাদশে (১১।২।৪০) --

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বৈধভাবোত্থ, যথা একাদশ-স্কন্ধে—এইরূপ আচার বা নিয়মযুক্ত ব্যক্তি নিজপ্রিয় শ্রীহরির নাম কীর্তনদ্বারা জাতপ্রেম ও শ্লথহৃদয় হইয়া কখন উচ্চভাবে হাস্য করেন, কখন ক্রন্দন করেন, কখন বা চীৎকার করেন, গান করেন এবং কখন বা লোকাপেক্ষা না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এবংব্রত ইতি। পূর্ববচনোক্ত প্রকারেণ সাধনে ব্রতী ইত্যর্থঃ। অনেন বৈধীসম্বন্ধাদ্ বৈধীনিষ্পাদ্যত্বমস্যোক্তম্। প্রিয়নামকীর্ত্যেত্যত্র কৃষ্ণস্য প্রিয়ত্বকথনেন তন্নামকীর্তনস্য ভাবোত্থত্বমুক্তম্। স্বেতি—প্রিয়নিষ্ঠস্বীয়ত্বকথনেন মমতাযুক্তত্বমূক্তম্। জাতানুরাগ ইতি মমত্বস্যাতিশয়িত্বমুক্তম্। রৌতি রোদনাতিরিক্তোচ্চ শব্দং করোতি। লোকবাহ্যঃ লোকাতীতঃ।।৬।।

রাগানুগীয়ভাবোত্থঃ

যথা পাদ্মে –

ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্ব্রহ্মচর্যস্থিতা সদা।
তামেব মূর্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা।।৭।।
শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্মন্বন্তরে স্নিগ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্তয়া।।৮।।

অনুবাদ। রাগানুগীয়ভাবোত্থ প্রেম, যথা পদ্মপুরাণে—এই মন্বন্তরে সুবদনা চন্দ্রকান্তি সতত ব্রহ্মচর্যরতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ধ্যান ও শ্রীকৃষ্ণকথা গান করিয়া রোমাঞ্চিতগাত্র এবং নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি অন্য পতি ইচ্ছা করেন নাই।।৭-৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তামেব মূর্তিং ধ্যায়ন্তীত্যনেন তস্যাং মূর্তৌ পূর্বভাবো জাত আসীদিতি। সূচিতম্। কিঞ্চিদন্যং পতিং ন কাময়েৎ ন কাময়তেতি গাঢ়মমতয়া প্রেম দর্শিতম্। রোমাঞ্চস্যোদ্ভেদঃ অতিশয় ইত্যর্থঃ স এব লক্ষণং চিহ্নং যস্যাঃ। স্নিগ্ধা স্নেহবতী বভূবেতি শেষঃ।।৮।।

অথ হরেরতিপ্রসাদোত্থঃ

হরেরতিপ্রসাদোঽয়ং সঙ্গদানাদিরাত্মনঃ।।৯।।

অনুবাদ। শ্রীহরির অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম—শ্রীহরির নিজসঙ্গদানাদিকে অতি প্রসাদ বলে। ঐ সঙ্গদানাদিজাত প্রেমকে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম বলা হয়।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরেরিতি—আত্মনঃ সঙ্গদানাদিরেব হরেরতিপ্রসাদস্য কার্যত্বাৎ অতিপ্রসাদ উচ্যতে।।৯।।

যথৈকাদশে (১১।১২।৭) –

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।। ইতি।।১০।।

অনুবাদ। যথা, একাদশ-স্কন্ধে---(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন--) গোপীগণ আমাকে পাইবার জন্য বেদ পড়েন নাই, বেদ পড়িবার জন্য বেদজ্ঞগণের সেবাও করেন নাই কিংবা কোন ব্রত অনুষ্ঠান বা কোন তপস্যা করেন নাই, কেবলমাত্র আমার সঙ্গজাত প্রেমদ্বারা আমাকে পাইয়াছেন।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তে নেতি--পূর্বোক্তেষু মধ্যে কেচিদ্ বলিপ্রভৃতয় ইত্যর্থঃ। তে চ মৎপ্রাপ্ত্যর্থং নাধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈস্তথাধ্যয়নার্থং নোপাসিতা মহত্তমা বেদপারগা যৈঃ। সৎসঙ্গাদিতি। তেষাং সতাং মধ্যে প্রধানস্য মম সঙ্গাৎ প্রেমাণং প্রাপ্য মামুপাগতা ইত্যর্থঃ। কিন্তু ভগবতঃ স্বতন্ত্রত্বেপি সতাং মধ্যে স্বয়ং গণনং বিনয়স্বভাবাদেব কৃতমিতি শ্রীভগবৎ-প্রসাদোত্থ এবায়ং জ্ঞেয়ঃ।।১০।।

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা।।১১।।

অনুবাদ। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবলভেদে অতি প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুনশ্চ তস্যৈব প্রেম্ণো ভেদদ্বয়মাহ--মাহাত্ম্যেতি। কেবলো মাধুর্যমাত্রজ্ঞা-যুক্ত ইত্যর্থঃ।।১১।।

তত্রাদ্যো

যথা পঞ্চরাত্রে --

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদিনান্যথা।।১২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ মাহাত্ম্যজ্ঞানময় অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম, যথা পঞ্চরাত্রে---মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত অতিগাঢ় এবং সর্ববিষয় ও ব্যক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহকে ভক্তি বলা হয়। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই সার্ষ্ট্যাদি মুক্তি পাওয়া যায়,--অন্যরূপে নহে।।১২।।

কেবলো

যথা তত্রৈব --

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী।। ইতি।।১৩।।

অনুবাদ। কেবল অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম, যথা উক্ত গ্রন্থেই---অভিসন্ধিরহিত অর্থাৎ অবান্তর-উদ্দেশ্য-রহিত শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় ও অবিচ্ছিন্ন মনোগতিকে ভক্তি বলা হয়। ইহা বিষ্ণুবশকারিণী ভক্তি।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ পাঞ্চরাত্রিক-পদ্যদ্বয়ং মাহাত্ম্যজ্ঞান-সম্ভবাসম্ভবাংশে এব জ্ঞেয়ম্। মাহাত্ম্য-জ্ঞানঞ্চ ঈশ্বরোঽয়মিতি জ্ঞানজন্যঃ সখ্যাদিভাবসঙ্কোচক-সংভ্রমবিশেষঃ। অতএব রাগানুগানামৈশ্বর্য-জ্ঞানসত্ত্বেঽপি তন্ন সখ্যাদিভাবসঙ্কোচকমিতি জ্ঞেয়ম্। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তোঽথচ সর্বতোঽধিকস্নেহো

ভক্তিরুচ্যতে, তয়া ভক্ত্যা। তত্র নারদপঞ্চরাত্রে---হরৌ অবিচ্ছিন্না মনোগতিরূপা যা ভক্তিঃ, সা বিষ্ণুবশংকরীত্যর্থঃ। অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ফলাভিসন্ধিরহিতা।।১২-১৩।।

মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্।
রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ।।১৪।।

অনুবাদ। বিধিমার্গ অনুসরণকারী ভক্তবৃন্দের অতি প্রসাদোত্থ প্রেম মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং রাগানুগ-মার্গাশ্রিত ভক্তবৃন্দের উক্ত প্রেম প্রায়ই কেবল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যমাত্র জ্ঞানযুক্ত হয়।

তথ্য। 'প্রায়শঃ' বলার কারণ এই যে, অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমে যদি কিছুমাত্র বৈধী ভক্তির অংশ মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহা কেবলপ্রেম হইবে না।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রায়শ ইতি রাগানুগতস্যৈবার্চ্চনভক্তৌ কদাচিদ্ বৈধভক্ত্যুদি-তরুক্মিণ্যাদি-সাহিত্যেন ভাবনাযুক্তত্বে সতি ন কেবলঃ স্যাদিত্যর্থঃ।।১৪।।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।১৫।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।১৬।।

অনুবাদ। প্রেমোদয়ের বহু ক্রম থাকিলেও প্রায়িক অর্থাৎ সচরাচর যাহা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একটি ক্রম বলা যাইতেছে, যথা--

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, পরে অনর্থনিবৃত্তি, তাহার পরে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, অতঃপর আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তাহার পরে প্রেম উদিত হন। সাধকগণের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম।

তথ্য। শ্রদ্ধা--সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। সাধুসঙ্গ--ভজনরীতি-শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ। ভজনক্রিয়া--গুরু ও সাধুগণের উপদেশানুসারে শ্রবণকীর্তনাদিরূপ ভজন। অনর্থনিবৃত্তি--তত্ত্বভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থসকল ভজনদ্বারা ক্রমশঃ ধ্বংস হয় ও নিষ্ঠাদি পরবর্তী ক্রম জন্মে। নিষ্ঠা--চিত্তবিক্ষেপরহিত নিরন্তর ভজন। রুচি--বুদ্ধিসহকারে ভজনের বা ভজনীয় বিষয়ের প্রতি অভিলাষ। আসক্তি-ভজনে বা ভজনীয় বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকী রুচি। তদনন্তর ভাব ও ভাব হইতে প্রেম হইয়া থাকে।।১৫-১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র বহুষ্বপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ--আদাবিতি দ্বয়েন। আদৌ প্রথমং সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গঃ ভজনরীতি-শিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্যং রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্বিকেয়ম্। আসক্তিস্তু স্বারসিকী স্বাভাবিকীত্যর্থঃ। এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।১৬।।

ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা।।১৭।।

অনুবাদ। অত্যন্ত সৌভাগ্যশালীর চিত্তে এই নব প্রেম উৎপন্ন হন। যাঁহার চিত্তে এই প্রেম প্রকটিত হন, তাঁহার মুদ্রা অর্থাৎ আচার-ব্যবহার শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অতিশয় দুর্বোধ্য।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য ধন্যস্য অয়ং নবপ্রেমা চেতসি উন্মীলতি। অন্তর্বাণিভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিরপি অস্য ভক্তস্য মুদ্রা পরিপাটী সুদুর্গমা।।১৭।।

অতএব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যথা --

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ।।১৮।।

অনুবাদ। অতএব শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে, যথা--(শ্রীশিব পার্বতী দেবীকে বলিলেন--) হে মহেশ্বরি, যিনি শ্রীহরির ভাবে মত্ত, তিনি পরমানন্দে মগ্ন থাকায় নিজ সুখ-দুঃখ কিছুই বুঝিতে পারেন না।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুদুর্গমত্বমেব দর্শয়তি--অতএবেতি। হে মহেশানি দুর্গে! অয়ং ভাবঃ-- শাস্ত্রবিদ্ভিরপি সুখপ্রাপ্তি-দুঃখহানী এব পুরুষার্থত্বেন নির্ণীয়েতে। তাদৃশভক্তানাং তে সুখদুঃখে শাস্ত্রবিদ্ভির্বহিরেব জ্ঞায়তে, নান্তঃ। তেষামন্তস্তু সুখদুঃখে ভগবৎপ্রাপ্ত্য-প্রাপ্তিকৃতে এব। যথা, 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যাদি' ধ্রুবোক্তৌ (৩।১৫।৪৮), ভগবৎপ্রাপকভক্ত্যভাবে নাত্যন্তিকস্য মোক্ষস্যাপ্যনাদরাৎ। এবং 'কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তাচ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেতে'ত্যাদি (৩।১৫।৪৯) সনকাদীনামুক্তৌ নিরয়েষু নারকীষু যোনিষু মম ভবো জন্মস্যাদিত্যনেন যত্র ভক্তিঃ সম্ভবতি, তস্যাং নারকীযোনাবপি জন্ম সমীচীনমিতি তেষামভিপ্রায়াদিতি।।১৮।।

প্রেম্ন এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধকেম্বপি।
অত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য ন হি শংসিতাঃ।।১৯।।

অনুবাদ। স্নেহাদি প্রেমের বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উহা সাধকবৃন্দে বিরল অর্থাৎ প্রায়ই দেখা যায় না, এই বিবেচনায় উহা এস্থানে পৃথক্ করিয়া বর্ণিত হইল না।।১৯।।

শ্রীমৎ প্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্বা ভাগবতামৃতে।
ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী।।২০।।

অনুবাদ। আমার প্রভু শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী শ্রীভাগবতামৃতগ্রন্থে ভক্তিসিদ্ধান্তের মাধুরী গূঢ় হইলেও স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন।।২০।।

গোপালরূপ-শোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা প্রথমবিভাগে সুধাম্বুনিধেঃ।।২১।।

।।ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহরী চতুর্থী।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রসোপযোগি-স্থায়িভাবোৎপাদনো নাম পূর্ববিভাগঃ।।

অনুবাদ। গোপালরূপা শোভা ধারণ করিয়াও যিনি রঘুনাথের ভাব-বিস্তারক, সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর প্রথমবিভাগে তৃপ্তি লাভ করুন। পক্ষে--যিনি শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীরূপ গোস্বামীর শোভা সম্পাদন করিয়া শ্রীরঘুনাথদ্বয়ের ভাব-বিস্তারকারী, সেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে পরিতোষ লাভ করুন।।২১।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহরী-নাম্নী
চতুর্থলহরীর বঙ্গানুবাদ।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রসোপযোগী স্থায়িভাবোৎপাদন-নামক পূর্ববিভাগ।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোপালেতি শ্লিষ্টমিদং পদ্যম্। তত্র শ্রীকৃষ্ণপক্ষে---সনাতনাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তিসুধাম্ভোধেঃ প্রথমবিভাগে তুষ্যতু। কীদৃশঃ---গোপালক-স্বরূপেণ শোভাং দধৎ। রঘুনাথস্য ভাবঃ সেতুবন্ধাদিলীলা তং কাম্যবনাদৌ বিস্তারী। সনাতন-নামা আত্মা দেহো যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা শ্রীসনাতন-গোস্বামীপক্ষে গোপালভট্ট-গোস্বামী মল্লক্ষণরূপনামা চানয়োঃ শোভাং দধৎ পুষ্ণন্ রঘুনাথদাসস্য ভাবঃ প্রেমা তস্য বিস্তারী।।২১।।

।। ইতি প্রেমভক্তিলহরী চতুর্থী।।

।। সমাপ্তোঽয়ং পূর্ব্ববিভাগঃ।।



সামান্য-ভগবদ্-ভক্তিরস-নিরূপকো

দক্ষিণ-বিভাগঃ

বিভাবাখ্যা প্রথম-লহরী

প্রবলমনন্যাশ্রয়িনা নিষেবিতঃ সহজরূপেণ।
অঘদমনো মথুরায়াং সদা সনাতনতনুর্জয়তি।।১।।

অনুবাদ। সামান্য-ভগবদ্ভক্তিরস-নিরূপক দক্ষিণ বিভাগ। বিভাব্যাখ্যা প্রথমলহরী। যিনি স্বরূপমাত্রৈকনিষ্ঠ ও ভূষণাদিব্যতীতও অতিশয় সুন্দর রূপমাধুর্যে মণ্ডিত, অঘদমন নিত্যমূর্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে জয়যুক্ত হউন। পক্ষে—যিনি অনন্যশরণ স্বানুজ রূপকর্তৃক পরমভক্তিতে নিত্যসেবিত, পাপনাশন সেই শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু মথুরামণ্ডলে সতত বিজয়লাভ করিতেছেন।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রবলেতি--মথুরায়াং মথুরামণ্ডলে। কৃষ্ণপক্ষে ভূষণাদ্যপেক্ষাং বিনৈব সহজ-রূপেণ নিষেবিতঃ। পক্ষে মল্লক্ষণেন সহোদর-রূপেণ নিষেবিতঃ কথম্ভূতেন ন বিদ্যতে অন্য আশ্রয়ো যস্য তন্মাত্রবৃত্তি রূপেণেত্যর্থঃ।।১।।

রসামৃতাব্ধের্ভাগেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে দক্ষিণাভিধে।
সামান্যভগবদ্ভক্তিরসস্তাবদুদীর্যতে।।২।।
অস্য পঞ্চ লহর্যঃ স্যুবিভাবাখ্যাগ্রিমা মতাঃ।
দ্বিতীয়া ত্বনুভাবাখ্যা তৃতীয়া সাত্ত্বিকাভিধা।।৩।।
ব্যভিচার্যভিধা তুর্যা স্থায়ি-সংজ্ঞা চ পঞ্চমী।
অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা।।৪।।

অনুবাদ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই দ্বিতীয় দক্ষিণ বিভাগে সামান্যতঃ ভগবদ্ভক্তিরস বর্ণন করা হইবে। ইহাতে পাঁচটি লহরী থাকিবে—প্রথম বিভাব, দ্বিতীয় অনুভাব, তৃতীয় সাত্ত্বিক, চতুর্থ ব্যভিচারী ও পঞ্চম স্থায়ী ভাব। কেশববিষয়ক রতি বিভাবাদি-সামগ্রীর সান্নিধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া যে পরমরসরূপতা লাভ করে; এই বিভাগে তাহাই বলা হইবে।।২-৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রতিলক্ষণেন লক্ষিতায়া অস্যাঃ কেশব-বিষকরতঃ। বিভাবাদি-সামগ্রী-পরিপোষেণ পরমা রসরূপতা নিগদ্যতে।।৪।।

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।

এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।৫।।

অনুবাদ। এই কৃষ্ণরতিই স্থায়িভাব। উহাই---বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবসমূহ দ্বারা শ্রবণাদিকর্তৃক ভক্তজনহৃদয়ে (চমৎকারবিশেষে পরিপুষ্ট হইয়া) আস্বাদনীয়তা পাইলেই ভক্তিরস হয়।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাবৈরিতি--এষা কৃষ্ণরতিরেব স্থায়ী ভাবঃ, সৈব ভক্তিরসো ভবেৎ। কীদৃশী সতী? তত্রাহ--বিভাবৈরিতি। শ্রবণাদিভিঃ কর্তৃভিঃ বিভাবাদিভিঃ করণৈর্ভক্তানাং হৃদি স্বাদ্যত্বমানীতা সম্যক্ প্রাপিতা চমৎকার-বিশেষেণ পুষ্টেত্যর্থঃ।।৫।।

প্রাক্তণ্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।

এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে।।৬।।

অনুবাদ। জন্মান্তরীয় কিংবা আধুনিক ভগবদ্ভক্তিবাঞ্ছা যাঁহার আছে, তাঁহারই হৃদয়ে এই ভক্তিরসস্বাদান উদয় হয়।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদ্যপি রতেরস্তিত্বেনাধুনিকী বাসনাস্ত্যেব, তথাপি স্পষ্টার্থমুক্তম্। প্রাক্তনী বাসনা তু রত্যাস্বাদেঽবশ্যমপেক্ষিতা, অতএব একস্মিন্নেব জন্মনি দৈবাগিরপরাধৈঃ গুরুপাদাশ্রয়ণাদি ভির্জনৈস্তস্মিন্নেব জন্মনি রতৌ জাতায়ামপি তস্যাঃ আস্বাদঃ কিন্তু জন্মান্তর ইতি বোধ্যম্।।৬।।

ভক্তিনির্ধুতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।

শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিনাম্।।৭।।

জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।

প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্।।৮।।

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।

রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্।।৯।।

কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।

প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্।।১০।।

কিন্তু প্রেমা বিভবাদ্যৈঃ স্বল্পৈর্নীতোঽপ্যনীয়সীম্।

বিভাবনাদ্যবস্থাং তু সদ্য আস্বাদ্যতাং ব্রজেৎ।।১১।।

অনুবাদ। ভক্তিপ্রভাবে নিখিল দোষ-সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভাগবতে আসক্ত, যাঁহারা রসিকজনের নিত্যসঙ্গেই আনন্দিত, শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দের ভক্তিসুখ-সমৃদ্ধিই যাঁহাদের জীবাতু এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ শ্রবণ-কীর্তনাদির সতত অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিদ্যমানা অথচ প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনাদ্বয়ে দীপ্তা আনন্দস্বরূপা রতিই অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির আস্বাদনীয়তা লাভ করিয়া পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরমসীমা অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্ত

হন, কিন্তু সেই অত্যল্প বিভাবাদি সহযোগে অল্পতর বিভাবাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সদ্যই আস্বাদনীয় হয়। (পূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও অতিশয় পুষ্টই হয়)।।৭-১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিন্তু প্রেম্‌ণোঽন্তরঙ্গস্বরূপাণি ভাবোত্থোঽতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি স দ্বিধেতি পূর্বোক্তানি ভাবোত্থকৃত্যানি শ্রবণাদীন্যনুতিষ্ঠতাং ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী অথচ সংস্কারদ্বয়েন প্রাক্তন্যাধুনিকী বাসনা-দ্বয়েন উজ্জ্বলা রতিরনুভবাধ্বনি গতৈঃ কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ রস্যতাং নীয়মানা সতী পরাং প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার-কাষ্ঠামাপদ্যতে প্রাপ্নোতি। কিন্তু প্রেমা স্বল্পৈরপি বিভাবাদ্যৈরণীয়সীং বিভাবনাদ্যবস্থাং তত্তদাস্বাদবিশেষযোগ্যতাবস্থাং নীতঃ সন্ আস্বাদ্যতাং ব্রজেৎ।।৭-১১।।

অত্র বিভাবাদি সামান্যলক্ষণম্ --

যে কৃষ্ণভক্তমুরলীনাদাদ্যা হেতবো রতেঃ।
কার্যভূতাঃ স্মিতাদ্যাশ্চ তথাষ্টৌ স্তব্ধতাদয়ঃ।।১২।।
নির্বেদাদ্যাঃ সহায়াশ্চ তে জ্ঞেয়া রসভাবনে।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ।।১৩।।

অনুবাদ। এস্থলে বিভাবাদি সামান্যলক্ষণ---রতির কারণ কৃষ্ণভক্ত ও মুরলীধ্বন্যাদি, রতির কার্য হাস্যাদি, স্তম্ভাদি অষ্ট এবং রতির সহায় নির্বেদাদি---এই সমস্ত রসাস্বাদনকালে ক্রমশঃ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী নামে অভিহিত হয়।।১২-১৩।।

তত্র বিভাবাঃ --

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে।।১৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বিভাব---রতি আস্বাদনের হেতুসমূহকে বিভাব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই বিভাবের একটি আলম্বন ও অন্যটি উদ্দীপন।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যে কৃষ্ণাদ্যা রতে রত্যাস্বাদনস্য হেতব এবং তস্য কার্যভূতাঃ স্মিতাদ্যাস্তথাষ্টৌ স্তম্ভাদয়ঃ এবং সহায়রূপা নির্বেদাদয়শ্চ তে সর্বে রসভাবনে রসাস্বাদনে যথাসংখ্যেন কৃষ্ণাদয়ো **বিভাবাঃ** স্মিতাদয়োঽনুভাবাঃ স্তম্ভাদয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ নির্বেদাদয়ো ব্যভিচারিণোঃ জ্ঞেয়াঃ।।১২-১৪।।

তদুক্তমগ্নিপুরাণে --

বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ।।১৫।।

অনুবাদ। অগ্নিপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে---যাহাতে ও যে-হেতু-কর্তৃক রত্যাদি বিভাবনীয় অর্থাৎ আস্বাদনীয় হয়, তাহাকে বিভাব বলা হয়। আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে বিভাব দ্বিবিধ।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাব্যতে হীতি--যত্র ভক্তাদৌ রতির্বিভাব্যতে আস্বাদ্যতে, স আলম্বনবিভাবঃ। যেন হেতুনা রতির্বিভাব্যতে, স উদ্দীপনাত্মকো বিভাবো জ্ঞেয়ঃ।।১৫।।

তত্র আলম্বনাঃ --

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।

রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ।।১৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আলম্বন---পণ্ডিতগণ রতি প্রভৃতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে ও আশ্রয়রূপে কৃষ্ণভক্তকে আলম্বনরূপে বর্ণনা করেন। (যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রতি প্রবৃত্ত হয় তাহাকে বিষয় এবং রতির আধারকে আশ্রয় বলা হয়)।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণ ইতি--রত্যাদের্বিষয়ত্বেন কৃষ্ণঃ আলম্বনঃ। আশ্রয়ত্বেন ভক্তা আলম্বনা বুধৈঃ মতাঃ সম্মতাঃ।।১৬।।

তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ --

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ।

সোঽন্যরূপস্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ।।১৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ---নায়কগণ-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতে সমস্ত মহাগুণ নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছে; তিনি 'অন্যরূপ' ও 'স্বরূপে' অবস্থিত হইয়া এই রতির আলম্বন হন।।১৭।।

তত্র অন্যরূপেণ, যথা --

হন্ত মে কথমুদেতি সবৎসে বৎসপালপটলে রতিরত্র।

ইত্যনিশ্চিতমতির্বলদেবো বিস্ময়স্তিমিতমূর্তিরিবাসীৎ।।১৮।।

অনুবাদ। তথায় অন্যরূপে, যথা---(ব্রহ্মমোহনলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ বালক ও বৎসরূপধারণ করিলে বলদেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন--) 'অহো! শ্রীকৃষ্ণে আমার যেমন রতি আছে, তেমন রতি এক্ষণে কিরূপে বৎস ও বৎসপালকগণে উদ্ভূত হইল!' এইরূপে অনিশ্চিত মতি বলদেব বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হইলেন।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হন্তেতি---অত্র শ্রীকৃষ্ণে যা রতিঃ সা কথং বৎস-সহিতে বৎসপালসমূহে উদেতীত্যর্থঃ। স্তিমিতত্বং স্তব্ধত্বম্। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে।।১৮।।

অথ স্বরূপম্ --

আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা।।১৯।।

অনুবাদ। অতঃপর স্বয়ংরূপ---আবৃত ও প্রকটভেদে স্বরূপও দুই প্রকার।।১৯।।

তত্র আবৃতম্ --

অন্যবেশাদিনাচ্ছন্নং স্বরূপং প্রোক্তমাবৃতম্।।২০।।

তেন, যথা --

মাং স্নেহয়তি কিমুচ্চৈর্মহিলেয়ং দ্বারকাবরোধেঽত্র।
আং বিদিতং কুতুকার্থী বনিতাবেশো হরিশ্চরতি।।২১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আবৃত—অন্য বেশাদিদ্বারা আচ্ছন্ন স্বরূপকে আবৃত বলা হয়। উহা, যথা—(বনিতাবেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণে দর্শন করিয়া উদ্ধবের উক্তি--) 'এই দ্বারকায় অন্তঃপুরে এই মহিলাকে দেখিয়া কেন আমার অত্যুচ্চ (শ্রীকৃষ্ণদর্শনজ) স্নেহের উদ্ভব হইতেছে, অহো! বুঝিয়াছি, কৌতুক-প্রদর্শনহেতু শ্রীহরিই বনিতাবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন।।২০-২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মামিতি শ্রীমদুদ্ধবাক্য, দ্বারকায়া অবরোধে অন্তঃপুরে। ইয়ং মহিলা সুন্দরী স্ত্রী। উচ্চৈরিতি স্নেহক্রিয়াবিশেষণম্। তদর্থশ্চ সর্বথঃ শ্রেষ্ঠং শ্রীহরিযোগ্যং যথা স্যাত্তথা ইত্যর্থঃ। অত্র প্রমাণং যথা দশমে--(১০।৬৯।৩৬) অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষ্বন্তঃপুরগৃহাদিযু। ক্বচ্চিচরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাব-বুভূৎসয়েতি।।২১।।

প্রকটস্বরূপেণ, যথা --

অয়ং কম্বুগ্রীবঃ কমলকমনীয়াক্ষিপটিমা,
তমালশ্যামাঙ্গদ্যুতিরতিতরাং ছত্রিতশিরাঃ।
দরশ্রীবৎসাঙ্কঃ স্ফুরদরিদরাদ্যঙ্কিতকরঃ
করোত্যুচ্চৈর্মোদং মম মধুরমূর্তির্মধুরিপুঃ।।২২।।

অনুবাদ। প্রকটস্বরূপ,---(শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনে উদ্ধব বাক্য--) মধুসূদনের মধুর মূর্তি আমার হর্ষাতিশয় বিস্তার করিতেছে। অহো! ইঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় (ত্রিবলি রেখা-যুক্ত), নয়নদ্বয়ের মহাসৌন্দর্য কমলেরও বাঞ্ছনীয়, দেহকান্তি তমালবৎ অতিশয় শ্যামল, শিরে ছত্রের মহাশোভা, বক্ষে অতীব সূক্ষ্ম শ্রীবৎসচিহ্ন ও হস্তে শঙ্খ চক্র প্রভৃতির মহাবিলক্ষণ শোভা।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অয়মিত্যুদ্ধব-বাক্যম্। অয়ং মধুরিপুঃ মম মোদং করোতি, কীদৃশঃ কমলেভ্যোঽপি কমনীয়োঽক্ষিপটিমা নেত্রয়োঃ সৌন্দর্যাতিশয়ো যস্য সঃ। তমালস্যেব যা শ্যামা অঙ্গদ্যুতিস্তয়া সহিতঃ সমুদিতঃ সম্যগুদয়ং প্রাপ্তঃ। অত্রোদিত-পদেন কৃষ্ণস্য চন্দ্রত্বমারোপিতম্। তত্র শ্যামদ্যুতি-পদেন অদ্ভুতচন্দ্রত্বমায়াতং, তেন চাহ্লাদকত্বং ব্যঞ্জ্যং ভবতি। অত উদিতপদস্য নাপুষ্টার্থকতা। ছত্রাকারং শিরো যস্যেতি সৎপুরুষ লক্ষণম্, উরসি দর ঈষৎ শ্রীবৎসরূপোঽঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। অরিশ্চক্রং দরঃ শঙ্খঃ। এতৌ করস্থাঙ্কত্বেন জ্ঞেয়ৌ।।২২।।

অথ তদ্গুণাঃ--

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।।২৩।।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।।২৪।।

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।।২৫।।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।।২৬।।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ।।২৭।।
প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।।২৮।।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্বিগাহা হরেরমী।।২৯।।
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।।৩০।।
তথা হি পাদ্মে পার্বত্যৈ শিতিকণ্ঠেন তদ্গুণাঃ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্য ইত্যাদ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।৩১।।
এত এব গুণাঃ প্রায়ো ধর্মায় বনমালিনঃ।
পৃথিব্যা প্রথমস্কন্ধে প্রথয়াঞ্চক্রিরে স্ফুটম্।।৩২।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণগুণ---এই নেতা শ্রীকৃষ্ণ--(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসল্লক্ষণান্বিত, (৩) রুচির, (৪) তেজীয়ান্, (৫) বলীয়ান্, (৬) বয়সান্বিত, (৭) বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়ংবদ, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভান্বিত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিযুক্ত, (২৮) সম, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্মিক, (৩১) বীর, (৩২) করুণ, (৩৩) মান্যমানকৃৎ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) হ্রীমান্, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভজনক, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্তিমান্, (৪৪) রক্তলোক, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়, (৪৬) নারীগণমনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিযুক্ত, (৪৯) বরীয়ান্, (৫০) ঈশ্বর,---শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণ সমুদ্রবৎ দুর্বিগাহ। এই সমস্ত গুণ ভগবদনুগৃহীত কোন কোন মহাজনে বিন্দু-বিন্দু রূপে থাকিলেও (প্রাকৃতজীবে কিন্তু উক্ত বিন্দুর আভাসমাত্রই) সেই পুরুষোত্তমে কিন্তু পরিপূর্ণ-স্বরূপেই শোভা পাইতেছে। পদ্মপুরাণে শিব পার্বতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের 'কন্দর্পকোটি লাবণ্য' প্রভৃতি গুণসমূহ বর্ণনা

করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পৃথিবী ধর্মরূপী দেবকে জানাইবার জন্য বনমালী শ্রীহরির এই সমস্ত গুণই প্রায়শঃ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।।২৩-৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ তদ্‌গুণা ইতি--অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো নেতা নায়কঃ সুরম্যত্বাদি-পঞ্চাশদ্‌গুণ বিশিষ্টঃ।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জীবেষ্বিতি--ভগবদনুগৃহীতেষ্বিত্যর্থঃ। অন্যথা প্রাকৃতজীবেষু ভগবৎসম্বন্ধ্য প্রাকৃতগুণানাং বিন্দুসম্বন্ধ্যাপাসম্ভবাৎ। অতএব প্রাকৃতেষু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ম্।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বনমালিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গুণাঃ পৃথিব্যা ধর্মায় প্রথয়াঞ্চক্রিরে ধর্মায় ধর্মরূপং দেবং বোধয়িতুমিত্যর্থঃ। তুমর্থে চতুর্থী।।৩২।।

যথা প্রথমে (১।১৬।২৭-৩০) --

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্।।৩৩।।
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ।।৩৪।।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্যং স্থৈর্যমাস্তিক্যং কীর্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ।।৩৫।।
ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ।। ইতি।। ৩৬।।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।।৩৭।।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসির্দ্ধিনিষেবিতঃ।।৩৮।।

অনুবাদ। প্রথমস্কন্ধে, যথা---সত্য, শৌচ, দয়া, ক্রোধের কারণ-সত্ত্বেও চিত্তসংযম, বদান্যতা, সন্তোষ, সরলতা, মনের নিশ্চলতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নৈশ্চল্য, তপঃ, শত্রু-মিত্রাদিতে সাম্যভাব, তিতিক্ষা, ভোগাদিতে উদাসীনতা, শাস্ত্রজ্ঞতা, জ্ঞান, বিষয়বিরাগ, ঐশ্বর্য, শৌর্য, তেজঃ, বল, স্মৃতি, স্বাধীনতা, কার্যনৈপুণ্য, কান্তি, সহিষ্ণুতা, সুকুমারতা, প্রাগল্‌ভ্য, বিনয়, সচ্চরিত্র, মনঃপটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়-পটুতা, কর্মেন্দ্রিয়-পটুতা, ভোগাস্পদত্ব, গাম্ভীর্য, অচঞ্চলতা, আস্তিক্য, কীর্তি, পূজ্যত্ব, অনহঙ্কার। হে ভগবন্! মহত্ত্বেচ্ছু সাধুগণের বাঞ্ছিত--এই সমস্ত ও অন্যান্য মহদ্‌গুণসমূহ শ্রীভগবানে নিত্য অক্ষয়রূপে বর্তমান।।৩৩-৩৬।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণ, যাহা অংশতঃ সদাশিবাদিতে বর্তমান (কিন্তু সাধারণ জীবে নাই), সেই পঞ্চগুণ বলা হইতেছে--(১) সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ ও (৫) সর্বসিদ্ধিনিষেবিত।।৩৭-৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অংশেন যথাসম্ভবস্বস্বাংশেন গিরিশাদিষু সদাশিবাদিষু, আদিগ্রহণাৎ ক্বচিদ্ দ্বিপরার্ধাদৌ যদা জীবো ন ব্রহ্মা, কিন্তু ভগবান্ স্বয়মেব ব্রহ্মা ভবতি, তদৈব ভগবদতাররূপ-ব্রহ্মা গৃহ্যতে।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সচ্চিদানন্দেতি--শ্রীভগবৎপক্ষে সচ্চিদানন্দরূপঞ্চ তৎ সান্দ্রং বস্ত্বন্তরপ্রকাশ-রহিতমঙ্গং যস্য স ইতি বিগ্রহঃ। সদাশিব-পক্ষে সচ্চিদানন্দেন শ্রীভগবতা সান্দ্রং তাদাত্ম্যাপন্নমঙ্গং যস্য সঃ।।৩৮।।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।।৩৯।।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা।।৪০।।

অনুবাদ। অতঃপর লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণে এবং মহাপুরুষাদিতেও বিদ্যমান পঞ্চগুণ, কিন্তু যাহা শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতভাবেই বিরাজমান, উহা বলা যাইতেছে, যথা---(১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ, (৩) অবতারাবলিবীজ, (৪) হতারিগতিদায়ক ও (৫) আত্মারামগণাকর্ষী।

তথ্য। হতারিগতিদায়ক-স্থলে 'গতি'-শব্দে স্বর্গাদিই বাচ্য, ভগবানের বিদ্বেষকারীরা অন্য কোনও কর্ম করিয়াও কিন্তু স্বর্গাদি পাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার স্বরূপেই উক্ত পঞ্চগুণের আবির্ভাব-হেতু ঐ সমস্তগুণের অদ্ভুতত্ব প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে পঞ্চগুণের প্রথম ও তৃতীয়টি স্বয়ং ভগবত্তাহেতু, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়াও তাহার পরে বৈকুণ্ঠাদির ব্যাপ্তিতে, চতুর্থটি মোক্ষ ও ভক্তিদানের জন্যই এবং পঞ্চমটি আত্মারামগণের মধ্যে নিজের ও পরব্যোমনাথাদির আকর্ষণে অদ্ভুত হয়।।৩৯-৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথোচ্যতে যুগ্মকম্। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদি-শব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। অত্রাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং লক্ষ্মীশে জ্ঞেয়ম্। মহাপুরুষাদাবতারকর্তৃত্বাৎ কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহো যস্যেতি মধ্যপদলোপিসমাসঃ; তন্মাত্রব্যাপি বিগহত্বং মহাপুরুষে মায়াদ্রষ্টুস্তস্যৈব তদুপাধিত্বাৎ। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং--যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ইতি; অবতারাবলীবীজত্বং পূর্বয়োদ্বয়োঃ যথাসম্ভবমন্যত্র চ। গতিঃ স্বর্গাদিরূপোঽর্থঃ। স তু ভগবদ্দ্বেষিণামন্যেন কেনাপি কর্মাদিনা ন সম্ভবতি। যথোক্তং গীতাসু--তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমানিত্যাদি। এতে গুণা নারায়ণাদি-বৃত্তয়োঽপি শ্রীকৃষ্ণে কিলাদ্ভুততয়া বর্তন্তে। যথা শ্রীকৃষ্ণস্যাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বেঽপি অদ্ভুতাঃ। যথা ব্রহ্মমোহনে প্রসিদ্ধম্, অপ্রাকৃত-দিব্যস্বর্গাদি-কর্তৃত্বম্। এবং কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত্বেঽপি বৈকুণ্ঠাদি সর্ববিভুবস্তুব্যাপিত্বম্ এবং হতেত্যত্রাপি মোক্ষভক্তি-পর্যন্তগতিদাতৃত্বম্। এবমাত্মা রামেত্যত্রাপি আত্মারামেষু মধ্যে স্বস্ব তথা পরব্যোমনাথা দীনাঞ্চাকর্ষকত্বম্। যথা তৃতীয়ে--(৩। ২। ১২) বিস্মাপনং স্বস্য চেত্যাদি। শ্রীদশমে (১০। ৮৯। ৫৮) 'দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা' ইত্যাদি। অন্যৎ সর্বমুদাহরণে ব্যক্তীভবিষ্যতীতি।।৪০।।

সর্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।।৪১।।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্ধ-রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ।।৪২।।
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।।৪৩।।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ।
সোদাহরণমেতেষাং লক্ষণং ক্রিয়তে ক্রমাৎ।।৪৪।।

অনুবাদ। (১) সকলেরই চমৎকার-কারক লীলারূপে তরঙ্গরাজির সমুদ্র, (২) অতুলনীয়-মাধুর্য-মণ্ডিত মহাভাব পর্যন্ত যাবতীয় প্রেমদ্বারা ভক্তগণের মণ্ডনকারী, (৩) মুরলীর অব্যক্ত মধুরধ্বনিতে ত্রিজগতের মানস আকর্ষক এবং অনন্যসাধারণ রূপমাধুর্যে চরাচরাত্মক বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদক—এই চারিটি শ্রীকৃষ্ণেরই অসাধারণ গুণ বলা হইল। ক্রমশঃ এই গুণাবলির লক্ষণ ও উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।।৪১-৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বেষামদ্ভুতচমৎকারো যত্র এবম্ভূতলীলারূপকল্লোলস্য তরঙ্গস্য বারিধিঃ। অতুল্যমাধুর্যবিশিষ্ট-মহাভাবপর্যন্তপ্রেম্ণা মণ্ডিতঃ প্রিয়মণ্ডলো ভক্তসমূহো যেন সঃ।।৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তানেব চতুরো গুণান্ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি--লীলেতি। তত্র লীলা ইতি প্রথমঃ। প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যমিতি তাদৃশপ্রিয়জনেন বিরাজমানত্বমিত্যর্থঃ, তচ্চ দ্বিতীয়ো গুণঃ। বেণুমাধুর্যমিতি তৃতীয়ঃ। রূপমাধুর্যমিতি চতুর্থঃ। তদেবং নিরূপ্য স্বানুভব-বিশেষাদেব প্রৌঢ়িবাদেনাহ--ইত্যসাধারণ-মিতি। তদেবমপি সিদ্ধান্ত-তত্ত্বভেদেঽপীত্যাদৌ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমিতি যদুক্তং তত্তু তত্রত্যাসাধারণ-গুণানামপ্যুপলক্ষণং জ্ঞেয়ম্। চতুর্ভেদা ইতি ভেদো বর্গঃ। তথা চ তত্র পঞ্চাশত্তমগুণ-পর্যন্তঃ প্রথমো বর্গঃ। তদুত্তর-পঞ্চগুণা দ্বিতীয়ঃ। তৎপশ্চাদুক্ত পঞ্চগুণাস্তৃতীয়ঃ। তদব্যবহিতোক্তা সাধারণ চতুর্গুণাশ্চ তুর্যঃ। সোদাহরণমিতি--অত্রোদাহরণানি চতুর্ভিঃ প্রমাণৈর্লব্ধাদি। প্রমাণচতুষ্টয়েষু মধ্যে কুত্রচিচ্ছাস্ত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ঃ, কুত্রচিচ্ছাস্ত্রতাৎপর্যেণ, কুত্রচিত্তাৎপর্যানুসারিমহাজনপ্রসিদ্ধ্যা, কুত্রচিন্মহাজন-প্রসিদ্ধ্যনুসারিবর্ণনে চ জ্ঞেয়ম্।।৪৪।।

তত্র সুরম্যাঙ্গ :—

শ্লাঘ্যাঙ্গসন্নিবেশো যঃ সুরম্যাঙ্গঃ স কথ্যতে।।৪৫।।

যথা --

মুখং চন্দ্রাকারং করভনিভমূরুদ্বয়মিদং
ভুজৌ স্তম্ভারম্ভৌ সরসিজবরেণ্যং করযুগম্।
কবাটাভং বক্ষঃস্থলমবিরলং শ্রোণিফলকং
পরিক্ষামো মধ্যঃ স্ফুরতি মুরহন্তুর্মধুরিমা।।৪৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সুরম্যাঙ্গ---অঙ্গসন্নিবেশ প্রশংসনীয় হইলে তাহাকে 'সুরম্যাঙ্গ' বলা হয়। যথা---অহো! মুররিপুর কি আশ্চর্য মধুরিমাই দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার মুখ চন্দ্রাকৃতি, উরুযুগল করিশুণ্ডের ন্যায়, ভূজযুগল স্তম্ভের ন্যায়, করদ্বয় কমনীয় ও প্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য, বক্ষঃস্থল কপাটের ন্যায় বিস্তারি, নিতম্বস্থল স্থূল কিন্তু নিবিড় ও মধ্যভাগ অতিক্ষীণ।

তথ্য। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও চন্দ্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্তলেশেরও যোগ্যতা দেখা যায় না, তাহা হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমায় সাধারণব্যক্তির বুদ্ধি প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রাদির উপমা দেওয়া হইয়া থাকে। ভগবৎ-পরিকরগণ যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে ঐ প্রকার বর্ণন করেন, তথায় সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিভূতিরূপ লীলাপরিকর চন্দ্রাদিই দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, মনে করিতে হইবে।।৪৫-৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুখমিতি---মুরহন্তুর্মুখং চন্দ্রাকারম্; অতস্তস্য মধুরিমা স্ফুরতি। যদ্বা---মুরহন্তুশ্চন্দ্রাকারমুখমেব মধুরিমা, স এব স্ফুরতি, ধর্মধর্মিণোরভেদ কথনন্তু মাধুর্যাতিশয়-দ্যোতনায়। যদ্যপি পূর্বানুসারেণ চন্দ্রাদয়স্তস্য দৃষ্টান্ততালেশমপি ন প্রাপ্ণুবন্তি, তথাপি সাধারণ-লোকানাং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্তপ্রবেশার্থমেব দৃষ্টান্তিতাঃ। যত্র তু শ্রীকৃষ্ণে স্বতঃসিদ্ধচিত্তপ্রবেশবতীভিঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদিভিরপি চন্দ্রাদিকং দৃষ্টান্তীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণো বর্ণ্যতে, তত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা-পরিকরা অপ্রাকৃতাশ্চন্দ্রাদয় এব তাভির্দৃষ্টান্তীকৃতা ইতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্। অবিরলমিতি স্থূলত্বাদ্ বিভক্তাবয়বত্বেন বিবেক্তুম-শক্যমিত্যর্থঃ।।৪৬।।

সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ --

তনৌ গুণোত্থমঙ্কোত্থমিতি সল্লক্ষণং দ্বিধা।।৪৭।।

তত্র গুণোত্থম্ --

গুণোত্থং স্যাদ্‌গুণৈর্যোগো রক্ততা-তুঙ্গতাদিভিঃ।।৪৮।।
রাগঃ সপ্তসু হন্ত ষট্‌স্বপি শিশোরঙ্গেম্বলং তুঙ্গতা
বিস্তারস্ত্রিষু খর্বতা ত্রিষু তথা গম্ভীরতা চ ত্রিষু।
দৈর্ঘ্যং পঞ্চসু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সংপ্রেক্ষ্যতে সূক্ষ্মতা
দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণঃ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে।।৪৯।।

অনুবাদ। সর্বসল্লক্ষণান্বিত--দেহে গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থভেদে দুই প্রকার 'সল্লক্ষণ' দেখা যায়। তন্মধ্যে গুণোত্থ--দেহের স্থলবিশেষে রক্ততা ও তুঙ্গতা ইত্যাদিকে গুণোত্থ সল্লক্ষণ বলা হয়। যথা--(শ্রীনন্দ মহারাজকে কোন এক সমানবয়স্ক গোপ বলিলেন--) হে সখে! তোমার এই পুত্রের শরীরে ৩২ টি সল্লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিরূপে গোপদেহে ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল? এই বালকের সপ্ত অঙ্গে (নেত্রান্ত, পদতল, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখে) রক্তিমা, ছয় অঙ্গে (বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি ও মুখে) তুঙ্গতা অর্থাৎ উচ্চতা, তিনটি অঙ্গে (কটি, ললাট ও বক্ষে) বিস্তার, তিনটি অঙ্গে (গ্রীবা,

জঙ্ঘা ও শিশ্নে) হ্রস্বতা, তিনের (নাভি, স্বর ও বুদ্ধির) গাম্ভীর্য, পঞ্চ অঙ্গে (নাসা, ভুজ, নেত্র, চোয়াল ও জানুতে) দীর্ঘতা, পাঁচটির (ত্বক্, কেশ, লোম, দশন ও অঙ্গুলিপর্বের) সূক্ষ্মতা। (এই বত্রিশটি মহাপুরুষ-লক্ষণ)।।৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গুণোত্থমিতি—রক্ততা-তুঙ্গতা দিভির্গুণৈর্যোগো গুণোত্থং স্যাদিত্যর্থঃ। রাগ ইতি শ্রীমদ্‌ব্রজেশ্বরং প্রতি কস্যচিৎ সবয়সো গোপস্য বাক্যমিদম্। সপ্তসু নেত্রান্ত-পাদকরতল-তাল্বধরৌষ্ঠ-জিহ্বানখেষু। ষট্‌সু বক্ষঃস্কন্ধনখনাসাকটিমুখেষু। ত্রিষু কটিললাটবক্ষঃসু। পুনস্ত্রিষু গ্রীবাজঙ্ঘামেহনেষু। পুনস্ত্রিষু নাভিকণ্ঠস্বরান্তঃকরণেষু। পঞ্চসু নাসাভুজনেত্রহনুজানুষু। পুনঃ পঞ্চসু ত্বক্‌কেশরোমদন্তাঙ্গুলিপর্বসু।।৪৮-৪৯।।

অঙ্কোত্থম্ —

রেখাময়ং রথাঙ্গাদি সাদঙ্গোত্থং করাদিষু।।৫০।।

যথা —

করয়োঃ কমলং তথা রথাঙ্গং স্ফুটরেখাময়মাত্মজস্য পশ্য।
পদপল্লবয়োশ্চ বল্লবেন্দ্র ধ্বজবজ্রাঙ্কুশমীনপঙ্কজানি।।৫১।।

অনুবাদ। অঙ্কোত্থ—হস্তাদিতে চক্র প্রভৃতি রেখা সমূহকে অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। (যথা, কোন বৃদ্ধা গোপী ব্রজরাজকে বলিলেন—) হে বল্লবেন্দ্র! ঐ দেখ তোমার পুত্রের হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও চক্ররেখা, চরণযুগলে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, মীন ও পঙ্কজাদি চিহ্নসমূহ বিরাজমান।।৫০-৫১।।

রুচিরঃ —

সৌন্দর্যেণ দৃগানন্দকারী রুচির উচ্যতে।।৫২।।

যথা তৃতীয়ে (৩। ২। ১৩) —

যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতুরর্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত।।৫৩।।

অনুবাদ। রুচির—সৌন্দর্যদ্বারা নেত্রের আনন্দকারী হইলে 'রুচির' বলা হয়। যথা তৃতীয় স্কন্ধে—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের নেত্ররসায়ন সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিজগতের লোকগণ ইহাই অনুমান করিয়াছিলেন যে, বিধাতার অর্বাচীন বিচিত্র সংসার-নির্মাণে যে নিপুণতা ছিল, সেই সমস্তই এই শ্রীবিগ্রহ-নির্মাণে নিঃশেষিত হইয়াছে।।৫২-৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। করয়োরিতি কস্যাশ্চিদ্‌বৃদ্ধগোপ্যা বচনম্। উপলক্ষণান্যেতানি চিহ্নানি। পদ্মপুরাণং দৃষ্ট্বান্যান্যপ্যসাধারণানি জ্ঞেয়ানি। তানি যথা পদ্মপুরাণে, ব্রহ্মোবাচ—শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পদয়োশ্চিহ্নলক্ষণম্। ভগবৎ কৃষ্ণরূপস্যহ্যানন্দৈকঘনস্য চ। অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবাগ্রতঃ। পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থমৃষীণাঞ্চ তথৈব চ। আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া। যৈরেব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। তান্যহং বেদ

ন্যন্যাঽস্তি সত্যমেতন্ময়ো-দিতম্। ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ। ধ্বজঃ পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ।। সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাংপ্রতং বৈষ্ণবোত্তম।। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্ধচন্দ্রকম্। অম্বরং মৎস্যচিহ্নং চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্।। অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ প্রদর্শ্যন্তে যদা কদা। কৃষ্ণাখ্যং তু পরং ব্রহ্ম ভুাব জাতং ন সংশয়ঃ।। দ্বয়ঞ্চাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চ চৈব চ। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! অবতারে কথঞ্চনেত্যাদি। ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম। জম্বুফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ। তাপন্যাগমবারাহাদিভ্যস্তু শঙ্খচক্রচ্ছত্রানি জ্ঞেয়াণি।। সৌন্দর্যেণ কান্ত্যা, তৃতীয়স্কন্ধে যৎ পূর্বাশ্লোকোক্তং কৃষ্ণস্বরূপ-বিম্বং তদ্ দৃশাং স্বস্ত্যয়নং ধর্মসূনোর্যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য বিধাতুরর্বাক্ সৃতৌ যৎ কৌশলং তদিহ কৃষ্ণসৌন্দর্যে কাৎস্ন্যেন গতং প্রবিষ্টমিতি ত্রিলোকঃ অমন্যত অন্ধভূৎ। তদেকলেশান্তর্ভূতমেব তৎসর্বমিত্যর্থঃ তন্মূর্তের্বিধাতৃ-সৃজ্যত্বাভাবেঽপি সৃষ্টিরিয়-মুক্তা।।৫১-৫৩।।

যথা বা —

অষ্টানাং দনুজভিদঙ্গপঙ্কজানামেকস্মিন্ কথমপি যত্র বল্লবীনাম্।

লোলাক্ষিভ্রমরততিঃ পপাত তস্মান্নোত্থাতুং দ্যুতিমধুপঙ্কিলাৎ ক্ষমাসীৎ।।৫৪।।

অনুবাদ। (পূর্বোক্ত শ্লোকে সুরম্যাঙ্গ-মিশ্র উদাহরণ হওয়ায় অপরিতৃপ্ত হইয়া শুদ্ধ উদাহরণ দিতেছেন--) যথা—শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট অঙ্গই (মুখ, নয়নদ্বয়, হস্তদ্বয়, নাভি ও চরণযুগল) পদ্ম। যদি এই অষ্ট পদ্মের কোনও একটিতে গোপীগণের চঞ্চল নয়নরূপ ভ্রমরসমূহ কোনরূপে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গকান্তিরূপ পঙ্কময় স্থান হইতে আর উঠিতে সমর্থ হয় না।।৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বত্র সুরম্যাঙ্গত্বমিশ্রং রুচিরত্বং বর্ণিতম্; ইত্যপরিতোষাচ্ছুদ্ধোদা-হরণং পুনরাহ। যথা বেতি--অষ্টানাং মুখনেত্রযুগনাভিকরযুগচরণযুগরূপাণাম্।।৫৪।।

তেজসা যুক্তঃ —

তেজো ধাম প্রভাবশ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধং বুধৈঃ।।৫৫।।

অত্র ধাম —

দীপ্তিরাশি-র্ভবেদ্ধাম।।৫৬।।

যথা বা —

অম্বরমণি-নিকুরম্বং বিড়ম্বয়ন্নপি মরীচিকুলৈঃ।

হরিবক্ষসি রুচিনিবিড়ে মণিরাড়য়মুড়ুরিব স্ফুরতি।।৫৭।।

অনুবাদ। তেজীয়ান্—বুধগণ 'তেজঃ'-শব্দে ধাম ও প্রভাবকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তেজোরাশিকে ধাম বলা হয়। যথা--এই মণিরাজ কৌস্তুভ নিজকান্তিমালায় সূর্যসমূহকে বিড়ম্বিত করিয়াও তেজোময় শ্রীহরিবক্ষে একটি নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইতেছে।।৫৫-৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অয়ং মণিরাট্ কৌস্তুভঃ। মরীচিকুলৈরম্বরমণিঃ সূর্যস্তস্য নিকুরম্বং সমূহং

বিড়ম্বয়ন্ অপি কৃষ্ণবক্ষসি উড়ুরিব স্ফুরতি। যদ্যপ্যেতদেব তত্ত্বং, তথাপি লৌকিকলীলারক্ষার্থং স্বস্য তস্য চ তেজোগোপনমপি করোতি শ্রীভগবানিতি সূর্যাদিতেজসামপি তত্র ভাণং জ্ঞেয়ম্। (গী ৭।২৫) 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃত' ইত্যাদ্যুক্তেঃ।।৫৭।।

প্রভাবঃ --

প্রভাবঃ সর্বজিৎ স্থিতিঃ।।৫৮।।

যথা --

দূরতস্তমবলোক্য মাধবং কোমলাঙ্গমপি রঙ্গমণ্ডলে।
পর্বতোদ্ভট-ভুজান্তরোঽপ্যসৌ কংসমল্লনিবহঃ স বিব্যথে।।৫৯।।

অনুবাদ। প্রভাব--সর্বজয়কারী অবস্থাকে 'প্রভাব' বলা হয়। যথা--যাহাদের বক্ষঃস্থল পর্বত হইতেও প্রচণ্ড সেই কংসমল্লসকল রঙ্গমঞ্চে কোমলাঙ্গ হইলেও মাধবকে দূর হইতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল।।৫৮-৫৯।।

বলীয়ান্ --

প্রাণেন মহতা পূর্ণো বলীয়ানিতি কথ্যতে।।৬০।।

যথা --

পশ্য বিন্ধ্যগিরিতোঽপি গরিষ্ঠং দৈত্যপুঙ্গবমুদগ্রমরিষ্টম্
তূলখণ্ডমিব পিণ্ডিতমারাৎ পুণ্ডরীকনয়নো বিনুনোদ।।৬১।।

অনুবাদ। বলীয়ান্--মহাবলবান্ ব্যক্তিকেই বলীয়ান্ বলে। যথা--ঐ দেখ, বিন্ধ্যপর্বত অপেক্ষাও গরিষ্ঠ এবং অতীব প্রচণ্ড দৈত্যবর্য অরিষ্টকে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মুষ্টীকৃত তূলখণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন।।৬০-৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তূলখণ্ডমিব পিণ্ডিতমরিষ্টা সুরমারাদ্দূরে বিনুনোদ চিক্ষেপ। তামরসাক্ষস্য পদ্মাক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বামো ভুজদণ্ডঃ।।৬১।।

যথা বা --

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়া-কন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্ধনো গিরিঃ।।৬২।।

অনুবাদ। যথা বা--পুণ্ডরীক-লোচন শ্রীহরির যে বামভুজদণ্ড গোবর্ধন গিরিকে ক্রীড়াকন্দুকবৎ খেলার ভাঁটার ন্যায় ধারণ করিয়াছিল, সেই ভুজই তোমাদিগের রক্ষক হউক।।৬১।।

বয়সান্বিতঃ --

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্য-নানা-বিলাসবান্।।৬৩।।

অনুবাদ। বয়সান্বিত--'বয়স' বলিতে ক্রমপ্রাপ্ত বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরই লক্ষিত, অতএব বয়সের নানাবিধ ভেদ থাকিলেও সর্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্বগুণান্বিত ও নিত্য বিবিধ-বিলাসবিশিষ্ট কিশোরই প্রশস্ত।।৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বয়সা অন্বিতো যুক্তঃ। ধর্মীতি ধর্মাঃ সর্বে গুণাঃ সন্ত্যস্মিন্ ইতি ধর্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ।।৬৩।।

যথা --

তদাত্বাভিব্যক্তীকৃততরুণিমারম্ভরভসং
স্মিতশ্রীনির্ধৃতস্ফুরদমলরাকাপতিমদম্।
দরোদঞ্চৎপঞ্চাশুগ-নবকলামেদুরমিদং
মুরারের্মাধুর্যং মনসি মদিরাক্ষীর্মদয়তি।।৬৪।।

অনুবাদ। যথা---তৎকালে যাহাতে তারুণ্যারম্ভের ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইতেছে, মৃদুমন্দ হাস্য-সৌন্দর্যে পরম সুন্দর পূর্ণচন্দ্রের গর্বও যাহাতে খর্বতা পাইতেছে, এবং যাহা কামদেবের ঈষৎ প্রকাশিত নবীন কলায় স্নিগ্ধ, মুরারির সেই মাধুর্য খঞ্জননয়না গোপীদের মনে উন্মদনা আনিতেছে।।৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথাপি শৃঙ্গারাখ্যস্য মহারসস্য পরমোদ্বোধকং তদিত্যাশয়েনাহ--তদত্বিতি। মুরারের্মাধুর্যং মদিরাক্ষীর্মদয়তি, কীদৃশং তদাত্বে তৎকালেঽভিব্যক্তীকৃত-তরুণিমারম্ভে রভসো হর্ষো যতঃ। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদিত্যমরঃ। ঈষদুদ্গচ্ছৎ কন্দর্পস্য নবকলয়া মেদুরং নিবিড়ম্। ঈষদর্থে দরাব্যয়মিত্যমরঃ। মেদুর শব্দোঽপি নানার্থঃ।।৬৪।।

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ --

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ স প্রোক্তো যস্তু কোবিদঃ।
নানাদেশ্যাসু ভাষাসু সংস্কৃতে প্রাকৃতেষু চ।।৬৫।।

যথা --

ব্রজযুবতিষু শৌরিঃ শৌরসেনীং সুরেন্দ্রে
প্রণতশিরসি সৌরীং ভারতীমাতনোতি।
অহহ পশুষু কীরেষ্বপ্যপভ্রংশরূপাং
কথমজনি বিদগ্ধঃ সর্বভাষাবলীষু।।৬৬।।

অনুবাদ। বিবিধ-অদ্ভুতভাষাবিৎ--সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পশুপক্ষি-প্রভৃতিরও ভাষাসমূহে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহাকে 'বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ' বলা হয়। যথা--(বিদগ্ধা বৃদ্ধা গোপীর বাক্য--) কি অদ্ভুত! এই শৌরী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের সহিত ব্রজপ্রভৃতি-শূরসেনদেশোদ্ভব প্রাকৃত ভাষায়, প্রণত দেবেন্দ্রের সহিত দেবভাষায়, গো-মহিষাদি পশুর, কাশ্মীর-দেশীয় মানব ও শুকাদি পক্ষিগণের সহিত প্রাকৃতভাষায় কথার্বাতা

বলেন। ইনি সর্বভাষায় বিদগ্ধ হইলেন কিরূপে?।।৬৫-৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চকারঃ পশ্বাদিভাষামপি গৃহ্লাতি।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজযুবতিম্বিতি--ব্রজস্থ-বিদগ্ধ বৃদ্ধাবচনম্। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কথং সর্বভাষাবলীযু বিদগ্ধোঽজনি। শৌরসেনীং ব্রজপ্রভৃতি-শূরসেন-দেশোদ্ভবাং বাণীং সা চ প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরভাষা--বিদগ্ধমাধবাদৌ প্রসিদ্ধা। ব্রজস্থজনানাং ভাষা চ। প্রণতশিরসি ইন্দ্রে সৌরীং সংস্কৃত লক্ষণান্। তত্র শৌরিরিতি 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য' (১০।৮।১৪) ইত্যাদি গর্গানুসারেণ।।৬৬।।

সত্যবাক্যঃ --

স্যান্নানৃতং বচো যস্য সত্যবাক্যঃ স ভণ্যতে।।৬৭।।

যথা --

পৃথো তনয়পঞ্চকং প্রকটমর্পয়িষ্যামি তে
রণোর্বরিতমিত্যভূত্তব যথার্থমেবোদিতম্।
রবির্ভবতি শীতলঃ কুমুদবন্ধুরপ্যুষ্ণল-
স্তথাপি ন মুরন্তক! ব্যভিচরিষ্ণুরুক্তিস্তব।।৬৮।।

অনুবাদ। সত্যবাক্য---যাঁহার বাক্য অসত্য হয় না, তাঁহাকেই সত্যবাক্ বলা হয়। যথা-- (যুদ্ধ অবসানের পরে সমাগত কৃষ্ণকে কুন্তী বলিতেছেন--) 'হে পৃথে! তোমার পাঁচটি পুত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যানয়ন করিয়া তোমার সাক্ষাতেই অর্পণ করিব', হে মুরান্তক! তোমার এই বাক্য সত্যই হইল, যেহেতু সূর্য শীতল হইতে পারে, চন্দ্রও উষ্ণ হইতে পারে, তবুও তোমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না।।৬৭-৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যুদ্ধসমাপ্ত্যনন্তরমাগতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কুন্ত্যাহ--পৃথেতি।।৬৮।।

যথা বা --

গূঢ়োঽপি বেষেণ মহীসুরস্য হরির্যথার্থং মগধেন্দ্রমুচে।
সংসৃষ্টমাভ্যাং সহ পাণ্ডবাভ্যাং মাং বিদ্ধি কৃষ্ণং ভবতঃ সপত্নম্।।৬৯।।

অনুবাদ। ('সত্যপ্রতিজ্ঞ' গুণের সহিত উক্ত উদাহরণের প্রায়শঃ মিল হওয়ায় পুনরুক্তি হইতে পারে চিন্তা করিয়া অন্য উদাহরণ দিতেছেন---) শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে গূঢ়ভাব ধারণ করিয়াও জরাসন্ধকে যথার্থই বলিয়াছেন---'হে মগধরাজ! এই দুইজন পাণ্ডবের সহিত আমাকে তোমার চিরবৈরী কৃষ্ণ বলিয়াই জানিও'।।৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বক্ষ্যমাণ-সত্যপ্রতিজ্ঞত্বেন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ--যথাবেতি। মহীসুরস্য ব্রাহ্মণস্য বেশেন গূঢ়োঽপি মগধেন্দ্রং জরাসন্ধম্। আভ্যাং পাণ্ডবাভ্যাং সংসৃষ্টং মিলিতং মাং কৃষ্ণং সপত্নং শত্রুং বিদ্ধি।।৬৯।।

প্রিয়ংবদঃ --

জনে কৃতাপরাধেঽপি সান্ত্ববাদী প্রিয়ংবদঃ।।৭০।।

যথা --

কৃতব্যলীকেঽপি ন কুণ্ডলীন্দ্র! ত্বয়া বিধেয়া ময়ি দোষদৃষ্টিঃ।

প্রবাস্যমানোঽসি সুরার্চিতানাং পরং হিতায়াদ্য গবাং কুলস্য।।৭১।।

অনুবাদ। প্রিয়ংবদ--অপরাধীর প্রতিও যিনি প্রিয়বাক্য বলেন, তাঁহাকেই 'প্রিয়ংবদ' বলা হয়। যথা--(কালিয়নাগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি--) 'হে সর্পরাজ কালিয়! আমি তোমাকে পীড়া দিলেও আমার প্রতি তোমার দোষদৃষ্টি করা উচিত নহে, দেবগণ-পূজিত গোসমূহের পরম মঙ্গলের জন্য তুমি নির্বাসন প্রাপ্ত হইয়াছ'।।৭০-৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে কুণ্ডলীন্দ্রকালিয় কৃতব্যলীকেঽপি ময়ি ত্বয়া দোষদৃষ্টির্ন বিধেয়া। পীড়ার্থেঽপি ব্যলীকং স্যাদিত্যমরঃ। সুরার্চিতানাং গবাং কুলস্য হিতায় ত্বাং প্রবাস্যমানোঽপি স্ববাসস্থানং হ্রদং বিহায় প্রবাসং প্রস্থাপ্য মানোঽসি।।৭১।।

বাবদূক ঃ --

শ্রুতিপ্রেষ্ঠোক্তিরখিলবাগ্ গুণান্বিতবাগপি।

ইতি দ্বিধা নিগদিতো বাবদূকো মনীষিভিঃ।।৭২।।

তত্র আদ্যো যথা, --

অশ্লিষ্টকোমলপদাবলিমঞ্জুলেন প্রত্যক্ষরক্ষরদমন্দসুধা-রসেন।

সখ্যঃ সমস্তজনকর্ণরসায়নেন নাহারি কস্য হৃদয়ং হরিভাষিতেন।।৭৩।।

অনুবাদ। বাবদূক--মনীষিগণ কর্ণরসায়ন (শব্দ মাধুরীযুক্ত) এবং নিখিলবাক্যগুণ (অর্থপরিপাটী) যুক্ত বাক্যপ্রয়োগকারি-হিসাবে দুই প্রকার 'বাবদূক' স্বীকার করেন। তন্মধ্যে কর্ণরসায়ন, যথা---(ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিতে ব্রজরাজসভায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উচ্চারিত বাক্যমাধুরী শ্রবণ করিয়া কোনও বন্দিনীর উক্তি---) হে সখীগণ! সুস্পষ্ট কোমল পদসমূহদ্বারা মনোজ্ঞ উচ্চারণমাধুরী, প্রতিবর্ণে অপূর্ব সুধারস-স্রাবি (বর্ণবিন্যাস-পরিপাটী) এবং নিখিলজন-শ্রবণ-রসায়ন স্বরমাধুরীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণবাক্যসমূহ কাহার হৃদয় না অপহরণ করে? ৭২-৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রুতেঃ শ্রবণস্য প্রিয়তমোক্তির্যস্য সঃ। এবমখিলবাগ্ গুণান্বিত-বাক্যযুক্তোঽপি। প্রথমে শব্দমাধুরী দর্শিতা। দ্বিতীয়ে চার্থপরিপাটীতি জ্ঞেয়ম্।।৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অশ্লিষ্টেত্যাদিকং ব্রজেন্দ্রগোষ্ঠিষু মহেন্দ্রমখভঙ্গার্থং শ্রীহরি-বচনহৃতমনস্কায়াঃ কস্যাশ্চিদ্ বন্দিজনাঙ্গনায়াঃ স্বসখীঃ প্রতি বচনম্। (শ্লিষ্টমবিস্পষ্ট বাক্যম্। অশ্লিষ্টং স্পষ্টবাক্যম্।) তত্রাশ্লিষ্টেত্যুচ্চারণমাধুরী। প্রত্যক্ষরেতি বর্ণবিশেষ-বিন্যাসমাধুরী। সমস্তেতি--স্বরমাধুরী।।৭৩।।

দ্বিতীয়ো যথা --

প্রতিবাদিচিত্তপরিবৃত্তিপটুর্জগদেকসংশয়বিমর্দকরী।

প্রমিতাক্ষরাদ্য-বিবিধার্থময়ী হরিবাগিয়ং মম ধিনোতি ধিয়ঃ।।৭৪।।

অনুবাদ। নিখিলগুণান্বিত-বাক্যপ্রয়োগ, যথা---(শ্রীউদ্ধব বলিলেন--) যাহা প্রতিবাদীর চিত্ত পরিবর্তনে পটু, জগতের সর্বসংশয়ছেদক, পরিমিত অক্ষরযুক্ত বা অব্যর্থপ্রমাণবিশিষ্ট এবং বিবিধ অর্থযুক্ত, সেই শ্রীহরিবাক্য আমার অন্তরে মহানন্দ প্রদান করিতেছে।।৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রতিবাদীত্যাদিকং শ্রীমদুদ্ধববাক্যম্। তত্র প্রতিবাদীত্যুপন্যাস-পরিপাটী। জগদিতি যুক্তি-পরিপাটী। প্রকর্ষেণ মিতানি সপ্রমাণানি অক্ষরাণি যস্যামিতি যাথার্থ্য-পরিপাটী বিবিধো নানোহাপোহসমাধানবিচিত্রোঽর্থো যস্যাং সেতি প্রতিভা-পরিপাটী দর্শিতা।।৭৪।।

সুপাণ্ডিত্য ঃ--

বিদ্বান্নীতিজ্ঞ ইত্যেষ সুপাণ্ডিত্যো দ্বিধা মতঃ।
বিদ্বানখিলবিদ্যাবিন্নীতিজ্ঞস্তু যথার্হকৃৎ।।৭৫।।

অনুবাদ। সুপাণ্ডিত্য---বিদ্বান্ ও নীতিজ্ঞভেদে সুপাণ্ডিত্য ব্যক্তি দ্বিবিধ। নিখিল-শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং যথাযথ-কর্মকারি-ব্যক্তিই নীতিজ্ঞ।।৭৫।।

তত্র আদ্যো যথা –

যং সুষ্ঠু পূর্বং পরিচর্য গৌরবাৎ পিতামহাদ্যম্বুধরৈঃ প্রবর্তিতাঃ।
কৃষ্ণার্ণবং কাশ্যগুরুক্ষমাভৃতস্তমেব বিদ্যা-সরিতঃ প্রপেদিরে।।৭৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথম (বিদ্বান্), যথা---(শ্রীনারদের বাক্য--) পূর্বে ব্রহ্মা প্রভৃতি মেঘসমূহ গৌরবের সহিত পরিচর্যা করিয়া যে কৃষ্ণ-সিন্ধু হইতে বিদ্যা-নদীর প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যানদীসমূহ এক্ষণে সান্দীপনিরূপ গিরি হইতে পুনরায় কৃষ্ণসিন্ধুতেই পতিত হইল।।৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অখিলবিদ্যাবিদিতি শাস্ত্রীয়জ্ঞান মুক্তম্। যথার্হকৃদিতি তত্রাপি কর্তব্যেষু নিশ্চয়জ্ঞানং দর্শিতম্। যমিতি শ্রীনারদবাক্যং--পিতামহাদ্যম্বুধরৈর্ব্রহ্মাদি-স্বরূপমেঘৈঃ। যং শ্রীকৃষ্ণং পরিচর্য বিদ্যাস্বরূপাঃ সরিতো নদ্যঃ প্রবর্তিতাঃ, কাশ্যগুরুঃ সান্দীপনি স্তৎস্বরূপাৎ ক্ষ্মাভৃতঃ পর্বতাৎ সকাশাৎ তং শ্রীকৃষ্ণরূপার্ণবং প্রপেদিরে।।৭৫-৭৬।।

যথা বা --

আম্নায়প্রথিতান্বয়া স্মৃতিমতী বাঢ়ং ষড়ঙ্গোজ্জ্বলা
ন্যায়েনানুগতা পুরাণসুহৃদা মীমাংসয়া মণ্ডিতা।
ত্বাং লব্ধাবসরা চিরাদ্গুরুকুলে প্রেক্ষ্য স্বসঙ্গার্থিনং
বিদ্যানাম্ বধূশ্চতুর্দশ-গুণা গোবিন্দ শুশ্রূষতে।।৭৭।।

অনুবাদ। যথা বা---(সিদ্ধ ও চারণগণের উক্তি--) বিদ্যাপক্ষে--হে গোবিন্দ! যাঁহার চতুর্বেদেই বিশাল ব্যুৎপত্তি, যিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে মতিযুক্তা, ষড়ঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত) শাস্ত্রেও অতিশয় উজ্জ্বলা, তর্কবিদ্যায় পারঙ্গতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণই যাঁহার বন্ধু এবং পূর্ব ও উত্তরমীমাংসাই যাঁহার

ভূষণ—সেই চতুর্দশ (বেদাঙ্গ ৬, বেদ ৪, মীমাংসা ১, ন্যায় ১, ধর্মশাস্ত্র ১ ও পুরাণ ১) অঙ্গযুক্তা বিদ্যানামিকা বধূ দীর্ঘকাল পরে অবসরক্রমে গুরুকূলে তোমাকে স্বীয় অঙ্গার্থী বুঝিয়া শুশ্রুষা করিতেছেন। বধূপক্ষে—সৎকূল বলিয়া বিখ্যাত পিতৃকূল ও শ্বশুরকূল-যুক্তা মেধাবতী, ষড়ঙ্গে অর্থাৎ শির, মধ্যদেশ, করদ্বয় ও চরণদ্বয়ে উজ্জ্বলা, নীতিশালিনী, বৃদ্ধগণসম্মতবিচার-বিশিষ্টা এবং চতুর্দশবিদ্যারূপ গুণশালিনী বধূও বহুদিন অবসর সন্ধান করিয়া পিত্রাদিকূলে বর্তমান স্বসঙ্গার্থী পতিকে বরণ করে।।৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আম্নায়েতি সিদ্ধচারণানাং স্তুতিঃ। বিদ্যাপক্ষে চতুর্দশশাস্ত্রাণ্যেব গুণা ভাগা যস্যাঃ সা। আম্নায়ৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ প্রথিতো বিস্তারিতোঽন্বয়ো ব্যুৎপত্তির্যস্যাঃ। স্মৃতির্মন্বাদিঃ। 'শিক্ষা কল্পং ব্যাকরণং জ্যোতিষং ছন্দ এব চ। নিরুক্তঞ্চ নিরুক্তানি ষড়ঙ্গানি মনীষিভিঃ।' ন্যায়স্তর্কশাস্ত্রং পুরাণং শ্রীভাগবতাদিঃ। মীমাংসা পুর্বোত্তররূপা তদেতদনুসারেণ চতুর্দশগুণাঃ। 'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ' ইত্যেতাবৎ-সংখ্যাঃ। বধূপক্ষে আম্নায় সৎকুলতা। অন্বয়ো বংশঃ, স্মৃতির্মেধা। ষড়ঙ্গানি শিরোমধ্যভাগৌ হস্তৌ পাদৌ চেতি। ন্যায়ো নীতিঃ। পুরাণা বৃদ্ধাঃ সুহৃদঃ সহায়া যস্যাং তয়া মীমাংসয়া বিচারেণ মণ্ডিতা। গুরুরত্র পিত্রাদিঃ সতকূলে বর্তমানমিত্যর্থঃ। চতুর্দশ তাবদ্ বিদ্যাত্মকা গুণা যস্যা ইতি।।৭৭।।

দ্বিতীয়ো যথা –

মৃত্যুস্তস্করমণ্ডলে সুকৃতিনাং বৃন্দে বসন্তানিলঃ
কন্দর্পো রমণীষু দুর্গতকুলে কল্যাণকল্পদ্রুমঃ।
ইন্দুর্বন্ধুগণে বিপক্ষপটলে কালাগ্নিরুদ্রাকৃতিঃ
শাস্তি স্বস্তিধুরন্ধরো মধুপুরীং নীত্যা মধূনাং পতিঃ।।৭৮।।

অনুবাদ। দ্বিতীয় অর্থাৎ নীতিজ্ঞ, যথা—পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ নীতিদ্বারা মথুরামণ্ডল শাসন করিতেছেন। তিনি তস্করসকলে যম, সুকৃতিজনসমূহে বসন্তানিল, রমণীবৃন্দে কন্দর্প, দুর্গতজনগণে কল্যাণ-কল্পতরু, বন্ধুগণে চন্দ্র এবং বিপক্ষসকলে কালানল-রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া শাসন চালাইতেছেন।।৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্তিধুরন্ধরঃ স্বস্তিভারং ধরতীত্যর্থঃ। যো নীত্যা ত্রিভুবনং শাস্তি পালয়তি। নীতিপূর্বকশাসনমেবাহ--মৃত্যুরিতি।।৭৮।।

বুদ্ধিমান্ –

মেধাবী সূক্ষ্মধীশ্চেতি প্রোচ্যতে বুদ্ধিমান্ দ্বিধা।।৭৯।।

তত্র মেধাবী, যথা –

অবন্তিপুরবাসিনঃ সদনমেত্য সান্দীপনে-
র্গুরোর্জগতি দর্শয়ন্ সময়মত্র বিদ্যার্থিনাম্।
সকৃন্নিগদমাত্রতঃ সকলমেব বিদ্যাকুলং
দধৌ হৃদয়মন্দিরে কিমপি চিত্রবন্মাধবঃ।।৮০।।

অনুবাদ। বুদ্ধিমান্---মেধাবী ও সূক্ষ্মধী-ভেদে বুদ্ধিমান্ দ্বিবিধ বলা হয়। তন্মধ্যে মেধাবী, যথা---শ্রীকৃষ্ণ ইহজগতের বিদ্যার্থিগণকে আচার শিক্ষা দিবার জন্য অবন্তীপুরনিবাসী গুরু সান্দীপনিমুনির গৃহে যাইয়া গুরুর নিকট হইতে একটিবার মাত্র উপদিষ্ট হইয়াই হৃদয়মন্দিরে অখিল বিদ্যাকেই যে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা অতিশয় বিস্ময়প্রদই।।৭৯-৮০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সময়মাচারং দর্শয়ন্ শিক্ষয়ন্। সময়াঃ শপথাচারকালসিদ্ধান্তসংবিদ ইতি নানার্থবর্গাৎ।।৮০।।

সূক্ষ্মধীঃ, যথা --

যদুভিরয়মবধ্যো ম্লেচ্ছরাজস্তদেনং তরলতমসি তস্মিন্ বিদ্রবন্নেব নেষ্যে।
সুখময়নিজনিদ্রা-ভঞ্জন-ধ্বংসিদৃষ্টির্ঝরমুচি মুচুকুন্দঃ কন্দরে যত্র শেতে।।৮১।।

অনুবাদ। সূক্ষ্মধী, যথা---(ম্লেচ্ছরাজকে মথুরাপুরী অবরোধ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতেছেন--) এই ম্লেচ্ছরাজ যদুগণের অবধ্য, আমি পলায়ন করিতে করিতেই ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাই, যেস্থানে স্বল্পান্ধকারযুক্ত নির্ঝরশোভিত পর্বতগহ্বরে মুচুকুন্দ পরমসুখে শায়িত আছে। অহো! তাহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইলে মুচুকুন্দ দৃষ্টিমাত্রই এই যবনকে ভস্মীভূত করিবে।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্তস্মাদেনং ম্লেচ্ছরাজং তরল তমসি স্বল্পান্ধকারযুক্তে ঝরমুচি কুন্দরেঽহং বিদ্রবন্ সন্ নেষ্যে। সুখময়নিদ্রাভঞ্জকং জলং ধ্বংসিতুং শীলং যস্যা এবম্ভূতা দৃষ্টির্যস্য স মুচুকুন্দো যত্র শেতে।।৮১।।

প্রতিভান্বিতঃ --

সদ্যো নবনবোল্লেখিজ্ঞানঃ স্যাৎ প্রতিভান্বিতঃ।।৮২।।

যথা পদ্যাবল্যাম্ --

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক্ব ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদগাত্রসংসর্গতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী-
ত্যেবং গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্ কৃষ্ণশ্চিরং পাতু বঃ।।৮৩।।

অনুবাদ। প্রতিভান্বিত--সদ্য সদ্য নব নব উন্মেষকারিণী বুদ্ধির সহিত যুক্ত জনকেই 'প্রতিভান্বিত' বলে। যথা পদ্যাবলীতে--(শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংলাপ) শ্রীরাধা--হে কেশব! এক্ষণে তোমার বাস (বসতিস্থল) কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ--(বাসশব্দে বস্ত্রার্থ ধরিয়া) হে মুগ্ধেক্ষণে রাধে! এই ত' আমার পীতবস্ত্র। শ্রীরাধা--হে শঠ! বাসস্থানের কথাই বল। শ্রীকৃষ্ণ--(বাসশব্দে সুগন্ধার্থ করিয়া) হে মহাসৌভাগ্যবতি! তোমারই দেহ-সংসর্গে আমার এই সুগন্ধ। শ্রীরাধা--হে ধূর্ত! যামিনীতে ছিলে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ--(যামিন্যা

মুষিতঃ--এই দুই পদ পৃথক্ করিয়া) তনুরহিতা যামিনী আমার কি চুরি করিবে হে? এইরূপে গোপবধূর সহিত ছলনা সহকারে পরিহাসকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে চিরকাল রক্ষা করুন।।৮২-৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাধাকৃষ্ণয়োরুত্তরপ্রত্যুত্তরমাহ--হে কেশব! ভবতো বাসো বসতিস্থানং ক্ব। বস্ত্রার্থকবাসঃ শব্দাভিপ্রেত্য শ্রীকৃষ্ণ আহ--মুগ্ধেক্ষণে! রাধে! ইদং পীতাম্বরম্। হে শঠ! বাসং ব্রূহি। বাসপদস্য সুগন্ধার্থমভিপ্রেত্য প্রত্যুত্তরমাহ--যথেষ্ট-সুভগে! ত্বদীয়গাত্রসংসর্গত এব মম সুগন্ধঃ। হে ধূর্ত! যামিন্যাং কুত্রোষিতঃ? যামিন্যা ইতি তৃতীয়ান্তপদমভিপ্রেত্যাহ--তনুরহিতা যামিনী কিং মুষ্ণাতি মাং চোরয়তি।।৮৩।।

বিদগ্ধঃ --

কলা-বিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্যতে।।৮৪।।

যথা --

গীতং গুম্ফতি তাণ্ডবং ঘটয়তি ব্রূতে প্রহেলীক্রমং
বেণুং বাদয়তে স্রজং বিরচয়ত্যালেখ্যমভ্যস্যতি।
নির্মাতি স্বয়মিন্দ্রজালপটলীং দ্যূতে জয়ত্যুন্মদান্
পশ্যোদ্দামকলাবিলাসবসতিশ্চিত্রং হরিঃ ক্রীড়তি।।৮৫।।

অনুবাদ। বিদগ্ধ--কলাবিলাসে যাঁহার চিত্ত সতত সংলিপ্ত, তাহাকে বিদগ্ধ বলা হয়। যথা--ঐ দেখ, নিখিল-কলাবিলাসখনি শ্রীকৃষ্ণ কি বিচিত্র ক্রীড়াই করিতেছেন--তিনি গান-রচনা, তাণ্ডবনৃত্যের শিক্ষা, প্রহেলিকার পারিপাট্য-বর্ণন, বেণুবাদন, মালিকাগ্রন্থন, চিত্রকর্মের অভ্যাস, স্বয়ং ইন্দ্রজাল-রচনা এবং গর্বিতজনদিগকেও দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিতেছেন।।৮৪-৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উন্মাদানুদ্গতাহঙ্কারান্ দ্যূতে জয়তি।।৮৫।।

চতুরঃ --

চতুরো যুগপদ্ভুরিসমাধানকৃদুচ্যতে।।৮৬।।

যথা --

পারাবতীবিরচনেন গবাং কলাপং গোপাঙ্গনাগণমপাঙ্গ-তরঙ্গিতেন।
মিত্রাণি চিত্রতর-সঙ্গর-বিক্রমেণ ধিন্বন্নরিষ্টভয়দেন হরির্বিরেজে।।৮৭।।

অনুবাদ। চতুর---একই কালে বহুকর্ম-সম্পন্নকারিজনই 'চতুর' বলিয়া খ্যাত। যথা--শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের ভয়োৎপাদক পারাবতীনাম্নী গোপগীতির রচনায় গোদিগকে, অপাঙ্গভঙ্গিতে গোপাঙ্গনাগণকে এবং বিচিত্রতর যুদ্ধবিক্রমে সখাবৃন্দকে যুগপৎ সুখপ্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন।।৮৬-৮৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পারাবতী গোপগীতিঃ। তথা চারিষ্টভয়দেন তদ্গীতেন গবাং সমূহং ধিন্বন্

সুখয়ন্ চিত্রতর যুদ্ধবিক্রমেণ মিত্রাণি ধিন্বন্। অরিষ্টভয়দেনেতি সর্বত্র যোজ্যম্। সাক্ষাদসুরস্য দর্শনে যন্নিঃশঙ্কতয়া গানাদিকং করোতি, অতএব তস্যাভয়-কারণমিতি বোধ্যম্।।৮৭।।

দক্ষঃ --

দুষ্করে ক্ষিপ্রকারী যস্তং দক্ষং পরিচক্ষতে।।৮৮।।

যথা শ্রীদশমে (১০।৫৯।১৭) --

যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ।
হরিস্তান্যচ্ছিনত্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ।।৮৯।।

অনুবাদ। দক্ষ--দুষ্কর কার্যও যিনি সত্বর সমাধান করিতে পারেন, তিনি 'দক্ষ'। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--হে কুরূদ্বহ! যোদ্ধারা যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ক্রমশঃ এক এক বাণ নিক্ষেপ করিয়া মোট তিনটি বাণেই সেই সকল ছেদন করিলেন।।৮৮-৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যোধৈর্যানি শস্ত্রাস্ত্রাণি প্রযুক্তানি তানি একৈকশঃ একমেকং হরিঃ ক্রমপ্রযুক্তৈস্তীক্ষ্ণৈস্ত্রিভিঃ শরৈরচ্ছিনৎ।।৮৯।।

যথা বা --

অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব,
ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনা-পূর্তিকামঃ।
অতনুত গতিলীলা-লাঘবোর্মি তথাসৌ
দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্ব-স্ব-পার্শ্বে।।৯০।।

অনুবাদ। যথা বা---'হে অঘহর! আমার সাথে মিলিয়া নৃত্য কর'---এইরূপে প্রত্যেক গোপীই প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে এমনভাবে গমনলীলার ক্ষিপ্রতা বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রত্যেক গোপীই নিঃসন্দেহে মনে করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন।।৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে অঘহর! ময়ৈব সহ যুগ্মীভূয়ং নৃত্যং কুরু। ইত্যাকারিকায়াঃ প্রত্যেকং সর্বাসাং প্রার্থনায়াঃ পূর্তিকামঃ শ্রীকৃষ্ণস্তথা গতিলীলয়োর্লাঘবোর্মিং ততান, যথা এতা ব্রজসুন্দর্যস্তং স্বস্বপার্শ্বং এবাধিকমত্যর্থং নিঃসংশয়ং যথা স্যাত্তথা দদৃশুঃ।।৯০।।

কৃতজ্ঞঃ --

কৃতজ্ঞঃ স্যাদভিজ্ঞো যঃ কৃতসেবাদিককর্মণাম্।।৯১।।

যথা মহাভারতে --

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্।।৯২।।

অনুবাদ। কৃতজ্ঞ—কৃত-সেবাদিকর্ম-বিষয়ে যিনি সতত অভিজ্ঞ, তিনি 'কৃতজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত। যথা মহাভারতে—(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) আমি দূরদেশে থাকিলেও কৃষ্ণা দ্রৌপদী যে আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া উচ্চরবে ডাকিয়াছিল, তাহাতেই আমার হৃদয়ে ঋণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার আর ক্ষয় দেখিতে পাইতেছি না।।৯১-৯২।।

যথা বা --

অনুগতিমতিপূর্বাং চিন্তয়ন্নৃক্ষমৌলে রকুরুত বহুমানং শৌরিরুদ্দায় কন্যাম্।
কথমপি কৃতমল্পং বিস্মরেন্নৈব সাধুঃ কিমুত স খলু সাধুশ্রেণিচুড়াগ্ররত্নম্।।৯৩।।

অনুবাদ। যথা বা—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের রামাবতারকালীন সেবা চিন্তা করিয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ভল্লুকরাজকে বহুসম্মান জানাইলেন। সাধুব্যক্তি অত্যল্প সেবাকেও যখন কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না, তখন সেই সাধুগণচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আর অধিক কি?।।৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঋক্ষমৌলের্জাম্ববতোঽনুগতি মতিপূর্বাং রামাবতারে কৃতাম্। কিমুত সাধুশ্রেণীনাং চূড়াগ্ররত্নং স শ্রীকৃষ্ণঃ।।৯৩।।

সুদৃঢ়ব্রতঃ --

প্রতিজ্ঞানিয়মৌ যস্য সত্যৌ স সুদৃঢ়ব্রতঃ।।৯৪।।

তত্র **সত্য-প্রতিজ্ঞো** যথা হরিবংশে --

ন দেবগন্ধর্বগণা ন রাক্ষসা ন চাসুরা নৈব চ যক্ষ-পন্নগাঃ।
মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা মুনে সমর্থাঃ খলু সত্যমস্তু তে।।৯৫।।

যথা বা --

সখেলমাখণ্ডলপাণ্ডুপুত্রৌ বিধায় কংসারিরপারিজাতৌ।
নিজপ্রতিজ্ঞাং সফলাং দধানঃ সত্যাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ সুখামকার্ষীৎ।।৯৬।।

অনুবাদ। সুদৃঢ়ব্রত--যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম উভয়ই সত্য হয়, তাঁহাকে সুদৃঢ়ব্রত বলা হয়। তন্মধ্যে সত্য প্রতিজ্ঞ, যথা হরিবংশে--হে নারদ! দেবগণ বা গন্ধর্বগণ, রাক্ষসবৃন্দ বা অসুরবৃন্দ, যক্ষবৃন্দ বা পন্নগবৃন্দ--ইহারা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে উদ্যোগী হইলেও তাহা করিতে পারে নাই, তোমারই শপথ সত্য হউক। যথা বা—শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য অনায়াসে ইন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরকে অপারিজাত (ইন্দ্রপক্ষে--পারিজাতশূন্য ও যুধিষ্ঠিরপক্ষে অরিপক্ষনাশ) করিয়া সত্যভামা ও দ্রৌপদীকে সুখিনী করিয়াছেন।।৯৪-৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এতে হন্তুমুদ্যতা অপি ন সমর্থাঃ। হে মুনে নারদ তবৈব সত্যং শপথম্। সত্যং শপথ তথ্যয়োরিত্যমরঃ।।৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইন্দ্রপক্ষে অপারিজাতত্বং পারিজাত-রাহিত্যং, পাণ্ডব-পক্ষে অপগত-

শক্রসমূহত্বম্। সত্যাং সত্যভামাং সুখামিতি সুখবিশিষ্টামিত্যর্থঃ। অথবা শোভনং খং সুখং যস্যা ইতি। 'খমিন্দ্রিয়ং সুখাকাশে' ইত্যেকাক্ষরকোষঃ।।৯৬।।

সত্যনিয়মো যথা --

গিরেরুদ্ধরণং কৃষ্ণ দুষ্করং কর্ম কুর্বতা।
মদ্ভক্তঃ স্যান্ন দুঃখীতি স্বব্রতং বিবৃতং ত্বয়া।।৯৭।।

অনুবাদ। সত্যনিয়ম, যথা--(দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি--) হে কৃষ্ণ! গোবর্ধনপর্বত ধারণরূপ দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়া 'আমার ভক্ত কদাচ দুঃখী হয় না' এই বাক্য পালনরূপ নিজব্রতই বিবৃত করিয়াছ।।৯৭।।

তথ্য। সত্যপ্রতিজ্ঞা--কাদাচিৎকী প্রতিজ্ঞা, সত্যনিয়ম--সার্বকালিক নিয়ম; উভয়ের এইমাত্র ভেদ।।৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বদাতননিয়মঃ সত্যনিয়মঃ, কাদাচিৎক-নিয়মঃ প্রতিজ্ঞা ইতি তয়োর্ভেদঃ। গিরেরুদ্ধরণমিতি মহেন্দ্র-বাক্যম্।।৯৭।।

দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ --

দেশকালসুপাত্রজ্ঞস্তত্তদ্‌যোগ্যক্রিয়া-কৃতী।।৯৮।।

যথা --

শরজ্জ্যোৎস্না-তুল্যঃ কথমপি পরোনাস্তি সময়
স্ত্রিলোক্যামাক্রীড়ঃ ক্বচিদপি ন বৃন্দাবনসমঃ।
ন কাপ্যম্ভোজাক্ষী ব্রজযুবতিকল্পেতি বিমৃশ-
ন্মনো মে সোৎকণ্ঠং মুহুরজনি রাসোৎসবরসে।।৯৯।।

অনুবাদ। দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞ---যিনি দেশ, কাল ও সুপাত্র বিবেচনা করিয়া যথোপযোগিকার্য করিতে পারেন---তিনিই 'দেশকালসুপাত্রজ্ঞ'। যথা (মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন---) শারদজ্যোৎস্নারঞ্জিতা রাত্রির ন্যায় উত্তম সময় হয় না, ত্রিভুবনমধ্যে বৃন্দাবনের ন্যায় ক্রীড়াস্পদ কোনও স্থান নাই, এবং ব্রজযুবতীতুল্যা পদ্মলোচনা কোন নারীও ত্রিলোকে নাই---ইহা চিন্তা করিয়াই আমার মন রাসোৎসব-রসবিষয়ে মুহুর্মুহু উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হইয়াছিল।।৯৮-৯৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ ইতি দেশকালগ্রহণং পাত্রার্থমেব কৃতম্। অতঃ পাত্রস্যৈবাত্র প্রাধান্যং বিবক্ষিতম্। যতঃ তাদৃশপাত্রাভাবে দেশকালয়োরকিঞ্চিৎ-করত্বভিপ্রেতম্। অতঃ সুশব্দোঽপ্যত্রৈব কৃতঃ। অতঃ সমুদায়-সাপেক্ষকত্বাদেক এব গুণ উদাহৃতঃ। অন্যত্র তু দেশ-কালজ্ঞত্বাদিকাঃ পৃথগ্‌গুণা অপি ভবেয়ুরিতি বিবেচনীয়ম্।।৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মথুরায়ামুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতঃ স্বচরিত-কথনান্তঃপাতি বাক্যমিদম্ ব্রজযুবতি-কল্পেতি তত্তুল্যেত্যর্থঃ।।৯৯।।

শাস্ত্রচক্ষুঃ --

শাস্ত্রানুসারিকর্মা যঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ স কথ্যতে।।১০০।।

যথা --

অভূৎ কংসরিপোর্নেত্রং শাস্ত্রমেবার্থদৃষ্টয়ে।

নেত্রাম্বুজন্তু যুবতীবৃন্দোন্মাদায় কেবলম্।।১০১।।

অনুবাদ। শাস্ত্রচক্ষুঃ---যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্মকারী, তিনিই 'শাস্ত্রচক্ষুঃ' বলিয়া অভিহিত। যথা---(পরিহাস বাক্য--) শুভাশুভবিষয়-জানিবার জন্য কংসারির পক্ষে শাস্ত্রই চক্ষুঃ এবং তাঁহার নয়নপদ্মদ্বয় উহা কেবল যুবতিবৃন্দকে উন্মত্ত করিবার জন্যই বিরাজমান।।১০০-১০১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অভূদিতি কস্যচিৎ পরিহাসোক্তি। অর্থদৃষ্টয়ে অর্থস্য শুভাশুভজ্ঞানায়। কংসরিপোঃ শাস্ত্রমেব নেত্রমভূৎ। তস্য নেত্রকমলন্তু যুবতীবৃন্দোন্মাদয়ে কেবলম্।।১০১।।

শুচিঃ --

পাবনশ্চ বিশুদ্ধশ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধঃ শুচিঃ।

পাবনঃ পাপনাশী স্যাদ্বিশুদ্ধস্ত্যক্তদূষণঃ।।১০২।।

তত্র পাবনো যথা পাদ্মে --

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধিং পাবনং পাবনানাং,

শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।

প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-

রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তধারাম্।।১০৩।।

অনুবাদ। শুচি--পাবন ও বিশুদ্ধভেদে শুচি দুই প্রকার বলা হয়। পাবন বলিতে পাপধ্বংসনএবং বিশুদ্ধ বলিতে সমস্ত দোষশূন্যই বুঝায়। তন্মধ্যে পাবন, যথা পদ্মপুরাণে---(ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর বলিলেন--) উত্তমঃশ্লোক মৌলি শ্রীকৃষ্ণ পাবনসমূহেরও পাবন, তাঁহাকেই তুমি শ্রদ্ধাপূর্বক বিশুদ্ধমতি হইয়া নিষ্কপটে ভজন কর। অহো! তাঁহার নামরূপ সূর্যের আভাসমাত্রও অন্তঃকরণরূপ (অন্ধকারময়) গহ্বরে উদিত হইয়াই মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে ধ্বংস করে।।১০২-১০৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তং নির্ব্যাজমিতি ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীবিদুরোপদেশঃ। শ্রদ্ধয়া শুধ্যন্মতিঃ সন্ তং শ্রীকৃষ্ণং নির্ব্যাজং নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা ভজ। যস্য নামাভাসোঽপি অন্তঃকরণমুকুরে উদ্যন্ সন্, নাম্নি চাভাসত্বং---নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা। শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যমিত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্।।১০৩।।

বিশুদ্ধো, যথা --

কপটঞ্চ হঠশ্চ নাচ্যুতে বতসত্রাজিতি নাপ্যদীনতা।

কথমদ্য বৃথা স্যমন্তক প্রসভং কৌস্তুভসখ্যমিচ্ছসি? ১০৪।।

অনুবাদ। বিশুদ্ধ, যথা---(সত্রাজিৎকে লক্ষ্য করিয়া উদ্ধবের আক্ষেপ উক্তি--) হে সম্যন্তক! সত্রাজিৎ হইতে তোমাকে কাড়িয়া লইতে শ্রীকৃষ্ণের কপট বা হঠ কিছুই নাই, আবার সত্রাজিতেও মহাকার্পণ্য রহিয়াছে, অতএব অদ্য কেন তুমি নির্বিচারে কৌস্তুভের সহিত সখ্যবিধানের বাঞ্ছা করিতেছ? ১০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সত্রাজিতমুদ্দিশ্য শ্রীমদুদ্ধবস্য সোৎপ্রাসোক্তিঃ--হে স্যমন্তক! সত্রাজিতঃ সকাশাৎ ত্বাং গ্রহীতুং শ্রীকৃষ্ণস্য কপটং হঠশ্চ নাস্তি। এবং সত্রাজিতি চাদীনতা নাস্তি; অর্থাদ্দীনতা বর্ততে। তৎ কথং সখ্য মিচ্ছসি? 'প্রসভস্তু বলাৎকারো হঠ' ইত্যমর-পাঠাৎ হঠ ইতি পুংস্যেব। প্রসভমিতি অর্শ আদিত্বেন মন্তব্যম্।।১০৪।।

বশী --

বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রোক্তঃ।।১০৫।।

যথা প্রথমে (১।১১।৩৭) --

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্।

সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকু।।১০৬।।

অনুবাদ। বশী---জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই 'বশী' বলিয়া অভিহিত। যথা প্রথমস্কন্ধে---যে পরমসুন্দরীগণের গম্ভীর ভাব-ব্যঞ্জক নির্মল ও মনোহর হাস্য ও সলজ্জ অপাঙ্গ বিক্ষেপে স্বয়ং কন্দর্পও অতিশয় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কুসুমধনু পরিত্যাগ করেন, তাদৃশ কন্দর্প-বিজয়িনী বরাঙ্গনারাও কপট হাবভাবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মন ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই।।১০৫-১০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উদ্দামেতি---যাসামুদ্ভটভাব সূচকাভ্যাং নির্মলমনোহরাভ্যাং হাসব্রীড়াবলোকনাভ্যাং স্মিত সলজ্জদৃষ্টিভ্যাং নিহতো মদনঃ সংমুহ্য চাপমজহাৎ। তাঃ প্রমদোত্তমা যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইন্দ্রিয়ং কুহকৈঃ কপটৈর্ময়িতুং বশীকর্তুং ন শেকুঃ প্রেম্ণা তু শেকুরিতি বোধ্যম্। তদেবং ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি বাণা ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-বদত্র তাসাং মহিমদর্শনার্থমুৎপ্রেক্ষামাত্রম্।।১০৬।।

স্থিরঃ --

আফলোদয়কৃৎ স্থিরঃ।।১০৭।।

যথা --

নির্বেদমাপ ন বনভ্রমণে মুরারি-
র্নাচিন্তয়দ্ব্যসনমৃক্ষবিলপ্রবেশে।
আহৃত্য হন্ত মণিমেব পুরং প্রপেদে
স্যাদুদ্যমঃ কৃতধিয়াং হি ফলোদয়ান্তঃ।।১০৮।।

অনুবাদ। স্থির--ফলোদয়াবধি যিনি কর্ম করেন, তাঁহাকে 'স্থির' বলা হয়। যথা--শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকান্বেষণসময়ে বনভ্রমণ করিয়াও নির্বেদযুক্ত হন নাই, অথবা ভল্লুকরাজের গর্তমধ্যে প্রবেশকালেও কোন বিপদের ভাবনা করেন নাই; অহো! তিনি মণি লইয়াই দ্বারকায় আসিয়াছেন। পূর্ণবুদ্ধিলোকগণের ফলোদয় পর্যন্তই উদ্যম দেখা যায়।।১০৭-১০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যঃ ফলোদয়-পর্যন্তং করোতি স স্থিরঃ। কৃতধিয়াং পূর্ণধিয়াং জনানাং 'যুগপর্যাপ্তয়োঃ কৃত'মিত্যমরঃ। পর্যাপ্তিঃ পূর্ণতা।।১০৮।।

দান্তঃ --

স দান্তো দুঃসহমপি যোগ্যং ক্লেশং সহতে যঃ।।১০৯।।

যথা --

গুরুমপি গুরুবাসক্লেশমব্যাজভক্ত্যা
হরিরজগণদন্তঃ কোমলাঙ্গোঽপি নায়ম্।
প্রকৃতিরতিদুরূহা হন্ত লোকোত্তরাণাং
কিমপি মনসি চিত্রং চিন্ত্যমানা তনোতি।।১১০।।

অনুবাদ। দান্ত---ইষ্টসাধনবিষয়ে দুঃসহ ক্লেশও যিনি সহ্য করেন, তিনি 'দান্ত'। যথা--কোমলাঙ্গ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কপটভক্তিবলে গুরুগৃহে বাসরূপ ক্লেশও মনে মনেও গ্রাহ্য করেন নাই। অহো! লোকোত্তর ব্যক্তিগণের প্রকৃতি অতি দুরূহ; প্রাকৃত জীব তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে মনে মনে অনির্বচনীয় বিস্ময়ই ভোগ করে।।১০৯-১১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দুঃসহমপি ক্লেশং যোগামিষ্ট সাধনং চেদ্ যঃ সহতে স দান্তঃ। গুরুমতিশয়মপি গুরুকুলবাসক্লেশং হরিরন্তঃকরণে নাজগণৎ ন গণয়ামাস। তস্মাল্লোকোত্তরাণাং দুরূহা প্রকৃতিঃ। লৌকৈশ্চিন্ত্যমানা সতী তেষাং মনসি কিমপি চিত্রমাশ্চর্যং তনোতি।।১১০।।

ক্ষমাশীলঃ --

ক্ষমাশীলোঽপরাধানাং সহনঃ পরিকীর্ত্যতে।।১১১।।

যথা মাঘকাব্যে (শিশুপালবধে ১৬।২৫)--

প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভৃতে।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং ন হি গোমায়ু রুতানি কেশরী।।

অনুবাদ। ক্ষমাশীল--সকল অপরাধ যিনি সহ্য করেন, তিনি 'ক্ষমাশীল' বলিয়া অভিহিত। যথা মাঘকাব্যে--চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শত শত নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন না; সিংহ মেঘধ্বনিশ্রবণেই প্রতিগর্জন করে, কিন্তু শৃগালের চিৎকারে কর্ণপাতও করে না।।১১১-১১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চেদিভূভৃতে শিশুপালায় কেশরী সিংহঃ। মেঘধ্বনিমনুলক্ষীকৃত্য হুং করুতে, ন তু শৃগাল রুতানি।।১১২।।

যথা বা যামুনাচার্যস্তোত্রে --

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দয়ালুর্যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ!
প্রতিভবমপরাদ্ধুর্মুগ্ধ সাযুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ।।১১৩।।

অনুবাদ। যথা বা যামুনাচার্যস্তোত্রে---হে রঘুবর! সীতার কঞ্চুকে চঞ্চুদ্বারা আঘাতরূপ ঘোর অপরাধকারী সেই প্রপন্ন কাককেও শরণ্যগতবুদ্ধিতে ক্ষমা করিয়া তুমি কৃপালু হইয়াছ। হে কৃষ্ণ! তুমিও প্রতিজন্ম অপরাধী শিশুপালকে সুন্দর সাযুজ্য দিয়াছ। এক্ষণে বল ত' তুমি কোন অপরাধ না ক্ষমা করিতে পার?।।১১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে রঘুবর! তাদৃক সীতায়াঃ কঞ্চুকস্পর্শরূপাপরাধকৃদ্ যো বায়সস্তস্য সম্বন্ধেঽয়ং প্রণতো মম শরণাগতো জাতঃ ইতি বুদ্ধ্যা যত্ত্বং দয়ালুবভূঃ, তথা হে কৃষ্ণ! প্রতিভবং প্রতিজন্ম অপরাদ্ধুঃ চৈদ্যস্য যচ্চ ত্বং সুন্দরসাযুজ্যদোঽভূঃ, অতঃ তস্য তে তব ক্ষমায়াঃ কিমাগঃ কোঽপরাধঃ অপদমনাশ্রয়োঽস্তি। পূর্বস্যাবজ্ঞায়ামেব পর্যবসানম্ ইতরস্য তু ক্ষমাবত্ত্বে, ঘনধ্বনাবসহনত্বাদিতি বিচার্যম। অত্র প্রতিভবমপরাদ্ধুরিত্যাদিনা রঘুবরাদপ্যুৎকর্ষো দর্শিতঃ।।১১৩।।

গম্ভীরঃ --

দুর্বিবোধাশয়ো যস্তু স গম্ভীর ইতীর্যতে।।১১৪।।

যথা --

বৃন্দাবনে বরাভিঃ স্তুতিভির্নিতরামুপাস্যমানোঽপি।
শক্তো ন হরির্বিধিনা রুষ্টস্তুষ্টোঽথবা জ্ঞাতুম্।।১১৫।।

যথা বা --

উন্মাদোঽপি হরির্নব্যরাধা-প্রণয়সীধুনা।
অভিজ্ঞেনাপি রামেণ লক্ষিতোঽয়মবিক্রিয়ঃ।।১১৬।।

অনুবাদ। গম্ভীর---যাঁহার মনোভাব অতিশয় দুর্বোধ্য, তাঁহাকে 'গম্ভীর' বলা হয়। যথা--বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য স্তুতিসমূহদ্বারা নিত্য উপাসিত হইয়াও হরি প্রীত কিংবা অপ্রীত হইলেন, ব্রহ্মা তাহা বুঝিতেই পারিলেন না। যথা বা---গোবর্ধনধারণ-লীলায় শ্রীরাধার নব্য প্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হইলেও কিন্তু সর্ববিদ্ বলদেব তাঁহাকে অবিক্রিয় বলিয়াই জানিলেন।।১১৪-১১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোবর্ধনোদ্ধরণ সময়ে উন্মত্তোঽপ্যয়ং কৃষ্ণোঽবিক্রিয় ইতি রামেণ লক্ষিতঃ।।১১৬।।

ধৃতিমান্ --

পূর্ণস্পৃহশ্চ ধৃতিমান্ শান্তশ্চ ক্ষোভকারণে।।১১৭।।

তত্র আদ্যো যথা --

স্বীকুর্বন্নপি নিতরাং যশঃপ্রিয়ত্বং কংসারির্মগধপতের্বধপ্রসিদ্ধাম্।

ভীমায় স্বয়মতুলামদত্ত কীর্তিং কিং লোকোত্তরগুণশালিনামপেক্ষ্যম্।।১১৮।।

অনুবাদ। ধৃতিমান্---যিনি পূর্ণস্পৃহ (আকাঙ্ক্ষারহিত) এবং ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও যিনি অক্ষুব্ধ, তাঁহাকে ধৃতিমান্ বলে। তন্মধ্যে প্রথম (পূর্ণস্পৃহ) যথা---ভক্তবৃন্দ তাঁহার যশে আনন্দলাভ করে, এইহেতুই যশঃপ্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধবধরূপ বিখ্যাত অতুল্যকীর্তি স্বয়ংই ভীমকে দিয়াছিলেন। অলৌকিক গুণভূষিত ব্যক্তির কি অপেক্ষণীয় কিছু আছে?।।১১৭-১১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্ণস্পৃহশ্চ ধৃতিমান্। এবং ক্ষোভকারণে সত্যশ্চ শান্তশ্চ ধৃতিমান্।।১১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যশসঃ প্রিয়ত্বং স্বীকুর্বন্নপি কংসারির্জরাসন্ধস্য বধে প্রসিদ্ধাম্ অতুলাং কীর্তিম্।।১১৮।।

দ্বিতীয়ো যথা --

নিন্দিতস্য দমঘোষসূনুনা সম্ভ্রমেণ মুনিভিঃ স্তুতস্য চ।

রাজসূয়সদসি ক্ষিতীশ্বরৈঃ কাপি নাস্য বিকৃতির্বিতর্কিতা।।১১৯।।

অনুবাদ। দ্বিতীয় (ক্ষোভকারণ সত্ত্বেও অক্ষুব্ধ), যথা---রাজসূয়যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপাল-কর্তৃক নিন্দিত, পক্ষান্তরে (জ্ঞাননিষ্ঠ কিংবা ভক্তিনিষ্ঠ) মুনিবৃন্দ-কর্তৃক সম্ভ্রম-সহকারে স্তুত হইলেও সমাগত রাজন্যমণ্ডলীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের (নিন্দাজনিত ক্রোধাদি ও স্তুতিজনিত সন্তোষাদি) কোন বিকারই দৃষ্ট হইল না।।১১৯।।

তথ্য। ১১৬ শ্লোকে গম্ভীরলক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে কন্দর্পভাব জাগিলেও বলদেব তাহা লক্ষ্য করেন নাই, এস্থলে কিন্তু ক্রোধ সন্তোষাদি কোনই বিকার নাই।।১১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্য কৃষ্ণস্য বিকৃতির্নিন্দোত্থ ক্রোধাদিবিকারঃ, এবং স্তুত্যুত্থসন্তোষাদিবিকারশ্চ ক্ষিতীশ্বরৈর্ন বিতর্কিতা। পূর্বত্র গম্ভীরলক্ষণে তস্যান্তঃকরণে কন্দর্পভাবো জাতঃ, কিন্তু বলদেবেন জ্ঞাতুমশক্যঃ। অত্র তু ক্রোধহর্ষাদয় এব ন জাতা ইতি ভেদো বোধ্যঃ।।১১৯।।

সমঃ --

রাগদ্বেষবিমুক্তো যঃ সম স কথিতো বুধৈঃ।।১২০।।

যথা শ্রীদশমে (১০।১৬।৩৩) --

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।

রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টের্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্।।১২১।।

অনুবাদ। সম---যিনি রাগদ্বেষ-বিমুক্ত, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ 'সম' বলেন। শ্রীদশমস্কন্ধে (নাগপত্নীগণের উক্তি--) হে দেব! আপনি দুষ্টনিগ্রহের জন্যই ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমাদের পাপমতি স্বামীর প্রতি আপনার এই দণ্ডবিধান যথার্থই হইয়াছে। আপনি শত্রু ও পুত্রে সমানদর্শী এবং তাঁহাদের ভাবিকল্যাণ চিন্তা করিয়াই দণ্ডবিধান করেন।।১২০-১২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রথমং স্তুবত্যো নাগপত্ন্যঃ কোপমুপশময়িতুং দণ্ডমনুমোদয়তি--ন্যায্য ইতি। অনেন সাধুদ্রোহ-লক্ষণস্য স্বখলত্বস্য ফলমবশ্যপ্রাপ্যং প্রাপ্তমিতি ভাবঃ। শিষ্টপালন-দুষ্টনিগ্রহকৃতস্তব তু ক্বাপি বৈষম্যং নাস্তীত্যাহুঃ--রিপুসুতানাং রিপুসুতেষু। অপি-কারাৎ স্বসুতেষু চ তুল্যদৃষ্টিস্ত্বং। রিপোরপি সুতস্য শিষ্টস্য প্রহ্লাদস্য পালনদর্শনাৎ, স্বস্যাপি সুতস্য নরকাসুরস্য বধদর্শনাচ্চেতি ভাবঃ। ন চ খল-নিগ্রহেঽপি নৈর্ঘৃণ্যমিত্যাহুঃ--ধৎসে ইতি। খলত্বহেতুক-নানানরক-দুঃখোপশমপূর্বক-নিত্যসুখময় মোক্ষলক্ষণং ফলমেব দীয়তে ময়েত্যনুশংসন্ কথয়েন্নেব দমং দণ্ডং ধৎসে।।১২১।।

যথা বা --

রিপুরপি যদি শুদ্ধো মণ্ডনীয়স্তবাসৌ যদুবর যদি দুষ্টো দণ্ডনীয়ঃ সুতোঽপি।
ন পুনরখিলভর্তুঃ পক্ষপাতোজ্ঝিতস্য ক্বচিদপি বিষমং তে চেষ্টিতং জাঘটীতি।।১২২।।

অনুবাদ। যথা বা---হে যদুবর! যদি কোন ভাগ্যে তোমার শত্রুও শুদ্ধ (দোষরহিত) হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে ভূষিত কর; পক্ষান্তরে তোমার পুত্রও যদি কোনরূপে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকেও তুমি জগৎ শিক্ষার জন্য দণ্ড দাও। অখিলের নাথ তুমি, তোমাতে পক্ষপাতিত্ব নাই, অতএব কখনও তোমার বিষমচেষ্টা ঘটিতে পারে না।।১২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রিপুরপীতি শুদ্ধঃ কস্মিংশ্চিন্ন্যায় বিশেষে দোষরহিত ইত্যর্থঃ। পক্ষপাতোঽত্র স্বাতন্ত্র্যেণ কস্যচিৎ পক্ষস্য গ্রহণম্।।১২২।।

বদান্যঃ --

দানবীরো ভবেদ্যস্তু স বদান্যো নিগদ্যতে।।১২৩।।

যথা --

সর্বার্থিনাং বাঢ়মভীষ্টপূর্ত্যা ব্যর্থীকৃতাঃ কংসনিসূদনেন।
হ্রিয়েব চিন্তামণি-কামধেনুকল্পদ্রুমা দ্বারবতীং ভজন্তি।।১২৪।।

যথা বা --

যেষাং ষোড়শ-পূরিতা দশশতী স্বান্তঃপুরাণাং তথা
চাষ্টশ্লিষ্টশতং বিভাতি পরিতস্তৎসংখ্যপত্নীযুজাম্।
একৈকং প্রতি তেষু তর্ণকভৃতাং ভূষাজুষামন্বহং
গৃষ্টীনাং যুগপচ্চ বদ্ধমদদাদ্যস্তস্য বা কঃ সমঃ।।১২৫।।

অনুবাদ। বদান্য---যিনি দানবীর, তিনিই 'বদান্য' বলিয়া অভিহিত হ'ন। যথা---শ্রীকৃষ্ণ সর্বকাম-ব্যক্তিগণের মনোঽভীষ্ট আশাতিরিক্তভাবে পূরণ করায় চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পদ্রুমাদি ব্যর্থীকৃত হইয়া সলজ্জচিত্তেই যেন দ্বারাবতীর ভজন করিতেছে। যথা বা---দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ সংখ্যক অন্তঃপুর, তাহাতে আবার তৎসংখ্যক পত্নীও বিরাজমানা। প্রতি অন্তঃপুরে তিনি প্রত্যহ ১৩০৮৪ সংখ্যক সালঙ্কৃতা ও সবৎসা প্রথমপ্রসূতা ধেনু এককালীন দান করেন; অতএব এ জগতে তৎসদৃশ বদান্য আর কে আছে? ১২৩-১২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বার্থিনামিতি বন্দিজনস্তুতিঃ।।১২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুরিতত্বং গুণিতত্বং, শ্লিষ্টত্বং যুক্তত্বং গৃষ্টীনাং প্রথমপ্রসূতীনাং গবাম্, বদ্ধং চতুরশীত্যধিকত্রয়োদশসহস্রাণি। পুনর্গ্রন্থান্তরে---"বাঢ়ং ষোড়শ বিস্ফুরন্তি পরিতঃ শালাসহস্রাণ্যলং, ষান্যষ্টাগ্রশতোত্তরাণি সুদৃশামেতাবতীনাং পুরে। গৃষ্টীনাং প্রতিসদ্ম তর্ণকযুজাং কন্তেষু নিত্যং মুদা, বদ্ধং বদ্ধমুদারমণ্ডলভৃতাং দাতুং ক্ষমোঽন্যঃ ক্ষিতৌ।।" দ্বারকায়াঃ পরিতঃ ষোড়শ শালা সহস্রাণি এবমষ্টাগ্রশতানি চ স্ফুরন্তি। এতাবতীনামষ্টোত্তর শত-পূর্বক-ষোড়শ-সহস্রসংখ্যাবিশিষ্টানাং সুদৃশাং মহিষীণাং পুরেঽন্তঃপুরে প্রতিসদ্ম একমেকমন্তঃপুরং প্রতি নিত্যং প্রতিদিনং তর্ণকভৃতাং বৎস-সহিতানাং মণ্ডনযুক্তানাং চ গৃষ্টীনাং প্রথম-প্রসূতানাং গবাং বদ্ধং চতুরশীত্যধিকত্রয়োদশ সহস্রাণি ১৩০৮৪ দাতুং শ্রীকৃষ্ণাদন্যং ক্ষিতৌ কঃ ক্ষমঃ।।১২৫।।

ধার্মিকঃ --

কুর্বণ্ কারয়তে ধর্মং য স ধার্মিক উচ্যতে।।১২৬।।

যথা --

পাদৈশ্চতুর্ভির্ভবতা বৃষস্য গুপ্তস্য গোপেন্দ্র তথাভ্যবর্ধি।
স্বৈরং চরন্নেষ যথা ত্রিলোক্যামধর্মশষ্পাণি হঠাজ্জঘাস।।১২৭।।

যথা বা --

বিতায়মানৈর্ভবতা মখোৎকরৈরাকৃষ্যক্ষাণেষু পতিষ্বনারতম্।
মুকুন্দ খিন্নঃ সুরসুভ্রুবাং গণস্তবাবতারং নবমং নমস্যতি।।১২৮।।

অনুবাদ। ধার্মিক---যে ব্যক্তি স্বয়ং যাজন করিয়া ধর্ম শিক্ষা দেন, তিনি 'ধার্মিক' বলিয়া কথিত হ'ন। যথা---(শ্রীনারদের পরিহাসবাক্য--) হে গোপরাজ! (ভূপালক!) আপনার সুপালনে ধর্মরূপ বৃষের চারি পদ এরূপভাবে বর্ধিত হইল যে, ঐ বৃষ ত্রিভুবনে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে অধর্মরূপ তৃণসকল ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। যথা বা--হে মুকুন্দ! তুমি নানাবিধ যজ্ঞ বিস্তার করিয়া যে সতত দেববৃন্দকে আহ্বান করিয়া থাক, তাহাতে পতিবিরহক্লিষ্ট সুরসুন্দরীগণ তোমার নবমাবতার বুদ্ধমূর্তিকেই নমস্কার জানাইতেছেন, যেন সত্বরই যজ্ঞনাশ হয়।।১২৬-১২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পাদৈশ্চতুর্ভিরিত্যাদিপদ্যদ্বয়ং শ্রীনারদস্য নর্মবচনং কুর্বণ্ কারয়ত ইত্যনয়োর্ব্যতিক্রমেণ উদাহরণে জ্ঞেয়ে। যথা বেত্যত্র তু বাশব্দশ্চার্থে। গোপেন্দ্রেতি শ্লিষ্টং গাং পৃথ্বীং পাতীতি, ভবতা গুপ্তস্য ধর্মরূপবৃষস্য চতুর্ভিঃ পাদৈস্তথাভাবর্ধি অর্থাৎ চতুষ্পাদানি তথা বর্ধিতানি, যথা এষ বৃষস্ত্রিলোকীং চরন্ সন্ অধর্মরূপশস্যানি শষ্পাণি অধর্মরূপতৃণানি জঘাস বুভুজে। হে মুকুন্দ! ভবতা বিতায়মানৈর্বিস্তার্যমাণৈর্মখোৎকরৈঃ যজ্ঞসমূহৈঃ কবলৈরনারতং নিরন্তরং পতিত্বাকৃষ্যমাণেষু সংসু সুরস্ত্রীণাং সমূহঃ খিন্নঃ সন্ তব নবমং বুদ্ধাবতারং নমস্যতি। তস্য যজ্ঞনাশ এব নিরন্তর-প্রবৃত্তিমত্ত্বাদিতি ভাবঃ।।১২৭-১২৮।।

শূরঃ --

উৎসাহী যুধি শূরোঽস্ত্র প্রয়োগ চ বিচক্ষণঃ।।১২৯।।

তত্র আদ্যে যথা --

পৃথুসমরসরো বিহাহ্য কুর্বণ্ দ্বিষদরবিন্দবনে বিগারচর্যাম্।
স্ফুরসি তরলবাহুদণ্ডশুণ্ডস্ত্বমঘবিদারণ-বারণেন্দ্রলীলঃ।।১৩০।।

অনুবাদ। শূর---যুদ্ধে উৎসাহী ও অস্ত্র প্রয়োগে বিচক্ষণ ব্যক্তিই 'শূর'। তন্মধ্যে যুদ্ধে উৎসাহী, যথা---হে অঘদমন্! তুমি গজেন্দ্রের ন্যায় লীলা-বিস্তারপূর্বক মহাযুদ্ধরূপ সরোবরে অবগাহন করিয়া চঞ্চল বাহুদণ্ডরূপ শুণ্ডদ্বারা বিপক্ষরূপ কমলবনে বিহার করিয়া (শত্রুগণকে বিমর্দিত করিয়া) আনন্দ পাইতেছ।।১২৯-১৩০।।

দ্বিতীয়ো যথা --

ক্ষণাদক্ষৌহিণীবৃন্দে জরাসন্ধস্য দারুণে।
দৃষ্টঃ কোঽপ্যত্র নাদষ্টো হরেঃ প্রহরণাহিভিঃ? ১৩১।।

অনুবাদ। অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ, যথা---ক্ষণকালমধ্যে জরাসন্ধের দারুণ অক্ষৌহিণী সেনাগণের এমন একটি লোকও দেখা যায় নাই যাহাকে শ্রীহরির অস্ত্ররূপ সর্প দংশন করে নাই অর্থাৎ সকলকেই বাণবিদ্ধ হইতে হইয়াছিল।।১৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পৃথুসমরো মহাযুদ্ধঃ স এব সরোবরঃ তস্মিন্ বিগাহ্য দ্বিষদরবিন্দবনে শত্রুরূপ-কমলবনে বিহরচর্যাং কুর্বণ্ ত্বং স্ফুরসি। হে অঘবিদারণ! অতো গজেন্দ্র লীলোঽসি। অত্রাক্ষৌহিণীমধ্যে হরেঃ প্রহরণাহিভিঃ প্রহরণরূপৈরহিভিঃ সর্পৈঃ কোঽপ্যদষ্টো ন ভক্ষিতঃ ইতি কৈরপি জনৈর্ন দৃষ্টঃ। অপিতু সর্বে দষ্টা এব দৃষ্টাঃ।।১৩০-১৩১।।

করুণঃ --

পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে।।১৩২।।

যথা --

রাজ্ঞামগাধগতিভির্মগধেন্দ্রকারাদুঃখান্ধকারপটলৈঃ স্বয়মন্ধিতানাম্।
অক্ষীণি যঃ সুখময়ানি ঘৃণী ব্যতানীদ্বন্দে তমদ্য যদুনন্দনপদ্মবন্ধুম্।।১৩৩।।

যথা বা --

স্খলন্নয়নবারিভির্বিরচিতাভিষেকশ্রিয়ে
ত্বরাভর-তরঙ্গতঃ কবলিতাত্মবিস্ফূর্তয়ে।
নিশান্ত-শরশায়িনা সুরসরিৎসুতেন স্মৃতেঃ
সপদ্যবশবর্ম্মণো ভগবতঃ কৃপয়ৈ নমঃ।।১৩৪।।

অনুবাদ। করুণ--পরের দুঃখ যিনি সহ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে 'করুণ' বলা হয়। যথা---(নির্যাণ সময়ে ভীষ্মবাক্য--) যিনি করুণাপ্রকাশে মগধরাজের কারাগৃহবাসরূপ দুঃখময় ঘোর অন্ধকার সমূহদ্বারা অন্ধীভূত রাজবৃন্দের লোচনসমূহকে সুখময় করিয়া বিকশিত করিয়াছেন, আমি আজ সেই যদুনন্দনরূপ পদ্মবন্ধুকে বন্দনা করিতেছি। যথা বা, সুতীক্ষ্ণ শরশয্যায় অবস্থিত ভীষ্মদেব স্মরণ করিলেই যিনি সদ্য অবশতনু হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবানের করুণাকেই নমস্কার করি। অহো! ঐ করুণা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নয়নধারার অবিরল বর্ষণ করাইয়া তাঁহাতে অভিষেক-শোভা দিয়াছিল এবং প্রবল আবেগহেতু তাঁহার আত্মজ্ঞানও লোপ করিয়াছিল।।১৩২-১৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নির্যাণসময়ে শ্রীভীষ্মবচনম্---অগাধগতির্যেষামেবস্তূতৈঃ জরাসন্ধস্য কারাগার-দুঃখরূপান্ধকারসমূহৈঃ করণৈঃ স্বয়মন্ধিতানাং স্বয়মিতি কর্মকর্তৃত্বদ্যোতনম্। রাজ্ঞাং সুখময়ান্যক্ষীণি যো ঘৃণী করুণো ব্যতানীৎ তং যদুনন্দনস্বরূপং পদ্মবন্ধুং সূর্যং বন্দে।।১৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তীক্ষ্ণশরশয্যায়াং শায়িনা গঙ্গা সুতেন ভীষ্মেণ কর্ত্রা যা স্মৃতিস্তদ্ধেতোর্যা ভগবতঃ কৃপা তস্যৈ নমঃ। কবলিতা গ্রস্তা আত্মনো ভগবতো বিস্ফুর্তিরয়মহস্মীতি জ্ঞানং যয়া তাদৃশ্যৈ।।১৩৪।।

মান্যমানকৃৎ --

গুরু-ব্রাহ্মণ-বৃদ্ধাদি পূজকো মান্যমানকৃৎ।।১৩৫।।

যথা --

অভিবাদ্য গুরোঃ পদাম্বুজং পিতরং পূর্বজমপ্যথানতঃ।
হরিরঞ্জলিনা তথা গিরা যদুবৃদ্ধাননমৎ ক্রমাদয়ম্।।১৩৬।।

অনুবাদ। মান্যমানকৃৎ---যিনি গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগকে পূজা করেন, তিনি 'মান্যমানকৃৎ'। যথা---শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সান্দীপনি-গুরুচরণকমল অভিবাদন করিয়া পরে পিতা ও অগ্রজের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন, তৎপরে অঞ্জলিবন্ধনে ও বাক্যদ্বারা যদুবৃদ্ধগণকে ক্রমানুসারে প্রণাম করিলেন।।১৩৫-১৩৬।।

দক্ষিণঃ --

সৌশীল্য-সৌম্যচরিতো দক্ষিণঃ কীর্ততে বুধৈঃ।।১৩৭।।

যথা --

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূণপি নাঁপরাধান্ সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং শীলেন নির্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্।।১৩৮।।

অন্বয়ঃ। দক্ষিণ—স্বীয় স্বভাববশতঃ যিনি সুকোমল চরিত্র হন, বুধগণ তাঁহাকে 'দক্ষিণ' বলেন। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ভৃত্যের দারুণ অপরাধও উপেক্ষা করেন এবং তৎকৃত স্বল্পসেবারও বহুমাননও করেন। খল লোকের প্রতিও তিনি অসূয়া করেন না, সুতরাং পদ্মপলাশনয়ন শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ নির্মলবুদ্ধি।।১৩৭-১৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সৌশীল্যেন সৌম্যং সুকোমলং চরিতং যস্য সঃ।।১৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভৃত্যস্যেতি—স্যামন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরং প্রতি উদ্ধবস্য পত্রীয়ম্। পিশুনেষু খলেষ্বশি অসূয়াং নাবিষ্করোতি। পিশুনৌ খল-সূচকা বিত্যমরঃ।।১৩৮।।

বিনয়ী —

ঔদ্ধত্যপরিহারী যঃ কথ্যতে বিনয়ীত্যসৌ।।১৩৯।।

যথা মাঘকাব্যে (শিশুপালবধে) —

অবলোক এব নৃপতেঃ সুদূরতো রভসাদ্রথাদবতরীতুমিচ্ছতঃ।
অবতীর্ণবান্ প্রথমমাত্মনা হরির্বিনয়ং বিশেষয়তি সম্ভ্রমেণ সঃ।।১৪০।।

অনুবাদ। বিনয়ী—যিনি স্বীয় ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন, তিনি 'বিনয়ী' বলিয়া কথিত। যথা—মাঘকাব্যে (শিশুপালবধে)—রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রথ হইতে বেগে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সসম্ভ্রমে রথ হইতে অবতরণ করিয়া নিজের বিনয়কেই বিশেষরূপে প্রকটিত করিলেন।।১৩৯-১৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রভসাদ্ বেগাদ্রথাদবতরীতুমিচ্ছতো নৃপতেযুধিষ্ঠিরস্য দূরত অবলোকিত এব হরিঃ সম্ভ্রমেণাত্মনা দেহেন প্রথমং রথাদবতীর্ণবান্। অতঃ স হরির্বিনয়ং বিশেষয়তি অন্যাপেক্ষয়া বিশেষং করোতি।।১৪০।।

হ্রীমান্ —

জ্ঞাতেঽস্মররহস্যেঽন্যৈঃ ক্রিয়মাণে স্তবেঽথবা।
শালীনত্বেন সঙ্কোচং ভজন্ হ্রীমানুদীর্যতে।।১৪১।।

যথা ললিতমাধবে —

দরোদঞ্চদ্গোপীস্তনপরিসরপ্রেক্ষণভরাৎ
করোৎকম্পাদী যচ্চলতি কিল গোবর্ধনগিরৌ।
ভয়ার্তৈরারব্ধস্তুতিরখিলগোপৈঃ স্মিতমুখং
পুরো দৃষ্ট্বা রামং জয়তি নমিতাস্যো মধুরিপুঃ।।১৪২।।

অনুবাদ। হ্রীমান্—কন্দর্পকেলিবিলাসবিষয়ে অন্যের অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাত হইয়া

পড়িলে কিংবা কেহ স্তব করিলে যিনি অধৃষ্টতা-স্বভাবহেতু (বা দুর্বোধ্য স্বভাব বশতঃ) সঙ্কোচবোধ করেন, তাঁহাকে 'হ্রীমান্' বলা হয়। যথা, ললিত মাধবে—গোবর্ধন-ধারণলীলায় গোপীগণের ঈষদুদ্গত স্তনতটদর্শনজনিত আবেশে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কম্পিত হইতে থাকিলে গিরিরাজও অল্প কম্পিত হইতেছিল; এতদ্দর্শনে নিখিল গোপবৃন্দ আর্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবর্ধক স্তব আরম্ভ করিলেন, বলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া সমীপেই অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া (নিজের মনোভাব বলদেবের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে ভাবিয়া) শ্রীকৃষ্ণ লজ্জায় বিনতানন হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন।।১৪১-১৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শালীনত্বেনাধৃষ্টতা-স্বভাবেন।।১৪১।।

শরণাগতপালক ঃ—

পালয়ন্ শরণাপন্নান্ শরণাগতপালকঃ।।১৪৩।।

যথা —

জ্বর পরিহর বিত্রাসং ত্বমত্র সমরে কৃতাপরাধোঽপি।

সদ্যঃ প্রপদ্যমানে যদিন্দবতি যাদবেন্দোঽয়ম্।।১৪৪।।

অনুবাদ। শরণাগতপালক—যিনি শরণাপন্নগণকে পালন করেন, তিনি 'শরণাগত-পালক'। যথা—হে জ্বর! তুমি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইলেও সন্ত্রাস পরিহার কর, কেননা প্রপন্নজনগণেকে এই যাদবেন্দ্র সদ্যই চন্দ্রবৎ সুস্নিগ্ধ করেন।।১৪৩-১৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্তনপরিসরপ্রেক্ষণোৎপন্নাৎ করোৎকম্পাৎ গোবর্ধনগিরৌ ঈষচ্চলতি সতি ভয়ার্তৈর্গোপৈরারব্ধা স্তুতির্যস্য তথাবিধো মধুরিপুঃ। যদ্ যস্মাৎ সদ্যঃ প্রপদ্যমানে জনে অয়ং যাদবেন্দ্রঃ ইন্দবতি ইন্দুরিবাচরতি।।১৪২-১৪৪।।

সুখী -

ভোক্তা চ দুঃখগন্ধৈরপ্যস্পৃষ্টশ্চ সুখী ভবেৎ।।১৪৫।।

তত্র আদ্যো, যথা —

রত্নালঙ্কারভারস্তব ধনদমনোরাজ্যবৃত্ত্যাপ্যলভ্যঃ

স্বপ্নে দম্ভোলিপাণেরপি দুরধিগমং দ্বারি তৌর্যত্রিকঞ্চ।

পার্শ্বে গৌরীগরিষ্ঠাঃ প্রচুরশশিকলাঃ কান্তসর্বাঙ্গভাজঃ

সীমন্তিন্যশ্চ নিত্যং যদুবরং ভুবনে কস্ত্বন্যোঽস্তি ভোগী? ১৪৬।।

অনুবাদ। সুখী—যিনি ভোক্তা এবং যাঁহাতে দুঃখ লেশও স্পর্শ করে না, এই উভয়ই 'সুখী'। তন্মধ্যে প্রথম যথা—(বন্দীদের স্তুতি—) হে যদুবর! তোমার যে সমস্ত রত্নালঙ্কারাদি দেখিতেছি, উহা কুবেরের মানস রাজ্যেরও অপ্রাপ্য; তোমার দ্বারে যে নৃত্য-গান-

বাদ্যাদি হইতেছে, তাহা ইন্দ্রের স্বপ্নেরও অগোচর, তোমার পার্শ্বভাগে অবস্থিত সীমন্তিনীবৃন্দ গৌরী হইতেও গরিষ্ঠ--যেহেতু সম্ভোগ সময়ে মাত্র মহাদেবের ললাটস্থ একটিমাত্র চন্দ্রকলা গৌরী শরীরে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু এই বরনারীগণের শরীরে তোমাকর্তৃক প্রদত্ত নখচিহ্নরূপ অনেক শশিকলা শোভা পাইতেছে; গৌরী স্বকান্তের অর্ধাঙ্গভাগিনীমাত্র, আর এই সীমন্তিনীগণ কান্তের সর্বাঙ্গই ভোগ করেন, অতএব তাঁহারা যে গৌরী হইতে গরীয়সী, ইহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং ভুবনে তোমার ন্যায় কি আর ভোগী হইতে পারে? ১৪৫-১৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে যদুবর! তব পার্শ্বে স্থিতা সীমন্তিন্যঃ গৌর্যাঃ সকাশাদপি গরিষ্ঠাঃ। তত্র হেতুঃ প্রচুরাঃ স্বদত্তনখচিহ্নরূপশশিকলা যাসাং তাঃ। গৌর্যাস্তু সম্ভোগ সময়ে মহাদেবললাটস্থৈকৈব শশিকলা চন্দ্ররেখা প্রতিবিম্বিতা ভাতি। পুনশ্চ কান্তস্য তব সর্বাঙ্গানি ভজন্তে যা স্তাঃ, গৌরী তু স্বকান্তস্যার্ধাঙ্গভাগিতি যুক্তমেব তব প্রিয়াগণানাং গৌরীগরিষ্ঠত্বম্।।১৪৬।।

দ্বিতীয়ো, যথা --

ন হানিং ন ম্লানিং নিজগৃহকৃত্য-ব্যসনিতাং
ন ঘোরং নোদ্ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি।
বরাঙ্গীভিঃ সাঙ্গীকৃতসুহৃদনঙ্গাভিরভিতো
হরির্বৃন্দারণ্যে পরমনিশমুচ্চৈর্বিহরতি।।১৪৭।।

অনুবাদ। দ্বিতীয়, যথা--(যজ্ঞপত্নীগণের নিকটে দূতীর উক্তি)--শ্রীকৃষ্ণের কোন বিষয়ে ক্ষতি কিংবা কোন মালিন্য নাই, স্বগৃহকার্য-ব্যাপারেও তিনি জড়িত ন'ন। তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই, কোন চিন্তাও নাহি--মোটকথা সংসারের কোনরূপ দুঃখই তিনি জানেন না। যে সমস্ত বরাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়স্থ অনঙ্গকে মূর্তিমান করিয়াছেন--বৃন্দাবনে হরি সেই গোপীগণের সহিত পরমানন্দে কেবল নিত্যই বিহার করিতেছেন।।১৪৭।।

ভক্তসুহৃৎ --

সুসেব্যো দাসবন্ধুশ্চ দ্বিধা ভক্তসুহৃন্মতঃ।।১৪৮।।

অনুবাদ। ভক্তসুহৃৎ---সুসেব্য ও দাসবন্ধু এই দুই প্রকার ভক্তসুহৃৎ কথিত হয়।।১৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন হানিমিতি--যজ্ঞপত্নীঃ প্রতি কস্যাশ্চিৎ কৃষ্ণদূত্যাঃ স্নেহবশাত্তাস্বপি গতাগতং কুর্বত্যা রহস্যোক্তিঃ। বৃন্দারণ্যে হরির্হানি-সংসারজন্য-কদনং কিমপি ন বেত্তি, ঘোরং ভয়হেতুং উদ্ঘূর্ণাং চিন্তাং, কিন্তু পরং কেবলং বরাঙ্গীভির্ব্রজ-সুন্দরীভিঃ সহ নিরন্তরং বিহরতি। কথম্ভূতাভিঃ--স্বাঙ্গীকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়স্থিতা নাঙ্গো যাভিঃ। সুরসেব্যঃ সুখেন সেব্যস্তথা দাসস্য বন্ধুশ্চ।।১৪৭-১৪৮।।

তত্র আদ্যো, যথা বিষ্ণুধর্মে --

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।১৪৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথম, যথা বিষ্ণুধর্মে—ভক্তবৎসল শ্রীহরি একটিমাত্র তুলসীদলের বা এক গণ্ডূষ জলের বিনিময়ে ভক্তবৃন্দের নিকটে নিজাত্মস্বরূপকেও বিক্রয় করিয়া থাকেন।।১৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিক্রীণীতে—মুহুরপি বশীকরোতীত্যর্থঃ।।১৪৯।।

দ্বিতীয়ো যথা প্রথমে (১।৯।৩৭)

স্বনিগমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।

ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ।।১৫০।।

অনুবাদ। দ্বিতীয় (দাসবন্ধু), যথা প্রথমস্কন্ধে—(নির্যাণসময়ে ভীষ্মদেবের উক্তি)—নিজের প্রতিজ্ঞা (অস্ত্র গ্রহণ করিব না) লঙ্ঘন্ করিয়াও আমার প্রতিজ্ঞা (শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্রগ্রহণ করাইব) রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনের রথে থাকিতে থাকিতেই রথচক্র-গ্রহণপূর্বক সহসা রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিবধোদ্যত সিংহের ন্যায় আমাকে বধ করিতে চলিয়াছিলেন (কিন্তু বধ করেন নাই), তৎকালে তাঁহার চরণভরে পৃথিবী কাঁপিতেছিল এবং ক্রোধাবেশে উত্তরীয় পথমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছিল।।১৫০।।

তাৎপর্য। যিনি স্বমাহাত্ম্যহানি করিয়া আমারই মহিমা বাড়াইয়াছেন, তিনি শুদ্ধদাসগণের সহিত সর্বথাই বন্ধুত্ব করিবেন।।১৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বনিগমমিতি ভীষ্মস্তঃ অস্ত্র ত্যাগরূপং স্বনিগমং স্বপ্রতিজ্ঞামপহায় তমেব শ্রীকৃষ্ণমহং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি মৎপ্রতিজ্ঞাং সত্যাং কর্তুং রথস্থোঽপি ধৃতচক্রঃ সন্ ভুব্যবতীর্ণঃ। ততশ্চাবেশেন স্খলিতোত্তরীয়ঃ, তেনৈব চাবিষ্কৃতবলতয়া চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যেন তাদৃশো ভূত্বা মাং হন্তুমাভিমুখ্যেন যোঽগাৎ, ন তু অবধীৎ, স মুকুন্দো মম গতির্ভবত্বিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কং ক ইব ইভং হরিঃ সিংহ ইবেতি বাক্যার্থঃ। য ইত্থং বন্ধুত্বং স্বমাহাত্ম্যহানিসহনেনাপি মন্মাহাত্ম্যবর্ধনলক্ষণং ব্যঞ্জিতবান্, সোঽয়ং **শুদ্ধদাসানাং সর্বথৈব** বন্ধুত্বং কুর্যাদিতি ভাবঃ।।১৫০।।

প্রেমবশ্যঃ—

প্রিয়ত্বমাত্রবশ্যো যঃ প্রেমবশ্যো ভবেদসৌ।।১৫১।।

অনুবাদ। প্রেমবশ্য—যিনি সেবাদির অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়তামাত্রেই বশ্য হন, তিনি 'প্রেমবশ্য'।।১৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রিয়ত্বমাত্রেণ বশ্যো, ন তু সেবাদ্যপেক্ষয়েত্যর্থঃ।।১৫১।।

যথা শ্রীদশমে (১০।৮০।১৯)

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনিবৃতঃ।

প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ।।১৫২।।

যথা বা তত্রৈব (ভা ১০।৯।১৮) —

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।

দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।১৫৩।।

অনুবাদ। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---প্রিয় সখা বিপ্রবর শ্রীদামের অঙ্গসঙ্গে অতিশয় আনন্দলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। দামবন্ধনলীলায় বন্ধনার্থ শ্রমহেতু মা যশোদার সর্বগাত্র ঘর্মাক্ত হইলে এবং তাঁহার কবরীবন্ধন শ্লথ হইয়া তত্রত্য পুষ্পমালিকা স্খলিত হইতে থাকিলে মাতার পরিশ্রম দেখিয়া গোপাল কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বয়ং বন্ধন স্বীকার করিলেন।।১৫২-১৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র প্রেমাতিশয়েন বশ্যতাধিক্যমপি দর্শয়তি--যথা বেতি।।১৫৩।।

সর্বশুভঙ্করঃ --

সর্বেষাং হিতকারী যঃ স স্যাৎ সর্বশুভঙ্করঃ।।১৫৪।।

যথা --

কৃতাঃ কৃতার্থা মুনয়ো বিনোদৈঃ খলক্ষয়েণাখিলধার্মিকাশ্চ।

বপুর্বিমর্দেন খলাশ্চ যুদ্ধে ন কস্য পথ্যং হরিণা বধায়ি।।১৫৫।।

অনুবাদ। (সর্বশুভঙ্কর--যিনি সকলেরই হিতার্থী, তাঁহাকে 'সর্বশুভঙ্কর' বলা হয়। যথা কৃষ্ণের স্বধাম-গমনের পরে উদ্ধববাক্য)--বিনোদ অর্থাৎ স্বগুণপ্রচারদ্বারা (আত্মারামগণকে) মুনিবৃন্দকে, খলজন দমন করিয়া ধার্মিকগণকে এবং যুদ্ধে দেহবিমর্দনপূর্বক দুষ্টদিগকে যিনি কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি কাহার না মঙ্গল সাধন করিয়াছেন?

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মূনয়ঃ বিনোদৈস্তদ্দ্বারা স্বগুণ প্রচারৈঃ কৃতার্থাঃ কৃতাঃ।।১৫৫।।

প্রতাপী-

প্রতাপী পৌরুষোদ্ভূতশত্রুতাপী প্রসিদ্ধিভাক্।।১৫৬।।

যথা --

ভবতঃ প্রতাপতপনে ভুবনং কৃষ্ণ প্রতাপয়তি।

ঘোরাসুরঘূকানাং শরণমভূৎ কন্দরাতিমিরম্।।১৫৭।।

অনুবাদ। প্রতাপী---যিনি নিজপৌরুষবলে শত্রুতাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, তাঁহাকে 'প্রতাপী' বলা হয়। (পূর্বে সর্বপরাজয়কারিণী অবস্থাকে 'প্রভাব' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, 'প্রতাপ'-শব্দেও প্রভাবের খ্যাতিই বোধ্যব্য।) যথা--হে কৃষ্ণ তোমার প্রতাপরূপ রবি ভুবনে প্রকাশিত হইলে ভীষণ দৈত্যরূপ পেচকসকল পর্বত গহ্বরের অন্ধকারকেই আশ্রয় করিয়াছে।।১৫৬-১৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পৌরুষেণ উদ্ভূতা যা শত্রুতাপিনী প্রসিদ্ধিস্তাং ভজতে যঃ স প্রতাপী।।১৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভবতঃ প্রতাপরূপে তপনে সূর্যে ভুবনং প্রতাপয়তি সতি ঘোরাসুর-রূপাণামুলুকানাং কন্দরাতিমিরং গৃহমভূৎ।।১৫৭।।

কীর্তিমান্ —

সাদ্‌গুণ্যৈ-নির্মিলৈঃ খ্যাতঃ কীর্তিমানিতি কীর্ত্যতেঃ।।১৫৮।।

যথা —

ত্বদ্‌যশঃ কুমুদবন্ধুকৌমুদী শুভ্রভাবমভিতো নয়ন্ত্যপি।
নন্দনন্দন কথং নু নির্মমে কৃষ্ণভাবকলিলং জগত্রয়ম্।।১৫৯।।

যথা বা ললিতমাধবে —

ভীতা রুদ্রং ত্যজতি গিরিজা শ্যামমপ্রেক্ষ্য কণ্ঠং
শুভ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতো নীলবাসাঃ।
ক্ষীরং মত্বা শ্রপয়তি যমীনীরমাভীরিকোৎকা
গীতে দামোদর যশসি তে বীণয়া নারদেন।।১৬০।।

অনুবাদ। কীর্তিমান্--যিনি নির্মল সাদ্‌গুণ্যে প্রখ্যাত হন, তাঁহাকে 'কীর্তিমান্' বলিয়া কীর্তন করা হয়। যথা---হে নন্দনন্দন! তোমার যশোরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না চতুর্দিকে শুভ্রতা বিস্তার করিয়াও কেন ত্রিজগৎকে কৃষ্ণবর্ণে ব্যাপ্ত করিল? অর্থাৎ (ইহাতে কৃষ্ণ বিষয়ক ভাবভক্তি সূচিত হইল।) যথা বা ললিতমাধবে---হে দামোদর! নারদ বীণাসংযোগে তোমার যশঃকীর্তন করিতে থাকিলে রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ দেখিতে না পাইয়া পার্বতী তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছেন, নীলাম্বর বলদেব স্ববসন শুভ্র দেখিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, গোপীগণ উৎকণ্ঠাসহ দুগ্ধভ্রমে যমুনার জলই আবর্তন করিতেছেন।।১৫৮-১৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্বদ্‌যশ এব কুমুদবন্ধুশ্চন্দ্রস্তস্য কৌমুদী জ্যোৎস্না অভিতঃ সর্বতঃ শুভ্রভাবং নয়ন্ত্যপি কথং কেন প্রকারেণ জগত্রয়ং কৃষ্ণভাবেন শব্দচ্ছলবশাৎ কৃষ্ণস্য বর্ণেন কলিলং ব্যাপ্তং নির্মমে--ইতি বিরোধাভাসঃ। বস্তুতঃ কৃষ্ণবিষয়ক ভাবভক্ত্যা কলিলম্।।১৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভীতা রুদ্রমিত্যাদিকং কবিসময়ানুসারেণ নর্মময়মেব, ন তু বস্তুতঃ, তেষাং তত্ত্যাগাদিকং তু তদ্‌যশঃশ্রবণাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। নীলবাসা অনন্তঃ। যমীনীরং যমুনাজলং দুগ্ধং মত্বা আভীরিকা দুগ্ধাবর্তনে উৎকা উৎকণ্ঠিতা সতী শ্রপয়তি।।১৬০।।

রক্তলোকঃ —

পাত্রং লোকানুরাগাণাং রক্তলোকং বিদুর্বুধাঃ।।১৬১।।

যথা প্রথমে (ভাঃ ১।১১।৮) —

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবন কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্‌রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত।।১৬২।।

যথা বা --

আশীস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিরাস্তে মুনীনাং
দেবশ্রেণীস্তুতিকলকলো মেদুরঃ প্রাদুরস্তি।
হর্ষাদ্ ঘোষঃ স্ফুরতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্
কে বা রঙ্গস্থলভুবি হরৌ ভেজিরে নানুরাগম।।১৬৩।।

অনুবাদ। রক্তলোক--যিনি সমস্তলোকের অনুরাগভাজন হইতে পারেন, তাঁহাকে বুধগণ 'রক্তলোক' বলিয়া জানেন। যথা প্রথমস্কন্ধে--হে পদ্মপলাশনয়ন! আপনি যখন বন্ধুজন দর্শনেচ্ছায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে বা মথুরায় যান, হে অচ্যুত! তখন আপনার বিরহে আমাদের ক্ষণসময়ও কোটি বর্ষের ন্যায় মনে হয় এবং সূর্য ব্যাতিরেকে চক্ষু যেমন অন্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ চতুর্দিকে অন্ধকার দেখি। যথা বা--শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইলে মুনিবৃন্দ 'জয় জয় জয়' বলিয়া যথার্থ আশীর্বাদ জানাইলেন, দেববৃন্দের স্তুতিমালার নিবিড় কল কল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল, চতুর্দিক হইতে মথুরা-নাগরীদের বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। অহো! রঙ্গস্থলস্থ কোন লোকই না শ্রীহরির প্রতি অনুরাগ বহন করিয়াছিলেন? ১৬১-১৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন কেবলং ক্ষণ এব এতাদৃশো ভবেৎ; কিন্তু রবিং বিনা যথাক্ষ্ণোর্মোহো ভবেত্তথৈব তব তদীয়ানাং নোঽস্মাকং ভবেদিত্যর্থঃ।।১৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দেবশ্রেণীনাং স্তুতিকলকলঃ। মেদুরঃ নিবিড়ঃ প্রাদুর্ভূতোঽস্তি। রঙ্গস্থলে বর্তমানে হরৌ কে বাঽনুরাগং ন ভেজিরে; কিন্তু সর্বেঽপ্যনুরাগং ভেজিরে ইত্যর্থঃ।।১৬৩।।

সাধুসমাশ্রয়ঃ --

সদেকপক্ষপাতী যঃ স স্যাৎ সাধুসমাশ্রয়ঃ।।১৬৪।।

যথা --

পুরুষোত্তম চেদবাতরিষ্যদ্-ভূবনেঽস্মিন্ন ভবান্ ভুবঃ শিবায়।
বিকটাসুরমণ্ডলান্ন জানে সুজনানাং বত কা দশাভবিষ্যৎ।।১৬৫।।

অনুবাদ। সাধুসমাশ্রয়--যিনি সাধুগণেরই কেবল পক্ষপাতী, তিনি 'সাধুসমাশ্রয়'। যথা--হে পুরুষোত্তম! জগতের হিতবিধান-জন্য আপনি যদি এই ভুবনে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর অসুরসকল হইতে সজ্জনগণের যে কি দুর্দশা হইত, তাহা জানা যায় না।।১৬৪-১৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সতাং সাধূনামেকপক্ষপাতী যঃ স সাধুসমাশ্রয়ঃ, হে পুরুষোত্তম! ভবান্ ভুবঃ শিবায় পৃথিব্যা মঙ্গলায় ভুবনে যদি নাবতরিষ্যত্তদা বিকটেত্যাদি।।১৬৫।।

নারীগণমনোহারী --

নারীগণমনোহারী সুন্দরীবৃন্দমোহনঃ।।১৬৬।।

যথা শ্রীদশমে (১০।৯০।২৬) —

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাঞ্চ কিং পুনঃ।।১৬৭।।

অনুবাদ। নারীগণমনোহারী--যিনি সুন্দরীবৃন্দের মনোমোহন, তিনি 'নারীগণ-মনোহারী'। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--নানাবিধ সঙ্গীত-প্রবন্ধাদিতে বহুশঃ বর্ণিত যাঁহার কাহিনী শ্রবণমাত্রই স্ত্রীগণের মনঃ বলপূর্বক হৃত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তদীয় ভার্যাগণের মনোহরণ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ১৬৬-১৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নারীগণমনোহারীতি যথা শীলার্থে ণিনিঃ তথৈব সুন্দরীত্যাদৌ ল্যুঃ প্রযুক্তঃ। তথা স্বভাবেন এব তাদৃশত্বাৎ সুরম্যাঙ্গত্বাদভ্যোঽধিক এবায়ং গুণঃ। যথোক্তং শ্রীব্রজদেবী ভঃ--কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলমিতি। গণবৃন্দশব্দাভ্যামত্র তাসাং সমূহবিশেষ উচ্যতে--তেন তদ্ভাবাযোগ্যাসু নাতিব্যাপ্তিঃ। স্ত্রীণাং স্ত্রীবিশেষাণাং শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ মনঃ প্রসহ্য আকর্ষতি, স উরুগায়ৈর্ভক্ত বিশেষৈঃ উরুধা গীতঃ সন্ তাসাং মনঃ আকর্ষতীতি কুতঃ পুনঃ কিং পুনর্বক্তব্যম্। পুনঃ কৈমূত্যাতিশয়মাহ--স এব চ পশ্যন্তীনাং তাসাং মনঃ প্রসহ্যাকর্ষতীতি তৎ কিন্তরাং বক্তব্যমিত্যর্থঃ।।১৬৭।।

যথা বা --

ত্বং চুম্বকোঽসি মাধব লোহময়ী নূনমঙ্গনাজাতিঃ।
ধাবতি ততস্ততোঽসৌ যতো যতঃ ক্রীড়য়া ভ্রমসি।।১৬৮।।

অনুবাদ। যথা বা---(উজ্জ্বলের বাক্য)--হে মাধব! তুমি চুম্বক-স্বরূপ, আর অঙ্গনাগণ বোধ হয় লৌহ-স্বরূপ, কেননা ক্রীড়াচ্ছলে তুমি যে দিকে ভ্রমণ করিতেছ, ঐ অঙ্গনাসমূহও সেই সেই দিকে ধাবিত হইতেছে।।১৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চুম্বক-স্বরূপস্ত্বং যত্র যত্র ক্রীড়য়া ভ্রমসি, তত্র-তত্রাসৌ লোহরূপাঙ্গনানাং জাতিঃ তদ্বিশেষে ধাবতি।।১৬৮।।

সর্বারাধ্য ঃ--

সর্বেষামগ্রপূজ্যো যঃ স সর্বারাধ্য উচ্যতে।।১৬৯।।

যথা প্রথমে (ভাঃ ১।৯।৪১)

মুনিগণ-নৃপবর্যসঙ্কুলেঽন্তঃ সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা।।১৭০।।

অনুবাদ। সর্বারাধ্য---সমস্তের অগ্রে যিনি পূজার্হ, তাঁহাকেই 'সর্বারাধ্য' বলা হয়। যথা প্রথমস্কন্ধে---মুনিবৃন্দ ও নৃপশ্রেষ্ঠবৃন্দকর্তৃক ব্যাপ্ত সভামধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যিনি সর্বসমক্ষেই পূজিত হইয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার গোচরীভূত হইয়াছেন; অহো আমার কি ভাগ্য!!১৬৯-১৭০।।

সমৃদ্ধিমান্ --

মহাসম্পত্তিযুক্তো যো ভবেদেষ সমৃদ্ধিমান্।।১৭১।।

যথা --

ষট্পঞ্চাদশদ্যদুকুলভুবাং কোটয়স্ত্বাং ভজন্তে
বর্ষন্ত্যষ্টৌ কিমপি নিধয়শ্চার্থজাতং তবামী।
শুদ্ধান্তশ্চ স্ফুরতি নবভিলর্ক্ষিতঃ সৌধলক্ষৈ-
র্লক্ষ্মীং পশ্যন্মুরদমন তে নাত্র চিত্রায়তে কঃ।।১৭২।।

অনুবাদ। সমৃদ্ধিমান্---যিনি মহাসম্পত্তিযুক্ত, তিনি 'সমৃদ্ধিমান্'। যথা---হে মুরদমন! ছাপ্পান্ন কোটি যাদব তোমাকে ভজনা করেন, অষ্টনিধিই সতত অর্থরাজি বহন করিতেছেন, তোমার নয় লক্ষ অন্তঃপুর শোভা পাইতেছে, সুতরাং তোমার সম্পত্তি দেখিয়া এজগতে কার না বিস্ময় হয়? ১৭১-১৭২।।

যথা বা কৃষ্ণকর্ণামৃতে --

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনুবৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ।।১৭৩।।

অনুবাদ। যথা বা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে---অহো, বৃন্দাবনীয় সম্পদের কথা কি আর বলা যায়? চিন্তামণিই তত্রত্য নারীগণের চরণভূষণ, কল্পবৃক্ষসমূহই তত্রত্য লোকদের শৃঙ্গারোপযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ, কামধেনুসমূহই তত্রত্য গোধন, সুতরাং বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য কেবল সুখসিন্ধুই।।১৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তবামী অষ্টৌ নিধয়োঽর্থসমূহং বর্ষন্তি শুদ্ধান্তশ্চান্তঃপুরাণি চ নবভিঃ সৌধলক্ষৈর্লক্ষিতঃ। ততস্তে তব লক্ষ্মীং পশ্যন্। বৃন্দাবনে চিন্তামণিরঙ্গনানাং চরণভূষণম্। এবং সুরাণাং তরবঃ কল্পবৃক্ষাদয়ঃ তাসাং শৃঙ্গারোপযুক্তপুষ্পবৃক্ষা বভূবুঃ কামধেনুবৃন্দানি চ ব্রজসু গোধনানি ইতি হেতোর্বৃন্দাবনে বিভূতিঃ সুখসিন্ধুর্বভূব।।১৭৩।।

বরীয়ান্ --

সর্বেষামতিমুখ্যো যঃ স বরীয়ানিতীর্যতে।।১৭৪।।

যথা --

ব্রহ্মন্নত্র পুরদ্বিষা সহ পুরঃ পীঠে নিষীদ ক্ষণং
তূষ্ণীং তিষ্ঠ সুরেন্দ্র চাটুভিরলং বারীশ দূরীভব।
এতে দ্বারি মুহুঃ কথং সুরগণাঃ কুর্বন্তি কোলাহলং
হন্ত দ্বারবতীপতেরবসরো নাদ্যাপি নিষ্পদ্যতে।।১৭৫।।

অনুবাদ। বরীয়ান্--যিনি সকলের অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে 'বরীয়ান্' বলা হয়। যথা---(ব্রহ্মাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণদ্বারপালের উক্তি)--হে ব্রহ্মন্! আপনি ত্রিপুরারীর

সহিত এই আসনে কিছু সময় অবস্থান করুন, হে দেবেন্দ্র! স্তুতি পাঠ না করিয়া কিছুকাল মৌন থাকুন, হে বরুণ! আপনি দূরে থাকুন, হে দেববৃন্দ! আপনারা দ্বারদেশে কিজন্য এত কোলাহল করিতেছেন? এখনও ত' দ্বারকাধিপতির অবসর হয় নাই।।১৭৪-১৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রহ্মাদিকং প্রতি কৃষ্ণস্য দ্বারপাল আহ---হে ব্রহ্মণ্! পুরদ্বিষা রুদ্রেণ সহ পুরোঽগ্রে ক্ষণং পীঠে নিষীদ। হে সুরেন্দ্র! তূষ্ণীং তিষ্ঠ, চাটুভিরলম্। হে বারীশ বরুণ! দূরীভব; শ্রীকৃষ্ণনিকটাদাগত্যান্যে চ দ্বারপালা আহুঃ। এত ইতি। তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মাদয় আহুঃ---হন্তাধুনাপি দ্বারবতী-পতেরবসরো ন নিষ্পতে।।১৭৫।।

ঈশ্বর ঃ--

দ্বিধেশ্বরঃ স্বতন্ত্রশ্চ দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞশ্চ কীর্ত্যতে।।১৭৬।।

তত্র স্বতন্ত্রো যথা --

কৃষ্ণঃ প্রসাদমকরোদপরাধ্যতেঽপি
পাদাঙ্কমেব কিল কালিয়পন্নগায়।
ন ব্রহ্মণে দৃশমপি স্তবতেঽপ্যপূর্বং
স্থানে স্বতন্ত্রচরিতো নিগমৈর্নুতোঽয়ম্।।১৭৭।।

অনুবাদ। ঈশ্বর---স্বতন্ত্র ও দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ ভেদে ঈশ্বর দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র, যথা---কালিয় নানা অপরাধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মস্তকে পদাঙ্কদানরূপ অনুগ্রহই করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মা অপূর্ব স্তব করিলেও তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না, ইহা সঙ্গতই বটে, যেহেতু বেদ তাঁহাকে স্বতন্ত্র চরিত্র বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।।১৭৬-১৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপরাধ্যতেঽপি কালিয়পন্নগায় কৃষ্ণঃ পদাঙ্করূপং প্রসাদমকরোৎ। অপূর্বং যথা স্যাত্তথা স্তবতে ব্রহ্মণে দৃষ্টিমপি নাকরোৎ। তত্তস্মাৎ স্থানে যুক্তমেবায়ং স্বতন্ত্রচরিততয়া নিগমৈর্বেদৈর্নুত ইত্যর্থঃ।।১৭৭।।

দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞো যথা তৃতীয়ে (৩।২।২১) --

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ।।১৭৮।।

অনুবাদ। দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ, যথা তৃতীয় স্কন্ধে---শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি শক্তিত্রয়ের অধীশ্বর। তাঁহার সমান কিংবা তদপেক্ষা অধিক আর কেহ নাই। তিনি স্বীয় পরমানন্দরূপে বিরাজমান হইয়া পরিপূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল পূজাসামগ্রী অর্পণপূর্বক কোটি কোটি কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠ স্তব করেন।।১৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং মহৎস্রষ্ট্রাদীনাং বাধীশঃ স্বারাজ্যং স্বেনৈব রাজমানত্বং তেন যা লক্ষ্মীস্তয়া আপ্তসমস্তকামঃ। চিরলোকপালৈঃ কিরীটানাং মুকুটাগ্রাণাং কোটিভিরীড়িতঃ পাদপীঠো যস্য।।১৭৮।।

যথা বা —

নব্যে ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে সৃজতি বিধিগণঃ সৃষ্টয়ে যঃ কৃতাজ্ঞো

রুদ্রৌঘঃ কালজীর্ণে ক্ষয়মবতনুতে যঃ ক্ষয়ায়ানুশিষ্টঃ।

রক্ষাং বিষ্ণুস্বরূপা বিদধতি তরুণে রক্ষিণো যে ত্বদংশাঃ

কংসারে সন্তি সর্বে দিশি দিশি ভবতঃ শাসনেঽজাণ্ডনাথাঃ।।১৭৯।।

অনুবাদ। যথা বা--সৃষ্টি করিতে তোমার আদেশ পাইয়া বিধাতৃগণ নব নব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, বিনাশের আদেশ পাইয়া রুদ্রগণ আবার কালক্রমে জীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সমূহের ধ্বংস করেন, আবার রক্ষকরূপে তোমার অংশ বিষ্ণুগণ নূতন ব্রহ্মাণ্ডসমূহের পালন করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ তোমারই আজ্ঞায় দিকে দিকে রহিয়াছেন।।১৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে নব্যে নবীনে সতি যো বিধিগণঃ সৃষ্টয়ে কৃতাজ্ঞঃ অঙ্গীকৃতাজ্ঞঃ সন্ বিবিধান্ সৃজতি। তস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে কালজীর্ণে সতি রুদ্রসমূহঃ ক্ষয়ার্থমনুশিষ্টঃ সন্ ক্ষয়ং তনুতে। তস্মিন্নেব তরুণে সতি বিষ্ণুরূপা যে রক্ষিণস্তদংশাস্তে রক্ষাং বিদধতি। তস্মাৎ সর্বে ব্রহ্মাণ্ডনাথা দিশি দিশি তব শাসনে সন্তি। সর্গাদি সময়েঽপি পালনাদ্যংশস্য সদ্ভাবাত্তব শাসনে সর্বদা তে সন্ত্যেব, তথাপি নব্য ইত্যাদিবিশেষণত্রয়ং তু প্রাচুর্যেণৈব উক্তমিতি ভাবঃ।।১৭৯।।

অথ **সদাস্বরূপসম্প্রাপ্তঃ** --

সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তো মায়া-কার্যাবশীকৃতঃ।।১৮০।।

যথা প্রথমে (১।১১।৩৯) —

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।১৮১।।

অনুবাদ। অতঃপর সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত---যিনি মায়া কার্যে অবশীকৃত, তিনি 'সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত'। যথা প্রথমস্কন্ধে---সর্ববশীকারী শ্রীভগবানের এইরূপই ঐশ্বর্য যে, তিনি মায়া ও তৎকার্য হইতে সর্বথা নির্লিপ্ত, অন্তর্যামিরূপে বা মায়ানাট্যে আবির্ভূত হইয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেও মায়ার সত্ত্বাদি গুণসমূহে বা তাহাদের কার্যে লিপ্ত নহেন। ঈশ্বরাশ্রয় ভক্তগণের বুদ্ধি যেরূপ প্রকৃতিকার্যে লিপ্ত নহে, সেইরূপ তিনিও নিত্যনির্লেপ।।১৮০-১৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মায়া-তৎকার্যাভ্যামবশীকৃতত্বমিত্যর্থঃ। ঈশস্য সর্ববশীকারিণঃ শ্রীভগবত এতদীশনম্ ঐশ্বর্যং---কিন্তত্ত্রাহ---যদসৌ অন্তর্যামিতয়া অবতীর্ণতয়া বা প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি তস্যা গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিস্তৎকার্যৈশ্চ ন যুজ্যতে ন লিপ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ---যথেতি। স এবাশ্রয়ো যস্যাঃ সা ভক্তানাং বুদ্ধির্যথা ন লিপ্যতে তদ্বৎ তস্মাৎ সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তত্বং স্বরূপশক্তিবিলাস-লক্ষণরূপগুণা-ব্যভিচারিত্বং মায়াকার্যাবশীকৃত-ত্বমিত্যেব যাবৎ; তদুক্তং শ্রুতিভিঃ---স যদজয়া ত্বজামিত্যাদিনা (১০।৮৭।৩৮)।।১৮১।।

সর্বজ্ঞঃ

পরচিত্তস্থিতং দেশকালাদ্যন্তরিতং তথা।
যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্বজ্ঞো নিগদ্যতে।।১৮২।।

যথা প্রথমে (১।১৬।১১) --

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্
দুর্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ।।১৮৩।।

অনুবাদ। সর্বজ্ঞ---পরচিত্তস্থিত ও দেশকালাদিব্যবধানযুক্ত হইলেও যিনি সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন, তিনি 'সর্বজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত। যথা প্রথমস্কন্ধে--(অর্জুনের উক্তি-) অযুত শিষ্যের অগ্রে সমান-পংক্তিতে ভোজনকারী দুর্বাসা মুনিকে দুর্যোধন ষড়যন্ত্রপূর্বক বনমধ্যে আমাদের নিকট অতিথিরূপে পাঠাইলে দ্রৌপদীর স্মরণপথে আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীর সূর্যদত্ত পাকস্থালীতে লগ্ন যৎসামান্য শাকান্ন ভোজন করিলেন, তখন কিন্তু এদিকে অঘমর্ষণ-স্নানের জন্য জলনিমগ্ন মুনিবৃন্দ ত্রিভুবনকেই পরিতৃপ্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সুলভকোপন দুর্বাসার শাপরূপ ভীষণ বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।।১৮২-১৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যো নো জুগোপেতি শ্রীমদর্জুন বাক্যম্। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নঃ অস্মাকং কৃচ্ছ্রং সার্বজ্ঞ্যাদেব জ্ঞাত্বা বনমেত্যাস্মান্ পাণ্ডবান্ জুগোপ। কস্মাৎ দুর্বাসসো হেতোঃ যদ্দুরন্তকৃচ্ছ্রং শাপলক্ষণং তস্মাৎ। দুর্বাসসঃ কীদৃশাৎ? অরিরচিতাৎ দুর্যোধনপ্রেরিতাৎ ইত্যর্থঃ। কীদৃশো দুর্বাসাঃ? যঃ অযুতসংখ্যানামগ্রভুক্ তৈঃ সহ যুধিষ্ঠিরেণ নিমন্ত্রিতঃ। তেন চ দ্রৌপদ্যা ন ভুক্তমিতি বোধ্যম্। ততঃ কুত্রাসৌ দুর্বাসা গতস্তত্রাহ--সলিলে বিনিমগ্নঃ স্ব-সহিতঃ সংঘো যস্য সঃ। তত্রাবশ্যককৃত্যার্থং চিরং স্থিতঃ; ততঃ কিং কৃত্বা জুগোপ তত্রাহ--স্থালীলগ্নং শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্যেতি। ততঃ কিং তত্রাহ--যতঃ শাকান্নোপ-যোগাদ্ধেতোঃ দুর্বাসাস্ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত, কিং পুনঃ স্বান্ ইত্যর্থঃ।।১৮৩।।

নিত্যনূতনঃ

সদানুভূয়মানোঽপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যঃ স প্রোক্তো নিত্যনূতনঃ।।১৮৪।।

যথা প্রথমে (১।১১।৩৪) --

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগতস্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যচ্ছ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ।।১৮৫।।

যথা বা ললিতমাধবে --

কুলবর-তনুধর্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্ সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি।।১৮৬।।

অনুবাদ। নিত্যনূতন--যিনি সতত অনুভূয়মান্ হইয়াও মাধুরীসমূহদ্বারা অননুভূতবৎ প্রতীয়মান হন এবং সকলের বিস্ময়োৎপাদক--তিনি 'নিত্যনূতন' বলিয়া খ্যাত। যথা প্রথমস্কন্ধে--যদিও শ্রীকৃষ্ণ সেই পত্নীগণের পার্শ্বেই নির্জনে বিরাজ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চরণযুগল প্রতিক্ষণেই নব নব বলিয়া বোধ হইত। কারণ চঞ্চল স্বভাবা হইয়াও লক্ষ্মী যে চরণকমল কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না, জগতের কোন্ নারী সেই চরণসেবা হইতে বিরত থাকিবে? যথা বা ললিতমাধবে--হে সুমুখি! অগ্রস্থিত এই অপূর্ব বিশ্বকর্মা কে? ইনি কুলাঙ্গনাগণের ধর্মরূপ পাযাণরাশিকেও সুতীক্ষ্ণ এবং দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের (পাযাণচ্ছেদক অস্ত্রের) সূক্ষ্মাগ্রাংশদ্বারা ভেদ করিয়া একই সময়ে লক্ষ লক্ষ মরকতমণি দ্বারা এই গোষ্ঠকক্ষকে খচিত করিতেছেন।।১৮৪-১৮৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যো মাধুরীভিরননুভূত ইব বিস্ময়ং করোতি।।১৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চলাপীতি স্ববিভূতিরূপয়া (জগদ্বর্তি)-যশঃকীর্তি-সম্পত্তিরূপয়া লক্ষ্ম্যা সহৈক্যবিবক্ষয়া ইতি জ্ঞেয়ম্।।১৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুহুঃ শ্রীকৃষ্ণমনুভূতবত্যা বৃন্দাবনেশ্বর্যা বাক্যমাহ--কুলবরেতি। হে সুমুখি! পুরোঽগ্রে কোঽয়মপূর্বঃ বিশ্বকর্মা যস্তীক্ষ্ণদীর্ঘাপাঙ্গস্য ছটাভিঃ সূক্ষ্মাগ্র ভাগৈঃ করণৈঃ কুলবরতনোঃ কুলাঙ্গনায়াঃ ধর্মরূপপ্রস্তরবৃন্দানি ভিন্দন্ সন্ মরকতমণিলক্ষৈঃ করণৈর্গোষ্ঠপ্রদেশং চিনোতি নির্মাণং করোতীত্যর্থঃ। অত্র মরকতমণিতুল্যাঙ্গকিরণানাং মরকতমণিত্বেন মননমিতি জ্ঞেয়ম্। অন্যবিশ্বকর্মাপেক্ষয়াস্যা পূর্বত্বং তু একস্মিন্নেব কালে দুষ্করকর্মদ্বয়নির্মাণকর্তৃত্বম্। এবং যানি প্রস্তর-বৃন্দানি ভিনত্তি, তানি বিহায়ান্যৈঃ প্রস্তরৈর্গোষ্ঠচয়নকর্তৃত্বং চ।।১৮৬।।

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।।১৮৭।।

যথা --

ক্লেশে ক্রমাৎ পঞ্চবিধে ক্ষয়ং গতে যদ্ব্রহ্মসৌখ্যং স্বয়মস্ফুরৎ পরম্।
তদ্ব্যর্থয়ন্ কঃ পুরতো নরাকৃতিঃ শ্যামোঽয়মামোদভরঃ প্রকাশতে।।১৮৮।।

অনুবাদ। সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ---যিনি সর্বদেশ ও সর্বকালে স্বপ্রকাশ ও নিরুপাধি-প্রেমভাজন হইয়া অন্যবস্তুর স্পর্শশূন্য অর্থাৎ চিন্ময়-আনন্দমূর্তি, তিনি সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ' বলিয়া অভিহিত। যথা--অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পাঁচ প্রকার ক্লেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহাকেও ব্যর্থ করিয়া অগ্রে কে এই শ্যামবর্ণ নরাকৃতি আনন্দরাশি প্রকাশিত হইতেছেন? ১৮৭-১৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সদিতি--সর্বকালদেশ-ব্যাপকত্বাৎ 'যোঽয়ং' কালস্তস্য তেঽব্যক্ত-বন্ধোশ্চেষ্টামাহু'রিত্যাদ্যুক্তেঃ (১০।৩।২৬) ন চান্তর্ন বাহর্যস্যেত্যাদি (১০।৯।১৩) চ; চিদিতি---

স্বপ্রকাশকত্বেনাজড়ত্বাৎ। তদুক্তং---পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ বাদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ ইতি। তত্রাজস্য কর্তৃত্ব নির্দেশাদদৃশ্যন্ত ইতি কর্মকর্তৃ প্রয়োগঃ। 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি' শ্রুতেঃ। আনন্দেতি---নিরূপাধিপ্রেমময় সর্বাঙ্গত্বাৎ, তদুক্তং--- কিমতদদ্ভুতমেব বাসুদেবেঽ-খিলাত্মানি' ইত্যাদি (১০।১৩।৩৬) আনন্দোব্রহ্মণো রূপম্ ইতি শ্রুতেঃ। সান্দ্রেতি---তদিতরাস্পৃষ্টরূপত্বাৎ; তদুক্তং--ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ইতি। চিদানন্দঘনাকৃতিরিতি চ— তৎসমার্থম্। সৎ শব্দপ্রয়োগশ্চাত্র তত্তদ্রূপত্বেনোপক্ষিতত্বান্ন কৃতঃ। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ। এতাদৃশপঞ্চবিধে ক্লেশে ক্ষয়ং গতে সতি যৎ পরং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মসৌখ্যং স্বয়ম স্ফুরৎ, তদ্ব্রহ্মসুখং ব্যর্থয়ন্ কোঽয়ং প্রমোদভরস্বরূপঃ শ্যামঃ প্রকাশতে।।১৮৭-১৮৮।।

যথা বা ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যে (৫।৪০) --

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।১৮৯।।

অনুবাদ। ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষ-রহস্যেও, যথা---নিষ্কল, অনন্ত, সর্বময় ও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল বসুধাদির বিভূতিদ্বারা প্রাপ্তভেদ যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সর্বদা যাঁহার প্রভাবময় প্রভা (দেহের কান্তি), সেই আদিদেব গোবিন্দকেই আমি ভজনা করি।।১৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য প্রভেতি পূর্বমেব (১।২।২৭৮) ব্যাখ্যাতম্।।১৮৯।।

অতঃ শ্রীবৈষ্ণবৈঃ সর্বশ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনৈঃ।

তদ্ব্রহ্ম শ্রীভগবতো বিভূতিরিতি কীর্ত্যতে।।১৯০।।

অনুবাদ। [যদিও শ্রীবৈষ্ণবগণ (শ্রীরামানুজীয়গণ) ব্রহ্মশব্দে ভগবান্‌কেই জানেন, পৃথক্ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, তবুও মতান্তরে বলিতেছেন--] সুতরাং সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতির নিদর্শনদ্বারা কিংবা সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রের সম্যক্ বেত্তা শ্রীবৈষ্ণবগণ সেই ব্রহ্মকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া থাকেন।।১৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীবৈষ্ণবৈঃ শ্রীরামানুজাচার্যগণৈঃ সর্বশ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রাণাং নিতরাং দর্শন-কর্তৃভিঃ কীর্ত্যতে।।১৯০।।

তথা হি যামুনাচার্যস্তোত্রে --

যদণ্ডান্তরগোচরঞ্চ যদ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।

গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ।।১৯১।।

অনুবাদ। তৎসম্বন্ধে যামুনাচার্যস্তোত্রে--হে ভগবন্! ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় পদার্থ, ক্রমশঃ দশ দশ গুণ প্রমাণিত পৃথিব্যাদি আবরণসমূহ, সত্তাদি ত্রিগুণ, প্রধান, পুরুষ, পরমপদ এবং পরাৎপর ব্রহ্ম--ইহারা সমস্তই তোমারই বিভূতি।।১৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদণ্ডমেবং যদণ্ডস্যান্তরং মধ্যভাগো গোচরো বিষয়ো যস্য তথাভূতং সমস্তবস্তুজাতম্। এবং যানি চ দশোত্তরাণি আবরণানি দশদশগুণানি উত্তরাণি উত্তরোত্তরাধিকপ্রমাণানি

যেষাং তথা পুরুষঃ সমষ্টিজীবঃ পরং পদং বৈকুণ্ঠম্, এবং ব্রহ্ম চ তে তব বিভূতয় এব।।১৯১।।

সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ

স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।।১৯২।।

যথা --

দশভিঃ সিদ্ধসখীভির্বৃতা মহাসিদ্ধয়ঃ ক্রমাদষ্টৌ।
অণিমাদয়ো লভন্তে নাবসরং দ্বারি কৃষ্ণস্য।।১৯৩।।

অনুবাদ। সর্বসিদ্ধিনিষেবিত--সমস্ত সিদ্ধিকে যিনি স্ববশ্য করিয়াছেন, তাঁহাকেই 'সর্বসিদ্ধিনিষেধিত' বলা হইয়া থাকে; যথা--'অণূর্মিমত্ত্ব'--আদি দশটি সিদ্ধিরূপা সখীকর্তৃক পরিবৃত ক্রমশঃ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারে সেবাসময় প্রাপ্ত হইতে পারে না।।১৯২-১৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দশভিঃ সিদ্ধসখীভির্বৃতা অণিমাদয়োঽষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ। অবসরং ন লভন্তে সখীভিরিত্যত্রাণূর্মিমত্ত্বাদিভির্গৌণীভূতাভিরিত্যর্থঃ।।১৯৩।।

অথ **অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ** --

দিব্যসর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনম্।
ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস ইত্যাদ্যচিন্ত্যশক্তিতা।।১৯৪।।

তত্র **দিব্যসর্গাদিকর্তৃত্বং**, যথা --

আসীচ্ছায়াদ্বিতীয়ঃ প্রথমমথ বিভুর্বৎসডিম্ভাদিদেহা-
নংশেনাংশেন চক্রে তদনু বহুচতুর্বাহুতাং তেষু তেনে।
বৃত্তস্তত্ত্বাদিবীতৈরথ কমলভবৈঃ স্তূয়মানোঽখিলাত্মা
তাবদ্ব্রহ্মাণ্ডসেব্যঃ স্ফুটমজনি ততো যঃ প্রপদ্যে তমীশম্।।১৯৫।।

অনুবাদ। অতঃপর অবিচিন্ত্যমহাশক্তি--'অচিন্ত্যশক্তি'-পদে অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামি অবধি সৃষ্টিকর্তৃত্ব, ব্রহ্ম-রুদ্র-সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির মোহন, ভক্তগণের প্রারব্ধ-বিনাশন এবং দুর্ঘটনাদিই লক্ষিত। তন্মধ্যে দিব্যসর্গাদিকর্তৃত্ব--(ব্রহ্মমোহনে--) শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ একক ছিলেন, পরে বিভু কৃষ্ণ অংশাংশে বৎস ও বালক প্রভৃতির দেহ রচনা করিয়া তৎপরে তাহাদের শরীরে চতুর্ভুজমূর্তি প্রকট করিলেন। অতঃপর বহু বহু ব্রহ্মাদিগণকর্তৃক তত্ত্বতঃ স্তুত হইয়া বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ যাবতীয় সেব্য হইয়া বিরাজিত হইলেন। আমি সেই ঈশ্বর কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিলাম।।১৯৪-১৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দিব্যত্বমত্রাপ্রাকৃতসমস্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামি-পর্যন্তং জ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মাদীনাং সর্বেষামপ্রাকৃতত্বে প্রমাণং তু ব্রহ্মস্তবে--ইতীরেশেঽতর্ক্যে। ইতি (১০।১৩।৫৭) শ্লোকে দ্রষ্টব্যম্। ব্রহ্মরুদ্রাদীত্যাদিশব্দগ্রহণাৎ সঙ্কর্ষণোঽপি জ্ঞেয়ঃ। উত্তরোত্তরজ্ঞানপ্রকর্ষক্রমাৎ। যথা তদ্বাক্যম্--'প্রায়ো

মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী' ইতি। বিধ্বংস ইতি বিধ্বংসনমিত্যর্থঃ।।১৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে প্রথমং ছায়ামাত্রদ্বিতীয় একাকী আসীৎ। অথানন্তরমাশু বৎসবালকানশেষান্‌কৃত্বা ভূয়ঃ পুনঃ পুনরপি অমুন বৎসত্তিভান্ পরমপুরুষতা-যোগ্যরূপান্ চতুর্ভুজান্ কৃত্বা পুনরপি ক্লিপ্তৈঃ স্বৈনৈব কৃতৈস্তত্ত্বৈঃ সহগণৈর্ব্রহ্মাদিগণৈরখণ্ডৈরজাণ্ডৈশ্চ প্রত্যেকং সেব্যমানান্ লঘুতরং যথা স্যাত্তথা অকৃত, তমীশং শ্রীকৃষ্ণমহং প্রপদ্যে।।১৯৫।।

ব্রহ্মারুদ্রাদিমোহনং, যথা --

মোহিতঃ শিশুকৃতৌ পিতামহো হন্ত শম্ভুরপি জৃম্ভিতো রণে।

যেন কংসরিপুণাদ্য তৎপুরঃ কে মহেন্দ্র বিবুধা ভবদ্বিধাঃ? ১৯৬।।

অনুবাদ। ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন, যথা---(হাস্যচ্ছলে ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি--) হে মহেন্দ্র! যিনি গোপাল-চৌর্যে পিতামহ ব্রহ্মাকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন, বাণযুদ্ধে শম্ভুও যাঁহাকর্তৃক জৃম্ভিত হ'ন, সেই কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের নিকট তোমার মত দেবতা কোথাকার কে? ১৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মোহিত ইতি বাণযুদ্ধানন্তরং কদাচিৎ পারিজাত-প্রত্যানয়নায় কৃতপ্রৌঢ়িপ্রলাপম্ ইন্দ্রং প্রতি নারদস্য হাস্যবচনম্, শিশুহৃতৌ বৎসবালক-হরণে। রণে বাণযুদ্ধে।।১৯৬।।

ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংসো, যথা শ্রীদশমে (১০।৪৫।৪৫) --

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনম্।

আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ।।১৯৭।।

অনুবাদ। ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--(যমের প্রতি ভগবদুক্তি)--নিজ প্রারব্ধকর্মহেতু মদীয় গুরুপুত্র এখানে আনীত হইয়াছেন, হে যমরাজ! আমার বাক্য মানিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।।১৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিজং তদীয়ং কর্মৈব নিবন্ধনং তন্নয়নে নিমিত্তং যস্য তম্। ননু হে ভগবন্! তেন প্রারব্ধং ভূজ্যতে, কথং তদ্‌ভোগং বিনাত্রানয়নং সম্ভবতি? তত্রাহ--মচ্ছাসনপুরস্কৃত ইতি। তথা চ মদাজ্ঞয়ৈব স ভক্তো জাতঃ। অতস্তস্যানয়নে ন কোঽপি দোষঃ। অতএব গুরুপুত্রস্য সাধনাদিকং বিনাপি ভগবৎকৃপাসিদ্ধত্বেন ভক্তত্বমিতি ভাবঃ।। ১৯৭।।

আদি শব্দেন **দুর্ঘটঘটনাপি**--

অপি জনিপরিহীনঃ সূনুরাভীরভর্তু-

র্বিভুরপি ভুজযুগ্মোৎসঙ্গপর্যাপ্তমূর্তিঃ।

প্রকটিতবহুরূপোঽপ্যেকরূপঃ প্রভুর্মে

ধিয়মযমবিচিন্ত্যানন্তশক্তির্ধিনোতি ।।১৯৮।।

অনুবাদ। 'আদি'-শব্দে দুর্ঘটঘটনাও--অজ হইয়াও যিনি ব্রজরাজের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সর্বব্যাপী হইয়াও যিনি ভুজদ্বয়মধ্যবর্তিক্রোড়েই পর্যাপ্তরূপে প্রকাশিত

হইয়াছেন, বহুরূপ হইয়াও যিনি সততই একরূপ, এই প্রকার অবিচিন্ত্য অনন্তশক্তি আমার প্রভু আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করিতেছেন।।১৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপীতি শ্রীশুকবাক্যম্। জনি পরিহীনঃ জন্মরহিতোঽপি আভীরভর্তুর্নন্দস্য সূনুঃ। অত্র জন্মাভাবে প্রমাণম্—অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিতি (৩।২।১৫) শ্রীমদুদ্ধব বচনম্। জন্মবত্ত্বে প্রমাণং—'প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজ' (১০।৮।১৪) ইতি গর্গবাক্যম্। বিভুঃ সর্বব্যাপকোঽপি ভুজযুগ্মোৎসঙ্গেনালিঙ্গনেন পর্যাপ্তিপ্রাপ্তা মূর্তির্যস্য তথাভুতঃ। তত্র প্রমাণং—ন চান্তর্ন বহির্যস্যেতি (১০।৯।১৩) শ্রীশুকবাক্যম্। প্রকটিতেতি—'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষুদ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।।' ইতি (১০।৬৯।২) নারদবাক্যাৎ। তস্মাদবিচিন্ত্যশক্তিঃ স মম ধিয়ং ধিনোতি।।১৯৮।।

কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ

অগণ্যজগদণ্ডাঢ্যঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
ইতি শ্রীবিগ্রহস্যাস্য বিভুত্বমনুকীর্তিতম্।।১৯৯।।

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৪।১১) —

ক্বাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্।।২০০।।

অনুবাদ। কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ—অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ড-যুক্ত (ও সর্ববৈকুণ্ঠব্যাপক) বিগ্রহ যাঁহার, তিনি 'কোটিব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ'। ইহার দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিভূত্ব-বিষয়ে কথিত হইল। যথা, উক্ত ভাগবতেই (শ্রীব্রহ্মা বলিলেন)—হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ-ঘটমধ্যস্থ সপ্তবিতস্তি (সাড়ে তিন হস্ত) পরিমিত দেহযুক্ত এই ব্রহ্মাই বা কোথায়, আর যাঁহার রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে এইরূপ অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে সেই আপনার মাহাত্ম্যই বা কোথায়?।।১৯৯-২০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্বাহমিতি—তমঃ প্রকৃতির্মহন্মহত্তত্ত্বম্ অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ চরো বায়ু; জলং ভূঃ পৃথ্বী—এতৈঃ সংবেষ্টিতং যদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং তদেব ঘটঃ, তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ডঘটরূপং সপ্তবিতস্তিপ্রমাণং শরীরং যস্য তথাভূতোঽহং ক্ব? ঈদৃগ্বিধাবিগণিত-ব্রহ্মাণ্ডান্যেব পরমাণবস্তেষাং বহিরন্তর্গত্যাগতিরূপা চর্যা যত্র তথাভূতা গবাক্ষরূপরোম বিবরাণি যস্য তথাভূতস্য তব মহিত্বং ক্ব?।।২০০।।

যথা বা —

তত্ত্বৈর্ব্রহ্মাণ্ডমাঢ্যং সুরকুল-ভুবনৈশ্চাঙ্কিতং যোজনানাং
পঞ্চাশৎকোট্যখর্বক্ষিতিখচিতমিদং যচ্চ পাতালপূর্ণম্।
তাদৃগ্ ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাযুতপরিচয়ভাগেককক্ষং বিধাত্রা
দৃষ্টং যস্যাত্র বৃন্দাবনমপি ভবতঃ কঃ স্তুতৌ তস্য শক্তঃ।।২০১।।

অনুবাদ। যথা বা—পঞ্চবিংশতিতত্ত্বযুক্ত, দেববৃন্দের স্বস্বধামসমূহে চিহ্নিত, পঞ্চাশ-কোটি-যোজনপরিমিত বৃহৎক্ষিতি খচিত, এবং সপ্তপাতাল-সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড, ঈদৃশ অযুত লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয়যুক্ত এক একটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ঠ ভবদীয় বৃন্দাবনের কিছু অংশমাত্র ব্রহ্মার নয়নগোচর হইয়াছিল, অতএব আপনাকে স্তব করিতে কেই বা সমর্থ?।।২০১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেব বৃন্দাবন-দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি যথা বেতি। ব্রহ্মাণ্ডং কীদৃশং? তত্ত্বৈর্মহদাদিভিরাঢ্যং যুক্তং পুনশ্চ যোজনানাং পঞ্চাশৎকোট্যখর্বক্ষিতিখচিতম্—পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-প্রমাণক-বৃহৎক্ষিতিযুক্তমিত্যর্থঃ। এতাদৃশাযুতলক্ষব্রহ্মাণ্ডভাক্ এককক্ষা যস্য তথাভূতং যস্য ভবতো বৃন্দাবনং বিধাত্রা দৃষ্টং, তস্য স্তুতৌ কঃ সমর্থঃ?।।২০১।।

অবতারাবলীবীজম্

অবতারাবলীবীজমবতারী নিগদ্যতে।।২০২।।

যথা শ্রীগীতগোবিন্দে —

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্তং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।২০৩।।

অনুবাদ। অবতারাবলীবীজ—অবতারীকেই 'অবতারাবলীবীজ' বলা, হয়। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে—যিনি মৎস্যরূপে বেদসমূহ উদ্ধার, কূর্মরূপে পৃষ্ঠে পৃথিবীকে ধারণ, বরাহমূর্তিকে দন্তোপরি ভূগোল-ধারণ, নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ, বামনরূপে বলিকে ছলনা, পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়বংশধ্বংস, রামমূর্তিতে রাবণ-বিনাশ, বলরামরূপে হলগ্রহণ, বুদ্ধরূপে কারুণ্যবিস্তার এবং কল্কিরূপে ম্লেচ্ছ-সংহার করিয়া থাকেন—সেই দশাবতারযুক্ত হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম জানাইতেছি।।২০২-২০৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অবতারীতি—ভূমার্থে মত্বর্থীয়ঃ। সর্বেভ্যোঽবতারেভ্যঃ পূর্ণত্বাৎ 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যুক্তেঃ।।২০২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বেদানিতি মৎস্যায়, জগন্তীতি কূর্মায়, ভূগোলমিতি বরাহায়, দৈত্যমিতি নৃসিংহায়, বলিমিতি বামনায়, ক্ষত্রেতি পরশুরামায়, পৌলস্ত্যং রাবণমিতি রামচন্দ্রায়, হলমিতি বলদেবায়, কারুণ্যমিতি বুদ্ধায়, ম্লেচ্ছানিতি কল্কিনে দশাকৃতয়ো দশাবতারাস্তান্ করোত্যাবির্ভাবয়তীতি দশাকৃতিকৃৎ, তস্মৈ পূর্বোক্তদশাবতার-স্বরূপায় কৃষ্ণায় নমঃ।।২০৩।।

হতারিগতিদায়কঃ

মুক্তিদাতা হতারীণাং হতারিগতিদায়কঃ।।২০৪।।

যথা —

পরাভবং ফেনিল-বক্ত্রতাঞ্চ বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা।
পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে ত্বং শাত্রবাণামপবর্গদোঽসি।।২০৫।।

অনুবাদ। হতারিগতিদায়ক--নিহত শত্রুদিগকে যিনি মুক্তি দিয়া থাকেন, তাঁহাকে 'হতারিগতিদায়ক' বলা হয়। যথা--হে শিখিপিচ্ছধর! তুমি শত্রুদিগের প্রতি পরাভব, ফেনযুক্ত মুখ, বন্ধন, ভয় ও মরণ বিধান করিয়া প-বর্গ প্রদান করিলেও তাহাদিগকে তুমি অপবর্গও (অর্থাৎ মোক্ষও) দিয়া থাক।।২০৪-২০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুক্তিদাতেত্যাদিলক্ষণানি তু শ্রীকৃষ্ণমাত্রনিষ্ঠগুণানামেব, তেষাং নারায়ণাদি-সাধারণ্যে তু গতিদায়কত্বাদিসামান্যধর্মমাশ্রিত্যৈব জ্ঞেয়ম্। হে শিখণ্ড মৌলে! ত্বং শাস্ত্রবাণাং পবর্গদাতাপি অপবর্গদোঽসি পবর্গাদভিন্নোঽসীতি বিরোধাভাসঃ। বিরোধভঞ্জনন্তু অপবর্গো মোক্ষম্। পবর্গদাতৃত্বমেবাহ--পরাভবমিত্যাদি।।২০৫।।

যথা বা --

চত্রং মুরারে সুরবৈরিপক্ষস্ত্বয়া সমন্তাদনুবন্ধযুদ্ধঃ।
অমিত্রবৃন্দান্যবিভিদ্য ভেদং মিত্রস্য কুর্বন্নমৃতং প্রয়াতি।।২০৬।।

অনুবাদ। যথা বা--হে মুরারে! কি অদ্ভুত ব্যাপার! অসুরসকল তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে সতত ব্যাপৃত হইলেও তাহারা শত্রু (তোমাকে ও ত্বদীয় পক্ষকে) ভেদ না করিয়া মিত্রকে (সূর্যমণ্ডলকে) ভেদ করিয়া মোক্ষ পাইয়াছে।।২০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মুরারে! ত্বয়া সহ সমন্তাদনুবন্ধযুদ্ধঃ অসুরপক্ষঃ অমিত্রবৃন্দানি অবিভিদ্য ভেদমকৃত্বৈব মিত্রস্য ভেদং কুর্বন্ অমৃতং প্রযাতি। অত্র শব্দমাত্রেণৈব বিরোধো নত্বর্থেন। এবং সতি মিত্রস্য সূর্যস্য অমৃতং মোক্ষং, মুক্তঃ সূর্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা গচ্ছতীতি মতানুসারেণ জ্ঞেয়ম্।।২০৬।।

আত্মারামগণাকর্ষী

আত্মারামগণাকর্ষীত্যেতদ্ব্যক্তার্থমেব হি।।২০৭।।

যথা --

পূর্ণ-পরমহংসং মাং মাধব লীলামহৌষধির্ঘ্রাতা।
কৃত্বা বত সারঙ্গং ব্যধিত কথং সারসে তৃষিতম্।।২০৮।।

অনুবাদ। আত্মারামগণ আকর্ষী--আত্মারামগণাকর্ষী ইহা ব্যক্তার্থই। উদাহরণ যথা--হে মাধব! কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমি পূর্ণ (ব্রহ্মানন্দলাভবশতঃ স্পৃহারহিত) হইলেও তোমার লীলারূপ মহৌষধি মৎকর্তৃক আঘ্রাত হইয়া আমাকে পরমহংস (বিহঙ্গবিশেষ) ও সারঙ্গ (চাতক) করিয়া পুনরায় সারসে (পদ্মে) তৃষ্ণাকুল করিল! হংসের চাতক হওয়া, পুনরায় তাহার পদ্মে তৃষিত হওয়াই অদ্ভুতব্যাপার। শ্লেষপক্ষে--অহো! পূর্ণ ব্রহ্মানুভবকারী আমাকেও ভক্ত করিয়া সেই লীলামহৌষধি ভক্তিরসে তৃষ্ণাকুল করিয়াছে।।২০৭-২০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ময়া ঘ্রাতা মাধবলীলামহৌষধিঃ পরমহংসং পক্ষিবিশেষং সারঙ্গং চাতকং কৃত্বা সারসে কমলে কথং তৃষিতমকরোৎ হংসস্য চাতকীকরণং তত্রাপি কমলে তৃষিতীকরণ-মিত্যাশ্চর্যমিতি বোধ্যম্। পক্ষে পূর্ণং পরম হংসং ব্রহ্মানুভবিনং মাং সারঙ্গং ভক্তং কৃত্বা। সেতি পৃথক্পদম্। সা মাধবলীলা-মহৌষধির্ভক্তিরসে তৃষিতং ব্যধিত।।২০৮।।

অথাসাধারণ গুণচতুষ্কে --

লীলা-মাধুর্যম্, যথা বৃহদ্বামনে --

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।

ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ।।২০৯।।

অনুবাদ। অতঃপর অসাধারণ গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে, লীলামাধুর্য, যথা বৃহদ্বামন-পুরাণে---যদিও আমার জন্মাদি সমস্ত লীলাই অন্যত্র দুর্লভ বলিয়া প্রচুরতর মাহাত্ম্যবিশিষ্ট ও মনোহর, তথাপি রাসলীলা-প্রসঙ্গ স্মরণ হইলে আমার মন যে কিরূপ হয় তাহা আমি অবগত নহি।।২০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সন্তীতি--প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ।।২০৯।।

যথা বা --

পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিত্রমত্র লক্ষ্মীপতে-

স্তথা ভুবননন্দিনস্তদবতারবৃন্দস্য চ।

হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকরবর্ধনঃ কিন্তু মে

বিভর্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ।।২১০।।

অনুবাদ। যথা বা (শ্রীউদ্ধববাক্য)---লক্ষ্মীপতি নারায়ণের ও জগদানন্দপ্রদ তদীয় অবতারসমূহের সুন্দর চরিত্র প্রকৃষ্টরূপে স্ফুরিত হউক, কিন্তু যাহা মৎপ্রভু দ্বারকেশেরও চমৎকাররাশির বর্ধক সেই রাসলীলারস আমার হৃদয়ে বর্ণনাতীত বিস্ময়ই আনয়ন করিতেছে।।২১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অটতীতি--তে তব শ্রীমুখ মুদীক্ষতামস্মাকং দৃশাং পক্ষ্মকৃদ্ বিধাতা জড়ঃ।।২১০।।

প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যম্,

যথা শ্রীদশমে (১০।৩১।১৫) --

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্।।২১১।।

অনুবাদ। প্রেমময়-প্রিয়গণ-বেষ্টিতা, যথা শ্রীদশম স্কন্ধে---হে প্রিয়তম! দিবসে যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে দেখিতে না পাইয়া আমরা ক্ষণকালও একযুগ বলিয়া মনে করি, পক্ষান্তরে দিবসান্তে যখন তোমার কুটিলকুন্তলমণ্ডিত শ্রীমুখ দেখিতে

পাই, তখন (নিমেষের ব্যবধান সহ্য করিতে না পারায়) শ্রীকৃষ্ণদর্শনকারিগণের পক্ষনির্মাতা বিধাতাকেও অবিবেকী বলিয়া প্রতীত হয়।।২১১।।

যথা বা --

ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যঘশত্রো সা ক্ষণার্ধবদগাত্তর সঙ্গে।
হা ক্ষণার্ধমপি বল্লবিকানাং ব্রহ্মরাত্রিততিবদ্বিরহেঽভূৎ।।২১২।।

অনুবাদ। যথা বা---হে অঘরিপো! তোমার সান্নিধ্যে গোপীগণের নিকটে সেই ব্রহ্মরাত্রিসমূহও ক্ষণার্ধবৎ অতীত হইয়াছিল, হায়! এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণার্ধসময়ও তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মরাত্রিসমূহের মত সুদীর্ঘ প্রতিভাত হইতেছে।।২১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রহ্মরাত্রীতি--কেষাঞ্চিদ্ 'ব্রহ্মরাত্রি উপাবৃত্ত' ইতস্য রাসান্তপদ্যস্য তথা ব্যাখ্যানাৎ, তথৈব চানুমতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ--'শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ' ইত্যত্র, কিন্তু 'তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতাঃ' ইত্যাদৌ শ্রীভগবদ্বাক্যং নির্বি-বাদমেব।।২১২।।

বেণুমাধুর্যম্, যথা তত্রৈব (ভা ১০।৩৫।১৫) --

সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ।।২১৩।।

অনুবাদ। বেণুমাধুর্য, যথা উক্ত শ্রীভাগবতেই---ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ বংশীর কলধ্বনি-শ্রবণে স্বয়ং বিজ্ঞ হইয়াও ঐ রাগ-তাল-স্বরাদির তত্ত্বনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া বারবার মোহগ্রস্ত হন, অথচ গানমাধুর্যাস্বাদন-সময়ে তাঁহাদের গ্রীবা ও চিত্ত আনত হয়।।২১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদ্‌বেণুগীতম্, সবনশো বারং বারম্। কশ্মলং মোহম্। অনিশ্চিতত্বাৎ কিমিদমিতি নিশ্চেতুমশক্তাঃ।।২১৩।।

যথা বা বিদগ্ধমাধবে --

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বণ্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ।।২১৪।।

অনুবাদ। বিদগ্ধমাধব-গ্রন্থেও, যথা---মেঘের গতিরোধ, তুম্বুরুমুনির বারবার আশ্চর্যজনকতা, সনন্দনাদি যোগিগণের ধ্যানভঙ্গ, ব্রহ্মার বিস্ময়ানয়ন, বলিরাজের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিসহ চঞ্চলতা এবং অনন্তদেবের মস্তককম্পন সম্পাদনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভিত্তি ভেদ করিয়া ঐ বংশীরব দশদিকে ভ্রমণ করিতেছিল।।২১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রুন্ধন্নিতি--অত্র কলরূপত্বেনৈব সর্বত্র প্রসরণমণ্ডকটাহভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ। অম্বুভৃতং মেঘং ভিন্দন্। তুম্বুরুং নারদশিষ্যং বেধসং ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়ন্। ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিম্। ভোগিনমনন্তম্। ব্রহ্মাণ্ডকটাহ রূপভিত্তিং ভিন্দন্ সন্ বংশীধ্বনির্বভ্রাম।।২১৪।।

রূপমাধুর্যম্, যথ তৃতীয়ে (৩।২।১২) –

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।।২১৫।।

অনুবাদ। রূপমাধুর্য, যথা তৃতীয়স্কন্ধে---শ্রীভগবান্ স্বকীয়া যোগমায়াশক্তির প্রভাব দেখাইবার জন্য মর্ত্যলীলার উপযোগী বিবিধ অদ্ভুত মাধুর্যাদিপূরিত পরম সুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধারী মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন। অহো! ঐ মূর্তি এত সুন্দর যে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময় হয়। উহা মহাশ্চর্য সৌন্দর্য-পরমাবধিরও নিত্যোৎকর্ষকারক এবং তাঁহার কলেবর কৌস্তুভমণি ও কুণ্ডলাদি ভূষণসমূহেরও ভূষণস্বরূপ।।২১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদ্রূপমিতি পূর্বেণান্বয়ঃ। স্বযোগমায়া স্বরূপভূতাচিন্ত্যশক্তিঃ। তস্যা বলমেতাবদপ্যস্তীতি তৎ দর্শয়তা গৃহীতং প্রকটিতমিত্যর্থঃ। তদেবম্ভূতং ভগবন্মর্ত্যলীলৌপয়িকমিতি তল্লীলায়া অপি মাহাত্ম্যং তথা বিধমেব দর্শিতম্। মর্ত্যেষু লীলা মর্ত্যলীলা তস্যামৌপয়িকং তৎসদৃশলীলাযোগ্যদ্বিভুজত্বাদ্যতিমনোহরমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা সর্বদেশকালগত-তত্তদ্রূপ-বেত্তুরপি স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ বিস্মাপনং তাদৃগননুভবাৎ। যতঃ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং স্থানং ভূষণস্য ভূষণমঙ্গং যস্য তাদৃশম্।।২১৫।।

শ্রীদশমে চ (১০।২৯।৪০) –

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।২১৬।।

অনুবাদ। শ্রীদশমস্কন্ধেও, যথা---হে কৃষ্ণ! তোমার অব্যক্ত মধুর শব্দযুক্ত বেণুরবে সম্মোহিত হইয়া ত্রিজগতের কোন্ স্ত্রী পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে স্খলিত না হয়? অহো! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌভাগ্যোৎপাদক তোমার এই রূপ দর্শনে গো, পক্ষী, তরু ও মৃগ প্রভৃতিও পুলকিত হইতেছে।।২১৬।।

যথা বা ললিতমাধবে –

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরিত মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।২১৭।।

অনুবাদ। ললিতমাধব-গ্রন্থে, যথা---(মণিময়ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত নিজমূর্তিদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য) অহো! অগ্রে এ কি অদৃষ্টপূর্ব চমৎকারোৎপাদক মাধুর্যপ্রবাহ খেলা করিতেছে!! হায়! ইহা দর্শনে আমিও যে লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় আনন্দাতিশয়-সহকারে উপভোগ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি।।২১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপরিকলিতেতি—কদাচিদ্ গোবর্ধনস্য স্বচ্ছশিলায়াং স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণস্য মনোরথঃ।।২১৭।।

সমস্তবিবিধাশ্চর্য-কল্যাণগুণবারিধেঃ।
গুণানামিহ কৃষ্ণস্য দিঙ্‌মাত্রমুপদর্শিতম্।।২১৮।।

অনুবাদ। যাবতীয়-বিবিধ আশ্চর্য-কল্যাণগুণসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজির দিঙ্‌মাত্র এস্থলে উপদর্শিত হইল, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনমাত্র হইল।।২১৮।।

যথা চ শ্রীদশমে (১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য?
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ।।২১৯।।

অনুবাদ। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে, বিশ্বহিতের জন্য আবির্ভূত নিত্য-অপ্রাকৃত-স্বরূপভূত-গুণযুক্ত তোমার গুণসমূহের গণনা কে করিতে সমর্থ? মহাদক্ষ ব্যক্তিগণ যদি বহুকালে পৃথিবীর ধূলিরাশি, হিমকণা ও আকাশস্থ নক্ষত্রাদির কিরণ-পরমাণুসমূহও গণনা করিতে সমর্থ হন, তথাপি তাঁহারাও তোমার গুণগণনা করিতে সমর্থ হইবেন না।।২১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গুণা আত্মানঃ স্বভাবা যস্য, তস্য প্রকটিতা প্রাকৃতস্বাভাবিকানন্ত গুণস্য তবাস্তাং তাবদ্‌গুণানাং গণনবার্তা, অস্য জগতো হিতাবতীর্ণস্য জগদ্‌গতানন্তজীব হিতায় তত্তদ্‌গুণৈকদেশমপি প্রকটয়স্তব যে তে তে গুণাংশাস্তত্র চ যে প্রকটিতাস্তানপি গণয়িতুং ক ঈশিরে, ন কোঽপীত্যর্থঃ। তত্র সম্ভাবনা-নিরাসার্থমাহ যৈর্বেতি।।২১৯।।

নিত্যগুণো বনমালী যদপি, শিখামণিরশেষনেতৃণাম্।
ভক্তাপেক্ষিকমস্য ত্রিবিধত্বং লিখ্যতে তদপি।।২২০।।

অনুবাদ। যদিও অখিল নায়কগণের শিখামণি বনমালী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগুণসম্পন্ন, তথাপি ভক্তাপেক্ষিকতায় তাঁহার ত্রিবিধত্ব লিখিত হইতেছে।।২২০।।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে।।২২১।।

অনুবাদ। হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এই ত্রিবিধ। (তজ্জন্য) নাট্যশাস্ত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দে পরিপঠিত হ'ন।।২২১।।

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ।।২২২।।

অনুবাদ। পণ্ডিতগণকর্তৃক তিনি অখিলগুণপ্রকাশে পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশে পূর্ণতর, এবং তদপেক্ষাও অল্পগুণ প্রকাশে পূর্ণ বলিয়া উক্ত হন।।২২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসর্বত্বং পূর্বাপেক্ষয়া, অল্পত্বঞ্চ স্বপূর্বাপেক্ষয়া।।২২২।।

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু।।২২৩।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা গোকুলান্তরে এবং পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা যথাক্রমে দ্বারকায় ও মথুরায় প্রকাশিত। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়—পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং গোকুলে পূর্ণতম)।।২২৩।।

স পুনশ্চতুর্ব্বিধঃ স্যাদ্ধীরোদাত্তশ্চ ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্তনামা তথৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ।।২২৪।।

অনুবাদ। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) পুনরায় ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত-ভেদে চতুর্বিধ (নায়ক)।।২২৪।।

বহুবিধ-গুণ-ক্রিয়াণামাস্পদভূতস্য পদ্মনাভস্য।
তত্তল্লীলাভেদাদ্-বিরুধ্যতে ন হি চতুর্বিধতা।।২২৫।।

অনুবাদ। বহুবিধ গুণ ও ক্রিয়ার আস্পদ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের তত্তল্লীলাভেদহেতু চতুর্বিধতায় কোন বিরুদ্ধতা নাই।।২২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু যঃ খলু ধীরশান্তঃ স কদাপি ন ধীরললিতো ভবতীত্যত্রলোকে তথা নিয়মসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণে ন তাদৃশনিয়মঃ। অস্য তু কালভেদেন চতুর্বিধতাসত্ত্বাদিত্যাহ-বহুবিধেতি।।২২৫।।

তত্র **ধীরোদাত্তঃ** –

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ।।২২৬।।

অনুবাদ। ধীরোদাত্ত---যে নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব ও সুসত্ত্বযুক্ত অর্থাৎ মহাবলবান্, তিনি ধীরোদাত্ত বলিয়া কথিত।।২২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অকথনঃ আত্মশ্লাঘারহিতঃ, সুসত্ত্বভৃৎ অতিশয়বলবান্।।২২৬।।

যথা --

বীরম্মন্য-মদপ্রহারি-হসিতং ধৌরেয়মার্তোদ্ধৃতৌ
নির্ব্যূঢ়ব্রতমুন্নতক্ষিতিধরোদ্ধারেণ ধীরাকৃতিম্।
ময্যুচ্চৈঃ কৃতকিল্বিষেঽপি মধুরং স্তুত্যা মুহুর্যন্ত্রিতং
প্রেক্ষ্য ত্বাং মম দুর্বিতর্ক্যহৃদয়ং ধীর্গীশ্চ ন স্পন্দতে।।২২৭।।

অনুবাদ। যথা, (মহেন্দ্র বলিতেছেন--) যাঁহার হাস্য বীরাভিমানিগণের গর্বনাশ করে (গূঢ়গর্বত্ব), যিনি আর্তজনের উদ্ধারবিষয়ে ধুরন্ধর (করুণত্ব), যিনি নিশ্চিন্তব্রত (সুদৃঢ়ব্রতত্ব), উন্নত গিরিরাজের উদ্ধারণে যিনি ধীর (সুসত্ত্বভৃত্তা), যিনি মহাপরাধী

আমার প্রতিও মধুর ব্যবহার করেন (ক্ষন্তৃত্ব), অন্যকৃত স্তবে যিনি সঙ্কুচিত (বিনয়) এবং যিনি দুর্বিতর্কাহৃদয় (গম্ভীরত্ব), সেই আপনাকে দর্শন করিয়া আমার বুদ্ধি ও বাক্য স্থগিত হইতেছে।।২২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বীরংমন্যেতি মহেন্দ্রবাক্যম্। হে কৃষ্ণ! ত্বাং প্রেক্ষ্য ধীর্গীশ্চ ন স্পন্দতে। ত্বাং কথম্ভূতম? বীরম্মন্যানাং মদপ্রহরণে শীলঃ হসিতং যস্যেত্যনেন গূঢ় গর্বত্বম্ আর্তজনানামুদ্ধৃতৌ ধৌরেয়ং ভারবাহকম্, আর্তজনোদ্ধরণরূপভারবাহক-মিত্যর্থঃ। এতেন করুণত্বম্। নির্ব্যূঢ়েতি সুদৃঢ়ব্রতত্বম্ উন্নতেতি সুসত্ত্বভৃত্ত্বঞ্চ। কৃতকিল্বিষে কৃতাপরাধেঽপি ময়ি মধুরমিত্যনেন ক্ষন্তৃত্বম। অন্যকৃতস্তুত্যা মুহুর্যন্ত্রিতং সঙ্কুচিতমেতেন বিনয়িত্বমকথনত্বঞ্চ। দুর্বিতর্ক্যহৃদয়মিতি গম্ভীরত্বং দর্শিতম্।।২২৭।।

গম্ভীরত্বাদি-সামান্য-গুণা যদিহ কীর্তিতাঃ।
তদেতেষু তদাধিক্য-প্রতিপাদনহেতবে।।২২৮।।
ইদং হি ধীরোদাত্তত্বং পূর্বে প্রোক্তং রঘূদ্বহে।
তত্তদুক্তানুসারেণ তথা কৃষ্ণে বিলোক্যতে।।২২৯।।

অনুবাদ। গম্ভীরত্বাদি গুণগণ পূর্বে সামান্যগুণ নিরূপণে উক্ত হইলেও, পুনরায় এই স্থলে উক্ত হইবার কারণ এই যে, ঐ গুণসমূহ ধীরোদাত্ত নায়কে অন্যান্য গুণাবলীকে পরাজিত করিয়া স্পষ্টতঃ সাকুল্যে আবির্ভূত হয়।।২২৮-২২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গম্ভীরত্বাদয়ঃ পূর্বং সামান্যগুণ নিরূপণে উক্তা এব, পুনরপি তে গুণা যৎ ইহ কীর্তিতাঃ তৎকীর্তনমেতেষু ধীরোদাত্তাদিষু গাম্ভীর্যাদীনামাধিক্য প্রতিপাদনার্থম্।।২২৮।।

ধীরললিতঃ—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ।।২৩০।।

অনুবাদ। ধীরললিত—যে নায়ক বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত ও প্রায়ঃ অর্থাৎ বিশেষভাবে (প্রেমতারতম্যে) প্রেয়সীবশ, তিনি ধীরললিত (সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত)।।২৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রেয়সীনাং প্রেমবিশেষভক্তি যুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ। যথোক্তং (১০।৩২।২২)--যা মা ভজন্ দুর্জর গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনেত্যাদি।।২৩০।।

যথা —

বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ।।২৩১।।

অনুবাদ। যথা, এই শ্রীকৃষ্ণ প্রগল্ভতা-সহকারে পূর্ব রজনীর রতিকলা-সম্বন্ধীয়

বাক্যদ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জায় আবৃতপ্রায় করিয়া তাঁহার স্তনযুগলে চিত্র কেলি-মকরী চিত্রিত করতঃ সখীগণের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবম্ভূতা রসক্রীড়াদ্বারা কুঞ্জে বিহার করতঃ হরি কৈশোর-বয়স সফল করিয়া থাকেন?।।২৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরিঃ কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ কুর্বন্ কৈশোরং সফলীকরোতি-- ইত্যনেন নবতারুণ্যং নিশ্চিন্তত্বং চ সূচিতম্। রতিসম্বন্ধিনখচিহ্নাদিরূপকলায়াঃ প্রাগল্‌ভ্যং যয়া এবম্ভূতয়া বাচা সখীনামগ্রে বিরচয়ন্নিতি পরিহাসবিশারদত্বং, তস্য রাধিকায়া বক্ষোরুহেত্যনেন বিদগ্ধত্বং প্রেয়সী-বশত্বঞ্চ।।২৩১।।

গোবিন্দে প্রকটং ধীরললিতত্বং প্রদৃশ্যতে।

উদাহরন্তি নাট্যজ্ঞাঃ প্রায়োঽত্র মকরধ্বজম্।।২৩২।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণে প্রকটভাবেই ধীরললিতত্ব দৃষ্ট হয়। নাট্যশাস্ত্রকারগণ কন্দর্পকে ধীরললিতের উদাহরণ স্বরূপে ব্যক্ত করেন।।২৩২।।

ধীরশান্তঃ—

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।

বিনয়াদি-গুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্যতে।।২৩৩।।

অনুবাদ। ধীরশান্ত---শমপ্রকৃতিক, ক্লেশসহনশীল, বিবেচক এবং বিনয়াদি-গুণযুক্ত নায়ক 'ধীরশান্ত'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।।২৩৩।।

যথা --

বিনয়মধুরমূর্তির্মন্থরস্নিগ্ধতারো

বচনপটিমভঙ্গী সূচিতাশেষনীতিঃ।

অভিদধদিহ ধর্মং ধর্মপুত্রোপকণ্ঠে

দ্বিজপতিরিব সাক্ষাৎ প্রেক্ষ্যতে কংসবৈরী।।২৩৪।।

অনুবাদ। যথা, ধর্মোপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকটে দর্শনে মনে হয় যেন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। বিনয়ে তাঁহার শ্রীমূর্তি অতি মধুর, নয়নের তারাদ্বয় স্থির অথচ স্নিগ্ধ; তাঁহার বাকপটুতার ভঙ্গীতে সকল নীতিই সূচিত হইতেছে।।২৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মকরধ্বজং কন্দর্পমুদাহরন্তি। দ্বিজপতির্ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ইব সাক্ষাৎ প্রেক্ষতে। বিনয়মধুরমূর্তিরিতি বিনয়প্রযুক্তসারথ্যপারিষদসেবনানুগমনাদিরূপং যদ্দুঃখং তৎসহনত্বমিতি লক্ষ্যতে। মন্থরাঃ স্থিরাঃ তারা যস্যেতি শান্তপ্রকৃতিকত্বম্। ধর্মপুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য নিকটে ধর্মমিত্যনেন বিবেচকত্বম্।।২৩২-২৩৪।।

যুধিষ্ঠিরাদিকো ধীরৈর্ধীরশান্তঃ প্রকীর্তিতঃ।।২৩৫।।

অনুবাদ। ধীর পণ্ডিতগণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরাদিও 'ধীরশান্ত' বলিয়া প্রকীর্তিত।।২৩৫।।

ধীরোদ্ধতঃ—

মাৎসর্যবাহনহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ।।২৩৬।।

অনুবাদ। ধীরোদ্ধত--পণ্ডিতগণকর্তৃক মাৎসর্য যুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ নায়ক 'ধীরোদ্ধত'--সংজ্ঞায় উদাহৃত হ'ন।।২৩৬।।

যথা --

আঃ পাপিন্! যবনেন্দ্র! দুর্দ্দুর! পুনর্ব্যাঘুট্য সদ্যস্তয়া
বাসঃ কুত্রচিদন্ধকুপ-কুহরক্রোড়েঽদ্যনির্মীয়তাম্।
হেলোত্তানিতদৃষ্টিমাত্রভসিত-ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডঃ পুরো
জাগর্মি ত্বদুপগ্রহায় ভুজগঃ কৃষ্ণোঽত্র কৃষ্ণাভিধঃ।।২৩৭।।

অনুবাদ। যথা, (কালযবনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি--) ওরে পাপি-যবনেন্দ্র! ভেক্! এক্ষণেই তুমি নিবৃত্ত হইয়া কোনও অন্ধকূপের গহ্বর-ক্রোড়ে বাস নির্মাণ কর্, কারণ যাঁহার (ক্রোধের সহিত) অবলীলাক্রমে ঊর্ধদৃষ্টিতেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত হয়, সেই এই শ্রীকৃষ্ণরূপ কাল-সর্প তোকে গ্রাস করিবার জন্য সর্বদা জাগরূক আছে।।২৩৭।।

ধীরোদ্ধতস্তু বিদ্বদ্ভির্ভীমসেনাদিরুচ্যতে।।২৩৮।।
মাৎসর্যাদ্যাঃ প্রতীয়ন্তে দোষত্বেন যদপ্যমী-
লীলাবিশেষশালিত্বান্নির্দোষেঽত্র গুণাঃ স্মৃতাঃ।।২৩৯।।

অনুবাদ। বিদ্বদ্‌গণ ভীমসেন প্রভৃতিকে 'ধীরোদ্ধত' নায়ক বলেন। যদিও মাৎসর্যাদি দোষরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলেও দোষরহিত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে উহারা গুণরূপেই পরিগণিত, কেননা ভক্তরক্ষণহেতু দুষ্টদমনাদি-লীলাবিশেষে ঐ সব মাৎসর্যাদিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। (অতত্ত্বজ্ঞ সকলই বীররসপোষক ঈদৃশ চেষ্টাতেও দোষ দর্শন করে মাত্র)।।২৩৮-২৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আঃ পাপিন্নিতি যবনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রতিজ্ঞেয়ম্। হে যবনেন্দ্ররূপ দুর্দর ভেক! ত্বদুপগ্রহায় ত্বাং গ্রহীতুং কৃষ্ণস্বরূপো যঃ কৃষ্ণাভিধঃ উরগঃ কালসর্পঃ অহং জাগর্মি। অতো ভেকেন ত্বয়া ব্যাঘুট্য পরাবৃত্য বাস ইত্যাদি। হেলেত্যাদিনা মায়াবিত্বং চায়াতি। ভসিতো ভস্মীকৃতঃ। অত্র নির্দোষে কৃষ্ণে মাৎসর্যাদ্যাঃ; লীলাবিশেষঃ ভক্তরক্ষণায় দুষ্টদমনরূপঃ, তচ্ছালিত্বাত্তদুপযোগিত্বাদিত্যর্থঃ, তদ্ধেতোর্গুণা এব স্মৃতাঃ।।২৩৭-২৩৯।।

যথা বা --

অম্ভোভারভর-প্রণম্র-জলদভ্রান্তিং বিতন্বন্নসৌ
ঘোরাড়ম্বরডম্বরঃ সুবিকটামুৎক্ষিপ্য হস্তার্গলাম্।

দুর্বারঃ পরবারণ স্বয়মহং লব্ধোঽস্মি কৃষ্ণঃ পুরো

রে শ্রীদামকুরঙ্গ সঙ্গরভুবো ভঙ্গং ত্বমঙ্গীকুরু।।২৪০।।

অনুবাদ। (পূর্বোক্ত উদাহরণে ভক্তিরস অস্পষ্ট বলিয়া পুনর্বার উদাহরণ), যথা—অহে শ্রীদামহরিণ! তুই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শীঘ্র পলায়ণ কর, কেননা শ্রেষ্ঠহস্তিস্বরূপ এই আমি কৃষ্ণ স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছি। দেখ্ আমি জলরাশির ভরে অতিশয়নত মেঘের কান্তি ধারণ করিয়াছি (হস্তী যেরূপ মেঘবর্ণ, আমিও তদ্রূপ নবজলধরবর্ণ), আরও দেখ্ আমি ভয়ঙ্কর হস্তিগর্জনের ন্যায় আটোপ-টঙ্কারে তোর্ হৃদয় কাঁপাইয়া এই হস্তরূপ অর্গল (শুণ্ড) উত্তোলন করিতেছি।।২৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র ভক্তিরসাব্যক্তমাশঙ্ক্যোদাহরণন্তরমাহ---যথাবেতি। পরবারণঃ শ্রেষ্ঠহস্তিস্বরূপোঽহং স্বয়মেবাত্র লব্ধোঽস্মি। অতঃ শ্রীদামরূপহরিণ ত্বং যুদ্ধভুবঃ সকাশাৎ ভঙ্গমঙ্গীকুরু। অস্য হস্তিসাধর্ম্যমাহ---অম্ভোভারস্য ভরেণাতিশয়েন বিনম্রো যো মেঘস্তস্য ভ্রান্তিং বিতন্বন্। হস্তী যথা মেঘাকারস্তথাহমপীত্যর্থঃ। ঘোরো ভয়ানক আড়ম্বরস্য হস্তিগর্জনস্য ডম্বর আটোপা যত্র। আড়ম্বরঃ সমারম্ভে গজগর্জিততুর্যয়োরিতি বিশ্বঃ।।২৪০।।

মিথো বিরোধিনোঽপ্যত্র কেচিন্নিগদিতা গুণাঃ।

হরৌ নিরঙ্কুশৈশ্বর্যাৎ কোঽপি ন স্যাদসম্ভবঃ।।২৪১।।

অনুবাদ। এস্থলে উক্ত গুণসমূহ পরস্পর বিরোধী হইলেও শ্রীহরিসম্বন্ধে কোনই অসম্ভব নহে, কেননা তাঁহাতে সর্ববশীকারিত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্বাদি বিদ্যমান্।।২৪১।।

তথা চ কৌর্মে --

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ।

অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ

ঐশ্বর্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।।২৪২।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে কূর্মপুরাণে, যথা---শ্রীভগবান্ সূক্ষ্ম ও বৃহৎ হইয়াও সর্বতঃ স্থূল ও অণু, সর্বথা বর্ণরহিত হইলেও তিনি শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তনেত্র বলিয়া কীর্তিত হন। তাঁহাতে ঐশ্বর্যের সমাবেশে পরস্পর বিরোধী অস্থূলত্ব স্থূলত্বাদিও সমঞ্জসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি 'বিরুদ্ধার্থ' বলিয়া কীর্তিত হন।।২৪২।।

তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্যাঃ কথঞ্চন।

গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্যাঃ সমন্ততঃ।।২৪৩।।

অনুবাদ। গুণসমূহ পরস্পর বিরোধী হইলেও কিন্তু পরমপুরুষ-কৃষ্ণসম্বন্ধে কোনরূপ দোষাবহ নহে, অতএব ইহাদিগকে অবিরোধী বলিয়াই সমাধান করিতে হইবে।।২৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুনর্মাৎসর্যাদ্যাঃ (২।১।১৩৯) ইত্যাদিকং স্থাপয়ন্ গুণ-বৈচিত্রীর্দর্শয়তি--মিথ ইতি। নিরঙ্কুশৈশ্বর্যাৎ সর্ববশীকারিত্বাৎ সর্বাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ঐশ্বর্য যোগাদ্ বিরুদ্ধোঽর্থো যত্র তথাভূতো

ভগবান্ অভিধীয়তে। পরমে পরমেশ্বরে দোষাদোষত্বে নৈবাহার্যা ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ।।২৪১-২৪৩।।

মহাবারাহে —

সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।।২৪৪।।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ।
সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্বদোষবিবর্জিতাঃ।।২৪৫।।

অনুবাদ। বরাহপুরাণে, যথা—পরমাত্মা ভগবানের সমস্ত দেহই নিত্য (অজ), শাশ্বত, বাল্যাদি-ত্যাগ ও পৌগণ্ডাদি-স্বীকার-সত্ত্বেও হানোপাদান-রহিত; শরীরজাত হইলেও কখনও প্রকৃতি-উদ্ভূত নহেন, শীতাদির অনুভূতি থাকিলেও পরমানন্দঘন, ঐশ্বর্যাদির বিস্মরণসময়েও সর্ব প্রকারে জ্ঞানময়; সমস্ত দেহই (অবতারসমূহই) অংশাদি স্বরূপ হইলেও সমস্ত গুণে পূর্ণ, স্থলবিশেষে মোহাদি দৃষ্ট হইলেও সকলদোষ-বিরহিত।।২৪৪-২৪৫।।

বৈষ্ণবতন্ত্রেঽপি —

অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্বৈশ্বর্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী।।২৪৬।।

অনুবাদ। বৈষ্ণবতন্ত্রেও, যথা—ভগবদ্বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষ-শূন্য, ঐশ্বর্যপূর্ণ ও সত্যবিজ্ঞানানন্দঘন।।২৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শাশ্বতাঃ জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ, সর্বগুণৈরিত্যত্র স্বস্বাপেক্ষিতৈরিতি জ্ঞেয়ম্। 'এতে চাংশকলা পুংসঃ' ইত্যুক্তেঃ। আনন্দাদিরূপিণী ভগবত্তনুরষ্টাদশদোষরহিতা।।২৪৬।।

অষ্টাদশ মহাদোষাঃ —

যথা বিষ্ণুযামলে —

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ।
লোলতা মদমাৎসর্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ।।২৪৭।।
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ। ইতি।।২৪৮।।

অনুবাদ। অষ্টাদশ মহাদোষ, যথা বিষ্ণুযামলে—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, দুঃখদায়ক লৌকিক কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য, হিংসা খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ প্রকার মহাদোষ কথিত হয়।।২৪৭-২৪৮।।

তথ্য। ভক্তপ্রেম-সম্বন্ধে মোহ, তন্দ্রাদি দেখা গেলেও উহাতে দোষ ত' হয়ই না, গুণ বলিয়াই কীর্তিত হয়।।২৪৭-২৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মোহস্তন্দ্রেতি। ভক্তসম্বন্ধেন তে চ মোহাদয়ো গুণত্বায় কল্পন্তে। অঘাসুরমুখে প্রবিষ্টান্ বালকান প্রেক্ষ্য ভগবতস্তত্র মোহে বর্ণিতঃ। ''ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ' ইত্যাদৌ (১০।১৫।১৬) তন্দ্রাখেদশ্রমাঃ। তাবঙ্ঘ্রি-যুগ্মমনুকৃর্য্যেত্যারভ্য (১০।৮।২২) অনুসৃত্য লোকম্। মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তিমাত্রোরিত্যাদৌ ভ্রমঃ। রুক্ষরসতা নাম প্রেমসম্বন্ধং বিনা রাগঃ। স তু নাস্ত্যেব। উল্বণো দুঃখদঃ কামো লৌকিকঃ। তস্য স তু নাস্ত্যেব। লোলতা চাঞ্চল্যম্। সা চ গুণো যথা--'বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়' ইত্যাদৌ (১০।৮।২৯)। মদো যথা--মদবিঘূর্ণিত-লোচন ঈষদ্ (১০।৩৫।২৪) ইত্যাদৌ। তথা মাৎসর্যং--'লোকেশমানিনং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তম' ইত্যাদৌ (১০।২৫।১৬)। হিংসা তু স্ফুটৈব বহুত্র। অসত্যং--নাহং ভক্ষিতবানিত্যাদৌ (১০।৮।৩৫) জরাসন্ধচ্ছলনাদৌ চ। ক্রোধোঽপি 'সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণা ধরম্' ইত্যাদৌ (১০।৯।৬)। আকাঙ্ক্ষা--তাং স্তন্যকাম আসাদ্য ইত্যাদৌ (১০।৯।৪)। আশঙ্কা--ক্বাপ্যদৃষ্টান্তর্বিপিনে (১০।১৩।১৭) ইত্যাদৌ; বিশ্ববিভ্রমো জগদাবেশঃ--স চ ব্রহ্মাদি-ভক্তসম্বন্ধেন জগৎপালনেচ্ছাময়ঃ। বৈষম্যং--'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।' ইত্যাদৌ (গীতা--৯।২৯) পরাপেক্ষা চ--'অহং ভক্ত পরাধীন্' ইত্যাদৌ (৯।৪।৬৩)। তস্মাৎ ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ (১০।৭৭।৩১) ইত্যত্রাজ্ঞসম্ভবা যে ত এব ন সন্তি, ন তু বিজ্ঞসম্ভবা যে তেঽপীতি মতম্। বিজ্ঞসম্ভবত্বঞ্চ তেষাং শ্রীশুকদেবাদৌ--তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়-ইত্যাদ্যুক্তেঃ (১০।১২।৪৪) ভগবৎপ্রেমমোহাদৌ দৃষ্টমিতি।।২৪৮।।

ইত্থং সর্বাবতারেভ্যস্ততোঽপ্যত্রাবতারিণঃ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুষ্ঠু মাধুর্যভর ঈরিতঃ।।২৪৯।।

অনুবাদ। নিরঙ্কুশ-ঐশ্বর্য ভগবদবতারমাত্রেই ভক্ত সম্বন্ধে উৎপন্ন মোহাদিও রসপোষক বলিয়া নিরূপিত হইলে সর্ব অবতার হইতে, এমন কি অবতারী প্রথম পুরুষ হইতেও স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনে মহামাধুর্যরাশিই কথিত হইল।।২৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বোক্তং পূর্ণতমত্বং ব্যঞ্জয়ন্নুপ সংহরতি--ইত্থমিতি ইত্থমুক্ত-প্রকারেণ। ততঃ তস্মাৎ প্রসিদ্ধাদবতারিণো নানাবতারকর্তুর্মহাবিষ্ণুতোঽপি। অত্র সুষ্ঠু ইতি মাধুর্যস্য-প্রাচুর্যাদেবোক্তিঃ, ঐশ্বর্যমপি জ্ঞেয়ম্।।২৪৯।।

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যে (৫।৫৯) --

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি রোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।২৫০।।

অনুবাদ। ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষ রহস্যে, যথা---যাঁহার একটিমাত্র নিঃশ্বাসকাল-অবলম্বনে রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডনাথগণ জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যে ভগবানের কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।২৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেরাহ--তথাচেতি। গোবিন্দ শব্দেন চ তত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এবোচ্যতে।

সুরভীরভি পালয়ন্তমিত্যাদিনা বেণুং ক্বণন্তমিত্যাদিনা চ ব্রহ্মসংহিতায়াং পূর্বং তস্যৈব বর্ণনাৎ। যস্য বিষ্ণোরেকনিঃশ্বসিতকালমবলম্ব্য স্বস্য রোমবিলোৎপন্না ব্রহ্মাণ্ডনাথা জীবন্তি, এবম্ভূতো মহাবিষ্ণুর্যস্য কলাবিশেষস্তং গোবিন্দম্।।২৫০।।

অথাষ্টাবনুকীর্ত্যন্তে সদ্‌গুণত্বেন বিশ্রুতাঃ।
মঙ্গলালঙ্ক্রিয়ারূপাঃ সত্ত্বভেদাস্তু পৌরুষাঃ।।২৫১।।
শোভা বিলাসো মাধুর্যং মাঙ্গল্যং স্থৈর্যতেজসী।
ললিতৌদার্যমিত্যেতে সত্ত্বভেদাস্তু পৌরুষাঃ।।২৫২।।

অনুবাদ। অতঃপর সদ্‌গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, মঙ্গল স্বরূপের সৌন্দর্যভূত, পুরুষগত-অন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষরূপে আটটি গুণ নিরূপিত হইতেছে---উহারা শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য।।২৫১-২৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মঙ্গলালঙ্ক্রিয়ারূপা মঙ্গলস্বরূপ শোভাভূতা।।২৫১।।

তত্র শোভা --

নীচে দয়াঽধিকে স্পর্ধা শৌর্যোৎসাহৌ চ দক্ষতা।
সত্যঞ্চ ব্যক্তিমায়াতি যত্র শোভেতিতাং বিদুঃ।।২৫৩।।

যথা --

স্বর্গধ্বংসং বিধৎসুর্ব্রজভুবি কদনং সুষ্ঠু বীক্ষ্যাতিবৃষ্ট্যা
নীচানালোচ্য পশ্চান্নমুচি-রিপুমুখানূঢ়কারুণ্যবীচিঃ।
অপ্রেক্ষ্য স্বেন তুল্যং কমপি নিজরুষামত্র পর্যাপ্তিপাত্রং
বন্ধূনানন্দয়িষ্যন্নুদহরত হরিঃ সত্যসন্ধো মহাদ্রিম্।।২৫৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শোভা---যে মঙ্গলালঙ্কারহেতু কিংবা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিতে নীচ জনের প্রতি দয়া, অধিকম্মন্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্ধা, শৌর্য, উৎসাহ, দক্ষতা ও সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'শোভা' বলা হয়। যথা---ইন্দ্রপ্রেরিত অতি বর্ষায় ব্রজবাসিগণের কদর্থনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইলেন বটে, কিন্তু পরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দকে অপকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া করুণাতরঙ্গের উদ্রেকে ত্রিজগতে স্বীয় ক্রোধের প্রতিপক্ষপাত্র কাহাকেও না দেখিয়া সত্যসন্ধ হরি বন্ধুগণকে আনন্দপ্রদানের জন্য গিরিরাজকেই উত্তোলন করিয়াছেন।।২৫৩-২৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সত্ত্বভেদা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ বিশেষাঃ। অষ্টৌ পৌরুষা গুণাঃ কৃষ্ণে কীর্ত্যন্তে। গুণা নেবাহ-শোভেতি। অধিক ইত্যধিকম্মন্য ইত্যর্থঃ। যত্র মঙ্গলালংক্রিয়ায়াম্। নীচে দয়েত্যাদি ব্যক্তিমায়াতি। তাং মঙ্গলালঙ্কৃতিং শোভা ইতি বিদুরিত্যর্থঃ।।২৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতিবৃষ্ট্যা ব্রজভুবি কদনং বীক্ষ্য স্বর্গধবংস বিবিৎসুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পশ্চান্নমুচিরিপুমুখান্ ইন্দ্র প্রভৃতীন্ নীচান্ আলোক্য প্রাপ্তকারুণ্যবীচিঃ। ননু তথাপি দুর্জনমুখামেকং

মারয়ত্বিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বেন তুল্যমথচ নিজরুষাং পর্যাপ্তিপাত্রং কমপি জনমপ্রেক্ষ্য বন্ধূনানন্দনয়িষ্যন্ হরিঃ মহাদ্রিমুদহরতঃ।।২৫৪।।

বিলাসঃ—

বৃষভস্যেব গম্ভীরা গতির্ধীরঞ্চ বীক্ষণম্।
সস্মিতঞ্চ বচো যত্র স বিলাস ইতীর্যতে।।২৫৫।।

যথা —

মল্লশ্রেণ্যামবিনয়বতীং মন্থরাং ন্যস্য দৃষ্টিং
ব্যাধুন্বানো দ্বিপ ইব ভুবং বিক্রমাড়ম্বরেণ।
বাগারম্ভে স্মিতপরিমলৈঃ ক্ষালয়ন্মঞ্চকক্ষাং
তুঙ্গে রঙ্গস্থলপরিসরে সারসাক্ষঃ সসার।।২৫৬।।

অনুবাদ। বিলাস—যে-অবস্থায় বৃষভবৎ গম্ভীর গতি ও স্থিরদৃষ্টি এবং সহাস্য বচন প্রয়োগ হয়, তাহা 'বিলাস' বলিয়া অভিহিত হয়। যথা—কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মল্লদিগের প্রতি বিনয়শূন্য স্থিরদৃষ্টিপাত করিয়া বিক্রমের সহিত হস্তিবৎ ভূকম্প করাইয়া, অথচ বাক্যারম্ভে হাস্যপরিমলে মঞ্চস্থলকে প্রক্ষালনপূর্বক অত্যুচ্চ রঙ্গস্থলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।।২৫৫-২৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃষভস্যেতি গতৌ বীক্ষণে যোজ্য।।২৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যতো মন্থরাং নম্রতা-বৈয়গ্র্যাদি শূন্যাম্ অতএবাবিনয়বতীমিতি জ্ঞেয়ম্। দ্বিপ এবেত্যত্র বুষ এবেতি পাঠ্যন্তরম্। সারসাক্ষঃ কমললোচনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ।।২৫৬।।

মাধুর্যম্ —

তন্মাধুর্যং ভবেদ্‌যত্র চেষ্টাদেঃ স্পৃহনীয়তা।।২৫৭।।

যথা —

বরামধ্যাসীনস্তটভুবমবষ্টম্ভরুচিভিঃ
কদম্বৈঃ প্রালম্বং প্রবলিতবিলম্বং বিরচয়ন্।
প্রপন্নায়ামগ্রে মিহিরদুহিতুস্তীর্থপদবীং
কুরঙ্গীনেত্রায়াং মধুরিপুরপাঙ্গং বিকিরতি।।২৫৮।।

অনুবাদ। মাধুর্য—যে বৃত্তি হইলে চেষ্টাদির স্পৃহনীয়তা জন্মে, তাহাকে 'মাধুর্য' বলা হয়। যথা—একদা যমুনার প্রশস্ত তটভাগে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণবর্ণ কদম্বপুষ্পসমূহ দ্বারা এক ঋজুলম্বিতমাল্য এমনরূপে রচনা করিতে লাগিলেন, যাহাকে মালা গাঁথিতে যথেষ্ট বিলম্ব হয় এবং এই ছলনায় তথায় অধিক্ষণ থাকিতে পারেন। ইতিমধ্যে মৃগনেত্রা শ্রীরাধিকা যমুনাঘাটে উপস্থিত হইলে মধুসূদন হরি তাঁহার প্রতি অপাঙ্গনিক্ষেপ

করিতেছেন।।২৫৭-২৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অবষ্টম্ভঃ সুবর্ণং তস্য রুচিভির্বিরাং যমুনায়াস্তটভুবমধ্যাসীনঃ কৃষ্ণঃ কদম্বৈঃ করণৈঃ প্রালম্বম্ ঋজুলম্বিমাল্যংপ্রবলিতোঽপি বিলম্বো যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা বিরচয়ন্, তদ্ব্যাজেনৈব তত্র স্থিতিঃ স্যাদিত্যভি প্রায়াদিতি ভাবঃ। যমুনায়া ঘট্ট ইতি প্রসিদ্ধস্য তীর্থস্য পদবীং প্রপন্নায়াং হরিণনেত্রায়ামপাঙ্গং বিকিরতি।।২৫৮।।

মাঙ্গল্যম্ —

মাঙ্গল্যং জগতামেব বিশ্বাসাস্পদতা মতা।।২৫৯।।

যথা —

অন্যায্যং ন হরাবিতি ব্যপগতদ্বারার্গলা দানবা
রক্ষী কৃষ্ণ ইতি প্রমত্তমভিতঃ ক্রীড়াসু রক্তাঃ সুরাঃ।
সাক্ষী বেত্তি স ভক্তিমিত্যবনতব্রাতাশ্চ চিন্তোজ্ঝিতাঃ
কে বিশ্বম্ভর! ন ত্বদঙ্ঘ্রিযুগলে বিশ্রম্ভিতাং ভেজিরে?।।২৬০।।

অনুবাদ। মাঙ্গল্য—সমস্ত জগতের বিশ্বাসপাত্রতাকেই 'মাঙ্গল্য' বলে। যথা—'হরিতে অন্যায্য থাকিতে পারে না'—এই বুদ্ধিতে দৈত্যসকল দারোদ্‌ঘাটন করিয়া বাস করিতেছে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকর্তা' এই বুদ্ধিতে দেববৃন্দ চতুর্দিকে প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়াসক্ত হইয়াছেন; 'অন্তর্যামী শ্রীহরি আমাদের ভক্তি জানেন'—এইজ্ঞানে ভক্তবৃন্দ চিন্তা পরিহার করিয়াছেন, সুতরাং হে বিশ্বম্ভর! তোমার চরণযুগলের প্রতি কে বিশ্বাস না রাখিয়াছে?।।২৫৯-২৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অবনতব্রাতা ভক্তসমূহাঃ মম ভক্তিং সাক্ষী অন্তর্যামী ভগবান্ বেত্তি ইতি হেতোঃ, চিন্তয়া উজ্ঝিতাস্ত্যক্তাঃ।।২৬০।।

স্থৈর্যম্ —

ব্যবসায়াদচলনং স্থৈর্যং বিঘ্নাকুলাদপি।।২৬১।।

যথা —

প্রতিকূলেঽপি সশূলে শিবে শিবায়াং নিরংশুকায়াঞ্চ।
ব্যলুনাদেব মুকুন্দো বিন্ধ্যাবলিনন্দনস্য ভুজান্।।২৬২।।

অনুবাদ। স্থৈর্য—স্বাভীষ্ট কার্য বিঘ্নব্যাপ্ত হইলেও তাহা হইতে বিচলিত না হওয়াকে 'স্থৈর্য' বলে। যথা—শূলহস্তে শিব প্রতিকূল আচরণ করিলেও এবং পার্বতী বিবস্ত্রা হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের বাহুসকল ছেদনই করিলেন।।২৬১-২৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিঘ্নেনাকুলাদপি ব্যবসায়াদচলনং স্থৈর্যম্। মহাদেবে প্রতিকূলে সতি এবং শিবায়াং নিরংশু কায়াং বিবস্ত্রায়াং চ সত্যাম্। তথাপি হরির্বাণস্য সহস্র ভুজান্ ব্যলুনাৎ চিচ্ছেদ।।২৬২।।

তেজঃ —

সর্বচিত্তাবগাহিত্বং তেজঃ সদ্ভিরুদীর্যতে।।২৬৩।।

যথা (শ্রীদশমে ১০।৪৩।১৭) —

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।২৬৪।।

অনুবাদ। তেজ-অন্তঃকরণের যে বৃত্তিতে সর্বচিত্তাকৃষ্ট হয়, তাহাকেই সাধুগণ 'তেজ' বলিয়া থাকেন। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---রঙ্গমঞ্চে প্রবেশসময়ে শ্রীকৃষ্ণ মল্লসকলের নিকট বজ্রতুল্য, মাথুর জনগণের নিকট নরোত্তম, নাগরীগণের নিকট মূর্তিমান্ কামদেব, গোপবৃন্দের নিকট বান্ধব। দুষ্টরাজন্য সকলের নিকট শাসক, নিজ জনকজননীর নিকট শিশু, কংসের নিকট মৃত্যুস্বরূপ, অজ্ঞজনগণের নিকট বিরাট্ পুরুষ, যোগিবৃন্দের নিকট পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরমদেবতা-স্বরূপে প্রতীত হইয়া বলদেবের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।।২৬৩-২৬৪।।

যথা —

তেজো বুধৈরবজ্ঞাদেরসহিষ্ণুত্বমুচ্যতে।।২৬৫।।

যথা —

আক্রুষ্টে প্রকটং দিদণ্ডয়িষুণা চণ্ডেন রঙ্গস্থলে
নন্দে চানকদুন্দুভৌ চ পুরতঃ কংসেন বিশ্বদ্রুহা।
দৃষ্টিং তত্র সুরারি-মৃত্যু-কুলটা-সম্পর্কদূতীং ক্ষিপন্
মঞ্চস্যোপরি সঞ্চুকূর্দিষুরসৌ পশ্যাচ্যুতঃ প্রাঞ্চতি।।২৬৬।।

অনুবাদ। প্রকারান্তরে তেজ সম্বন্ধে বলা হইতেছে,---অবজ্ঞাদির অসহনশীলতাকে 'তেজ' বলা হয়। যথা---বিশ্বদ্রোহী অত্যুগ্র কংস নন্দ ও বসুদেবকে সম্মুখেই দণ্ড দিতে ইচ্ছুক হইয়া আক্রোশ করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ কংসের প্রতি দৈত্যকুলের মৃত্যুরূপা কুলটাসম্পর্কীয়া দূতীরূপা দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক এক লম্ফেই মঞ্চোপরি যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, উহা দেখ।।২৬৫-২৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রঙ্গস্থলে দিদণ্ডয়িষুণা কংসেন প্রকটং যথা স্যাত্তথা নন্দে বসুদেবে চ আক্রুষ্টে আক্রোশ বিষয়ীকৃতে তত্র কংসে দৃষ্টিঃ ক্ষিপন্ মঞ্চস্যোপরি সংচুকূর্দিষুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাঞ্চতি। দৃষ্টিং কথম্ভূতাং দানবর্যস্য কংসস্য মুক্তি রূপা যা রমণী তয়া সহ সংপর্কায় দূতীম্।।২৬৬।।

ললিতম্ —

শৃঙ্গার প্রচুরা চেষ্টা যত্র তং ললিতং বিদুঃ।।২৬৭।।

যথা –

বিধত্তে রাধায়াঃ কুচমুকুলয়োঃ কেলিমকরীং
করেণ ব্যগ্রাত্মা সরভসমসব্যেন রসিকঃ
অরিষ্টে সাটোপং কটু রুবতি সব্যেন বিহস-
ন্নুদঞ্চদ্রোমাঞ্চং রচয়তি চ কৃষ্ণঃ পরিকরম্।।২৬৮।।

অনুবাদ। ললিত---যে অবস্থায় শৃঙ্গার-বহুল চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাকে 'ললিত' বলা হয়। যথা---রসিক শ্রীকৃষ্ণ স্থিরচিত্তে দক্ষিণহস্তে হর্ষভরে শ্রীরাধিকার কুচমুকুল দ্বয়ে কেলিমকরী অঙ্কন করিতেছেন, এমনকালে অরিষ্টাসুর দর্পসহকারে কটু চিৎকার করিলে তিনি রোমাঞ্চিত-গাত্রে হাস্যবদনে যুদ্ধের জন্য বামহস্তে কটিবন্ধন করিতে লাগিলেন।।২৬৭-২৬৮।।

ঔদার্যম্ –

আত্মাদ্যর্পণকারিত্বমৌদার্যমিতি কীর্ত্যতে।।২৬৯।।

যথা –

বদান্যঃ কো ভবেদত্র বদান্যঃ পুরুষোত্তমাৎ?
অকিঞ্চনায় যেনাত্মা নির্গুণায়াপি দীয়তে।।২৭০।।

অনুবাদ। ঔদার্য---যে বৃত্তিতে আত্মাদি সমস্ত বস্তুর সমর্পণ করা হয় তাহাকে 'ঔদার্য' বলে। যথা - যিনি অকিঞ্চন নির্গুণ জনকেও আত্মা পর্যন্ত দিয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য বদান্য আর ইহজগতে কে আছে?।।২৬৯-২৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অব্যগ্রাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ সরভসং সহর্ষং যথা স্যাত্তথা দক্ষিণেন করেণ মকরীং বিধত্তে এবং তদৈবারিষ্টাসুরে কটু রুবতি সতি, বামহস্তেন যুদ্ধার্থং পরিকরং তুন্দবন্ধনং রচয়তি। পুরুষোত্তমাদন্যঃ কো বদান্যঃ দাতা ভবেৎ ত্বং বদ।।২৬৮-২৭০।।

সামান্যা নায়কগুণাঃ স্থিরতাদ্যা যদপ্যমী।
তথাপি পূর্বতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষাৎ পুনরীরিতাঃ।।২৭১।।

অনুবাদ। যদিও ইহার পূর্বে স্থিরতা, তেজ ও ঔদার্য প্রভৃতি সামান্য নায়কগুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইলেও এস্থলে পূর্ব হইতেও কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য করিয়া পুনরায় এই তিনটি বলা হইল।।২৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বতঃ 'আফলোদয়কৃৎ স্থির' ইত্যাদিতঃ কিঞ্চিদ্ বিশেষাৎ পুনঃ সত্ত্বভেদেষ্বীরিতা।।২৭১।।

অথাস্য **সহায়াঃ** –

অস্য গর্গাদয়ো ধর্মে যুযুধানাদয়ো যুধি।
উদ্ধবাদ্যাস্তথা মন্ত্রে সহায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ।।২৭২।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের সহায়—ধর্মবিষয়ে গর্গাদি মুনিবৃন্দ, যুদ্ধবিষয়ে সাত্যকি ইত্যাদি ও মন্ত্রণাবিষয়ে উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের 'সহায়' বলিয়া অভিহিত।।২৭২।।

অথ কৃষ্ণভক্তাঃ—

তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।।২৭৩।।
যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ।
প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।।
তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।২৭৫।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণভক্ত—রত্যাদি-মহাভাবান্ত শ্রীকৃষ্ণভাবদ্বারা ভাবিত-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ভক্তগণই 'শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত' নামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে 'সত্যবাক্য' হইতে 'হ্রীমান্' অবধি যে সমস্ত গুণ বলা হইয়াছে, মনীষিবৃন্দ ভক্তগণেও সেই সমস্ত গুণের যথাসম্ভব সমাহার করেন। সেই কৃষ্ণভক্তগণ সাধক ও সিদ্ধভেদে দুই প্রকার।।২৭৩-২৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদ্ভাবেতি—তেন সর্বোৎকৃষ্টেন নিজাভীষ্টেন চ ভাবেন রত্যাদি-বিশেষেণ ভাবিতং বাসিতং স্বান্তং যেষাং তে তথা; সজাতীয়-তদীয়মহাভক্তবিশেষা আলম্বনা ইত্যর্থঃ। অন্যে তূদ্দীপনা ইতি ভাবঃ। তথৈবোদ্দীপনেষ্বপি ভক্তাঃ (পদাঙ্কক্ষেত্রতুলসীভক্তভদ্বাসরাদয়ঃ) গণয়িষ্যন্তে ।।২৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্তবৈশিষ্ট্যজ্ঞাপনার্থং ভক্ত ভেদান্ দর্শয়তি—তে সাধকা ইতি।।২৭৫।।

তত্র সাধকাঃ —

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।২৭৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সাধক—যাঁহাদের কৃষ্ণরতি জন্মিয়াছে, অথচ সম্যগ্‌ভাবে নির্বিঘ্ন হইতে পারেন নাই এবং কৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই 'সাধক' নামে অভিহিত।।২৭৬।।

যথৈকাদশে (১১।২।৪৬) —

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।২৭৭।।

অনুবাদ। যথা একাদশস্কন্ধে—যে ব্যক্তি ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরাধীন ভক্তবৃন্দে মিত্রতা, অজ্ঞজনগণকে কৃপা এবং শত্রুদিগকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমশ্রেণীর ভক্ত।।২৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরাধীনেষু ভক্তেষু মৈত্রী; বালিশেষজ্ঞেষু কৃপা, দ্বিষৎ-সূপেক্ষা।।২৭৭।।

যথা বা --

সিক্তাপ্যশ্রুজলোৎকরেণ ভগবদ্বার্তা-নদীজন্মনা
তিষ্ঠত্যেব ভবাগ্নিহেতিরিতি তে ধীমন্নলং চিন্তয়া।
হৃদ্ব্যোমন্যমৃতস্পৃহাহর-কৃপাবৃষ্টেঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে
নেদিষ্ঠঃ পৃথুরোম-তাণ্ডবভরাৎ কৃষ্ণাম্বুদস্যোদ্গমঃ।।২৭৮।।

অনুবাদ। যথা বা---হে বিচক্ষণ! 'ভগবানের বার্তা-নদীজাত অশ্রুরাশিতে আর্দ্র হইলেও সংসারানলশিখা বর্তমানই আছে'---এই ভাবনা করিও না, যেহেতু তোমাতে যখন প্রভূত রোমহর্ষচ্ছলে মৎস্যবৃন্দের নৃত্য দেখা যাইতেছে, সেইহেতু মনে হয় যে শীঘ্রই তোমার হৃদয়াকাশে অমৃত-বাঞ্ছানাশক-কৃপাদৃষ্টিযুক্ত কৃষ্ণমেঘের উদ্ভব হইবে অর্থাৎ ভগবদ্বার্তা-শ্রবণে যখন অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, তখন সংসারবন্ধন-সম্বন্ধে ভাবনার কারণ নাই, কেননা সত্বরই শ্রীকৃষ্ণকৃপা হইবে।।২৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বস্য বিঘ্নকারণাভাবমাশঙ্ক্যান্যদুদাহরণমাহ---যথা বেতি। হে ধীমন্! সংসাররূপাগ্নেঃ হেতির্জ্বালা ভগবদ্বার্তারূপনদীজন্মনা অশ্রুজলসমূহেন সিক্তাপি সা মম তিষ্ঠত্যেবেতি চিন্তয়াঽলং ব্যর্থম্। ভবাগ্নিজ্বালানাশে কারণান্তরমপ্যাহ--হৃদয়রূপে ব্যোম্নি আকাশে পৃথুরোম তাণ্ডবস্য ভরাদ্বৃহদ্রোমাঞ্চস্যাতিশয়াদ্ধেতোঃ কৃষ্ণরূপাম্বুদস্য নেদিষ্ঠঃ নিকটবর্তী উদ্গমঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে। মেঘপক্ষে-পৃথুরোমাণো মৎস্যাস্তেষাং তাণ্ডবভরাৎ নৃত্যাতিশয়াৎ কৃষ্ণ বর্ণস্যাম্বুদস্য উদ্গমঃ। কথম্ভূতস্যামৃতস্পৃহাহরা দৃষ্টির্যস্য, মেঘপক্ষেঽমৃতস্য জলস্য।।২৭৮।।

বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্তিতাঃ।।২৭৯।।

অনুবাদ। যাঁহারা বিল্বমঙ্গলতুল্য, তাঁহারাই 'সাধক' বলিয়া অভিহিত।।২৭৯।।

অথ **সিদ্ধাঃ** --

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যু সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ।।২৮০।।
সম্প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা নিত্যসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা।।২৮১।।

অনুবাদ। অতঃপর সিদ্ধ---নিখিলক্লেশলেশ-রহিত, নিত্যকৃষ্ণক্রিয়াশীল ও অনবচ্ছিন্ন প্রেমসুধাস্বাদপরায়ণ ব্যক্তিগণই 'সিদ্ধ'। উঁহারা সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধভেদে দ্বিবিধ।।২৮০-২৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ মহাভক্তান্ দর্শয়তি অথেতি।।২৮০।।

তত্র **সম্প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ** --

সাধনৈঃ কৃপয়া চাস্য দ্বিধা সম্প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।।২৮২।।

তত্র সাধনসিদ্ধাঃ, যথা তৃতীয়ে (৩।১৫।২৫) --

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।

ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ।।২৮৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধ---সাধনদ্বারা সিদ্ধি ও শ্রীভগবৎকৃপাহেতু সিদ্ধি--- এই দুই প্রকার সংপ্রাপ্ত সিদ্ধি। তন্মধ্যে সাধনসিদ্ধ, যথা তৃতীয়স্কন্ধে---সর্বদেব বাঞ্ছনীয় শ্রীহরির সেবাপ্রভাবে যাঁহারা যমভয়কে দূরীভূত করিয়াছেন কিংবা যম, নিয়ম প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়াকে তুচ্ছ করিয়াছেন, যাঁহারা কারুণ্যাদি গুণবিশিষ্ট এবং পরস্পর শ্রীহরির সুন্দর গুণলীলা প্রভৃতি বর্ণনে যাঁহাদের এরূপ অনুরাগ প্রকাশ হয় যে, তজ্জন্য বিবশতা হয় ও বাষ্পবারি নির্গত হয় এবং দেহও পুলকিত হয়, তাঁহারাই উপরিতন বৈকুণ্ঠে যাইতে সমর্থ।।২৮২-২৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নোঽস্মাকম্ উপরি উচ্চৈর্যচ্চ বৈকুণ্ঠং স্পৃহণীয়শীলা ভক্তা অনিমিষাং দেবানাম্ ঋষভস্য নারায়ণস্যানুবৃত্ত্যা ব্রজন্তি। দূরে যমো যেষাম্। অথবা দূরে যমনিয়মাদয়ো যেষাং তে।।২৮৩।।

যথা বা --

যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতাকবলিতক্লেশোর্ময়ঃ কুর্বতে

দৃক্পাতেঽপি ঘৃণাং কৃতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।

তান্ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিতস্বান্তান্ প্রমোদাশ্রুভি-

র্নির্ধৌতাস্যতটান্মুহুঃ পুলকিনো ধন্যান্নমস্কুর্মহে।।২৮৪।।

অনুবাদ। যথা বা---ভক্তিপ্রভাবে যাঁহাদের ক্লেশরাশি নিরস্ত হইয়াছে, প্রণতিপর মোক্ষাদির প্রতি লক্ষ্য করিতেও যাঁহারা ঘৃণা করেন, প্রেমবিস্তারে যাঁহাদের হৃদয় সুসজ্জিত, আনন্দাশ্রু-প্রবাহে যাঁহাদের মুখমণ্ডল প্রক্ষালিত এবং যাঁহাদের শরীরে বারবার পুলক-কদম্ব হইতেছে, সেই ধন্য মহাজনগণকে প্রণাম করি।।২৮৪।।

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।।২৮৫।।

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিবৃন্দই সাধনদ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধির দৃষ্টান্ত।।২৮৫।।

অথ কৃপাসিদ্ধাঃ, যথা শ্রীদশমে (১০।২৩।৪২।৪৩) --

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।

ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।।

অথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।

ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি।।২৮৭।।

অনুবাদ। অতঃপর কৃপাসিদ্ধ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---(যাজ্ঞিকগণের বাক্য)---কি অদ্ভুত! এই নারীগণের উপনয়নাদি সংস্কার নাই, ব্রহ্মচর্য-পালনের জন্য ইহারা গুরুকুলে

অবস্থানও করে নাই, তপস্যা, আত্ম-অনাত্ম-বিষয়ে বিচার, শৌচ কিংবা সন্ধ্যা-বন্দনাদি শুভকর্মও কিছুই নাই, তবুও যোগেশ্বরেশ্বর উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে এই নারীগণের স্থিরা ভক্তি হইল, আর আমরা সর্বসংস্কারান্বিত হইলেও ভক্তিলেশ বঞ্চিত।।২৮৬-২৮৭।।

যথা বা --

ন কাচিদভবদ্গুরোর্ভজনযন্ত্রণেঽভিজ্ঞতা
ন সাধনবিধৌ চ তে শ্রমলবস্য গন্ধোঽপ্যভূৎ।
গতোঽসি চরিতার্থতাং পরমহংসমৃগ্যশ্রিয়া
মুকুন্দপদপদ্ময়োঃ প্রণয়সীধুনো ধারয়া।।২৮৮।।

অনুবাদ। যথা বা---(শ্রীশুকদেবকে শ্রীনারদ বলিলেন)--তুমি গুরুসেবার বিধান পালনে অভিজ্ঞতা গ্রহণ কর নাই, সাধনমার্গেও তোমার কিছুমাত্রও পরিশ্রম দেখা যায় না, অথচ ভাগবতপরমহংসগণকর্তৃক যে সৌন্দর্য অভীষ্ট, মুকুন্দপদারবিন্দের সেই প্রেমামৃতধারায় তুমি চরিতার্থতাই প্রাপ্ত হইয়াছ।।২৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথা চ তে কেবলয়া ভক্ত্যৈব বৈকুণ্ঠং প্রাপুরিতিভাবঃ। শ্রীশুকদেবমুদ্দিশ্য শ্রীনারদবাক্যম্--পরমহংসৈর্মৃগ্যাঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা, এবং ভূতয়া প্রণয়সীধুনো ধারয়া মুকুন্দ-পাদপদ্ময়োঃ চরিতার্থতাং গতোঽসি।।২৮৮।।

কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ।।২৮৯।।

অনুবাদ। যজ্ঞপত্নীগণ, বলি ও শুকাদি কৃপাসিদ্ধের উদাহরণ।।২৮৯।।

অথ **নিত্যসিদ্ধাঃ** --

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ।।২৯০।।

যথা পাদ্মে, শ্রীভগবৎ সত্যভামাদেবী-সম্বাদে --

অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ।
আগতোঽহং গণাঃ সর্বে জাতাস্তেঽপি ময়া সহ।।
এতে হি যাদবাঃ সর্বে মদ্গুণা এব ভামিনি
সর্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ।।২৯২।।

অনুবাদ। অতঃপর নিত্যসিদ্ধ---যাঁহারা স্বদেহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেমযুক্ত এবং যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্য ও আনন্দস্বরূপ গুণ (দেহও তাদৃশ)---তাঁহাদিগকেই 'নিত্যসিদ্ধ' বলা হয়। যথা পদ্মপুরাণে, শ্রীভগবান্ ও সত্যভামাদেবী-সংবাদে---হে ভামিনি! ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের ও পৃথিবীর প্রার্থনায় আমি আবির্ভূত হইয়াছি এবং আমার পরিকরবৃন্দও আবির্ভূত হইয়াছে।---হে দেবি! এই যাদববৃন্দ সমস্তই আমার গণ, ইহারা

আমার প্রিয় (অথবা আমিই ইহাদের প্রিয়) এবং আমার ন্যায় গুণসম্পন্ন।।২৯০-২৯২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈরোচনির্বলিঃ। আত্মনো দেহাদপি কোটিগুণং পরমং প্রেমাণং গতাঃ প্রাপ্তাঃ; মুকুন্দবৎ যে নিত্যানন্দগুণাস্তে নিত্যসিদ্ধা ইত্যন্বয়ঃ। নিত্যাশ্চ আনন্দস্বরূপাশ্চ যে গুণাস্তদুপলক্ষিতঃ দেহাশ্চ যেষাং তে।।২৯০।।

তথা চ শ্রীদশমে (১০।১৪।৩২) —

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।২৯৩।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে শ্রীদশমস্কন্ধে—অহো! আনন্দময় পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের সনাতন মিত্র, সেই শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণের ও শ্রীনন্দ-যশোমতী প্রভৃতি পূজ্যগণের, এমন কি পশুপক্ষিপর্যন্ত সমুদয় ব্রজবাসিগণেরই কি মহাভাগ্য! কি মহাভাগ্য!।।২৯৩।।

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২৬।১৩) —

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্।।২৯৪।।

অনুবাদ। ঐ শ্রীমদ্ভাগবতেই—হে নন্দ মহারাজ! তোমার এই বালকের প্রতি আমাদের সমস্ত ব্রজবাসিগণের দুষ্পরিহার্য প্রীতি বর্তমান রহিয়াছে; আমাদের প্রতিও তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ দেখা যায়। ইহার হেতু কি? এই বালক কি নিখিল-আত্মস্বরূপ?।।২৯৪।।

সনাতন মিত্রমিতি তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্।
স্নেহোঽস্মাস্বিতি চৈতেষাং নিত্যপ্রেষ্ঠত্বমাগতম্।।২৯৫।।

অনুবাদ। 'সনাতন মিত্র ও সমস্ত ব্রজবাসিগণের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহের হেতু কি?' ইত্যাদি বাক্য হইতে ব্রজবাসিগণের নিত্যপ্রেষ্ঠত্বই জানা যায়।।২৯৫।।

ইত্যতঃ কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদববল্লবাঃ।
এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা লীলা মুররিপোরিব।।২৯৬।।

অনুবাদ। এই হেতুই যাদব ও গোপবৃন্দ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহাদের ভোজন-শয়নাদি লৌকিকবৎ চেষ্টাসমূহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লীলা বলিয়া জ্ঞাতব্য।।২৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মৎপ্রিয়া ইতি অহমেব প্রিয়ো যেষাং তে, ন তথা আত্মাদয় ইত্যর্থঃ। তস্য কৃষ্ণস্যাপি কথমস্মাস্বৌৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকোঽনুরাগো দুস্ত্যজঃ। তেন ভগবতঃ স্বভাস্য নিত্যত্বাৎ স্বভাবসিদ্ধস্য প্রেষ্ঠত্বস্যাপি নিত্যত্বমাগতমিতি ভাবঃ। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যত্র সনাতনং মিত্রমিত্যেব যোজনা জ্ঞেয়া। ব্রহ্ম বিশেষণত্বে সনাতনস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ; পূর্ণত্বেনৈব তৎসিদ্ধেঃ। ইত্যতঃ নিত্যপ্রিয়া যাদবা বল্লবা গোপাঃ।।২৯২-২৯৬।।

তথা হি পাদ্মোত্তরখণ্ডে —

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্ যদৃচ্ছয়া।।২৯৭।।
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরম্।
ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।। ইতি।।২৯৮।।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে, যথা—লক্ষণ, ভরত ও সঙ্কর্ষণাদি যেরূপ ভগবানের সহিত প্রকটিত হন, সেইরূপ যাদব ও গোপগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যধাম হইতে যদৃচ্ছাবশতঃ আবির্ভূত হন, পুনরায় তাঁহারই সহিত পরম শাশ্বত স্বধামে গমন করেন। অতএব বৈষ্ণবগণেরও কর্মনিবন্ধন জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।।২৯৭-২৯৮।।

যে প্রোক্তাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ ক্রমাৎ কংসরিপোর্গুণাঃ।
তে চান্যে চাপি সিদ্ধেষু সিদ্ধিদত্বাদয়ো মতাঃ।।২৯৯।।
ভক্তাস্তু কীর্তিতাঃ শান্তাস্তথা দাস-সুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা।।৩০০।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ক্রমশঃ কথিত ৫৫টি গুণ এবং তথায় অনুক্তসিদ্ধিপ্রদত্ত প্রভৃতি গুণসমূহও এই সিদ্ধভক্তগণে বিরাজমান থাকে। এই ভক্ত শান্ত, দাসসুতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণভেদে পাঁচ প্রকার কথিত হন।।২৯৯-৩০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তেনৈব ভগবতা সহ জায়ন্তে যাদবাদয় ইতি শেষঃ। তে চ ভগবন্নিষ্ঠা গুণাঃ। এবং ভগবন্নিষ্ঠত্বেনানুক্তা অপি অন্যেঽপি অণিমাদিসিদ্ধিপ্রদত্বাদয়ো গুণাশ্চ ভক্তেষু জ্ঞেয়াঃ। তেষাং রসেঽনুপযোগেঽপি ভক্ত্যুৎকর্ষার্থমুক্তম্। ঈশ্বরে তু চমৎকারাভাবান্নোৎকর্ষ ব্যঞ্জকাঃ সিদ্ধিদত্বাদয়ো গুণাঃ। অতস্তন্নিষ্ঠত্বে নোক্তা ইতি ভাবঃ।।২৯৭-২৯৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাবভেদেন তেষামেব ভেদান্তরাণ্যাহ—ভক্তাস্তু ইতি। দাসসুতাদয়ো দাসত্বেনৈব সংগৃহীতাঃ। গুরুবর্গাশ্চ বাৎসল্যেন, প্রসাধনাদীনাং লক্ষণং স্বয়মেব পশ্চাৎ করিষ্যতি।।৩০০।।

অথ **উদ্দীপনাঃ** —

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনম্।।৩০১।।
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশ-শৃঙ্গ-নূপুরকম্ববঃ।
পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ।।৩০২।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভাব উদ্দীপন করিতে সমর্থ, তাহারাই 'উদ্দীপন'-নামে খ্যাত। তাহারা ক্রমশঃ যথা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গুণচেষ্টা, প্রসাধনদ্রব্য, হাস্য, দেহসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, চরণচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, একাদশী প্রভৃতি।।৩০১-৩০২।।

তত্র গুণাঃ —

গুণাস্তু ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ কায়বাঙ্মানসাশ্রয়াঃ।।৩০৩।।

তত্র কায়িকাঃ —

বয়ঃসৌন্দর্যরূপাণি কায়িকা মৃদুতাদয়ঃ।।৩০৪।।

গুণাঃ স্বরূপমেবাস্য কায়িকাদ্যা যদপ্যমী।

ভেদং স্বীকৃত্য বর্ণ্যন্তে তথাপ্যুদ্দীপনা ইতি।।৩০৫।।

অতস্তস্য স্বরূপস্য স্যাদালম্বনতৈব হি।

উদ্দীপনত্বমেব স্যাদ্‌ভূষণাদেস্তু কেবলম্।।৩০৬।।

এষামালম্বনত্বঞ্চ তথোদ্দীপনতাপি চ।।৩০৭।।

তত্র বয়ঃ —

বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরমিতি তত্ত্রিধা।।৩০৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে গুণ--গুণসমূহ কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে তিন প্রকার বলা হয়। তন্মধ্যে কায়িক গুণ--বয়স, সৌন্দর্য, রূপ, মৃদুতা প্রভৃতি কায়িক গুণ। যদিও শ্রীকৃষ্ণের কায়িক গুণরাজি স্বরূপধর্ম হওয়ায় স্বরূপই অর্থাৎ স্বরূপান্তঃপ্রবিষ্ট, তাহা হইলেও উহাদের পার্থক্য স্বীকার করিয়াই এখানে উদ্দীপনরূপে বর্ণন করা হইল। অতএব তাঁহার শ্রীবিগ্রহের আলম্বনতাই এবং ভূষণাদির কেবল উদ্দীপনতাই সাধিত হইল। কায়িকাদি গুণত্রয়ের আলম্বনত্ব (শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, সুন্দর প্রভৃতি ভাবনায়) ও উদ্দীপনতা (শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর, সৌন্দর্য প্রভৃতির ভাবনায়) নির্ধারিত হইল।।৩০৩-৩০৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বয়স---কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর-ভেদে বয়স তিন প্রকার।।৩০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গুণাঃ স্বরূপমেবেতি--স্বরূপধর্মত্বাৎ স্বরূপান্তঃপ্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। ভেদং স্বরূপাদত্যন্তপৃথক্‌ত্বং স্বীকৃত্য উপচর্য্য ইত্যর্থঃ। যদা কৃষ্ণঃ সুরম্যাঙ্গ ইতি বিভাব্যতে, তদা আলম্বনকোটৌ প্রবেশঃ, যদা তু কৃষ্ণস্য সুরম্যাঙ্গত্বমিতি ভাব্যতে তদোদ্দীপনকোটৌ প্রবেশ ইতি ভাবঃ।।৩০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভূষণাদেঃ কেবলমুদ্দীপনত্বমেব।।৩০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এষাং গুণানাং ত্বালম্বনত্বং তথৈবোদ্দীপনত্বমপি জ্ঞেয়ম্।।৩০৭।।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।

আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্।।৩০৯।।

অনুবাদ। পাঁচ বৎসর যাবৎ কৌমার, দশ বৎসর যাবৎ পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর, তাহার পরে যৌবনের অধিকার।।৩০৯।।

তথ্য। কৌমারাদি এস্থলে উদাহরণ-জন্যই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু বয়সের বৈশিষ্ট্যই জানিতে হইবে।।৩০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৌমীরমিত্যাদিকং দৃষ্টান্তমাত্রং, শ্রীকৃষ্ণে তু বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। যথা শ্রীদশমে (১০।৮।২৬) 'কালেনাল্পেন রাজর্ষে! রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্ট জানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসে'-ত্যাদি।।৩০৯।।

ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে।
পৌগণ্ডং প্রেয়সি তত্তৎখেলাদিযোগতঃ।।৩১০।।
শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।
প্রায়ঃ সর্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ।।৩১১।।
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ।।৩১২।।

অনুবাদ। বৎসলরসে কৌমার-কালকে, সখ্যরসে পৌগণ্ড কালকে ও উজ্জ্বলরসে কৈশোর-কালকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই কৈশোরকালে সর্বরসেরই যথেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় বলিয়া ইহারই ক্রমশঃ উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। আদ্য, মধ্য ও শেষ—এই তিন প্রকার কৈশোর।।৩১০-৩১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পৌগণ্ডং প্রেয়সি সখ্যরসে তত্তৎখেলাদিযোগাৎ শ্রেষ্ঠম্। তথোজ্জ্বলরস এব কৈশোরস্য অদঃ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রায়ো বাহুল্যেন সর্বেষাং রসানামৌচিত্যাদত্র কৈশোর এব ক্রমাদুদাহ্রিয়তে।।৩১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিষ্যতে নিত্যমেকরূপতয়া তিষ্ঠতীতি শেষং পরম-পূর্ণাবস্থামিত্যর্থঃ। তদেবং নিরুক্তিবলাদ্ বক্ষ্যমাণ-চরমশব্দেনাপি তাদৃশাবস্থত্বং বাচনীয়ম্। চরতি স্বাবির্ভাবকালোত্তরং সর্বকালং সঞ্চরতি, ন তু কৌমারাদিবদ্ ব্যভিচরতি মা লক্ষ্মীর্যস্মিন্নিতি।।৩১২।।

তত্র আদ্যম্ –

বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি।।৩১৩।।

তথা –

হরতি শিতিমা কোঽপ্যঙ্গানাং মহেন্দ্রমণিশ্রিয়ং
প্রবিশতি দৃশোরন্তে কান্তির্মনাগিব লোহিনী।
সখি তনুরুহাং রাজিঃ সূক্ষ্মা দরাস্য বিরোহতে
স্ফুরতি সুষমা নব্যেদানীং তনৌ বনমালিনঃ।।৩১৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আদ্য কৈশোর---প্রথম কৈশোরে বর্ণের অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ এবং রোমরাজির প্রাকট্য হয়। তদ্বিষয়ে (কুন্দলতার বাক্য)—সখি! সম্প্রতি বনমালীর শরীরে আশ্চর্য সুষমা স্ফুর্তি পাইতেছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্যামলতা ইন্দ্রনীলমণির সৌন্দর্য হরণ করিতেছে, নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগে ঈষৎ লোহিতবর্ণ কান্তি দেখা যাইতেছে, এবং অল্প অল্প সূক্ষ্ম রোমাবলি উদ্গত হইতেছে।।৩১৩-৩১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিতিমা শ্যামতাতিশয়ঃ। তালব্যাদিরয়ং, 'শিতী ধবলমেচকৌ' ইত্যমরঃ; লোহিনী রক্তিমা। তদিদং তস্যাগ্রজভ্রাতৃজায়া-বচনম্।।৩১৪।।

বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদি-নটপ্রবরবেশতা।
বংশীমধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ।।৩১৫।।

অনুবাদ। প্রথম কৈশোরে বৈজয়ন্তী ও ময়ূরপুচ্ছাদি রচিত নটবর বেশ, বংশীমাধুর্য, বস্ত্রশোভা ও সুন্দর পরিচ্ছদাদি প্রকটিত হইয়া থাকে।।৩১৫।।

যথা শ্রীদশমে (১০।২১।৫) --

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্তিঃ।।৩১৬।।

অনুবাদ। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---মস্তকে ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া, কর্ণযুগলে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে সুবর্ণসদৃশ পাংশুটে বর্ণের বস্ত্র, গলে পঞ্চবর্ণ-কুসুম-রচিত মালা ধারণ করিয়া নটবরবেশে বেণুর ছিদ্রগুলিকে অধর-সুধায় পূর্ণ করিতে করিতে গোপীগণকর্তৃক গীত-নিজকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজচরণচিহ্ন লাঞ্ছিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।।৩১৬।।

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা ভ্রুবোঃ।
রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতম্।।৩১৭।।

অনুবাদ। এই কৈশোরে একমাত্র তীক্ষ্ণতা, ভ্রূযুগলে ধনুর ন্যায় দোলায়মানতা, দন্তসমূহে লোহিতবর্ণচূর্ণ (আবির প্রভৃতি) দ্বারা রঞ্জনাদি চেষ্টাসমূহ প্রকটিত হয়।।৩১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাসচূর্ণৈঃ করণৈঃ রদানাং দন্তানাং রঞ্জনম্। ধনুষী ইবান্দোলিন্যৌ তয়োর্ভাবঃ ধনুরান্দোলিতা।।৩১৭।।

যথা --

নবং ধনুরিবাতনোর্নটদঘদ্বিষোর্ভ্রূযুগং
শবরালিরিব শাণিতা নখররাজিরগ্রেখরা।
বিরাজতি শরীরিণী রুচিরদন্তলেখারুণা
ন কা সখি সমীক্ষণাদ্যুবতিরস্য বিত্রস্যতি।।৩১৮।।

অনুবাদ। যথা---হে সখি! এই শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূদ্বয় কন্দর্পের নব ধনুর ন্যায় নাচিতেছে, নখসমূহের অগ্রভাগ শাণিত শরশ্রেণীর ন্যায় প্রচণ্ড, অরুণবর্ণ দন্তশ্রেণী যেন মূর্তিমৎ-ক্রোধ-রূপে প্রকাশ পাইতেছে; অতএব ইঁহাকে দেখিয়া কোন্ যুবতী না বিত্রস্তা হয়?।।৩১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণস্য সমীক্ষণাৎ কা যুবতী ন বিত্রস্যতি। অস্য অঘদ্বিষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অতনোঃ কন্দর্পস্য নবং ধনুরিব ভ্রূযুগম্। এবং শাণিতা শরশ্রেণীব নখরশ্রেণী অগ্রদেশে খরা তীক্ষ্ণা। শরীরিণী মূর্তিমতী রুট্ ক্রোধ ইবারুণা দন্তশ্রেণী বিরাজতি।।৩১৮।।

তন্মোহনতা, যথা —

কর্তুং মুগ্ধাঃ স্বয়মচটুলা ন ক্ষমন্তেঽভিযোগাং
ন ব্যাদাতুং ক্বচিদপি জনে বক্ত্রমপ্যুৎসহন্তে।
দৃষ্ট্বা তাস্তে নবমধুরিম-স্মেরতাং মাধবার্তাঃ
স্বপ্রাণেভ্যস্ত্রয়মুদসৃজন্নদ্য তোয়াঞ্জলীনাম্।।৩১৯।।

অনুবাদ। প্রথম কৈশোরের মোহনতা, যথা--(বৃন্দার বাক্য) হে মাধব! গোপীগণ তোমার নবমাধুর্য প্রকাশ দেখিয়া স্বাভিলাষ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, কেননা তাঁহারা মোহিতা ও অচঞ্চলা, এইহেতু কাহারও সকাশে মুখব্যাদন করিতেও পারিতেছেন না। এক্ষণে তাঁহারা আর্তা হইয়া নিজ-প্রাণধারণেও তিল জলাঞ্জলি দিয়াছেন।।৩১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃন্দায়া বচনং স্বয়মভিযোগং ভাবাভিব্যক্তিং কর্তুং ন ক্ষমন্তে বতো মুগ্ধাঃ। তত্রাপি অচটুলাঃ। এবং ক্বচিদপি জনে মুখং ব্যাদাতুমপি নোৎ সহন্তে। তস্মাৎ হে মাধব! তা আর্তাস্তব নবমধুরিমা স্মেরতাং দৃষ্ট্বা স্বপ্রাণেভ্য স্তোয়াঞ্জলীনাং ত্রয়মুদসৃজন্ দদুরিত্যর্থঃ।।৩১৯।।

অথ মধ্যমম্ —

ঊরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।
মূর্তের্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে।।৩২০।।

যথা —

স্পৃহয়তি করিশুণ্ডাদণ্ডনায়োরুযুগ্মং গরুড়মণিকবাটীসখ্যমিচ্ছত্যুরশ্চ।
ভুজযুগমপি ধিৎসত্যর্গলাবর্গ নিন্দামভিনবতরুণিম্নঃ প্রক্রমে কেশবস্য।।৩২১।।

অনুবাদ। অতঃপর মধ্যকৈশোর--এই কৈশোরে ঊরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষের অনির্বাচ্য শোভা এবং মূর্তির মাধুর্যাদি প্রকটিত হয়। যথা--শ্রীকৃষ্ণের অভিনব-তারুণ্য প্রকাশ পাওয়ায় ঊরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডকে দণ্ডদানে ইচ্ছুক হইয়াছে, বক্ষঃস্থল গরুড়মণিরচিত কবাটের সহিত সখ্যস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে এবং বাহুদ্বয়ও অর্গলাবর্গকে নিন্দা করিতেছে।।৩২০ -৩২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেশবস্য অভিনবতরুণিম্নঃ প্রক্রমে সতি ঊরুদ্বয়ং করিশুণ্ডায়া দণ্ডনায় স্পৃহয়তি। শুণ্ডেত্যাকারান্তোঽপি বর্ততে। গরুড়মণিরিন্দ্রনীলমণিঃ।।৩২১।।

মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।
ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী।।৩২২।।

যথা —

অনঙ্গনয়চাতুরীপরিচয়োত্তরঙ্গে দৃশৌ
মুখাম্বুজমুদঞ্চিতস্মিত-বিলাস-রম্যাধরম্।
অচঞ্চলকুলাঙ্গনাব্রতবিড়ম্বিসঙ্গীতকং
হরেস্তরুণিমাঙ্কুরে স্ফুরতি মাধুরী কাপ্যভূৎ।।৩২৩।।

অনুবাদ। মৃদু-হাস্যবিলাসী বদন, শোভান্বিত ও চঞ্চলায়িত নয়ন, ত্রিজগন্মোহন গীত প্রভৃতিই এই কৈশোরের মাধুরী। যথা—অহো! শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যপ্রকাশে কি মাধুরীই প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহার লোচনদ্বয়—অনঙ্গবিদ্যার চাতুরীপরিচয় দিতে অতিশয় চঞ্চল, মুখকমল—মৃদুমধুর হাস্যবিলাসে সুন্দর-অধরপল্লব-সংস্পৃষ্ট হইয়াছে এবং সঙ্গীতমাত্রেই ধীরস্বভাবা কুলকামিনীদের পাতিব্রত্যও বিড়ম্বিত হইতেছে।।৩২২-৩২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনঙ্গময়চাতুরী-পরিচয়েন উত্তরঙ্গে উদ্‌গত-কৌতুকে দৃশৌ ভবতঃ।।৩২৩।।

বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ।
আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদিসৌষ্ঠবম্।।৩২৪।।

যথা —

ব্যক্তালক্তপদৈঃ ক্বচিৎ পরিলুঠৎপিঞ্ছাবতংসৈঃ ক্বচি-
ত্তল্পৈর্বিচ্যুতকাঞ্চিভিঃ ক্বচিদসৌ ব্যাকীর্ণকুঞ্জোৎকরা।
প্রোদ্যন্মণ্ডলবন্ধতাণ্ডবঘটালক্ষ্মোল্লসৎসৈকতা
গোবিন্দস্য বিলাসবৃন্দমধিকং বৃন্দাটবী শংসতি।।৩২৫।।

অনুবাদ। বৈদগ্ধিসারবিস্তার, কুঞ্জকেলিমহোৎসব ও রাসলীলাদির আরম্ভ—এই সমস্ত এই বয়সের চেষ্টাসৌষ্ঠব। যথা—বৃন্দাবনের কোন কোন কুঞ্জসমূহ অলক্তকচিহ্ন-ব্যাপ্ত, কোথাও ময়ূরপুচ্ছরচিতচূড়ার পরিলুণ্ঠন, কোথাও বা কাঞ্চিমালাশোভিত শয্যা, আবার যামুন সৈকতদেশে মণ্ডলবদ্ধভাবে রচিত তাণ্ডবনৃত্যের সুন্দর চিহ্নসমূহ—এই সমস্ত ভূষণে সুমণ্ডিতা বৃন্দাটবী গোবিন্দের নানাবিধ বিলাসেরই সূচনা করিতেছে।।৩২৪-৩২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃন্দাটবী গোবিন্দস্য অধিকং বিলাসবৃন্দং শংসতি কথয়তি। অসৌ বৃন্দাটবী ক্বচিৎ স্থলে গোপীনাং ব্যক্তালক্তপদৈর্ব্যাকীর্ণো ব্যাপ্তঃ কুঞ্জসমূহো যত্র তথাভূতা। এবং ক্বচিৎ স্থলে বিচ্যুত-কাঞ্চিভিস্তল্পৈর্ব্যাকীর্ণকুঞ্জোৎকরা।।৩২৫।।

তন্মোহনতা, যথা —

বিদূরান্মারাগ্নিং হৃদয়-রবিকান্তে প্রকটয়-
ন্নুদস্যন্ ধর্ম্মেন্দুং বিদধদভিতো রাগপটলম্।

কথং হা নস্ত্রাণং সখি মুকুলয়ন্ বোধকুমুদং
তরস্বী কৃষ্ণাব্ভ্রে মধুরিমভরার্কোঽভ্যুদয়তে।।৩২৬।।

অনুবাদ। সেই মধ্য কৈশোরের মোহনতা, যথা—হে সখি! বহুদূর হইতে আমাদের হৃদয়রূপ সূর্যকান্তমণিতে কামানল প্রকটন করিয়া ধর্মরূপ চন্দ্রকে উৎক্ষেপণপূর্বক চারিদিকে রাগরাশি (হৃদয়ে কামানলকৃত তৃষ্ণাতিশয় ও সূর্যপক্ষে কিরণরাশি) বিকিরণ এবং বোধরূপ কুমুদকে মুদ্রিত করিতে করিতে এই কৃষ্ণরূপী গগনে মাধুর্য়াতিরেকরূপ বেগশালী সূর্য উদিত হইতেছে। হায়! তাহা হইলে আমাদের ত্রাণ কি প্রকারে হইবে?।।৩২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণার্ভে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-মেঘে মধুরিমভররূপঃ সূর্যঃ তরস্বী বেগবানভ্যুদয়তে। কিং কুর্বন্ হৃদয়রূপ সূর্যকান্তশিলায়াং কন্দর্পাগ্নিং প্রকটয়ন্। এবং ধর্মরূপচন্দ্রম্ উদস্যন্ উৎক্ষিপন্, এবমভিতো রাগপটলং বিদধৎ। রাগোঽত্র মারাগ্নিকৃত-তৃষ্ণাতিশয়। এবমস্মাকং বোধরূপকুমুদং মুকুলয়ন্ মদ্রিতং কুর্বণ্; তস্মাৎ হা নোঽস্মাকং ত্রাণং কিং ভবিতা।।৩২৬।।

অথ **শেষম্** –

পূর্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি।।৩২৭।।

যথা –

মরকতগিরের্গণ্ডগ্রাব-প্রভাহর-বক্ষসং
শতমখমণি-স্তম্ভারম্ভ-প্রমাথি-ভুজদ্বয়ম্।
তনু-তরণিজা-বীচিচ্ছায়া-বিড়ম্বি-বলিত্রয়ং
মদনকদলী-সাধিষ্ঠোরুং স্মরাম্যসুরান্তকম্।।৩২৮।।

অনুবাদ। অতঃপর শেষ কৈশোর--চরম কৈশোরের সমাগমে অঙ্গগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিবলি প্রভৃতির অভিব্যক্তি দেখা যায়। যথা--যাঁহার বক্ষঃস্থল মরকত পর্বত হইতে চ্যুত প্রস্তরখণ্ডের দ্যুতি হরণ করে, বাহুদ্বয় ইন্দ্রনীলমণিময় স্তম্ভের গর্ব নাশ করে, বলিত্রয় যমুনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তরঙ্গপ্রভার নিন্দা করে ও ঊরুদেশ মদনকদলী অপেক্ষাও অতিশয় সুন্দর, সেই অসুরনাশন শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি।।৩২৭-৩২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অঙ্গানি পূর্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বিভ্রতি। শতমখমণিরিন্দ্রনীলমণিঃ তনুঃ সূক্ষ্মা যা তরণিজায়া যমুনায়া বীচিস্তরঙ্গস্তস্য ছায়া কান্তিস্তদ্বিড়ম্বি-বলিত্রয়ং যস্য। মদন-কদলীতোঽপি সাধিষ্ঠং পরমাতি শয়িতমূরুস্থলং যস্য।।৩২৮।।

তন্মাধুর্যং, যথা –

দশার্ধশরমাধুরী-দমন-দক্ষয়াঙ্গশ্রিয়া
বিধূনিতবধূধৃতিং বরকলা-বিলাসাস্পদম্।
দৃগঞ্চলচমৎকৃতি-ক্ষপিত-খঞ্জরীট-দ্যুতিং
স্ফুরত্তরুণিমোদ্গমং তরুণি পশ্য পীতাম্বরম্।।৩২৯।।

অনুবাদ। এই বয়সের মাধুর্য, যথা—হে তরুণি! যিনি কন্দর্পের মাধুরী-দমনদক্ষ দেহসৌন্দর্যে বধূগণের ধৈর্য নাশ করিতেছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কলাবিলাসভাজন, যাঁহার নেত্রপ্রান্তের চমৎকৃতিদ্বারা খঞ্জনপক্ষীরও নৃত্য-গর্ব নষ্ট হইতেছে, সেই দিব্য তারুণ্যোদ্ভূত পীতাম্বরকে দেখ।।৩২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দশার্ধশরঃ পঞ্চবাণঃ কন্দর্প ইত্যর্থঃ।।৩২৯।।

ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে।।৩৩০।।
অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্বস্বশালিতা।
অভূতপূর্বকন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয়ঃ।।৩৩১।।

যথা --

কান্তাভিঃ কলহায়তে ক্বচিদয়ং কন্দর্পলেখান্ ক্বচিৎ
কীরৈরর্পয়তি ক্বচিদ্বিতনুতে ক্রীড়াভিসারোদ্যমম্।
সক্যা ভেদয়তি ক্বচিৎ স্মরকলাষাড়্গুণ্যবানীহতে
সন্ধিং ক্বাপ্যনুশাস্তি কুঞ্জনৃপতিঃ শৃঙ্গাররাজ্যোত্তমম্।।৩৩২।।

অনুবাদ। বুধগণ এই বয়সকেই শ্রীহরির নবযৌবন বলেন। এই নবযৌবনে গোপীগণের ভাববিষয়ক-সর্বার্থ-সাধনে প্রশংসাবত্তা ও কন্দর্পশাস্ত্রানুযায়ী অভূতপূর্ব লীলোৎসবাদির প্রকাশ হয়। যথা—কুঞ্জনৃপতি শ্রীকৃষ্ণ নীতিশাস্ত্রবর্ণিত ষড়্গুণ (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় এবং দ্বৈধী ভাব) আবিষ্কার করিয়া শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গাররাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি কখনও কান্তাদের সহিত কলহ (বিগ্রহ) করিতেছেন, কোনও সময়ে শুকপক্ষিদ্বারা কন্দর্পলেখা পাঠাইতেছেন (দ্বৈধ), কোনও কালে ক্রীড়াভিসারে উদ্যম করেন (যান), কখনও সখীদ্বারা আশ্রয়ভেদ করাইতেছেন, আবার কোনও সময়ে সন্ধি করিতেছেন। (কুঞ্জনৃপতি-পদে আসন বুঝায়)।।৩৩০-৩৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র শেষকৈশোরে ভাবস্য যত্র সর্বস্বং সর্বোঽপ্যর্থস্তেন শালিতা তদ্বত্তা। অভূতপূর্বেতি—চেষ্টিতমুদিষ্টম্। তত্র চ সতি যথা কান্তাভিরিত্যাদি—চেষ্টিতমুদাহরতি—ক্বচিৎ শৃঙ্গাররাজ্যোত্তমানুশাসনে স্মরকলা ষাড়্গুণ্যবান্ কুঞ্জনৃপতিঃ কৃষ্ণঃ শৃঙ্গার-রাজ্যোত্তমং শাস্তি পালয়তীত্যর্থঃ। অত্র নীতিশাস্ত্রানুসারো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তং সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ—ষড়্গুণা ইতি। অত্র কান্তাভিরিতি বিগ্রহঃ। প্রিয়স্থানে কীরৈঃ কীরদ্বারা কন্দর্পলেখানর্পয়তীতি দ্বৈধম্।

ক্রীড়েতি যানম্। সখ্যা সখীদ্বারা ভেদয়তীতি আশ্রয়ঃ। সন্ধিমিতি সন্ধিঃ। কুঞ্জনৃপতিরিত্যাসনমিতি ষট্ কং ব্যক্তম্।।৩৩০-৩৩২।।

তন্মোহনতা, যথা –

কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া
পত্যুর্বঞ্চনাচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি।
বাধির্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্
কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণাগৌরীগণঃ পাঠ্যতে।।৩৩৩।।

অনুবাদ। সেই নবযৌবনের মোহনতা, যথা—হে কৃষ্ণ! আজ তোমার কৈশোর গুরুরূপে গৌরীবৃন্দকে (গোপীগণকে) পাঠাভ্যাস করাইতেছে। তাহা সখীজনমধ্যে কর্ণাকর্ণি যুদ্ধ, নির্জনে দূতীবৃন্দকে স্তব করিবার নীতি, রাত্রিতে কুঞ্জাভিসার-বিষয়ে পতিবঞ্চনার চতুরতাভ্যাস, গুরুজনবচনে বধিরতা এবং বেণুধ্বনিতে উৎকর্ণতা প্রভৃতি ব্রতই শিক্ষা দিতেছে।।৩৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কর্ণাকর্ণীতি কৃষ্ণং প্রতি দূতীবাক্যম্—হে কৃষ্ণ! তে তব কৈশোরেণ গুরুণা সখীজনেন সহ কর্ণাকর্ণীত্যাদিব্রতান্ গৌরীগণঃ পাঠতে। পরস্পরং কর্ণেন কর্ণেন যুদ্ধমিব প্রবৃত্তমিতি কর্ণাকর্ণি। কুঞ্জপ্রয়াণে পত্যুঃ বঞ্চন-চাতুর্যং গুণনিকা অভ্যাসঃ।।৩৩৩।।

নেতুঃ স্বরূপমেবোক্তং কৈশোরমিহ যদ্যপি।
নানাকৃতিপ্রকটনাত্তথাপ্যুদ্দীপনং মতম্।।৩৩৪।।

অনুবাদ। যদিও কৈশোর বয়সকে নায়কের স্বরূপই কথিত হইয়াছে, তবুও অবসরক্রমে কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরের উদ্ভব হয় এবং কৃষ্ণাখ্য ধর্মীও সমস্ত অবস্থাতেই তত্তৎস্থলে বর্তমান থাকে বলিয়া কৈশোরও উদ্দীপন-বিভাব-নামে অভিহিত।।৩৩৪।।

তথ্য। আলম্বন সততই অনুগত থাকে, আর উদ্দীপন কদাচিৎ—ইহাই পার্থক্য।।৩৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বং গুণাঃ স্বরূপমিত্যাদিনা যং ভেদমঙ্গীকৃত্য গুণানামুদ্দীপনত্ব দর্শিতম্, তমেব কৈশোরমুপলক্ষ্য স্থাপয়ংস্তেষাং স্বত উদ্দীপনত্বমেবেতি দ্রঢ়য়তি। নেতুরিতি—স্বরূপধর্মত্বাদ্ যদ্যপি নেতুর্নায়কস্য স্বরূপমেব কৈশোরং, তথাপি নানাকৃতীনাং কৌমার পৌগণ্ড-কৈশোরাণাং যথাবসর-প্রকটনাৎ কৃষ্ণাখ্যধর্মিণস্তত্র তত্রানুগতত্বাৎ কৈশোরমপ্যুদ্দীপনমেবেত্যর্থঃ। আলম্বনস্তু সর্বদা অনুগত এব, উদ্দীপনাস্তু কাদাচিৎকা ইতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ।।৩৩৪।।

বাল্যেঽপি নবতারুণ্যপ্রাকট্যং শ্রূয়তে ক্বচিৎ।
তন্নাতিরসবাহিত্বান্ন রসজ্ঞৈরুদাহৃতম্।।৩৩৫।।

অনুবাদ। ভবিষ্যপুরাণাদিতেও কোন কোন স্থানে যে বাল্যেও শ্রীকৃষ্ণের নবতারুণ্য-উদ্ভবের কথা শুনা যায়, উহা নাতিরসবাহি বলিয়া রসিকগণকর্তৃক উদাহৃত হয় নাই।

তাৎপর্য। ক্রমপ্রাপ্ত যৌবনকালই অতিরসবাহি, কিন্তু বাল্যকালে যৌবনপ্রকাশ অতিরসময় হয় না।।৩৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রূয়তে ইতি—বালেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ তরুণং রূপমাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ বাধয়েত্যাদি ব্রতরত্নাকর-ধৃত-ভবিষ্যপুরাণাদৌ তন্নাতিরসবাহিত্বাদিতি ক্রমযোগেনৈব রসাঃ সম্পদ্যন্তে, নেতরথেতি ভাবঃ।।৩৩৫।।

অথ **সৌন্দর্যম্**

ভবেৎ সৌন্দর্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্।।৩৩৬।।

যথা —

মুখং তে দীর্ঘাক্ষং মরকত-তটীপীবরমুরো
ভুজদ্বন্দ্বং স্তম্ভদ্যুতিসুবলিতং পার্শ্বযুগলম্।
পরিক্ষীণো মধ্যঃ প্রথিমলহরীহারি জঘনং
ন কস্যাঃ কংসারে হরতি হৃদয়ং পঙ্কজদৃশঃ।।৩৩৭।।

অনুবাদ। অতঃপর সৌন্দর্য—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশকে 'সৌন্দর্য' বলা হয়। যথা—হে কৃষ্ণ! তোমার দীর্ঘনয়নবিশিষ্ট মুখ, মরকতমণিময় কবাট হইতেও স্থূল বক্ষ, স্তম্ভসদৃশ বাহুদ্বয়, মনোহর-ভঙ্গিযুক্ত পার্শ্বযুগল, অতিক্ষীণ মধ্যস্থল, এবং ক্রমবর্ধি-মাধুর্য-প্রকাশক জঘনস্থল কোন্ পদ্মলোচনা নারীর হৃদয় হরণ না করে।।৩৩৬-৩৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র সৌন্দর্যং সুরম্যাঙ্গত্ব পর্যায়ম্।।৩৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মকর-মণিময়-ক্ষুদ্রতটবৎ পীবর মুরঃস্থলং, ভুজদ্বন্দ্বং স্তম্ভদ্যুতি-লহর্যত্রোত্তারোত্তরমাধুর্যবির্ভাবঃ। তথা চ বিস্তৃতলহর্ষা মনোহারি জঘনং, পুরুষকট্যগ্রভাগেঽপি জঘন-শব্দঃ। মহীতলং তজ্জঘনমিতি দ্বিতীয় স্কন্ধে (২।১।২৭) বিরাড়্-বর্ণনাৎ।।৩৩৭।।

অথ **রূপম্ –**

বিভূষণং বিভূষ্যং স্যাদ্‌যেন তদ্‌রূপমুচ্যতে।।৩৩৮।।

যথা —

কৃষ্ণস্য মণ্ডনততির্মণিকুণ্ডলাদ্যা নীতাঙ্গসঙ্গতিমলঙ্কৃতয়ে বরাঙ্গি।
শক্তা বভূব ন মনাগপি তদ্বিধানে সা প্রত্যুত স্বয়মনল্পমলঙ্কৃতাসীৎ।।৩৩৯।।

অনুবাদ। অতঃপর রূপ—যে সৌন্দর্য ও কান্তি ইত্যাদির সমবায়হেতু অলঙ্কারসমূহও পরম শোভিত হয়, তাহাকে 'রূপ' বলা হয়। যথা—হে বরাঙ্গি! মণিকুণ্ডলাদি অলঙ্কারসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভার জন্য আনীত হইলেও কিছুমাত্র সেই শোভা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত অলঙ্কারসমূহই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্বারা যথেষ্ট শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল।।৩৩৮-৩৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যেনেতি—তত্তৎপোষণযোগ্যেন তাদৃশসৌন্দর্যকান্ত্যোঃ সমবায়-বিশেষেণে-

ত্যর্থঃ।।৩৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মণিকুণ্ডলাদ্যা মণ্ডনততিঃ। অলঙ্কৃতয়ে শোভার্থং কৃষ্ণস্যাঙ্গনীতা সা মণ্ডনততির্যৎ কিঞ্চিদপি শোভা-বিধানে শক্তা ন বভূব।।৩৩৯।।

অথ **মৃদুতা** –

মৃদুতা কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে।।৩৪০।।

যথা –

অহহ নবাম্বুদকান্তে-রমুষ্য সুকুমারতা কুমারস্য।
অপি নবপল্লবসঙ্গাদঙ্গান্যপরজ্য শীর্যন্তি।।৩৪১।।

অনুবাদ। অতঃপর মৃদুতা—কোমল বস্তুরও সংস্পর্শ অসহনীয় হইলে তাহাকে 'মৃদুতা' বলে। যথা—অহহ! নবীনমেঘকান্তি এই কুমারের কি সুকুমারতা! অধিক আর কি, নবপল্লবের সংস্পর্শহেতুও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিবর্ণ হইয়া বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।।৩৪০-৩৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপরজ্য বিবর্ণীভূয় শীর্যন্তি।।৩৪১।।

যে নায়কপ্রকরণে বাচিকা মানসাস্তথা।
গুণাঃ প্রোক্তাস্ত এবাত্র জ্ঞেয়া উদ্দীপনা বুধৈঃ।।৩৪২।।

অনুবাদ। নায়কপ্রকরণে যে সমস্ত বাচিক ও মানসিক গুণ বলা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এস্থলে উহাদিগকে উদ্দীপনরূপে জানিবেন।।৩৪২।।

অথ **চেষ্টাঃ** –

চেষ্টা রাসাদিলীলাঃ স্যুস্তথা দুষ্টবধাদয়ঃ।।৩৪৩।।

তত্র **রাসো** যথা –

নৃত্যদ্‌গোপনিতম্বিনীকৃতপরীরম্ভস্য রম্ভাদিভি-
র্গীর্বাণীভিরনঙ্গরঙ্গবিবশং সংদৃশ্যমানশ্রিয়ঃ।
ক্রীড়াতাণ্ডব-পণ্ডিতস্য পরিতঃ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ তে
রাসারম্ভরসার্থিনো মধুরিমা চেতাংসি নঃ কর্ষতি।।৩৪৪।।

অনুবাদ। চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা ও দুষ্টবধাদিকে 'চেষ্টা' বলা হয়। তন্মধ্যে রাস, যথা—(শ্রীব্রজদেবীগণকর্তৃক মথুরায় প্রেরিতা পত্রী)—হে শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ! যখন তুমি নৃত্যরত গোপবধূগণের আলিঙ্গন করিয়াছিলে, সেইকালে রম্ভাদি দেবীগণও অনঙ্গ রঙ্গে ব্যাকুল হইয়া তোমার শোভা সম্যক প্রকারে দেখিতেছিলেন। অহো! ক্রীড়াতাণ্ডবনিপুণ, রাসরহস্যার্থী তোমার সেই মধুরিমা আমাদিগের চিত্তকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করিতেছে।।৩৪৩-৩৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীব্রজদেবীভির্মথুরায়াং প্রেরিতা পত্রীয়ং—হে শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ! রাসারম্ভ-রসার্থিনস্তব মধুরিমা চেতাংসি কর্ষতি। কথম্ভূতস্য রম্ভাদিভির্দেবস্ত্রীভিরনঙ্গ-রঙ্গবিবশং যথাস্যাত্তথা সংদৃশ্যমানা শ্রীর্যস্য।।৩৪৪।।

দুষ্টবধো যথা ললিতমাধবে —

শম্ভুর্বৃষং নয়তি মন্দরকন্দরান্ত-
র্ম্লানঃ সলীলমপি যত্র শিরো ধুনানে।
আঃ কৌতুকং কলয় কেলি-লবাদরিষ্টং
তং দুষ্টপুঙ্গবমসৌ হরিরুন্মমাথ।।৩৪৫।।

অনুবাদ। দুষ্টবধ, যথা ললিতমাধবে—অহো! কি অদ্ভুত ব্যাপার! দেখ, যে অরিষ্টাসুর লীলাচ্ছলে মস্তক কম্পন করিলেও শিব পর্যন্ত ম্লান হইয়া বৃষকে মন্দরপর্বতের গহ্বরে স্থাপন করেন, সেই দুষ্ট অরিষ্টকে শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমেই বধ করিয়াছেন।।৩৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যত্রারিষ্টাসুরে, শিরো ধুনানে সতি শম্ভুর্ম্লানঃ সন্ মন্দরকন্দরামধ্যে বৃষং নয়তি। 'আ' ইতি কোপে। কোপশ্চায়মন্যচিত্তং শ্রোতারং প্রত্যেব। আস্তু স্যাৎ কোপপীড়য়োরিত্যমরঃ।।৩৪৫।।

অথ **প্রসাধনম্** —

কথিতং বসনাকল্পমণ্ডনাদ্যং প্রসাধনম্।।৩৪৬।।

তত্র **বসনম্** —

নবার্ক-রশ্মি-কাশ্মীর-হরিতালাদি সন্নিভম্।
যুগং চতুষ্কং ভূয়িষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ।।৩৪৭।।

তত্র **যুগম্** —

পরিধানং সসংব্যানং যুগরূপমুদীরিতম্।।৩৪৮।।

যথা, স্তবমালায়াং মুকুন্দাষ্টকে —

কনকনিবহশোভানিন্দি পীতং নিতম্বে তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থঃ দধানঃ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্তিং মুকুন্দঃ।।৩৪৯।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রসাধন—বসন, সজ্জা ও ভূষণাদিকে 'প্রসাধন' বলা হয়; তন্মধ্যে বসন—অরুণ, কুঙ্কুম ও হরিতালাদি বর্ণযুক্ত সময়ানুরূপ যুগ, চতুষ্ক ও ভূয়িষ্ঠভেদে বসনও তিন প্রকার। উত্তরীয়সহ পরিধানকে 'যুগ' বলা হয়। যথা স্তবমালায় মুকুন্দাষ্টকে—নিতম্বদেশে সুবর্ণরাশির সৌন্দর্যবিনিন্দি পীতবসন এবং তদুপরি নব লোহিতবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিয়া যিনি প্রিয়তমার প্রিয় গৌরবর্ণ ও প্রিয়তমাবিষয়ক-অনুরাগ-বিশিষ্ট রাগ বহন করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নয়নাভীষ্ট পূরণ করুন।।৩৪৬-৩৪৯।।

চতুষ্কম্ —

চতুষ্কং কঞ্চুকোষ্ণীষতুন্দবন্ধান্তরীয়কম্।।৩৫০।।

যথা --

স্মেরাস্যঃ পরিহিতপাটলাম্বরশ্রীশ্ছন্নাঙ্গঃ পুরটরুচোরু-কঞ্চুকেন।

উষ্ণীষং দধদরুণং ধটীঞ্চ চিত্রাঃ কংসারির্বহতি মহোৎসবে মুদং নঃ।।৩৫১।।

অনুবাদ। চতুষ্ক--কঞ্চুক, পাগড়ী, কোমরবন্ধ ও অন্তর্বসনকে 'চতুষ্ক' বলে। যথা--মুখে মৃদু হাসি, কটিতে শ্বেতাভ-লোহিতবর্ণ-বস্ত্র-পরিধানের সৌন্দর্য, সুবর্ণকান্তি উৎকৃষ্ট কঞ্চুকে দেহের আবরণ, শিরে অরুণবর্ণের পাগড়ী এবং বিচিত্র ধটী ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহোৎসবে আমাদিগের হর্ষ উৎপাদন করিতেছেন।।৩৫০-৩৫১।।

ভুয়িষ্ঠম্ --

খণ্ডিতাখণ্ডিতং ভূরি নটবেশক্রিয়োচিতম্।

অনেকবর্ণং বসনং ভূয়িষ্ঠং কথিতং বুধৈঃ।।৩৫২।।

যথা --

অখণ্ডিতবিখণ্ডিতৈঃ সিতপিশঙ্গনীলারুণৈঃ

পটৈঃ কৃতযথোচিতপ্রকটসন্নিবেশোজ্জ্বলঃ।

অয়ং করভরাট্ প্রভঃ প্রচুররঙ্গশৃঙ্গারিতঃ

করোতি করভোরু মে ঘনরুচির্মুদং মাধবঃ।।৩৫৩।।

অনুবাদ। ভূয়িষ্ঠ--নটবরবেশের উপযোগী, খণ্ডিত ও অখণ্ডিত, নানাবিধবর্ণবিশিষ্ট প্রচুর বসনকে পণ্ডিতগণ 'ভূয়িষ্ঠ' বলেন। যথা--হে করভোরু! এই জলদকান্তি মাধব--খণ্ডিত ও অখণ্ডিত, শুক্ল, পিঙ্গল, নীল ও অরুণবর্ণ বসনসমূহ যথাযোগ্য স্থানে পরিধানের পারিপাট্যে উজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠ হস্তিশাবকসদৃশ শোভা ও প্রভূত কৌতুকে নানাবিধ-শৃঙ্গারমণ্ডিত হইয়া আমার হর্ষ বিধান করিতেছেন।।৩৫২-৩৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিতম্বে পীতং বস্ত্রং দধানঃ। তত্র পীতাম্বরং প্রিয়ায়া বর্ণত্বেন, এবং তদুপরি রক্তবস্ত্রং প্রিয়াবিষয়কানুরাগত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে--প্রিয়মিবেতি। রাগ যুক্তং প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ং পীতবর্ণমিব বস্ত্রং দধান ইত্যর্থঃ। পাটলাম্বরং শ্বেতরক্তবস্ত্রম্। 'শ্বেতরক্তস্তু পাটল'--ইত্যমরঃ। এতস্য চরিতা-লাদীত্যাদিপদেন গ্রহণম্।।৩৪৯-৩৫২।।

অথ **আকল্প** ঃ --

কেশবন্ধনমালেপো মালাচিত্রবিশেষকঃ।

তাম্বুলকেলিপদ্মাদিরাকল্পঃ পরিকীর্তিতঃ।।৩৫৪।।

স্যাজ্জুটঃ করবী চূড়া বেণী চ কচবন্ধনম্।

পাণ্ডুরঃ কর্বুরঃ পীত ইত্যালেপস্ত্রিধা মতঃ।।৩৫৫।।

মালা ত্রিধা বৈজয়ন্তী রত্নমালা বনস্রজঃ।
অস্যা বৈকক্ষকাপীড়প্রালম্বাদ্যা ভিদা মতাঃ।।৩৫৬।।
মকরীপত্রভঙ্গাঢ্যং চিত্রং পীতসিতারুণম্।
তথা বিশেষকোঽপি স্যাদন্যদূহ্যং স্বয়ং বুধৈঃ।।৩৫৭।।

অনুবাদ। অতঃপর আকল্প--কেশবন্ধন, আলেপ, মালা, চিত্র, তিলক, তাম্বূল ও কেলিপদ্মাদিকে 'আকল্প' বলা হয়। কেশবন্ধন--গ্রীবার উপরে হইলে জুট, পুষ্পাদিদ্বারা রচিত হইলে কবরী, ঊর্ধ্ববদ্ধ হইলে চূড়া এবং পৃষ্ঠভাগে লম্বিত হইলে বেণী নামে অভিহিত হয়। শুভ্র, চিত্রবর্ণ ও পীতভেদে আলেপ তিন প্রকার। 'মালা' ত্রিবিধ--বৈজয়ন্তী (পাঁচ প্রকার পুষ্পে গ্রথিতা ও আজানুলম্বিনী)। রত্নমালা ও বনমালা (পত্রপুষ্পযুক্তা পাদপর্যন্ত লম্বিতা)। মালার সংস্থানভেদে নামভেদ--বৈকক্ষক (বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে অবস্থিত), আপীড় (চূড়াবেষ্টিত) ও প্রালম্ব (কণ্ঠ হইতে সরলভাবে লম্বিত)। পীত, শুক্ল ও অরুণবর্ণ মকরী-পত্রভঙ্গাদি-নির্মাণকে চিত্র ও ঐ ঐ বর্ণ তিলক রচনাকে 'বিশেষক' বলা হয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রসাধন সমূহ পণ্ডিতগণ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন।।৩৫৪-৩৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সন্নিবেশো রচনা তেনোজ্জ্বলঃ, করভরাজস্যেব প্রভা যস্য, প্রচুররঙ্গেণ প্রচুরকৌতুকেন নানাবিধ-শৃঙ্গারবিশিষ্টঃ। শৃঙ্গারশব্দোঽত্র কলভ-সাদৃশ্যেনাত্রাপি বেষতয়া লক্ষ্যতে।।৩৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জূটো ঘাটোপরি ধর্ম্মিল্লঃ। কবরী পুষ্পাদিনা কেশবেশঃ। চূড়া ঊর্ধা বদ্ধাঃ কচাঃ। বেণী পৃষ্ঠভাগে দীর্ঘতয়া কেশবন্ধনম্।।৩৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈজয়ন্তী পঞ্চবর্ণময়ী জানুপর্যন্তলম্বিতা চ। বনমালা পত্রপুষ্পময়ী পাদপর্যন্তলম্বিতা চ। পুনর্মালাভেদানাহ অস্যা ইতি বৈকক্ষকং তু যত্তির্যক্ ক্ষিপ্ত মুরসি মাল্যম্। চূড়াবেষ্টনমাল্যমাপীড়ম্। কণ্ঠে ঋজুলম্বি মাল্যং প্রালম্বম্।।৩৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথেতি--পীতসিতারুণ ইত্যর্থঃ। বিশেষকস্তিলকম্।।৩৫৭।।

যথা --

তাম্বূলস্ফুরদাননেন্দুরমলং ধর্ম্মিল্লমুল্লাসয়ন্
ভক্তিচ্ছেদলসৎসুঘৃষ্টঘুসৃণালেপশ্রিয়া পেশলঃ।
তুঙ্গোরঃস্থলপিঙ্গলস্রগলিক-ভ্রাজিষ্ণুপত্রাঙ্গুলিঃ
শ্যামাঙ্গদ্যুতিরদ্য মে সখি দৃশোর্দুগ্ধে মুদং মাধবঃ।।৩৫৮।।

অনুবাদ। যথা--হে সখি! শ্যামাঙ্গ-মাধব আজ তাম্বূলরাগে মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বিচিত্ররূপে কেশবন্ধন করিয়া 'খোর' নামক প্রসিদ্ধ উপচারবিশেষের সহিত যুক্ত উৎকৃষ্টরূপে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের অঙ্গরাগসৌন্দর্যে মনোমদ হইয়া বিশাল বক্ষঃস্থলে পিঙ্গলবর্ণ-

মাল্য-ধারণপূর্বক ললাটে পত্রভঙ্গরচনার ঔজ্জ্বল্য-বহন ক্রমে আমার লোচনরসায়ন হইয়াছেন।।৩৫৮।।

অথ **মুণ্ডনম্** —

কিরীটং কুণ্ডলে হারশ্চতুষ্কী বলয়োর্ময়ঃ।
কেয়ূরনূপুরাদ্যঞ্চ রত্নমণ্ডনমুচ্যতে।।৩৫৯।।

যথা —

কাঞ্চী চিত্রা মুকুটমতুলং কুণ্ডলে হারিহীরে
হারস্তারো বলয়মমলং চন্দ্রচারুশ্চতুষ্কী।
রম্যা চোর্ম্মির্মধুরিমপুরে নূপুরে চেত্যঘারে-
রঙ্গেরেবাভরণপটলীভূষিতা দোগ্ধি ভূষাম্।।৩৬০।।

অনুবাদ। অতঃপর মুণ্ডন—মুকুট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী (৪ লহর হার), বলয়, অঙ্গুরীয়ক ও নূপুরাদিকে 'রত্নমণ্ডন' বলে। যথা—চমৎকার কাঞ্চী, অতুলনীয় মুকুট, সুন্দর হীরাখচিত কুণ্ডল, শুদ্ধমুক্তার হার, শুদ্ধবলয়, চন্দ্র খচিত অতি সুন্দর চতুষ্কী, রম্য অঙ্গুরীয়ক ও মাধুর্যপূর্ণ নূপুর ইত্যাদি অলঙ্কারগুলি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গশোভায় ভূষিত হইয়া নিজ নিজ সৌন্দর্য পূর্তি করিতেছে।।৩৫৯-৩৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখি! মাধবো মম দৃশোর্মুদং দুগ্ধে পূরয়তি। কথম্ভূতঃ তাম্বূলেন স্ফুরন মুখচন্দ্রো যস্য সঃ। খোর ইতি প্রসিদ্ধেন ভক্তিচ্ছেদেন লসন্তী যা কুঙ্কুমালেপশ্রীস্তয়া পেশলঃ সুন্দরঃ, উচ্চে বক্ষঃস্থলে পীতবর্ণা স্রক্ যস্য (অলিকে ললাটে ভ্রাজিষ্ণুঃ পত্রাঙ্গুলিঃ পত্রভঙ্গো যস্য)।।৩৫৮।।

কুসুমাদিকৃতঞ্চেদং বন্যমণ্ডনমীরিতম্।
ধাতুক৯প্তঞ্চ তিলকং পত্রভঙ্গলতাদিকম্।।৩৬১।।

অনুবাদ। পুষ্পাদি-রচিত হইলে ভূষণকে 'বন্যমণ্ডপ' বলে এবং গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা নির্মিত হইলে তিলক ও পত্রভঙ্গাদি বলা হয়।।৩৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অঘারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গৈরেব কাঞ্চীত্যাদ্যাভরণপটলীভূষিতা সতী কৃষ্ণস্য ভূষাং দোগ্ধি। হারি মনোহারি হীরং যত্র তথাভূতে কুণ্ডলে, তারো মুক্তাশ্রেণী তদ্বিশিষ্টো হারঃ। বলয়মিত্যত্র ঊর্মিরিত্যত্র চ বহুত্বেঽপ্যেকবচনং জাতির্বিবক্ষয়া। সংপন্নো যব ইতিবৎ। বহুত্বং বোধয়ত্যেব জাত্যা ব্যক্তীনাং ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতএব জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনম্যতরস্যামিতি পাণিনিসূত্রম্। হারস্য মধ্যদেশে চন্দ্রাকাররত্নেন চারুশ্চতুষ্কী পদক ইতি প্রসিদ্ধা। মধুরিম্ণঃ পুরং নগরং যত্র তথাভূতে নূপুরে। ধাতুর্গৈরিকাদিস্তেন ক৯প্তং কল্পিতম্।।৩৬১।।

অথ **স্মিতং**, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে —

অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈর্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযান্ত্রিতোদ্বান্ত-সুধার্ণবানি জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি।।৩৬২।।

অনুবাদ। অতঃপর স্মিত, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে—(হে কৃষ্ণ!) তোমার সর্বতাপনাশী মৃদুমধুর হাস্য—অখণ্ড পরমানন্দরূপ রসপ্রবাহে নিখিলবস্তুগত রসান্তরসমূহ নিরসনপূর্বক স্বতঃসিদ্ধরূপেই যেন সুধাসিন্ধু উদ্‌গার করিয়া জয়যুক্ত হইতেছে।।৩৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নির্বাণং পরমানন্দঃ স এব রসঃ তস্য প্রবাহৈঃ বিখণ্ডিতানি নিরস্তানি অশেষ-রসান্তরাণি যৈস্তানি, যন্ত্রিণং বিনা যৎ সিদ্ধ্যতি, তদযন্ত্রিতং তদ্ যথা স্যাত্তথা উদ্বান্তঃ বমনেন উৎপন্নঃ সুধার্ণবো যেভ্যঃ তানি শীতানি তাপহারীণি স্মিতানি জয়ন্তি।।৩৬২।।

অথ **অঙ্গ-সৌরভং** যথা --

পরিমলসরিদেষা যদ্বহন্তী সমন্তাৎ পুলকয়তি বপুর্নঃ কাপ্যপূর্বা মুনীনাম্।

মধুরিপুরুপরাগে তদ্বিনোদায় মন্যে কুরুভুবমনবদ্যামোদসিন্ধুর্বিবেশ।।৩৬৩।।

অনুবাদ। অতঃপর অঙ্গসৌরভ, যথা—কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সমস্ত দিকে নিঃসৃতা এই পরিমলরূপা অপূর্বা নদী যে আমাদের ন্যায় মুনিবৃন্দকেও সর্বদা পুলকিত করিতেছে, ইহাতে মনে হয়, ঐ নিরবদ্য আনন্দসিন্ধু মধুসূদন মুনিগণের আনন্দবিধানের জন্যই কুরুক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।।৩৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাপ্যপূর্বা পরিমলস্য সরিৎ নদী সমন্তাদ্ বহন্তী সতী যদ্ যস্মাৎ নোঽস্মাকং মুনীনাং বপুরুৎপুলকয়তি, তত্তস্মান্মধুরিপুঃ সূর্যোপরাগে কুরুভুবং কুরুক্ষেত্রং বিবেশ।।৩৬৩।।

অথ **বংশঃ**—

ধ্যানং বলাৎ পরমহংসকুলস্য ভিন্দন্ নিন্দন্ সুধা-মধুরিমাণমধীরধর্মা।

কন্দর্পশাসনধুরাং মুহুরেষ শংসন্ বংশীধ্বনির্জয়তি কংসনিসূদনস্য।।৩৬৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বংশ--কংসনাশন শ্রীকৃষ্ণের ধর্মবিপর্যয়কারী এই বংশীরব বলক্রমে পরমহংসগণের ধ্যান ভাঙ্গিয়া এবং অমৃতমাধুরীকে নিন্দা করিয়া কামদেবের শাসনাতিশয় মুহুর্মুহু ঘোষণাপূর্বক জয়যুক্ত হইতেছে।।৩৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অধীরো ধর্মঃ যত্র, কন্দর্প শাসনস্য ধুরামতিশয়ম্।।৩৬৪।।

এষ ত্রিধা ভবেদ্বেণু-র্মুরলী-বংশিকেত্যপি।।৩৬৫।।

তত্র **বেণুঃ** –

পারিকাখ্যো ভবেদ্বেণুর্দ্বাদশাঙ্গুলদৈর্ঘ্যভাক্।।৩৬৬।।

মুরলী –

হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা।

চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী।।৩৬৭।।

অনুবাদ। বেণু, মুরলী এবং বংশিকাভেদে বংশ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বেণু--দৈর্ঘে দ্বাদশাঙ্গুল, স্থূলতায় অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ও ছয়টি ছিদ্রবিশিষ্ঠ হইলে তাহার নাম 'পারিকাখ্য

বেণু'। মুরলী--বিস্তারে দুই-হস্ত-পরিমাণ, মুখরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট ও স্বরের জন্য চারিছিদ্রযুক্ত এবং সুন্দরনাদিনী হইলে 'মুরলী' বলা হয়।।৩৬৫-৩৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পারিকা আখ্যা যস্য; স্বরস্য চ ত্রিচ্ছিদ্রযুক্তা (পাঠান্তরে চতুশ্ছিদ্রযুক্তা)।।৩৬৬-৩৬৭।।

বংশী –

অর্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদি-বিবরাষ্টকম্।
ততঃ সার্ধাঙ্গুলাদ্‌যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্।।৩৬৮।।
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা।
নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ।।৩৬৯।।

অনুবাদ। বংশিকা--ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যস্থল এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্ধ অঙ্গুল-পরিমাণ, তারাদি স্বরের জন্য আটটি ছিদ্রযুক্ত, তথা হইতে দেড় অঙ্গুলি দূরে অঙ্গুল-পরিমিত মুখছিদ্র, অগ্রভাগ চারি অঙ্গুল ও পশ্চাদ্‌ভাগ তিন অঙ্গুল, মোটের উপর নয়টি ছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ-অঙ্গুল-পরিমিত হইলেই পণ্ডিতগণ 'বংশিকা' বলেন।।৩৬৮-৩৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অর্ধাঙ্গুলমন্তরং ছিদ্রাণাং পূর্ব পরভাগয়োরবকাশঃ। তথা উন্মানং ছিদ্রস্য বিস্তারো যত্র তথাভূতং তারাদিস্বরস্য বিবরাষ্টকম্। তথা অন্তর-শব্দস্যাব-কাশার্থত্বেন প্রথমচ্ছিদ্রস্য পূর্বদেশস্থিতার্ধাঙ্গুল্যবকাশমাদায়াষ্টাঙ্গুলয়ো ভবন্তি, ন তু সার্ধ-সপ্তাঙ্গুলয়ঃ। এবং সতি সার্ধসপ্তাঙ্গুলাদিতি কল্পিতপাঠে প্রয়োজনাভাবো জ্ঞেয়ঃ। শিরোঽগ্রভাগশ্চতুরঙ্গুলম্; অর্ধাঙ্গুলাদিশব্দাস্তু সংখ্যাব্যয়াভ্যা-মঙ্গুলেরিতিসমালান্ত-বিধানাৎ। এবং ক্রমেণ নিষ্কর্ষমাহ--নবরন্ধ্রেত্যাদি।।৩৬৯।।

দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ।।৩৭০।।
ভবেৎ সূর্যান্তরা সা চেত্তত আকর্ষিণী মতা।
আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি।।৩৭১।।
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা।
ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা।।৩৭২।।

অনুবাদ। যদি বংশীর সেই মুখছিদ্র ও স্বরচ্ছিদ্র দশ অঙ্গুল ব্যবধানে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মহানন্দা সম্মোহিনী বলা হয়। দ্বাদশ-অঙ্গুল-পরিমাণ ব্যবধান হইলে 'আকর্ষিণী' এবং চৌদ্দ অঙ্গুলের ব্যবধান হইলে 'আনন্দিনী' নাম হয়। 'আনন্দিনী'-বংশী গোপবৃন্দের প্রিয়; ইহা'বংশুলী' এই নামেও অভিহিত। ক্রমানুসারে সেই বংশী মণিময়ী সম্মোহিনী, স্বর্ণনির্মিতা আকর্ষণী ও বংশনির্মিতা বংশুলী---এই তিন প্রকার।।৩৭০-৩৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তারাদিবিবরাষ্টকমুখরন্ধ্রয়োর্মধ্যে দশাঙ্গুলব্যবধানা চেৎ তর্হি সা বংশী মহানন্দেতি বিখ্যাতা, যদি সূর্যান্তরা দ্বাদশাঙ্গুলব্যবধানা তদা সা বংশী আকর্ষিণীতি খ্যাতা। ইন্দ্রান্তরা চতুর্দশাঙ্গুলব্যবধানা।।৩৭০-৩৭১।।

অথ **শৃঙ্গম্** –

শৃঙ্গন্তু গবলং হেমনিবদ্ধাগ্রিমপশ্চিমম্।

রত্নজাল-স্ফুরন্মধ্যং মন্দ্রঘোষাভিধং স্মৃতম্।।৩৭৩।।

অনুবাদ। অতঃপর শৃঙ্গ—বনমহিষের শৃঙ্গ ও কৃষ্ণসারাদির শৃঙ্গ—অগ্রপশ্চাদ্ভাগে সুবর্ণখচিত ও মধ্যভাগে রত্নসমূহে সজ্জিত হইলে তাহাকে ‘মন্দ্রঘোষ’ নামক শৃঙ্গ বলা হয়।।৩৭৩।।

যথা –

তারাবলী বেণুভুজঙ্গমেন তারাবলীলা-গরলেন দষ্টা।

বিষাণিকা-নাদ-পয়ো নিপীয় বিষাণি কামং দ্বিগুণীচকার।।৩৭৪।।

অনুবাদ। যথা—তারাবলী-নাম্নী গোপী—উচ্চধ্বনির অল্পপ্রযত্নরূপ বিষোদ্গারী বেণুরূপ-সর্পকর্তৃক দষ্ট হইয়া বিষনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শৃঙ্গের নিনাদরূপ দুগ্ধপান করিলেন, উহাতে কিন্তু তাঁহার বিষই অর্থাৎ বিষতুল্য ভাবই দ্বিগুণ হইল।।৩৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তারাবলী-নাম্নী যূথেশ্বরী তারস্য উচ্চধ্বনের্যা অবলীলা অল্পপ্রযত্নঃ সৈব গরলং যস্য তেন বেণুরূপভুজঙ্গমেন দষ্টা সতী অনন্তরং শৃঙ্গস্য নাদরূপপয়ো নিপীয় বিষাণি দ্বিগুণীচকার, দুগ্ধপানস্য বিষবর্ধকত্ব প্রসিদ্ধেঃ।।৩৭৪।।

অথ **নুপূরং**, যথা –

অঘমর্দনস্য সখি নূপুরধ্বনিং নিশময্য সম্ভৃতগভীরসম্ভ্রমা।

অহমীক্ষণোত্তরলিতাপি নাভবং বহিরদ্য হন্ত গুরবঃ পুরঃ স্থিতাঃ।।৩৭৫।।

অনুবাদ। অতঃপর নূপুর যথা—হে সখি! এই অঘারির নূপুরধ্বনি শুনিয়া অদ্য আমি মহাগম্ভীর-সম্ভ্রমযুক্তা ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিচঞ্চলা হইলেও কিন্তু বাহিরে যাইতে পারি নাই, কারণ গুরুগণ সন্মুখেই উপস্থিত ছিলেন।।৩৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নূপুর-ধ্বনিং শ্রুত্বা ধৃতগভীর সংভ্রমাহং শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণায় উত্তরলিতাপি অদ্য বহির্ন যতো গুরবঃ পুরঃ স্থিতাঃ।।৩৭৫।।

অথ **কম্বুঃ** –

কম্বুস্তু দক্ষিণাবর্তঃ পাঞ্চজন্যতয়োচ্যতে।।৩৭৬।।

যথা –

অমররিপু-বধূটী ভ্রূণহত্যা-বিলাসী ত্রিদিবপুরপুরন্ধ্রীবৃন্দনান্দীকরোহয়ম্।

ভ্রমতি ভুবনমধ্যে মাধবাধ্মাতধাম্নঃ কৃতপুলককদম্বঃ কম্বুরাজস্য নাদঃ।।৩৭৭।।

অনুবাদ। অনন্তর শঙ্খ—দক্ষিণাবর্ত শঙ্খই ‘পাঞ্চজন্য’-নামে খ্যাত। যথা—মাধবকর্তৃক শব্দায়মান শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনি অসুরবধূদের গর্ভস্রাব করাইয়া সুরসুন্দরীগণের মঙ্গলপাঠপূর্বক জনবৃন্দকে পুলকিত করাইয়া ভুবনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে।।৩৭৬-৩৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভ্রূণহত্যেতি কৌতুকেন নিন্দাবৎ প্রযুক্তম্। নান্দীকরো মঙ্গলপাঠকরঃ। মাধবেনাধ্মাতঃ শব্দায়মানো দেহো যস্য।।৩৭৭।।

অথ **পদাঙ্কঃ**, যথা শ্রীদশমে (১০।৩৮।২৬) —

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্ণোর্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত প্রভোরমুন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি।৩৭৮।।

যথা বা —

কলয়ত হরিরধ্বনা সখায়ঃ স্ফুটমমুনা যমুনাতটীময়াসীৎ।
হরতি পদততির্যদক্ষিণী মে ধ্বজকুলিশাঙ্কুশপঙ্কজাঙ্কিতেয়ম্।।৩৭৯।।

অনুবাদ। অতঃপর পদাঙ্ক, যথা শ্রীদশম স্কন্ধে—শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া অক্রূর আনন্দাতিশয্যে মহাসম্ভ্রমযুক্ত, প্রেমে পুলকাঞ্চিত ও অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক—“অহো! এই ত' প্রভুর শ্রীচরণরজঃ” এই চিন্তা করিয়া তাহাতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। যথা বা—হে সখিগণ! এই দেখ—শ্রীহরি এই পথ দিয়া যমুনাতটে গিয়াছেন, কেননা ধ্বজ-ব্রজ-অঙ্কুশ-পদ্মচিহ্নিত এই চরণচিহ্নসমূহ আমার নেত্রদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে।।৩৭৮-৩৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদ্দর্শনেতি—তচ্ছব্দেন পদাঙ্ক এবাকৃষ্যতে।।৩৭৮।।

অথ **ক্ষেত্রং**, যথা —

হরিকেলিভুবাং বিলোকনং বত দূরেঽস্তু সুদুর্লভশ্রিয়াম্।
মথুরেত্যপি কর্ণপদ্ধতিং প্রবিশন্নাম মনো ধিনোতি নঃ।।৩৮০।।

অনুবাদ। অতঃপর ক্ষেত্র, যথা—অহো! সুদুর্লভ শোভাসমৃদ্ধিবিশিষ্ট হরিকেলিক্ষেত্রের দর্শন করা দূরেই রহুক্, ‘মথুরা’ এই শব্দটি কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলেই আমাদের মনকে চঞ্চল করে।।৩৮০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখায়ঃ! অমুনা অধ্বনা হরিরয়াসীৎ, যূয়ং কলয়ত। মথুরেতি নাম কর্ণপদবীং প্রবিশৎ সৎ নোঽস্মাকং মনো ধিনোতি।।৩৭৯-৩৮০।।

অথ **তুলসী**, যথা বিল্বমঙ্গলে —

অয়ি পঙ্কজনেত্রমৌলিমালে তুলসীমঞ্জরী কিঞ্চিদর্থয়ামি।
অববোধয় পার্থসারথেস্ত্বং চরণাব্জে শরণাভিলাষিণং মাম্।।৩৮১।।

অনুবাদ। অনন্তর তুলসী, যথা বিল্বমঙ্গলে—হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের

শিরোভূষণ-মাল্যরূপিণি তুলসী মঞ্জরী! তোমার সমীপে কিছু নিবেদন করিতেছি-- আমি তাঁহার চরণকমলে শরণার্থী বলিয়া পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে তুমি জানাও।।৩৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রার্থয়ামি প্রার্থয়ে। মত বিশেষে চুরাদিমাত্রস্যোভয়পদিত্বাৎ অববোধয়েত্যত্র পার্থ সারথিমেবেত্যর্থঃ।।৩৮১।।

অথ **ভক্তো**, যথা চতুর্থে (৪।১২।২১) --

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করা বভ্যুদ্যতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রম।

ননাম নামানি গৃণন্মধুদ্বিষঃ পার্ষদপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ।।৩৮২।।

যথা বা --

সুবল ভুজভুজঙ্গং ন্যস্য তুঙ্গে তবাংসে স্মিতবিলসদপাঙ্গঃ প্রাঙ্গণে ভ্রাজমানঃ।

নয়নযুগমসিঞ্চদ্ যঃ সুধাবীচিভির্নঃ কথয় স দয়িতস্তে ক্বায়মাস্তে বয়স্যঃ।।৩৮৩।।

অনুবাদ। অতঃপর ভক্ত, যথা চতুর্থস্কন্ধে--ধ্রুব সেই সুনন্দ ও নন্দকে শ্রীভগবানের সেবক মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন, পার্ষদপ্রধান ভাবিয়া কৃতাঞ্জলি-সহকারে ভগবন্নামসমূহ গ্রহণ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন, কিন্তু সাধ্বস--(সম্ভ্রম অথবা ভয়-) হেতু যথাবিহিত পূজা করিতে ভুলিয়া গেলেন। যথা বা--হে সুবল! যিনি তোমার উচ্চ স্কন্ধে নিজ ভুজরূপ সর্প বিন্যাস করিয়া মৃদুমধুর-হাস্যশোভিত-কটাক্ষভঙ্গী-সহকারে প্রাঙ্গণে বিরাজমান থাকেন, যিনি অমৃততরঙ্গসিঞ্চনে আমাদের লোচনদ্বয়কে রসায়িত করিতেন, বলত' তোমার সেই দয়িত বয়স্য এখন কোথায় আছেন? ৩৮২-৩৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উত্তমগায়ো ভগবান্ তস্য কিঙ্করৌ তৌ সুনন্দনন্দৌ বিজ্ঞায় তত্রাপি পার্ষৎপ্রধানাবিতি বিজ্ঞায় অভ্যুদ্যতস্তাভিমুখেনোত্থিতঃ সন্নিত্যাদি যোজ্যম্। ধ্রুব ইতি প্রকরণ-লব্ধম্।।৩৮২।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব লহরী।।১।।

অথ **তদ্বাসরো**, যথা --

অদ্ভুতা বহবঃ সন্তু ভগবৎপর্ববাসরাঃ।

আমোদয়তি মাং ধন্যা কৃষ্ণভাদ্রপদাষ্টমী।।৩৮৪।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে বিভাবলহরী প্রথমা।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীভগবদ্‌বাসর, যথা--অপূর্ব বহু ভগবৎপর্বদিন থাকিলেও ধন্যা ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীই আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।।৩৮৪।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্য নিরূপণে বিভাবলহরী-নাম্নী প্রথম-লহরীর বঙ্গানুবাদ।

অনুভাবাখ্যা দ্বিতীয়লহরী

অথ অনুভাবাঃ—

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া।।১।।

অনুবাদ। অনুভাব-নামিকা দ্বিতীয়লহরী। অতঃপর অনুভাব—চিত্তস্থিত ভাবসমূহের অববোধক, বাহিরে বিকারের ন্যায় প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষকে 'অনুভাব' বলা হয়। ইহাদিগকে 'উদ্‌ভাস্বর' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়া থাকে।।১।।

নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা-হিক্কাদয়োঽপি চ।।২।।
তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোদিতাঃ।
শীতাঃ স্যুর্গীতজৃম্ভাদ্যা নৃত্যাদ্যাঃ ক্ষেপণাভিধাঃ।।৩।।

অনুবাদ। নৃত্য, বিলুঠন, গীত, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি বাহ্য জিহ্বার দ্বারা চিত্তস্থ ভাব জানা যায়। অনুভাবসমূহ সার্থক শীত ও ক্ষেপণভেদে দুই প্রকার। গীত, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য প্রভৃতি 'শীত' এবং নৃত্য বিলুঠনাদিকে 'ক্ষেপণ' অনুভাব বলা হয়।।২-৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তেষ্বনুভাবেষু কার্যভূতাঃ স্মিত্যাদ্যাশ্চেত্যনেন স্মিতমুক্তমেব। অত্রাদ্যগ্রহণ-গ্রহীতান্ গণয়তি-নৃত্যমিতি।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যথার্থাখ্যেতি ন তু তস্য স্বাতন্ত্র্যেণ লক্ষণং বিধেয়ম্। গীতজৃম্ভাদ্যা ইতি গীতং জৃম্ভাদ্যাশ্চেত্যর্থঃ। আদ্যগ্রহণাৎ শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতাদ্যাস্তু জ্ঞেয়াঃ। পূর্বোক্তত্বাৎ স্মিতমপি।।৩।।

তত্র নৃত্যং, যথা —

মুরলী-খুরলী-সুধাকিরং হরিবক্ত্রেন্দুমবেক্ষ্য কম্পিতঃ।
গগনে সগণেশডিণ্ডিমধ্বনিভিস্তাণ্ডবমাশ্রিতো হরঃ।।৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নৃত্য, যথা—মুরলীর ধ্বনি অভ্যাসকালে শ্রীহরিমুখচন্দ্রকে সুধাকরণশীল দেখিয়া কম্পিত মহাদেব গগনে গণেশের সহিত ডিণ্ডিমবাদ্য সহযোগে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিলেন।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরো মহাদেব, গণেশকর্তৃকো যে ডিণ্ডিমধ্বনয়স্তৈস্তাণ্ডবং নৃত্যমাশ্রিতঃ। মুরলী-পদেন তন্নাদো লক্ষ্যতে। খুরলী তস্যা অভ্যাসঃ। অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ।।৪।।

বিলুঠিতং, যথা তৃতীয়ে (৩।১।৩২) –

কচ্চিদ্বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্যঃ।।৫।।

যথা বা –

নবানুরাগেণ তবাবশাঙ্গী বনস্রগামোদম বাপ্য মত্তা।
ব্রজাঙ্গনে সা কঠিনে লুঠন্তী গাত্রং সুগাত্রী ব্রণয়াঞ্চকার।।৬।।

অনুবাদ। বিলুঠিত, যথা তৃতীয়স্কন্ধে–(বিদুর উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন)–হে বিদ্বান্, ভগবৎপ্রপন্ন ও নিষ্পাপ অক্রূর কুশলে আছেন ত'? অহো। সেই ভক্তবর অক্রূর নন্দগ্রাম-প্রবেশ-সময়ে প্রেমযোগে শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্কচিহ্নিত ধূলিতেই লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। যথা বা–হে কৃষ্ণ! তোমাতে নবানুরাগহেতু সেই শ্রীরাধিকা অবশাঙ্গী ও বনমালার সৌরভে মত্তা হইয়া কঠিন ব্রজাঙ্গনে লুণ্ঠন করিতে করিতে দেহকে ব্রণযুক্ত করিয়াছেন।।৫-৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কচ্চিৎ প্রশ্নে। অনমীবো নিষ্পাপঃ। শ্বফল্কপুত্রঃ অক্রূরঃ। স্বস্তি আস্তে। ব্রণয়াঞ্চকার ব্রণবচ্চকার, 'বিন্মতোর্লুক্ চেতি' লুগ্ বিধানাৎ।।৫।।

গীতং, যথা –

রাগডম্বর-করম্বিতচেতাঃ কুর্বতী তব নবং গুণগানম্।
গোকুলেন্দ্র! কুরুতে জলতাং সা রাধিকাদ্য দৃষদাং সুহৃদাঞ্চ।।৭।।

অনুবাদ। গীত, যথা–হে গোকুলেন্দ্র! অনুরাগাতিশয্যাপূর্ণ-চিত্তবিশিষ্টা শ্রীরাধিকা তোমার নব গুণগান করিতে করিতে সখীবৃন্দকে জড়তাপন্ন ও প্রস্তরসমূহকে জলময় করিতেছেন।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাগোঽনুরাগঃ তস্য ডম্বরেণ ঔৎকট্যেন করম্বিতং যুক্তং চেতো যস্যাঃ। সুহৃদাং সহচরীণাং জড়তাং স্তম্ভং দৃষদাং প্রস্তরাণাং, জলত্বং, 'ডলয়োর্বিনিময়াৎ'।।৭।।

ক্রোশনং, যথা –

হরিকীর্তনজাতবিক্রিয়ঃ স বিচুক্রোশ তথাদ্য নারদঃ।
অচিরান্নরসিংহশঙ্কয়া দনুজা যেন ধৃতা বিলিল্যিরে।।৮।।

যথা বা –

উররীকৃত-কাকুরাকুলা কুররীব ব্রজরাজনন্দন!
মুরলীতরলীকৃতান্তরা মুহুরাক্রোশদিহাদ্য সুন্দরী।।৯।।

অনুবাদ। ক্রোশন, যথা–হরিকীর্তনজাত বিকারহেতু নারদ অদ্য এরূপভাবে চীৎকার করিলেন যে, নরসিংহের পুনরাবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া দানবগণ তৎক্ষণাৎ কম্পিত

হইয়া পলায়ন করিল। যথা বা—হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! অদ্য মুরলীধ্বনিতে চঞ্চলচিত্তা সুন্দরী রাধিকা কাকুবাদ সহকারে কুররী পক্ষীর ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতেছেন।।৮-৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নারদোঽদ্য তথা বিচুক্রোশ, যেন বিক্রোশনেন ধৃতাঃ কম্পিতাঃ সন্তঃ বিলিল্যিরে লীনা বভূবুঃ।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুররী ইব উরীকৃতা স্বীকৃতা কাকুর্যয়া তথাভূতা সতী সুন্দরী আক্রোশৎ।।৯।।

তনুমোটনং, যথা —

কৃষ্ণনামনি মুদোপবীণিতে প্রীণিতে মনসি বৈণিকো মুনিঃ।
উদ্ভটং কিমপি মোটয়ন্ বপুস্ত্রোটয়ত্যখিলযজ্ঞসূত্রকম্।।১০।।

অনুবাদ। তনুমোটন, যথা—নারদমুনি আনন্দভরে শ্রীকৃষ্ণনাম বীণাযোগে গান করিতে থাকিলে তাঁহার মন প্রীত হইল, তৎকালে তিনি নিজেই এরূপ উৎকটভাবে অঙ্গমোটন করিলেন যাহাতে অনির্বচনীয়রূপে সকল যজ্ঞসূত্রই ছিন্ন হইয়া গেল।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈণিকো মুনির্নারদঃ কৃষ্ণ নামনি মুদা হর্ষেণ উপবীণিতে বীণয়োপগীতে সতি এবং মনসি প্রীণিতে চ সতি অর্থাৎ স্বয়মেব উদ্ভটং যথাস্যাত্তথা বপুর্মোটয়ন্ কিমপি অনির্বচনীয়ং যথা স্যাত্তথা অখিলযজ্ঞসূত্রং ত্রোটয়তি।।১০।।

হুঙ্কারো, যথা —

বৈণবধ্বনিভিরুদ্‌ভ্রমদ্ধিয়ঃ শঙ্করস্য দিবি হুঙ্কৃতি স্বনঃ।
ধ্বংসয়ন্নপি মুহুঃ স দানবং সাধুবৃন্দমকরোৎ সদা নবম্।।১১।।

অনুবাদ। হুঙ্কার, যথা—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবশ্রবণে ভ্রান্তবুদ্ধি শঙ্কর আকাশে এমন হুঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন যে, সেই শব্দ দানবদিগকে ধ্বংস করিয়া প্রতিক্ষণেই সাধুবৃন্দকে পরমানন্দদানে নবীন করিতেছিল।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স হুঙ্কৃতিস্বনং দানবং ধ্বংসয়ন্নপি সাধুবৃন্দং সদানবমকরোদিতি বিরোধাভাসঃ। বস্তু তস্তু সদা প্রতিক্ষণমেব পরমানন্দদানেন সাধুবৃন্দং নবমিব অকরো-দিত্যর্থঃ।।১১।।

জৃম্ভণং, যথা —

বিস্তৃতকুমুদবনেঽস্মিন্নুদয়তি পূর্ণে কলানিধৌ পুরতঃ।
তব পদ্মিনি! মুখপদ্মং ভজতে জৃম্ভামহো চিত্রম্।।১২।।

অনুবাদ। জৃম্ভণ, যথা—হে পদ্মিনি! সমীপস্থ এই বিস্তৃত কুমুদবনে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইতে দেখিয়াও যে তোমার মুখকমল বিকশিত হইল, ইহাই আশ্চর্য! পক্ষে—ধর্মদ্বেষী অসুরাদির সংহারে যিনি বিশাল বিশ্বে আনন্দরাশি দান করিতেছেন, সেই পূর্ণকলানিধি (চতুঃষষ্টি কলাবেত্তা) শ্রীকৃষ্ণ সমীপাগত হইলেও তোমার মুখকমল যে জৃম্ভাত্যাগ করিল, ইহাই আশ্চর্য! ।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ভাবোত্থজৃম্ভাবতীং রাধিকাং প্রতি কাচিৎ সখী সপরিহাসমাহ বিস্তৃতেতি। পূর্ণচন্দ্রো উদয়তি সতি কথং পদ্মং জৃম্ভাং প্রকাশং ভজতে। কৃষ্ণপক্ষে কোঃ পৃথিব্যাঃ মুদামানন্দানাম্ অবনং পালনং যেন তথাভূতে কৃষ্ণচন্দ্রে রাধিকাপক্ষে জৃম্ভামালস্যব্যঞ্জিকাং ভজতে ইতি চিত্রমেব।।১২।।

শ্বাসভূমা, যথা --

উপস্থিতে চিত্রপটাম্বুদাগমে বিবৃদ্ধতৃষ্ণা ললিতাখ্যচাতকী।
নিঃশ্বাসঝঞ্ঝামরুতাপবাহিতং কৃষ্ণাম্বুদাকারমবেক্ষ্য চুক্ষুভে।।১৩।।

অনুবাদ। দীর্ঘনিঃশ্বাস, যথা—ললিতা-নাম্নী চাতকী শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটরূপ বর্ষাকালের উপস্থিতি দেখিয়া তৃষ্ণাকুলা হইলেন, কিন্তু নিঃশ্বাসরূপ নেত্রজলমিশ্র ও বিপুলাকার ঝঞ্ঝাবায়ুদ্বারা নয়নপথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্তা হওয়ায় সেই কৃষ্ণমেঘাকৃতি চিত্রপট না দেখিয়া ক্ষুব্ধা হইলেন।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্রপটরূপাম্বুদাগমে বর্ষাকালে উপস্থিতে সতি বিবৃদ্ধতৃষ্ণা ললিতাখ্য চাতকী নিশ্বাসরূপেণ ঝঞ্ঝামরুতা বর্ষাকালীন বায়ুনা 'বাতুলো বাতগুল্মঃ স্যাৎ খরবায়ুর্নিদাঘজঃ। ঝঞ্ঝানিলঃ প্রাবৃষিকো বাসন্তো মলয়ানিলঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ; অপবাহিতং পটস্য পরিবর্তিতত্বাৎ নেত্রপথাদ্দুরে ক্ষিপ্তং কৃষ্ণাম্বুদাকার-পটম্ অবেক্ষ্য দৃষ্ট্বা চুক্ষুভে।।১৩।।

লোকানপেক্ষিতা, যথা শ্রীদশমে (১০।২৩।৪১) --

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্।।১৪।।

অনুবাদ। লোকানপেক্ষিতা, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--(যাজ্ঞিকগণের বাক্য)—অহো! দেখ, যে ভাব জন্মিলে গৃহ-নামক মৃত্যুপাশ ছিন্ন হয়, নারীগণেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে সেই ভাব হইয়াছে।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অহো ইতি যাজ্ঞিকানামুক্তিঃ।।১৪।।

যথা বা পদ্যাবল্যাম্ (৭৩) --

পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম।।১৫।।

অনুবাদ। যথা বা পদ্যাবলীতে—মুখর লোক যাহা ইচ্ছা নিন্দা করুক না কেন, আমরা উহা গ্রাহ্য করিব না। হরিরসমদিরাপানে অতিশয় মত্ত হইয়া আমরা ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, নৃত্য করিব ও উপভোগ করিব।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুখরো জনঃ যথা তথা পরিবদতু, বয়ন্ত ন বিচারয়াম্ঃ। যতঃ হরিরসেতি নির্বিশাম ভোগং করবাম। নির্বিশ উপভোগে স্যাদিত্যমরঃ। পরিপূর্ববদধাতুঃ পরিবাদার্থকঃ।।১৫।।

লালাস্রবো, যথা —

শঙ্কে প্রেমভুজঙ্গেন দষ্টঃ কষ্টং গতো মুনিঃ।
নিশ্চলস্য যদেতস্য লালা স্রবতি বক্ত্রতঃ।।১৬।।

অনুবাদ। লালাস্রাব, যথা—বোধ হয় যেন এই মুনি প্রেমরূপ সর্পকর্তৃক দংশিত হইয়া কষ্টেই পড়িয়াছেন, কেননা নিশ্চল হইলেও তাঁহার মুখ হইতে লালা ক্ষরিত হইতেছে।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র মুনিত্বেন প্রেমানুমানম্। নিশ্চলকরণাদিনা ভুজঙ্গরূপকম্।।১৬।।

অট্টহাসঃ —

হাসাদ্ভিন্নোঽট্টহাসোঽয়ং চিত্তবিক্ষেপসম্ভবঃ।।১৭।।

যথা —

শঙ্কে চিরং কেশবকিঙ্করস্য চেতস্তটে ভক্তিলতা প্রফুল্লা।
যেনাধিতুণ্ডস্থলমট্টহাস-প্রসূনপুঞ্জাশ্চটুলং স্খলন্তি।।১৮।।

অনুবাদ। অট্টহাস—এই অট্টহাস হাস্য হইতে পৃথক্ অথচ চিত্তবিক্ষেপ হইতেই উৎপন্ন হয়। যথা—বোধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণসেবকের চিত্ততটে দীর্ঘকালে ভক্তিলতা প্রফুল্লিতা হইয়াছে, তাহার জন্যই তাঁহার মুখে অট্টহাসরূপ পুষ্পরাজি সুন্দররূপে স্খলিত হইতেছে।।১৭-১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যেন হেতুনা অধিতুণ্ডমণ্ডলং তুণ্ডস্থলে অট্টহাসরূপপ্রসূনপুঞ্জাঃ স্খলন্তি, অট্টহাসলক্ষণঞ্চেদম্ উৎফুল্লনাসিকারণভ্রমালোড়িতমুখেক্ষণম্। উদ্ধতং বিকৃতাকারং নাট্যেঽট্টহসিতং বিদুরিতি।।১৮।।

ঘূর্ণা, যথা —

ধ্রুবমঘরিপুরাদধাতি বাত্যাং ননু মুরলি! ত্বয়ি ফুৎকৃতিচ্ছলেন।
কিময়মিতরথা ধ্বনির্বিঘূর্ণন্ সখি! তব ঘূর্ণয়তি ব্রজাম্বুজাক্ষীঃ।।১৯।।

অনুবাদ। ঘূর্ণা, যথা—হে সখি মুরলি! বোধহয় যে অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে ফুৎকারদানচ্ছলে ঘূর্ণবাত্যাই নিহিত করিয়াছেন, নচেৎ তোমার ধ্বনি বিঘূর্ণিত হইতে হইতে পদ্মলোচনা গোপীগণকেও ঘুরাইতেছে কেন? ১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখি মুরলি! ত্বয়ি শ্রীকৃষ্ণঃ ফুৎকৃতিচ্ছলেন ঘূর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাং বাত্যাম্ আদধাতি, অন্যথা তবায়ং ধ্বনিঃ কিং কথং স্বয়মেব বিঘূর্ণন্ সন্ ব্রজাম্বুজাক্ষীঃ বিঘূর্ণয়তি।।১৯।।

হিক্কা, যথা —

ন পুত্রি! রচয়ৌষধং বিসৃজ রোদমত্যুদ্ধতং
মুধা প্রিয়সখীং প্রতি ত্বমশিবং কিমাশঙ্কসে?

হরিপ্রণয়বিক্রিয়াকুলতয়া ব্রুবাণা মুহু-
র্বরাক্ষি হরিরিত্যসৌ বিতনুতেঽদ্য হিক্কাভরম্।।২০।।

অনুবাদ। হিক্কা, যথা—(পৌর্ণমাসীর উক্তি)—হে পুত্রি! তুমি বৃথা কেন প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার বিষয়ে অমঙ্গল ভাবনা করিতেছ? ইহাকে কোনও ঔষধ দিও না, উদ্ধত ক্রন্দনও পরিত্যাগ কর। হে বরাক্ষি! ইনি শ্রীহরির প্রণয়বিকারে ব্যাকুলা হইয়া পুনঃ পুনঃ 'হরি হরি' বলিয়া হিক্কাতিশয় বিস্তার করিতেছেন।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন পুত্রীতি পৌর্ণমাস্যা বচনম্—হরিরিতি মুর্হুব্রবাণা হিক্কাভরং বিতনুতে।।২০।।

বপুরুৎফুল্লতারক্তোদ্গমাদ্যাঃ স্যুঃ পরেঽপি যে।
অতীব-বিরলত্বাত্তে নৈবাত্র পরিকীর্তিতাঃ।।২১।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ভক্তিরস-সামান্যনিরূপণেঽনুভাব-লহরী-দ্বিতীয়া।

অনুবাদ। শরীরের উৎফুল্লতা ও রক্তোদগমাদি অন্যান্য অনুভাবসমূহ অতিশয় বিরল বলিয়া এখানে কথিত হইল না। পুলকোন্নতিই শরীরের উৎফুল্লতা এবং স্বেদাতিশয়ই রক্তোদগম বলিয়া জানিতে হইবে।।২১।।

।।ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরস সামান্যনিরূপণে
অনুভাবনামক দ্বিতীয়া লহরী।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বপুরিতি বস্তুতস্তু বপুরুৎফুল্লতা পুলকস্যৈবাতিশয়ো জ্ঞেয়ঃ। রক্তোদ্গমশ্চ স্বেদস্য।।২১।।

ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে অনুভাব-লহরী।।২।।



সাত্ত্বিকাখ্যা তৃতীয়লহরী

অথ সাত্ত্বিকাঃ –

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।১।।

অনুবাদ। সাত্ত্বিকনামিকা তৃতীয়লহরী। অতঃপর সাত্ত্বিক--শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় দাস্যসখ্যাদি পঞ্চমুখ্যরতিদ্বারা সাক্ষাদ্রূপে কিংবা হাস-করুণাদি সপ্ত গৌণরতিদ্বারা কিঞ্চিৎ ব্যবধানরূপে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ 'সত্ত্ব' বলেন।।১।।

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ।।২।।

অনুবাদ। কেবল সত্ত্ব হইতেই সঞ্জাত হইলে ভাবসমূহ সাত্ত্বিক হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষভেদে সেই সাত্ত্বিক ত্রিবিধ।।২।।

তত্র **স্নিগ্ধাঃ** –

স্নিগ্ধাস্তু সাত্ত্বিকা মুখ্যা, গৌণাশ্চেতি দ্বিধা মতাঃ।।৩।।

তত্র **মুখ্যাঃ** –

আক্রমান্মুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্যুঃ সাত্ত্বিকা অমী।
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্র সূরিভিঃ।।৪।।

যথা --

কুন্দৈর্মুকুন্দায় মুদা সৃজন্তী স্রজাং বরাং কুন্দবিড়ম্বি-দন্তী;
বভূব গান্ধর্বরসেন বেণোর্গান্ধর্বিকা স্পন্দনশূন্যগাত্রী।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্নিগ্ধসাত্ত্বিক--মুখ্য ও গৌণভেদে স্নিগ্ধসাত্ত্বিক দুই প্রকার বলা হয়। তন্মধ্যে মুখ্যস্নিগ্ধ--মুখ্য শান্তাদি পঞ্চবিধ রতিদ্বারা আক্রান্ত হইলে সেই সাত্ত্বিক মুখ্য হইয়া থাকে। সূরিগণ উহা সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বলিয়াই জানেন। যথা-- কুন্দবিনিন্দিদশনা গান্ধর্বিকা শ্রীরাধিকা মুকুন্দের জন্য কুন্দপুষ্পদ্বারা আনন্দে উত্তমমালা রচনা করিতে করিতে বেণুর গীতরস শ্রবণমাত্রেই নিশ্চলাঙ্গী হইয়া রহিলেন।।৩-৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ ভাবৈঃ দাস্য সখ্যাদিমুখ্যপঞ্চরতিভিঃ হাসকরুণাদি গৌণ-সপ্তরতিভিশ্চ সাক্ষাদ্ ব্যবধানতশ্চ আক্রান্তং চিত্তং সত্ত্বমুচ্যতে। অত্র মুখরত্যা আক্রান্তত্বং সাক্ষাত্ত্বং, গৌণরত্যাক্রান্তত্বং ব্যবধানত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। সত্ত্বাদিতি কেবলাদেবেতি ভাবঃ। তস্মান্নৃত্যাদীনাং কৃত্রিমত্বেনাপি সম্ভবাদনেন লক্ষণেন নাতিব্যাপ্তিঃ। স্নিগ্ধাঃ সাত্ত্বিকা দ্বিধা মুখ্যা গৌণাশ্চ। শ্রীকৃষ্ণার্থং কুন্দমালাঃ সৃজন্তী গান্ধর্বিকা রাধা বেণোর্গানরসেন স্পন্দন শূন্যগাত্রী বভুব। ইত্থমনেন প্রকারেণ স্বেদাদয়োঽপি জ্ঞেয়াঃ।।১-৩।।

মুখ্যঃ স্তম্ভোঽয়মিত্থং তে জ্ঞেয়াঃ স্বেদাদয়োঽপি চ।।৬।।

অনুবাদ। এস্থানে স্তম্ভ মুখ্য সাত্ত্বিক। স্বেদাদিতে এইরূপ জানিতে হইবে।।৬।।

অথ **গৌণাঃ** –

রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গৌণাস্তে গৌণভূতয়া।

অত্র কৃষ্ণস্য সম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্ব্যবধানতঃ।।৭।।

যথা –

স্ববিলোচনচাতকাম্বুদে পুরি নীতে পুরুষোত্তমে পুরা।

অতিতাম্রমুখী সগদ্গদং নৃপমাক্রোশতি গোকুলেশ্বরী।।

ইমৌ গৌণৌ বৈবর্ণ-স্বরভেদৌ।।৮।।

অনুবাদ। অতঃপর গৌণস্নিগ্ধ–গৌণ (হাসাদি সপ্তবিধি) রতিদ্বারা আক্রান্ত ভাবসমূহ গৌণস্নিগ্ধ বলিয়া খ্যাত। এই গৌণস্নিগ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যথা পূর্বকালে স্বীয় নয়নচাতকের মেঘস্বরূপ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ মথুরায় নীত হইলে গোকুলেশ্বরী ক্রোধে অতিলোহিতবদনা হইয়া নৃপতিকে তিরস্কার করিলেন। এস্থানে বৈবর্ণ্য ও স্বরভেদ উভয়ই গৌণ।।৭-৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গৌণভূতয়া রত্যা আক্রমণতঃ গৌণাঃ প্রোক্তাঃ। স্বস্য নেত্ররূপ-চাতকস্য অম্বুদরূপে পুরুষোত্তমে কৃষ্ণে মধুপূর্যাং নীতে সতি।।৭।।

অথ **দিগ্ধাঃ** –

রতিদ্বয়বিনাভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ।

জনে জাতরতৌ দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যনুগামিনঃ।।৯।।

যথা –

পূতনামিহ নিশাম্য নিশায়াং সা নিশান্তলুদুদ্ভটগাত্রীম্।

কম্পিতাঙ্গলতিকা ব্রজরাজ্ঞী পুত্রমাকুলমতির্বিচিনোতি।।১০।।

কম্পো রত্যনুগামিত্বাদসৌ দিগ্ধ ইতীর্যতে।।১১।।

অনুবাদ। অতঃপর দিগ্ধ সাত্ত্বিক–মুখ্য ও গৌণরতি ভিন্ন কম্পাদি অন্যভাবদ্বারা উদ্ভূতরতি জনের মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐ ভাব রতির অনুগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দিগ্ধ' বলে। যথা–রাত্রিশেষে স্বপ্নাবেশে গৃহমধ্যে ভূমিতে লুণ্ঠিতা বিশালদেহা পূতনাকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী কম্পিত কলেবরা ও ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কেবল ভয়ানক দর্শন হইতে উৎপন্ন এই কম্পকে রতির অনুগহেতু দিগ্ধ বলা হয়।।৯-১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইমাবিতি—গৌণভূতয়া ক্রোধ রত্যাক্রমণাদিতি ভাবঃ। মুখ্য-গৌণরতিদ্বয়বিনা-ভূতৈর্ভাবৈঃ কম্পাদিসাত্ত্বিকভাবৈঃ তে দিগ্ধাঃ রতেঃ পশ্চাদ্‌গামিনঃ।।৮-৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বপ্নে পূতনাং নিশাম্য নিশান্তে গৃহমধ্যে লুঠদুদ্ভটগাত্রীতি রতিদ্বয়ং বিনোৎপন্নঃ কম্পঃ পশ্চাৎ পুত্রং বিচিনোতীত্যনেন রত্যানুগামী বভুব।।১০।।

অথ **রুক্ষাঃ** –

মধুরাশ্চর্য-তদ্বার্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ।
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশূন্যে জনে ক্বচিৎ।।১২।।

যথা –

ভোগৈকসাধনজুষা রতিগন্ধশূন্যং স্বং চেষ্টয়া হৃদয়মত্র বিবৃণ্বতোঽপি।
উল্লাসিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈস্তস্যাঙ্গমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ।।১৩।।

অনুবাদ। রুক্ষ সাত্ত্বিক—মধুর ও আশ্চর্যকর ভগবৎ কথা হইতে উৎপন্ন আনন্দ ও বিস্ময়াদিদ্বারা জাতরতি ভক্ততুল্য কিন্তু রতিরহিত জনে যে কদাচ ভাবোদয় হয়, তাহাকে 'রুক্ষ' বলা হয়। যথা—যে একমাত্র ভোগসাধন তৎপর চেষ্টাদ্বারা নিজের রতিগন্ধরহিত হৃদয়কে অভিব্যক্ত করিতেছে সহসা মধুর মাধবকেলিগীত শ্রবণে আনন্দিত সেই জনেরও দেহে উচ্চ পুলকাবলির প্রাকট্য হইল।।১২-১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সিদ্ধভক্তোপমে জনে বিস্ময়াদিভির্জতাঃ সাত্ত্বিকা রুক্ষাঃ সাত্ত্বিকাস্তু তদদ্ভুতা রুক্ষা স্যুঃ কর্বুরাভিধা। ভোগৈকসাধনজুষাং চেষ্টয়া হেতুনা রতিগন্ধশূন্য স্বং হৃদয়ং বিবৃণ্বতোঽপি উল্লাসিনস্তস্য ভক্তস্য মধুরৈঃ কেলিগীতৈঃ অঙ্গমুৎপুলকিতং বভুব যথা বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্। যতি গোষ্ঠ্যামুৎপুলকং সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ। উভাবেবাশ্রু পুলকৌ কুর্বুরৌ বুধৈঃ।।১৩।।

রুক্ষ এষ রোমাঞ্চঃ –

রুক্ষোঽয়ং রতিশূন্যত্বাদ্রোমাঞ্চঃ কথিতো বুধৈঃ।
মুমুক্ষু প্রভৃতৌ পূর্বং যো রত্যাভ্যাস ঈরিতঃ।।১৪।।

অনুবাদ। এই রোমাঞ্চ রুক্ষ—রতিশূন্য হওয়ায় এই রোমাঞ্চকে পণ্ডিতগণ রুক্ষ সাত্ত্বিক বলেন। পূর্বে মুমুক্ষু প্রভৃতি বিষয়ে যাহা রত্যাভাস বলা হইয়াছে, উহাই রুক্ষ সাত্ত্বিক।।১৪।।

চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মামুদ্ভটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্।।
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।।১৫।।
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।।১৬।।

অনুবাদ। চিত্ত সত্ত্বগুণাকৃষ্ট হইয়া উচ্ছৃঙ্খল মনকে প্রাণে সমর্পণ করিয়া থাকে, প্রাণও বিকারগ্রস্ত হইয়া শরীরকে যথেষ্ট বিক্ষোভিত করে, তৎকালেই ভক্তশরীরে স্তম্ভাদি ভাবের উদয় হয়। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়ভেদে সাত্ত্বিকভাব অষ্ট প্রকার কথিত হয়।।১৫-১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বেদাম্বুৎপত্তৌ প্রকারমাহ আদৌ আর্দ্রীভবচ্চিত্তম্ আত্মানং প্রাণে ন্যস্যতি। পশ্চাৎ প্রাণস্তু চিত্তসঙ্গাদ্বিক্রিয়াং গচ্ছন্ সন্ দেহং বিক্ষোভয়তি।।১৫।।

চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে।
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্বতঃ।।১৭।।

অনুবাদ। প্রাণ কখনও বা ভূমি, জল, তেজ ও আকাশকে আলম্বন করে, আবার কখনও স্বপ্রধানরূপে শরীরের সর্বত্র বিচরণ করে।।১৭।।

স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ।
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ।।১৮।।
স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্।
রোমাঞ্চ-কম্প-বৈস্বর্যাণ্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ।।১৯।।
বহিরন্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িত্বাদতঃ স্ফুটম্।
প্রোক্তানুভাবতামীষাং ভাবতা চ মনীষিভিঃ।।২০।।

অনুবাদ। প্রাণ ক্ষিতিস্থিত হইলে স্তম্ভ, জলস্থ হইলে অশ্রু, তেজঃস্থিত হইলে স্বেদ ও বৈবর্ণ এবং আকাশকে আশ্রয় করিলে মুর্চ্ছা হয়। স্বস্থিত বায়ুর আশ্রিত থাকিলে, প্রাণ ক্রমান্বয়ে মদ, মধ্য ও তীব্রত্বাদি ভেদপ্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভঙ্গ বিস্তার করিয়া থাকে। এই হেতু বাহিরে ও অন্তরে বিশেষ ক্ষোভবিধায়ক বলিয়া বিচক্ষণগণ সাত্ত্বিক সকলের ব্যভিচারিত্ব ও অনুভাবত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।।১৮-২০।।

তথ্য। 'ক্ষোভ'- শব্দে বাগাদিরাহিত্য ও নৈশ্চল্যাদিই বোদ্ধব্য, যদি অন্তরে ক্ষোভ হয় তাহা ব্যভিচারী ও বাহিরে ক্ষোভ হইলে অনুভাবমধ্যে গণিত হইতে পারে।।১৮-২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাত্ত্বিকানাং মধ্যে কদাচিৎ স্তম্ভঃ কদাচিৎ স্বেদ ইত্যত্র বিশেষ-নিয়মমাহচত্বারীতি। প্রাণো জাতু কদাচিৎ চত্বারি পৃথিব্যপ্‌তেজ আকাশভূতানি স্বদেহে বর্তমানঃ সন্ অবলম্বতে। কদাচিৎ স্বস্বরূপবায়ু প্রধানং সন্ দেহে চরতি। এবং সতি যদা প্রাণঃ পৃথিবীং গচ্ছতি, তদা স্তম্ভং তনোতীত্যাদি। স্বস্থ ইতি যদা তু প্রাণঃ স্বস্বরূপবায়ুনিষ্ঠঃ সন্ মন্দো ভবতি, তদা রোমাঞ্চং মধ্যশ্চেৎ কম্পং তীব্রশ্চেৎ বৈস্বর্যং তনোতি।।১৭-১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অমীষাং সাত্ত্বিকানাং ক্ষোভোঽত্র রাগাদি-রাহিত্যং নৈশ্চল্যাদি চ। অথান্তঃক্ষোভকারিত্বাদ্ ভাবতা। বহিঃক্ষোভকারিত্বাদনুভাবতেত্যর্থঃ।।২০।।

তত্র স্তম্ভঃ —

স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।

তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ।।২১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্তম্ভ--হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ হইতে স্তম্ভ সাত্ত্বিক উৎপন্ন হয়। এইরূপে রাগাদি, রাহিত্য, নৈশ্চল্য ও শূন্যতাদি প্রকাশিত হয়।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র স্তম্ভ ইতি--অত্র স্তম্ভস্যান্তর্বহিরুভয়াত্মকত্বান্নৈশ্চল্যম্। অত্র তদ্বোধক-তদ্বহির্ভাব উচ্যতে। এবমুত্তরত্রাপি। অত্র নৈশ্চল্যং কর্মেন্দ্রিয়াণাং, শূন্যত্বং জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারান্তরাণাম্। মনসস্তত্ত্বব্যাপারোঽস্তি, প্রলয়ে পুনস্তদেকলীনত্বান্মনসোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ।।২১।।

তত্র **হর্ষাদ্** যথা তৃতীয়ে —

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-লীলাবলোক প্রতিলব্ধমানাঃ।

ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্ত-ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ।।২২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হর্ষজনিত স্তম্ভ, যথা তৃতীয়স্কন্ধে---শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগব্যাপ্ত হাস্যোদ্ভূত রসরাশিবিশিষ্ট লীলাদর্শনে গোপীগণ সাতিশয় আদর লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গমনকালে আবার তাঁহাদের নেত্রের সহিত বুদ্ধিবৃত্তিও তাঁহার অনুগামী হইলে তাঁহাদের গৃহকর্ম অসমাপ্ত থাকিল এবং তাহারাও চেষ্টারহিত হইয়া অবস্থান করিলেন।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানুরাগপ্লুতহাসাদিভিঃ করণৈঃ প্রতিলব্ধঃ মানঃ আদরো যাভিঃ তথাভূতা ব্রজস্ত্রিয়ঃ দৃগভিঃ করণৈঃ শ্রীকৃষ্ণে অনুপ্রবৃত্তা ধীর্যাসাং তাদৃশ্যঃ সত্যঃ দর্শনসময়ে কৃত্যস্য গৃহকৃত্যস্য শেষো যাসাং তথাবিধাঃ তস্থুঃ। তথা চ তদ্দর্শনসময়ে গৃহকৃত্যনির্বাহো ন জাত ইতি ভাবঃ।।২২।।

ভয়াদ যথা —

গিরিসন্নিভমল্লচক্ররুদ্ধং পুরতঃ প্রাণপরার্ধতঃ পরার্ধ্যম্।

তনয়ং জননী সমীক্ষ্য শুষ্যন্নয়না হন্ত বভুব নিশ্চলাঙ্গী।।২৩।।

অনুবাদ। ভয়জ স্তম্ভ, যথা---গিরিসদৃশ মল্লসকলে নিরুদ্ধ, প্রাণপরার্ধ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া মাতা দেবকী শুষ্কনেত্রা ও নিশ্চলদেহা হইলেন।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রাণপরার্ধতোঽপি পরার্ধ্যম্ অনন্তমূল্যং পরমাধিকং তনয়ং বীক্ষ্য।।২৩।।

আশ্চর্যাদ্ যথা শ্রীদশমে (১০।১৩।৫৬) —

ততোঽতিকুতুকোদ্‌বৃত্তস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।

তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা।।২৪।।

অনুবাদ। বিস্ময়জ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---অতঃপর ব্রহ্মা অতিশয় কুতুকে নিশ্চেষ্ট

হইলেন এবং তাঁহার মন প্রেমার্দ্র হইল। তিনি বৎস ও বালকগণের তেজে অভিভূত হওয়ায় কিছু বলিতে বা চেষ্টা করিতে সমর্থ হইলেন না, বহুলোকের পূজ্যমান গ্রাম্যদেবতার সম্মুখে বালকবৃন্দকর্তৃক খেল্যমান অপূজিত ক্ষুদ্র মৃন্ময় পুত্তলিকাসদৃশ ব্রহ্মা তথায় অবস্থান করিলেন।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ততোঽতিকুতুকেতি অতিকুতুকেন উদ্বৃত্তম্ উৎসন্নচেষ্টং পুনঃস্তিমিতং প্রেমার্দ্রীভূতং চ একাদশেন্দ্রিয়ং মনো যস্য সঃ। পূর্দেবীণাং গ্রাম্যদেবীনাং অন্তি নিকটে যথা পুত্রিকা বালকৈঃ কৌতুকার্থং কৃতা পুত্তলিকা তথৈব কৃষ্ণস্য নিকটে অজো ব্রহ্মা অভূৎ।।২৪।।

যথা বা —

শিশোঃ শ্যামস্য পশ্যন্তী শৈলমভ্রংলিহং করে।

তত্র চিত্রার্পিতেবাসীদ্ গোষ্ঠী গোষ্ঠনিবাসিনাম্।।২৫।।

অনুবাদ। শ্যামল শিশুর হস্তে গগনচুম্বি গিরিরাজকে দেখিয়া ব্রজবাসিগণ তথায় যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন।।২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিশোঃ শ্যামস্য করে অভ্রংলিহ মত্যুচ্চমিত্যর্থঃ শৈলং গোবর্ধনং পশ্যন্তী গোষ্ঠবাসিনাং গোষ্ঠী চিত্রার্পিতা ইব আসীদিতি স্তম্ভঃ।।২৫।।

বিষাদাদ্ যথা —

বকস্যোদরদানবোদরে পুরতঃ প্রেক্ষ্য বিশন্তমচ্যুতম্।

দিবিষন্নিকরো বিষন্নধীঃ প্রকটং চিত্রপটায়তে দিবি।।২৬।।

অনুবাদ। বিষাদজনিত, যথা—সমীপস্থ অঘাসুরের উদরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া দেবতাগণ বিষন্নচিত্তে স্বর্গে চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া গেলেন।।২৬।।

অমর্যাদ্ যথা —

কর্তুমিচ্ছতি মুরদ্বিষে পুরঃ পত্রিমোক্ষমকৃপে কৃপীসুতে।

সত্বরোঽপি রিপুনিষ্ক্রিয়ে রুষা নিষ্ক্রিয়ঃ ক্ষণমভূৎ কপিধ্বজঃ।।২৭।।

অনুবাদ। অমর্ষজ, যথা—নির্দয় অশ্বত্থামা অগ্রস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে অর্জুন শত্রুদমন করিতে ত্বরান্বিত হইলেও ক্ষণকাল ক্রোধে নিশ্চেষ্ট হইলেন।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দিবিষন্নিকরো দেবতাসমূহঃ। অকৃপে কৃপারহিতে কৃপী-সুতে অশ্বত্থাম্নি মুরদ্বিষি শ্রীকৃষ্ণে পত্রিমোক্ষং বাণমোক্ষং কর্তুমিচ্ছতি সতি কপিধ্বজোঽর্জুনঃ শত্রুনিষ্ক্রয়ে সত্বরোঽপি মাং বিহায় কথং শ্রীকৃষ্ণো হন্যতে ইতি রুষা ক্রোধেন ক্ষণং নিষ্ক্রিয়োঽভূৎ।।২৬-২৭।।

অথ **স্বেদঃ** —

স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ।।২৮।।

অনুবাদ। স্বেদ—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরের ক্লেদ (ঘর্ম)।।২৮।।

তত্র **হর্ষাদ** যথা —

কিমত্র সূর্যাতপমাক্ষিপন্তী মুগ্ধাক্ষি চাতুর্যমুরীকরোষি?
জ্ঞাতং পুরঃ প্রেক্ষ্য সরোরুহাক্ষং স্বিন্নাসি ভিন্নাকুসুমায়ুধেন।।২৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হর্ষ হইতে জাত, যথা—হে মুগ্ধাক্ষি রাধিকে! তুমি চতুরতা করিয়া সূর্যের উত্তাপকে নিন্দা করিতেছ কেন? জানিতে পারিয়াছ কি, তুমি পদ্মপলাশনয়ন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া ঘর্মাক্ত হইতেছ।।২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুসুমায়ুধেন ভিন্না সতি স্বিন্নাসি।।২৯।।

ভয়াদ যথা —

কুতুকাদভিমন্যুবেষিণং হরিমাক্রুশ্য গিরা প্রগল্ভয়া।
বিদিতাকৃতিরাকুলঃ ক্ষণাদজনি স্বিন্নতনুঃ স রক্তকঃ।।৩০।।

অনুবাদ। ভয়জনিত, যথা—কৌতুকবশতঃ অভিমন্যুবেশী শ্রীকৃষ্ণকে রক্তক-নামক ভৃত্য কঠোরবাক্যে তিরস্কার করিয়া পরে 'ইনিই শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া জানিতে পারিলে ব্যাকুলচিত্তে ক্ষণকাল ঘর্মাক্ত হইয়াছিলেন।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রক্তকনামা দাসঃ অভিমুন্যবেশিনং কৃষ্ণং প্রগল্ভয়া গিরা আকৃষ্য পশ্চাদ্ বিদিতা কৃতিঃ অতএবাকুলঃ সন্ স্বিন্নতনুরজনি।।৩০।।

ক্রোধাদ যথা —

যজ্ঞস্য ভঙ্গাদতিবৃষ্টিকারিণং সমীক্ষ্য শক্রং সরুষো গরুত্মতঃ।
ঘনোপরিষ্টাদপি তিষ্ঠতস্তদা নিপেতুরঙ্গাদ্ঘননীরবিন্দবঃ।।৩১।।

অনুবাদ। ক্রোধজ, যথা—যজ্ঞভঙ্গহেতু অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া মেঘোপরি থাকিলেও গরুড়ের শরীর হইতে ক্রোধহেতু ঘনঘন ঘর্মবিন্দু পড়িতে লাগিল।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মেঘোপরিষ্ঠাত্তিষ্ঠতো গরুড়স্য।।৩১।।

অথ **রোমাঞ্চঃ** —

রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।
রোম্ণামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ।।৩২।।

অনুবাদ। অতঃপর রোমাঞ্চ—আশ্চর্যদর্শন, আনন্দ, উৎসাহ ও ভয়াদিহেতু এই রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোমরাজির উদ্গম ও দেহসংস্পর্শাদি হয়।।৩২।।

তত্র **আশ্চর্যাদ্** যথা —

ডিম্ভস্য জৃম্ভাং ভজতস্ত্রিলোকীং বিলোক্য বৈলক্ষ্যবতী মুখান্তঃ।
বভূব গোষ্ঠেন্দ্রকুটুম্বিনীয়ং তনুরুহৈঃ কুড্মলিতাঙ্গযষ্টিঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আশ্চর্য-জনিত রোমাঞ্চ, যথা--জৃম্ভণাবসরে বালকের মুখবিবরে ত্রিভুবন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্যান্বিতগাত্রা হইলেন।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ডিম্ভস্য বালকস্য মুখমধ্যে ত্রিলোকীং বীক্ষ্য বৈলক্ষ্যবতী বিস্ময়বতী 'বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতঃ' ইত্যমরঃ।।৩৩।।

হর্ষাদ্ যথা শ্রীদশমে (১০।৩০।১০) –

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রি সম্ভব উরুক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন? ৩৪।।

অনুবাদ। হর্ষজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---হে ক্ষিতে! তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে? কেননা তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ-উৎসব পাইয়া পুলকিতদেহা হইয়াছ, তোমার এই চরণপ্রাপ্তিজনিত উৎসব কি ত্রিবিক্রমের চরণবিন্যাসেই, কিংবা বরাহদেবের আলিঙ্গনহেতুই হইয়াছে, বল ত'? ৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিন্তে কৃতমিতি---কেশবোঽত্র শ্রীকৃষ্ণ এব। অপীতি কিমর্থে, উরুক্রমশ্য ত্রিবিক্রমস্য বিক্রমাচ্চরণ-বিন্যাসাদ্ যোঽঙ্ঘ্রি সম্ভবঃ সোঽপি কিমীদৃশঃ আহো কিম্বা বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন যঃ স্পর্শোৎসবঃ সোঽপি কিমীদৃশঃ নহি নহীত্যর্থঃ।।৩৪।।

উৎসাহাদ্ যথা –

শৃঙ্গং কেলিরণারম্ভে রণয়ত্যঘমর্দনে।
শ্রীদাম্নো যোদ্ধুকামস্য রেমে রোমাঞ্চিতং বপুঃ।।৩৫।।

অনুবাদ। উৎসাহ-জনিত, যথা---ক্রীড়াযুদ্ধসময়ে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গবাদন করিলে তাহা শুনিয়া যোদ্ধুকাম তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া শোভা বিস্তার করিল।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অঘমর্দনে শ্রীকৃষ্ণে শৃঙ্গং রণয়তি শব্দবিশিষ্টং কুর্বতি সতি।।৩৫।।

ভয়াদ্ যথা --

বিশ্বরূপধরমদ্ভুতাকৃতিং প্রেক্ষ্য তত্র পুরুষোত্তমং পুরঃ।
অর্জুনঃ সপদি শুষ্যদাননঃ শিশ্রিয়ে বিকটকন্টকাং তনুম্।।৩৬।।

অনুবাদ। ভয়জনিত, যথা---অগ্রে বিশ্বরূপধর অদ্ভুতাকৃতি পুরুষোত্তমকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অর্জুনের মুখ শুষ্ক এবং দেহে বিপুল পুলকরাজির উদ্‌গম হইল।।৩৬।।

অথ **স্বরভেদঃ** --

বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্।
বৈস্বর্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্‌গদিকাদিকৃৎ।।৩৭।।

তত্র **বিষাদাদ্** যথা --

ব্রজরাজ্ঞি রথাৎ পুরো হরিং স্বয়মিত্যর্ধবিশীর্ণজল্পয়া।

হ্রিয়মেণদৃশা গুরাবপি শ্লথয়ন্ত্যা কিল রোদিতা সখী।।৩৮।।

অনুবাদ। অতঃপর স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি-জনিত বৈস্বর্যকে 'স্বরভেদ' বলা হয়। ইহাতে গদ্গদাদি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বিষাদজনিত, যথা 'হে ব্রজরাজ্ঞি! অগ্রে আপনি স্বয়ং শ্রীহরিকে রথ হইতে' এই অর্ধবাক্য বলিয়া (বাক্য সমাপন না হইতেই) হরিণনয়না শ্রীরাধা গুরুজন-সম্মুখে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সখী ললিতাকে রোদন করাইলেন।।৩৭-৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে ব্রজরাজ্ঞি! যশোদে! রথাৎ হরিং স্বয়ং তাবন্মাত্রমর্ধবিশীর্ণজল্পঃ যস্যাস্তয়া কিন্তু নিবারয়েতি বক্তুমসমর্থতয়া এণদৃশা রাধয়া গুরৌ যশোদায়ামপি লজ্জাং শ্লথয়ন্ত্যা সখী ললিতা এব রোদিতা।।৩৮।।

বিস্ময়াদ্ যথা শ্রীদশমে (১০।১৩।৬৪) —

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।

কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া।।৩৯।।

অনুবাদ। বিস্ময়জনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—ব্রহ্মা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নয়নদ্বয় মার্জন করিতে করিতে ভগবান্‌কে দর্শনপূর্বক কৃতাঞ্জলি বিনম্রশিরে বিনীত ও সমাহিতচিত্তে কম্পকম্পান্বিত-কলেবরে গদ্গদ-বাক্যে স্তব করিলেন।।৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইলয়া বাণ্যা ঐলত স্তুতবানিত্যর্থঃ।।৩৯।।

অমর্ষাদ্ যথা তত্রৈব (ভা ১০।২৯।৩০) —

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ।।৪০।।

অনুবাদ। অমর্ষ-জনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধেই—যিনি প্রিয়তম হইয়াও অপ্রিয়বৎ প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন, যাঁহার জন্য তাঁহারা সমস্ত কামনা বর্জন করিয়াছেন, অনুরক্তা সেই সমস্ত গোপী ক্রন্দনদ্বারা অবরুদ্ধ লোচনদ্বয়কে মার্জনা করিয়া ঈষৎ কোপাবেশে গদ্গদবাক্যে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।।৪০।।

হর্ষাদ্ যথা তত্রৈব (ভা ১০।৩৯।৫৬-৫৭) —

*** * * হৃষ্যত্তনূরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ।।**
গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্ধাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ।।৪১।।

অনুবাদ। হর্ষজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধেই---অক্রূরের গাত্র রোমাঞ্চিত হইল, ভবার্দ্রনেত্রে পরাভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনি সাবধানে মস্তক নত করিয়া প্রণাম এবং গদ্‌গদবচনে তাঁহার স্তুতি করিলেন।।৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাত্বতোঽক্রূরঃ।।৪১।।

ভীতের্যথা --

ত্বয্যর্পিতং বিতর বেণুমিতি প্রমাদী শ্রুত্বা মদীরিতমুদীর্ণবিবর্ণভাবঃ।

তূর্ণং বভূব গুরুগদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠঃ পত্রী মুকুন্দ তদনেন স হারিতোঽস্তি।।৪২।।

অনুবাদ। ভয়জনিত, যথা--(শ্রীকৃষ্ণকে সুবল বলিলেন--) হে সখে মুকুন্দ! আমি তোমার পত্রীনামক ভৃত্যকে বলিলাম--'ওহে! তোমার নিকটে অর্পিত বেণুটি দাও ত'; ইহা শ্রবণ করিয়াই সে অনবধানতাহেতু বেণুটি হারাইয়া বিবর্ণ হইল এবং তৎক্ষণাৎ কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় (সেই পত্রী) গদ্‌গদকণ্ঠ হইল, অতএব ঐ বেণু পত্রীই হারাইয়াছে।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পত্রিনামা শ্রীকৃষ্ণদাসস্তং প্রতি লক্ষীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণং সুবল আহ-- ত্বয়ি অর্পিতং বেণুং বিতর দেহি ইতি মম ঈরিতং শ্রুত্বা প্রমাদী অবধানরহিত উদ্‌গতবিবর্ণভাবঃ। পত্রী তূর্ণং গদ্‌গদ্‌কণ্ঠো বভূব। তত্তস্মাৎ স্বরভঙ্গাৎ। অনেনৈব পত্রিণা স বেণুঃ হারিতোঽস্তি স্বস্যানবধানেন হারিতোঽস্তী-ত্যর্থঃ।।৪২।।

অথ **বেপথুঃ** –

বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ।।৪৩।।

তত্র **বিত্রাসেন**, যথা --

শঙ্খচূড়মধিরূঢ়বিক্রমং প্রেক্ষ্য বিস্তৃতভুজং জিঘৃক্ষয়া।

হা ব্রজেন্দ্রতনয়েতি-বাদিনী কম্পসম্পমধত্ত রাধিকা।।৪৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বেপথু (কম্প)--বিত্রাস, অমর্ষ ও হর্ষাদিতে যে দেহের চাঞ্চল্য হয়, উহাকে 'বেপথু' বলে। বিত্রাসজনিত বেপথু, যথা--বিকট বিক্রমশালী শঙ্খচূড়কে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে শ্রীরাধা 'হা ব্রজেন্দ্রতনয়' এই কথামাত্র বলিয়া কম্পিতদেহা হইলেন।।৪৩-৪৪।।

অমর্ষেণ, যথা --

কৃষ্ণাধিক্ষেপজাতেন ব্যাকুলো নকুলানুজঃ।

চকম্পে দ্রাগমর্ষেণ ভূকম্পে গিরিরাড়িব।।৪৫।।

অনুবাদ। অমর্ষজনিত, যথা--শিশুপালকৃত শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দা-শ্রবণে ব্যাকুল সহদেব তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্পে কম্পিত পর্বত-রাজের ন্যায় কম্পিত হইতেছিলেন।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিশুপালেন কৃতো যঃ শ্রীকৃষ্ণে অধিক্ষেপঃ তজ্জাতেন রোষেণ আকুলঃ সহদেব।।৪৫।।

হর্ষেণ, যথা —

বিহসসি কথং হতাশে পশ্য ভয়েনাদ্য কম্পবানাস্মি।

চঞ্চলমুপসীদন্তং নিবারয় ব্রজপতেস্তনয়ম্।।৪৬।।

অনুবাদ। হর্ষজনিত, যথা—(হে সখি!) এই হতাশ জনকে কেন উপহাস করিতেছ? দেখ ত' আজ আমি ভয়ে কিরূপ কম্পমানা হইয়াছি; নিকটস্থ চঞ্চল ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিবারণ কর ত'।।৪৬।।

অথ **বৈবর্ণ্যম্** —

বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।৪৭।।

তত্র **বিষাদাদ্** যথা —

শ্বেতীকৃতাখিলজনং বিরহেন তবাধুনা।

গোকুলং কৃষ্ণঃ দেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভ্রমং দধে।।৪৮।।

অনুবাদ। অতঃপর বৈবর্ণ্য--বিষাদ, রোষ ও ভয়াদিবশতঃ বর্ণ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'বৈবর্ণ্য' বলা হয়। ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদির উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বিষাদজনিত বৈবর্ণ্য, যথা---হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে গোকুলবাসিগণ এক্ষণে শুভ্রবর্ণ ধারণ করায় দেবর্ষি নারদ গোকুলকেই শ্বেতদ্বীপ বলিয়া ভ্রম করিতেছেন।।৪৭-৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তব বিরহেন শ্বেতীকৃতা অখিলজনা যত্র তথাভূতং গোকুলং দেবর্ষের্নারদস্য শ্বেতদ্বীপ ভ্রমম্ অধাৎ।।৪৮।।

রোষাদ্ যথা —

কংসশত্রুমভিযুঞ্জতঃ পুরো বীক্ষ্য কংসসহজানুদায়ুধান্।

শ্রীবলস্য সখি তস্য রুষ্যতঃ প্রোদ্যদিন্দুনিভমাননং বভৌ।।৪৯।।

অনুবাদ। রোষজনিত, যথা—হে সখি! দেখ—কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মুখসমরের জন্য সমাগত অস্ত্রধারী কংসসহোদরদিগকে দেখিয়া ক্রোধভরে বলদেবের বদন উদীয়মান চন্দ্রের বর্ণ ধারণ করিল।।৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কংসশত্রুং শ্রীকৃষ্ণম্ অভিযুঞ্জতঃ যুদ্ধার্থমাভিমুখ্যেন মিলতঃ কংসভ্রাতৃন রুষ্যতো বলদেবস্য প্রোদ্যদিন্দুনিভং প্রোদ্যচ্চন্দ্রসদৃশম্ অর্থাদত্যন্তশিতিমযুক্ত মাননং বভৌ।।৪৯।।

ভীতের্যথা —

রক্ষিতে ব্রজকুলে বকারিণা পর্বতং বরমুদস্য লীলয়া।

কালিমা বলরিপোর্মুখে ভবন্নুচিবান্মনসি ভীতিমুখিতাম্।।৫০।।

অনুবাদ। ভয়জনিত, যথা বকশত্রু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে গিরিরাজ উত্তোলন করিয়া ব্রজমণ্ডল রক্ষা করিলে ইন্দ্রের মুখে কালিমা জন্মাইয়া তদীয় আন্তর ভয়ের কথাই ব্যক্ত করিলেন।।৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বরং পর্বতং গোবর্ধনমুদস্য উত্থাপা ব্রজকুলে রক্ষিতে সতি বলরিপোঃ ইন্দ্রস্য মুখে কালিমা কর্তা ভবন্ উদ্ভবন্ সন্ তস্য মনসি উত্থিতাং ভীতিং উচিবান্ সূচিতবান্। শ্বেতরক্তাদিনানাবর্ণ সাহিত্যং ধৌসর্যম্।।৫০।।

বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তা ধৌসর্ষং কালিমা ক্বচিৎ।
রোষে তু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা ক্বাপি শুক্লিমা।।৫১।।
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেঽপি কুত্রচিৎ।
অত্রাসার্বত্রিকত্বেন নৈবাস্যোদাহৃতিঃ কৃতাঃ।।৫২।।

অনুবাদ। বিষাদবশতঃ বৈবর্ণ্যে শ্বেতিমা, ধূসরতা বা কখনও কালিমা হয়; ক্রোধে রক্তিমা, ভয়ে কালিমা বা কখনও শুক্লিমা হয়। আনন্দোদ্রেকেও কখনও রক্তিমা স্পষ্টতঃ দেখা যায়; সর্বত্র ঘটে না বলিয়া এস্থানে শ্বেতাদির উদাহরণ বলা হইল না।।৫১-৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্য রক্তিমঃ তথা চ বিষাদাদৌ যথা সর্বত্র শ্বেতিম-ধৌসযাদন্যতরস্যাবশ্যকত্বং, ন তথা হর্ষে সর্বত্র রক্তিমত্বমিতি ভাবঃ।।৫২।।

অথ **অশ্রু** –

হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্‌গমঃ।
হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসম্মার্জনাদয়ঃ।।৫৩।।

অনুবাদ। অতঃপর অশ্রু--হর্ষ, রোষ ও বিষাদাদিদ্বারা নেত্রে জল বহির্গত হইলে তাহাকে 'অশ্রু' বলা হয়। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলতা ও রোষাদি-জনিত অশ্রুতে উষ্ণতা হয়, কিন্তু সর্ববিধ অশ্রুতেই নেত্রের ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জনাদি হইয়া থাকে।।৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নেত্রে জলোদ্‌গম এবাশ্রু। নয়নয়োঃ ক্ষোভঃ রাগো রক্তিমা সংমার্জনঞ্চ।।৫৩।।

তত্র **হর্ষেণ**, যথা –

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা।।৫৪।।

অনুবাদ। এতন্মধ্যে হর্ষজনিত অশ্রু, যথা---পদ্মনয়না রুক্মিণী গোবিন্দদর্শন-নিবারক অশ্রুসমূহ-বর্ষণশীল আনন্দকে উচ্চৈঃস্বরে নিন্দা করিলেন।।৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোবিন্দস্য দর্শনে আক্ষেপী প্রতিবন্ধকো যো বাষ্পপূরস্তস্যাভি-বর্ষণম্ আনন্দমনিন্দৎ।।৫৪।।

রোষেণ, যথা হরিবংশে --

তস্যাঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজম্।
কুলেশয়পলাশাভ্যামবশ্যায়জলং যথা।।৫৫।।

যথা বা --

ভীমস্য চেদীশবধং বিদিৎসো রেজেঽশ্রুবিস্রাবি-রুযোপরক্তম্।
উদ্যন্মুখং বারিকণাবকীর্ণং সান্ধ্যত্বিষা গ্রস্তমিবেন্দুবিম্বম্।।৫৬।।

অনুবাদ। রোষজনিত, যথা হরিবংশে---পদ্মপত্র হইতে যেরূপ তুষারবিন্দু পতিত হয়, সেইরূপ সেই সত্যভামার নয়নদ্বয় হইতে প্রণয়কোপজাত জলধারা পড়িতেছিল। যথা বা---শিশুপালকে বধ করিতে ইচ্ছুক ভীমের জলধারাবর্ষী ও ক্রোধরক্ত মুখখানি জলকণাব্যাপ্ত সন্ধ্যাকালীন তুষারগ্রস্ত উদীয়মান চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।। ৫৫-৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্যাঃ সত্যভামায়াঃ কুশেশয়স্য পদ্মস্য পত্রাভ্যাং যথা নীহারং জলং সুস্রাব।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চেদীশস্য শিশুপালস্য সন্ধ্যাকালীন তুষারগ্রস্তং চন্দ্রবিম্বমিব।।৫৬।।

বিষাদেন, যথা শ্রীদশমে (১০।৬০।২৩) --

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধাবাক্।।৫৭।।

অনুবাদ। বিষাদজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যাগবাক্য শুনিয়া রুক্মিণী অরুণবর্ণ-নখশোভান্বিত সুকোমল চরণপদ্মদ্বারা ভূমি বিলিখন করিতে করিতে অঞ্জনাক্ত কৃষ্ণবর্ণ নেত্রজলে কুঙ্কুমরাগযুক্ত স্তনদ্বয় সিক্ত করিয়া অতিদুঃখে রুদ্ধকণ্ঠে অধোমুখী হইলেন।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অধোমুখী রুক্মিণী।।৫৭।।

অথ **প্রলয়ঃ** --

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ।।৫৮।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রলয়--যে ভাবে চেষ্টা ও জ্ঞানাদির অভাব দেখা যায়, এবংবিধ সুখদুঃখোত্থ সাত্ত্বিক ভাবকে 'প্রলয়' বলা হয়। এই প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাবসমূহ প্রকাশ পায়।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুখদুঃখাভ্যাং প্রলয়ো জাতঃ, চেষ্টাজ্ঞানাদের্নিরাকরণং যতঃ।।৫৮।।

তত্র **সুখেন**, যথা --

মিলন্তং হরিমালোক্য লতাপুঞ্জাদতর্কিতম্।
জ্ঞপ্তিশূণ্যমনা রেজে নিশ্চলাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা।।৫৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সুখজনিত প্রলয়, যথা---অতর্কিতরূপে লতাপুঞ্জ হইতে আসিয়া শ্রীহরিকে মিলিত হইতে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনা জ্ঞানশূন্যা ও নিশ্চলদেহা হইয়া শোভা পাইতেছিলেন।।৫৯।।

দুঃখেন, যথা শ্রীদশমে (১০।৩৯।১৫) --

অন্যাশ্চ তদনুধ্যান-নিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব।।৬০।।

অনুবাদ। দুঃখজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--সতত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানবশতঃ কোন কোন গোপীর নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পরমাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় ইহলোক কিংবা শরীর সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।।৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অক্রূরে ব্রজমাগতে সতি অন্যা ব্রজসুন্দর্য আত্মলোকম্ আত্মস্বরূপম্।।৬০।।

সর্বে হি সত্ত্বমূলত্বাদ্ভাবা যদ্যপি সাত্ত্বিকাঃ।
তথাপ্যমীষাং সত্ত্বৈকমূলত্বাৎ সাত্ত্বিকপ্রথা।।৬১।।
সত্ত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণতনুক্ষোভতারতম্যং স্যাৎ।
তত এব তারতম্যং সর্বেষাং সাত্ত্বিকানাং স্যাৎ।।৬২।।
ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ।
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্বিধাঃ।।৬৩।।
সাভূরিকালব্যাপ্তিত্বং বহ্বঙ্গব্যাপিতাঽপি চ।
স্বরূপেণ তথোৎকর্ষ ইতি বৃদ্ধিস্ত্রিধা ভবেৎ।।৬৪।।

অনুবাদ। যদিও সমস্ত ভাবকে সত্ত্বমূলক বলিয়া সাত্ত্বিক বলা যাইতে পারে, তাহা হইলেও স্তম্ভাদি আটটি একমাত্র সত্ত্ব হইতেই উৎপন্ন বলিয়া উহারাই সাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাত। সত্ত্বের তারতম্যবশতঃ প্রাণ ও দেহক্ষোভের তারতম্য হয়, এইহেতু সমস্ত সাত্ত্বিকেরই তারতম্য আছে। ইহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি প্রকার ভেদপ্রাপ্ত হয়। ঐ বৃদ্ধিও আবার বহুকালব্যাপিত্ব, বহু অঙ্গব্যাপিত্ব ও স্বরূপের উৎকর্ষভেদে ত্রিবিধ।।৬১-৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বে নৃত্যবিলুঠনাদয়ো ভাবা যদ্যপি সত্ত্বমূলত্বাৎ কৃষ্ণভাবাক্রান্ত-চিত্তত্বাৎ সাত্ত্বিকা ভবন্তি, তথাপি অমীষাং স্তম্ভাদীনামিতি অয়মর্থঃ---চিত্তস্য কৃষ্ণভাবনাক্রান্তত্বেঽপি যথা নৃত্যাদয়ঃ শ্রবণকীর্তনাদিবদ্ ভজনবিষয়ীকুর্বন্তি তথা স্তম্ভাদয় ইতি বিশেষো বোধ্যঃ। সাত্ত্বিকনাম্না প্রথা সাত্ত্বিক-প্রথা, সত্ত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণতনুক্ষোভ-তারতম্যং স্যাৎ, অতএব তারতম্যং সর্বেষাং সাত্ত্বিকানাং স্যাৎ।

যথোত্তরমিতি ধূমায়িতা-পেক্ষয়া জ্বলিতে বৃদ্ধিং প্রাপ্তা ইত্যাদি সা বৃদ্ধিঃ স্বরূপেণেতি। অল্পকালাল্পদেহ-ব্যাপিত্বেঽপি স্বত এব স্তম্ভো মহানিত্যর্থঃ।।৬১-৬৪।।

তত্র নেত্রাম্বুবৈস্বর্যবর্জনামেব যুজ্যতে।
বহ্বঙ্গব্যাপিতাঽমীষাং তয়োঃ কাপি বিশিষ্টতা।।৬৫।।
তত্রাশ্রূণাং দৃগৌচ্ছুণ্যকারিত্বমবদাততা।
অথা তারাতিবৈচিত্রী-বৈলক্ষণ্য-বিধায়িতা।
বৈস্বর্যস্য তু ভিন্নতে কৌণ্ঠ্য-ব্যাকুলতাদয়ঃ।।৬৬।।
ভিন্নত্বং স্থানবিভ্রংশঃ কৌণ্ঠ্যং স্যাৎ সন্নকণ্ঠতা।
ব্যাকুলত্বন্তু নানোচ্চনীচগুপ্তবিলুপ্ততা।।৬৭।।
প্রায়ো ধূমায়িতা এব রুক্ষাস্তিষ্ঠন্তি সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধাস্তু প্রায়শঃ সর্বে চতুর্ধৈব ভবন্ত্যমী।।৬৮।।

অনুবাদ। অশ্রু ও স্বরভেদ ব্যতীত অন্য সাত্ত্বিকভাবে সর্বাঙ্গব্যাপিত্ব আছে, কিন্তু অশ্রু ও স্বরভেদের অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যও বুঝিতে হইবে। অশ্রুর বৈশিষ্ট্য হইল--- চক্ষুর স্ফীততাকরণ, শ্বেতবর্ণতা, তারার বিচিত্রতাতিশয়-করণ। বৈস্বর্যের ভিন্নতাবশতঃ কণ্ঠরোধ ও ব্যাকুলতাদি প্রকাশিত হয়। 'ভিন্নতা'পদে স্থানবিভ্রংশ বোঝায় অর্থাৎ যাহাতে ঘর্ঘরাদি শব্দ হইয়া থাকে, উহাই বাচ্য, 'কৌণ্ঠ্য'পদে 'শব্দহীনতা' 'ব্যাকুলতা' পদে প্রতিক্ষণে বিবিধ প্রকরতা, কোন কোন সময় উচ্চ, কোন সময় নীচ, কোন সময় গুপ্ত, আবার কখনও বিলুপ্ত শব্দোচ্চারণ। রুক্ষ সাত্ত্বিকভাবসমূহই প্রায় ধূমায়িত হয়, স্নিগ্ধভাবসমূহ প্রায়শঃই ধূমায়িতাদি চতুর্বিধ হইয়া থাকে।।৬৫-৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নেত্রাম্বু-বৈস্বর্যভিন্নানাম্ অমীষাং সাত্ত্বিকানাং সর্বাঙ্গব্যাপিতা যুজ্যতে। তয়োর্নেত্রাম্বু বৈস্বর্যয়োরন্যা কাপি বিশিষ্টতা বোধ্যা।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অবদাততা-শ্বেততা অতিবৈচিত্রী সা অপি বৈলক্ষণ্যমতিশয়ঃ।।৬৬।।

মহোৎসবাদিবৃত্তেষু সদগোষ্ঠীতাণ্ডবাদিষু।
জ্বলন্ত্যুল্লাসিনঃ ক্বাপি তে রুক্ষা অপি কস্যচিৎ।।৬৯।।
সর্বানন্দচমৎকারহেতুর্ভাবো বরো রতিঃ।
এতে হি তদ্বিনা ভাবান্ন চমৎকারিতাশ্রয়াঃ।।৭০।।

অনুবাদ। মহোৎসবাদিতে উদ্ভূত সদ্‌গোষ্ঠী-তাণ্ডব নৃত্যাদিতে উল্লসিত কোনও ব্যক্তির রুক্ষভাবসমূহ ও জ্বলিত হয়। রতিই যখন সর্বানন্দচমৎকারকারণ তখন রতিকেই শ্রেষ্ঠভাব বলা যাইতে পারে। রতি ব্যতীত এই রত্যাভাসজ জ্বলৎসাত্ত্বিক রুক্ষাদি ভাবসমূহ ও চমৎকারিতাশ্রয় (অতিশয় উপাদেয়) হয় না, ভুক্তি মুক্তিকামিজনে জাত হইয়াও

ক্রমশঃ মঙ্গলকর হওয়ায় উপাদেয় হয়, কিন্তু জাতরতি জনে উৎপন্ন হওয়ায় অতিশয় উপাদেয় হয়।।৬৯-৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্থানবিভ্রংশ ইতি—যতঃ স্থান বিভ্রংশাৎ ঘর্ঘরাদিশব্দঃ স্যুরিতি-ভাবঃ। সন্নকণ্ঠতেতি যতঃ শব্দো নোদয়ত ইতি ভাবঃ। নানোচ্চেতি প্রতিক্ষণং তত্তন্নানাপ্রকারতেতি ভাবঃ। রুক্ষাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রায়ো ধূমায়িতা এব তিষ্ঠন্তি। মহোৎসবাদৌ উৎপন্নেষু সদ্‌গোষ্ঠী তাণ্ডবাদিষু উল্লাসিনঃ কস্যচ্চিদ্ ভক্তস্য রুক্ষা অপি সাত্ত্বিকা জ্বলিতা ভবন্তি।।৬৭-৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্মাদ্রতিঃ সর্বানন্দচমৎকারহেতুঃ, তস্মাৎ স এব বরো ভাবঃ। রতিং বিনাভাবাৎ এতে সাত্ত্বিকা ন চমৎকারিতাশ্রয়াঃ।।৭০।।

তত্র ধূমায়িতাঃ—

অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ।।৭১।।

যথা —

আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীর্তিং পক্ষ্মাগ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূৎ পুরোধাঃ।
যষ্টা দরোচ্ছ্বসিতলোমকপোলমীষৎ-প্রসিন্নানাসিকমুবাহ মুখারবিন্দম্।।৭২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ধূমায়িত—এই সাত্ত্বিকসমূহ একক বা অন্য একটি ভাবের সহিত যুক্ত হইয়া ঈষৎ ব্যক্ত হইলেও যদি গোপন রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'ধূমায়িত' বলে। যথা—যাজ্ঞিক পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের অঘনাশনকীর্তিগাথা শ্রবণ করিয়া চক্ষুর পদ্মাগ্রে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহন করিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল ঈষৎ পুলকিত হইল এবং নাসিকায় যৎসামান্য স্বেদবিশিষ্ট মুখারবিন্দ ধারণ করিলেন।।৭১-৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অমী স্তম্ভাদয়ো ভাবা অদ্বিতীয়া এক এব স্তম্ভ ইত্যর্থঃ। পুরোধা পুরোহিতঃ। অঘহরাং কৃষ্ণস্য কীর্তিমাকর্ণয়ন্ সন্ অশ্রুবিশিষ্টোঽভূৎ, যষ্টা যজ্ঞকর্তা তাদৃশকপোলবিশিষ্টং প্রস্বিন্ননাসিকং চ মুখমুবাহ।।৭১-৭২।।

অথ জ্বলিতাঃ —

তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্তিতাঃ।।৭৩।।

অনুবাদ। অতঃপর জ্বলিত—যদি দুই তিনটি সাত্ত্বিক ভাব যুগপৎ সমুদিত হয় এবং কষ্টে গোপন করা হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে 'জ্বলিত' বলে।।৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তে সাত্ত্বিকাঃ দ্বৌ এয়ো বা ভূত্বা।।৭৩।।

যথা —

ন গুঞ্জামাদাতুং প্রভবতি করঃ কম্পতরলো
দৃশৌ সাস্রে পিঞ্ছং ন পরিচিনুতঃ সত্বরকৃতি।

ক্ষমাবূরূ স্তব্ধৌ পদমপি ন গন্তুং তব সখে
বনাদ্বংশীধ্বানে পরিসরমবাপ্তে শ্রবণয়োঃ।।৭৪।।

অনুবাদ। যথা-(শ্রীকৃষ্ণপরিচর্যারত কোনও সেবককে অন্য সেবক বলিতেছেন)—হে সখে! তোমার কর্ণবিবরে বন হইতে বংশীরব প্রবেশ করিলে তোমার হস্ত কম্পিত হইয়া গুঞ্জা গ্রহণ করিতে পারে না, অশ্রুব্যাপ্ত লোচনদ্বয় সত্বর ময়ূরপিঞ্ছ চিনিতে পারে না, ঊরুযুগল স্তব্ধ হইয়া একপদও চলিতে পারে না।।৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণস্য পরিচর্যায়াং রতং কঞ্চিদ্দাসম্ অন্যদাস আহ—হে সখে! তব শ্রবণয়োঃ পরিসরং বংশীধ্বানে প্রাপ্তে সতি কম্পতরলঃ তব করঃ গুঞ্জামাদাতুং ন প্রভবতি। সত্বরকৃতি যথা স্যাত্তথা ময়ূর পিচ্ছং ন ন পরিচিনুতে। সত্বরকৃতীত্যনেন বিলম্বেন তু তত্তৎ কর্তুং শক্নোতীতি প্রাপ্তে কম্পাদেঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং শক্যত্বমায়া-তম্।।৭৪।।

যথা বা —

নিরুদ্ধং বাষ্পান্তঃ কথমপি ময়া গদ্‌গদগিরো
হ্রিয়া সদ্মো গূঢ়া সখি! বিঘটিতো বেপথুরপি।
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গিতময়ে
তথাপ্যূহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ।।৭৫।।

অনুবাদ। যথা বা--হে সখি! গিরিগহ্বরে বেণু ধ্বনি হইলে আমি কোন প্রকারে বাষ্পজল সম্বরণ করিলাম, লজ্জাবশতঃ গদ্‌গদবাক্যগুলিকে সদ্য গোপন করিলাম, কম্পও গোপন করিলাম, তথাপি কিন্তু পরিজনবৃন্দ আমার মনে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণানুরাগ-বিষয়ে বিতর্ক করিয়াছিল।।৭৫।।

অথ **দীপ্তাঃ** —

প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্‌গতাঃ।
সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ।।৭৬।।

অনুবাদ। অতঃপর দীপ্ত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিনটি বা পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাব যদি এক কালেই উদিত হয় এবং উহাদিগকে সম্বরণ করিতেও না পারা যায় তাহা হইলেই ধীরগণ তাহাকে 'দীপ্ত' নামক সাত্ত্বিকভাব বলেন।।৭৬।।

যথা —

ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলো
ন গদ্‌গদনিরুদ্ধবাক্ প্রভুরভূদুপশ্লোকনে।
ক্ষমোঽজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রুপূরঃপুরো
মধুদ্বিষি পরিস্ফুরত্যবশমূর্তিরাসীন্মুনিঃ।।৭৭।।

যথা বা --

কিমুন্মীলত্যস্রে কুসুমজরজো গঞ্জসি মুধা
সরোমাঞ্চে কম্পে হিমমনিলমাক্রোশসি কুতঃ?
কিমূরুস্তম্ভে বা বনবিহরণং দ্বেক্ষি সখি! তে
নিরাবাধা রাধে! বদতি মদনাধিং স্বরভিদা।।৭৮।।

অনুবাদ। যথা--নারদমুনি সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এমন অবশ হইলেন যে কম্পহেতু দীর্ঘক্ষণ বীণাবাদনে অসমর্থ হইলেন, বাক্য গদ্‌গদ হওয়ায় স্তব করিতে পারিলেন না, নয়ন অশ্রুপূরিত হওয়ায় দর্শন করিতেও অশক্ত হইলেন। যথা বা---হে সখি রাধে! নয়নে অশ্রুর উদয়ে নিরর্থক কেন পুষ্প-পরাগের প্রতি গঞ্জনা করিতেছ? সরোমাঞ্চ কম্প হইলেও কেন শীতল বায়ুকে দোষ দিতেছ? ঊরুস্তম্ভ ঘটিলেও কেন বনভ্রমণের প্রতি দ্বেষ করিতেছ? স্বরভেদেই ত' তোমার মদনব্যাধি পরিস্ফুট করিতেছে, তখন ছল করিয়া আর কি হইবে? ৭৭-৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কম্পাকুলঃ সন্ উপবীণনে বীণাগানে শক্তিং ন অধত্ত।।৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অশ্রে নেত্রজলে উন্মীলতি সতি মুধা ব্যর্থং কুসুমরজঃ গঞ্জসি। নিরাবাধা ছলেন নান্যথা কর্তুম্ শক্যা। স্বরভিদা এব মদনাধিং বদতি।।৭৮।।

অথ **উদ্দীপ্তাঃ** --

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব এব বা।
আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্তিতাঃ।।৭৯।।

যথা --

অদ্য স্বিদ্যতি বেপতে পুলকিভির্নিষ্পন্দতামঙ্গকৈ-
র্ধত্তে কাকুভিরাকুলং বিলসতি ম্লায়ত্যনল্পোষ্মভিঃ।
স্তিম্যত্যম্বুভিরম্বকস্তবকিতৈঃ পীতাম্বরোড্ডামরং
সদ্যস্ত্বদ্বিরহেণ মুহ্যতি মুহুর্গোষ্ঠাধিবাসী জনঃ।।৮০।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপ্ত--এককালেই পাঁচ, ছয় বা সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই হইয়া যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে, তাহা হইলেই তাহারা 'উদ্দীপ্ত' নামে কথিত হয়। যথা--হে পীতাম্বর! অদ্য তোমার বিরহে গোকুলবাসী জনগণ ঘর্ম, কম্প, পুলক ও স্তম্ভ ধারণ করিয়া আকুল হইয়া কাকুবাক্য প্রয়োগে বিলাপ করিতেছেন, অতিশয় তাপে ম্লান হইয়াছেন, চক্ষুর্দ্বয় স্থির হওয়ায় স্তবকবৎ হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরত স্থূল জলপাতে তাঁহারা সিক্ত হইয়াছেন, আহা! সদ্যই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মূর্ছিত হইতেছেন।।৭৯-৮০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উড্ডামরম্ উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা মুহুর্মুহ্যতি। পুলকিভিরঙ্গৈর্বেপতে। কাকুভির্বিলপতি। অম্বকে নেত্রে স্তবকিতৈর্নেত্রেষু স্থিরত্বাৎ স্তবকবদাচরদ্ভিরম্বুভিঃ স্তিম্যতি আর্দ্রী ভবতি।।৮০।।

উদ্দীপ্তা এব সূদীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি।।৮১।।

অনুবাদ। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসমূহই মনোভাবে সূদ্দীপ্ত হয়, উহাতে যাবতীয় সাত্ত্বিক ভাবই অতিশয় প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে।।৮১।।

কিঞ্চ --

অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা বিলিখ্যন্তে চতুর্বিধাঃ।।৮২।।
রত্যাভাসভবাস্তে তু সত্ত্বাভাসভবাস্তথা।
নিঃসত্ত্বাশ্চ প্রতীপাশ্চ যথাপূর্বমমী বরাঃ।।৮৩।।

অনুবাদ। আরও---অতঃপর এস্থলে চতুর্বিধ সাত্ত্বিকাভাস বলা হইতেছে,---সাত্ত্বিকবৎ প্রতীয়মান, অথচ প্রাকৃত সাত্ত্বিক নয় এইরূপ রত্যাভাসভব, সত্ত্বাভাসভব, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপভেদে চারি প্রকার সাত্ত্বিকাভাস। ইহাদের পূর্ব পূর্বটি উত্তরোত্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।।৮৩।।

তথ্য। রতির প্রতিবিম্ব বা ছায়া হইতে উৎপন্ন হইলে 'রত্যাভাসভব', হর্ষবিস্ময়াদির আভাসদ্বারা চিত্ত অধিকৃত হইলে 'সত্ত্বাভাসভব', হর্ষবিস্ময়াদির আভাসও অন্তর বাহির স্পর্শ না করিলে 'নিঃসত্ত্ব' এবং বিরুদ্ধভাব উৎপন্ন হইলে 'প্রতীপ' হয়।।৮২-৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রতেঃ প্রতিবিম্বত্বে ছায়াত্বে চ সতি রত্যাভাসভবত্বম্। মুদবিস্ময়াদ্যাভাস-মাত্রাক্রান্তচিত্তত্বে সত্বাভাসভবত্বম্। মুদ্‌বিস্ময়াদ্যাভাসস্যাপ্যন্তঃ করণা স্পর্শে বহিরপ্যস্পর্শে নিঃসত্ত্বম, প্রতীপাস্ত বিরোধিভাবভবত্বাদ্ দ্বেষ্যা এবেতি ভাবঃ।।৮৩।।

তত্র আদ্যাঃ --

মুমুক্ষুপ্রমুখেষ্বাদ্যা রত্যাভাসাৎ পুরোদিতাৎ।।৮৪।।

যথা --

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ।।৮৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রত্যাভাসভব---পূর্বোক্ত রত্যাভাসবশতঃ মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস লক্ষিত হয়। যথা---বারাণসীবাসী কোন এক ব্যক্তি যতিগোষ্ঠীতে হরিচরিত যথেচ্ছ গান করিতে করিতে পুলকিত হইয়া অশ্রুধারায় গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়াছেন।।৮৪-৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বারাণসীতি অত্র তন্নিবাসাদিনা মুমূক্ষুত্বং গম্যতে মুমূক্ষুষু মোক্ষেচ্ছয়া ভজনং কুর্বৎসু।।৮৫।।

অথ **সত্ত্বাভাসভবাঃ** –

মুদ্বিস্ময়াদেরাভাসঃ প্রোদ্যন্ জাত্যা শ্লথে হৃদি।
সত্ত্বাভাস ইতি প্রোক্তঃ সত্ত্বাভাসভবাস্ততঃ।।৮৬।।

যথা --

জরন্মীমাংসকস্যাপি শৃন্বতঃ কৃষ্ণবিভ্রমম্।
হৃষ্টায়মানমনসো বভূবোৎপুলকং বপুঃ।।৮৭।।

যথা বা --

মুকুন্দচরিতামৃতামৃতপ্রসরবর্ষিণস্তে ময়া
কথং কথনচাতুরীমধুরিমা গুরুর্বর্ণ্যতাম্।
মুহূর্তমতদর্থিনো বিষয়িণোঽপি যস্যাননা-
ন্নিশম্য বিজয়ং প্রভোর্দধতি বাষ্পধারামমী।।৮৮।।

অনুবাদ। অতঃপর সত্ত্বাভাসভব--স্বভাবতঃ শিথিল হৃদয়ে হর্ষবিস্ময়াদির আভাসও উৎপন্ন হইলে তাহা 'সত্ত্বাভাস' নামে কথিত হয়, সত্ত্বাভাস হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহকেই 'সত্ত্বাভাসভব' বলা হয়। যথা--শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তিবর্জিত প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্তে হর্ষ ও দেহে উচ্চ পুলক দেখা দিয়াছিল। যথা বা---মুকুন্দ চরিতামৃতরাশি বর্ষণশীল তোমার বচনচাতুর্যের মহামহিমা কিরূপে বর্ণন করিব? অনধিকারী বিষয়ী জনেরাও তোমার মুখ হইতে প্রভুর বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছে।।৮৬-৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাবক্রান্তস্য চিত্তস্যৈব সত্বতয়া সঙ্কেতিত্বাৎ মুদ্‌বিস্ময়াদেরাভাসো যদ্যস্মিন্ তচ্চিত্তমিতি বক্তব্যে মুদাদ্যাভাস এব সত্ত্বাভাস ইত্যুক্তিস্তৎকারণাতিশয় বিবক্ষয়া, আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ। জরন্মীমাংসকস্য ভক্তিরহিতস্য।।৮৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুকুন্দচরিতামৃতস্য সমূহ-বর্ষিণস্তব গুরুঃ কথনচাতুর্যমধুরিমা ময়া কথং বর্ণ্যতাম্। যস্য তব আননাৎ প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিজয়ং নিশম্য শ্রুত্বা অমী জনা বিষয়িণঃ, তত্রাপি ন তস্মিন্ কথাশ্রবণেঽর্থিনোঽপি মুহূর্তং ব্যাপ্য বাষ্পধারাং দধতি।।৮৮।।

অথ **নিঃসত্ত্বাঃ** –

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।৮৯।।

অনুবাদ। অতঃপর নিঃসত্ত্ব--স্বভাবতঃ যাহাদের পিচ্ছিলচিত্ত (অন্তরে কঠিন কিন্তু বাহিরে কোমল), কিংবা যাহারা ক্রন্দনাদির অভ্যাসপরায়ণ, তাহাদের সত্ত্বাভাস না

হইলেও কোনও সময় অশ্রুপুলকাদি হইতে পারে।।৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিসর্গাৎ স্বভাবতঃ এব পিচ্ছিলমন্তঃকরণং যস্য তস্মিন্ রোদনাদ্য-ভ্যাসপরেঽপি।।৮৯।।

যথা --

নিশময়তো হরিচরিতং, ন হি সুখদুঃখাদয়োঽস্য হৃদি ভাবাঃ।

অভিনিবেশাজ্জাতা, কথমস্রবদস্রমশ্রান্তম্?।।৯০।।

অনুবাদ। যথা--হরিচরিত-শ্রবণকারীর হৃদয়ে অভিনিবেশশূন্যতায় সুখদুঃখাদি ভাবের অনুদয়েও কিরূপে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা পাত হইল।।৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উপরি শ্লথম্ অন্তঃ কঠিনং নাম পিচ্ছিলত্বম্। তদ্রূপত্বান্ন ক্বাপি স্থিরম্। শ্লথত্বন্তু অন্তর্বহিরপ্যকাঠিণ্যম্। তদ্রূপত্বাদ্ যত্র কুত্রাপি সংসজ্জ্যমানমিতি দ্বয়োর্ভেদঃ। অশ্রান্তং সততম্। অশ্রং নেত্রজলম্।।৯০।।

প্রকৃত্যা শিথিলং যেষাং মনঃ পিচ্ছিলমেব বা।

তেষ্বেব সাত্ত্বিকাভাসঃ প্রায়ঃ সংসদি জায়তে।।৯১।।

অনুবাদ। যাহাদের মন স্বাভাবিক শিথিল বা পিচ্ছিল, তাহাদেরই মহোৎসব-কীর্তন সভাদিতে প্রায়শঃ সত্ত্বাভাস উদিত হয়।।৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সংসদি মহোৎসবকীর্তন সভায়াং।।৯১।।

অথ **প্রতীপাঃ** –

হিতাদন্যস্য কৃষ্ণস্য প্রতীপাঃ ক্রুত্ভয়াদিভিঃ।।৯২।।

তত্র ক্রুধাঃ, যথা হরিবংশে –

তস্য প্রস্ফুরিতৌষ্ঠস্য রক্তাধরতটস্য চ।

বক্ত্রং কংস্য রোষেণ রক্তসূর্যায়তে তদা।।৯৩।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রতীপ--শ্রীকৃষ্ণের শত্রু অসুর প্রভৃতিতে ক্রোধভয়াদিদ্বারা যে সাত্ত্বিকাভাস লক্ষিত হয় তাহা 'প্রতীপ'। তন্মধ্যে ক্রোধজনিত প্রতীপ, যথা হরিবংশে--লোহিতাধর ও প্রস্ফুরিতৌষ্ঠ কংসের মুখ তখন ক্রোধে লোহিতবর্ণ সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।।৯২-৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণস্য হিতাৎ অন্যত্র অসুরে।।৯২।।

ভয়েন, যথা --

ম্লানাননঃ কৃষ্ণমবেক্ষ্য রঙ্গে সিম্বেদ মল্লস্ত্বধিভালশুক্তি।

মুক্তিশ্রিয়াং সুষ্ঠু পুরো মিলন্ত্যামত্যাদরাৎ পাদ্যমিবাজহার।।৯৪।।

অনুবাদ। ভয়জনিত, যথা--রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ম্লানমুখ মল্লের

কপালরূপ শুক্তিতে স্বেদবিন্দু দেখা গেল, মনে হইল যেন অগ্রস্থিতা মুক্তিশ্রীকে অতিযত্নে পাদ্যপাত্রে (কপালরূপা শুক্তিতে) পাদ্য অর্পণ করিল।।৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রঙ্গভূমৌ কৃষ্ণমবেক্ষ ম্লানাননো মল্লঃ অধিভালশুক্তি কপালরূপ-শুক্তৌ বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ পাদ্যপাত্রে সিস্বেদ। উৎপ্রেক্ষামাহ—মুক্তিশ্রিয়াং পুরো মিলন্ত্যাং সত্যাম্ অত্যাদরাৎ পাদ্যমিব আজহার।।৯৪।।

যথা বা —

প্রবাচ্যমানে পুরতঃ পুরাণে নিশম্য কংসস্য ভয়াতিরেকম্।
পরিপ্লবান্তঃকরণঃ সমন্তাৎ কশ্চিৎ পরিম্লানমুখস্তদাসীৎ।।৯৫।।

অনুবাদ। যথা বা—সম্মুখে পুরাণ পাঠ করা হইতেছিল, তাহাতে কংসের ভয়াতিশয্য শ্রবণ করিয়া জনৈক অসুরস্বভাব জনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হওয়ায় মুখও মলিন হইয়া গেল।।৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কথং কেন প্রবাচ্যমানে পুরাণে কংসস্য ভয়াতিরেকং নিশম্য কশ্চিদাসুরস্বভাবঃ পরিপ্লবান্তঃ করণঃ ক্ষুব্ধান্তঃকরণঃ তদা প্রবিম্লানমুখ আসীৎ।।৯৫।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে সাত্ত্বিকলহরী।।৩।।

নাস্ত্যর্থঃ সাত্ত্বিকাভাসকথনে কোঽপি যদ্যপি।
সাত্ত্বিকানাং বিবেকায় দিক্ তথাপি প্রদর্শিতা।।৯৬।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে সাত্ত্বিকলহরী তৃতীয়া।

অনুবাদ। যদিও সাত্ত্বিকাভাস-বর্ণনার কোন আবশ্যক নাই, তাহা হইলেও সাত্ত্বিকভাবসমূহের পরিজ্ঞানহেতু এস্থানে দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল।।৯৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে
সাত্ত্বিকলহরী-নাম্নী তৃতীয় লহরীর বঙ্গানুবাদ।



ব্যভিচার্য্যাখ্যা চতুর্থ-লহরী

অথ **ব্যভিচারিণঃ** –

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।।১।।
বাগঙ্গ-সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যাভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।।২।।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্মিবদ্বর্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে।।৩।।

অনুবাদ। ব্যভিচারি-নামিকা চতুর্থলহরী। অতঃপর ব্যভিচারী---অনন্তর তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের প্রসঙ্গ হইতেছে। বিশেষভাবে আভিমুখ্যে (বিশেষ সাহায্য করিয়া) স্থায়িভাব-প্রতি চরণশীল, কিন্তু বাক্য, দেহ বা সত্ত্ব (অন্তঃকরণধর্ম)-দ্বারা যাহারা সংসূচিত হয়, তাহাদিগকে 'ব্যভিচারি'- ভাব বলা হয়। উহারা ভাবের গতি সঞ্চারণ করে বলিয়া উহাদিগকে 'সঞ্চারী'ও বলা হইয়া থাকে। ব্যভিচারিভাবসমূহ তরঙ্গের ন্যায় স্থায়িভাবরূপ সুধাসিন্ধুতে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া স্থায়িসিন্ধুকে বৃদ্ধি পূর্বক তাহাতেই লয় হইয়া যায় অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে জাত হইয়া সমুদ্রকেই বর্ধিত করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়, সেইরূপ ব্যভিচারিভাবসমূহও স্থায়িভাব হইতে জন্মিয়া স্থায়িভাবের বৃদ্ধি করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়।।১-৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্যভিচারিপদস্যাবয়ব-বুৎপত্ত্যা লক্ষণমাহ বিশেষেণেতি। বিশেষেণাভিমুখ্যেন বিশেষসাহায্যেন যে ভাবাঃ স্থায়িনং প্রতি চরন্তি অথচ বচসা অঙ্গেন বা সত্ত্বেনান্তঃকরণধর্মেণ বা সূচ্যাঃ সূচিতাস্তে ব্যভিচারিণো জ্ঞেয়াঃ। এবং তে ভাবাঃ সঞ্চারিপদেনাপ্যুচ্যন্তে। অতস্তৎপদস্যাপি অবয়ব-ব্যুৎপত্ত্যা লক্ষণমাহ সঞ্চারয়ন্তীতি।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উন্মজ্জন্তীতি-ঊর্মির্যথা সমুদ্রাদুৎপদ্য সমুদ্রমেব বর্ধয়তি, পশ্চাত্তত্রৈব লীনো ভবতি, তদ্বদ্ ব্যভিচারিভাবা অপি স্থায়িনঃ সকাশাদুৎপদ্য এনং বর্ধয়তি, পশ্চাৎ তত্রৈব লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ।।৩।।

নির্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্বৌ।
লঙ্কা-ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।।৪।।
মোহো স্মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তা-মতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ।।
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ।।৬।।

অনুবাদ। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, আপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ—এই তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাব নামে অভিহিত।।৪-৬।।

তত্র নির্বেদঃ—

মহার্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্।
স্বাবমাননমেবাত্র নির্বেদ ইতি কথ্যতে।
অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদৈন্য নিঃশ্বসিতাদয়ঃ।।৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নির্বেদ—অতিশয় আর্তি, বিয়োগ, ঈর্ষা, সদ্বিবেক (অকর্তব্য করিলে ও কর্তব্য না করিলে যে শোচনা) প্রভৃতি দ্বারা কল্পিত স্বীয় অবমাননাকেই 'নির্বেদ' বলা হয়। এই নির্বেদ চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিঃশ্বাসাদি প্রকাশ পায়।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মহার্ত্যাদিভিঃ কল্পিতং স্বস্যাবমাননমেব নির্বেদঃ। অত্র চিন্তাদয়ো নির্বেদজন্যাঃ। সদ্বিবেকোঽত্রাকর্তব্যস্য কৃতত্বে কর্তব্যস্য চাকৃতত্বে শোচনময়ো জ্ঞেয়ঃ।।৭।।

তত্র **মহার্ত্যা**, যথা –

হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফলপুণ্যফলৈর্নঃ।
এহি কালিয়হ্রদে বিষবহ্নৌ স্বং কুটুম্বিনি! হঠাজ্জুহবাম।।৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অতিশয় আর্তিজাত নির্বেদ, যথা—অয়ি কুটুম্বিনি যশোদে! আমাদের এই পুণ্যহীন 'কুৎসিতশরীর পালন করিয়া আর কি লাভ? এস, আমরা কালিয়হ্রদে বিষানলে আত্মশরীর সহসা আহুতি দিব।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুৎসিতো হতো হতক এবং ভূতৈর্দেহৈঃ কিং প্রয়োজনম্? হে কুটুম্বিনি যশোদে! এহি স্বং দেহং বহ্নৌ জুহবাম। ন ইতি বহুবচনম্ অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি পাণিনিস্মরণাৎ দেহহতকৈরিত্যত্র বহু জনতাপেক্ষয়া।।৮।।

বিপ্রয়োগেণ, যথা –

অসঙ্গমান্মাধবমাধুরীণামপুষ্পিতে নীরসতাং প্রযাতে।
বৃন্দাবনে শীর্যতি বা কুতোঽসৌ প্রাণিত্যপুণ্যঃ সুবলো দ্বিরেফঃ।।৯।।

অনুবাদ। বিয়োগে, যথা—হায়, পুণ্যবর্জিত সুবলরূপ এই বর্বর, মাধবের (কৃষ্ণের) মাধুর্যবিহীনতায় অপুষ্পিত, নীরস ও শীর্ণপ্রায় বৃন্দাবনে কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে? পক্ষান্তরে অনাগমনে অপুষ্পিত, শ্রীরহিত ও শুষ্কপ্রায় বৃন্দাবনে কি ভ্রমর বাঁচিতে পারে?।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুবলরূপো দ্বিরফো বর্বর মাধবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুরীণামসঙ্গমাৎ অপুষ্পিতে বৃন্দাবনে কথং প্রাণিতি জীবতি? পক্ষে দ্বিরফো ভ্রমর, মাধবো বসন্তঃ।।৯।।

যথা বা দানকেলি কৌমুদ্যাম্ —

ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম।

তমবিলোকয়তোরবিলোচনিঃ সখি! বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োঃ।।১০।।

অনুবাদ। যথা বা দানকেলীকৌমুদীতে--হে সখী! মাধবের গুণানুবাদ যদি শ্রবণ করিতে না পারি তবে আমার কর্ণ দুইটি সুষ্ঠু বধির হউক, তাঁহার অদর্শনে এই চক্ষুদ্বয় অন্ধ হউক!১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাধবোজল্পমশৃণ্বতোর্মম কর্ণয়োরশ্রবণির্বাধির্যং ভবতু। এবং লোচনয়োর-বিলোকনিরান্ধ্যং ভবতু।।১০।।

ঈর্ষ্যয়া, যথা হরিবংশে সত্যাদেবীবাক্যম্ —

শ্রোতব্য যদি তাবৎ সা নারদেন তবাগ্রতঃ।

দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনুশব্দিতঃ ? ১১।।

অনুবাদ। ঈর্ষায়, যথা হরিবংশে সত্যাদেবীবাক্য—নারদ যদি তোমার সমীপেও তাহারই (রুক্মিণীরই) প্রশংসা করিল, তাহা হইলে মাদৃশ দুর্ভগাজনকে ডাকা হইল কেন ?।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে কৃষ্ণ! তবাগ্রতঃ সা রুক্মিণী কিমর্থং তেন মুনিনা শব্দিতঃ? সত্যভামায়া এতাদৃশ সৌভাগ্যং নাস্তীতি শব্দপ্রয়োগঃ কথং কৃতঃ।।১১।।

সদ্বিবিকেন, যথা শ্রীদশমে (১০।৫১।৪৭) —

মমৈষ কালোঽজিত! নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।

মর্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোষভূম্বাসসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া।।১২।।

অনুবাদ। সদ্বিবেকজাত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে (মুচুকুন্দ বলিলেন)--হে অজিত! আমিও দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত, পুত্র-স্ত্রী-কোশ রাজত্বের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত ও রাজ্যসম্পদে অতিমত্ত হইয়া এতকালাবধি দুরন্ত চিন্তাতেই বৃথা কাটাইয়াছি।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মমৈষ ইতি মুচুকুন্দ-বাক্যম্।।১২।।

অমঙ্গলমপি প্রোচ্য নির্বেদঃ প্রথমং মুনিঃ।

মেনেঽমুং স্থায়িনং শান্ত ইতি জল্পন্তি কেচন।।১৩।।

অনুবাদ। কেহ কেহ বলেন ভরতমুনি অমঙ্গলরূপ নির্বেদকেও প্রথমে পাঠ করিয়া শান্তরসে নির্বেদেরই স্থায়িত্ব মানিয়াছেন।

তথ্য। গোস্বামী-মহোদয়ের মতে শান্তরসে শান্তাখ্যা রতিরই স্থায়িভাবতা নির্ধারিত হইলেও এখানে নির্বেদের প্রথমোক্তি শ্রীভরতমুনির বচনের অনুবাদরূপেই ধরিতে হইবে।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু ব্যভিচারিগণনায়াং অমঙ্গলস্য নির্বেদস্য প্রথমতঃ কথং গণনা কৃতা তত্রাহ অমঙ্গলমিতি। মুনিস্তং প্রথমং প্রোচ্য শান্তরসে অমুং নির্বেদং স্থায়িনং মেনে। তথাচ তস্যা অমঙ্গলত্বেঽপি স্থায়িভাবত্বেন প্রাধান্যাৎ প্রথমত উক্তিঃ সঙ্গতেতি ভাবঃ। অত্র তু নির্বেদস্য প্রথমোক্তিস্তু মুনিবচনানুবাদ-রূপত্বাদিতি ভাবঃ।।১৩।।

অথ বিষাদঃ –

ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা।।১৪।।
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্।
বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ।।১৫।।

অনুবাদ। অতঃপর বিষাদ--ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে, প্রারব্ধকার্যের অসিদ্ধিতে, বিপত্তিতে ও অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ ঘটে, তাহাকে 'বিষাদ' বলা হয়। বিষাদে উপায় ও সহায়ের অন্বেষণ, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি লক্ষিত হয়।।১৪-১৫।।

তত্র **ইষ্টানবাপ্তিতো**, যথা --

জরাং যাতা মূর্তির্মম বিবশতাং বাগপি গতা
মনোবৃত্তিশ্চেয়ং স্মৃতিবিধুরতা-পদ্ধতিমগাৎ।
অঘধ্বংসিন্! দূরে বসতু ভবদালোকনশশী
ময়া হন্ত প্রাপ্তো ন ভজনরুচেরপ্যবসরঃ।।১৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে, যথা--হে অঘবিনাশন! আমার দেহ জরাজীর্ণ, বাক্য অবশ হইয়াছে, মনোবৃত্তিও ভবদীয় স্মৃতিহীন হইয়াছে, ভবদীয় দর্শনরূপ চন্দ্র ত' দূরে রহুক, হায়! এতাবদবধি আমি ভজনরুচির অবসরও পাইলাম না।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মূর্তির্জরাং প্রাপ্তা, তেন বৃন্দাবনাদৌ গমনসামর্থ্যং গতম্। মনোবৃত্তিশ্চ ভবৎ-স্মৃতের্বিধুরতা-পদবীমভাবপদবীমগাৎ। হে অঘধ্বংসিন্! ভবদালোকন-রূপচন্দ্রো দূরে বসতু, কিন্তু ভজনেত্যাদি।।১৬।।

প্রারব্ধকার্যাসিদ্ধেঃ, যথা --

স্বপ্নে ময়াদ্য কুসুমানি কিলাহৃতানি যত্নেন তৈর্বিরচিতা বনমালিকা চ।
যাবন্মুকুন্দ-হৃদি হন্ত নিধীয়তে সা হা তাবদেব তরসা বিররাম নিদ্রা।।১৭।।

অনুবাদ। প্রারব্ধকার্যের অসিদ্ধিতে যথা--অদ্য স্বপ্নে আমি পুষ্পচয়ন করিয়াছি, যত্নপূর্বক তদ্দ্বারা মাল্যও গাঁথিলাম। অথচ হায়! যখনই উহা শ্রীকৃষ্ণগলে অর্পণ করিতেছি সেই সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।।১৭।।

বিপত্তেঃ, যথা --

কথমনায়ি পুরে ময়কা সুতঃ কথমসৌ ন নিগৃহ্য গৃহে ধৃতঃ ?

অমুমহো বত দন্তিবিধুন্তুদো বিধুরিতং বিধুমত্র বিধিৎসতি।।১৮।।

অনুবাদ। বিপত্তিতে, যথা--(নন্দ মহারাজ কহিলেন)--হায়! আমি কিজন্য পুত্রকে মথুরায় আনিলাম? কেনই বা উহাকে গৃহে শাসন করিয়া ধরিয়া রাখিলাম না? আহা! এখন এই কৃষ্ণচন্দ্রকে কুবলয়াপীড় নামক হস্তিরূপ রাহু কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিতেছে।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কথমনায়ীতি শ্রীব্রজেন্দ্রবচনম্। অমুং শ্রীকৃষ্ণরূপবিধুং তুদতি বিধুন্তুদঃ কুবলয়াপীড়হস্তিরূপরাহুঃ বিধুরিতং দুঃখিতং বিধিৎসতি কর্তুমিচ্ছতি।।১৮।।

অপরাধাৎ, যথা শ্রীদশমে (১০।১৪।৯) --

পশ্যেশ! মেঽনার্যমনন্ত আদ্যে পারত্মনি ত্বয্যপি মায়ি-মায়িনি।

মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ।।১৯।।

অনুবাদ। অপরাধ হইতে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--হে প্রভো, আমার অন্যায় ব্যবহার দেখুন! আমি মায়াবাদিগণেরও মোহোৎপাদক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম! অহো! অগ্নি হইতে উৎপন্ন জ্বালা যেমন অগ্নির প্রতি স্বপ্রভাবপ্রচারে অসমর্থ হয়, আমিও সেইরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়াও আপনার প্রতি প্রভাববিস্তার করিতে কিছুমাত্র সক্ষম নহি।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পশ্যেশেতি ব্রহ্মবাক্যম্।।১৯।।

যথা বা --

স্যমন্তকমহং হৃত্বা গতো ঘোরাস্যমন্তকম্।

করবৈ তরণীং কাং বা ক্ষিপ্তো বৈতরণীমনু? ২০।।

অনুবাদ। যথা বা---(অক্রূর চিন্তা করিলেন--) স্যমন্তকমণি হরণ করিয়া ত' ভয়ঙ্কর মুখ যমের আলয়েই গিয়াছি! এখন বৈতরণীতে নিক্ষিপ্ত আমি কাহাকেই বা তরণী করিব? ২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঘোরমাস্যং মুখং যস্য তম্ অন্তকং গতঃ। অতএব বৈতরণ্যাং ক্ষিপ্তোঽহং কিংবা তরণীং করবৈ।।২০।।

অথ **দৈন্যম্** –

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু দীনতা।

চাটুকৃন্মান্দ্য-মালিন্য-চিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ।।২১।।

অনুবাদ। অতঃপর দৈন্য--দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে নিজবিষয়ে

অতিহেয়তা-বুদ্ধি হয়, তাহাই 'দীনতা'। এই দীনতায় চাটু, হৃদয়ের অপটুতা, মালিন্য, চিন্তা ও জাড্যতাদি প্রকাশিত হয়।।২১।।

তত্র দুঃখেন, যথা শ্রী দশমে (১০।৫১।৫৭) –

চিরমিহ বৃজিনার্তস্তপ্যমানোঽনুতা পৈরবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ! সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্নভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ! ২২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে দুঃখে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—(মুচুকুন্দ বলিলেন--) হে শরণদ, পরমাত্মন, ঈশ! আমি ইহ সংসারে দীর্ঘকালযাবৎ কর্মফলভোগে ক্লিষ্ট হইয়াছি, অনুতাপে সন্তপ্ত, অবিতৃপ্ত ইন্দ্রিয়শত্রুদের তাড়নায় শান্তিশূন্য হইয়া দৈববশতঃ অভয়, অশোক ও অমৃতস্বরূপ ভবদীয় চরণকমল প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।।২২।।

ত্রাসেন, যথা প্রথমে (১।৮।১০) –

অভিদ্রবতি মামীশ! শরস্তপ্তায়সং প্রভো!
কামং দহতু মাং নাথ! মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্।।২৩।।

অনুবাদ। ত্রাসে, যথা প্রথমস্কন্ধে--(উত্তরার উক্তি--) হে প্রভো! জ্বলন্ত লৌহশল্যযুক্ত এই বাণ আমার প্রতি আসিতেছে। হে নাথ! ঐ জ্বলন্তবাণ আমাকে যথেচ্ছ দগ্ধ করুক, কিন্তু আমার গর্ভপাত যেন না ঘটে।।২৩।।

অপরাধেন, যথা শ্রীদশমে (১০।১৪।১০) –

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত! মে রজো-ভুবো হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি।।২৪।।

অনুবাদ। অপরাধে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে (ব্রহ্মার বাক্য--) হে অচ্যুত! আমি রজোগুণোৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃ অজ্ঞান ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া গর্বে আমি অন্ধ হইয়াছি। 'সুতরাং এ ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য ও দয়াপাত্র' --ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনৌর্জিত্যমাত্মন্যতিনিকৃষ্টতা মননম্। চিরমিহেতি মুচুকুন্দ-বাক্যম্। অভিদ্রবতীত্যুত্তরা বাক্যম্। তপ্তমগ্নিমুদ্গিরৎ আয়সং লোহশল্যং যস্য স শরঃ। অতঃ ক্ষমস্বেতি ব্রহ্মবাক্যম্। রজোগুণেন ভূরুৎপত্তির্যস্য তথাভূতস্য মম অপরাধং ক্ষমস্ব। অহমেব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ইতি ত্বত্তঃ সকাশাৎ পৃথগীশমানিনঃ। তত্র হেতুঃ ব্রহ্মাঽহম্ অজ অজন্মা স এবাবলেপঃ অহঙ্কারঃ তদ্রূপেণান্ধঃ তমসান্ধকারেণ অন্ধে চক্ষুসী যস্য তথাপ্যেষ মল্লক্ষণো জনোঽনুকম্প্যঃ। তত্র প্রকারং স্বয়মেবাহ--অন্যত্রেন্দ্রাদৌ প্রভুত্বাহঙ্কারবত্ত্বেঽপি ময়ি বিষয়ে তু নাথবান্ দাস ইতি ভাবনয়া অনুকম্পা কর্তব্যা।।২১-২৪।।

আদ্যশব্দেন **লজ্জয়াপি**, যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।২২।১৪) –

মাঽনয়ং ভোঃ! কৃথাস্ত্বান্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ! ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ।।২৫।।

অনুবাদ। আদ্যশব্দদ্বারা লজ্জায়ও জানিতে হইবে, যথা ঐ দশমস্কন্ধেই (গোপীগণের উক্তি)—হে কৃষ্ণ! এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিও না, আমরা নন্দগোপ তনয় ও ব্রজমণ্ডলে প্রশংসাভাজন তোমাকে আমাদের প্রিয় বলিয়াই ত' জানি। সুতরাং বসন দাও, আমরা কম্পিতা হইতেছি।।২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাঽনয়মিতি চীরহরণপ্রসঙ্গে ব্রজসুন্দরীণাং বাক্যম্।।২৫।।

অথ **গ্লানিঃ** —

ওজঃ সোমাত্মকং দেহে বলপুষ্টিকৃদস্য তু।
ক্ষয়াচ্ছমাধি-রত্যাদ্যৈ গ্লানির্নিষ্প্রাণতা মতা।
কম্পাঙ্গজাড্য-বৈবর্ণ্য-কার্শ্য-দৃগ্‌ভ্রমণাদিকৃৎ।।২৬।।

অনুবাদ। অতঃপর গ্লানি—শরীরে বল ও পুষ্টিকারী সোমাত্মক, শুক্র হইতেও শ্রেষ্ঠ ধাতুবিশেষকে 'ওজঃ' বলা হয়। শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি দ্বারা ক্ষয় হইলে যে দুর্বলতা হয় তাহাকে 'গ্লানি' বলা হয়। ইহাতে কম্প, দেহের জাড্য, বৈবর্ণ্য কৃশতা নেত্রঘূর্ণাদি প্রকাশ পায়।।২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ওজঃ শুক্রাদপ্যুৎকৃষ্টো ধাতু বিশেষঃ। তচ্চ সোমাত্মকং চন্দ্রদেবতাকমিত্যর্থঃ। শ্রমমনঃ পীড়ারমণাদ্যৈশ্চরমৌজসঃ ক্ষয়াৎ জাতা যা নিষ্প্রাণতা সা গ্লানিরিত্যর্থঃ।।২৬।।

তত্র **শ্রমেণ**, যথা —

আঘুর্ণন্মণি-বলয়োজ্জ্বলপ্রকোষ্ঠা গোষ্ঠান্তর্মধুরিপুকীর্তি-নর্তিতৌষ্ঠী।
লোলাক্ষী দধিকলসং বিলোড়য়ন্তী কৃষ্ণায় ক্লমভরনিঃসহা বভূব।।২৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শ্রমে, যথা—শ্রীরাধা গোষ্ঠমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য দধিকলস মন্থন করিতে থাকিলে তাঁহার মণিময় বলয়সমূহ ঈষৎ ঘূর্ণিত হওয়ায় বাহু উজ্জ্বল হইয়াছিল, সেই সময় তাঁহার ওষ্ঠভাগ মধুরিপুর কীর্তিগানে নর্তন করিতেছিল, শ্বশ্রূ প্রভৃতির আশঙ্কায় তাঁহার নেত্র চঞ্চলায়মান হইল এবং মন্থন করিতে করিতে তিনি শ্রমভরে বিবশাঙ্গী হইলেন।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আঘূর্ণতঃ 'স্তরি' ইতি খ্যাতা মণিবলয়া যত্র তথাভূতং প্রকোষ্ঠং যস্যাঃ সা, শ্রীকৃষ্ণার্থং দধিকলসং বিলোড়য়ন্তী নিঃসহা বিবসাঙ্গী বভূব। মধুরিপু কীর্তিগানে শ্বশ্রূপ্রভৃতিতঃ আশঙ্কয়া লোলাক্ষী।।২৭।।

যথা বা —

গুম্ফিতুং নিরুপমাং বনস্রজং চারু পুষ্পপটলং বিচিন্বতী।
দুর্গমে ক্লমভরাতিদুর্বলা কাননে ক্ষণমভূন্মৃগেক্ষণা।।২৮।।

অনুবাদ। যথা বা—মৃগলোচনা রাধা অতুলনীয়া বনমালা রচনা করিতে প্রবৃত্তা হইয়া গহনকাননে সুচারু পুষ্পসমূহ চয়ন করিতে করিতে শ্রমভরে কিছু সময় অতি দুর্বলা হইলেন।।২৮।।

আধীনা যথা —

সা রসব্যতিকরেণ বিহীনা ক্ষীণজীবনতয়োচ্চলহংসা।
মাধবাদ্য বিরহেণ তবাম্বা শুষ্যতি স্ম সরসী শুচিনেব।।২৯।।

অনুবাদ। মনঃপীড়াতে, যথা—হে মাধব! তোমার বিরহবশতঃ অদ্য তোমার মাতা গ্রীষ্মসময়ে জলাভাবে সারস ও হংসবিরহিত সরোবরের ন্যায় সুখসম্পর্কবিহীনা ও ক্ষীণপ্রাণতা নিমিত্ত মৃতপ্রায় হইয়াছেন।।২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মাধব! তব বিরহেণ সা যশোদা শুষ্যতি। শুচিনা গ্রীষ্মেণ সরসীব রসব্যতিকরেণানন্দসমূহেন বিহীনা, সরোবরপক্ষে—সারসা জলচর পক্ষিবিশেষ-স্তেষাং ব্যতিকরেণ সমূহেন বিহীনা, তত্র জলাভাবাৎ ক্ষীণজীবত্বেন উচ্চলন্ হংসাখ্যঃ জীবাত্মা যস্যাঃ পক্ষে ক্ষীণত্বেন উচ্চলন্ হংস পক্ষী যতঃ।।২৯।।

রত্যা, যথা রসসুধাকরে —

অতিপ্রযত্নেন রতান্ততান্তা কৃষ্ণেন তল্পাদবরোপিতা সা।
আলম্ব্য তস্যৈব করং করেণ জ্যোৎস্না-কৃতানন্দমলিন্দমাপ।।৩০।।

অনুবাদ। রতিনিমিত্ত, যথা রসসুধাকরে—রতি ক্রীড়ার অন্তে শ্রীমতী এতই গ্লানিযুক্তা হইয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতিপ্রযত্নে শয্যা হইতে নামাইলেন, তাঁহারই হস্তাবলম্বনে রাধিকা জ্যোৎস্নাধবলিত গৃহকুট্টিমে গেলেন।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণেনাতিপ্রযত্নাৎ তল্পাদবরোপিতা সা কিল গৃহাগ্র-কুট্টিমমাপ। কীদৃশী? রমণস্য অন্তে তান্তা গ্লানিযুক্তা।।৩০।।

অথ **শ্রমঃ** —

অধ্ব-নৃত্য-রত্যাদ্যুত্থঃ খেদঃ শ্রম ইতীর্যতে।
নিদ্রা-স্বেদাঙ্গসম্মর্দ-জৃম্ভাশ্বাসাদিভাগসৌ।।৩১।।

অনুবাদ। অতঃপর **শ্রম**—পথ, নৃত্য ও রমণাদি জনিত খেদকে 'শ্রম' বলা হয়। ইহাতে নিদ্রা, স্বেদ, অঙ্গসম্মর্দ, জৃম্ভা ও ঘনশ্বাসাদি লক্ষিত হয়।।৩১।।

তত্র **অধ্বনো** যথা —

কৃতাগসং পুত্রমনুব্রজন্তী ব্রজাজিরান্তর্ব্রজরাজরাজ্ঞী।
পরিস্খলৎকুণ্ডলবন্ধনেয়ং বভূব ঘর্মাম্বুকরম্বিতাঙ্গী।।৩২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে পথজনিত, যথা—অপরাধী পুত্রের পিছনে প্রাঙ্গণমধ্যে গমনকারিণী ব্রজেশ্বরীর কেশবন্ধন খুলিয়া গেল এবং দেহ ঘর্মজলে ব্যাপ্ত হইল।।৩২।।

নৃত্যাদ্, যথা --

বিস্তীর্যোত্তরলিতাহারমঙ্গহারং সঙ্গীতোন্মুখমুখরৈর্বৃতঃ সুহৃদ্ভিঃ।

অস্বিদ্যদ্বিরচিতনন্দসূনুপর্বা কুর্বাণস্তটভুবি তাণ্ডবানি রামঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। নৃত্যজনিত, যথা--শ্রীকৃষ্ণের উৎসবোপলক্ষ্যে সঙ্গীতাদিমুখর-সুহৃদবৃন্দে পরিবেষ্টিত বলরাম যমুনাতটে অঙ্গভঙ্গীসহকারে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহার হারসমূহ দুলিতেছিল ও দেহ হইতে ঘর্ম পড়িতেছিল।।৩৩।।

রতাদ্ যথা শ্রীদশমে (১০।৩৩।২০) --

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।

প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ! পাণিনা।।৩৪।।

অনুবাদ। রতিজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--গোপীগণ রতিবিহারে ক্লান্ত হইলে সেই করুণ কৃষ্ণ মঙ্গলময় হস্তে তাঁহাদের মুখমণ্ডল প্রেমভরে মার্জন করিলেন।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিরচিতং নন্দসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পর্ব উৎসবো যেন তথাভূতো রামঃ তাণ্ডবানি কুর্বন সন্ অস্বিদ্যৎ। উত্তরলিতো হারো যত্র এবম্ভূতমঙ্গহারম্ অঙ্গবিক্ষেপং বিস্তীর্য। প্রামৃজং ইত্যপলক্ষণম্। রমণসময়ে ব্যত্যস্তানাং কেশভূষাবস্ত্রাদীনামপি সংস্কারঃ প্রেম্ণা কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্।।৩৩-৩৪।।

অথ **মদঃ** –

বিবেকহর উল্লাসো মদঃ স দ্বিবিধো মতঃ।

মধুপানভবোঽনঙ্গবিক্রিয়াভরজোঽপি চ।

গত্যঙ্গ-বাণীস্খলন-দৃগ্‌ঘূর্ণা-রক্তিমাদিকৃৎ।।৩৫।।

অনুবাদ। অতঃপর মদ--বিবেকহর উল্লাসকে 'মদ' বলা হয়। উহা দুই প্রকার--মধুপানজাত ও কন্দর্প বিকারজাত। ইহাতে গতি, দেহ ও বাক্যের স্খলন নয়ন ঘূর্ণা ও নয়নলৌহিত্যাদি প্রকাশ পায়।।৩৫।।

তত্র **মধুপানভবো**, যথা ললিতমাধবে (৫।৪১) --

বিলে ক্বনু বিলিল্যিরে নৃপপিপীলিকাঃ পীড়িতাঃ

পিনস্মি জগদণ্ডকং ননু হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।

শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিং ত্বমিত্যুন্নদ-

ন্নুদেতি মদডম্বরস্খলিতচূড়মগ্রে হলী।।৩৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মধুপানজাত, যথা ললিতমাধবে--(রুক্মিণীহরণপ্রসঙ্গে জরাসন্ধাদির সহিত যুদ্ধসময়ে মধুপানমত্ত বলদেবের উক্তি--) 'ওরে! নৃপপিপীলিকা সকল পীড়িত হইয়া কোন গর্তে পলায়ন করিল? যদি তাহারা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কোথাও থাকে, তাহা

হইলে আমি ব্রহ্মাণ্ডকেই চূর্ণ করিব। এইরূপ করিলে হরি ক্রোধ করিবে কি? ওহে শচীগৃহকুরঙ্গ ইন্দ্র! তুই কি আমাকে দেখিয়া হাস্য করিতেছিস?' এইরূপে উচ্চ নিনাদ করিতে করিতে বলদেব মদৌৎকট্যহেতু মস্তকের চূড়াটিও স্খলিত করিয়া সম্মুখে উদিত হইতেছেন।।৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিলে ইতি রুক্মিণীহরণ-প্রসঙ্গে জরাসন্ধাদিভিঃ সহ যুদ্ধসময়ে মধুপানেন মত্তস্য বলদেবস্য বাক্যম্। হে নৃপপিপীলিকাঃ পীড়িতাঃ সন্তঃ কুত্র বিলিলিগ্যিরে লীনা বভূবুঃ। ভবতু তথাপি, যত্র কুত্রচিৎ পলায়নং কৃত্বা ব্রহ্মাণ্ডে এব স্থাস্যন্তি, তস্মাদহং ব্রহ্মাণ্ডমেব পিনস্মি চূর্ণী করোমি। স্বস্য মদবিহ্বলত্বং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রাদয়ো হসন্তীতি মত্বা ইত্যাহ—ইতি উচ্চৈর্নদন হলী বলদেবঃ মদস্য ডম্বরেণ ঔৎকট্যেন স্খলিতা চূড়া যস্য তদ্ যথা স্যত্তথা উদেতি।।৩৬।।

যথা বা প্রাচাম্ –

ভভভ্রমতি মেদিনী লললম্বতে চন্দ্রমাঃ
কৃকৃষ্ণ! ববদ দ্রুতং হহহসন্তি কিং বৃষ্ণয়ঃ।
সিসীধু মুমুমুঞ্চ মে পপপপানপাত্রে স্থিতঃ
মদস্খলিতমালপন্ হলধরঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ।।৩৭।।

অনুবাদ। যথা বা প্রাচীনগণ—'হে কৃষ্ণ! সত্বর ব-ব-বল দেখি—পৃথিবী ঘু-ঘু-ঘুরিতেছে কি? চন্দ্র ল-ল-লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে কি? বৃষ্ণিবংশ্যগণ হ-হ-হাসিতেছে কি? আমার প-প-প-পানপাত্রস্থিত সি-সীধু ত-ত-ত্যাগ কর।' এইরূপে মদস্খলিত বাক্য প্রয়োগকারী হলধর তোমাদের মঙ্গল করুন।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চন্দ্রমাঃ পৃথিব্যাং লম্বতে, হে কৃষ্ণ! ইদং দ্রুতং বদ, মম পানিপাত্রস্থিতং সীধু মুঞ্চ।।৩৭।।

উত্তমস্তু মদাচ্ছেতে মধ্যো হসতি গায়তি।
কনিষ্ঠঃ ক্রোশতি স্বৈরং পরুষং বক্তিরোদিতি।।৩৮।।

অনুবাদ। মদান্বিত হইয়া উত্তমব্যক্তি শয়ন করে; মধ্যম হাস্য করে, গান করে; আর কনিষ্ঠ যথেচ্ছভাবে চীৎকার, তীব্র বাক্যবিন্যাস ও ক্রন্দন করে।।৩৮।।

মদোঽপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তস্তরুণাদি-প্রভেদতঃ।
অত্র নাত্যুপযোগিত্বাদ্বিস্তার্য ন হি বর্ণিতঃ।।৩৯।।

অনুবাদ। তরুণাদিভেদে মদও তিন প্রকার হয়, এখানে তত উপযোগিতা না থাকায় তাহাদের বিস্তৃত বর্ণনা করা হইল না।।৩৯।।

অনঙ্গবিক্রিয়া-ভবজো, যথা --

ব্রজপতিসুতমগ্রে বীক্ষ্য ভুগ্নীভবদ্ভ্রূর্ভ্রমতি হসতি রোদিত্যাস্যমন্তর্দধাতি।
প্রলপতি মুহুরালীং বন্দতে পশ্য বৃন্দে! নবমদনমদান্ধা হন্ত গান্ধর্বিকেয়ম্।।৪০।।

অনুবাদ। অনঙ্গবিকারজনিত, যথা---হে বৃন্দে! অদ্ভুত দেখ---নীবন-মদনমদে অন্ধীভূতা এই রাধিকা সম্মুখে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করিয়া কখনও ভ্রূ কুটিল করিতেছেন, কখনও বা প্রলাপ, কোন সময় বা পুনঃ পুনঃ পুনঃ সখীকে বন্দনা করিতেছেন।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কন্দর্পমদেন অন্ধা রাধা মুখমন্তর্দধাতি।।৪০।।

অথ **গর্বঃ** --

সৌভাগ্য-রূপতারুণ্য-গুণ সর্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব ঈর্যতে।।৪১।।
তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িকা।
স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ।।৪২।।

অনুবাদ। অতঃপর গর্ব--সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বশ্রেষ্ঠাশয় এবং ইষ্টলাভাদিজনিত অন্যের অবহেলাকে 'গর্ব' বলা হয়। উহাতে উপহাসযুক্ত বাক্য, লীলাবশে উত্তর না দেওয়ায়, নিজাঙ্গ দর্শন করা, স্বাভিপ্রায় গোপন রাখা এবং অন্যের বাক্যে অশ্রবণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।।৪১-৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লীলয়া অনুত্তরদায়িতা, নিহ্নবঃ স্বাভিপ্রায়াদের্গোপনম্।।৪২।।

তত্র **সৌভাগ্যেন**, যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে --

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।।৪৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সৌভাগ্যে যথা---হে কৃষ্ণ! বলপূর্বক হাত ছাড়াইয়া যে গিয়াছ, ইহাতে আর আশ্চর্য কি আছে? যদি তুমি আমার হৃদয় হইতে বাহিরে যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার পৌরুষ গণনা করিব।।৪৩।।

রূপতারুণ্যেন, যথা --

যস্যাঃ স্বভাবমধুরাং পরিষেব্য মূর্ত্তিং ধন্যাবভুব নিতরামপি যৌবনশ্রীঃ।
সেয়ং ত্বয়ি ব্রজবধূশতভুক্তমুক্তে দৃক্পাতমাচরতু কৃষ্ণ! কথং সখী মে? ৪৪।।

অনুবাদ। রূপতারুণ্যে, যথা---হে কৃষ্ণ! যাঁহার স্বভাবমধুরা মূর্তির সেবা করিয়া যৌবনশ্রীও বিশেষরূপেই ধন্য হইয়াছে, আমার সেই সখী কি প্রকারে শত শত গোপীকর্তৃক পূর্বে উপভুক্ত পশ্চাৎ পরিত্যক্ত তোমাতে দৃষ্টিপাত করিবেন? ৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্যা রাধায়াঃ স্বভাবমধুরাঃ মূর্তিং পরিষেব্য যৌবনশ্রীঃ ধন্যা বভূব, সেয়ং মম সখী ব্রজবধূভিঃ ভুক্তঃ ভোগানন্তরং ত্যক্তস্ত্বম্। এবম্ভুতে ত্বয়ি কথং দৃক্পাতম্ আচরতু? ৪৪।।

গুণেন, যথা --

গুম্ফন্তু গোপাঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভির্দামানি কামং ধৃতরামণীয়কৈঃ।
নিধাস্যতে কিন্তু সতৃষ্ণমগ্রতঃ কৃষ্ণো মদীয়াং হৃদি বিস্মিতঃ স্রজম্।।৪৫।।

অনুবাদ। গুণে, যথা--গোপীগণ রমণীয় সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা মালা রচনা করুক্ না কেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা ও বিস্ময়পূর্বক মদীয় মালাই সর্বাগ্রে বক্ষে ধারণ করিবেন।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধৃতং রামণীয়কং রমণীয়ত্বং যৈস্তৈঃ কুসুমৈঃ দামানি গোপাঃ গুম্ফন্তু, কিন্তু মদীয়ামেব স্রজং কৃষ্ণো হৃদি নিধাস্যতে।।৪৫।।

সর্বোত্তমাশ্রয়েণ, যথা শ্রীদশমে (১০।২।৩০) –

তথা ন তে মাধব! তারকাঃ ক্বচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়াবিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।।৪৬।।

অনুবাদ। সর্বোত্তমাশ্রয়ে,---হে প্রভো! মাধব! তোমাতে প্রীতি-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভাগবতগণ কখনও সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা তোমাকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদকগণের পালকসমূহের মস্তকে পাদপ্রসারণপূর্বক বিচরণ করেন।।৪৬।।

ভাবার্থ। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎকর্তৃক সুরক্ষিত বিঘ্নসমূহকে গণনা করেন না।।৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মাধব! যথা অভক্তা ভ্রশ্যন্তি তথা তাবকাস্ত্বদ্‌ভক্তা ভজনমার্গাৎ ন ভ্রশ্যন্তি। ত্বয়াভিগুপ্তাঃ সর্বতো রক্ষিতাঃ সন্তঃ বিনায়ানীকপস্য বিঘ্নরূপ সেনাপালকস্য মূর্ধসু বিচরন্তি ত্বদাশ্রয়ণেন বিঘ্নান ন গণয়ন্তীতি তাৎপর্যার্থঃ।।৪৬।।

ইষ্টলাভেন যথা –

বৃন্দাবনেন্দ্র! ভবতঃ পরমং প্রসাদমাসাদ্য নন্দিতমতির্মুহুরুদ্ধতোঽস্মি।

আশংসতে মুনিমনোরথবৃত্তিমৃগ্যাং বৈকুণ্ঠনাথকরুণামপি নাদ্য চেতঃ।।৪৭।।

অনুবাদ। ইষ্টলাভে, যথা (মথুরার তন্তুবায়ের উক্তি)--হে বৃন্দাবনচন্দ্র! আপনার পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়া আনন্দিতমতি আমি বারংবার উদ্‌গতই হইয়া পড়িতেছি। আজ আমার চিত্ত মুনিবৃন্দের মনোবৃত্তিদ্বারা অন্বেষনীয় বৈকুণ্ঠপতির করুণাকেও বাঞ্ছা করিতেছে না।।৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃন্দাবনেন্দ্রেতি মথুরা-বায়কস্যোক্তিঃ। মুণীনাং মনোরথৈরপি মৃগ্যাং নারায়ণস্য করুণাং মম চেতঃ নাশংসতে নাকাঙক্ষতীত্যর্থঃ।।৪৭।।

অথ **শঙ্কা** --

স্বীয়চৌর্যাপরাধাদেঃ পরক্রৌর্যাদিতস্তথা।

স্বানিষ্ঠোৎপ্রেক্ষণং যত্তু সা শঙ্কেত্যভিধীয়তে।

অত্রাস্যশোষ-বৈবর্ণ্য-দিক্‌প্রেক্ষা-লীনতাদয়ঃ।।৪৮।।

অনুবাদ। অতঃপর শঙ্কা--স্বীয় চৌর্যাপবাদ, অপরাধ ও পরের ক্রূরতাদিহেতু নিজের অনিষ্টানুমান হয়, তাহাকে 'শঙ্কা' বলা হয়। এই অবস্থায় মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্-নিরীক্ষণ ও পলায়নাদি প্রকাশ পায়।।৪৮।।

তত্র **চৌর্যাদ**, যথা —

সতর্ণকং ডিম্বকদম্বকং হরন্ সদম্ভমম্ভোরুহসম্ভবস্তদা।

তিরোভবিষ্যন্ হরিতশ্চলেক্ষণৈরষ্টাভিরষ্টৌ হরিতঃ সমীক্ষতে।।৪৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে চৌর্যজনিত, যথা—ব্রহ্মা দর্প-প্রকাশে ও বৎসবালকাদি হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তিরোধান করিতে করিতে আটটি চঞ্চল নেত্রেই আটদিক দেখিতে লাগিলেন।।৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অম্ভোরুহ-সম্ভবঃ ব্রহ্মা তর্ণকেন বৎসেন সহিতং ডিম্বকদম্বকং বালকসমূহং সদম্ভঃ যথা স্যাত্তথা হরন্ সন্ হরিতঃ হরেঃ সকাশাৎ তিরোভবিতুং অষ্টাভিশ্চঞ্চলক্ষৈণৈঃ অষ্টৌ হরিতঃ দিশঃ সমীক্ষতে।।৪৯।।

যথা বা —

সমন্তকং হন্ত বমন্তমর্থং নিহ্নুত্য দূরে যদহং প্রযাতঃ।

অবদ্যমদ্যাপি তদেব কর্ম, শর্মাণি চিত্তে মম নির্ভিনত্তি।।৫০।।

অনুবাদ। যথা বা—সুবর্ণ-প্রসবকারী স্যমন্তকমণি গোপন রাখিয়া আমি দূরে গিয়াছিলাম বলিয়া অদ্যাপি সেই নিন্দার্হ কর্ম আমার চিত্তে সুস্থতা আনিতেছে না।।৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্যমন্তকমিত্যক্রূর-বাক্যম্। তদেব অবদ্যং নিন্দ্যং কর্ম কর্তৃ মম চিত্তে শর্মাণি সুখানি ভিনত্তি।।৫০।।

অপরাধাৎ, যথা —

তদবধি মলিনোঽসি নন্দগোষ্ঠে যদবধি বৃষ্টিমচীকরঃ শচীশ!

শৃণু হিতমভিতঃ প্রপদ্য কৃষ্ণং শ্রিয়মবিশঙ্কমলং কুরু ত্বমৈন্দ্রীম্।।৫১।।

অনুবাদ। অপরাধ, যথা—ওহে ইন্দ্র! যেদিন তুমি নন্দগোষ্ঠে বৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তদ্দিন হইতে তুমি মলিন হইয়াছ, সুতরাং হিতোপদেশ শ্রবণ কর—সর্বতঃ -প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া তুমি নিরাপদে ঐন্দ্রী সম্পত্তি ভোগ কর।।৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণং প্রপদ্য অবশিষ্টং যথা স্যাত্তথা ঐন্দ্রীমিন্দ্রসম্বন্ধনীং শ্রিয়ং ত্বমলঙ্কুরু স্বীকুরু।।৫১।।

পরক্রৌর্যেণ, যথা পদ্যাবল্যাম্ (৩৩১) —

প্রথয়তি ন তথা মমার্তিমুচ্চৈঃ সহচরি! বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।

কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ।।৫২।।

অনুবাদ। পরক্রূরতায়, যথা পদ্যাবলীতে—হে সহচরি! তীব্র অসুরসকলে পরিবৃত অসুরপতি-কংসের মথুরানগরে শ্রীকৃষ্ণের বাস যেরূপ আমার কষ্টদায়ক হইয়াছে, তাঁহার বিরহজনিত পীড়াতেও আমি সেরূপ হই নাই।।৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাথুর-বিরহে ব্যাকুলা শ্রীরাধা আহ--দনুজপতেঃ কংসস্য নগরে মথুরায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য অসুরৈঃ সহ বাসো যথা আর্তিং প্রথয়তি, ন তথেত্যাদি। তদানীং মথুরাস্থানাং সর্বেষামসুরাণাং নাশেহপি স্নেহমাত্রেণাশঙ্কতে, অনিষ্টাশঙ্কানি বন্ধুহৃদয়ানীতি ন্যায়েন।।৫২।।

শঙ্কা তু পরস্ত্রীণাং ভীরুত্বাদ্ভয়কৃদ্ভবেৎ।।৫৩।।

অনুবাদ। উত্তমস্ত্রীগণ ভীরুস্বভাব হওয়ায় তাঁহাদের শঙ্কাও ভয়ঙ্করী হয়।।৫৩।।

ত্রাসঃ –

ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্‌ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থালম্ব-রোমাঞ্চ-কম্প-স্তম্ভ-ভ্রমাদিকৃৎ।।৫৪।।

অনুবাদ। ত্রাস--বিদ্যুৎ, ভয়ঙ্কর জন্তু ও প্রচণ্ড শব্দাদি হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'ত্রাস' বলা হয়। ইহাতে পার্শ্বস্থিত ব্যক্তির অবলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়।।৫৪।।

তত্র **তড়িতা**, যথা –

বাঢ়ং নিবিড়য়া সদ্যস্তড়িতা তাড়িতেক্ষণঃ।
রক্ষঃ কৃষ্ণেতি চুক্রোশ কোহপি গোপীস্তনন্ধয়ঃ।।৫৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বিদ্যুতে, যথা--শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপাল-বালক অতীব নিবিড় বিদ্যুদ্দ্বারা তাড়িতনয়ন হইয়া তৎক্ষণাৎ 'হা কৃষ্ণ! রক্ষা কর' বলিয়া চিৎকার করিলেন।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তড়িদাদিভিঃ হৃদি ক্ষোভ এব ত্রাসঃ, তস্য কার্যমাহ---পার্শ্বস্থেত্যাদি। গোপীস্তনন্ধয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সখা গোপাল বালকঃ।।৫৪-৫৫।।

ঘোরসত্ত্বেন, যথা –

অদূরমাসেদুষি বল্লবাঙ্গনা স্বং পুঙ্গবীকৃত্য সুরারিপুঙ্গবে।
কৃষ্ণভ্রমেণাশু তরঙ্গদঙ্গিকা তমালমালিঙ্গ্য বভুব নিশ্চলা।।৫৬।।

অনুবাদ। ভয়ঙ্কর জন্তু হইতে---দৈত্যবর্য অরিষ্ট বৃষরূপ ধরিয়া নিকটস্থ হইলে ব্রজাঙ্গনা কাঁপিতে কাঁপিতে কৃষ্ণভ্রমে সত্বরই তমালতরু আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চলা হইলেন।।৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুরারি-পুঙ্গবে অরিষ্টাসুরে স্বং পুঙ্গবীকৃত্য আত্মানং বৃষরূপীকৃত্য অদূরম্ আসেদুষি নিকটং প্রাপ্তবতি সতি গোপাঙ্গনা ভয়েন কম্পায়মাণাঙ্গিকা সতী কৃষ্ণভ্রমেণেত্যাদি।।৫৬।।

উগ্রণিস্বনেন, যথা –

আকর্ণ্য কর্ণপদবীবিপদং যশোদা বিস্ফুর্জিতং দিশি দিশি প্রকটং বৃকাণাম্।
যামান্নিকাম-চতুরা চতুরঃ স্বপুত্রং সা নেত্রচত্বরচরং চিরামাচচার।।৫৭।।

অনুবাদ। প্রচণ্ডশব্দে, যথা—দিকে দিকে বৃকগণের কর্ণশূল প্রচণ্ড গর্জন শুনিয়া, অতিশয়চতুরা যশোদা দিবারাত্রই শ্রীকৃষ্ণকে নয়নগোচরে রাখিতেন।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মহাবনে বিহৃত্য শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনে বিজিহীর্ষা জাতা, তদা ভগবদিচ্ছয়ৈব বালকানাং ভয়ানকা অনন্তা বৃকাস্তত্রোৎপন্না ইতি কথা হরিবংশে বর্ততে। তদা তদনুসারেণাহ—আকর্ণ্যেতি। বৃকাণাং ক্ষুদ্রব্যাঘ্রাণাং প্রকটং বিস্ফুর্জিতং ঘোরশব্দং কর্ণপদব্যা বিপত্তিরূপম্ আকর্ণ্য যশোদা অতিশয়চতুরা স্বপুত্রং নেত্রচত্বরচয়ং নেত্রাগ্রবর্তিনম্ আচচার চকারেত্যর্থঃ।।৫৭।।

গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্প সহসা ত্রাস উচ্যতে।
পূর্বাপরবিচারোত্থং ভয়ং ত্রাসাৎ পৃথগ্‌ভবেৎ।।৫৮।।

অনুবাদ। পূর্বাপর ব্যতীত যে হৃদয়ক্ষোভ হঠাৎ গাত্রোৎকম্প ঘটায়, তাহাকে ত্রাস এবং পূর্বাপর বিচারজাত হইলে তাহাকে 'ভয়' বলা হয়, অতএব ত্রাস ও ভয়ে পার্থক্য দেখা যায়।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বোক্তং ত্রাসং ভয়াৎ পৃথক্ কর্তুমাহ গাত্রেতি। সহসেতি—পূর্বাপরবিচারং বিনৈব ভবতি মনঃকম্পঃ বিচারোত্থশ্চেৎ ভয়ং ত্রাসাৎ পৃথগ্ ভবেৎ।।৫৮।।

অথ **আবেগঃ** —

চিত্তস্য সম্ভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোঽয়ং স চাষ্টধা।
প্রিয়াপ্রিয়ানল-মরুদ্বর্ষোৎপাত-গজারিতঃ।।৫৯।।

অনুবাদ। অতঃপর আবেগ—চিত্তের যে সম্ভ্রম উহা 'আবেগ'। তাহা প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, পবন, বর্ষা, উৎপাত, হস্তী ও শত্রু হইতে জাত হইয়া অষ্টবিধ হয়।।৫৯।।

প্রিয়োত্থে পুলকঃ সান্ত্বং চাপল্যাভ্যুদ্‌গমাদয়ঃ।
অপ্রিয়োত্থে তু মূপাত-বিক্রোশ-ভ্রমণাদয়ঃ।।৬০।।
ব্যত্যস্তগতিকম্পাঽক্ষিমীলনাস্রাদয়োঽগ্নিজে।
বাতজেঽঙ্গাবৃতি ক্ষিপ্রগতি-দৃঙ্‌মার্জনাদয়ঃ।।৬১।।
বৃষ্টিজো ধাবন-চ্ছত্র-গাত্রসঙ্কোচনাদিকৃৎ।
ঔৎপাতে মুখবৈবর্ণ্য-বিস্ময়োৎকণ্ঠিতাদয়ঃ।।৬২।।
গাজে পলায়নোৎকম্প-ত্রাস-পৃষ্ঠেক্ষণাদয়ঃ।
অরিজো বর্মশস্ত্রাদি-গ্রহপসরণাদিকৃৎ।।৬৩।।

অনুবাদ। প্রিয়োত্থ-আবেগহেতু পুলক, প্রিয়ভাষণ, চাঞ্চল্য ও অভ্যুত্থানাদি প্রকাশিত হয়। অপ্রিয়োত্থহেতু ভূ-পতন, চীৎকার ও ভ্রমণাদি; অগ্নিজ আবেগে বিপর্যস্ত গমন, কম্পন, নয়নমুদ্রণ ও অশ্রু প্রভৃতি, বাতজ হইলে অঙ্গাচ্ছাদন, শীঘ্র গমন ও নেত্র-মার্জনাদি, বৃষ্টিজ আবেগে ধাবন, ছত্রগ্রহণ ও দেহসঙ্কোচনাদি, উৎপাতজনিত হইলে মুখবৈবর্ণ, বিস্ময় ও উচ্চকম্পাদি ঘটে। গজজনিত আবেগ হইলে পলায়ন, উৎকম্প,

জয় ও পশ্চাদ্-ভাগে দর্শন এবং শত্রুজ হইলে বর্ম-শস্ত্রাদি ধারণ গৃহ হইতে অন্যত্র গমন প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।।৬০-৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বান্ত্বং প্রিয়ভাষণম্। অভ্যুদ্গমোঽভ্যুত্থনম্।।৬০।।

তত্র প্রিয়দর্শনজো, যথা --

প্রেক্ষ্য বৃন্দাবনাৎ পুত্রমায়ান্তং প্রস্নুতস্তনী।
সঙ্কুলা পুলকৈরাসীদাকুলা গোকুলেশ্বরী।।৬৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রিয়দর্শনজনিত আবেগ, যথা--বৃন্দাবন হইতে আগত পুত্রকে দর্শন করিয়া মা যশোদার স্তন্যক্ষরণ হইতেছিল এবং তিনি পুলকিত-দেহে ব্যাকুল হইলেন।।৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অগ্নিজন্যে আবেগে অক্ষিমীলন-রোদনাদয়ো জ্ঞেয়াঃ। বর্ম কবচং শস্ত্রাদিগ্রহণম্। অপসরণং পলায়নম। পুলকৈঃ সঙ্কুলা ব্যাপ্তা আসীৎ।।৬৪।।

প্রিয়শ্রবণজো, যথা শ্রীদশমে (১০।২৩।১৮) --

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়ান্তং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ।।৬৫।।

অনুবাদ। প্রিয়-শ্রবণজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--যজ্ঞপত্নীগণ সর্বদা কৃষ্ণকথায় সমাসক্তচিত্ত হওয়ায় সতত তাঁহার দর্শনে আকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নিকটে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহারা শশব্যস্ত হইলেন।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষুধার্ত ইতি তস্য কৃষ্ণস্য কথয়া আক্ষিপ্তমনসো যজ্ঞপত্ন্যঃ জাতসম্ভ্রমা বভুবুঃ।।৬৫।।

অপ্রিয়দর্শনজো যথা --

কিমিদং কিমিদং কিমেতদুচ্চৈরিতি ঘোরধ্বনিঘূর্ণিতা লপন্তী।
নিশি বক্ষসি বীক্ষ্য পূতনায়াস্তনয়ং ভ্রাম্যতি সম্ভ্রমাদ্ যশোদা।।৬৬।।

অনুবাদ। অপ্রিয়দর্শনজনিত, যথা--রাত্রিতে স্বপ্নে পূতনার বক্ষে নিজ পুত্রকে দেখিতে পাইয়া মা যশোদা 'ইহা কি! ইহা কি!!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সম্ভ্রমবশতঃ, ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।।৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিশি স্বপ্নে পূতনায়া বক্ষসি--স্বতনয়ং বীক্ষ্য যশোদা কিমিদং কিমিদং কিমেতদিতি উচ্চৈঃ ঘোরধ্বনির্যথা স্যাত্তথা লপন্তী সতী সম্ভ্রমাৎ ভ্রাম্যতি।।৬৬।।

অপ্রিয়শ্রবণজো যথা --

নিশম্য পুত্রং ক্রটতোস্তটান্তে মহীজয়োর্মধ্যগমূর্ধনেত্রা।
আভীর-রাজ্ঞী হৃদি সম্ভ্রমেণ বিদ্ধা বিধেয়ং ন বিদাঞ্চকার।।৬৭।।

অনুবাদ। অপ্রিয়-শ্রবণজনিত, যথা--স্বীয় পুত্র ভগ্ন অর্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া আছেন--এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী ঊর্ধ্বনেত্রা ও সম্ভ্রমে ব্যস্তচিত্তা হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়াছিলেন।।৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যমুনায়াস্তটান্তে ত্রুটতোর্ভগ্নয়োর্মহীজয়োর্যমলার্জুনবৃক্ষয়োর্মধ্যে গতং পুত্রং নিশম্য সম্ভ্রমেণ হৃদি বিদ্ধা যশোদা বিধেয়ং কর্তব্যং ন বিদাঞ্চকার ন জ্ঞাতবতী।।৬৭।।

অগ্নিজো যথা --

ধীর্ব্যগ্রাজনি নঃ সমস্ত-সুহৃদাং তাং প্রাণরক্ষামণিং
গব্যা গৌরবতঃ সমীক্ষ্য নিবিড়ে তিষ্ঠন্তমন্তর্বণে।
বহ্নিঃ পশ্য শিখণ্ডশেখর খরং মুঞ্চন্নখণ্ডধ্বনিং
দীর্ঘাভিঃ সুরদীর্ঘিকাম্বুলহরীমর্চির্ভিরাচামতি।।৬৮।।

অনুবাদ। অগ্নিজনিত--হে পিঞ্ছচূড়! ঐ দেখ ত'--দাবাগ্নি উচ্চ তীব্রশব্দ করিয়া দীর্ঘ শিখাদ্বারা গঙ্গার তরঙ্গমালাকেও আচমন করিতেছে। সুতরাং হে কৃষ্ণ! প্রাণরক্ষামণি-স্বরূপ তোমাকে গোপগণের অনুরোধে নিবিড়বনমধ্যে অবস্থিত হইতে দেখিয়া সুহৃদ্‌বর্গ আমাদের বুদ্ধি অস্থির হইতেছে।।৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গব্যা গৌরবতঃ গোসমূহানামনুরোধেন নিবিড়ে সান্দ্রে অন্তর্বণে বনমধ্যে তিষ্ঠন্তং প্রাণরক্ষামণিং ত্বাং নিরীক্ষ্য নোঽস্মাকং সখীনাং ধীঃ ব্যগ্রা অজনি। তত্র হেতুঃ--বহ্নিঃ খরং তীক্ষ্ণম্ অখণ্ডধ্বনিং মুঞ্চন্ সন্ স্বর্গঙ্গা-লহরীঃ দীর্ঘাভিঃ অর্চিভিঃ আচামতি ভক্ষয়তি। হে শিখণ্ডশেখর শ্রীকৃষ্ণঃ! ইতি ত্বং পশ্য। তথাচ দৃষ্ট্বা বনাগ্নিত্রাণো-পায়ং কুর্বিতি ভাবঃ। গব্যা গোসমূহঃ।।৬৮।।

বাতজো যথা --

পাংশুপ্রারব্ধকেতৌ বৃহদটবিকুটোন্মাথি-শৌটীর্যপুঞ্জে
ভাণ্ডীরোদ্দণ্ডশাখাভুজততিষু গতে তাণ্ডবাচার্যচর্যাম্।।
বাতব্রাতে করীষঙ্কষতরশিখরে শার্করে ঝাৎকরিষ্ণৌ
ক্ষৌণ্যামপ্রেক্ষ্য পুত্রং ব্রজপতিগৃহিণী পশ্য সংবংভ্রমীতি।।৬৯।।

অনুবাদ। বায়ুজ--(খেচরগণের বাক্য--) যে ঝঞ্ঝা-বায়ুতে আকাশে উড্ডীয়মান ধূলিরাশি ধ্বজার মত মনে হইতেছে, যাহার প্রচণ্ড পরাক্রমে মহাবনের বৃক্ষমূলসমূহও সমুৎপাটিত হইয়াছে, ভাণ্ডীরবৃক্ষের উদ্দণ্ডশাখারূপ ভুজসমূহ নৃত্যাচার্যের ন্যায় কলাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছে (নাচাইয়াছে), যাহার অগ্রভাগে শুষ্ক গোময়চূর্ণ বেগে আকৃষ্ট এবং পাষাণ-প্রায় শক্ত ভূমিখণ্ডে যাহা 'ঝাৎ' 'ঝাৎ' রব করিতেছে, সেই প্রবলবাত্যা উপস্থিত হইলে ব্রজেশ্বরী ভূপৃষ্ঠে নিজ-পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া সম্ভ্রমবশতঃ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন।।৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পাংশ্বিতি তৃণাবর্তাসুরেণ শ্রীকৃষ্ণে উর্ধ্বং নীতে সতি খেচরাণামুক্তিঃ। পাংশুভিঃ প্রারব্ধঃ কেতুর্যেন তস্মিন্ এবম্ভূতে বাতব্রাতে পবনসমূহে সতি যশোদা পৃথিব্যাং, পুত্রমবেক্ষ্য বংভ্রমীতি। কথমভূতে বাতব্রাতে? বৃহদটব্যা বৃক্ষমূলোৎঘাতকরণশীলঃ পরাক্রম সমূহো যস্য তথাভূতে। পুনশ্চ ভাণ্ডীরবটস্য উদ্দণ্ডশাখা এব ভূজততরস্তাসু নৃত্যাচার্যস্য চর্যামাচারং গতে তথা চ পবনাঘাতেন ভাণ্ডীরশাখা নৃত্যন্তীতি ভাবঃ। পুনশ্চ করীষাকর্ষকঃ শিখরঃ অগ্রভাগো যস্য। করীষঃ শুষ্ক গোময়চূর্ণঃ শার্করে শর্করাযুক্তে ঝাৎকরীষ্ণৌ ঝাৎকার-শব্দকরণশীলে।।৬৯।।

বর্ষজো যথা শ্রীদশমে (১০।২৫।১১) --

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।

গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ।।৭০।।

অনুবাদ। বৃষ্টিজাত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---অতিবর্ষায় ও অতিবাত্যায় পশুসমূহ কম্পান্বিত এবং গোপগোপীগণ শীতার্ত হইয়া গোবিন্দের শরণ লইলেন।।৭০।।

যথা বা --

সমমুরুকরকাভির্দন্তিশুণ্ডা-সপিণ্ডাঃ প্রতিদিশমিহ গোষ্ঠে বৃষ্ঠিধারাঃ পতন্তি।

অজনিষত যুবানোঽপ্যাকুলাস্ত্বন্তু বালঃ স্ফুটমসি তদগারান্মা স্ম ভূর্নির্যিযাসুঃ।।৭১।।

অনুবাদ। যথা বা--এই গোষ্ঠের চতুর্দিকে মহাশিলাবৃষ্টির সঙ্গে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় জলধারা পড়িতেছে। যুবকবৃন্দও আকুল হইয়াছে, তুমি বালক হইয়া কেমন করিয়া যাইবে? সুতরাং গৃহ হইতে আর বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা করিও না।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উরুকরকাভিঃ সমং হস্তিশুণ্ড সাদৃশা জলধারাঃ পতন্তি, তস্মাৎ হে কৃষ্ণ! গৃহাৎ জিগমিষুস্ত্বং মাভূঃ।।৭১।।

উৎপাতজো যথা --

ক্ষিতিরতিবিপুলা টলত্যকস্মাদুপরি ঘুরন্তি চ হন্ত ঘোরমুল্কাঃ।

মম শিশুরহিদূষিতার্কপুত্রী-তটমটত্যধুনা কিমত্র কুর্যাম্? ৭২।।

অনুবাদ। উৎপাতজনিত, যথা--(মা যশোদার বাক্য) হায়! হঠাৎ বিশাল পৃথিবী কাঁপিতেছে। উপরে আবার উল্কাসমূহও ঘুরিতেছে! আমার শিশুটিও বিষদূষিত যমুনাতীরে যাইতেছে, এখন কি করি! ৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতিবিপুলা ক্ষিতিঃ টলতি, অনেন ভূকম্পো জাতঃ। কালীয়-দূষিত-যমুনাতটে মম পুত্রো অটতি গচ্ছতি, অহো অস্যাং বিপত্তৌ অহং কিং কুর্যাম্।।৭২।।

গাজো যথা --

অপসরাপসর ত্বরয়া গুরু-র্মুদিরসুন্দর হে পুরতঃ করী।

ম্রদিমবীক্ষণতস্তব নশ্চলং হৃদয়মাবিজতে পুরযোষিতাম্।।৭৩।।

অনুবাদ। হস্তিজনিত--হে জলদসুন্দর! সত্বর সর, সত্বর সর; সম্মুখে গুরুতর হাতী

কুবলয়াপীঢ় বিদ্যমান, তোমার মৃদু দর্শনে পুরনারী আমাদের চিত্ত অস্থির হইয়া ভয়ে সম্যগ্‌রূপে কাঁপিতেছে।।৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মুদিরসুন্দর মেঘসুন্দর! পুরতোঽগ্রে গুরুঃ মহাহস্তী কুবলয়াপীড়ঃ তব মার্দব বীক্ষণাৎ নোঽস্মাকং চলং হৃদয়ং উদ্বিজতে ভয়েন কম্পতে ইত্যর্থঃ।।৭৩।।

গজেন দুষ্টসত্ত্বোঽন্যঃ পশ্বাদিরুপলক্ষ্যতেঃ।।৭৪।।

অনুবাদ। 'গজ'-শব্দ বলা হইলেও উহাতে অন্যান্য দুষ্টপ্রাণী পশু প্রভৃতিও গ্রাহ্য।।৭৪।।

যথা বা --

চণ্ডাংশোস্তুরগান্ সটাগ্রনটনৈরাহত্য বিদ্রাবয়ন্
দ্রাগন্ধঙ্করণঃ সুরেন্দ্রসুদৃশাং গোষ্ঠোদ্ধুতৈঃ পাংশুভিঃ।
প্রত্যাসীদতু মৎপুরঃ সুররিপুর্গর্বান্ধমর্বাকৃতি-
র্দ্রাঘিষ্ঠে মুহুরত্র জাগ্রতি ভুজে ব্যগ্রাসি মাতঃ কথম্? ৭৫।।

অনুবাদ। যথা বা--(যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) হে মাত! স্কন্ধস্থিত সটার অগ্রভাগ কাঁপাইয়া সূর্যের অশ্বগুলিকেও আঘাত এবং বিদূরিত করিয়া নিজখুরাঘাতে গোষ্ঠ হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত রজঃ-সমূহে দেবেন্দ্রের বনিতাগণকেও অন্ধীকৃত করিয়া গর্বান্ধ অশ্বাকৃতি কেশী আমার অগ্রে একবার আসুক ত'; এই আমার সুদীর্ঘ ভুজ জাগ্রত থাকিতে আপনি কেন ব্যগ্র হইতেছেন?৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বখুরেণ গোষ্ঠোদ্ধুতৈঃ পাংশুভিঃ সুরেন্দ্রস্ত্রীণাম্ অন্ধীকরণঃ অর্বাকৃতিঃ অশ্বাকৃতিঃ কেশী। সটানাং স্কন্ধস্থবালানাম্ অগ্রনটনৈঃ করণৈঃ সূর্যতুরগান্ আহত্য বিদ্রাবয়ন্ সন্ মৎপুরঃ আগচ্ছতু। গর্বান্ধমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। কর্তৃধর্মস্যাপি তস্য তস্যাং ক্রিয়ায়ামুপচারাৎ। দ্রাঘিষ্ঠে দীর্ঘতমে মম ভুজে জাগ্রতি সতি তদ্বিধাসুর-গমনায় সাবধানে ভবতীত্যর্থঃ।।৭৫।।

অরিজো যথা ললিতমাধবে (২।২৯) --

স্থূলস্তালভুজোন্নতির্গিরিতটীবক্ষাঃ ক্ব যক্ষাধমঃ
ক্বায়ং বালতমালকন্দল-মৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতাপটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি।।৭৬।।

অনুবাদ। শত্রুজনিত, যথা ললিতমাধবে--হে গোষ্ঠেশ্বরি! স্থূলতালসদৃশ সুবিশাল-বাহুবিশিষ্ট ও গিরিতটতুল্য বিশালবক্ষোযুক্ত এই যক্ষাধম শঙ্খচূড়ই বা কোথায়? আর বালতমালাঙ্কুরসদৃশ কন্দর্পসুন্দর শিশুই বা কোথায়? এই ব্রজে অন্য কোনও সুদক্ষ সহায়কও নাই, হায়! আজ যে তোমার তপস্যার কি পরিণতি ঘটিতেছে, উহা জানি না!।।৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শঙ্খচূড়ং দৃষ্ট্বা ভীতা সতী মুখরা আহ—তালবৃক্ষস্যেব ভুজায়া উন্নতির্যস্য তথাভূতঃ সন্ যক্ষাধমঃ শঙ্খচূড়ঃ ক, অতন্ত্যকোমলঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ব? যক্ষেণ সহ যুদ্ধে বালকস্য সহকারিতায়াং পটুরন্যঃ কোঽপি প্রাণী নাস্তি।।৭৬।।

যথা বা তত্রৈব (৫।৪০) —

সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে

তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী।

কা ভীঃ কা ভীরয়ময়মহং হা ত্বরধ্বং ত্বরধ্বং

রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতহৃতা কামিনা বল্লবেন।।৭৭।।

অনুবাদ। যথা বা, উক্ত গ্রন্থেই—(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণীহরণ দেখিয়া জরাসন্ধাদি রাজন্যসমূহ স্ব-স্ব সেবকদিগকে বলিলেন—) এখানে আমার অশ্ব, রথ, গজ, তূণ, খড়্গ (প্রভৃতি আনয়ন কর)। ভয় কি, ভয় কি? তোমরাও শীঘ্র কর—এই আমি যাইতেছি, হায়! কামুক গোপ রাজকন্যাকে হরণ করিল! ৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকং রুক্মিণী-হরণং দৃষ্ট্বা জরাসন্ধাদয়ঃ স্বসেবকং প্রতি সসম্ভ্রমমাহুঃ —সপ্তিঃ সপ্তিঃ অশ্বঃ আনীয়তাম্ ইতি বাক্যশেষঃ; সম্ভ্রমবশান্নোক্তম্। কৃপাণী কাটারীতি প্রসিদ্ধা অস্ত্রবিশেষঃ, বল্লবেন গোপেন, কামিনা কৃষ্ণেন।।৭৭।।

আবেগাভাস এবায়ং পরাশ্রয়তয়াপি চেৎ।

নায়কোৎকর্ষবোধায় তথাপ্যত্র নিদর্শিতঃ।।৭৮।।

অনুবাদ। যদিও শত্রুগণের মধ্যে ভক্ত্যভাবহেতু ইহা আবেগাভাসই, তাহা হইলেও নায়কের উৎকর্ষজ্ঞাপনের জন্য এখানে উদাহৃত হইল। ঐরূপ প্রবল প্রতিপক্ষসমূহকে নায়কপক্ষীয়গণ পরাজয় করিয়াছিলেন—এই কথা শুনিয়া ভক্তবৃন্দের রতি উদ্দীপিত করিবার জন্য দৃষ্টান্তিত হইয়াছে।।৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরাঃ শত্রবঃ তেষাং ভক্ত্য ভাবাৎ অয়মাবেগাভাস এব জ্ঞেয়ঃ।।৭৮।।

অথ **উন্মাদঃ** —

উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।।৭৯।।

অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।

প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ।।৮০।।

অনুবাদ। অতঃপর উন্মাদ—হর্ষাতিশয়, বিপদ ও বিরহাদি হইতে উৎপন্ন হৃদভ্রমকে 'উন্মাদ' বলা হয়। উহাতে অট্টহাস, নৃত্য, সঙ্গীত, অনর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি লক্ষিত হয়।।৭৯-৮০।।

তত্র **প্রৌঢ়ানন্দাদ** যথা কর্ণামৃতে — ৫০।

রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা মন্থানকং বিদধতী দধিরিক্তপাত্রে।
যস্যাঃ স্তনস্তবক-চঞ্চল-লোচনালির্দেবোঽপি রুদ্ধহৃদয়ো ধবলং দুদোহ।।৮১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রৌঢ়ানন্দজনিত, যথা কর্ণামৃতে—শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতচিত্তা শ্রীরাধিকা দধিশূন্যপাত্রে মন্থনকারিণী হইয়া পৃথিবী পবিত্র করিলেন। আর সেই শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার স্তনস্তবকে নয়নভ্রমর প্রেরণ করিয়া বশীকৃত হৃদয় হইয়া ধবলবৃষকেই দোহন করিতে লাগিলেন।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অচ্যুতদত্তচিত্তা অতএব উন্মাদবশাৎ দধিশূন্যপাত্রে মন্থানকং বিদধতী রাধা জগৎ পুনাতু। তস্যা রাধায়াঃ স্তনরূপস্তবকে চঞ্চলঃ লোচনরূপো ভ্রমরো যস্য তথাভূতোঃ দেব কৃষ্ণোঽপি বশীকৃতহৃদয়ঃ সন্ উন্মাদাৎ ধবলং বৃষভং দুদোহ।।৮১।।

আপদো যথা --

পশূনপি কৃতাঞ্জলির্নমতি মান্ত্রিকা ইত্যলং
তরূণপি চিকিৎসকা ইতি বিষৌষধং পৃচ্ছতি।
হ্রদং ভুজগভৈরবং হরিহরি প্রবিষ্টে হরৌ
ব্রজেন্দ্রগৃহিণী মুহুর্ভ্রমময়ীবস্থাং গতা।।৮২।।

অনুবাদ। আপদজনিত, যথা—হায়! হায়! শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিলে ব্রজেশ্বরী বারংবার ভ্রমময় অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া পাত্রগুলিকেও মন্ত্রজ্ঞ বিবেচনায় করযোড়ে নমস্কার করিতেছেন এবং তরুসমূহকেও চিকিৎসকবুদ্ধিতে বিষনাশক ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।।৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজেন্দ্র-গৃহিণী যশোদা পশবঃ মান্ত্রিকা ইতি কৃতাঞ্জলিঃ সতী পশূন্ নমতি। তরবোঽপি চিকিৎসকা ইতি মত্বা তান্ বিষস্য ঔষধং পৃচ্ছতি। ভূজগেন কালিয়েন।।৮২।।

বিরহাদ্ যথা শ্রীদশমে (১০।৩০।৪) --

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্।।৮৩।।

অনুবাদ। বিরহজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে-গোপীগণ সম্মিলিতকণ্ঠে ঐ শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-গুণ-গান করিতে করিতে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যিনি আকাশবৎ সমস্ত জীবের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, সেই পুরুষোত্তমের বার্তা সমস্ত বৃক্ষকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন।।৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সংহতা মিলিতা গোপ্যঃ অমুং শ্রীকৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ সত্যঃ উন্মত্তবৎ বনাৎ বনং বিচিক্যুঃ। পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং বনস্পতীন্ বৃক্ষায় পপ্রচ্ছুঃ পুরুষং কীদৃশম্ আকাশবৎ সর্বভূতেষু অন্তর্বহিঃ সন্তং বর্তমানম্।।৮৩।।

উন্মাদঃ পৃথগুক্তোঽয়ং ব্যধিষ্বন্তর্ভবন্নপি।
যত্তত্র বিপ্রলম্ভাদৌ বৈচিত্রীং কুরুতে পরাম্।।৮৪।।
অধিরূঢ়ে মহাভাবে মোহনত্বমুপাসতে।
অবস্থান্তরমাপ্তোঽসৌ দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।।৮৫।।

অনুবাদ। ব্যাধিসমূহের মধ্যে ইহার অন্তর্ভাব হইলেও এখানে উন্মাদকে পৃথক প্রকারে বলা হইল, যেহেতু এই উন্মাদ বিচ্ছেদজন্য বিপ্রলম্ভ প্রভৃতিতে মোহনত্ব পাইয়া অধিরূঢ় মহাভাবে সর্বোত্তম বৈলক্ষণ্য আবিষ্কার করে, সুতরাং ঐ উন্মাদ ব্যাধি হইতেও অবস্থান্তর পাইয়া 'দিব্যোন্মাদ'-নামে কথিত হয়।।৮৪-৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাত্ত্বিকাঃ যৎ যস্মাৎ তত্র ব্যাধিষু মধ্যে অয়মুন্মাদঃ বিচ্ছেদজন্য-বিপ্রলম্ভরসে মোহনত্বং প্রাপ্তে অধিরূঢ়সংজ্ঞকে মহাভাবে পরাং সর্বোৎকৃষ্টাং বৈচিত্রীং বৈলক্ষণ্যং কুরুতে, অতঃ অসৌ উন্মাদঃ ব্যাধিভ্যঃ সকাশাৎ অবস্থান্তরং প্রাপ্ত ইতি হেতোঃ দিব্যোন্মাদ উচ্যতে।।৮৫।।

অথ **অপস্মারঃ** —

দুঃখোত্থধাতুবৈষম্যাদ্যুদ্ভূতশ্চিত্তবিপ্লবঃ।
অপস্মারোঽত্র পতনং ধাবনাস্ফোটনভ্রমাঃ।
কম্পঃ ফেনস্রুতির্বাহুক্ষেপবিক্রোশনাদয়ঃ।।৮৬।।

অনুবাদ। অতঃপর অপস্মার--দুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উৎপন্ন চিত্তবিপ্লবকে অপস্মার' বলা হয়। উহাতে ভূপতন, ধাবন, সর্বাঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপ চীৎকার ইত্যাদি প্রকাশ পায়।।৮৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপস্মারস্য কার্যমাহ--পতনমিত্যাদি। সম্যগঙ্গব্যথা।।৮৬।।

যথা —

ফেনায়তে প্রতিপদং ক্ষিপতে ভুজোর্মিমাঘূর্ণতে লুঠতি কূজতি লীয়তে চ।
অম্বা তবাদ্য বিরহে চিরমম্বুরাজবেলেব বৃষ্ণিতিলক ব্রজরাজরাজ্ঞী।।৮৭।।

অনুবাদ। যথা--হে বৃত্তিকুলতিলক! তোমার দীর্ঘ বিরহে অদ্য ব্রজেশ্বরী সমুদ্রজলের ন্যায় প্রতিক্ষণ ফেনস্রাব করিতেছেন, বাহুরূপ তরঙ্গের উৎক্ষেপণ করিতেছেন; ঘূর্ণিত ও লুণ্ঠিত হইয়া কখন উচ্চ রব করেন, কখনও বা স্তব্ধ হইয়া যান।।৮৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ফেনায়তে ইতি--শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতিবাক্যম্। অম্বুরাজবেলেব সমুদ্রস্য জলমিব তব মাতা ফেনায়তে। 'বেলা স্যাত্তীরনীরয়ো' রিত্যমরঃ।।৮৭।।

যথা বা —

শ্রুত্বা হন্ত হতং ত্বয়া যদুকুলোত্তংসাত্র কংসাসুরং
দৈত্যস্তস্য সুহৃত্তমঃ পরিণতিং ঘোরাং গতঃ কামপি।

লালাফেনকদম্ব-চুম্বিতমুখপ্রান্তস্তরঙ্গদ্ভুজো
ঘূর্ণন্নর্ণবসীম্নি মণ্ডলতয়া ভ্রাম্যন্ন বিশ্রাম্যতি।।৮৮।।

অনুবাদ। হে যদুকুলশিরোমণে, তোমা কর্তৃক কংসাসুর নিহত হইয়াছেন শুনিয়া কংসের সুহৃত্তম কোনও দৈত্য ক্রোধহেতু ঘোরতর দুরবস্থা পাইতেছে। তাহার মুখপ্রান্ত লালা ও ফেনসংযুক্ত হইয়া আছে, আর হাত দুইটি অনবরত কাঁপিতেছে--এইরূপে সেই দৈত্য সমুদ্রতীরে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অদ্যাপি বিশ্রাম করিতেছে না।।৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে যদুকুলোত্তংস শিরোভূষণ, ত্বয়া হতং কংসাসুরং শ্রুত্বা কংস-সুহৃত্তমঃ দৈত্যঃ কামপি ঘোরাং ক্রোধবশাৎ পরিণতিং দুরাবস্থাং গতঃ। সমুদ্রসীম্নি ভ্রমন্ সন্ অদ্যাপি ন বিশ্রাম্যতি; কীদৃশঃ লীলা-ফেনসমূহেন চুম্বিতো যুক্তো মুখপ্রান্তভাগো যস্য, পুনশ্চ তরঙ্গায়মানা ভুজা যস্য।।৮৮।।

উন্মাদবদিহ ব্যাধিবিশেষোঽপ্যেষ বর্ণিতঃ।
পরাং ভয়ানকাভাসে যৎ করোতি চমৎকৃতিম্।।৮৯।।

অনুবাদ। উন্মাদের ন্যায় এই ব্যাধিবিশেষকেও এখানে বর্ণিত হইল, কেননা উন্মাদ মহাভাবের চমৎকৃতিপোষক বলিয়া যেরূপ পৃথগ্‌ভাবে বলা হইয়াছে, সেইরূপ এই অপস্মারও শত্রুগত ভয়ানকাভাসে চমৎকারই প্রকাশ করে বলিয়া উক্ত হইল।।৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যৎ উন্মাদঃ যথা মহাভাবে চমৎকরোতি, অতো ব্যাধিভ্যঃ সকাশাৎ তস্য পৃথগুক্তিঃ। অথৈবাপস্মারোঽপি শত্রুবৃত্তিভয়ানকরসাভাসে চমৎকারং করোতি, অতঃ তস্যাপি ব্যাধেঃ সকাশাৎ পৃথগুক্তির্জ্ঞেয়া।।৮৯।।

অথ **ব্যাধিঃ** –

দোষোদ্রেক বিয়োগাদ্যৈর্ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ।
ইহ তৎপ্রভবো ভাবো ব্যধিরিত্যভিধীয়তে।
অত্র স্তম্ভঃ শ্লথাঙ্গত্বশ্বাসোত্তাপক্লমাদয়ঃ।।৯০।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যাধি--অসুরকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পরাভবশ্রবণবশতঃ দুঃখাতিশয় এবং বিয়োগাদিজাত জ্বরাদিকে ব্যাধি বলা হয়। এস্থানে কিন্তু ঐ দুঃখোদ্রেক ও বিয়োগাদি হইতে জাত ভাবকেই 'ব্যাধি' বলিতে হইবে। উহাতে স্তম্ভ, অঙ্গশৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ ও ক্লান্তি দৃষ্ট হয়।।৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্যাসুরকর্তৃকপরাভবশ্রবণেন যো দোষোদ্রেকঃ দুঃখাতিশয়ঃ এবং বিয়োগাদিশ্চ তৈঃ।।৯০।।

যথা --

তব চিরবিরহেণ প্রাপ্য পীড়ামিদানীং দধদুরু-জড়িমানি ধ্মাপিতান্যঙ্গকানি।
শ্বসিতপবনধাটীঘট্টিতঘ্রাণবাটং লুঠতি ধরণিপৃষ্ঠে গোষ্ঠবাটীকুটুম্বম্।।৯১।।

অনুবাদ। যথা--হে কৃষ্ণ! তোমার চিরবিরহে ব্রজবাসিগণ সম্প্রতি ক্লিষ্ট হইয়া

মহাজড়িমা-জ্বলিত অঙ্গসমূহ ধারণ করিয়া ধরণীতলে লুণ্ঠন করিতেছেন; অহো তাঁহাদের জীবন-দ্যোতক কেবল শ্বাসমাত্রই নাসিকারন্ধ্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে।।৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোষ্ঠবাটী গোষ্ঠস্য বাস্তুভূমিঃ তস্যাঃ কুটুম্বং পিতৃমাত্রাদি বন্ধুবর্গঃ পীড়াং প্রাপ্য ধ্মাপিতানি জ্বালিতানি অঙ্গকানি বিভ্রৎ সৎ ধরণীপৃষ্ঠে লুঠতি। কীদৃশম্? ধাটী আক্রমণং তেন ঘটিতশ্চালিতঃ প্রাণস্য শ্বাসরূপ-পবনস্য বাটঃ পন্থাঃ নাসিকা যস্য তথাভূত তথা জীবন-ব্যঞ্জক-শ্বাসমাত্রমেবাবশিষ্টমিতি ভাব।।৯১।।

অথ **মোহঃ** —

মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাদ্বিশ্লেষাদ্ভয়তস্তথা।
বিষাদাদেশ্চ তত্র স্যাদ্দেহস্য পতনং ভুবি।
শূন্যেন্দ্রিয়ত্বং ভ্রমণং তথা নিশ্চেষ্টতাময়ঃ।।৯২।।

অনুবাদ। অতঃপর মোহ—হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিপদাদি হইতে হৃদয়ে যে বহির্বিষয়ের অগ্রহণাদি জন্মে তাহাকে মোহ বলা হয়। উহাতে ভূপতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রমণ ও নিশ্চেষ্টতাদি লক্ষিত হয়।।৯২।।

তত্র **হর্ষাদ** যথা শ্রীদশমে (১০।১২।৪৪-৪৬) —

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স চ বাদরায়ণি-স্তৎস্মারিতানন্ত-হৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তমম্।।৯৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হর্ষজনিত, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—হে ভগবদ্ভক্তবর! রাজা পরীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন করিলে মুনিবরের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক স্মরণ হওয়ায় তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল। তিনি অতি ধীরে অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভপূর্বক পরীক্ষিতের প্রতি বলিতে লাগিলেন।।৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইত্যনেন প্রকারেণ রাজ্ঞা পৃষ্টঃ বাদরায়ণি শুকঃ তেন প্রশ্নেন স্মারিতো যোঽনন্তো ভগবান্ তেন হৃতানি অখিলেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। ব্যাসনারদাদি-কৃতোচ্চনাম-সংকীর্তনেন পুনর্বহির্লব্ধ-জ্ঞানঃ সন্ তং রাজানমাহ।।৯৩।।

যথা বা —

নিরুচ্ছ্বসিতরীতয়ো বিঘটিতাক্ষিপক্ষ্মক্রিয়া
নিরীহনিখিলেন্দ্রিয়াঃ প্রতিনিবৃত্তচিদ্বৃত্তয়ঃ।
অবেক্ষ্য কুরুমণ্ডলে রহসি পুণ্ডরীকেক্ষণং
ব্রজাম্বুজদৃশোঽভজন্ কনকশালভঞ্জীশ্রিয়ম্।।৯৪।।

অনুবাদ। যথা বা—কুরুক্ষেত্রে নির্জনস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রজবাসিগণ শ্বাস, নিমেষ, সমস্তেন্দ্রিয়চেষ্টা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়বৃত্তি প্রভৃতি রহিত হইয়া সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থিত রহিলেন।।৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণম্ অবেক্ষ্য নির্গতা উচ্ছ্বসি তানাং শ্বাসপ্রশ্বাসানাং রীতয়ঃ প্রচারাঃ যাভ্যঃ এবম্ভূতা ব্রজসুন্দর্যঃ। কনকস্য শালভঞ্জী প্রতিমা তস্যাঃ শ্রিয়ম্ অর্থাৎ জাড্যম্ অভজন্।।৯৪।।

বিশ্লেষাদ্, যথা হংসদূতে —

কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্।
চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবকলনা-
দবস্থা তস্তার স্ফুটমতঃ সুযুপ্তেঃ প্রিয়সখী।।৯৫।।

অনুবাদ। বিচ্ছেদ, যথা হংসদূতে—কদাচিৎ শ্রীরাধিকা অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণবিরহানল প্রশমিত করিবার জন্য সখীগণসহ যমুনাতীরে চঞ্চলমনে গমন করিলেন, কিন্তু বহুদিন পরে তত্রস্ত পরিচিত লতাগৃহ-দর্শনে তাঁহার চিত্তকে সুষুপ্তির প্রিয়সখীরূপা মোহগ্রস্ততা স্পষ্টতঃই আচ্ছাদন করিল।।৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসৌ রাধা কদাচিৎ সময়ে মাথুর বিরহাগ্নিং বিঘটয়িতুং দূরীকর্তুং যামুনতটীং লেভে। চিরকালং ব্যাপ্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহারাৎ পরিচিতা যা যামুনতটী তস্যা দর্শনাৎ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখী তৎসমানেত্যর্থঃ অবস্থা মূর্ছা তস্যাশ্চিত্তং তস্তার আচ্ছাদিতবতী। তথাচ বিরহশান্ত্যর্থমাগতায়াস্তস্যা বিরহঃ শতগুণী বভুবেতি ভাবঃ।।৯৫।।

ভয়াদ্ যথা —

মুকুন্দমাবিষ্কৃতবিশ্বরূপং নিরূপয়ন্ বানরবর্ষকেতুঃ।
করারবিন্দাৎ পুরতঃ স্খলন্তং ন গাণ্ডীবং খণ্ডিতধীর্বিবেদ।।৯৬।।

অনুবাদ। ভয়জ, যথা—শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রকটন করিলে তাহা দেখিয়া অর্জুন হতবুদ্ধি হইয়া করপদ্ম হইতে সমীপেই স্খলিত গাণ্ডীবকেও দেখিলেন না।।৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বানরবর্যো হনুমান্ স এব কেতুশ্চিহ্নং যস্য স অর্জুনঃ।।৯৬।।

বিষাদাদ্, যথা শ্রীদশমে (১০।১১।৪৯) —

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভুবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ।।৯৭।।

অনুবাদ। বিষাদ হইতে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—বলরামাদি বালকবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে মহাবককর্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া প্রাণশূন্য ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় অচেতন হইলেন।।৯৭।।

অস্যান্যত্রাত্মপর্যন্তে স্যাৎ সর্বত্রৈব মূঢ়তা।
কৃষ্ণস্ফূর্তিবিশেষস্তু ন কদাপ্যত্র লীয়তে।।৯৮।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত মোহপ্রাপ্ত হইলে আত্মপর্যন্ত সমস্তবিষয়েই বিস্মৃতি ঘটিলেও কিন্তু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিবিশেষ কখনও ধ্বংস হয় না।।৯৮।।

তথ্য। প্রধানতঃ প্রলয়ে বহির্বৃত্তির ও মোহে অন্তর্বৃত্তির লোপ হয় জানিতে হইবে।।৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্য প্রাপ্তমোহস্য, ভগবৎসম্বন্ধিনঃ ভক্তস্য কৃষ্ণস্ফূর্তিবিশেষস্তু ইতি স্বাশ্রয়ন্তং বিনা ভাবানাম নবস্থিতেঃ, তচ্চোক্তং 'তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ'। ইতি (১০।১২।৪৪)। কিন্তু বহির্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন প্রলয়ঃ। মোহন্তস্তবৃত্তিলোপ-প্রাধান্যেন জ্ঞেয়ঃ। অতএব মোহো হৃন্মূঢ়তেত্যত্র হৃৎশব্দো দত্তঃ। 'মুহবৈচিত্তে' ইতি ধাতুবলাদেব তদর্থতা-সিদ্ধেঃ।।৯৮।।

অথ **মৃতিঃ** –

বিষাদব্যাধিসন্ত্রাস-সংপ্রহারক্লমাদিভিঃ।
প্রাণত্যাগো মূর্তিস্তস্যামব্যক্তাক্ষরভাষণম্।
বিবর্ণগাত্রতা-শ্বাসমান্দ্য-হিক্কাদয়ঃ ক্রিয়াঃ।।৯৯।।

অনুবাদ। অতঃপর মৃতি—বিষাদ, ব্যাধি, সন্ত্রাস, সংপ্রহার ও শ্রম প্রভৃতি দ্বারা প্রাণত্যাগ, উহা 'মৃতি'। উহাতে অব্যক্ত বাক্য, শরীরের বৈবর্ণ্য, অল্পশ্বাস ও হিক্কাদি লক্ষিত হয়।।৯৯।।

যথা –

অনুল্লাসশ্বাসা মুহুরসরলোত্তানিতদৃশো
বিবৃণ্বন্তঃ কায়ে কিমপি নববৈবর্ণ্যমভিতঃ।
হরের্নামাব্যক্তীকৃতমলঘুহিক্কালহরিভিঃ
প্রজল্পন্তঃ প্রাণান্ জহতি মথুরায়াং সুকৃতিনঃ।।১০০।।

অনুবাদ। যথা—সুকৃতি মথুরাবাসিগণ সামান্য শ্বাস, বারবার বক্র ও উর্ধ্বদৃষ্টি এবং শরীরে অত্যদ্ভুত নববৈবর্ণ্য আবিষ্কার করিয়া উচ্চ হিক্কাভরে অস্পষ্টরূপে শ্রীহরিনাম উচ্চারণসহকারে প্রাণত্যাগ করিতেছেন।।১০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মরণসময়ে উল্লাস-রহিতাঃ শ্বাসাযেষাম্, অসরলাঃ কুটিলা এবং উত্তনিতা উর্ধ্বে ক্ষিপ্তা দৃশো যেষাং তথাভূতাঃ সুকৃতিনঃ উচ্চহিক্কালহরীভিঃ অব্যক্তীকৃতং হরের্নাম প্রজল্পন্তঃ প্রাণান্ জহতি।।১০০।।

যথা বা –

বিরমদলঘুকণ্ঠোদ্‌ঘোষঘুৎকারচক্রা ক্ষণবিঘটিততাম্যদ্দৃষ্টিখদ্যোতদীপ্তিঃ।
হরিমিহিরনিপীতপ্রাণগাঢ়ান্ধকারা ক্ষয়মগমদকস্মাৎ পূতনা কালরাত্রিঃ।।১০১।।

অনুবাদ। যথা বা—শ্রীহরিরূপ সূর্যকর্তৃক পূতনারূপা কালনিশার প্রাণরূপ ঘোরান্ধকার বিনষ্ট হইলে তাহার উচ্চকণ্ঠ-শব্দরূপ পেচকশব্দসকলও ধীরে ধীরে বিরমিত হইল এবং ক্ষণমধ্যেই বিকশিতা তাহার দৃষ্টিরূপা খদ্যোতাভাও গ্লানিময় হইল।।১০১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরিরেব মিহিরঃ সূর্যঃ তেন নিপীতঃ প্রাণরূপো গাঢ়ান্ধকারোঃ যস্যাঃ এবম্ভূতা পূতনারূপকালরাত্রিঃ। অকস্মাৎ ক্ষয়মগমৎ প্রাপ। রাত্রি-সাধর্ম্যমাহ—বিরমন্ উচ্চকণ্ঠশব্দরূপঘুৎকার-চক্রো ঘ ক-পক্ষিশব্দ সমূহো যত্র; ঘূ কা অপি দিবসে সূর্যপ্রকাশেন ভীতাঃ। অতএব রাত্রৌ সুখং তিষ্ঠন্তি। পুনঃ সূর্যোদয়-সম্ভাবনয়া বিরামং প্রাপ্নুবন্তি। ক্ষণমাত্রেণ বিঘটিতা এবং তাম্যন্তী গ্লানিযুক্তা দৃষ্টিরূপখদ্যোতদীপ্তির্যয়া। খদ্যোতা অপি রাত্রৌ প্রকাশন্তে সূর্যোদয়ে তু ম্লানা ভবন্তি।।১০১।।

প্রায়োঽত্র মরণাৎ পূর্বা চিত্তবৃত্তিমৃতির্মতা।
মৃতিরত্রানুভাবঃ স্যাদিতি কেনচিদুচ্যতে।
কিন্তু নায়কবীর্যার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে।।১০২।।

অনুবাদ। মরণের পূর্ববর্তী চিত্তবৃত্তি এখানে প্রায়ই 'মৃতি'-নামে কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মৃত্যুশব্দে অনুভাববিশেষই জানিতে হইবে, কিন্তু নায়কের বীর্য বর্ণনা করিতে হইলে শত্রুপক্ষের মরণ বলিতে হয়।।১০২।।

অথ **আলস্যম্** —

সামর্থস্যাপি সদ্ভাবে ক্রিয়ানুন্মুখতা হি যা।
তৃপ্তিশ্রমাদিসম্ভূতা তদালস্যমুদীর্যতে।।১০৩।।
অত্রাঙ্গভঙ্গো জৃম্ভা চ ক্রিয়া-দ্বেষোঽক্ষিমর্দনম্।
শয্যাসনৈকপ্রিয়তা তন্দ্রা-নিদ্রাদয়োঽপি চ।।১০৪।।

অনুবাদ। অতঃপর আলস্য তৃপ্তি ও শ্রমাদি হেতু সামর্থ্য থাকিতেও যে কার্যে অপ্রবৃত্তি, তাহাকে 'আলস্য' বলা হয়। ইহাতে দেহভঙ্গ, জৃম্ভা, কার্যপ্রতি দ্বেষ, নেত্রমর্দন, শয়ন, তন্দ্রা ও নিদ্রাদি দৃষ্ট হয়।।১০৩-১০৪।।

তত্র **তৃপ্তের্যথা** –

বিপ্রাণাং নস্তথা তৃপ্তিরাসীদ্গোবর্ধনোৎসবে।
নাশীর্বাদেঽপি গোপেন্দ্র! যথা স্যাৎ প্রভবিষ্ণুতা।।১০৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে তৃপ্তিজ, যথা—হে গোপেন্দ্র! গোবর্ধনোৎসবে আমরা বিপ্রগণ এত তৃপ্ত হইয়াছি যে, আমরা আর আশীর্বাদ করিতেও সমর্থ নহি।।১০৫।।

শ্রমাদ যথা —

সুষ্ঠু নিঃসহতনুঃ সুবলোঽভূৎ প্রীতয়ে মম বিধায় নিযুদ্ধম্।
মোটয়ন্তমভিতো নিজমঙ্গং নাহবায় সহসাহ্বয়তামুম্।।১০৬।।

অনুবাদ। শ্রমজ, যথা—আমার প্রীতির জন্য সুবল আমার সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করিয়া অতি দুর্বল হইয়াছে, এখন কেবল দেহমোটনই করিতেছে; অতএব তোমরা আর উহাকে যুদ্ধের জন্য ডাকিও না।।১০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তৃপ্ত্যাদিভির্জাতা যা ক্রিয়ানুন্মুখতা তদালস্যম্। মম প্রীত্যর্থং নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং কৃত্বা নিঃসহা কিঞ্চিৎ কর্তুমক্ষমা তনুর্যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সুবলঃ অভুৎ। অতোঽমুমাহবায় যুদ্ধায় যুয়ং নাহূরত।।১০৬।।

অথ জাড্যম্ –

জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্ঠশ্রুতীক্ষণৈঃ।
বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্বাবস্থাপরাপি চ।
অত্রানিমিষতা তূষ্ণীম্ভাববিস্মরণাদয়ঃ।।১০৭।।

অনুবাদ। অতঃপর জাড্য—ইষ্ট ও অনিষ্টবিষয়ের শ্রবণ ও দর্শন এবং বিহারাদি হইতে উৎপন্ন যে বিচার শূন্যতা, উহাকে 'জাড্য' বলা হয়। ইহা মোহের পূর্বের ও পরের অবস্থার সমান; ইহাতে অনিমিষতা, তূষ্ণীম্ভাব ও বিস্মরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে।।১০৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপ্রতিপত্তিঃ বিচারশূন্যতা। তৎজাড্যং, মোহাৎ পূর্বাবস্থা পরাবস্থা চ যথা তাদৃশীত্যর্থঃ। অত্র অনিমিষতা তূষ্ণীং ভাববিস্মরণাদয়ঃ।।১০৭।।

তত্র **ইষ্টশ্রুত্যা**, যথা শ্রীদশমে (১০।২১।১৩) –

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেনুগীত-পীযূষমুত্তভিত-কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থু-র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাং স্পৃশন্ত্যঃ।।১০৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ইষ্টশ্রবণে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে দেখ, গাভীসমূহ এবং মাতৃস্তনক্ষরিত দুগ্ধপানরত বৎসসমূহ উন্নমিত ও স্তব্ধ কর্ণপুটদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমুখবিনির্গত বংশীসঙ্গীতসুধা পান করিতে করিতে তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে আনয়ন করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক অশ্রুধারায় অবস্থান করিতেছে।।১০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষরণশঙ্কয়েব উত্তভিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্য এব তস্থূঃ শাবা বৎসাঃ, স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদেবমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ স্তনপানাসমর্থ্যাৎ স্তনেভ্যঃ স্নুতানাং পয়সাং কবলোগ্রাস এব মুখেন তু নির্গিলনং যেষাং তে তস্থূঃ জাড্যোদয়েন স্তব্ধা বভূবুরিত্যর্থঃ ততশ্চ তন্মাতরঃ গোবিন্দং দৃশা দৃষ্ট্যৈবাকৃষ্যানীয় নেত্রদ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্য আত্মনি স্বমনসি স্পৃশ্যন্ত্যঃ স্বমনসঃ ক্রোড় এব বাৎসল্যাৎ স্থাপয়ন্ত্যঃ তস্থূঃ।।১০৮।।

অনিষ্টশ্রুত্যা, যথা –

আকলয্য পরিবর্তিতগোত্রাং কেশবস্য গিরমর্পিতশল্যাম্।
বিদ্ধধীরধিকনির্নিমিষাক্ষী লক্ষণা ক্ষণমবর্তত তূষ্ণীম্।।১০৯।।

অনুবাদ। অনিষ্টশ্রবণে, যথা—অন্যনামে আহ্বানযুক্ত শেলতুল্য-বেদনাপ্রদ কেশববাক্যে লক্ষ্মণা অস্থিরচিত্তে নির্নিমেষনয়নে ক্ষণকাল মৌন হইয়াই থাকিলেন।।১০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লক্ষ্মণানাম্নী একা যুথেশ্বরীপরিবর্তিতং গোত্রং নাম 'যত্র' গোত্রং কুলে ধনে

নাম্নি গোত্রস্তু 'ধরণীধরঃ' ইত্যজয়ঃ। তথাভূতং কেশবস্য গিরং নিশম্য শ্রুত্বা। গিরং কীদৃশীম্? অর্পিতং শল্যং যয়া তথাভূতাং, তথাচ শ্রীকৃষ্ণনৈব তস্যা মানোৎপত্ত্যর্থং লক্ষণা ইতি বক্তব্যে তৎপ্রতিপক্ষযূথেশ্বর্যা নাম গৃহীতম্। তৎ শ্রুত্বা সা কুপিতা বভূব ইত্যর্থঃ।।১০৯।।

ইষ্টেক্ষণেন, যথা শ্রীদশমে (১০।৭১।৪০) —

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।

পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমাদোপহতো নৃপঃ।।১১০।।

অনুবাদ। ইষ্টদর্শনে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব শ্রীগোবিন্দকে সমাদর করিয়া গৃহে আনয়নপূর্বক আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পূজাবিষয়ে প্রকার-নির্ধারণে বিস্মৃত হইলেন।।১১০।।

অনিষ্টেক্ষণেন, যথা তত্রৈব (ভা ১০।৩৯।৩৬) —

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ।

অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ।।১১১।।

অনুবাদ। অনিষ্টদর্শনে, যথা উক্ত গ্রন্থেই—যে-কালাবধি রথের ধ্বজ দেখা যাইতেছিল এবং যে কালাবধি রথ চক্রোত্থিত ধূলি দেখা যাইতেছিল, সেকাল পর্যন্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজ নিজ আত্মাকেও যেন প্রেরণ করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা ছিলেন।।১১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যাবৎ কৃষ্ণরথস্য পতাকা রেণুশ্চ দৃশ্যতে তাবৎ জাড্যোদয়েন লেখ্যানি চিত্রাণীব উপলক্ষিতা বভূবুঃ। কথম্ভূতাস্তাঃ? অনু শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাৎ প্রস্থাপিতা আত্মানো মনাংসি যাভিঃ তাঃ, কেবলৎ দেহৈনৈব ব্রজে তস্থুরিতি ভাবঃ।।১১১।।

বিরহেণ, যথা —

মুকুন্দ বিরহেণ তে বিধুরিতাঃ সখায়শ্চিরা-

দলঙ্কৃতিভিরুজ্ঝিতা ভুবি নিবিশ্য তত্র স্থিতাঃ।

স্খলন্মলিনবাসসঃ শবলরুক্ষগাত্রশ্রিয়ঃ

স্ফুরন্তি খলদেবলদ্বিজগৃহে সুরার্চা ইব।।১১২।।

অনুবাদ। বিরহে, যথা—হে মুকুন্দ! তোমার বিরহে সখাগণ ব্যাকুল হইয়া দুষ্ট দেবল ব্রাহ্মণের গৃহে দেবমূর্তির ন্যায় বহুদিন পর্যন্ত অভূষিত, স্খলিত-মলিনবস্ত্র ও মলযুক্ত রুক্ষদেহ হইয়া ভূতলে পড়িয়াছিলেন।।১১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তে তব বিরহেণ বিধুরিতাঃ দুঃখিতাঃ সুবলাদ্যাঃ সখায়ঃ অলঙ্কারৈরুজ্ঝিতাস্ত্যক্তাঃ সন্তঃ তত্র ব্রজভুবি নিবিশ্য স্থিতাঃ ভূমৌ লুঠন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—পাষণ্ড ইতি। প্রসিদ্ধস্য খলদেবলব্রাহ্মণস্য গৃহে সুরার্চা দেবতা-প্রতিমা অমার্জিতাস্তিষ্ঠন্তি তথেত্যর্থঃ।।১১২।।

অথ ব্রীড়া —

নবীনসঙ্গমাকার্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা।

অধৃষ্টতা ভবেদ্ব্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তনম্।

অবগুণ্ঠনভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ।।১১৩।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্রীড়া—নবসঙ্গম, অকার্য, স্তব ও অবজ্ঞাদি হইতে যে ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব হয়, তাহাকে 'ব্রীড়া' বলা হয়। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা, অবগুণ্ঠন, ভূলিখন এবং অধোমুখতা দেখা যায়।।১১৩।।

তত্র **নবীনসঙ্গমেন**, যথা পদ্যাবল্যাম্ —

গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি ত্বম্।

কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ।।১১৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নবীনসঙ্গমে, যথা পদ্যাবলীতে—হে পঙ্কজনেত্র-সখি! তুমি নিজে প্রেমান্ধা হইয়া গোবিন্দে এই বরদেহ সমর্পণ করিয়াছ, সুতরাং এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দৃষ্টিপাতে কৃপণতা করিও না। হস্তী বিক্রয় করিয়া কেহ কি অঙ্কুশের নিমিত্ত বিবাদ করে? ১১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নবীন-সঙ্গমাদিনা অধৃষ্টতা ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাবঃ ব্রীড়া ভবেৎ। হে সরোজনেত্রে? প্রেমান্ধা ত্বং গোবিন্দে বরবপুরর্পণমকরোঃ। অধুনা ঈষদবলোকন-দানেন কার্পণ্যং ন করু। বিক্রীত ইতি যথা করিণি বিক্রীতে অপি অঙ্কুশদানে বিবাদং ক্রিয়তে।।১১৪।।

অকার্যেণ, যথা —

ত্বমবাগিহ মা শিরঃ কৃথা বদনঞ্চ ত্রপয়া শচীপতে।

নয় কল্পতরুং নচেচ্ছচীং কথমগ্রে মুখমীক্ষয়িষ্যসি?।।১১৫।।

অনুবাদ। অকার্যহেতু, যথা—হে ইন্দ্র! তুমি এস্থানে লজ্জাপ্রযুক্ত মস্তক নত ও মুখ বাক্যশূন্য করিও না, এই পারিজাতবৃক্ষ গ্রহণ কর, নতুবা শচীর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কিরূপে? ১১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্বমবাগিতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্, শিরঃ অবাক্ নম্রীভূতং তথা বদনম্ অবাক্ বচনরহিতং মা কৃথাঃ।।১১৫।।

স্তবেন, যথা —

ভূরিসাদ্‌গুণ্যভারেণ স্তূয়মানস্য শৌরিণা।

উদ্ধবস্য ব্যরোচিষ্ট নম্রীভূতং তদা শিরঃ।।১১৬।।

অনুবাদ। স্তবজনিত, যথা—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বহু-বহু সাদ্‌গুণ্যের উল্লেখসহকারে উদ্ধব স্তুত হইলে উদ্ধবের মস্তক অবনত হইয়া তখন সৌন্দর্য ধারণ করিল।।১১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভূরিষাদ্‌গুণ্যভারেণ হেতুনা স্তূয়মানস্য উদ্ধবস্য।।১১৬।।

অবজ্ঞয়া, যথা হরিবংশে সত্যাদেবীবাক্যম্ —

বসন্তকুসুমৈশ্চিত্রং সদা রৈবতকং গিরিম্।

প্রিয়া ভূত্বাঽপ্রিয়া ভূতা কথং দ্রক্ষ্যামি তং পুনঃ? ১১৭।।

অনুবাদ। অবজ্ঞায়, যথা হরিবংশে সত্যাদেবীবাক্য—রৈবতক গিরি সর্বকালের জন্য বসন্তপুষ্পে সুসজ্জিত বটে, কিন্তু আমি প্রিয়া হইয়াও যখন অপ্রিয়া হইলাম, তখন পুনর্বার কিরূপে ঐ গিরি দেখিব? ১১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আদৌ শ্রীকৃষ্ণস্য অহং প্রিয়া আসম্। অধুনা তু অপ্রিয়াভূতা। অতঃ পুনঃ কথং তং গিরিং দ্রক্ষ্যামি, কথং বা তত্র বিহারার্থং গমিষ্যামীত্যর্থঃ।।১১৭।।

অথ **অবহিত্থা** —

অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ।।১১৮।।

অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভূহ্যস্থানস্য পরিগূহনম্।

অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ।।১১৯।।

অনুবাদ। অতঃপর অবহিত্থা—কোন কৃত্রিমভাব দ্বারা স্থায়িভাবোৎপন্ন অশ্রুকম্পাদির সম্বরণেচ্ছারূপ ভাবকে 'অবহিত্থা' বলা হয়। ইহাতে অন্যের বিতর্কজনক অঙ্গাদির সঙ্গোপন, অন্যদিকে লক্ষ্য করা, বৃথা চেষ্টা ও বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায়।।১১৮-১১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেনচিদ্ ভাবেন ভাব-পারবশ্যেন হেতুনা আকারস্য গোপনম্ অবহিত্থা ভবেৎ। স্থায়িভাব জন্মাশ্রুপুলকাদেঃ কৃত্রিমভাবান্তর-ব্যঞ্জনয়া করণরূপয়া সম্বরণ মেবাবহিত্থেত্যর্থঃ। পরেষাং বিতর্কণীয়স্থানস্য অঙ্গাদেঃ সম্বরণম্।।১১৯।।

তথা চোক্তম্ —

"অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে"।।১২০।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে কথিত হইয়াছে—স্থায়িভাবোৎপন্ন অশ্রুপুলকাদি অনুভাবের আচ্ছাদনই যাহাতে প্রয়োজন, তাদৃশ কৃত্রিম ভাবকেই অবহিত্থা বলে।।১২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুভাবস্য স্থায়িভাবজন্মাশ্রুপুলকাদেরাচ্ছাদনমেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য স কৃত্রিমভাব এবাবহিত্থোচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ।।১২০।।

তত্র জৈহ্ম্যেন, যথা শ্রীদশমে (১০।৩২।১৫) —

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।

সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি হস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে।।১২১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কৌটিল্যে, যথা দশমস্কন্ধে—গোপীগণ সহাস্যলীলাকটাক্ষ-বিভ্রমে-শোভিত ভ্রূদ্বয়দ্বারা অনঙ্গবর্ধন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া নিজ ক্রোড়দেশে তাঁহার

হস্ত ও পদদ্বয় স্থাপনপূর্বক সম্মর্দন সেবা ও স্তব করিয়া ঈষৎ কোপান্বিত হইয়া বলিলেন।।১২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ততশ্চ রিরংসবে কৃষ্ণায় রতমাদিৎসূনাং তাসাং চেষ্টিতমাহ—সভাজয়িত্বেতি। সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবা অনঙ্গদীপনঃ তাসাং কামোদ্দীপনং তং সভাজয়িত্বা তদুচিতৈরেব ভাবৈঃ সম্মান্য পূর্বং নঃ সন্ত্যজ্য গতঃ, সম্প্রতি এব চেষ্টতে; ইতি প্রণয়কোপ-গোপনার্থম্ অঙ্ককৃতয়োঃ তেনৈব তাসাম্ অঙ্কে ন্যস্তয়োঃ তাভিরেব বা স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য অহো তে করচরণানাং শৈত্যমপূর্বং যৎসম্পর্শনেনাস্মাকং তপো নির্বাণঃ। তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপ দুঃখানভিজ্ঞঃ সদা সুখী বিধুরেবাসীতি ব্যাজস্তুত্যা ঈষৎ কুপিতাঃ সত্যঃ বভাষিরে।।১২১।।

দাক্ষিণ্যেন, যথা —

সাত্রাজিতীসদনসীমনি পারিজাতে, নীতে প্রণীতমহসা মধুসূদনেন।

দ্রাঘীয়সীমপি বিদর্ভভুবস্তদের্ষ্যাং সৌশীল্যতঃ কিল ন কোঽপি বিদাম্বভুব? ১২২।।

অনুবাদ। দাক্ষিণ্যে, যথা—শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার গৃহসমীপে পারিজাত তরু রোপণ করিয়া মহোৎসব করিলে রুক্মিণীর দীর্ঘতমা ঈর্ষা হইলেও তাঁহার কৌটীল্যহেতু কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না।।১২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রণীতঃ কৃতঃ মহানুৎসবো যেন তেন কৃষ্ণেন সত্যভামায়াঃ সদন-সীমনি পারিজাতে নীতে সতি রুক্মিণ্যাঃ তদা দ্রাঘীয়সীমতিদীর্ঘতমামপি ঈর্ষ্যাং ন বিদাম্বভূব ন জ্ঞাত-বানিত্যর্থঃ।।১২২।।

হ্রিয়া, যথা প্রথমে (১।১১।৩৩) —

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।

নিরুদ্ধমপ্যস্রবদম্বুনেত্রয়ো-বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য বৈক্লবাৎ।।১২৩।।

অনুবাদ। লজ্জাজাত, যথা প্রথমস্কন্ধে—হে শৌনক! দুর্জ্ঞেয়াভিপ্রায় মহিষীবৃন্দ সেই পতি শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া তদ্দর্শনোত্থিত কামহেতু প্রথমতঃ দৃষ্টিদ্বারা, অতঃপর দৃষ্টিদ্বারাই অন্তরে প্রবেশ করাইয়া অন্তর্দেহেও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রিয়তম তাঁহাদের স্বাভিলাষ জানিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহারা লজ্জাহেতু নয়নজল রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও প্রেমবশ্যতা-নিবন্ধন ঈষৎ ঈষৎ অশ্রুপাত হইতেছিল।।১২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লজ্জয়া কৃতবিঘ্নানামপি মহিষীণাং কৃষ্ণেন সহ পরিরম্ভে প্রকারমাহ--তমিতি। আত্মজৈর্মনোভবৈঃ তদ্দর্শনোদ্দীপিতৈঃ কামৈঃ হেতুভিরিত্যর্থঃ। মকরধ্বজঃ আত্মভূ'রিত্যমরঃ। দৃষ্টিভিঃ পরিরেভিরে ইতি প্রথমং চাক্ষুষঃ সম্ভোগ উক্তঃ। ততো দৃষ্টিরেব নেত্ররন্ধ্রে রেব অন্তঃপ্রবিশ্য আত্মনা অন্তর্দেহেনাপি যতো দুরন্তভাবাঃ দুর্জ্ঞেয়াভি-প্রায়াঃ তদপি সূক্ষ্মধিয়া প্রেয়সা স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাতমালক্ষ্য বিলজ্জমানানাং তাসাং নেত্রয়োরম্বু নিরুদ্ধমপি বৈক্লব্যাৎ বৈবশ্যাৎ আ ঈষৎ অস্রবৎ সুস্রাব। হে ভৃগুবর্ষ।।১২৩।।

জৈম্ম্য-হ্রীভ্যাং, যথা —

কা বৃষস্যতি তং গোষ্ঠ-ভুজঙ্গং কুলপালিকা।

দূতি যত্র স্মৃতে মূর্তিভীত্যা রোমাঞ্চিতা মম।।১২৪।।

অনুবাদ। কৌটিল্যে ও লজ্জায়, যথা—হে দূতি! কোন্ কুলস্ত্রী সেই ব্রজলম্পটকে বাঞ্ছা করে, যাহার স্মরণেও আমার এই শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হইল।।১২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে দূতি! কা কুলপালিকা কুলস্ত্রী, 'কুলস্ত্রী কুলপালিকা' ইত্যমরঃ। গোষ্ঠস্য ভুজঙ্গং কামুকং শ্রীকৃষ্ণং বৃষস্যতি কাময়তে। যত্র কৃষ্ণে স্মৃতে সতি ভীত্যা মম মূর্তিঃ রোমাঞ্চিতা অভূৎ। অত্র স্থায়িভাবজন্যরোমাঞ্চস্য কৃত্রিমভয়রূপভাবান্তর-জন্যত্বেন আচ্ছাদনং জ্ঞেয়ম্।।১২৪।।

সৌজন্যেন, যথা —

গূঢ়া গাম্ভীর্যসম্পদ্ভির্মনোগহ্বরগর্ভগা।

প্রৌঢ়াপ্যস্যা রতিঃ কৃষ্ণে দুর্বিতর্কা পরৈরভূৎ।।১২৫।।

অনুবাদ। সৌজন্যে, যথা—শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রগাঢ় রতি থাকিলেও উহা গূঢ়গাম্ভীর্যরূপ-সম্পত্তি দ্বারা মনোরূপ গহ্বরে গর্ভগত হইয়া অন্যের অগোচর ছিল।।১২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সৌজন্যেতি—দাক্ষিণ্যং মতেঃ কারণং সারল্যং, সৌজন্যন্তু ধৈর্যলজ্জাদি-যুক্তত্বমিত্যনয়োর্ভেদঃ। মনোগহ্বরগর্ভগা অত্যন্তগুপ্তা যা রতিঃ লা প্রৌঢ়াপি গাম্ভীর্যসম্পদ্ভির্গুপ্তা সতী দুর্বিতর্কা অভূৎ।।১২৫।।

গৌরবেণ, যথা —

গোবিন্দে সুবলমুখৈঃ সমং সুহৃদ্ভিঃ স্মেরাস্যৈঃ স্ফুটমিহ নর্ম নির্মিমাণে।

আনম্রীকৃতবদনঃ প্রমোদমুগ্ধো যত্নেন স্মিতমথ সংববার পত্রী।।১২৬।।

অনুবাদ। গৌরবে যথা—হাস্যানন সুবলপ্রমুখ সখাগণের সঙ্গে গোবিন্দ যথেষ্ট পরিহাস করিতে থাকিলে পত্রিনামক তদীয় ভৃত্য প্রমোদমুগ্ধ হইলেও মুখ অবনত করিয়া যত্নপূর্বক হাস্য সংবরণ করিলেন।।১২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুবলমুখৈঃ সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণে হাস্যং নির্মিমাণে সতি পত্রিনামা দাসঃ যত্নেন স্মিতং সম্ববার আচ্ছাদয়ামাস।।১২৬।।

হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কশ্চিদ্‌গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ।

ইতি ভাবত্রয়স্যাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে।।১২৭।।

অনুবাদ। অবহিত্থা-প্রকরণে উদ্ধৃত উদাহরণ সমূহে কোনটি হেতু, কোনটি গোপ্য ও কোনটি গোপন। এই প্রকারে অবহিত্থায় তিনটি ভাবেরই প্রয়োগ দেখা যায়।।১২৭।।

তথ্য। 'সভাজয়িত্বা' ইত্যাদি বাক্যে কুটিলতা-হেতু, তাহা নিজবাক্যে অভিব্যক্ত হইলে দোষ ঘটিতে পারে—এতন্নিবন্ধন মতিকৌটিল্য ঐরূপ ভ্রূবিলাসেই প্রকাশিত হইয়াছে। অসূয়াময় অমর্ষ 'গোপ্য'; উহাও আবার 'ঈষৎকুপিতা'—এই বাক্যে ব্যক্ত। যাহাতে

ভাব সম্বরণ হয়, তাহাই 'গোপন'-শব্দে অভিহিত, এখানে তাহা সংরম্ভ ও স্পর্শদ্বারা হর্ষবৈকল্যরূপে বোধগম্য হইয়াছে। গোপনভাবটি সর্বত্র কৃত্রিম, কিন্তু গোপ্যভাবই বাস্তব বুঝিতে হইবে।।১২৭।।

হেতুত্বং গোপনত্বঞ্চ গোপ্যত্বঞ্চাত্র সম্ভবেৎ।

প্রায়েণ সর্বভাবানামেকশোঽনেকশোঽপি চ।।১২৮।।

অনুবাদ। এই প্রকারে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত ভাবেরই হেতুত্ব, গোপ্যত্ব ও গোপনত্ব এক বা অনেকরূপে সম্ভাবিত হয়।।১২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কশ্চিদ্ভাবঃ অবহিত্থায়া হেতুর্যথা সভাজয়িত্বেত্যাদৌ হেতুর্জৈহ্ম্যম্। তচ্চ স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্যাদিতি মতি-কৌটিল্যম্। তচ্চ তাদৃশ ভ্রূবিলাসেন ব্যক্তম্। গোপ্যোঽসূয়া-রূপামর্ষ; স চ ঈষৎ কুপিতা ইত্যনেন ব্যক্তঃ। গোপয়ত্যনেনেতি গোপনঃ। স চাত্র সংস্তব-স্পর্শাভ্যাং প্রত্যায়িতো হর্ষঃ। সর্বত্র গোপনরূপভাবঃ কৃত্রিম এব, মৃগতৃষ্ণাজলবৎ-প্রতীতিমাত্রশরীরঃ। কিন্তু গোপ্যভাবস্যৈব বাস্তবত্বং জ্ঞেয়ম্, সাত্রাজিতীত্যাদৌ দাক্ষিণ্যং হেতুঃ।ঈর্ষ্যা গোপ্যা হর্ষাভাসো গোপনঃ। তমাত্মজৈরিত্যাদৌ লজ্জা হেতুঃ, দুরন্তভাবোঽত্রসম্ভোগাখ্যরসো গোপ্যঃ। গোপনন্তু অশ্রুনিরোধেন প্রত্যায়িতো ধৃত্যাভাসঃ। কা বৃষস্যতীত্যাদৌ জৈহ্ম্যং হেতুঃ, গোপ্য হর্ষঃ, ভীতির্গোপনীগূঢ়েত্যাদৌ সৌজন্যং হেতুঃ রতির্গোপ্যা, গাম্ভীর্যং গোপনম্। গোবিন্দ ইত্যাদৌ গৌরবং 'হেতুঃ, ধৃতির্গোপনী, চাপল্যং গোপ্যম্।।১২৮।।

অথ **স্মৃতিঃ** --

যা স্যাৎ পূর্বানুভূতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।

দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্তিতা।

ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ।১২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর স্মৃতি--সদৃশ বস্তু দেখিয়া বা দৃঢ়াভ্যাসাদিবশতঃ যে পূর্বানুভূত বস্তুর অন্বেষণ তাহাকে 'স্মৃতি' বলা হয়। ইহাতে মস্তকচালন, ভ্রূবিক্ষেপাদি লক্ষিত হয়।।১২৯।।

তত্র **সদৃশেক্ষয়া**, যথা --

বিলোক্য শ্যামমম্ভোদমম্ভোরুহবিলোচনা।

স্মারং স্মারং মুকুন্দ ত্বাং স্মারং বিক্রমমন্বভূৎ।।১৩০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সদৃশবস্তুর দর্শনে, যথা -- হে মুকুন্দ! পদ্মনয়না শ্রীরাধা শ্যামরূপ মেঘ দেখিয়া তোমাকে বারংবার স্মরণ করিয়া কন্দর্পের পরাক্রম অনুভব করিয়াছেন।।১৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মুকুন্দ! ত্বাং স্মৃত্বা স্মৃত্বা স্মর-সম্বন্ধিনং বিক্রমম্ অন্বভূৎ।।১৩০।।

দৃঢ়াভ্যাসেন, যথা --

প্রণিধানবিধিমিদানীমকুর্বতোঽপি প্রমাদতো হৃদি মে।
হরিপদপঙ্কজযুগলং ক্বচিৎ কদাচিৎ পরিস্ফুরতি।।১৩১।।

অনুবাদ। দৃঢ়াভ্যাসে, যথা—আমি প্রমাদহেতু অবধান না করিলেও কখনও কোথাও হরিচরণকমলযুগল হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।।১৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভগবচ্চরণারবিন্দে চিত্তস্য প্রণিধানে ব্যাপারমিদমিদানীম-কুর্বতোঽপি মম প্রমাদতঃ অনবধানসময়েঽপি হৃদি চরণযুগলং পরিস্ফুরতি।।১৩১।।

অথ **বিতর্কঃ**—

বিমর্ষাৎ সংশয়াদেশ্চ বিতর্কস্তূহ উচ্যতে।
এষ ভ্রূক্ষেপণ-শিরোঽঙ্গুলিসঞ্চালনাদিকৃৎ।।১৩২।।

অনুবাদ। অতঃপর বিতর্ক—বিমর্শ অর্থাৎ হেতুপরামর্শ এবং সংশয় ও বিপর্যয়াদি-নিবন্ধন যে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়হেতু বিচার, তাহাকে 'বিতর্ক' বলা হয়। ইহাতে শিরঃকম্পন ও অঙ্গুলিসঞ্চালনাদি লক্ষিত হয়।।১৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিমর্ষ হেতুপরামর্শঃ, যথা পর্বতোঽয়ং বহ্নিব্যাপামধূবানিতি। তস্মাদ্ যঃ উহঃ অনুমিত্যাত্মকনির্ণয়ঃ, স বিতর্কঃ, এবং সংশয়াৎ স্থাণুর্বা পুরুষো বেত্যাকারক-কোটিদ্বয়াবগাহিজ্ঞানাৎ য উহঃ প্রত্যক্ষাদ্যাত্মকনির্ণয়ঃ সোঽপি বিতর্কঃ।।১৩২।।

তত্র **বিমর্শাৎ**, যথা বিদগ্ধমাধবে —

ন জানীষে মূর্দ্ধ্নশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং
ন কণ্ঠে যন্মাল্যং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি।
তদুন্নীতং বৃন্দাবনকুহর-লীলা-কলভ হে
স্ফুটং রাধানেত্রভ্রমরবর-বীর্যোন্নতিরিয়ম্।।১৩৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বিমর্ষজাত, যথা বিদগ্ধমাধবে—(মধুমঙ্গলের উক্তি—) ওহে! তোমার মস্তক হইতে ময়ূরপুচ্ছসমূহ পড়িয়া গিয়াছে, তাহাও জানিতে পার নাই; তোমার গলদেশে যে মাল্য দিয়াছি তাহাও দেখিতেছি না। অতএব হে বৃন্দাবন-গুহা-প্রমোদিমাতঙ্গ! আমি স্পষ্টই জানিতেছি যে, ইহা শ্রীরাধার নয়নভ্রমরবরের পরাক্রমবিশেষই হইবে।।১৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মধুমঙ্গলস্য বচনম্—তব কণ্ঠে ময়া কৃতমপি মাল্যং ন জানীষে, তস্মাৎ হে বৃন্দাবন-কুহরলীলাকলভ! রাধানেত্রভ্রমরবীর্যস্য ইয়ম্ উন্নতিঃ পরাক্রম ইতি ময়া উন্নীতম্।।১৩৩।।

সংশয়াদ্ যথা —

অসৌ কিং তাপিঞ্ছো ন হি তদমলশ্রীরিহ গতিঃ
পয়োদ্ কিংবায়ং ন যদিহ নিরঙ্কো হিমকরঃ।

জগন্মোহারম্ভোদ্ধুর-মধুরবংশীধ্বনিরিতো

ধ্রুবং মূর্ধন্যদ্রের্বিধুমুখি মুকুন্দো বিহরতি।।১৩৪।।

অনুবাদ। সংশয়জাত, যথা—হে বিধুমুখি! ইহা কি তমালতরু? তাহা হইলে ইহার এমন নির্মল শোভা ও গতিশক্তি থাকিবে কেন? তাহা হইলে কি মেঘ? মেঘের উপরি সকলঙ্ক চন্দ্রই বিরাজ করে, এ যে মেঘশ্যামল দেহের উপরি মুখরূপী নিষ্কলঙ্কচন্দ্র ধারণ করিয়াছে। সুতরাং যাহার বংশীর ধ্বনি জগতের মোহোৎপাদন করিতে পারে, সেই মুকুন্দই গোবর্ধনশিখরে নিশ্চয় বিহার করিতেছে।।১৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসাবিত্যাদি বিচারেণ পূর্বং সংশয় আসীদিতি গম্যতে। স চায়ং তাপিঞ্ছো বা পয়োদো বা মুকুন্দো বেতি লক্ষণো গম্যম্। তাপিঞ্ছস্তমালঃ তস্য বাত্যাদিনা দোলায়মানতারূপা যৎকিঞ্চিৎ গতিঃ প্রতীয়তাং নাম ইহ তু অমলশ্রীঃ স্পষ্টৈব গতির্দৃশ্যতে। নায়ং পয়োদো মেঘঃ, যতঃ প্রসিদ্ধমেঘোপরি যশ্চন্দ্রঃ স তু সকলঙ্কঃ, ইহ তু মেঘবদ্ ভাসমানস্য শরীরস্যোপরি যো মুখরূপচন্দ্রঃ স নিরঙ্কো নিষ্কলঙ্কঃ। জগন্মোহারম্ভ-সমর্থ-বংশীধ্বনিঃ ততোঽস্মাদ্ধেতোঃ গোবর্ধনস্য মূর্ধনি ধ্রুবং নিশ্চিতং মুকুন্দো বিহরতি।।১৩৪।।

বিনির্ণয়ান্ত এবায়ং তর্ক ইত্যুচিরে পরে।।১৩৫।।

অনুবাদ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিশ্চয়ান্ত সংশয়ই 'তর্ক'-নামে অভিহিত হয়।।১৩৫।।

অথ **চিন্তা** –

ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্মিতম্।

শ্বাসাধোমুখ-ভূলেখ-বৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ।

বিলাপোত্তাপ-কৃশতা-বাষ্প-দৈন্যাদয়োঽপি চ।।১৩৬।।

অনুবাদ। অতঃপর চিন্তা—ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের প্রাপ্তিজনিত যে ধ্যান বা বিচার তাহাই 'চিন্তা'-নামে খ্যাত। ইহাতে নিঃশ্বাস, অধোমুখতা, ভূলিখন, বিবর্ণতা, অনিদ্রা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প ও দীনতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।।১৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইষ্টস্যাপ্রাপ্ত্যা অনিষ্টস্য চ প্রাপ্ত্যা নির্মিতং ধ্যানং চিন্তা ভবেৎ, অধোমুখম্ অধোমুখতা।।১৩৬।।

তত্র **ইষ্টানাপ্ত্যা**, যথা শ্রীদশমে (১০।২৯।২৯) –

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।

অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থূর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরা স্মতূষ্ণীম্।।১৩৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ইষ্টপ্রাপ্তিতে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—গুরুতর দুঃখে গোপীগণের বিম্বাধর শুষ্ক হইলে, অবনতাননে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূলিখন ও কজ্জলসংলগ্ন অশ্রুধারায় স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমচিহ্ন প্রক্ষালিত করিতে করিতে তাঁহারা স্তব্ধীভূত হইয়া রহিলেন।।১৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চিন্তায়া অনুভাবমাহ-কৃত্বেতি লজ্জা ধ্বনিতা। প্রেম্ণোঽনুরোধো নাস্মাকং স্বাভাবিকলজ্জাত্যাগ এব সম্প্রতি লজ্জাং প্রাপ, যতঃ কুলবতীনাং পুঞ্জীভূতলজ্জানামপি অস্মাকং লজ্জাত্যাগঃ খলু প্রেমহেতুক এব। স চ প্রেম--রসবিদাং মতে সঙ্গীত এব, ন তু বিগীতঃ; প্রেম্ণস্তু লক্ষণমেতদেব যৎ স্ববিষয়ং পরমেশ্বরমপি অতিশয়েন বশীকরোতি, তৎ প্রেমেত্তি। ততশ্চ যদ্যস্মাকং প্রেমবিষয়োঽয়ং কৃষ্ণো ন বশঃ, অভূৎ, তদা অস্মাকং প্রেম এব নাস্তীত্যবগতম্। লজ্জাত্যাগোঽয়ং কিং হেতুকোঽভূৎ ইত্যনুতাপো লজ্জা চিন্তা চ। তত্রানুতাপং বিবৃণ্বন্ মুখানি বিশিনষ্টি। শুচঃ শোকাৎ উদ্ভূতেন শ্বসনেন উষ্ণশ্বাসেন শুষ্যন্তো বিম্বাধরা যেষুতানি সূর্যাতপেন পক্কবিম্বফলানাং শোষে সতি স্থৌল্যস্যাপগমঃ স্ফুটমলিনত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথা অধরণামপ্যভূদিতি ভাবঃ। লজ্জাচিন্তে বিবৃণোতি-- চরণেন বামপদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং লিখন্ত্য ইতি বিদীর্ণায়াং ভূমাবেব প্রবেষ্টুমিতি ভাবঃ। শোক-সন্তাপৌ বিবৃণোতি উপাত্তমসিভিঃ কজ্জলাক্তৈঃ অস্রৈ কুচয়োঃ কুঙ্কুমানি মৃজন্ত্যঃ তেন বিচ্ছেদ-বর্ধকেন মহানুতাপক্রকচেন দ্বিধা বিদারয়িতুং শ্যামসূত্ররেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা। অস্রৈরিতি বহুবচনেন মৃজন্ত্য ইতি বর্তমানকালেন চাস্রাণাং প্রবাহবতী ধারা সূচিতা। তাবদ্ভিরস্রৈরন্তীয়-বস্ত্রাণ্যপ্যাদ্রীয়ন্ত্য ইতি অনুক্ত্যা এবং সম্ভাব্যতে। নয়নোত্থ-যমুনাদ্বয়-হৃদয়োত্থসন্তাপানলয়োর্নির্বাপণ-শোষণকাময়োর্বিবাদেন কস্যাপি জয়ঃ পরাজয়ো বা দৃষ্ট ইতি। উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ তূষ্ণীমিতি ভারস্যাসহিষ্ণুতা এব চেতনায়া অপগমাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ তস্থুরিতি তাসাং গতচেতনানাং পঞ্চালিকানামিব ঊর্ধাবস্থিতিঃ অবগম্যতে।।১৩৭।।

যথা বা —

অরতিভিরতিক্রম্য ক্ষামা প্রদোষমদোষধীঃ
কথমপি চিরাদধ্যাসীনা প্রঘাণমঘান্তক!
বিধুরিতমুখী ঘূর্ণত্যন্তঃ প্রসূস্তব চিন্তয়া
কিমহহ গৃহং ক্রীড়ালুব্ধ তয়াদ্য বিসস্মরে।।১৩৮।।

অনুবাদ। যথা বা—হে অঘান্তক! তোমার স্নিগ্ধস্বভাবা মাতা চিন্তা করিতে করিতে কৃশা ও বিষণ্ণা হইয়া প্রদোষসময়টি অতি কষ্টে অতিক্রমপূর্বক গৃহদ্বারে অনেকক্ষণ যাবৎ বসিয়া আছেন। তাঁহার অন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। অহো ক্রীড়ালোলুপ! এখনও কি তোমার গৃহকথা মনে পড়িতেছে না?১৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তব প্রসূর্মাতা অরতিভিঃ ক্লেশৈঃ প্রদোষং রজনীমুখং কথমপি কষ্টেন অতিক্রম্য প্রঘাণম্ অলিন্দং গৃহদ্বারাগ্রলগ্নবেদিকারূপং চিরকালাদ্ ব্যাপ্য অধ্যাসীনা সতী চিন্তয়া অন্তর্ঘূর্ণতি। কথম্ভূতা তব বিরহেণ ক্ষামা ক্ষীণা পুনশ্চ দুঃখিতমুখী। অহহ খেদে, হে ক্রীড়ালুব্ধ! তয়া অদ্য কিং গৃহং বিসস্মরে, ত্বং সহচরবালকৈর্যুবতিভিশ্চ সহ ক্রীড়াং করোষি, তথাপি ত্বয়ি তস্য দোষদৃষ্টিনাস্তি। অতএব বিশেষণমাহ---যতঃ সা অদোষধীঃ সর্বত্র স্নিগ্ধস্বভাবত্বাদ্দোষদৃষ্টির্নাস্তি, কিমুত ত্বয়ীত্যর্থঃ।।১৩৮।।

অনিষ্টাপ্ত্যা, যথা —

গৃহিণি গহণয়ান্তশ্চিন্তয়োন্নিদ্রনেত্রা গ্লপয় ন মুখপদ্মং তপ্তবাষ্পপ্লবেন।
নৃপপুরমনুবিন্দন্ গান্দিনেয়েন সার্দ্ধং তব সুতমহমেব দ্রাক্ পরাবর্তয়ামি।।১৩৯।।

অনুবাদ। অনিষ্টপ্রাপ্তিতে, যথা--(নন্দরাজের বাক্য--) হে গৃহিণি! নিবিড়চিন্তায় উন্নিদ্রনয়না হইয়া তুমি উষ্ণবাষ্পধারায় তোমার বদনকমল স্নান করাইও না। অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় যাইয়া সত্বরই তোমার পুত্রকে প্রত্যাবর্তন করাইতেছি।।১৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে গৃহিণি যশোদে! নৃপুরং মথরাম্ অনুবিন্দন্ প্রাপণুবন্ সন্ তব সুতং শীঘ্রং পরাবর্তয়ামি, অতোঽত্র অনিষ্টাশঙ্কা ন কর্তব্যা, গর্গাদিবাক্যাদিতি ভাবঃ, গান্দিনেয়োঽক্রূরঃ।।১৩৯।।

অথ **মতিঃ** --

শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থনির্ধারণং মতিঃ।।১৪০।।

অত্র কর্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।

উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোহাদয়োঽপি চ।।১৪১।।

অনুবাদ। অতঃপর মতি--শাস্ত্রাদির বিচারোত্থ যথার্থনির্ধারণকে 'মতি' বলে। ইহাতে কর্তব্যকরণ, সন্দেহের ও ভ্রমের ছেদন, শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ এবং তর্কবিতর্ক প্রভৃতি হয়।।১৪০-১৪১।।

যথা পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে --

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-

স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে।।১৪২।।

অনুবাদ। যথা, পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে--জগতের মোহোৎপাদনের জন্য কল্পিত পুরাণ-আগমাদি শাস্ত্রসমূহ যদি কল্পপর্যন্ত সেই সেই দেবতাকে অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করেন, করুন; কিন্তু সমস্ত আগমের রূঢ়্যাদি বৃত্তিবিচার প্রসঙ্গ উত্থিত হইলে (পুনঃ পুনঃ তাৎপর্যালোচিত হইলে) এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই আরাধ্যরূপে নির্ধারিত।।১৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চরাচরস্য জগতং ব্যামোহায় পুরাণ-বেদশাস্ত্রাণি তাং তাং দেবতাং পরমিকাং শ্রেষ্ঠাং কল্পপর্যন্ত জল্পন্তু, সমস্তানামাগমানাং বেদানাং ব্যাপারেষু তাৎপর্যেষু বিবেচনস্য ব্যতিকরং পৌনঃপুন্যং নীতেষু সৎসু যঃ সিদ্ধান্তস্তস্মিন্ এক এব ভগবান্ নিশ্চীয়তে।।১৪২।।

যথা বা শ্রীদশমে (১০।৬০।৩৯) --

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব

আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতিং মে বৃতোঽসি।

হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগ-

ধ্বস্তাশিষোঽজভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে।।১৪৩।।

অনুবাদ। যথা বা শ্রীদশমস্কন্ধে—বিষয়বাসনা-বর্জিত মুনিবৃন্দ-কর্তৃক তোমার অনুভাব কথিত হইয়াছে, তুমি বিশ্বের আত্মা ও আত্মপর্যন্ত দাতা, এই নিমিত্ত আমি তোমাকেই বরণ করিয়াছি; তোমার ভ্রূবিজৃম্ভণে উদিত কালপ্রভাবে হতশ্রী ব্রহ্মা ও দেবেন্দ্রপ্রমুখকেই যখন ত্যাগ করিয়াছি, তখন অন্য সামান্য ব্যক্তির কথা আর কি? ১৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্বমিতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি রুক্মিণী বাক্যম্। ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধেতি যত্ত্বয়া পূর্বমুক্তং (১০।৬০।১৬) তত্র ভিক্ষুশব্দার্থং ব্যাচক্ষাণা ভিক্ষুশ্লাঘৈব সর্বোৎকর্ষ ইত্যাহ—ত্বমিতি, ন্যস্তদণ্ডেতি ত এব ভিক্ষব উচ্যন্ত—ইতি ভাবঃ। গদিতানুভাবঃ শ্লাঘিতপ্রভাবঃ। আত্মেতি—যদর্থং সর্বং প্রিয়ং জাতং তেষামাত্মনামপ্যাত্মনস্তব শ্লাঘনং মুধেত্যতো মুধেতি ত্বদুক্তিরেব মুধেতি ভাবঃ। জগতামাত্মদ ইতি জগদ্বর্তিজনেভ্যোঽপি ভজদ্ভ্যঃ ত্বমাত্মানং দদাসীতি জ্ঞাত্বৈব মে ময়া বৃতোঽসি। তদপি যদুক্তং ত্বয়া বৈদর্ভ্যেত্বদবিজ্ঞায়েতি তন্মমেদং বিলক্ষণং জ্ঞানমজ্ঞাত্বৈবেতি ভাবঃ। ভবতো ভ্রুবঃ সকাশাৎ উদীরিতঃ যঃ কালঃ তস্য বেগেন ধ্বস্তা আশিষো যেষাং তান্ ব্রহ্মাদীনপি বিহায় ত্বং বৃতোঽসি। কুতোঽন্যে বরাকাঃ। তদপি যদুক্তং ত্বয়া দীর্ঘসমীক্ষয়েতি তন্মম দীর্ঘসমীক্ষামপ্যজ্ঞাত্বৈবোক্তমিতি ভাবঃ।।১৪৩।।

অথ ধৃতিঃ —

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীত নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ।।১৪৪।।

অনুবাদ। অনন্তর ধৃতি—ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞান, দুঃখের অভাব ও পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তিতে যে মনের অচাঞ্চল্য উহাই 'ধৃতি'। ইহাতে অলব্ধ ও অতীত নষ্ট বস্তুর জন্য ক্লেশ হয় না।।১৪৪।।

তত্র **জ্ঞানেন**, যথা বৈরাগ্যশতকে ভর্তৃহরিঃ —

অশ্নীমহী বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ।।১৪৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ভগবজ্জ্ঞান বা অনুভবে যথা, বৈরাগ্যশতকে ভর্তৃহরি—আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছি, দিগ্‌বস্ত্র হইয়া বাস করিতেছি, ভূতলে শয়ন করি, সুতরাং রাজাদির সেবা করিবার কি প্রয়োজন? ১৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আশাবাসঃ দিগ্রূপবস্ত্রং পরিধানং করোমি। ঈশ্বরৈঃ রাজাদিভিঃ কিম্।।১৪৫।।

দুঃখাভাবেন, যথা —

গোষ্ঠং রমা কেলিগৃহঞ্চকাস্তি গাবশ্চ ধাবন্তি পরঃ পরার্ধাঃ।
পুত্রস্তথা দীব্যতি দিব্যকর্মা তৃপ্তির্মমাভুদ্‌গৃহমেধিসৌখ্যে।।১৪৬।।

অনুবাদ। দুঃখের অভাবে, যথা—(শ্রীনন্দের উক্তি—) আমার গোষ্ঠ—লক্ষ্মীর বিলাসভবন, পরার্ধের উপর গোধন ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে, দিব্যকর্মা পুত্রও গৃহে খেলা করিতেছে; সুতরাং আমি গার্হস্থ্যসুখে তৃপ্ত হইয়াছি।।১৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোষ্ঠমিতি শ্রীনন্দবাক্যম্। পরঃপরার্ধাঃ পরার্ধতোঽপি পরসংখ্যা ইত্যর্থঃ।কথং তজ্ জ্ঞাতং? তত্রাহ—পুত্র স্তথেতি যেন প্রকারেণ তত্তজ্জায়তে তথা তেনৈব প্রকারেণ দিব্যকর্মা পুত্রো দীব্যতীত্যর্থঃ। তৃপ্তির্মমাভূদিত্যত্রাতৃপ্তিময়দুঃখধ্বংসঃ ব্যঞ্জিতঃ।।১৪৬।।

উত্তমাপ্ত্যা, যথা —

হরিলীলা-সুধাসিন্ধোস্তটমপ্যধিতিষ্ঠতঃ।
মনো মম চতুর্বর্গং তৃণায়াপি ন মন্যতে।।১৪৭।।

অনুবাদ। শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তিতে, যথা—হরিলীলারূপ সুধাসিন্ধুর তটে অবস্থিত আমার মন চতুর্বর্গকেও তৃণতুল্য মনে করে না।।১৪৭।।

অথ **হর্ষঃ** —

অভীষ্টেক্ষণলাভাদি-জাতা চেতঃপ্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু মুখফুল্লতা।
আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহোদয়োঽপি চ।।১৪৮।।

অনুবাদ। অতঃপর হর্ষ—বাঞ্ছিতলাভ হইতে উৎপন্ন চিত্তপ্রফুল্লতাকে 'হর্ষ' বলে। এই হর্ষে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখপ্রসন্নতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা ও মোহাদি প্রকাশিত হয়।।১৪৮।।

তত্র **অভীষ্টেক্ষণেন**, যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে —

তৌ দৃষ্টা বিকসদ্বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে।।১৪৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বাঞ্ছিতদর্শনে, যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—হে মুনে! মহামতি অক্রূর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়ায় তাঁহার মুখপদ্মপ্রফুল্ল ও সর্বদেহ পুলকিত হইল।।১৪৯।।

অভীষ্টলাভেন, যথা শ্রীদশমে (১০।৩৩।১১) —

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ।।১৫০।।

অনুবাদ। বাঞ্ছিতলাভে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের কমলগন্ধি ও চন্দনচর্চিত বাহু নিজস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া তাহার সৌরভে পুলকিত হইয়া তদীয় গণ্ডে চুম্বন দিলেন।।১৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র রাসস্থলে একা গোপীস্বস্য স্কন্ধগতং শ্রীকৃষ্ণস্য বাহুমাঘ্রায় চুচুম্ব।।১৫০।।

অথ **ঔৎসুক্যম্** —

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।
মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিঃশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ।।১৫১।।

অনুবাদ। অতঃপর ঔৎসুক্যে—ইষ্টবস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তিবাঞ্ছা-নিবন্ধন যে কালবিলম্বের অসহনীয়তা, তাহাই 'ঔৎসুক্য'। ইহাতে মুখশুষ্কতা, ত্বরা, চিন্তা, নিঃশ্বাস-স্থিরতাদি লক্ষিত হয়।।১৫১।।

তত্র **ইষ্টেক্ষাস্পৃহয়া**, যথা শ্রীদশমে (১০।৭১।৩৪) —

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচন-পানপাত্র-মৌৎসুক্য-বিশ্লথিত-কেশ-দুকূলবন্ধাঃ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম পতীংশ্চ তল্পে দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে।।১৫২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ইষ্টদর্শনবাঞ্ছায়, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--ইন্দ্রপ্রস্থবাসিনী যুবতীরা মানবনেত্রের সাদর দর্শনের একমাত্র বস্তু শ্রীকৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত গৃহকার্য ও শয্যাস্থিত পতিকেও ত্যাগ করিয়া তাঁহার দর্শনাশায় রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন; সেইকালে ঔৎসুক্যহেতু তাঁহাদের কবরীবন্ধন ও বস্ত্রগন্থি শ্লথ হইয়াছিল।।১৫২।।

যথা বা স্তবাবল্যাং শ্রীরাধিকাষ্টকে (১৪।৭) —

প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈর্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু? ১৫৩।।

অনুবাদ। যথা বা স্তবাবলীতে শ্রীরাধিকাষ্টকে--যিনি স্নিগ্ধ বেণুরবে নিজ অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়াছেন--সেই শ্রীহরিকে নিকটস্থ কুঞ্জে দ্রুতবেগে যাইয়া প্রাপ্ত হইয়া হাস্যনয়না নম্রবদনা এবং স্বীয় কর্ণকুহরের কণ্ডূতি-বিস্তার-কারিণী শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজদাস্যরূপ অমৃতসিন্ধুতে স্নান করাইবেন? ১৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈঃ প্রকটিতং নিজবাসং নিজস্থলং যেন তথাভূতং, কৃষ্ণ দ্রুতগতির্যথা স্যাত্তথা কুঞ্জে প্রাপ্য স্মিতাস্যা রাধিকা কদা মাং স্বদাস্যরূপামৃতসমুদ্রে স্নপয়তি। শ্রবণ-কুহরেতি--স্বভাবোক্তিঃ। কালাক্ষমত্বং কালযাপনায়ামসামর্থ্যম্।।১৫৩।।

ইষ্টাপ্তিস্পৃহয়া, যথা —

নর্মকর্মঠতয়া সখীগণে দ্রাঘয়ত্যঘহরাগ্রতঃ কথাম্।
গুচ্ছকগ্রহণ-কৈতবাদসৌ গহ্বরং দ্রুতপদক্রমং যযৌ।।১৫৪।।

অনুবাদ। ইষ্টপ্রাপ্তিবাঞ্ছায়, যথা—নর্মকুশল সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে কথা বিস্তার করিলে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শোৎসুকা শ্রীরাধিকা পুষ্পস্তবক-গ্রহণের ছলে দ্রুতবেগে কুঞ্জগুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।।১৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নর্মকর্মঠতয়া পরিহাসকর্মণি কুশলতয়া সখীগণে কামোদ্দীপক-কথাং দ্রাঘয়তি দীর্ঘতরাং কুর্বতি সতি অসৌ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শৌৎসুকাৎ গুচ্ছক-গ্রহণ-কৈতবাং কুঞ্জগহ্বরম্ একান্তস্থলং যযৌ।।১৫৪।।

অথ ঔগ্র্যম্ --

অপরাধদুরুক্ত্যাদি জাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধ-বন্ধ-শিরঃকম্প-ভর্ৎসণাত্তাড়নাদিকৃৎ।।১৫৫।।

অনুবাদ। অতঃপর ঔগ্র্য--অপরাধ ও দুর্বাক্য প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ক্রোধকে 'উগ্রতা' বলে। ইহাতে বধ, বন্ধন, মস্তককম্পন, ভর্ৎসণ ও তাড়নাদি প্রকাশিত হয়।।১৫৫।।

তত্র **অপরাধাদ্** যথা --

স্ফুরতি ময়ি ভুজঙ্গীগর্ভবিশ্রংসি-কীর্তৌ বিরচয়তি মদীশে কিল্বিষং কালিয়োঽপি।
হুতভুজি বত কুর্যাং জাঠরে বৌষড়েনং সপদি দনুজহন্তুঃ কিন্তু রোষাদ্বিভেমি।।১৫৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অপরাধে, যথা--(গরুড়ের উক্তি--) কি কষ্ট! যাহার প্রতাপে সখীবৃন্দের গর্ভস্রাব হয়, সেই আমি বিদ্যমান থাকিতেও কালিয় আমার প্রভুর প্রতি দ্রোহাচরণ করিল! আমি এখনই এই কালিয়কে জঠরানলে আহুতি দিতে পারি, অথচ দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের রোষকে ভয় করি।।১৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্ফুরতীতি গরুড়-বাক্যম্, সর্পী গর্ভ বিধ্বংসিকীর্তৌ ময়ি বিদ্যমানে সতি জাঠরে হুতভুজি জঠরাগ্নৌ এনং কালিয়ং বৌষট্ আহুতিং কুর্যাং কিন্তু দনুজহন্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য।।১৫৬।।

দুরুক্তিতো যথা সহদেবোক্তিঃ --

প্রভবতি বিবুধানামগ্রিমস্যাগ্রপূজাং ন হি দনুজরিপোর্যঃ প্রৌঢ়কীর্তের্বিসোঢুম্।
কটুতর-যমদণ্ডোদ্দণ্ডরোচির্ময়াসৌ শিরসি পৃথুনি তস্য ন্যস্যতে সব্যপাদঃ।।১৫৭।।

অনুবাদ। দুর্বাক্যে, যথা সহদেবোক্তি--যে জন শ্রেষ্ঠকীর্তি দেবাগ্রণী দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহার বিশাল মস্তকের উপর ঘোরতর যমদণ্ড হইতেও প্রচণ্ডবেগে বামপদ নিক্ষেপ করিলাম।।১৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিশুপালস্য দুরুক্তিং শ্রুত্বা ভীম আহ--প্রভবতীতি। বিবুধানামগ্রিমস্য শ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য অগ্রপূজাং সোঢ়ুং যো ন প্রভবতি সমর্থো ন ভবতি, তস্য শিরসি ময়া বামপাদো ন্যস্যতে। পাদঃ কীদৃশঃ? কটুতর-যমদণ্ডাদপি উদ্দণ্ডরোচিঃ প্রচণ্ডপ্রকাশো যস্য সঃ।।১৫৭।।

যথা বা শ্রীবলদেবোক্তিঃ --

রতাঃ কিল নৃপাসনে ক্ষিতিপলক্ষভুক্তোজ্ঝিতে
খলাঃ কুরুকুলাধমাঃ প্রভুমজাণ্ডকোটিস্বমী।
ইহা বত বিড়ম্বনা শিবশিবাদ্য নঃ শৃণ্বতাং
হঠাদিহ কটাক্ষয়ন্ত্যখিলবন্দ্যমপ্যচ্যুতম্।।১৫৮।।

অনুবাদ। যথা বা শ্রীবলদেববাক্য--হায় হায়! লক্ষ লক্ষ নরপতি যে রাজাসন ভোগ করিয়া ত্যাগ করিয়াছে, এই কুরুকুলাধম দুর্জনসকল সেই রাজাসনে বসিয়া কি না

আমাদের শ্রুতিগোচর করিয়াই কোটিব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ও নিখিলজনবন্দ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে!! অহো! ঈদৃশ বিড়ম্বনা কি আর হইতে পারে? ১৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষিতিপ-লক্ষৈঃ ভুক্তা উজ্ঝিতে ত্যক্তে নৃপাসনে রতাঃ অমী খলাঃ অজাণ্ড-কোটিষু প্রভুং শ্রীকৃষ্ণং শৃণ্বতাং নোঽস্মাকমগ্রে কটাক্ষয়ন্তি কুটিল দৃষ্টিবিষয়ীকুর্বন্তি অবজানন্তী-ত্যর্থঃ।।১৫৮।।

অথ **অমর্ষঃ** —

অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।।১৫৯।।

তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্।

উপায়ান্বেষণাক্রোশবৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ।।১৬০।।

অনুবাদ। অতঃপর অমর্ষ—তিরস্কার ও অপমানাদির অসহ্যতাকে 'অমর্ষ' বলা হয়। ইহাতে স্বেদ, শিরশ্চালন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ানুসন্ধান, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি প্রকাশিত হয়।।১৫৯-১৬০।।

তত্র **অধিক্ষেপাদ্** যথা বিদগ্ধমাধবে (২।৫৩) —

নির্ধৌতানামখিলধরণীমাধুরীণাং ধুরীণা

কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্য পার্শ্বে নবোঢ়া।

অন্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং

নিঃশঙ্কস্ত্বং ভ্রমসি ভবিতা নাকুলত্বং কুতো মে? ১৬১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে তিরস্কারে, যথা বিদগ্ধমাধবে—(জটিলার বাক্য—) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রক্ষালিত মাধুরীধুরীণা নবোঢ়া বধূ শ্রীরাধিকা আমার নিকটে বাস করিতেছে, আর, ওহে চঞ্চল কৃষ্ণ! তুমিও এই গোষ্ঠমধ্যে কটাক্ষভঙ্গি সহকারে নিঃশঙ্ক মনে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে কি আমি অধীরা না হইয়া থাকিতে পারি? ১৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাং দৃষ্টা কথং ত্বং ব্যাকুলাভব সীতি উক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি জটিলা আহ—নির্ধৌতানাং ক্ষালিতানাং ত্রিজগদ্বর্তিমাধুরীণাং ধূরীণা বধূ শ্রীরাধিকা মম পার্শ্বে নিবসতি। হে চটুল! ত্বং অন্তর্গোষ্ঠে গোষ্ঠমধ্যে নেত্রস্য ত্রিভাগং কটাক্ষং নটয়ন্ নিঃশঙ্কঃ সন্ ভ্রমসি; তস্মাৎ কথং মমাকুলত্বং ন ভবিষ্যতি।।১৬১।।

অপমানাদ্ যথা পাদ্মোক্তি ঃ—

কদম্ব-বন-তস্কর দ্রুতমপেহি কিং চাটুভি-

র্জনে ভবতি মদ্বিধে পরিভবো হি নাতঃ পরঃ।

ত্বয়া ব্রজমৃগীদৃশাং সদসি হন্ত চন্দ্রাবলী

বরাপি যদযোগ্যয়া স্ফুটমদূষি তারাখ্যয়া।।১৬২।।

অনুবাদ। অপমানে, যথা পদ্মপুরাণে—(সমাগত সখীমণ্ডলমধ্যে সহসা সখীসহিতা

চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া কৃষ্ণ 'তারা'-নামে ভ্রমবশতঃ আহ্বান করিলে পদ্মার বাক্য--) হে কদম্ববন-তস্কর! সত্বর অপসরণ কর, চাটুবাক্যের আর আবশ্যক কি? মাদৃশজনের পক্ষে ইহা হইতে অপমান আর কি থাকিতে পারে? অহো! চন্দ্রাবলী প্রধানা হইলেও তুমি কিনা ব্রজগোপীগণের সভায় স্পষ্টতঃ অযোগ্যা 'তারা'-নামে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দূষিত করিয়াছ।।১৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কদাচিন্মিলিতানাং সর্বাসাং ব্রজসুন্দরীণাং মধ্যে অকস্মাৎ সখীভিঃ সহিতাং চন্দ্রাবলীং দৃষ্ট্বা তারানাম্নী কাচিদ্ ব্রজসুন্দরী তস্যা ভ্রমেণ 'হে প্রিয়ে তারে!' ইত্যুক্তবতি শ্রীকৃষ্ণে তদৈব ক্রোধেন তস্মান্নির্গত্যান্যত্র কুঞ্জে গতায়াঃ সখীসহিতায়াশ্চন্দ্রাবল্যা অগ্রে গত্বা মানভঙ্গার্থং নানাবিধানুনয়ং কৃতবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তস্যাঃ সখী পদ্মা আহ--হে কদম্বতস্কর! অপেহি ইতঃ স্থানাদূরে গচ্ছ। চন্দ্রাবলী বরা সর্বতঃ শ্রেষ্ঠাপি যদ্ যস্মাদত্যন্তাযোগ্যায়া তারা ইতি আল্যয়া নাম্না ত্বয়া স্ফুটমদূষি, অতঃপরমস্মাকং পরিভবো নাস্তি।।১৬২।।

আদি-শব্দাদ্ **বঞ্চনাৎ অপি**, যথা শ্রীদশমে (১০।৩১।১৬) –

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি।।১৬৩।।

অনুবাদ। আদি-শব্দে বঞ্চনায়ও, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--হে অচ্যুত! আমরা পতি, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, ভ্রাতা ও বান্ধববর্গকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি আমাদের আসিবার কারণ অবগত আছ কিংবা আমরা আমাদের গতি অবগত আছি বলিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমারই উচ্চগীতে আমরা হতবিবেক। হে কিতব! বল ত'--এই রাত্রিতে স্বয়মাগতা স্ত্রীদিগকে কেই বা ত্যাগ করে? ১৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যাশ্চ বেণূনাদ-সময়ে পতিভিরন্তর্গৃহনিরুদ্ধাঃ আসন্ তাঃ সের্ষ্যামাহুঃ---পতিঃ ইতি। গতিমন্তিমাং স্বস্যা দশমীং দশাং বিদন্তীতি তা বয়ম্ অন্তি ত্বদন্তিকম্ আয়াতাঃ। তর্হি কিমাগতা ইতি চেৎ উদ্গীতেন মোহিতা হতবিবেকীকৃতাঃ, এবঞ্চেত্তর্হি রে মূঢ়াঃ। সহধ্বং বেদনামিতি তত্রাহু হে কিতব! শঠ! এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতা ভীরুস্ত্বাং নির্দয়মৃতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্বা হে কিতব মত্ত! নিশি আয়াতা যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ? অতস্ত্বং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবাভুরিতি ভাবঃ। 'কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে' ইতি মেদিনী।।১৬৩।।

অথ **অসূয়া** –

দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়ান্যসৌভাগ্যগুণাদিভিঃ।

তত্রের্ষ্যানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষ্বপিঃ।

অপবৃত্তি-স্তিরোবীক্ষা ভ্রুবোর্ভঙ্গুরতাদয়ঃ।।১৬৪।।

অনুবাদ। অতঃপর অসূয়া--অপরের সৌভাগ্য ও গুণাদিজন্য পরম উন্নতিতে দ্বেষ করাকে 'অসূয়া' বলা হয়। উহাতে ঈর্ষ্যা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণসমূহেও দোষদর্শন, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি ও ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায়।১৬৪।।

তত্র **অন্যসৌভাগ্যেন**, যথা পদ্যাবল্যাম্ (৩০২) --

মা গর্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি কৃষ্ণস্বহস্তলিখিতা নব-মঞ্জরীতি।
অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং বৈরী ন চেত্তবতি বেপথুরন্তরায়ঃ।।১৬৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সৌভাগ্যে, যথা পদ্যাবলীতে--হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ নিজহস্তে তোমার কপোলে তিলক অঙ্কন করিয়াছেন বলিয়া গর্ব করিও না, অন্য নায়িকাও কি এই প্রকার সৌভাগ্যপাত্রী হইতে পারে না? যদি (তাহার সৌন্দর্যে মোহিত) শ্রীকৃষ্ণের করকম্পনরূপ বিঘ্নশত্রু না আসে।।১৬৫।।

যথা বা শ্রীদশমে (১০।৩০।৩০) --

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্।।১৬৬।।

অনুবাদ। যথা বা শ্রীদশমস্কন্ধে--যে রমণী একাকিনী গোপীদের সর্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা চুরি করিয়া পান করিতেছে, সেই রমণীর এই পদচিহ্নসকলই আমাদের চিত্তে মহাক্ষোভ ঘটাইতেছে।।১৬৬।।

গুণেন, যথা --

স্বয়ং পরাজয়ং প্রাপ্তান্ কৃষ্ণপক্ষান্ বিজিত্য নঃ।
বলিষ্ঠা বলপক্ষাশ্চেদ্দুর্বলাঃ কে ততঃ ক্ষিতৌ।।১৬৭।।

অনুবাদ। গুণে,যথা--স্বয়ং (কৌতুকহেতু) পরাজিত কৃষ্ণপক্ষ আমাদিগকে জয় করিয়া যদি বলরামপক্ষই বলশালী হয়, তাহা হইলে জগতে আর কে দুর্বল হইবে? ১৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৌতুকার্থং পরাজয়ং প্রাপ্তান্ কৃষ্ণপক্ষানস্মান্ নির্জিতা যদি বলপক্ষাঃ বলিষ্ঠাঃ স্যুঃ তদাক্ষিতৌ কে দুর্বলাঃ।।১৬৭।।

অথ **চাপলম্** --

রাগ-দ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ।
তত্রাবিচার-পারুষ্য-স্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ।।১৬৮।।

অনুবাদ। অনন্তর চাপল -- রাগদ্বেষাদিদ্বারা চিত্তে লঘুতা জন্মিলে তাহাই 'চাপল'-নামে অভিহিত। উহাতে অবিচার, রূঢ়বাক্য ও স্বচ্ছন্দ-চরণাদি প্রকটিত হয়।।।১৬৮।।

তত্র **রাগেণ**, যথা শ্রীদশমে (১০।৫২।৪১) --

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্মথ্য চৈদ্য-মগধেশ-বলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্।।১৬৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রাগে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--হে অজিত! আগামী কল্য আমার বিবাহ দিন নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং আপনি গোপনে বিদর্ভদেশে আসিয়া পশ্চাৎ

সেনাপতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সবলে আমাকে বীর্যপ্রদর্শনরূপ শুল্কদানে রাক্ষসবিধানে বিবাহ্ করুন।।১৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সত্যং ত্বমঙ্গীকার্যৈব ময়া কিন্তু চৈদ্যায় বন্ধুভিঃ দাস্যমানায়াং ত্বয়ি কিমধুনা করণীয় ইত্যপেক্ষাং স্বয়মেবোপায়মুপদিশতি—শ্ব ইতি। হে অজিত! ত্বং কৈরপি জেতুমশক্য ইত্যর্থঃ। অতো নির্ভয়ত্বাৎ শ্বোভাবিনি উদ্বহনে বিবাহে প্রথমং স্বসৈন্যরহিতং এব গুপ্তোঽলক্ষিত এবাগত্য কুণ্ডিনপুরীং প্রবিশ্য পশ্চাদেব স্বশোভা-খ্যাপনার্থং পৃতনা-পতিভিঃ পরীতো ভবেঃ। অন্যথা এতৎপুরপ্রবেশঃ ঝটিতি দুষ্করঃ। অত্রত্যৈর্বীরৈর্দূরাদেব ত্বয়া সহ যোদ্ধুং প্রযাস্যতে অবশ্যমিতি ভাবঃ। পুর প্রবেশে তু সতি ময়া বিবাহশোভা-প্রেক্ষণার্থমেবাগতমিতি বদতা ত্বয়া সহ যদি বীরা যোদ্ধুং কারণভাবাদেব ন প্রক্রংস্যন্তে তদা ত্বয়া সুখেনৈবাহং হরণীয়া। যদি চানিষ্ঠা শঙ্কিনো যোৎস্যন্ত এব, তদা স্বশৌর্যমাবিষ্কার্যমেবেত্যাহ—নির্মথ্যেতি। সমুদ্রং নির্মথ্য যথা লক্ষ্মীর্গৃহীতা তথৈবেতি ভাবঃ। প্রসহ্য হঠাদেব বীর্যং প্রভাবদর্শনমেব শুল্কং বৈবাহিকদেয়ং যস্যাস্ত্যং মাম্।।১৬৯।।

দ্বেষেণ, যথা —

বংশীপূরেণ কালিন্দ্যাঃ সিন্ধুং বিন্দতু বাহিতা।

গুরোরপি পুরো নীবীং যা ভ্রংশয়তি সুভ্রুবাম্।।১৭০।।

অনুবাদ। দ্বেষজ, যথা—যে বংশী গুরুগণের সাক্ষাতেও নীবীভ্রংশ করায়, সেই বংশী যমুনার প্রবাহে বাহিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করুক।।১৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাচিদ্ ব্রজসুন্দরী স্বসখীমাহ—যমুনায়াঃ পুরেণ প্রবাহেণ বাহিতা সতী বংশী সমুদ্রং বিন্দতু। তথা চ হে সখি! ত্বয়ৈব যত্নেন ইদমবশ্যং কার্যম্, যথা সা ইতো ব্রজভূম্যা অন্যত্র যাত্বিতি ভাবঃ। এবং সতি কুলাঙ্গনায়াঃ পরমপুরুষবিষয়ে এতাদৃশী চিত্তবৃত্তির্ব্যবহারমার্গে চিত্তস্য লঘুতা-প্রযোজিকা, তথা কুলকুমার্যা রুক্মিণ্যা অপি স্ববিবাহার্থমেতাদৃশব্যাপারশ্চিত্তস্য লঘুতাব্যঞ্জকঃ, তথাপি তাদৃশ লঘুত্বং ভগবদ্বিষয়ক-স্নেহজনকত্বেনাভিজনানাং পরমসঙ্গীতমেবেতি জ্ঞেয়ম্।।১৭০।।

অথ **নিদ্রা** —

চিন্তালস্য-নিসর্গ-ক্লমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।

তত্রাঙ্গভঙ্গ-জৃম্ভা-জাড্য-শ্বাসাক্ষিমীলনানি স্যুঃ।।

অনুবাদ। অতঃপর নিদ্রা—চিন্তা, অলসতা, স্বভাব ও শ্রমাদিদ্বারা চিত্তের যে বাহ্যবৃত্তি-লোপ, তাহা 'নিদ্রা'। উহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জাড্য, নিঃশ্বাস ও নয়ননিমীলন প্রভৃতি প্রকটিত হয়।।১৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চিত্তস্য মীলনং বৃহির্বৃত্ত্যভাবঃ। মার্তণ্ডে সূর্যে সন্ধ্যাকালে লোহিতায়তি রক্তবর্ণে সতীত্যর্থঃ।।১৭১।।

তত্র **চিন্তয়া**, যথা —

লোহিতায়তি মার্তণ্ডে বেণুধ্বনিমশৃণ্বতী।

চিন্তয়াক্রান্তহৃদয়া নিদদ্রৌ নন্দগেহিনী।।১৭২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে চিন্তায়, যথা--সূর্যদেব লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেও বেণুরব না শুনিতে পাইয়া মা যশোদা চিন্তাগ্রস্ত-হৃদয়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন।।১৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতিনিঃসহা অতিদুর্বলা (অঙ্গলতিকা) যস্যাঃ সা।।১৭২।।

আলস্যেন, যথা --

দামোদরস্য বন্ধন-কর্মভিরতিনিঃসহাঙ্গ-লতিকেয়ম্।

দরবিঘূর্ণিতোত্তমাঙ্গা কৃতাঙ্গভঙ্গা ব্রজেশ্বরী স্ফুরতি।।১৭৩।।

অনুবাদ। আলস্যজ, যথা--দামোদরের বন্ধনকার্যের পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্বল মা যশোদার মস্তক ঈষদ্ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি শরীরমোটন করিতে লাগিলেন।।১৭৩।।

নিসর্গেন, যথা --

অঘহর তব বীর্যপ্রোষিতাশেষচিন্তাঃ পরিহৃত-গৃহবাস্ত-দ্বারবন্ধানুবন্ধাঃ।

নিজনিজমিহ রাত্রৌ প্রাঙ্গণং শোভয়ন্তঃ সুখমবিচলদঙ্গাঃ শেরতে পশ্য গোপাঃ।।১৭৪।।

অনুবাদ। স্বভাবজ, যথা--হে অঘহর! তোমার বীর্যে যাবতীয় চিন্তা দূরীভূত হওয়ায় এই গোপবৃন্দ গৃহদ্বারবন্ধনের ব্যাপারাদি ত্যাগ করিয়া রাত্রিতে প্রাঙ্গণের শোভা সম্পাদনপূর্বক নিশ্চলদেহে আনন্দে শয়ন করিয়া আছেন, দেখ।।১৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তব বীর্যেণ প্রেষিতা গতা অশেষচিন্তা যেষাং তে পরিহৃতা স্ত্যক্তা গৃহাণাং দ্বারবন্ধনে অনুবন্ধা ব্যাপারা যৈস্তে গোপাঃ।।১৭৪।।

ক্লমেন, যথা --

সংক্রান্তধাতুচিত্রা সুরতান্তে সা নিতান্ততান্তাহৃদ্য।

বক্ষসি নিক্ষিপ্তাঙ্গী হরের্বিশাখা যযৌ নিদ্রাম্।।১৭৫।।

অনুবাদ। শ্রমজ, যথা--অদ্য সম্ভোগশেষে শ্রমজলে বিশাখার গৈরিকাদিকৃত মকরিকাদি চিত্র অস্পষ্ট হইয়াছে, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে দেহ নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রা গিয়াছেন।।১৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুরতস্য সম্ভোগস্য অন্তে শ্রমজলেন সংক্রান্তং মীলিতং গৈরিকাদিকৃত-মকরিকাদিচিত্রং যস্যাঃ সা বিশাখা।।১৭৫।।

যুক্তাস্য স্ফূর্তিমাত্রেণ নির্বিশেষেণ কেনচিৎ।

হৃন্মীলনাৎ পুরোঽবস্থা নিদ্রা ভক্তেষু কথ্যতে।।১৭৬।।

অনুবাদ। চিত্তনিমীলনকে নিদ্রা বলা হয়। উহা তমোগুণ-চিত্তবৃত্তিরূপ বলিয়া গুণাতীত পরম ভক্তবৃন্দে কিপ্রকারে সম্ভব হয়? (তদুত্তরে)---শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তগণের ভগবৎসমাধিরূপা নিদ্রা হয়, উহা প্রাকৃত নিদ্রা নহে। লীলাবিশেষরহিত কেবলমাত্র

শ্রীবিগ্রহস্ফূর্তিমাত্রক চিত্তের নিমীলনের পূর্বাবস্থাই ভক্তবৃন্দের নিদ্রা; উহাতে কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্তনিমীলন ঘটে না।।১৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু পূর্বং চিত্তমীলনমেব নিদ্রেত্যুক্তং, সা চ তমোগুণেন চিত্তবৃত্তিরূপৈব প্রসিদ্ধা সা চ পরমভক্তানাং ন সম্ভবতি, গুণাতীতচিত্তবৃত্তিত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ--যুক্তেতি। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নির্বিশেষেণ লীলা বিশেষ-রহিতেন। কেবল শ্রীবিগ্রহস্ফূর্তিমাত্রেণ যুক্তা হৃন্মীলনাৎ পূর্বাবস্থা নিদ্রা কথ্যতে। তথা চোত্তমভক্তানাং সমাধিরূপা এব নিদ্রা, ন তু প্রাকৃতী যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তথা চোক্তং গারুড়ে---"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতা শ্রয়েতি।।১৭৬।।

অথ **সুপ্তিঃ** --

সুপ্তির্নিদ্রাবিভাবা স্যান্নানার্থানুভবাত্মিকা।
ইন্দ্রিয়োপরতি-শ্বাস-নেত্রসন্মীলনাদিকৃৎ।।১৭৭।।

যথা --

কামং তামরসাক্ষ কেলিবিততিঃ প্রাদুষ্কৃতা শৈশবী
দর্পঃ সর্পপতেস্তদস্য তরসা নির্ধূয়তামুদ্ধুরঃ।
ইত্যুৎস্বপ্নগিরা চিরাদ্‌যদুসভাং বিস্মাপয়ন্ স্মেরয়
নিঃশ্বাসেন দরোত্তরঙ্গদুদরং নিদ্রাং গতো লাঙ্গলী।।১৭৮।।

অনুবাদ। অতঃপর সুপ্তি--দশাবিশেষে নানাবিধ ভাবনা ও বিবিধ অর্থানুভব হইলে সেই নিদ্রাকেই 'সুপ্তি' বলা হয়। উহাতে ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়োপরতি, শ্বাস, নেত্রনীমিলনাদি প্রকাশ পায়। যথা--হে কমলনেত্র কৃষ্ণ! তুমি শৈশবেই বহুলীলা বিস্তার করিয়াছ, সুতরাং এই কালিয়ের মহাদর্পও সত্বর দূর কর দেখি।--এইরূপ স্বপ্ন বাক্যদ্বারা শ্রীবলরাম যাদবগণকে বিস্মিত ও হাস্যান্বিত করিয়া দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নিশ্বাসবেগে উদরের মৃদু মৃদু তরঙ্গ বিস্তারপূর্বক নিদ্রিত হইয়াছিলেন।।১৭৭-১৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিদ্রায়া এবাবস্থাবিশেষ সংজ্ঞান্তরমাহ--সুপ্তিরিতি। নিদ্রায়া এব দশাবিশেষে বিবিধো ভাবো ভাবনা যস্যাং সা নিদ্রৈব সুপ্তিঃ স্যাৎ। ন কেবলং তাদৃশী, অপি তু নানার্থেত্যাদিবিশিষ্টা চ। তথা চ নিদ্রায়াং কেবলং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্ফূর্তিঃ, সুপ্তৌ চ লীলাদি-সহিতস্য স্ফূর্তিরিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।১৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে তামরসাক্ষ কমল-লোচন কৃষ্ণ! ত্বয়া শিশুনা শিশুকালসম্বন্ধিনী কেলিঃ কামং যথেষ্টং প্রাদুষ্কৃতা। তত্তস্মাৎ তস্য কালিয়স্য উদ্ধুরো দর্পঃ শীঘ্রং নির্ধূয়তাং দূরীক্রিয়তাম্--- ইত্যুচ্চগিরা লাঙ্গলী বলদেবঃ যদুসভাস্থ-যাদবং বিস্মাপয়ন্ ঈষদ্ধাসযুক্তং কারয়ন্ শ্বাসেন ঈষচ্চঞ্চলোদরং যথা স্যাৎ তথা নিদ্রাং গতঃ। কেলিশব্দস্য স্ত্রীত্বমপি দৃশ্যতে। তথাহ্যুমাপতিধরঃ রাধাকেলিভরপরিমলধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ইতি (পদ্যাবল্যাম্ ৩৭১)।।১৭৮।।

অথ **বোধঃ** --

অবিদ্যা-মোহ-নিদ্রাদের্ধ্বংসোদ্বোধ প্রবুদ্ধতা।।১৭৯।।

অনুবাদ। অতঃপর বোধ—অবিদ্যা, মোহ ও নিদ্রাদির নাশ হইলে যে জ্ঞানোৎপন্ন হয় তাহা 'বোধ'।।১৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রবুদ্ধতা জ্ঞানাবির্ভাবঃ।।১৭৯।।

তত্র **অবিদ্যাধ্বংসতঃ** —

অবিদ্যাধ্বংসো বোধো বিদ্যোদয়পুর সরঃ।
অশেষক্লেশবিশ্রান্তিস্বরূপাবগমাদিকৃৎ।।১৮০।।

অনুবাদ। তৎস্থলে অবিদ্যাধ্বংসে--অবিদ্যাধ্বংসের পর যে বোধ হয়, উহা বিদ্যোদয়পূর্বকই হয় এবং উহাতে নিখিল ক্লেশের বিশ্রান্তিকর (হর্ষজনক) স্বরূপ জাগরণ হয়।।১৮০।।

তথ্য। অবিদ্যাজন্য কামক্রোধাদি থাকিলে সত্বর রতির উদয় হয় না, সুতরাং অবিদ্যানাশক বিদ্যার উৎপাদন, তৎপরে বিদ্যারও ত্যাগপূর্বক কেবল শ্রবণকীর্তনাদিরূপা শুদ্ধভক্তিই কর্তব্য। অনন্যভক্তবৃন্দ কিন্তু প্রথমতঃই শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনে ব্রতী হ'ন, বিদ্যোদয়ের প্রয়াস করেন না।।১৮০।।

যথা —

বিন্দন্ বিদ্যাদীপিকাং স্বস্বরূপং বুদ্ধা সদ্যঃ সত্য-বিজ্ঞানরূপম্।
নিষ্প্রত্যুহস্তৎ পরং ব্রহ্মমূর্তং সান্দ্রানন্দাকারমন্বেষয়ামি।।১৮১।।

অনুবাদ। যথা--বিদ্যাদীপ লাভ করিয়া সদ্যই সত্য বিজ্ঞানরূপ নিজ-স্বরূপকেও অবগত হইয়াছি, এক্ষণে আমি কামক্রোধাদিবিঘ্নশূন্য হইয়া সেই মূর্তিমান্ পরব্রহ্ম সান্দ্রানন্দাকৃতি নারায়ণকে সন্ধান করিতেছি।।১৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু ভক্তি র্মুক্ত্যেব নির্বিঘ্না ইতি অগ্রিমগ্রন্থে (৩।১।১৫) বক্ষ্যমাণস্য শান্তবিশেষ স্বভাবস্যানুসারেণাবিদ্যানিবর্তক-বিদ্যোদয়-পুরঃসরো বোধোদয়ঃ, তাদৃশ-শান্তভক্তবিশেষং প্রতি ব্যভিচারীত্যভি প্রায়েণাহ--অবিদ্যেতি। তস্যায়মাশয়ঃ অবিদ্যাজন্যকামক্রোধাদিসত্ত্বে রতিঃ শীঘ্রং নোৎপদ্যতে। অতো অবিদ্যানিরসনীং বিদ্যামুৎপাদ্য পশ্চাদ্ বিদ্যামপি পরিত্যজ্য কেবল-শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা শুদ্ধা ভক্তিরেবেতি কার্যেতি। অনন্যভক্তেস্তু 'সর্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা' (১১।২০।৩৩) ইতি ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বাসেন অবিদ্যাদি সর্বদোষ-নিরসনী শুদ্ধা ভক্তিরেব প্রথমতঃ ক্রিয়তে, ন তু বিদ্যোদয়ে প্রয়াসমিতি জ্ঞেয়ম্। নিষ্প্রত্যূহঃ কামক্রোধাদি বিঘ্নরহিতঃ সন্ মূর্তং পরং ব্রহ্ম নারায়ণম্।।১৮১।।

মোহধ্বংসতঃ —

বোধো মোহক্ষয়াচ্ছব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রসৈর্হরেঃ।
দৃগুন্মীলন-রোমাঞ্চ-ধরোত্থানাদিকৃদ্ভবেৎ।।১৮২।।

অনুবাদ। মোহনাশে—শ্রীহরির শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রস প্রভৃতির দ্বারা মোহ দূরীভূত হইলে যে বোধ জন্মে, উহাতে নয়নোন্মীলন, রোমাঞ্চ এবং উত্থানাদি প্রকটিত হয়।।১৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরেঃ শব্দাদিভিঃ মোহক্ষয়াৎ উৎপন্নো বোধঃ দৃগুন্মীলনাদিকৃদ্ ভবেৎ।।১৮২।।

তত্র **শব্দেন** যথা —

প্রথমদর্শনরূঢ়সুখাবলী কবলিতেন্দ্রিয়বৃত্তিরভূদিয়ম্।
অঘভিদঃ কিল নাম্ন্যুদিতে শ্রুতৌ ললিতয়োদমিমীলদিহাক্ষিণী।।১৮৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শব্দে, যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রথমদর্শনজনিত সুখশ্রেণীতেই শ্রীরাধিকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ পাইয়াছিল, তৎপরে তাঁহার কর্ণে ললিতা শ্রীকৃষ্ণনাম বলিলে শ্রীরাধিকা নয়ন উন্মীলন করিলেন।।১৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমদর্শনজন্য-সুখশ্রেণ্যা কবলিতা গ্রস্তা ইন্দ্রিয়বৃত্তির্যস্যা এবম্ভূতা ইয়ং রাধা আনন্দমূর্চ্ছাক্রান্তা অভূৎ। ততস্তস্যাঃ শ্রুতৌ শ্রীকৃষ্ণনাম্নি ললিতয়া উদিতে সতি সা অক্ষিণী উদমিমীলৎ মুদ্রিতয়োর্নেত্রয়োঃ উন্মীলনং চকার ইত্যর্থঃ।।১৮৩।।

গন্ধেন যথা —

অচিরমঘহরেণ ত্যাগতঃ স্রস্তগাত্রী বনভুবি শবলাঙ্গী শান্তনিঃশ্বাসবৃত্তিঃ।
প্রসরতি বনমালা সৌরভে পশ্য রাধা পুলকিততনুরেষা পাংশুপুঞ্জাদুদস্থাৎ।।১৮৪।।

অনুবাদ। গন্ধে, যথা—অরিষ্টবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলে শ্রীরাধিকা সেই বনপ্রদেশে বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হইয়া শিথিলদেহে পতিত হইলেন, নিশ্বাসব্যাপার প্রায় বন্ধ হইয়াছিল, পুনরায় বনমালার সৌরভ পাইয়া তিনি পুলকিত-দেহে পাংশুপুঞ্জ হইতে উত্থিত হইলেন।।১৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত' ইতি দশমোক্ত (১০।৩০।৩৯) প্রকারেণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকত্যাগতঃ শ্রীরাধিকা বনভুবি স্রস্তগাত্রী সতী নাসিকায়াং বনমালাসৌরভে প্রসরতি সতি।।১৮৪।।

স্পর্শেন, যথা —

অসৌ পাণিস্পর্শো মধুরমসৃণঃ কস্য বিজয়ী
বিশীর্যন্ত্যাঃ সৌরপুলিনবনমালোক্য মম যঃ।
দুরন্তামুদ্ধূয় প্রসভমভিতো বৈশসময়ীং
দ্রুতং মূর্চ্ছামন্তঃ সখি সুখময়ীং পল্লবয়তি।।১৮৫।।

অনুবাদ। স্পর্শ, যথা—(একদা সখীবৃন্দসহ শ্রীরাধা কুসুমচয়ন করিতে করিতে যমুনাতীরে আসিয়াছিলেন, পূর্বানুভূত বিহারস্থলদর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া গেলে সখীবৃন্দ অনেকপ্রযত্নেও তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া শ্রীরাধাকে স্পর্শ করাইলেন। কৌতুকহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তস্পর্শ দিয়াই অন্তর্হিত হইলে মূর্চ্ছাভঙ্গে

শ্রীরাধা বলিতেছেন—) হে সখি! স্বভাবতঃই হর্ষদায়ক ও কোমল এই হস্তস্পর্শ কাহার? যমুনাপুলিন-বন-দর্শনে বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছিলাম, সেই দুরন্ত বিপত্তিময়ী অন্তমূর্চ্ছার সুষ্ঠুরূপে অপনয়নে ঐ হস্তস্পর্শ যে হর্ষময়ী আনন্দমূচ্ছারই অবতারণা করিল।।১৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কদাচিৎ সখীভিঃ সহ শ্রীরাধিকা পুষ্পচয়নার্থং যমুনাতীরমাগত্য তত্রানুভূতচরীং বিহারস্থলীং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছাদশামাপ, বহুভিঃ প্রযত্নৈর্মূর্চ্ছায়া অভঙ্গমালক্ষ্য সখীভির্যত্নাৎ তত্রানীতে শ্রীকৃষ্ণে রাধিকায়া অঙ্গং সহস্তেন স্পৃষ্টা কৌতুকার্থং পুন স্তত্রৈবান্তর্ধায় স্থিতে সতি তস্য স্পর্শাৎ মূর্চ্ছাভঙ্গানন্তরং শ্রীরাধিকা সখীমাহ—অসাবিত্যাদি। মধুরঃ স্বভাবত এবানন্দদায়কঃ মসৃণ কোমলশ্চাসৌ কস্য পানিস্পর্শো বিজয়ী ভবতি? হে সখি! যমুনাপুলিনবনমালোক্য বিশীর্যন্ত্যা মম দুরন্তাং বৈশসময়ীং বিপত্তিময়ীং অন্তমূর্চ্ছাং যঃ পানিস্পর্শঃ উদ্ধূয় দূরীকৃত্য সুখময়ীম্ আনন্দমূর্চ্ছাং পল্লবয়তি।।১৮৫।।

রসেন, যথা —

অন্তর্হিতে ত্বয়ি বলানুজ রাসকেলৌ স্রস্তাঙ্গযষ্টিরজনিষ্ট সখী বিসংজ্ঞা।
তাম্বূলচর্বিতমবাপ্য তবাম্বুজাক্ষী ন্যস্তং ময়া মুখপুটে পুলকোজ্জ্বলাসীৎ।।১৮৬।।

অনুবাদ। রসে, যথা—হে কৃষ্ণ! তুমি রাসলীলায় অন্তর্ধান করিলে আমার সখী (শ্রীরাধিকা) সংজ্ঞারহিতা হইয়া শিথিলদেহে ভূশায়িতা হইলেন। তোমার চর্বিত তাম্বূল পাইয়া আমি তাঁহার মুখে দিলেই পদ্মনয়না পুলকাঞ্চিত হইয়াছিলেন।।১৮৬।।

নিদ্রাধ্বংসতঃ –

বোধো নিদ্রাক্ষয়াৎ স্বপ্ননিদ্রাপূর্তি-স্বনাদিভিঃ।
তত্রাক্ষি-মর্দনং শয্যা-মোক্ষোঽঙ্গবলনাদয়ঃ।।১৮৭।।

অনুবাদ। নিদ্রাধ্বংস-জনিত—স্বপ্ন, নিদ্রাপূর্তি ও শব্দাদি-নিমিত্ত নিদ্রাভঙ্গ ঘটিলে 'বোধ' হয়; উহাতে নেত্র মর্দন, শয্যাত্যাগ ও অঙ্গমোটনাদি প্রকটিত হয়।।১৮৭।।

তত্র **স্বপ্নেন**, যথা –

ইয়ং তে হাস শ্রীবিরমতু বিমুঞ্চাঞ্চলমিদং
ন যাবদ্‌বৃদ্ধায়ৈ স্ফুটমভিদধে ত্বচ্চটুলতাম্।
ইতি স্বপ্নে জল্পন্ত্যচিরমববুদ্ধা গুরুমসৌ
পুরো দৃষ্ট্বা গৌরী নমিতমুখবিম্বা মুহুরভূৎ।।১৮৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্বপ্নে, যথা—'হে চঞ্চল! তোমার এই হাস্যসৌন্দর্যের বিরতি ঘটুক, আমার অঞ্চল ত্যাগ কর, নচেৎ বৃদ্ধার নিকট তোমার চঞ্চলতা নিবেদন করিব'—স্বপ্নে এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধিকা জাগ্রতা হইয়া সমীপে গুরুজন দর্শনে লজ্জায় নতবদনা হইয়া রহিলেন।।১৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইতি স্বপ্নেন জল্পন্তী গৌরী অববুদ্ধা নিদ্রাভঙ্গাৎ প্রাপ্তবোধো সতী গুরুজনভয়ং পুরো দৃষ্ট্বা নমিতমুখবিম্বা অভূৎ।।১৮৮।।

নিদ্রাপূর্ত্যা, যথা —

দূতী চাগাত্তদাগারং জজাগার চ রাধিকা।
তূর্ণং পুণ্যবতীনাং হি তনোতি ফলমুদ্যমঃ।।১৮৯।।

অনুবাদ। নিদ্রাপূর্তিতে, যথা—যখনই দূতী আসিয়া গৃহে পৌঁছাইলেন, তখনই শ্রীরাধার নিদ্রা ভাঙ্গিল। পুণ্যবতীগণের উদ্যম সত্বরই ফলদান করে।।১৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদা শ্রীরাধা জজাগার, তদৈব কৃষ্ণেন প্রেষিতা দূতী তস্যা গৃহমগাৎ।।১৮৯।।

স্বনেন, যথা —

দূরাদ্‌বিদ্রাবয়ন্নিদ্রা মরালীর্গোপসুভ্রুবাম্।
সারঙ্গরঙ্গদং রেজে বেণুবারিদগর্জিতম্।।১৯০।।

অনুবাদ। শব্দজ, যথা—সারঙ্গরঙ্গদায়ক মুরলিরূপ মেঘধ্বনি গোপসুন্দরীগণের নিদ্রারূপা হংসীকে দূরীভূত করিয়াছিল।।১৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বনেন শব্দেন বেণুরূপ মেঘগর্জিতং গোপ-সুভ্রুবাং নিদ্রারূপা যা মরাল্যঃ হংস্যঃ তা বিদ্রাবয়ৎ সারঙ্গাণাং রঙ্গদং যথা স্যত্তথা রেজে। বেণুপক্ষে সারং গায়ন্তীতি সারঙ্গা ভক্তাস্তেষাং রঙ্গদম্।।১৯০।।

ইতি ভাবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কথিতা ব্যভিচারিণঃ।
শ্রেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠেষু বর্ণনীয়া যথোচিতম্।।১৯১।।

অনুবাদ। এই তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব উক্ত হইল। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে এই ব্যভিচারী ভাবসকলকে যথারীতি বর্ণন করাই উদ্দেশ্য।।১৯১।।

মাৎসর্যোদ্বেগ দম্ভের্ষ্যা বিবেকো নির্ণয়স্তথা।
ক্লৈব্যং ক্ষমা চ কুতুকমুৎকণ্ঠা বিনয়োঽপি চ।।১৯২।।
সংশয়ো ধার্ষ্ট্যমিত্যাদ্যা ভাবা যে স্যুঃ পরেঽপি চ।
উক্তেষ্বন্তর্ভবন্তীতি ন পৃথক্‌ত্বেন দর্শিতাঃ।।১৯৩।।

অনুবাদ। মৎসরতা, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষ্যা,বিবেক, নির্ণয়, বৈক্লব্য, ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সন্দেহ, ধৃষ্টতা প্রভৃতি এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য ভাবসমূহও উক্ত ত্রেত্রিশটির মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে বিবেচনায় পৃথক্ বর্ণন করা হইল না।।১৯২-১৯৩।।

তথা হি —

অসূয়ায়াং তু মাৎসর্যং ত্রাসেহপ্যুদ্বেগ এব তু।
দম্ভস্তথাবহিত্থায়ামীর্ষ্যামর্ষে মতাবুভৌ।।১৯৪।।

বিবেকো নির্ণয়শ্চেমৌ দৈন্যে ক্লৈব্যং ক্ষমা ধৃতৌ।
ঔৎসুক্যে কুতুকোৎকণ্ঠে লজ্জায়াং বিনয়স্তথা।
সংশয়োঽন্তর্ভবেত্তর্কে তথা ধার্ষ্ট্যঞ্চ চাপলে।।১৯৫।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে—অসূয়াতে মৎসরতা অন্তর্ভুক্ত, (যেহেতু পরশ্রীতে দ্বেষ করাকে মৎসরতা বলা হয় এবং গুণে দোষারোপ করাই অসূয়া, অতএব উভয়ই প্রায় একই প্রকার। এইরূপে অন্যগুলিও সঙ্গমনীয়।) ত্রাসে উদ্বেগ, অবহিত্থাতে দম্ভ, অমর্ষে ঈর্ষ্যা, বিবেকে নির্ণয়, দীনতায় ক্লৈব্য, ধৃতিতে ক্ষমা, ঔৎসুক্যে কৌতুক ও উৎকণ্ঠা, লজ্জাতে বিনয়, তর্কে সন্দেহ, চাপল্যে ধৃষ্টতা অন্তর্ভূত হইতে পারে।।১৯৪-১৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসূয়ায়ামিত্যাদিষু পরোদয়ে দ্বেষো মাৎসর্যং স এব গুণেষ্বপি দোষারোপণায়াম-ব্যভিচারিত্বাদসুয়েতি তড়িদাদিভিঃ সহসা ভয়ং ত্রাসঃ তত্রা-সহিষ্ণুত্বমুদ্বেগ ইতি আকারগুপ্তিঃ অবহিত্থা। দম্ভস্ত্ববিদ্যমানস্য স্বীয়োত্তমত্বস্য ব্যঞ্জনম্। তস্মাদুভয়মপি কপটমেবেতি অপরাধাসহ নমমর্ষঃ। পরোৎকর্যাসহনমীর্ষ্যা। তদেতদু ভয়মপি অসহনাত্মকমিতি উভৌ বিবেকনির্ণয়ৌ মতান্তর্ভূতৌ জ্ঞেয়ৌ।।১৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রার্থনির্ধারণং মতিঃ তদেকনির্ণয়ঃ তস্য কারণ-বিচারস্তু বিবেকঃ, সোঽহং কারণত্বান্মতাবনুস্যূত ইতি। আত্মন্যতিনিকৃষ্টতা মননং দৈন্যম্, অনুৎসাহঃ ক্লৈব্যং, তত্তু তদঙ্গমেবেতি। মনসোঽচাঞ্চল্যং ধৃতিঃ। ক্ষমা তু সহিষ্ণুত্বং তদঙ্গমেব, কৌতুকোঽকণ্ঠে দ্বে ঔৎসুক্যেবর্তেতে। তত্র কালযাপনায়াসমর্থত্বমৌৎসুক্যম্। আশ্চর্যাদর্শনেচ্ছা কুতুকং, তচ্চ ক্বচিৎ কারণত্বান্মত্তাবনুস্যুতং স্যাৎ। উৎকণ্ঠা চ তস্যৈব সূক্ষ্মাবস্থেতি। লজ্জায়ামপি বিনয় আবশ্যক ইতি।।১৯৫।।

এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ।
বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদেব পরস্পরম্।।১৯৬।।
নির্বেদে তু যথের্ষ্যায়া ভবেদত্র বিভাবতা।
অসূয়ায়াং পুনস্তস্যা ব্যক্তমুক্তানুভাবতা।।১৯৭।।

অনুবাদ। এই সঞ্চারিভাবগুলির মধ্যে পরস্পর কোনটি অন্য কোনও সম্বন্ধে উদ্দীপন-বিভাব ও অনুভাব স্বরূপ হয়—যেরূপ নির্বেদে ঈর্ষ্যা উদ্দীপন, অথচ অসূয়াতে ঐ ঈর্ষ্যাই অনুভাব বলিয়া সুব্যক্ত হইয়াছে।।১৯৬-১৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিমর্যস্তর্কঃ। সংশয়ানন্তরং ভাবীতি—চাপলঞ্চ ধার্ষ্ট্যানন্তরং ভাবীতি; এষাং ব্যভিচারি ভাবানাং মধ্যে কস্যচিদ্ ভাবস্য কশ্চন ভাবো বিভাব উদ্দীপনো ভবেৎ; অনুভাবঃ কার্যং ভবেৎ। তস্যা ঈর্ষ্যায়া অনুভাবতা উক্তা।।১৯৬।।

ঔৎসুক্যং প্রতি চিন্তায়াঃ কথিতাত্রানুভাবতা।
নিদ্রাং প্রতি বিভাবত্বমেবং জ্ঞেয়ঃ পরেঽপ্যমী।।১৯৮।।
এষাঞ্চ সাত্ত্বিকানাঞ্চ তথা নানাক্রিয়াততেঃ।
কার্যকারণ-ভাবস্তু জ্ঞেয়ঃ প্রায়েণ লোকতঃ।।১৯৯।।

অনুবাদ। কিন্তু ঔৎসুক্যে চিন্তার অনুভাবত্ব বলা হইলেও নিদ্রাতে চিন্তাই প্রকটিত। অপরাপর ভাবসম্বন্ধেও তাহা বোদ্ধব্য। ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিকভাবসমূহের এবং নানবিধ ক্রিয়ার পরস্পর কার্যকারণভাব প্রায়ই লোকব্যবহারানুসারে জানিতে হইবে।।১৯৮-১৯৯।।

নিন্দায়া স্তু বিভাবত্বং বৈবর্ণ্যামর্ষয়োর্মতম্।
অসূয়ায়াং পুনস্তস্যাঃ কথিতৈবানুভাবতা।।২০০।।
প্রহারস্য বিভাবত্বং সংমোহপ্রলয়ৌ প্রতি।
ঔগ্র্যং প্রত্যনুভাবত্বমেবং জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি চ।।২০১।।
ত্রাস-নিদ্রা-শ্রমালস্য-মদভিদ্বোধবর্জিনাম্।
সঞ্চারিণামিহ ক্বাপি ভবেদ্রত্যনুভাবতা।।২০২।।

অনুবাদ। নিন্দায় বৈবর্ণ্য ও অমর্ষ উদ্দীপন-বিভাবরূপে কারণ হইয়া থাকিলেও অসূয়াতে উক্ত নিন্দাই অনুভাবরূপে কার্য। সম্মোহ ও প্রলয়ে প্রহারের বিভাবতা ঘটিলেও ঔগ্র্যবিষয়ে তাহারই অনুভাবতা বুঝিতে হইবে। এইরূপে অন্যান্য ভাবসমূহ-সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য। ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, অলসতা, মধুপানজনিত মদ এবং 'বোধ'-ব্যতীত অন্যান্য সঞ্চারিভাবসমূহ কোথাও কোথাও রতিকার্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে।।২০০-২০২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মদভিৎ মধুপানজো মদ ভেদঃ, তথা চ ত্রাসাদিবোধভিন্নানাং সঞ্চারিণাং রত্যনুভাবতা রতিকার্যত্বং ভবেদিত্যর্থঃ।।২০২।।

সাক্ষাদ্রতের্ন সম্বন্ধঃ ষড্ভিস্ত্রাসাদিভিঃ সহ।
স্যাৎ পরম্পরয়া কিন্তু লীলানুগুণতাকৃতে।।২০৩।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণে ত্রাসাদি শমক-স্বভাবের বিরাজ মানতাও ঐ ত্রাসাদি ছয়টি ভাব কদাচ রতিমান্ ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাক্ষাদ্রূপে উদয় হয়; অথচ বিরোধাদি হইতেই ঐ ত্রাসাদি প্রকটিত হয় বলিয়া উহাদের সহিত রতির পরম্পরা-সম্বন্ধও শ্রীকৃষ্ণের লীলার আনুকূল্যেই বোদ্ধব্য।।২০৩।।

বিতর্কমতিনির্বেদধৃতীনাং স্মৃতিহর্ষয়োঃ।
বোধভিদ্দৈন্যসুপ্তীনাং ক্বচিদ্রতিবিভাবতা।।২০৪।।
পরতন্ত্রাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেত্যুক্তাঃ সঞ্চারিণো দ্বিধা।।২০৫।।

অনুবাদ। বিতর্ক, মতি, নির্বেদ, ধৃতি, স্মৃতি, আনন্দ, অবিদ্যাক্ষয়জ বোধ, দৈন্য, সুপ্তি প্রভৃতি ভাব সমূহেরও কোনও কোনও পরম্পরায় রতিবিভাবতা ঘটিতে পারে। সঞ্চারিভাবসমূহ পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্রভেদে দুই প্রকার।।২০৪-২০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিন্তু পরম্পরয়া যঃ সম্বন্ধঃ সোঽপি লীলানুগুণতা-নিমিত্তং বর্ণ্যত ইত্যর্থঃ। রতিমতাং ত্রাসাদয়ো ভাবা ন কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ জায়ন্তে। কৃষ্ণস্য ত্রাসাদি-শমক-স্বভাবত্বেনৈবানুভূয়-মানত্বাৎ, কিন্তু বিরোধ্যাদিভ্য এব জায়ন্তে, তেভ্য এব তেষামনুভূয়মানত্বাৎ। ততশ্চ সাক্ষাদিতি-হর্ষদয়ো ভাবাঃ কেবলং শ্রীকৃষ্ণং বিভাবীকৃত্য জায়ন্তে তথা ত্রাসাদয়ো ন; কিন্তু বিরোধ্যাদি-সম্বলিতমেব কৃষ্ণং বিষয়ীকৃত্য জায়ন্তে। বোধভিৎ অবিদ্যাক্ষয়জো বোধঃ। বিতর্কাদীনাং রতে বিভাবতেতি পরম্পরয়া জ্ঞেয়ম্।।২০৩-২০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরতন্ত্রা মুখ্য-গৌণরতিদ্বয়বশীভূতাঃ। স্বতন্ত্রাস্তাদৃশরত্যবশীভূতা ইতি জ্ঞেয়ম্।।২০৫।।

তত্র **পরতন্ত্রাঃ** –

বরাবরতয়া প্রোক্তাঃ পরতন্ত্রা অপি দ্বিধা।।২০৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে পরতন্ত্র—বর ও অবরভেদে পরতন্ত্রও আবার দ্বিবিধ।।২০৬।।

তত্র বরঃ –

সাক্ষাদ্ব্যবহিতশ্চেতি বরোঽপ্যেষ দ্বিধোদিতঃ।।২০৭।।

তত্র **সাক্ষাৎ** –

মুখ্যামেব রতিং পুষ্ণন্ সাক্ষাদিত্যভিধীয়তে।।২০৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বরপরতন্ত্র—সাক্ষাৎ ও ব্যবহিতভেদে বরপরতন্ত্রও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ—মুখ্যরতির পোষক হইলে পরতন্ত্র 'সাক্ষাৎ' বলিয়া অভিহিত।।২০৭-২০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র বর ইতি জাত্যৈকত্বম্। তস্য লক্ষণং 'রসদ্বয়স্য যোঽঙ্গং প্রাপ্নোতি স বরো মত' ইতি জ্ঞেয়ম্। বক্ষ্যমাণস্যাবরস্য লক্ষণানুসারেণ।।২০৭।।

যথা –

তনূরুহালী চ তনুশ্চ নৃত্যং
তনোতি মে নাম নিশম্য যস্য।
অপশ্যতো মাথুরমণ্ডলং তদ্ব্যর্থেন
কিং হন্ত দৃশোর্দ্বয়েন সাক্ষাদ্বেষ নির্বেদঃ।।২০৯।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার নাম-শ্রবণেই আমার রোমরাজি ও শরীর নৃত্য করিতেছে, সেই মথুরামণ্ডলকে যে নেত্র দর্শন করিল না, হায়! তাহাতে আর আবশ্যক কি?—এই নির্বেদ মথুরামণ্ডলদিদৃক্ষাজনিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ রতিময়, অতএব সাক্ষাৎ।।২০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য মথুরা-মণ্ডলস্য নাম শ্রুত্বা রোমাবলী চ তনূশ্চ নৃত্যং তনোতি তৎ মাথুরং মণ্ডলম্ অপশ্যতো মম মাথুরমণ্ডলদিদৃক্ষা চেয়ং ভগবদ্রতিময্যেব, তস্মাৎ সাক্ষাৎ রতিমেব পুষ্ণাতীতি ভাবঃ।।২০৯।।

অথ **ব্যবহিতঃ –**

পুষ্ণাতি যো রতিং গৌণীং স তু ব্যবহিতো মতঃ।।২১০।।

যথা —

ধিগস্তু মে ভূজদ্বন্দ্বং ভীমস্য পরিঘোপমম্।
মাধবাক্ষেপিণং দুষ্টং যৎ পিনষ্টি ন চেদিপম্।।২১১।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যবহিত—যাহা গৌণরতির পোষক, উহাকে 'ব্যবহিত' বলা হয়। যথা—এই ভীমের বাহুদ্বয় মুদ্গরতুল্য হইলেও ইহাদের ধিক্! কেননা এই বাহুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী খল শিশুপালকে পেষণ করিতে পারিল না।।২১০-২১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চেদিপং শিশুপালং পিনষ্টি চূর্ণীকরোতি।।২১১।।

নির্বেদঃ ক্রোধবশ্যত্বাদয়ং ব্যবহিতো রতেঃ।।২১২।।

অনুবাদ। এখানে নির্বেদ ক্রোধজাত, কিন্তু ক্রোধরতি রৌদ্ররসে স্থায়ী, অতএব এই নির্বেদ গৌণরসের পোষক হওয়ায় ইহাকে 'ব্যবহিত' বলা হয়।।২১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নির্বেদ ইতি ক্রোধোঽত্র ক্রোধরতিঃ। স চ রৌদ্ররসস্য গৌণস্য স্থায়ীতি গৌণী পোষণম্।।২১২।।

অথ **অবরঃ** —

রসদ্বয়স্যাপ্যঙ্গত্বমগচ্ছন্নবরো মতঃ।।২১৩।।

যথা —

লেলিহ্যমানং বদনৈর্জ্বলদ্ভির্জগন্তি দংষ্ট্রাস্ফুটদুত্তমাঙ্গৈঃ।
অবেক্ষ্য কৃষ্ণং ধৃতবিশ্বরূপং ন স্বং বিশুষ্যন্ স্মরতি স্ম জিষ্ণুঃ।।২১৪।।
ঘোরক্রিয়াদ্যনুভাবাদাচ্ছাদ্য সহজাং রতিম্।
দুর্বারাবিরভূদ্ভীতির্মোহোঽয়ং ভীমশস্ততঃ।।২১৫।।

অনুবাদ। অতঃপর অবর—যে সঞ্চারী মুখ্য কিংবা গৌণ কোনরূপ রসেরই অঙ্গ নহে, তাহাই 'অবর' বলিয়া খ্যাত। যথা—দন্তরাজির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত জাজ্বল্যমান বদনসমূহদ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লেহনকারী বিশ্বরূপবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অর্জুন শুষ্কবদন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। (এখানে নিজের অপরিচিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোররূপ দেখিয়া সর্বক্ষণ শঙ্কাযুক্ত ভয়ই হইয়াছে, অথচ ভয়-রতি নহে, অতএব) ঘোরতর কার্যাদির অনুভাব নিবন্ধন সহজরতিকে আবৃত করিয়া যে দুর্বার ভয়ের আবির্ভাব, ইহাকে ভয়াধীন মোহ বলা হয়। (গৌণ ভয়ানক রতির অঙ্গ না হওয়ায় ইহাকে 'অবরসঞ্চারিভাব' বলিতে হয়)।।২১৩-২১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জগন্তি জগদ্বর্তি-সমস্তজন্তূন্ দংষ্ট্রা-করণেন স্ফুটৎ উত্তমাঙ্গং শিরো যত্র তথা দংষ্ট্রা-করণেন প্রাণিমাত্র চর্বণকর্তারম্। ধৃতবিশ্বরূপং জিষ্ণুঃ অর্জুনঃ শুষ্যন্ সন্ স্বমাত্মানং ন স্মরতি স্ম।।২১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঘোরেতি সহজাং রতিমাচ্ছাদ্য দুর্বারা ভীতিঃ আবিরভূৎ। অতোঽয়ং মোহঃ সঞ্চারিভীবশঃ, ততস্তাপরিমিত-তদীয়ঘোররূপদর্শনাৎ সর্বভক্ষণ শঙ্কাময়ভয়মেব কেবলং, ন তু ভয়রতিঃ। রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রমিত্যারভ্য দৃষ্টা-লোকঃ প্রব্যথিতস্তথাঽহ-মিতি গীতোক্ত-তদ্বাক্যাদ্রতেরত্যন্তা স্ফূর্তেঃ। অতো গৌণরতেরপি নাঙ্গত্বম্।।২১৫।।

অথ **স্বতন্ত্রাঃ** –

সদৈব পারতন্ত্র্যেঽপি ক্বচিদেষাং স্বতন্ত্রতা।
ভূপাল-সেবকস্যেব প্রবৃত্তস্য করগ্রহে।।২১৬।।
ভাবজ্ঞৈ রতিশূন্যশ্চ রত্যনুস্পর্শনস্তথা।
রতিগন্ধিশ্চ তে ত্রেধা স্বতন্ত্রাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।২১৭।।

অনুবাদ। অতঃপর স্বতন্ত্র–ভাবজ্ঞগণ স্বতন্ত্র সঞ্চারি ভাবসমুদায়কে রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শন ও রতিগন্ধিভেদে তিন প্রকার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রতিশূন্যের স্বাতন্ত্র্য ত' প্রকাশিতই; অপর দুইটিরও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বলিতেছেন–ব্যভিচারীদের মধ্যে রত্যনুস্পর্শন ও রতিগন্ধির সতত পরতন্ত্রতা থাকিলেও কোন সময় স্বতন্ত্রতাও হইয়া থাকে, যেরূপ রাজস্বগ্রহণ সময়ে স্বীয় বিবাহ কালে রাজসেবকের স্বাধীনতা থাকে, সেইরূপ।।২১৬-২১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ স্বতন্ত্রা ইতি–এষু মধ্যে স্বতন্ত্রেষু প্রথমস্য রতিশূন্যস্য স্বাতন্ত্র্যং ব্যক্তমেব, অন্যদ্বয়স্যাপি তদ্‌যোজয়তি–সদৈবেতি। এষাং মধ্যে ক্বচিৎ কয়োশ্চিৎ রত্যনুস্পর্শনরতিগন্ধ্যোঃ সদৈব পারতন্ত্র্যেঽপি ইত্যর্থঃ। যথা রাজপুরুষস্য সর্বথা রাজ্ঞোঽধীনত্বেঽপি কদাচিৎ করগ্রহে প্রজাতঃ রাজাংশকরগ্রহণে কিংবা বিবাহাদৌ প্রবৃত্তস্য তস্য রাজ্ঞোঽপি সকাশাদাধিক্যং দৃশ্যতে।।২১৬।।

তত্র **রতিশূন্যং** –

জনেষু রতিশূন্যেষু রতিশূন্যো ভবেদসৌ।।২১৮।।

যথা শ্রীদশমে (১০।২৩।৪০) –

ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্‌কুলং ক্রিয়া-দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বদোক্ষজে।।
অত্র স্বতন্ত্রো নির্বেদঃ।।২১৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রতিশূন্য–রতিশূন্য ব্যক্তিতে রতিশূন্য ব্যভিচারিভাব ঘটে। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে–(যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের খেদোক্তি–) আমরা অধোক্ষজ শ্রীভগবানে বিমুখ হইয়াছি বলিয়া আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য–এই ত্রিগুণিত জন্ম, ব্রত, অনেক শাস্ত্রার্থজ্ঞান, কুল এবং ক্রিয়ানিপুণতাদিতে শত শত ধিক্! এখানে স্বতন্ত্র নির্বেদ।।২১৮-২১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধিগিতি-ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম নোঽস্মাকং যত্তৎ

ধিক্। ব্রতং ব্রহ্মচর্যং, ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মাণি। যে বয়ম্ অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে তু বিমুখা এব।।২১৯।।

তত্র **রত্যনুস্পর্শনঃ** –

যঃ স্বতো রতিগন্ধেন বিহীনোঽপি প্রসঙ্গতঃ।
পশ্চাদ্রতিং স্পৃশেদেষ রত্যনুস্পর্শনো মতঃ।।২২০।।

যথা –

গরিষ্ঠারিষ্টটঙ্কারৈর্বিধুরা বধিরায়িতা।
হা কৃষ্ণ পাহি পাহীতি চুক্রোশাভীরবালিকা।
অত্র ত্রাসঃ।।২২১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রত্যনুস্পর্শন—স্বয়ং রতিগন্ধশূন্য হইয়াও যে ভাব পরে প্রসঙ্গতঃ রতিকে স্পর্শ করে, উহাকে 'রত্যনুস্পর্শন' বলা হয়। যথা—ভয়ঙ্কর অরিষ্টাসুরের ঘোরতর নাদে দুঃখিত ও বধিরায়িত ব্রজবালিকাটি—'হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর! রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিলেন। ব্রজাভীর-বালিকা হওয়ায় ইঁহার সততই রতিপরতন্ত্রভাব, কিন্তু সহসা ভয়ানকদর্শনে স্বতন্ত্র ত্রাসই ঘটিয়াছে।।২২০-২২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং পরস্পর বিরোধ পরিহারমুদাহরণেন দর্শয়তি গরিষ্ঠেতি। গরিষ্ঠো যোঽরিষ্টাসুরঃ তস্য টঙ্কারা ঘোরশব্দা স্তৈঃ বিধুরিতা দুঃখিতা এবং বধিরায়িতা কর্ণে বাধির্যযুক্তা গোপবালিকা 'হা কৃষ্ণ! পাহীতি' চুক্রোশ। ব্রজস্থাভীরবালিকাত্বাৎ তস্যাঃ সর্বদৈব তদ্রতিপরতন্ত্রভাবত্বং বর্তত এব। সম্প্রত্যকস্মাদ্ ভয়ানক দর্শনেন স্বতন্ত্র এব ত্রাসো জাত ইতি ভাবো। যাজ্ঞিকেষু রতিচ্ছায়া এব, ন তু রতিশূন্যত্বং জ্ঞেয়ম্।।২২১।।

অথ **রতিগন্ধিঃ** –

যঃ স্বাতন্ত্র্যেঽপি তদ্গন্ধং রতিগন্ধির্ব্যনক্তি সঃ।।২২২।।

যথা –

পীতাংশুকং পরিচিনোমি ধৃতং ত্বয়াঙ্গে
সঙ্গোপনায় ন হি নপ্ত্রি বিধেহি যত্নম্।
ইত্যার্যয়া নিগদিতা নমিতোত্তমাঙ্গা
রাধাবগুণ্ঠিতমুখী তরসা তদাসীৎ।। অত্র লজ্জা।।২২৩।।

অনুবাদ। অতঃপর রতিগন্ধি—যে ব্যভিচারী স্বাতন্ত্র্য হইয়াও রতিলেশের প্রকাশ করে, তাহাকে 'রতিগন্ধি' বলা হয়। যথা—'হে নপ্ত্রি! তোমার দেহে ধৃত পীতবসন আমি বেশ চিনিয়াছি, সুতরাং আর সংগোপন করিতে চেষ্টা করিও না—আর্যা মুখরা ইহা বলিলে শ্রীরাধা বেগে লজ্জায় অবনতমস্তকে অবগুণ্ঠনদ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া রহিলেন। এখানে লজ্জাচ্ছন্না রাধাকর্তৃক রতিগন্ধ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।।২২২-২২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যঃ স্বাতন্ত্র্যেঽপি রতিগন্ধং তল্লেশং ব্যনক্তি, স রতিগন্ধিরিত্যন্বয়ঃ। নপ্ত্রি হে রাধে! আর্যয়া মুখরয়া ইতি নিগদিতা রাধা তরসা বেগেন লজ্জয়া অবগুণ্ঠিতমুখী বস্ত্রেণাচ্ছাদিতমুখী তদাসীৎ। উদাহরণে চার্যায়াস্তস্যা মহারাগেণৈব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-নপ্ত্রীসমর্পণ-লালসায়াস্তাদৃশত্বেন নপ্ত্র্যাপি তর্কিতায়াঃ স্বরহস্যে জ্ঞাতেঽপি লজ্জাচ্ছন্নতয়া নপ্ত্র্যা রতিগন্ধব্যঞ্জনেতি জ্ঞেয়ম্। যথা ধর্মাদের্লঙঘনে তস্যা মহারাগ এব কারণং, তথা আর্যায়া অপীতি শ্রীজীবগোস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যেতি।।২২৩।।

আভাসঃ পুনরেতেষামস্থানে বৃত্তিতো ভবেৎ।
প্রাতিকূল্যমনৌচিত্যমস্থানত্বং দ্বিধোদিতম্।।২২৪।।

অনুবাদ। ঐ ব্যভিচারী ভাবসমূহ অস্থানে প্রযুক্ত হইলে ‘আভাস’ নাম হয়। সেই অস্থানত্ব প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্যভেদে দ্বিবিধ।।২২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আভাস ইতি---তদেবমুক্তস্য তেষামাভাসখ্য দ্বিবিধত্বং দর্শয়তি---প্রাতীত্যর্ধেন।।২২৪।।

তত্র **প্রাতিকূল্যম্** –

বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকূল্যমিতীর্যতে।।২২৫।।

যথা –

গোপোঽপ্যশিক্ষিতরণোঽপি তমশ্বদৈত্যং হন্তি স্ম হন্ত মম জীবিতনির্বিশেষম্।
ক্রীড়া-বিনির্জিত-সুরাধিপতেরলং মে দুর্জীবিতেন হতকংস-নরাধিপস্য।।

অত্র নির্বেদস্যাভাসঃ।।২২৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রাতিকূল্য—উহারা প্রতিকূলে প্রযুক্ত হইলে ‘প্রাতিকূল্য’ নামে কথিত হয়। যথা—আমার প্রাণোপম অশ্বদৈত্য কেশীকে যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত একটি গোপই যখন নিহত করিয়াছে, হায়! যে আমি অবলীলাক্রমে দেবেন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছি, সেই দুর্ভাগ্য কংসরাজের দুর্জীবনের আর কি আবশ্যক?—এস্থানে নির্বেদাভাস ব্যক্ত হইল।।২২৫-২২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিপক্ষে প্রতিকূলে। অশ্বদৈত্যং কেশিনং কংসনরাধিপস্য মম দুর্জীবিতেন, অলং ব্যর্থম্, অত্র নির্বেদস্যাভাসঃ।।২২৬।।

যথা বা –

ডুণ্ডুভো জলচরঃ স কালিয়ো গোষ্ঠভূভৃদপি লোষ্ট্রসোদরঃ।
তত্র কর্ম কিমিবাদ্ভুতং জনে যেন মূর্খ জগদীশতের্য্যতে।।
—অত্রাসূয়ায়াঃ।।২২৭।।

অনুবাদ। যথা বা—(অক্রূরের প্রতি কংসের উক্তি) ‘ওহে অবোধ! সেই কালিয় জলচর ঢোঁড়া সাপ আর গোবর্ধন পাহাড়ও একটি লোষ্ট্রতুল্য; অতএব সেই লোকে

এই কার্য (ঢোঁড়া সাপ দমন করা, কিংবা লোষ্ট্রখণ্ড উৎপাটন প্রভৃতি) কি একটি অদ্ভুত কার্য যে তাহাতে, তুমি উহাকে জগদীশ বলিতেছ?—এ স্থানেও অসূয়াভাস।।২২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ডুণ্ডুভ ইতি অক্রূরং প্রতি কংসস্য-বাক্যম্। কালিয়ো জলচরত্বাৎ ডুণ্ডুভো জলচরঃ নির্বিষ সর্পবিশেষং গোষ্ঠভূভৃৎ গোবর্দ্ধনোঽপি লোষ্ট্রসোদরঃ ক্ষুদ্রমৃৎপিণ্ড সদৃশঃ। তত্র জনে লোকে তস্যেদং কর্ম কিমদ্ভুতমিব? হে মূর্খ! যেন হেতুতা ত্বয়া জগদীশতা কৃষ্ণেঽর্প্যতে।।২২৭।।

অথ **অনৌচিত্যম্** –

অসত্যত্বমযোগ্যত্বমনৌচিত্যং দ্বিধা ভবেৎ।
অপ্রাণিনি ভবেদাদ্যং তির্যগাদিষু চান্তিমম্।।২২৮।।

তত্র **অপ্রাণিনি**, যথা –

ছায়া ন যস্য সকৃদপ্যুপসেবিতাভূং কৃষ্ণেন হন্ত মম তস্য ধিগস্তু জন্ম।
মা ত্বং কদম্ব বিধুরো ভব কালিয়াহিং মৃদ্নন করিষ্যতি হরিশ্চরিতার্থতাং তে।।
—অত্র নির্বেদস্য।।২২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর অনৌচিত্য। অসত্যতা ও অযোগ্যতা রূপে অনৌচিত্য দ্বিবিধ। অপ্রাণিদ্রব্যে অসত্যতা ও পশুপক্ষ্যাদিতে অযোগ্যতা লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে অপ্রাণীতে যথা—'হায় যাহার ছায়া পর্যন্তও একবারও শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন নাই, সেই আমার জন্মই ধিক্!' এইরূপ ভাবনায় হে কদম্ব! তুমি দুঃখ করিও না; যেহেতু কালিয়-নাগের মর্দন করিতে আগ্রহী হরি তোমাকে ধন্য করিবেন। এস্থলে অপ্রাণিতরুতে অসত্যতারূপ অনৌচিত্য প্রকটিত।।২২৮-২২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য মম ছায়া শ্রীকৃষ্ণেন সকৃদপি ন উপসেবিতা অভূৎ তস্য মম জন্ম ধিগস্তু। হে কদম্ব! ইতি বিভাব্য মা ত্বং বিধুরো দুঃখিতো ভব। কালিয়াহিং মৃদ্নন্ মর্দয়িতুং হরিস্তব চরিতার্থতাং করিষ্যতি। তথা চ মর্দন সময়ে ত্বর্য্যারোহণং করিষ্যতীতি।।২২৯।।

তিরাশ্চি, –

অধিরোহতুং কঃ পক্ষী কক্ষামপরো মমাদ্য-মেধ্যস্য।
হিত্বাপি তার্ক্ষ্যপক্ষ্যং, ভজতে পক্ষং হরির্যস্য।।
—অত্র গর্বস্য; ।।২৩০।।

অনুবাদ। পক্ষিবিষয় অযোগ্যতা, যথা—(ময়ূরের বাক্য) অপর কোন্ পক্ষী অদ্য মত্তুল্য পবিত্র হইবে? কেননা শ্রীহরি গরুড়ের পক্ষ ত্যাগ করিয়াও আমার পুচ্ছ ধারণ করেন। এস্থানে পক্ষীতে গর্বকথন অযোগ্য।।২৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তার্ক্ষ্যস্য গরুড়স্য পক্ষং হিত্বা মেধস্য পবিত্রস্য মম ময়ূরস্য পক্ষং হরির্ভজতে।।২৩০।।

বহমানেষ্বপি সদা জ্ঞানবিজ্ঞানমাধুরীম্।
কদম্বাদিষু-সামান্যদৃষ্ট্যাভাসত্বমুচ্যতে।।২৩১।।

অনুবাদ। ব্রজস্থিত কদম্বাদি তত্তজ্জাতির অনুরূপ জ্ঞান ও বিশিষ্ট জ্ঞানের মাধুর্য বহন করিলেও সামান্য দৃষ্টি দ্বারাই উহাদের আভাসত্ব কথিত হইল।।২৩১।।

তথ্য। যদি কদম্বাদির মনুষ্যবৎ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে ইহাদের নিকটেও রহস্যক্রীড়াদির গোপনে কেলিবিলাসাদির উচ্ছেদ প্রসঙ্গই আসিয়া পড়ে; তবে যে শ্রীমদ্ভাগবতে গো, বৃক্ষ ও মৃগাদির ভাব শুনিতে পাওয়া যায় উহা কিন্তু সামান্যই, সবিবেক নয়।।২৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বহমানেষ্বিতি---জ্ঞানমত্র তজ্জাত্যুচিতম্। বিজ্ঞানং ভগবদ্‌বিষয়ক-মাত্রমনুভবম্। 'কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগা' ইত্যেকাদশোক্তে (১১।১২।৮) স্তেষ্বপি ভাব শ্রূয়তে। স চ সামান্যাকার এব, ন তু সবিবেক ইতি মন্তব্যম্। তদেবাহ সামান্যদৃষ্ট্যেতি নির্বিবেকজ্ঞানহেতুনেত্যর্থঃ। অন্যথা মনুষ্যবৎ সবিবেকজ্ঞানে সতি তেভ্যো রহস্য-ক্রীড়াদীনাং গোপনে তাদৃশ-ক্রীড়োচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ।।২৩১।।

ভাবানাং ক্বচিদুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য-শান্তয়ঃ।
দশাশ্চতস্র এতাসামুৎপত্তিস্ত্বিহ সম্ভবঃ।।২৩২।।

অনুবাদ। এই ভাবসমূহের চতুর্বিধ অবস্থা আছে—ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য এবং ভাবশান্তি। ভাবের প্রাকট্যকেই ভাবোৎপত্তি বলা হয়।।২৩২।।

যথা —

মণ্ডলে কিমপি চণ্ডমরীচের্লোহিতায়তি নিশম্য যশোদা।
বৈণবীং ধ্বনিধুরামবিদূরে প্রস্রবস্তিমিতকঞ্চুলিকাসীৎ।।
—অত্র হর্ষোৎপত্তিঃ।।২৩৩।।

অনুবাদ। ভাবোৎপত্তি, যথা—সূর্যমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে মা যশোদা অদূরে বেণুর উচ্চতরশব্দ শ্রবণ করিয়া ক্ষরিতস্তনদুগ্ধে কঞ্চুলিকাকে আর্দ্র করিলেন। এখানে হর্ষোৎপত্তি।।২৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাবানাং সম্ভবঃ প্রাকট্যম্ উৎপত্তিরুচ্যতে। চণ্ডমরীচেঃ সূর্যস্য মণ্ডলে লোহিতায়তি সন্ধ্যাসময়ে রক্তবর্ণে সতি বৈণবীং বেণুসম্বন্ধিনীং ধ্বনিধুরাং ধ্বন্যতিশয়ং শ্রুত্বা প্রস্রবেণ স্তনাভ্যাং ক্ষরিতদুগ্ধেন যশোদা স্তিমিত-কঞ্চুলিকা আসীৎ।।২৩৩।।

যথা বা —

ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সম্ভ্রমন্যাসভুগ্নাপ্যুষসি সখি তবালী-মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃতরহস্যে মাধবে কুঞ্চিতভ্রূর্দৃশমনৃজু কিরন্তী রাধিকা বঃ পুনাতু।।
—অত্রাসূয়োৎপত্তিঃ;।।২৩৪।।

অনুবাদ। যথা বা—হে সখি বিশাখে! নির্জন শয়নাগারে তুমি সহসা উষাকালে মিলিত হইলে তোমার আগমনজনিত সম্ভ্রমে তোমার সখীর সম্ভোগাবসরে শিথিলিত মেখলার পুনর্বন্ধনজন্য মধ্যদেশে বিন্যস্ত হইলেও সুষ্ঠুভাবে বন্ধনাভাবে উহা বক্র হইয়াও কিরূপ শোভা পাইতেছে দেখ! মাধব এই প্রকারে রহস্যকথা বিবৃত করিলে শ্রীরাধা লজ্জায় সঙ্কুচিতভ্রূ হইয়া তাঁহার প্রতি যে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, উহাই তোমাদিগকে পবিত্র করুন। এস্থানে অসূয়ার উৎপত্তি।।২৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখি! বিশাখে! রহসি শয়নগৃহে অকস্মাৎ ত্বয়ি মিলন্ত্যাং সত্যাং তবাগমনজাতেন সম্ভ্রমেণ যঃ সম্ভোগেন শিথিলায়া মেখলায়াঃ পুনর্বন্ধনার্থং মধ্যদেশে বিন্যাসঃ তেন সম্যক্তয়া বন্ধনাভাবাৎ ভুগ্না বক্রাপি তবাল্যা মেখলা ক্ষুদ্রঘন্টিকা ভাতি ইতি—বিবৃত-রহস্যে শ্রীকৃষ্ণে দৃশম্ অনৃজু কুটিলং যথা স্যাত্তথা কিরন্তী রাধিকা পুনাতু। কথম্ভূতা-লজ্জয়া কুঞ্চিতভ্রূঃ।।২৩৪।।

অথ **সন্ধিঃ** —

সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।।২৩৫।।

তত্র **সরূপয়োঃ সন্ধিঃ** —

সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্মতঃ।।২৩৬।।

যথা —

রাক্ষসীং নিশি নিশাম্য নিশান্তে গোকুলেশগৃহিণী পতিতাঙ্গীম্।
তৎকুচোপরি সুতঞ্চ হসন্তং হন্ত নিশ্চলতনুঃ ক্ষণমাসীৎ।।
—অত্রানিষ্টেষ্টসংবীক্ষাকৃতয়োর্জাড্যয়োর্যুতিঃ।।২৩৭।।

অনুবাদ। অতঃপর ভাবসন্ধি—সজাতীয় অথবা পৃথক দুইটি ভাবের পরস্পর যে মিলন উহাই 'ভাবসন্ধি'। তন্মধ্যে সজাতীয় ভাবসন্ধি—পৃথক্ পৃথক্ কারণোত্থ দুইটি ভাবের মিলনে সজাতীয় ভাবসন্ধি হয়। যথা—যশোদা স্বপ্নে নিজগৃহে পতিতাঙ্গী পূতনা রাক্ষসীকে এবং তাহার কুচোপরি পুত্রকেও দেখিতে পাইয়া ক্ষণকাল নিশ্চলদেহা হইয়া রহিলেন। এখানে পূতনার দর্শনজনিত শঙ্কায় জাড্য ও পুত্র দর্শনে হর্ষোত্থ জাড্য—যশোদাতে এই দ্বিবিধ ভাব মিশ্রিত হইল।।২৩৫-২৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বরূপয়োঃ সজাতীয়য়োর্ভাবয়োঃ যুতিরেকত্র মিশ্রণং সন্ধিরিত্যন্বয়ঃ। যশোদা নিশান্তে স্বগৃহে পতিতাঙ্গীং রাক্ষসীং পূতনাং নিশম্য স্বপ্নে দৃষ্ট্বা তস্যাঃ কুচোপরি সুতঞ্চ নিশম্য তত্রানিষ্টায়াঃ পূতনায়া দর্শন জন্যশঙ্কয়া জাড্যম্। এবমিষ্টস্য কৃষ্ণস্য দর্শনজন্যানন্দেন জাতম্। দ্বয়োরেকত্র যশোদায়াং যুতির্মিশ্রণম্।।২৩৭।।

অথ **ভিন্নয়োঃ** —

ভিন্নয়োর্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ।।২৩৮।।

অনুবাদ। অতঃপর ভিন্নভাবসন্ধি। এক কারণে কিংবা বিবিধ কারণে ভিন্ন দুই ভাবের

মিলনকে 'ভিন্ন ভাবসন্ধি' বলা হয়।।২৩৮।।

অথ **একহেতুজয়োঃ**, যথা –

দুর্বারচাপলোঽয়ং ধাবন্নন্তর্বহিশ্চ গোষ্ঠস্য।
শিশুরকুতশ্চিদ্ভীতির্ধিনোতি-হৃদয়ং দুনোতি চ মে।।
—অত্র হর্ষশঙ্কয়োঃ।।২৩৯।।

অনুবাদ। অতঃপর এক কারণোত্থ ভাবসন্ধি যথা–(যশোদার বাক্য) এই শিশুর চাপল্য অতি দুর্নিবার। সত্যই গোকুলের ভিতরে বাহিরে ধাবমান এই অকুতোভয় শিশুটি আমার হৃদয়ে আনন্দও দিতেছে, আবার অনিষ্টাশঙ্কায় বেদনাও দিতেছে। এস্থানে একই কারণে আনন্দ ও শঙ্কারূপ দ্বিবিধ ভাবের মিলন।।২৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোষ্ঠস্যান্তর্মধ্যে বহিশ্চ ধাবন্ শিশুঃ মম হৃদয়ং ধিনোতি, প্রীণয়তি অনিষ্টাশঙ্কয়া দুনোতি চ।।২৩৯।।

তত্র **ভিন্নহেতুজয়োঃ**, যথা –

বিলসন্তমবেক্ষ্য দেবকী সুতমুৎফুল্লবিলোচনং পুরঃ।
প্রবলামপি মল্লমণ্ডলীং হিমমুষ্ণঞ্চ জলং দৃশোর্দধে।।
—অত্র হর্ষবিষাদয়োঃ সন্ধিঃ।।২৪০।।

অনুবাদ। পূর্বোক্ত ভিন্নকারণোত্থ ভাবসন্ধিবিষয়, যথা–দেবকী দেবী প্রফুল্লনয়ন ও ক্রীড়ারত পুত্রকে এবং সম্মুখে প্রচণ্ড মল্লসমূহকেও দেখিয়া শীতল ও উষ্ণ অশ্রু ফেলিতেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে হর্ষজনিত বারি শীতল এবং অনিষ্টাশঙ্কায় উষ্ণ অশ্রু-বিসর্জন। হর্ষ ও বিষাদের সংযোগ।।২৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দেন জাতং নেত্রয়োর্হিমং জলং দেবকী দধে। তথা চ প্রবলাং মল্লমণ্ডলীং দৃষ্ট্বা অনিষ্টাশঙ্কোত্থদুঃখেন উষ্ণং জলং দধে। আনন্দোত্থনেত্রজলস্য হিমত্ব দুঃখজন্য নেত্রজলস্য উষ্ণত্বমিতি প্রসিদ্ধেঃ। যথা ভাবয়োরেকত্র সন্ধিস্তথা বহূনামপি ভাবানামেকত্র সন্ধিরিত্যাহ একেনেতি।।২৪০।।

একেন জায়মানানামনেকেন চ হেতুনা।
বহূনামপি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষ্যতে।।২৪১।।

তত্র **একহেতুজানাং**, যথা –

নিরুদ্ধা কালিন্দীতটভুবি মুকুন্দেন বলিনা
হঠাদন্তঃস্মেরাং তরলতরতারোজ্জ্বলকলাম্।
অভিব্যক্তাবজ্ঞামরুণকুটিলাপাঙ্গসুষমাং দৃশং
ন্যস্যন্ত্যস্মিন্ জয়তি বৃষভানোঃ কুলমণিঃ।।
—অত্র হর্ষৌৎসুক্যগর্বামর্ষ্যসূয়ানাং সন্ধিঃ।।২৪২।।

অনুবাদ। এক কিংবা অনেক কারণ সম্ভূত বহুভাবের সন্ধিও পরিস্ফুট লক্ষিত হয়; তন্মধ্যে এককারণজাত, যথা — যমুনাপুলিনে বলবান্ মুকুন্দকর্তৃক সহসা অবরুদ্ধা হইলে যিনি ঐ মুকুন্দের প্রতি অন্তরে হর্ষযুক্ত চঞ্চলতরা তারাদ্বারা উজ্জ্বলবৈদগ্ধীপুষ্ট (ঔৎসুক্য), অবজ্ঞাযুক্ত (গর্ব) এবং অরুণ (অমর্ষ) অথচ বক্র অসূয়াযুক্ত সুষমামণ্ডিত নেত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই বৃষভানুকুলমণি শ্রীরাধিকা জয়যুক্তা হউন। এস্থানে আনন্দ, ঔৎসুক্য, গর্ব, অমর্ষ ও অসূয়াদি ভাবের সন্ধি।।২৪১-২৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যমুনাতটে বলিনা শ্রীকৃষ্ণেন নিরুদ্ধা রাধা তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে দৃশং ন্যস্যন্তী সতী জয়তি। দৃশং কথম্ভূতাম্? অন্তঃ স্মেরামিত্যনেন হর্ষোদয়ঃ তরলতরা চঞ্চলা যা তারা তয়া উজ্জ্বলা কলা বৈদগ্ধী যত্র ইত্যনেন ঔৎসুক্যম্, অভিব্যক্তা অবজ্ঞা যত্র ইত্যনেন গর্বঃ; অরুণা কুটিলা বক্রা অপাঙ্গশোভা যত্র ইত্যনেনামর্ষঃ; কুটিলেত্যনেনাসূয়া ব্যক্তা।।২৪২।।

অনেকহেতুজানাং, যথা –

পরিহিত-হরিহারা বীক্ষ্য রাধা সবিত্রীং নিকটভুবি তথাগ্রে তর্কভাক্ স্মেরপদ্মাম্।
হরিমপি দরদূরে স্বামিনং তত্র চাসীন্মহসি বিনতবক্র-প্রস্ফুরল্লানবক্ত্রা।।
—অত্র লজ্জামর্ষ হর্ষ-বিষাদানাং সন্ধিঃ।।২৪৩।।

অনুবাদ। ভাবসন্ধিবিষয়ে অনেক হেতুজ, যথা—শ্রীব্রজেশ্বরালয়ে মহোৎসব সময়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হার পরিধান করিয়া সমীপে মাতাকে দেখিয়া লজ্জায় অবনতমস্তকে রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণহারের পরিচয় পাইয়া ছলক্রমে উপহাসকারিণী পদ্মাকে দেখিতে পাইয়া তিনি কুটিলবদনা হইলেন (এখানে অমর্ষভাব), পৃষ্ঠদেশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ফুল্লবদনা (হর্ষভাব) এবং অঙ্গনান্তে স্বীয়পতিকে দেখিয়া ভয়হেতু বৈবর্ণ্যবশতঃ শ্যামবদনা হইলেন। —এস্থানে লজ্জা, অমর্ষ, হর্ষ ও বিষাদ এই ভাবসমূহের সন্ধি।।২৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরিহিতা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হারো যয়া এবম্ভূতা রাধিকা সাবিত্রীং মাতরং দৃষ্ট্বা বিনতং লজ্জয়া নম্রা বক্ত্রং যস্যাস্তথাভূতা আসীৎ। কুলাঙ্গনায়া মমেদং বিকর্ম মাত্রা জ্ঞাতমিতি ভাবনয়া লজ্জোদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য হারং পরিচিত্য ছদ্মেন মিষেণ উপহসন্তীং বিপক্ষাং পদ্মাং দৃষ্ট্বা কুটীল বক্ত্রাসীদিত্যনেনাসূয়া। পৃষ্ঠদেশে শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট্বা ফুল্লবক্ত্রেত্যনেন হর্ষঃ। অঙ্গনান্তে পতিং দৃষ্ট্বা ভয়জন্য-বৈবর্ণ্যেন শ্যাম বক্ত্রাসীদিত্যনেন ত্রাসঃ।।২৪৩।।

অথ **শাবল্যম্ –**

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্।।২৪৪।।

অনুবাদ। অতঃপর ভাবশাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দনকে 'ভাবশাবল্য' বলা হয়।।২৪৪।।

তথ্য। শাবল্যে এক ভাবের উপমর্দন করিয়া অন্য ভাবের উদয়, কিন্তু ভাবসন্ধিতে দুই ভাবের একই কালে অবস্থিতি—ইহাই বিশেষত্ব।।২৪৪।।

যথা —

শক্তঃ কিং নাম কর্তুংস শিশুরহহ মে মিত্রপক্ষানধাক্ষী-
দাতিষ্ঠেয়ং তমেব দ্রুতমথ শরণং কুর্য্যুরেতন্ন বীরাঃ।
আং দিব্যা মল্লগোষ্ঠী বিহরতি স করেণোদ্দধারাদ্রিবর্যং
কুর্যামদ্যৈব গত্বা ব্রজভুবি কদনং হা ততঃ কম্পতে ধীঃ।।২৪৫।।

অত্র গর্ব-বিষাদ-দৈন্য-মতি-স্মৃতি-শঙ্কামর্ষ-ত্রাসানাং শাবল্যম্।

অনুবাদ। যথা—(কংসের স্বগত উক্তি—) ঐ শ্রীকৃষ্ণ ত' শিশু, সুতরাং কি করিতে পারিবে? (গর্বভাব; অহো! সে যে আমার মিত্রপক্ষগণকে ভস্ম করিয়াছে! (গর্বোপমর্দক বিষাদ); তাহা হইলে কি দ্রুতগতিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইব? (বিষাদোপমর্দক দৈন্য), কোনও বীর ত' এমন করে না (দৈন্যসম্মর্দিকা মতি, হ্যাঁ মনে পড়িল, আমার যে দিব্য মল্লবর্গ রহিয়াছে—(স্মরণ), ওরে সে যে আবার বামহস্তে গোবর্ধন উত্তোলন করিয়াছে—(স্মৃত্যুেপমর্দিকা শঙ্কা); তাহা হইলে আজই যাইয়া ব্রজভূমির উপদ্রব করি—(অমর্ষভাব); হায়! তাহাতেও বুদ্ধি স্থির নাই! (অমর্ষসম্মর্দক ত্রাস)।—এখানে গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ, ও ত্রাসের শাবল্য।।২৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শাবল্যস্থলে তু একস্য ভাবস্য উপমর্দনং কৃত্বা ভাবান্তরস্যোদয়ঃ, সন্ধিঃস্থলে তু দ্বয়োরেব একদা স্থিতিরিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। ক সঃ স্বগতমাহ—স শ্রীকৃষ্ণঃ শিশুঃ, অতঃ কিং কর্তুং শক্য ইত্যনেন গর্বোদয়ঃ। অহহ খেদে, মে মিত্রপক্ষান অধাক্ষীৎ ভস্মীচকার ইত্যনেন বিষাদঃ। অত্র পূর্বোৎপন্নস্য গর্বস্য উপমর্দনং কৃত্বৈব বিষাদস্য উদয়ো জ্ঞেয়ঃ। তং শ্রীকৃষ্ণমেব শরণমহমতিষ্ঠেয়মিতি দৈন্যম্। বীরা এতন্ন কুর্যুরিতি দৈন্যসম্মর্দিকা মতিঃ; আং জ্ঞাতং মম দিব্যমল্লগোষ্ঠী বিহরতি ইত্যনেন স্মৃতিঃ, স করেণ বামহস্তেন গোবর্ধনম্ উদ্দধারেতি স্মৃত্যুপমর্দিকা শঙ্কা। কুর্যামিত্যমর্ষঃ। ততঃ তস্মাৎ ধীঃ কম্পতে ইত্যনেনামর্ষ সম্মর্দকস্ত্রাসো জ্ঞেয়ঃ।।২৪৫।।

যথা বা —

ধিক্ দীর্ঘে নয়নে মমাস্তু মথুরা যাভ্যাং ন সা প্রেক্ষ্যতে
বিদ্যেয়ং মম কিঙ্করীকৃতনৃপা কালস্তু সর্বঙ্কষঃ।
লক্ষ্মীকেলিগৃহং গৃহং মম ইহা নিত্যং তনুঃ ক্ষীয়তে
সদ্মন্যেব হরিং ভজেয় হৃদয়ং বৃন্দাটবী কর্ষতি।।২৪৬।।

অত্র নির্বেদ-গর্ব-শঙ্কা-ধৃতি-বিষাদ মত্যৌৎসুক্যানাং শাবল্যম্।।২৪৬।।

অনুবাদ। যথা বা—অহো! আমার এই দীর্ঘ নেত্রদ্বয়ে ধিক্, কেননা ইহারা মথুরা দেখিল না! (নির্বেদ ভাব), যে বিদ্যাবশতঃ রাজাকেও ধিক্কার করিয়াছি, সেই বিদ্যাও ত' আমার যথেষ্ট রহিয়াছে (নির্বেদোপমর্দক গর্ব) অথচ সর্বসংহারী কাল জয় করা যায় না, সুতরাং বিদ্যায় কি লাভ! (গর্বোপমর্দিকা শঙ্কা); আমার গৃহও লক্ষ্মীর ক্রীড়াগার

(ধৃতি), হায়! নিত্যই যে শরীর ক্ষয় হইতেছে (ধৃত্যুপমর্দক বিষাদ), তাহা হইলেও গৃহেই হরিভজন করি (বিষাদোপমর্দিকা মতি) অথচ আমর মন যে বৃন্দাবনই আকর্ষণ করিতেছে (মৃত্যুপমর্দক ঔৎসুক্য)। — এস্থলে নির্বেদ, গর্ব, শঙ্কা, ধৃতি, বিষাদ, মতি ও ঔৎসুক্যের শাবল্য।।২৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'মধুরা মথুরা প্রোক্তেতি' দ্বিরূপকোষঃ। সা যাভ্যাং, ন প্রেক্ষ্যতে, তে নয়নে ধিক্ ইতি নির্বেদঃ। কিঙ্করীকৃতা নৃপা যয়া এবম্ভূতা বিদ্যা ময়ি বর্ততে ইতি নির্বেদোপমর্দকো গর্বঃ। সর্বঙ্কষঃ সর্বসংহারকঃ কালো জয়তি, কিং বিদ্যয়েতি গর্বোপমর্দিকা শঙ্কা; মম গৃহং লক্ষ্ম্যাঃ সর্বসম্পত্ত্যাঃ ক্রীড়াগৃহমিতি ধৃতিঃ, হাহেতি বিষাদঃ ধৃত্যুপমর্দকঃ। অহং গৃহ এব হরিং ভজেয়েতি মতির্বিষাদোপমর্দিকা, মম হৃদয়ং বৃন্দাটবী কর্ষতীত্যৌৎসুক্যং মৃত্যুপমর্দকম্।।২৪৬।।

অথ **শান্তিঃ** —

অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে।।২৪৭।।

যথা —

বিধুরিতবদনা বিদূনভাসস্তমঘহরং গহনে গবেষয়ন্তঃ।
মৃদুকল-মুরলীং নিশম্য শৈলে, ব্রজশিশবঃ পুলকোজ্জ্বলা বভূবুঃ।।
—অত্র বিষাদশান্তিঃ।।২৪৮।।

অনুবাদ। অতঃপর ভাবশান্তি—অত্যুৎকট ভাবের বিলয়কে 'ভাবশান্তি' বলা হয়। যথা—ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে দুঃখিতানন ও পরিম্লান-কান্তি হইয়া সহসা পর্বতে মৃদুমধুর মুরলীধ্বনি-শ্রবণেই পুলকাঞ্চিত হইয়াছিলেন।—এই স্থানে উৎকট বিষাদের শান্তি হইয়াছে।।২৪৭-২৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজশিশবঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সখায়ঃ কৃষ্ণং গবেষয়ন্তঃ মার্গয়ন্ত্যঃ তে দুঃখিতবদনা বিদূনকান্তয়শ্চ মুরলীং শ্রুত্বা পুলকোজ্জ্বলা বভূবুঃ।।২৪৮।।

শব্দার্থরসবৈচিত্রী বাচি কাচন নাস্তি মে।
যথাকথঞ্চিদেবোক্তং ভাবোদাহরণং পরম্।।২৪৯।।

অনুবাদ। আমার উক্তিতে যদিও কোন শব্দার্থ রসবৈচিত্রী নাই, তবুও ভাবের উদাহরণমাত্র যথাকথঞ্চিৎ উক্ত হইল।।২৪৯।।

ত্রয়স্ত্রিংশদিমেঽষ্টৌ চ বক্ষ্যন্তে স্থায়িনশ্চ যে।
মুখ্যভাবাভিধাস্তেকচত্বারিংশদমী স্মৃতাঃ।।২৫০।।
শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাবাবির্ভাব-জনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।।২৫১।।

অনুবাদ। এই তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারী ও (হাস্য প্রভৃতি সাতটি ও শান্তাদি পঞ্চপ্রকার-মুখ্যভক্তিরূপে এক) অষ্টবিধ বক্ষ্যমাণ স্থায়ী—এই একচল্লিশটি মুখ্যভাব নামে কথিত

হয়। 'মুখ্য'পদের প্রয়োগহেতু সাত্ত্বিকভাব সমূহ নিরাকৃত হইল। ভাবসমূহের আবির্ভাবে উদ্ভূত চিত্তবৃত্তিসমুদায়ই দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিকার বিধান করে, বলা হয়।।২৫০-২৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্রয়স্ত্রিংশদিতি—হাসাদয়ঃ সপ্ত, তথা শান্তাদয়ঃ পঞ্চ মুখ্যভক্তিত্বেনৈক এব বিবক্ষিতঃ, এবং রীত্যা অষ্টৌ স্থায়িনঃ জ্ঞেয়াঃ। মুখ্যভাবাভিধা ইত্যত্র মুখ্যপদেন সাত্ত্বিকা ব্যাবর্তিতাঃ।।২৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাবানামাবির্ভাবেনোৎপন্না যা শ্চিত্তবৃত্তয়স্তাঃ শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়িকা ঈরিতাঃ কথিতাঃ।।২৫১।।

ক্বচিৎ স্বাভাবিকো ভাবঃ কশ্চিদাগন্তুকঃ ক্বচিৎ।
যস্তু স্বাভাবিকো ভাবঃ স ব্যাপ্যান্তর্বহিঃ স্থিতঃ।।২৫২।।
মঞ্জিষ্ঠাদ্যে যথা দ্রব্যে রাগস্তন্ময় ঈক্ষ্যতে।
অত্র স্যান্নামমাত্রেণ বিভাবস্য বিভাবতা।।২৫৩।।
এতেন সহজেনৈব ভাবেনানুগতা রতিঃ।
একরূপাপি যা ভক্তের্বিবিধা প্রতিভাত্যসৌ।।২৫৪।।

অনুবাদ। ঔগ্র্য, চাপল্য, ধৈর্য ও লজ্জাদি সমস্ত ভাবের মধ্যে কোনও ভাব স্বাভাবিক (ঔৎপত্তিকভাব, নিত্যসিদ্ধবৃন্দের দাসাদিভাবস্বরূপ) কোনটি আবার আগন্তুক, স্বাভাবিকভাব কিন্তু অন্তর বাহিরে রক্তিমা অবস্থান করে, সুতরাং রক্তদ্রব্যময় বলিয়া লক্ষিত হয়, সেইরূপ স্বাভাবিক ভাবও অন্তর্বহির্ব্যাপ্ত। এস্থানে বিভাবের যথা কথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রই উদ্দীপনতা ঘটে। এই স্বাভাবিক ভাবেরই অনুগত রতি, রতিত্ব-সাধারণ্যে একরূপা হইলেও শান্তত্ব প্রভৃতি অবান্তর ধর্মের বিবক্ষাহেতু শান্তদাস্যাদি বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়।।২৫২-২৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্বচিদিতি ঔগ্র্য-চাপল্য-ধৈর্য লজ্জাদীনাং সর্বেষাং ভাবানাং মধ্যে কশ্চন ভাবঃ স্বাভাবিকঃ ঔৎপত্তিকঃ, স ভক্তস্য বহিরন্তর্ব্যাপ্য স্থিতঃ।।২৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যথা ঔৎপত্তিক-রক্তদ্রব্যে মঞ্জিষ্ঠাদৌ রাগো রক্তিমা বহিরন্তর্ব্যাপ্য স্থিতঃ, অতস্তন্ময়ো রক্তদ্রব্যময় ঈক্ষ্যতে, অবয়বার্থে ময়ট্। নামমাত্রেণেতি—যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেণেত্যর্থঃ। বিভাবস্য বিভাবতা উদ্দীপকতা।।২৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এতেন সহজেন স্বাভাবিকেন ভাবেন অনুগতা যা রতিঃ, রতিত্ব-সামান্য-বিবক্ষয়া একরূপাপি অসৌ শান্তত্বাদ্যবান্তর ধর্মবিবক্ষয়া শান্তদাস্যাদি বিবিধা প্রতিভাতি।।২৫৪।।

আগন্তুকস্তু যো ভাবঃ পটাদৌ রক্তিমেব সঃ।
তৈস্তৈর্বিভাবৈরেবায়ং ধীয়তে দীপ্যতেঽপি চ।।২৫৫।।
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যাদ্ভক্তানাং ভেদতস্তথা।
প্রায়েণ সর্বভাবানাং বৈশিষ্ট্যমুপজায়তে।।২৫৬।।

অনুবাদ। স্বাভাবিকভাব ব্যতীত যে আগন্তুকভাব, তাহা কিন্তু স্বাভাবিক শুক্লবর্ণ বস্ত্রাদিতে আগন্তুক রক্তিমাদির ন্যায়ই জ্ঞাতব্য। এই আগন্তুকভাবটি ঐ ঐ স্বাভাবিক বিভাবদ্বারাই ভক্তবৃন্দে বর্ণিত ও প্রকটিত হয়। বিভাবন, অনুভাবন ও সঞ্চারণাদিরও তারতম্যহেতু এবং ভক্তগণের বিভিন্ন ভেদপ্রযুক্ত প্রায়ই সমস্ত ভাবের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, এই বৈলক্ষণ্য ন্যূনাধিক স্বরূপাদির ভেদহেতু শান্ত প্রভৃতি রতিভেদহেতু এবং সাধনাদির পার্থক্যে বিবিধ হইতে পারে।।২৫৫-২৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বাভাবিকভাব-ভিন্নো য আগন্তুকো ভাবঃ, স তু স্বাভাবিকশুক্ল-পটাদৌ যথা আগন্তুক রক্তিমা তদ্বৎ। অয়মাগন্তুকো ভাবস্তৈস্তৈঃ স্বাভাবিকৈর্বিভাবৈর্ধীয়তে ভক্তেষু ন্যস্যতে দীপ্যতে প্রকাশ্যতে চ। তথা চ পূর্বমুক্তম্ (২।৪।১৯৬) 'এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ। বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদত্র পরস্পরম্' ইতি। বৈশিষ্ট্যং বৈলক্ষণ্যম্।।২৫৫।।

বিবিধানান্তু ভক্তানাং বৈশিষ্ট্যাদ্বিবিধং মনঃ
মনোঽনুসারাদ্ভাবানাং তারতম্যং কিলোদয়ে।।২৫৭।।
চিত্তে গরিষ্ঠে গম্ভীরে মহিষ্ঠে কর্কশাদিকে।
সম্যগুন্মীলিতাশ্চামী ন লক্ষ্যন্তে স্ফুটং জনৈঃ।।২৫৮।।
চিত্তে লঘিষ্ঠে চোত্তানে ক্ষোদিষ্ঠে কোমলাদিকে।
মনাগুন্মীলিতাশ্চামী লক্ষ্যন্তে বহিরুল্বণাঃ।।২৫৯।।
গরিষ্ঠং স্বর্ণপিণ্ডাভং লঘিষ্ঠং তূলপিণ্ডবৎ।
চিত্তযুগ্মেঽত্র বিজ্ঞেয়া ভাবস্য পবনোপমা।।২৬০।।
গম্ভীরং সিন্ধুবচ্চিত্তমুত্তানং পল্বলাদিবৎ।
চিত্তদ্বয়েঽত্র ভাবস্য মহাদ্রিশিখরোপমা।।২৬১।।
পত্তনাভং মহিষ্ঠং স্যাৎ ক্ষোদিষ্ঠন্তু কুটীরবৎ।
চিত্তযুগ্মেঽত্র ভাবস্য দীপেনেভেন বোপমা।।২৬২।।

অনুবাদ। শান্তদাস্যাদি নানাবিধ-ভক্তের মধ্যে বৈশিষ্ট্য (গরিষ্ঠত্বাদি বিবিধ বৈশিষ্ট্য) আছে বলিয়াই তাঁহাদের মনও বিভিন্ন হয়; আবার মনের অনুসারে ভাবসমূহের উদয় (অন্তরে বাহিরে প্রকাশ) বিষয়ে পার্থক্যও আছে। গরিষ্ঠ, গম্ভীর, মহিষ্ঠ ও কর্কশাদি হৃদয়ে ঐ ভাবসমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইলেও দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির বিকারদ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হয় না। লঘিষ্ঠ, উত্তান (গাম্ভীর্যশূন্য), ক্ষোদিষ্ঠ ও কোমলচিত্তে কণামাত্র প্রকাশেও ঐ ভাবসমূহকে বাহিরে দেহেন্দ্রিয় বিকারদ্বারা সম্যক্ প্রকারে জানা যায়। গরিষ্ঠ মন সুবর্ণপিণ্ডের ন্যায় অথচ লঘিষ্ঠ মন তূলাপিণ্ডের ন্যায়, এই গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ চিত্তে ভাব বায়ুতূল্য কার্য করে অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধেও লঘিষ্ঠ মনকে আলোড়ন করে, কিন্তু গরিষ্ঠ মনকে চালাইতে দুর্দান্ত বায়ুরই প্রয়োজন। গম্ভীরচিত্ত সমুদ্রবৎ এবং গাম্ভীর্যশূন্য

চিত্ত সামান্য জলাশয়বৎ; এই দুই ক্ষেত্রে ভাব মহাপর্বতের শিখরতুল্য অর্থাৎ গম্ভীর চিত্তে উত্তালভাবও নিমজ্জিত হইতে পারে, অথচ উত্তানচিত্তে সামান্য ভাবই ক্ষোভকর হইয়া থাকে। মহিষ্ঠ চিত্ত নগরতুল্য, আর ক্ষোদিষ্ঠ চিত্ত কুটীরের ন্যায়—এই দ্বিবিধ চিত্তে ভাব প্রদীপ বা হস্তীর ন্যায় অর্থাৎ মহিষ্ঠ চিত্তকে ভাব ক্ষোভিত না করিলেও ক্ষোদিষ্ঠচিত্তকে প্রদীপ্ত বা উন্মথিত করিয়া থাকে।।২৫৭-২৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিবিধানাং শান্তাদি-সমস্তানামেব ভক্তানাং মনো বিবিধং ভবতি। তত্র হেতুঃ বৈশিষ্ট্যাৎ গরিষ্ঠত্বাদি বৈবিধ্যাৎ ভাবানামুদয়ে তারতম্যং জ্ঞেয়ম্।।২৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গরিষ্ঠত্বাদি-বিশিষ্টে চিত্তে সম্যক্ উন্মীলিতা অমী ভাবাঃ। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারদ্বারা বহিঃস্ফুটং ন লক্ষ্যন্তে। উত্তানে গাম্ভীর্যরহিতে অস্মিন্ চিত্তে কিঞ্চিদুন্মীলিতা অমী ভাবা বহির্দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারদ্বারা উল্বণা লক্ষ্যন্তে।।২৫৯।।

কর্কশং ত্রিবিধং প্রোক্তং বজ্রং স্বর্ণং তথা জতু।
চিত্তত্রয়েঽত্র ভাবস্য জ্ঞেয়া বৈশ্বানরোপমা।।২৬৩।।
অত্যন্তকঠিনং বজ্রমকুতশ্চন মার্দবম্।
ঈদৃশং তাপসাদীনাং চিত্তং তাবদবেক্ষ্যতে।।২৬৪।।
স্বর্ণং দ্রবতি ভাবাগ্নেস্তাপেনাতিগরীয়সা।
জতুদ্রবত্বমায়াতি তাপলেশেন সর্বতঃ।।২৬৫।।
কোমলঞ্চ ত্রিধৈবোক্তং মদনং নবনীতকম্।
অমৃতঞ্চেতি ভাবোঽত্র প্রায়ঃ সূর্যাতপায়তে।।২৬৬।।
দ্রবেদত্রাদ্যযুগলমাতপেন যথাযথম্।
দ্রবীভূতং স্বভাবেন সর্বদৈবামৃতং ভবেৎ।
গোবিন্দপ্রেষ্ঠবর্যাণাং চিত্তং স্যাদমৃতং কিল।।২৬৭।।

অনুবাদ। বজ্র, স্বর্ণ ও জতুভেদে কর্কশ ত্রিবিধ; এই ত্রিবিধ চিত্তে ভাব অগ্নিতুল্য। বজ্র অতিশয় কঠিন, কোনরূপেই মৃদু হয় না, তাপসগণের (কনিষ্ঠ শান্তভক্তগণের) চিত্তও তদ্রূপ কঠিন, সহজে দ্রব হয় না। সুবর্ণ অগ্নির প্রচুর উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, অথচ জতু তাপলেশেও সর্বথা দ্রবতা লাভ করে। অতএব স্বর্ণতুল্য চিত্ত গুরুতর ভাবে, আর জতুতুল্য চিত্ত স্বল্পভাবেই কোমল হয়। কোমল ত্রিবিধ—মদন অর্থাৎ মধু, নবনীত ও অমৃত; এই তিন চিত্তে ভাব সূর্যাতপের ন্যায় কার্য করে। মধু ও নবনীত অল্প আতপেই দ্রবীভূত হয়; সেইরূপ কোন কোন ভক্তের চিত্ত অল্পভাবেই কোমল হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ অমৃত সততই দ্রবীভূত; সেইরূপ গোবিন্দের প্রিয়তমবর্গের চিত্ত সততই অমৃততুল্য দ্রবীভূত হইলেও গরিষ্ঠত্বাদিগুণে বাহ্যে প্রকটিত হয় না।।২৬৩-২৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাবস্য পবনোপমেতি পবনে অধিকরণে সাদৃশ্যমিত্যর্থঃ। ন তু পবনেন

সহোপমেতি তৃতীয়া বিবক্ষণীয়া পুত্রেণ সহাগত ইতিবৎ সমাসাভাব প্রসঙ্গাৎ। গৃহমধ্যস্থিতং তুলপিণ্ডং পবনো যথা যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধেনৈব বহিঃ প্রকটীকরোতি, ন তু স্বর্ণপিণ্ডং, তথৈব ভাবোঽপি লঘিষ্ঠচিত্তমেব যৎকিঞ্চিদপি সম্বন্ধাদপি দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারদ্বারা বহিঃ প্রকটীকরোতি। কিন্তু গরিষ্ঠচিত্তে যদি ভাবো গরিষ্ঠতয়া সম্যগুদ্‌গচ্ছতি, তদা গরিষ্ঠচিত্তমপি ক্ষোভয়তি। যথা প্রচণ্ডপবনস্যাঘাতে স্বর্ণপিণ্ডমপি চঞ্চলং ভবতীত্যগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতীতি জ্ঞেয়ম্। পল্বলাদিবত্তড়াগাদিবৎ তড়াগাদীনামল্পপ্রমাণে জলে নিক্ষিপ্তঃ পর্বতশিখরো যথা তড়াগাদিকং ক্ষুব্ধং করোতি, ন তু সমুদ্রে নিক্ষিপ্তঃ সন সমুদ্রং, তথৈব ভাবোঽপ্যগম্ভীরচিত্তমেব ক্ষুব্ধং করোতি, ন তু গম্ভীরং চিত্তম্। পত্তনাভং নগর সদৃশং মহিষ্ঠং চিত্তং স্যাৎ। ইভেন হস্তিনাবাসহোপমা, অত্র কুটীমধ্যস্থে হস্তী যথা তাং ক্ষোভয়তি, ন তু নগরমধ্যস্থিতঃ সন্নগরম্ এবং দীপোঽপি গৃহমেব প্রকাশয়তি, ন তু নগরম্, তথৈব ভাবোঽপি ক্ষুদ্রচিত্তং ক্ষোভয়তি, ন তু মহিষ্ঠম্। বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ।।২৬০-২৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মদনং মধূচ্ছিষ্টং 'মোম' ইতি প্রসিদ্ধম্। অত্র গরিষ্ঠত্বাদি ত্রিকেণসহ লঘিষ্ঠত্বাদিত্রিকং ব্যভিচারি-ভাবানামবিক্ষেপবিক্ষেপয়োর্হেতুত্বার্থং নিরূপিতম্। এবং চিত্তস্য কর্কশত্বকোমলত্বাদিকথনন্তু ভাবানাং চিত্তাদ্রবদ্রবয়োর্হেতুত্বার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তত্র গরিষ্ঠত্বং নাম ভাবানামল্পস্পর্শেনাচাল্যমানস্বভাবত্বম্। লঘিষ্ঠত্বং ভাবানামল্প সম্বন্ধেনাপি চাঞ্চল্যমানস্বভাবত্বম্ ন তু চিত্তস্য বস্তুতো গুরুত্বং লঘুত্বং বা বিবক্ষণীয়মিতি জ্ঞেয়ম্।।২৬৬।।

কৃষ্ণভক্তবিশেষস্য গরিষ্ঠত্বাদিভির্গুণৈঃ।
সমবেতং সদামীভির্দ্বিত্রৈরপি মনোভবেৎ।।২৬৮।।
কিন্তু সুষ্ঠু মহিষ্ঠত্বং ভাবো বাঢ়মুপাগতঃ।
সর্বপ্রকারমেবেদং চিত্তং বিক্ষোভয়ত্যলম্।।২৬৯।।

অনুবাদ। বিশেষ বিশেষ কৃষ্ণভক্তের চিত্ত গরিষ্ঠত্বাদি সমস্তগুণে কিংবা দুই তিনটি গুণে সতত সমবেত থাকে। কিন্তু স্থায়ী ভাব যদি অত্যন্ত মহত্ত্ব প্রাপ্তি করে অর্থাৎ যথাযোগ্য বিভাবাদির সংযোগে সুরসাল হয়, তাহা হইলে গরিষ্ঠত্বাদি-সর্বধর্মবিশিষ্ট চিত্তকেও অতিশয় ক্ষুব্ধ করে (যেরূপ ঔষধবিশেষযোগে অগ্নি হীরককে দ্রবীভূত করে, সেইরূপ)।।২৬৮-২৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোবিন্দপ্রিয়বর্ষাণাং ব্রজস্থভক্তপ্রভৃতীনাম অমৃতোপমং চিত্তং, যথা কথঞ্চিদ্‌ভাব সম্বন্ধেন দ্রবীভূতমপি গরিষ্ঠত্বাদিগুণৈর্বহিঃ ন প্রকাশতে ইতি বিবেচনীয়ম্। এতদেবাহ—কৃষ্ণভক্তেতি। গরিষ্ঠত্বাদিভিগুণৈঃ সদা মনঃ সমবেতং ভবেৎ, অতঃ শীঘ্রং বহির্ন প্রকাশত ইতি ভাবঃ।।২৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিন্ত্বিতি—সুষ্ঠু মহিষ্ঠত্বম্ অতিশয় মহত্ত্বমুপনীতো ভাবঃ সর্বপ্রকারকং গরিষ্ঠত্বাদি-সর্বধর্মবিশিষ্টং চিত্তমতিশয়েন ক্ষোভয়তি। তত্রাপি কর্কশমপি চিত্তং ক্ষোভয়তি; যথা ঔষধ-বিশেষযোগেনাগ্নেরপি হীরকদ্রাবকত্বমস্তি, তদ্বদেবেতি জ্ঞেয়ম্।।২৬৯।।

যথা দানকেলিকৌমুদ্যাম্ (২) —

গভীরোঽপ্যশ্রান্তং দুরধিগমপারোঽপি নিতরা-
মহার্যাং মর্যাদাং দধদপি হরেরাস্পদমপি।

সতাং স্তোমঃ প্রেমণ্যুদয়তি সমগ্রে স্থগয়িতুং।
বিকারং ন স্ফারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি।।২৭০।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ভক্তিরসসামান্য-নিরূপণে ব্যভিচারি-লহরী চতুর্থী।

অনুবাদ। যথা দানকেলিকৌমুদীতে—সমুদ্র যেরূপ অগাধ গম্ভীর, পারাবারশূন্য, দুর্লঙ্ঘ্য, মর্যাদাযুক্ত এবং শ্রীনারায়ণের শয়নস্থান হইলেও পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বিস্তীর্ণ বিকার সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সাধুগণ স্বতঃই প্রেমগোপনহেতু গম্ভীর, অনন্তগুণগণ-বিশিষ্ট পরমর্যাদাদায়ক এবং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হরির বিশ্রামমন্দির হইলেও পরমকাষ্ঠাপন্ন প্রেমের আবির্ভাবে বিশাল বিকার সংবরণ করিতে পারেন না।।২৭০।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্য
নিরূপণে ব্যভিচারিলহরী নাম্নী চতুর্থ-লহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র দির্গদর্শনমেবাহ—যথেতি। জলনিধিঃ সমুদ্রো যথা অশ্রান্তং নিরন্তরং গম্ভীরোঽপি দুরধিগমপারোঽপি নিতরামতিশয়েন অহার্যাম্ অনাশ্যাং মর্যাদাং দধদপি কদাপি মর্যাদাং কূলং ন লঙ্ঘয়তি। হরের্নারায়ণস্য আস্পদং শয়নস্থানম্ এবম্ভূতোঽপি পৌর্ণমাস্যাং সমগ্রে পরিপূর্ণে চন্দ্রে উদয়তি সতি স্ফারং বিস্তীর্ণং বিকারং স্থগয়িতুং সম্বরীতুং ন প্রভবতি সমর্থো ন ভবতি। তথা সতাং স্তোমঃ সাধূনাং সমূহঃ গম্ভীরোঽপি ইতি তেষাং প্রেমগোপনহেতুর্গম্ভীরত্বং স্বতঃপ্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। তথা তেষাং দুরধিগমপারত্বং নাম অনন্তগুণবত্ত্বম্। সমর্যাদত্বমপি তেষাং স্বভাবসিদ্ধমেবেতি স্ফূর্তি প্রাপ্তস্য হরেরাস্পদঃ আশ্রয়ঃ। এবম্ভূতোঽপি সমগ্রে পরমকাষ্ঠামাপন্নে প্রেম্ণি উদয়তি সতি স্ফারং বিকারং সম্বরীতুং ন প্রভবতি।।২৭০।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরস
সামান্যনিরূপণে ব্যভিচারিলহরী।।৪।।



স্থায়িভাবাখ্যা পঞ্চমলহরী

অথ স্থায়ী –

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।।১।।
স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।
মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতা।।২।।

পঞ্চম লহরী

অনুবাদ। স্থায়িভাব-নাম্নী পঞ্চমলহরী। অতঃপর স্থায়ী ভাব–হাস্যাদি অবিরুদ্ধ ও ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব সুরাজার তুল্য বিরাজ করে, তাহাকে 'স্থায়ী ভাব' বল াহয়। এই ভক্তিগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে; উহা মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ। ইহাই রসজ্ঞগণের অভিমত।।১-২।।

স্থায়িভাবাখ্যা পঞ্চমলহরী

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অবিরুদ্ধান্ হাসাদীন্, বিরুদ্ধান্ ক্রোধাদীন্ বশতাং নয়ন্ যঃ সুরাজেব বিরাজেত, স ভাবঃ স্থায়ী উচ্যতে।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্থায়িভাবমেব পূর্বতোঽপ্যধিকত্বেন বোধয়িতুমাহ—স্থায়ীতি। 'যা শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ স এব স্থায়ী ভাবঃ' পূর্বং প্রোক্তঃ, সম্প্রতি তু কিঞ্চিদধিকত্বেনাপি বক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। তথৈবাহ মুখ্যেত্যাদিনা। সা গৌণী রতিরুচ্যতে ইত্যন্তেন গ্রন্থেন।।২।।

অথ মুখ্যা –

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্তিতা।
মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্যতে।।৩।।

তত্র স্বার্থা –

অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ভাবৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা।
বিরুদ্ধৈর্দুঃশকগ্লানিঃ সা স্বার্থা কথিতা রতিঃ।।৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মুখ্য—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতিকে মুখ্যা রতি বলা হয়। এই মুখ্যাও স্বার্থা ও পরার্থা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্বার্থা—অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা যে রতি আপনাকে স্পষ্ট পোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিরুদ্ধভাবে যাহার দুঃসহ গ্লানি ঘটে তাহাকে 'স্বার্থা'-রতি বলা হয়।।৩-৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মেতি—'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশু-সাম্যভাগিত্যত্র যা লক্ষিতা সেত্যর্থঃ।।৩।।

অথ **পরার্থাঃ** –

অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্ণাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে।।৫।।
শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ।।৬।।
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাদ্রতিরেষোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু।।৭।।

অনুবাদ। অতঃপর পরার্থা—যে রতি নিজে সঙ্কুচিত হইয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে অনুগ্রহ করে, তাহাকে 'পরার্থা' বলা হয়। স্বার্থা ও পরার্থা মুখ্যা রতি আবার শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা এই পাঁচ প্রকার। সূর্য যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকাদিতে প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অস্বচ্ছ বস্তুতে প্রতিবিম্বও অস্বচ্ছ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ রতিও ভক্তরূপ পাত্র-বৈশিষ্ট্যে বৈলক্ষণ্য ঘটায়। মুখ্যরতির প্রতিবিম্ব রূপতা অসম্ভব হইলেও এখানে বৈশিষ্ট্যাংশেই উদাহরণ দেওয়া গেল। (তাৎপর্য ইহাই যে তত্তদ্‌ভক্তভেদে রতিরও স্থিতিভেদ ও নামভেদ হইয়া থাকে)।।৫-৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেবকং বর্ধয়িতুং কদাচিদ্ রাজা যথা স্বয়ং গুণীভবন্ সেবক-মনুগৃহ্ণাতি, তথৈব রতিরপি স্বয়ং সঙ্কুচন্তী অবিরুদ্ধবিরুদ্ধভাবমনুগৃহ্ণাতি, সা পরার্থা। স্বার্থা পরার্থা চ সা মুখ্যা রতিঃ পুনঃ শুদ্ধেত্যাদি পঞ্চবিধা ভবেৎ। প্রীতর্দাস্যরতিঃ, প্রিয়তা শৃঙ্গাররতিঃ।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যথা সূর্যঃ স্বচ্ছস্ফটিকাদিষু প্রতিবিম্বরূপো ভবতি, তদপেক্ষয়া অস্বচ্ছবস্তুষু প্রতিবিম্বমপি তাদৃশং ভবতি, তথা রতিরপি ভক্তরূপ পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ বৈশিষ্ট্যং বৈলক্ষণ্যমুপগচ্ছতি। অত্র মুখ্যরতেঃ প্রতিবিম্ব রূপত্বং ন সম্ভবত্যতো বৈশিষ্ট্যাংশ এব দৃষ্টান্তো ন তু সর্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্। তত্তদ্‌ভক্তভেদেন রতেরেব স্থিতিভেদো নামভেদশ্চ ভবতীতি ফলিত্যর্থঃ।।৭।।

তত্র **শুদ্ধা** –

সামান্যাসৌ তথা স্বচ্ছা শান্তিশ্চেত্যাদিমা ত্রিধা।
এষাঙ্গকম্পতা-নেত্রামীলনোন্মীলনাদিকৃৎ।।৮।।

তত্র **সামান্যা** –

কিঞ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্য যা।
বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সামান্যা সা রতির্মতা।।৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা। সামান্যা, স্বচ্ছা ও শান্তি এই তিন প্রকার শুদ্ধা রতি। ইহাতে শরীর কম্পতা, নেত্রের মীলন ও উন্মীলনাদি প্রকটিত হয়। তন্মধ্যে

সামান্যা—ভক্তরূপ সামান্যধর্মাশ্রয় লোকের এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক স্বাভাবিক প্রীতিযুক্ত ব্রজবালিকাগণের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি, যাহাতে দাস্য-সখ্য, স্বচ্ছত্ব শান্তত্বাদি কোনরূপ বিশেষই নাই, উহাকে 'সামান্যা রতি' বলে।।৮-৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সেয়ম্ আদিমা শুদ্ধা ত্রিধেতি ত্রিপ্রোঽপি তন্নাম্নৈ ইত্যর্থঃ।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাধারণজনস্য ভক্তরূপ-সামান্য ধর্মাশ্রয়-সাধারণলোকস্য তথা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িকোৎপত্তিকপ্রীতিযুক্ত ব্রজস্থবালিকাদেশ্চ শ্রীকৃষ্ণে যা রতিঃ দাস্যসখ্য-স্বচ্ছত্বশান্তত্বাদিকমপি বিশেষমপ্রাপ্তাঃ, অতঃ সা রতিঃ সামান্যা মতা।।৯।।

যথা —

অস্মিন্মথুরাবীথ্যামুদয়তি মধুরে বিরোচনে পুরতঃ।
কথয় সখে ম্রদিমানাং মানসমদনং কিমেতি মম।।১০।।

যথা বা —

ত্রিবর্ষা বালিকা সেয়ং বর্ষীয়সি সমীক্ষ্যতাম্।
যা পুরঃ কৃষ্ণমালোক্য হুঙ্কর্বত্যভিধাবতি।।১১।।

অনুবাদ। যথা—মথুরানগরে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তত্রস্থ সাধারণ লোকের বাক্য—হে সখে! এই মধুর শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য—সমীপে মথুরার পথে উদিত হইলে আমার মানসমধু মৃদুতাপ্রাপ্ত হয় কেন বল ত'! হে বৃদ্ধে! এই ত্রিবর্ষীয়া বালাকে দেখ—সে গোচারণপথে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার অগ্রে হুঙ্কার করিয়া ধাবিত হইতেছে।।১০-১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মথুরানগরে প্রাপ্তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা কশ্চিন্মথুরাস্থ সাধারণলোক আহ—হে সখে! মম মানসরূপমদনং মধূচ্ছিষ্টং যৎ ম্রদিমানমেতি প্রাপ্নোতি তৎ কিং? অস্মিন্ মধুরে বিরোচনে শ্রীকৃষ্ণরূপে সূর্যে উদয়তি সতীতি তস্মাদেব হেতোঃ বিতর্ক্যত ইত্যর্থঃ। হেত্বন্তরন্তু ন পশ্যামীতি ভাবঃ। যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণমিতি সপ্তমী।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে বর্ষীয়সি বৃদ্ধে! ইয়ং ত্রিবর্ষীয়া বালিকা ত্বয়া ঈক্ষ্যতাং, যা বালিকা গোচারণায় কৃতগমনং কৃষ্ণমালোক্য তস্য পুরোঽগ্রে হুঙ্কারং কুর্বতী সতী অভিধাবতি।।১১।।

স্বচ্ছা —

তত্তৎ সাধনতো নানাবিধ-ভক্ত প্রসঙ্গতঃ।
সাধকানান্ত বৈবিধ্যং যান্তী স্বচ্ছা রতির্মতা।১২।।
যদা যাদৃশি ভক্তে স্যাদাসক্তিস্তাদৃশং তদা।
রূপং স্ফটিকবদ্ধত্তে স্বচ্ছাসৌ তেন কীর্তিতা।।১৩।।

যথা —

ক্বচিৎ প্রভুরিতি স্তবন্ ক্বচন মিত্রমিত্যুদ্ধসন্,
ক্বচিত্তনয় ইত্যবন্ ক্বচন কান্ত ইত্যুল্লসন্।
ক্বচিন্মনসি ভাবয়ন্ পরম এষ আত্মেত্যসা-
বভুদ্বিবিধসেবয়া বিবিধবৃত্তিরার্যো দ্বিজঃ।।১৪।।

অনুবাদ। স্বচ্ছা--ভক্তপ্রসঙ্গই রতিবীজরূপ বলিয়া বিবিধ ভক্তের প্রসঙ্গহেতু সেই সেই সাধনদ্বারা সাধকবৃন্দের বিবিধতাশ্রয়কারিণী পূর্বোক্তা শুদ্ধা রতিই 'স্বচ্ছা' নাম ধারণ করে। (সাধকের বিভিন্নতার কারণ--) যখন যেরূপ ভক্তে আসক্তি হয়, স্ফটিক মণির ন্যায় তখন রতি তাদৃশ রূপ ধারণ করে। এইহেতু ইহাকে 'স্বচ্ছা' বলা হয়। যথা---জনৈক সজ্জন দ্বিজ কোন সময় প্রভু বলিয়া স্তব, কোন সময় মিত্র বলিয়া উচ্চহাস্য, কখন পুত্র মনে করিয়া পালন, কখন বা কান্ত বলিয়া আনন্দ, আবার কখন বা তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া মনে চিন্তা করিয়া নানাবিধ সেবা বিধানে বিবিধ মানসবৃত্তির অবলম্বন করিয়াছেন।।১২-১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ স্বচ্ছামাহ--তত্তদিতি দ্বাভ্যাং। 'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদি'ত্যাদিষু ভক্ত প্রসঙ্গস্যৈব রতিবীজরূপত্বাৎ নানাবিধভক্তসঙ্গাৎ তত্র চ জলসেকরূপাৎ তত্তৎসাধনতঃ সাধকানাং বৈবিধ্যং যান্তী ইতি তু পূর্বোক্তা শুদ্ধাখ্যা রতিঃ স্বচ্ছা মতা। বৈবিধ্য কারণমাহ--যদেতি। রূপং স্ফটিকবদ্ ধত্ত ইতি নানাভাব ধারণাংশ এব দৃষ্টান্তঃ। ন তু প্রতিবিম্বত্বেঽপি, যথাবদ্রতেরেব প্রকরণ প্রাপ্তত্বাৎ, অস্যা নানাবিধয়তেরাগমাপায়িত্বাৎ ন দাস্যসখ্যাদ্যন্তঃপাতিতা, কিন্তু স্বচ্ছাত্বমেবেতি জ্ঞেয়ম্।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অবন্ পালয়ন্। এষ পরমাত্মা---ইতি ভাবয়ন্ ইত্যনেন শান্তরতির্জ্ঞেয়া।।১৪।।

অনাচান্তধিয়াং তত্তদ্ভাবনিষ্ঠা সুখার্ণবে।
আর্যাণামতিশুদ্ধানাং প্রায়ঃ স্বচ্ছা রতির্ভবেৎ।।১৫।।

অথ **শান্তিঃ** --

মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে।।১৬।।

তথা **চোক্তম্** --

বিহায় বিষয়ৌন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ।।১৭।।
প্রায়ঃ সমপ্রধানানাং মমতা-গন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তী রতির্মতা।।১৮।।

যথা --

দেবর্ষিবীণয়া গীতে হরিলীলা-মহোৎসবে।
সনকস্য তনৌ কম্পো ব্রহ্মানুভবিনোঽপ্যভূৎ।।১৯।।

অনুবাদ। দাস্যাদি-ভাবনিষ্ঠাসমুদ্রে আস্বাদবিশেষ প্রাপ্ত না হইয়া অনিষ্ঠিত চিত্ত অথচ তত্তৎশাস্ত্রদর্শনে প্রবর্তমান অতিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রায়ই স্বচ্ছা রতি হয়।।১৫।।

অনুবাদ। অতঃপর শান্তি—মনের যে নির্বিকল্পত্ব (সংশয়শূন্যত্ব) উহা 'শম' বলিয়া অভিহিত। প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—বিষয়বাসনা বর্জনপূর্বক যাহাতে (যেরূপ স্বভাবে) নিজানন্দে স্থিতি ঘটে, মনের সেই স্বভাবকে 'শম' বলা হয়। প্রায়ই শমপ্রধান ব্যক্তিগণের পরমাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধরহিত (আমার প্রভু কিংবা সখা ইত্যাদি মমতালেশ-রাহিত্যে সর্বাশ্রয়-স্বরূপে যে শুদ্ধা রতি হয়, তাহাকে 'শান্তি' বলা হয়। যথা—দেবর্ষি নারদ বীণাযোগে হরিলীলা-মহোৎসব গান করিলে ব্রহ্মানন্দি সনকের শরীরেও কম্প ঘটিয়াছিল।।১৬-১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দাস্যাদিভাবনিষ্ঠা-সুখসমুদ্রে অনাচান্তধিয়াম্ আস্বাদ-বিশেষালাভেনানিষ্ঠিত-চিত্তানাং যত আর্যাণাং তত্তৎশাস্ত্রমাত্র-দৃষ্ট্যা প্রবর্তমানানাম্।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ শান্তাখ্যাং রতিং লক্ষয়ন্ শমং লক্ষয়িত্বা তদুপলক্ষিতাং লক্ষয়তি।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রায় ইতি 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্' (৬।১৪।৫) ইতি ন্যায়েন প্রায় এব শমপ্রধানানাং পরমাত্মতয়া ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্বাশ্রয়-স্বরূপতয়া জাতা শুদ্ধা রতিঃ শান্তির্মতা। কথম্ভূতা—মমতাগন্ধবর্জিতা, ভগবান্ মম প্রভুঃ কিংবা মম সখেত্যাদিমমতালেশেনাপি রহিতেত্যর্থঃ। দেবর্ষেনারদস্য বীণয়া গীতে।।১৯।।

যথা বা—

হরিবল্লভসেবয়া সমন্তাদপবর্গানুভবং কিলাবধীর্য্য।
ঘনসুন্দরমাত্মনোঽপ্যভীষ্টং পরমং ব্রহ্মদিদৃক্ষতে মনো মে।।২০।।

অনুবাদ। যথা বা—বৈষ্ণবগণের সেবায় ব্রহ্মানুভবে সুষ্ঠু অবজ্ঞা জন্মিয়া জলদসুন্দর ব্রহ্মরূপাতীত অভীষ্ট পরব্রহ্মকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরিবল্লভানাং বৈষ্ণবানাং সেবয়া ব্রহ্মানুভবমধবীর্য্য অবজ্ঞায় মেঘসুন্দরং মমাভীষ্টং পরমং ব্রহ্ম মে মনো দিদৃক্ষতে।।২০।।

অগ্রতো বক্ষ্যমাণৈস্তু স্বাদৈঃ প্রীত্যাদিসংশ্রয়ৈঃ।
রতেরস্যা অসম্পর্কাদিয়ং শুদ্ধেতি ভণ্যতে।।২১।।
অথ ভেদত্রয়ী হৃদ্যা রতেঃ প্রীত্যাদিরীর্য্যতে।
গাঢ়ানুকূলতোৎপন্না মমত্বেন সদাশ্রিতা।।২২।।
কৃষ্ণভক্তেষ্বনুগ্রাহ্য-সখি-পূজ্যেষ্বনুক্রমাৎ।
ত্রিবিধেষু ত্রয়ী প্রীতিঃ সখ্যং বৎসলতেত্যসৌ।।২৩।।
অত্র নেত্রাদিফুল্লত্ব-জম্ভণোদ্ঘূর্ণনাদয়ঃ।
কেবলা সঙ্কুলা চেতি দ্বিবিধেয়ং রতিত্রয়ী।।২৪।।

অনুবাদ। অগ্রে বক্ষ্যমাণ প্রীতি প্রভৃতি সংযুক্ত দাস্যাদি রতিবিষয়ক আস্বাদ্য অনুভাবের সহিত এই শান্তাখ্যা রতির সম্বন্ধ না থাকায় এই রতিকেই শুদ্ধরতি বলে। ভগবানের অতিশয় মমতার উৎপাদক হওয়ায় পরমোপাদেয় রতির দাস্যাদি ত্রিবিধ ভেদ হয়। এই ভেদত্রয় গাঢ় আনুকূল্যোৎপাদক এবং সততই মমতা সংপৃক্ত। ঐ ভেদত্রয়ের অনুগ্রাহ্য দাসে 'দাস্য' সখায় 'সখ্য' ও পূজনীয় পিত্রাদি গুরুজনে 'বাৎসল্য'-নামে কথিত হইয়া থাকে। এই রতিত্রয়ে নয়নাদির ফুল্লতা, জৃম্ভণ ও উদ্‌ঘূর্ণা প্রভৃতি প্রকটিত হয়। এই ত্রিবিধরতি আবার 'কেবলা' ও 'সঙ্কুলা' ভেদে দুই প্রকার।।২১-২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রীত্যাদি-সংশ্রেয়ৈঃ দাস্যাদিরতি-বিষয়কৈঃ আস্বাদ্যৈরনুভাবৈঃ সহ অস্যাঃ শান্তাখ্যায়া রতেঃ অসম্পর্কাদসংযোগাৎ ইয়ং রতিঃ শুদ্ধেতি ভণ্যতে। ভগবত্যাতিশয়মমত্বোৎপাদকত্বাৎ হৃদ্যা পরমোপাদেয়া যা রতিস্তস্যা দাস্যাদি ভেদত্রয়ী ঈর্য্যতে।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুক্রমাদিতি—অনুগ্রাহ্যেষু দাসেষু দাস্যং, সখিষু সখ্যং—পূজ্যেষু পিত্রাদিষু বাৎসল্যম্—এতত্রিতয়রূপা অসৌ রতির্ভবতীত্যর্থঃ।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সঙ্কুলেতি-এষাং ভেদানাং মধ্যে সন্নিপাতঃ একত্র মিলনম্। অত্র ধর্মধর্মিণোরভেদোপচারঃ। যত্র ভক্তেষু সখ্যস্য মুখ্যত্বং তত্র দাস্যাদীনাং সংস্কাররূপেণ স্থিতিঃ। স্বস্বময়ং প্রাপ্য উদ্‌গচ্ছতি, স্বচ্ছায়াস্ত্ত সংস্কারাভাব ইতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। মুখরা নাম্নী কাচিদ্‌বৃদ্ধা ব্রজেশ্বর্যা ধাত্রীতি মহাজন-প্রসিদ্ধিঃ।।২৪।।

তত্র কেবলা –

রত্যন্তরস্য গন্ধেন বর্জিতা কেবলা ভবেৎ।
ব্রজানুগে রসালাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে।
গুরৌ চ ব্রজনাথদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ।।২৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কেবলা—রত্যন্তরের স্পর্শ না থাকিলে 'কেবলা' বলা হয়। এই রতি ব্রজানুগ রসলাদি দাসবৃন্দে, শ্রীদামাদি বয়স্যবৃন্দে এবং ব্রজনাথাদি গুরুজনগণে ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে।।২৫।।

তত্র সঙ্কুলা–

এষাং দ্বয়োস্ত্রয়াণাং বা সন্নিপাতস্তু সঙ্কুলা।
উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা।
যস্যাধিক্যং ভবেদ্‌যত্র স তেন ব্যপদিশ্যতে।।২৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সঙ্কুলা—এই তিনটি ভেদের মধ্যে দুই বা তিনের একত্র মিলন ঘটিলে, তাহাকে 'সঙ্কুলা' বলা হয়; যেরূপ উদ্ধবাদিতে, ভীমাদিতে ও ব্রজেশ্বরীর ধাত্রী বলিয়া খ্যাতা মুখরাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। যে ভক্তে সখ্য মুখ্য, তাঁহাতে দাস্যাদি সংস্কাররূপে নিহিত, স্ব স্ব অবসরমত প্রকটিত হয়; যে ভক্তের যে ভাবে আধিক্য

লক্ষিত হয়, সেই ভাবদ্বারাই তিনি ভাবাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। (সখ্যভাগী হইলেও উদ্ধব দাস্যরসেই প্রখ্যাত, কেননা তাঁহাতে দাস্যই অধিক)।।২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তেন ভাবেন ভক্তো ব্যপদিশ্যতে যথা সখ্যভাগুদ্ধবো দাসত্বেন ব্যপদিশ্যতে, তস্মিন্ দাস্যস্যাধিক্যাৎ।।২৬।।

অথ **প্রীতি** ঃ–

স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্র হ্যা হরের্মতাঃ।

আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা।।২৭।।

তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ।।২৮।।

যথা মুকুন্দমালায়াম্ –

দিবি বা ভূবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক! প্রকামম্।

অবধীরিত-শারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি।।২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রীতি–শ্রীহরি হইতে ন্যূনত্বাভিমানগ্রস্ত-রতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই শ্রীহরির অনুগ্রাহ্য বলিয়া সম্মত; 'ইনি আরাধ্য' এই স্বরূপবৈশিষ্টা যে রতি, তাঁহাকে 'প্রীতি' বলা হয়। এই আরাধ্যাত্মিকা প্রীতিনাম্নী রতি ভগবানে আসক্তি এবং ভগবদ্ভিন্ন অন্যত্র প্রীতির সংহার করে। যথা–হে নরকান্তক! স্বর্গে, মর্ত্যে কিংবা নরকে যেস্থানেই কেন থাকি না, সর্বত্রই যেন তোমার শরৎকালীন পদ্মবিনিন্দি পাদযুগলের আমরণ চিন্তা করিতে পারি।।২৭-২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বস্মাৎ হরেঃ সকাশাৎ ন্যূনা ন্যূনত্বাভিমানময়-রতিযুক্তা ইত্যর্থঃ। আরাধ্যত্বম্ আরাধ্যোঽয়মিতি জ্ঞানম্, আত্মা স্বরূপং যস্যা এবম্ভূতা রতিঃ প্রীতিঃ ঈরিতা কথিতা। অত্র প্রীতিশব্দ-প্রয়োগঃ শান্তরতেঃ সকাশাৎ প্রীতিত্বস্য বৈশিষ্ট্যাৎ পারিভাষিকো জ্ঞেয়ঃ। প্রীতিত্বমেব বিশেষেণ দর্শয়তি--অসৌ আরাধ্যত্বাত্মিকা প্রীতিনাম্নী রতিঃ তত্র ভগবতি আসক্তিকৃৎ অন্যত্র ভগবদ্ভিন্নে প্রীতেঃ সংহারিণী। ভগবতি রতৌ জাতায়াং সত্যামন্যত্র সা ন দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। ততোঽন্যত্র যদি ন স্যাত্তদা ভগবৎসম্বন্ধেনৈব মন্তব্যেতি। উদাহরণেঽপি কুত্রচিদন্যত্র গমনেঽপি মম ত্বয়ি এব প্রীতির্ভবেন্নান্যত্র পুংসীতি বিবক্ষণীয়ম্। সখ্যরত্যাদিষু অন্যত্র প্রীতিহারকত্বেঽপি তত্রান্যদপি বৈশিষ্ট্যমস্তীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।২৭-২৯।।

অথ **সখ্যম্** –

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।

সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।

পরিহাস-প্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা।।৩০।।

অনুবাদ। অতঃপর সখ্য–যাঁহারা মুকুন্দের তুল্যত্বাভিমানযুক্ত রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের 'সখা' বলিয়া খ্যাত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমভাবহেতু ইহাদের বিশ্রম্ভরূপ যে রতি, উহাকে এই ভক্তিরসশাস্ত্রে 'সখ্য' বলা হইয়া থাকে। 'অযন্ত্রণা' বলিতে দাসবৎ

আমরা কৃষ্ণাধীন, এই প্রকার অভিমানশূন্যতাই বাচ্য, উহাতে পরিহাস, প্রহাসাদি প্রকটিত হয়।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তুল্যাঃ তুল্যত্বাভিমানময়রতি যুক্তা ইত্যর্থঃ। ততঃ সাম্যাৎ শ্রীকৃষ্ণেন সহ পরস্পরং সমভাবত্বাদ্ধেতোঃ বিশ্রম্ভমযন্ত্রণং রূপয়তি প্রকাশয়তি ধারয়তি যা রতিঃ সা সখ্যমুচ্যতে। বিশ্রম্ভরূপত্বমেব বিবৃণোতি পরিহাসেতি। অযন্ত্রণেতি—দাসবদ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্যাধীনা ইত্যভিমানরহিতা ইত্যর্থঃ।।৩০।।

যথা —

মাং পুষ্পিতারণ্যদিদৃক্ষয়াগতং নিমেষ-বিশ্লেষ-বিদীর্ণ-মানসাঃ।
তে সংস্পৃশন্তঃ পুলকাঞ্চিতশ্রিয়ো দূরাদহং পূর্বিকায়াদ্য রেমিরে।।৩১।।

অনুবাদ। যথা—(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) আমি পুষ্পিত কানন দর্শনাভিলাষে গমন করিলে আজ বয়স্যগণ নিমেষকালের বিয়োগেই বিদীর্ণমনা হইয়াছিল; আবার দূর হইতে আমাকে দেখিয়া 'আমিই সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-স্পৃষ্ট হইব' বলিয়া তাহারা পুলকাঞ্চিত শরীরে আমাকে সংস্পর্শ করিয়া আনন্দবিধান করিল।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মামিতি শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ। ময়া সহ নিমেষমাত্র-বিশেষেণ বিদীর্ণ-মানসাস্তে সখায়ঃ পুষ্পিত বনাদিদৃক্ষয়া গতং মাং ময্যেব পূর্বং শ্রীকৃষ্ণঃ স্পৃষ্ট ইত্যহং পূর্বিকয়া দূরাৎ সংস্পৃশন্তঃ সন্তঃ অদ্য রেমিরে।।৩১।।

যথা বা —

শ্রীদামদোর্বিলসিতেন কৃতোঽপি কামং দামোদরে! ত্বমিহ দর্পধুরা দরিদ্রঃ।
সদ্যস্ত্বয়া তদপি কত্থনমেব কৃত্বা দৈব্যে হ্রিয়ে ত্রয়মদায়ি জলাঞ্জলীনাম্।।৩২।।

অনুবাদ। যথা বা—হে দামোদর! তুমি এই শ্রীদামের ভূজবলে পরাজিত হইয়া অহঙ্কারাতিশয়-বহনে দরিদ্র অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়াছ, তবুও সদ্যই আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া স্বীয় লজ্জারূপা মহিষীকেও কি অঞ্জলিত্রয় অর্পণ করিয়া দূরীভূত করিয়াছ?৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীদাম্নঃ মম দোর্বিলসিতেন হে দামোদর! ত্বং দর্পধুরয়া অহঙ্কারাতিশয়েন দরিদ্রঃ কৃতোঽসি। ময়া সহ বাহুযুদ্ধেস্ত্বং পরাজিতোঽসীত্যর্থঃ। তদপি ত্বয়া কত্থনং ময়া জিতমিতি আত্মশ্লাঘাং কৃত্বা লজ্জায়ৈ দৈব্যৈ জলাঞ্জলীনাং ত্রয়মদায়ি।।৩২।।

অথ **বাৎসল্যম্** —

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমূচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ।।৩৩।।

যথা —

অগ্রাসি যন্নিরভিসন্ধিবিরোধভাজঃ, কংসস্য কিঙ্করগণৈর্গিরিতোঽপ্যুদগ্রৈঃ।
গাস্তত্র রক্ষিতুমসৌ গহনে মৃদুর্মে বালঃ প্রযাত্যবিরতং বত কিং করোমি।।৩৪।।

যথা বা –

সুতমঙ্গুলিভিঃ স্নুতস্তনী চিবুকাগ্রে দধতী দয়ার্দ্রধীঃ।
সমলালয়দালয়াৎ পুরঃ স্থিতিভাজং ব্রজরাজগেহিণী।।৩৫।।

অনুবাদ। অতঃপর বাৎসল্য–গুরুত্বভিমানয়-রতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই শ্রীহরির পূজ্য বলিয়া কথিত হয়। তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে 'বাৎসল্য' বলা হয়। ইহাতে লালন, শুভাশীর্বাদদান ও চিবুকস্পর্শনাদি প্রকাশিত হয়। যথা–আমাদের দোষানুসন্ধান ব্যতীতই বিরোধকারী কংসের পর্বতপ্রচণ্ড অসুরসমূহকর্তৃক অবরুদ্ধ বৃন্দাবনেই গোপালনের জন্য আমার সুকুমার বালকটি সততই যাইতেছে, এখন কি করা যায়? যথা বা গৃহাগ্রে অবস্থিত পুত্রকে দয়ার্দ্র হৃদয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা স্নুতস্তনী হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার চিবুকাগ্র ধরিয়া লালন করিতেছিলেন।।৩৩-৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গুরবো গুরুত্বাভিমানময়রতিযুক্তা ইত্যর্থঃ। বৎসং বক্ষো লাস্তি নিজলাল্যপুত্রাদিভ্যো দদতীতি বৎসলাঃ পিত্রাদয়ঃ তেষাং ভাবো বাৎসল্যম্; যথোক্তং তৃতীয়ে (৩।৩৩।২১) দেবহূতিমধিকৃত্য "বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা। জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলেতি"।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্মাকং দোষানুসন্ধানং বিনৈব বিরোধভাজঃ কংসস্য পর্বতাদপি উচ্চৈঃ কিঙ্করগণৈঃ অসুরৈঃ যৎ বৃন্দাবনম্ অগ্রাসি গ্রস্তং তত্রৈব গহনে বৃন্দাবনে গা রক্ষিতুং মম বালঃ কৃষ্ণঃ প্রযাতি।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আলয়াগ্রে স্থিতিভাজং সুতং যশোদা সমলালয়ৎ, কথম্ভূতা–অঙ্গুলিভিঃ কৃষ্ণস্য চিবুকাগ্রে দধতী।।৩৫।।

অথ **প্রিয়তা** –

মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্।
মধুরাপরপর্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ।।৩৬।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রিয়তা–শ্রীহরি এবং হরিণনেত্রা নায়িকার পরস্পর যে স্মরণ-দর্শনাদি অষ্ট প্রকার সম্ভোগ, তাহার আদি কারণ যে মৃগ নয়নার রতি, তাহাই 'প্রিয়তা' নামে খ্যাত। ভক্তাশ্রয়া কিন্তু কৃষ্ণবিষয়া রতিই রস্যমান হয় অর্থাৎ ভক্তাধারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া যে রতি উহাই আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়। ভক্তবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণরতি উহাতে উদ্দীপকত্ব প্রাপ্তি করে। প্রিয়তার অন্য নাম মধুরা। এই রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়কথা এবং হাস্যাদি প্রকাশ পায়।।৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ যো মিথঃ সম্ভোগঃ স্মরণদর্শনাদ্যষ্টবিধঃ, তস্যাদিকারণং যা মৃগাক্ষ্যা রতিঃ সা প্রিয়তাখ্যা কথিতেতি যোজ্যম্। ভক্তাশ্রয়ায়াঃ কৃষ্ণবিষয়ায়া এব রতেঃ রস্যমানতয়া নির্দেশ্যত্বাদ্ ভক্তবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণরতেস্তু তত্রোদ্দীপন-ত্বাৎ, সা চ মধুরাপরপর্য্যয়েতি মধুরা নাম্নীত্যর্থঃ।।৩৬।।

যথা গোবিন্দবিলাসে —

চিরমুৎকুণ্ঠিতমনসো রাধামুরবৈরিণোঃ কোঽপি।

নিভৃতনিরীক্ষণজন্মা প্রত্যাশা-পল্লবো জয়তি।।৩৭।।

অনুবাদ। যথা, গোবিন্দবিলাসে—চিরকাল উৎকণ্ঠিতচিত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্জন নিরীক্ষণজনিত অবর্ণনীয় প্রত্যাশাপল্লব জয়যুক্ত হউক।।৩৭।।

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ।। ইতি মুখ্যা।।৩৮।।

অনুবাদ। (এস্থানে আশঙ্কা—এই রতিপঞ্চকের সাম্য কিংবা তারতম্য আছে কি? যদি তারতম্য থাকে, তাহা হইলে কাহারও কোনটিতে প্রবৃত্তি, অন্যটিতে অপ্রবৃত্তি হয় কিরূপে? তারতম্য থাকিলে সর্বোত্তমা রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি হউক, আর অন্যগুলি নিরর্থক হউক? ইহার সমাধান—) শান্ত অপেক্ষা দাস্যে, দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে ও বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যহেতু ঐ পঞ্চবিধ রতির মধ্যে কোনটি কোনও ভক্তের প্রাচীনবাসনানুসারে রুচিকরী হইয়া থাকে। যেরূপ মধুর, অম্ল, কটু ইত্যাদি ষড়্‌বিধ রসের মধ্যে কাহারও কোনটিতে প্রাচীন সংস্কারনিবন্ধন রুচি হয়, ভিন্নরসে হয় না, সেইরূপ দাস্যাদির মধ্যে একটিতেই কোনও ভক্তের প্রাচীনবাসনায় বা এই জন্মেই মহৎকৃপাবিশেষে রুচি উৎপন্ন হয়, কাহারও বা দুই তিনটিতে রতি হয়।।৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে—নন্বাসাং রতীনাং সাম্যং তারতম্যং বা? তত্রাদ্যে কস্যচিৎ কুত্রচিদ্ রতৌ প্রবৃত্তিঃ, কস্যচিচ্চ কুত্রচিৎ ন প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে তৎ কথং সম্ভবতি? দ্বিতীয়ে সর্বোত্তমা যা রতিঃ তস্যামেব সর্বেষাং প্রবৃত্তিঃ স্যান্নান্যত্রেত্যাহ—যথোত্তরমিতি—শান্তরত্যপেক্ষয়া দাস্যে স্বাদাধিক্যম্। দাস্যাপেক্ষয়া সখ্যে, সখ্যাপেক্ষয়া বাৎসল্যে, বাৎসল্যাপেক্ষয়া প্রিয়তায়াং স্বাদাধিক্যম্। এবং ক্রমেণোত্তরোত্তরা স্বাদ বিশেষস্য উল্লাসময্যপ্যসৌ পঞ্চবিধা মুখ্যা রতিঃ তন্মধ্যে কাপি রতিঃ কস্যচিদ্ ভক্তস্য প্রাচীনবাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে। যথা মধুরাম্লকট্বাদি-রসানাং মধ্যে একস্মিন্নেব রসে কস্যচন প্রাচীনবাসনয়া রুচির্নান্যরসে, তথৈব দাস্যাদ্যেকতররসে কস্যচিদ্ ভক্তস্য প্রাচীনবাসনয়া কিংবা অস্মিন্নেব জন্মনি তাদৃশমহৎকৃপয়া রুচির্নান্যত্রেতি। কস্যচন দাস্যাদিদ্বয়ে রতিত্রয়ে চেতি সর্বত্র বিবেচনীয়ম্।।৩৮।।

অথ **গৌণী** —

বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে।
সঙ্কুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা স গৌণী রতিরুচ্যতে।।৩৯।।

অনুবাদ। অতঃপর গৌণী—আলম্বনবিভাবের উৎকর্ষ নিবন্ধন যে ভাববিশেষ স্বয়ং সঙ্কুচিতা রতিকর্তৃক উৎপাদিত হয়, উহাকে 'গৌণী' রতি বলা হয়।।৩৯।।

তাৎপর্য। 'মঞ্চগুলি শব্দ করিতেছে'—এই বাক্য যেরূপ অপ্রাণীর শব্দ সম্ভাবনা না থাকায় মঞ্চস্থ জলে 'লক্ষণা' সেইরূপ ভাববিশেষ হইলেও ঐ রতির ঔপাচারিকী।।৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাবেতি-আলম্বনবিভাবোৎকর্ষজন্যো যো ভাববিশেষঃ স্বয়ং সঙ্কুচন্ত্যা রত্যা অনুগৃহ্যতে প্রকটীক্রিয়তে সা গৌণী রতিরুচ্যতে ইতি সোঽপি ভাববিশেষ রতিরুচ্যতে। কিন্তু সা 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ' গৌণী ঔপচারিকীত্যর্থঃ। স্বয়মিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ।।৩৯।।

হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ।।৪০।।
অপি কৃষ্ণবিভাবত্বমাদ্যষট্কস্য সম্ভবেৎ।
স্যাদ্দেহাদিবিভাবত্বং সপ্তম্যাস্তু রতের্বশাৎ।।৪১।।

অনুবাদ। হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা এই সাতটিই 'ভাববিশেষ'। মুখ্যা রতির অধীনে হাস হইতে ভয় অবধি ছয়টি রতির আলম্বন শ্রীকৃষ্ণও হইতে পারে, কিন্তু সপ্তম জুগুপ্সা রতির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অযোগ্যতা-হেতু দেহাদি-বিভাবত্বই যুক্তি-সঙ্গত।।৪০-৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপীতি-বিভাবত্বমত্রালম্বনত্বং রতের্মুখ্যায়া বশাদাদ্যষট্কস্য হাস্যাদিভয়পর্য্যন্তস্য কৃষ্ণবিভাবত্বমপি সম্ভবেৎ। তস্য তস্যাপি যোগ্যত্বাৎ ইতি উদাহরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি।।৪১।।

হাসাদাবত্র ভিন্নেঽপি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ।
পরার্থায়া রতের্যোগাদ্রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে।।৪২।।

অনুবাদ। শুদ্ধসত্ত্বরূপা স্বার্থা রতি হইতে পৃথক্ হইলেও হাসাদিতে পরার্থা রতির যোগহেতু ঐ হাসাদিতে রতিশব্দ প্রয়োগ করা হয়।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হাসাদাবিতি—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়া রতেঃ সকাশাৎ ভিন্নেঽপি হাসাদৌ পরার্থায়া রতের্যোগাদেব রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে। তত্র রতিশব্দস্য গৌণী প্রয়োগ ইত্যর্থঃ।।৪২।।

হাসোত্তরা রতির্যা স্যাৎ সা হাসরতিরুচ্যতে।
এবং বিস্ময়রত্যাদ্যা বিজ্ঞেয়া রতয়শ্চ ষট্।।৪৩।।

অনুবাদ। গৌণরতির হাসাদি সংজ্ঞা হইয়া থাকে, কিন্তু পরার্থা রতির 'হাসরতি' প্রভৃতি সংজ্ঞা হইবে; যে রতি হাসকে সংবর্ধন করিয়া স্বয়ং সঙ্কুচিতরূপে অবস্থিত হয় তাহাই 'হাসরতি' নামে অভিহিত। এই প্রকার বিস্ময়রতি, উৎসাহরতি প্রভৃতি।।৪৩।।

কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদ্ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতামমী।
রত্যা চারুকৃতা যান্তি তল্লীলাদ্যনুসারতঃ।।৪৪।।
তস্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িকা ইমে।
সহজা অপি লীয়ন্তে বলিষ্ঠেন তিরস্কৃতাঃ।।৪৫।।

অনুবাদ। মুখ্যরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হাসাদি কোনও ভক্তে লীলাবিশেষ কিছুকালের জন্য স্থায়িতা লাভ করে, কিন্তু দাস্যাদির ন্যায় সর্বদার জন্য নহে, আবার শান্তাদিবৎ ইহাদের আধারও সর্বদা নহে, সময়বিশেষে কোন ভাবে কোন ভক্তি উদিত হইয়া থাকে মাত্র, অতএব এই সাতটি সাময়িক।।৪৪-৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং গৌণীনাং হাসাদয় এব সংজ্ঞাঃ। পরার্থায়াস্তু হাসরত্যাদয় ইত্যাহ— হাসোত্তরেতি; রত্যা চারুকৃতা অনুগৃহীতা হাসাদ্যাঃ কঞ্চিৎ কালং স্থায়িতাং যান্তি। ন তু দাস্যাদিবৎ সর্বদা, এবং নিয়তাধারাশ্চ ন স্যুঃ। সহজা অপীতি—যদি সহজাঃ স্যুঃ তথাপীত্যর্থঃ। বলিষ্ঠেন রত্যুত্থবিরোধিভাবেনেতি শেষঃ।।৪৪-৪৫।।

কাপ্যব্যভিচরন্তী সা স্বাধারান্ স্ব-স্বরূপতঃ।
রতিরাত্যন্তিকস্থায়ী ভাবো ভক্তজনেঽখিলে।
স্যুরেতস্যা বিনাভাবাদ্ভাবাঃ সর্বে নিরর্থকাঃ।।৪৬।।

অনুবাদ। (গৌণরতি বলিষ্ঠ বিভাবনাদিকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া লীন হইলে মুখ্যও বলিষ্ঠবিভাবনাযোগে লীন হইতে পারে না? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—) শান্তাদিরূপা রতি স্বীয় আধার শান্তাদি ভক্তবৃন্দকে অতিক্রম করে না, কারণ নিখিল ভক্তে ঐ রতিই আত্যন্তিক (ত্রিকালে অব্যভিচারী) স্থায়িভাব, মুখ্যা রতির সাহায্য না পাইলে হাস্যাদি সমস্ত ভাবই নিরর্থক হইয়া পড়ে।।৪৬।।

তথ্য। শ্রীবসুদেব-অর্জুন প্রভৃতিতে বাৎসল্য ও সখ্যরতির যে (দাস্যসম্মত স্তবাদিতে) ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, উহাতেও কিন্তু তাঁহাদের রতি স্বস্বরূপ হইতে ব্যভিচার করে নাই, যেহেতু দাস্য ও মুখ্যরতিই বটে অর্থাৎ বাৎসল্য ও সখ্যে দাস্য ক্রোড়ীভূত, সময়-বিশেষে প্রকটিত জানিতে হইবে।।৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দাস্যাদিমুখ্যারতিশ্চ স্ব-স্বরূপেণ স্বাধারান্ ভক্তান্ কদাপি অব্যভিচরন্তী অনতিক্রামন্তী আত্যন্তিকস্থায়িভাবঃ স্যাৎ। এতাং মুখ্যাং রতিং বিনা সর্বে হাসাদ্যা ভাবা নিরর্থকাঃ স্যুঃ।।৪৬।।

বিপক্ষাদিষু যান্তোঽপি ক্রোধাদ্যাঃ স্থায়িতাং সদা।
লভন্তে রতিশূন্যত্বান্ন ভক্তিরসযোগ্যতাম্।।৪৭।।

অনুবাদ। বিপক্ষাদিতে ক্রোধাদি যদিও সর্বদা স্থায়িত্ব লাভ করে, তবুও অসুরদিগের রতিশূন্যতাপ্রযুক্ত ভক্তিরসযোগ্যতা হইতে পারে না।।৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসুরাণাং রতিশূন্যত্বাত্তেষাং ক্রোধাদ্যা ভক্তিরসযোগ্যতাং ন লভন্ত ইত্যাহ—লভন্ত ইতি।।৪৭।।

অবিরুদ্ধৈরপি স্পৃষ্টা ভাবৈঃ সঞ্চারিণোঽখিলাঃ।
নির্বেদাদ্যা বিলীয়ন্তে নার্হন্তি স্থায়িতাং ততঃ।।৪৮।।

অনুবাদ। নির্বেদাদি সঞ্চারিভাবসমূহ কিছুকাল স্থায়ী হওয়ায় স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্তি করিতে পারে না—বিরুদ্ধ ব্যতীত তটস্থ বা মিত্র ভাবের স্পর্শ পাইলেও ইহারা কালব্যবধানে স্বতঃই লয় প্রাপ্ত হয়।।৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিঞ্চিৎ কালস্থায়িত্বেন নির্বেদাদি সঞ্চারিণাং স্থায়িত্বং নাস্তীত্যাহ—অবিরুদ্ধৈরিতি। যেন স্পৃষ্টা লীয়ন্তে তস্য বিরুদ্ধত্বমস্ত্যেব অতো বিরুদ্ধৈরপি স্পৃষ্টা ইত্যত্র নঙ্ ভিন্নক্রমে অসূর্যস্পশ্যা রাজদারা ইতিবৎ বিরুদ্ধৈরপ্যস্পৃষ্টা কালব্যবধানেন স্বতোঽপি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ।।৪৮।।

ইত্যতো মতিগর্বাদিভাবানাং ঘটতে ন হি।
স্থায়িতা কৈশ্চিদিষ্টাপি প্রমাণং তত্র তদ্বিদঃ।।৪৯।।
সপ্ত হাসাদয়স্ত্বেতে তৈস্তৈর্নীতাঃ সুপুষ্টতাম্।
ভক্তেষু স্থায়িতাং যান্তো রুচিরেভ্যো বিতন্বতে।।৫০।।

অনুবাদ। এইজন্য কোন কোন পণ্ডিতগণকর্তৃক অভিলষিত হইলেও মতি, গর্ব প্রভৃতি ভাবের স্থায়িত্ব সম্ভব নহে, ইহা অনুভববিরুদ্ধ হইলেও ভরতমুনি প্রভৃতি তৎসমুদায়ের স্থায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। পূর্বোক্ত নির্বেদাদি ব্যভিচারীভাবসমূহের সহযোগে পুষ্ট হাসাদি সপ্তরতি ভক্তবৃন্দে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া ভক্তগণকে রুচি দান করে।।৪৯-৫০।।

তথা **চোক্তম্** –

"অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতা।
তত্তিরস্কৃত সংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ।।"৫১।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে প্রাচীনগণের উক্তি—রতিস্বরূপে মুখ্য একটি ও হাসাদি সাতটি—এই আটটি ভাবেরই সংস্কার স্থাপকতা নির্ণীত হইয়াছে; বিরুদ্ধভাব-কর্তৃক যাহাদের সংস্কার পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়, সেই সমস্ত ব্যভিচারিভাবে স্থায়িত্ব যোগ্যতা নাই।।৫১।।

তথ্য। হাসাদি সাতটি ভাবের বলিষ্ঠ ভাবান্তরদ্বারা লয় কথিত হইলেও তাহাদের সংস্কার থাকিয়া যায়। অতএব সংস্কারসহিত হাসাদির স্থায়িত্ব নির্বাহ হইতে পারে, অথচ ব্যভিচারভাবসমূহ লয় হইলে তাহাদের সংস্কার থাকে না—এইমাত্র পার্থক্য জানিবে।।৫১।।

তত্র **হাসরতিঃ** –

চেতোবিকাসো হাসঃ স্যাদ্বাগ্বেষেহাদিবৈকৃতাৎ।
স দৃগ্‌বিকাসনাসৌষ্ঠ কপোলস্পন্দনাদিকৃৎ।।৫২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হাসরতি—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি জনিত যে চিত্তবিকাশ, উহাকে 'হাস' বলে। ইহাতে স্বীয় নয়নের বিকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকটিত হয়।।৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতো হেতোঃ কৈশ্চিৎ পণ্ডিতৈঃ মতিগর্বাদিভাবানাং স্থায়িতা ইষ্টাপি ন তেষাং স্থায়িতা ঘটতে; নন্বিদমস্মাকমনুভব-বিরুদ্ধং? তত্রাহ---প্রমাণং তত্র তদ্বিদ ইতি। তদ্বিদো ভরতমুনিপ্রভৃতয়ঃ, তৈরপি তেষাং স্থায়িত্বং নাঙ্গীকৃতমিত্যর্থঃ। তৈস্তৈর্ব্যভিচারিভির্ভাবৈঃ পুষ্টতাং নীতা হাসাদয়ঃ স্থায়িতাং যান্তঃ এভ্যো ভক্তেভ্যো রুচিং বিতন্বতে। রতিত্বেন মুখ্যা একা, হাসাদয়ঃ সপ্ত ইত্যষ্টানাং ভাবানাং সংস্কারাধায়কত্বং বর্ততে। তৈর্বিরুদ্ধৈর্ভাবৈঃ তিরস্কৃত-সংস্কারাঃ পরে ব্যভিচারিভাবাঃ ন স্থায়িত্বস্য যোগ্যাঃ। যদ্যপি হাসাদীনামপি বলিষ্ঠভাবেন লয় উক্তস্তথাপি তেষাং লয়োঽপি সংস্কারাতিষ্ঠন্ত্যেব। অতস্তানাদায় হাসাদীনাং স্থায়িতা-নির্বাহঃ, ব্যভিচারিভাবানাম্ভ লয়ে তেষাং সংস্কারো অপি ন সন্তীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। চেত ইতি--বচনবেশচেষ্টাদীনাং বৈকৃতাৎ বিকারাৎ যশ্চিত্তস্য বিকাশঃ প্রফুল্লত্বং স হাসঃ স্যাৎ। স হাসঃ দৃশোঃ প্রফুল্লত্বং, তথা নাসৌষ্ঠকপোলানাং স্পন্দনাদিকঞ্চ করোতি।।৪৯-৫২।।

কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সঙ্কুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোঽয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ।।৫৩।।

অনুবাদ। কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টাজাত আনন্দবিশেষে ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং সঙ্কোচ-স্বভাবা রতিকর্তৃক অনুগৃহীত এই হাসই 'হাসরতি' নামে খ্যাত। (হাসাদিদ্বারা আবৃত রতির হাসরতি প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে।)

তথ্য। এস্থানে কিন্তু রতির আরোপ স্ব স্ব ধর্মকর্তৃক অনুগ্রহলব্ধ হাসাদিও রতিপদবাচ্য হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। 'হাস রতির ন্যায়' এই অর্থহেতু পুরুষব্যাঘ্রবৎ উপমিত সমাস ধরিতে হইবে। পূর্বে কিন্তু 'হাস সহিতা রতি' এই অর্থবশতঃ শাকপার্থিববৎ কর্মধারয় সমাস।।৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বং হাসোত্তরেত্যাদিনা হাসদ্যাবৃতায়া রতের্হাসরত্যাদি সংজ্ঞত্ব-মুক্তং। সম্প্রতি তু রত্যারোপিতত্বেন স্বীয়ধর্মেণানুগৃহ্যমাণত্বাদ্ধাসাদয়োঽপি রত্যাদিত্বেন ব্যবহ্রিয়ন্ত ইত্যাহ কৃষ্ণেতি। হাসো রতিরিব হাসরতিঃ, পুরুষব্যাঘ্র ইতিবৎ সমাসঃ। পূর্বা হাসরতিস্তু হাসসহিতা রতিরিতি শাকপার্থিবাদিঃ। সঙ্কুচদাত্মনেত্যত্র হেতুমাহ--কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থ ইতি। তচ্চেষ্টাজাত-সুখবিশেষেণ ব্যাপ্ততয়েতি ভাবঃ।।৫৩।।

যথা —

ময়া দৃগপি নার্পিতা সুমুখি! দধ্নি তুভ্যং শপে
সখী তব নিরর্গলা তদপি মে মুখং জিঘ্রতি।

প্রশাধি তদিমাং মুধাচ্ছলিত সাধুমিত্যচ্যুতে

বদত্যজনি দূতিকা হসতিরোধনে ন ক্ষমা।।৫৪।।

অনুবাদ। যথা—"হে সুমুখি! আমি তোমার শপথপূর্বক বলিতেছি যে, দধির প্রতি লক্ষ্যও করি নাই, অথচ এই সখী নিঃশঙ্কচিত্তে 'আমি দধি খাইয়াছি'—এই কথা নিশ্চয় করার জন্য আমার মুখের ঘ্রাণ লইতেছে। এতএব এই সখীকে শিক্ষা দেও, যেন পুনরায় মাদৃশ সাধু জনের প্রতি বৃথা বিরুদ্ধ আশঙ্কা না করে—শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিলে দূতী আর হাস্যরোধ করিতে পারিলেন না।।৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কদাচিদ্ গ্রামান্তরে গতাং জটিলাং বীক্ষ্য কাচিদ্দূতী কৃষ্ণং তস্যা গৃহমানীয় শ্রীরাধয়া সহ তস্যৈব মিলনঞ্চকার। অকস্মাত্তত্রাগতাং জটিলাং কৃষ্ণেন সহ ক্রীড়ন্তীং বধূং দৃষ্ট্বা ক্রোধেন তর্জন্তীং তাং প্রতারয়িতুং শ্রীকৃষ্ণ আহ—হে জরতি বৃদ্ধে! তব গৃহস্থিতে দধ্নি ময়া দৃষ্টিরপি ন অর্পিতা। তত্রৈব তব শপথঃ, তদপি নিরর্গলা নিঃশঙ্কা তব বধূ ময়ি দধিভোজননিশ্চয়ার্থং মন্মুখং জিঘ্রতি। তত্তস্মাৎ তব বধূং প্রশাধি শিক্ষক যথা পুনরস্মদ্‌বিধে সাধুজনে বিরুদ্ধাশঙ্কা ন ক্রিয়তে। কথম্ভূতাং মুধা ব্যর্থমেব অনেনাস্মাকং দধি চোরিতমিতি ছলিতঃ সাধুরূপোঽহং যয়া, হাস্যরোধনে দূতী ক্ষমা সমর্থা ন অজনি।।৫৪।।

অথ **বিস্ময়রতিঃ** –

লোকোত্তরার্থবীক্ষাদের্বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ।

অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তার-সাধূক্তি-পুলকাদয়ঃ।

পূর্বোক্তরীত্যা নিষ্পন্নঃ স বিস্ময়রতির্ভবেৎ।।৫৫।।

অনুবাদ। অতঃপর বিস্ময়রতি—অলৌকিক বস্তুর দর্শনাদিতে যে চিত্তবিকাশ (চিত্তের নানাবিধ গতি), উহাকে 'বিস্ময়' বলে। উহাতে নয়নবিস্তৃতি, সাধূক্তি ও পুলকাদি হয়। হাসরতি লক্ষণস্থ রীতিঅনুসারে সেই বিস্ময় যদি কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টোত্থ আনন্দবিশেষে ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং সঙ্কোচিত রতিকর্তৃক অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহাকে 'বিস্ময়রতি' বলা হয়।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চিত্তস্য বিস্মৃতিঃ কিমিদমিতি নানাগতিঃ পূর্বোক্তরীত্যা হাসরতিলক্ষণস্থরীত্যা হাসরতি নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাদৌ বৎসবালকান্ দদর্শ। পশ্চাৎতৎক্ষণ এব তান্ নারায়ণ-স্বরূপান্ দৃষ্ট্বা সবিস্ময়মাহ—গবামিতি। শিশুগণঃ বৎসবালকগণঃ পরং ব্রহ্মণো নারায়ণস্য উল্লাসানুৎকর্ষান্ বহতি। অতঃ ইদং কিমতি ব্রহ্মণো বিস্ময়োক্তিঃ। কথম্ভূতং শিশুগণঃ? সবিধিভিঃ ব্রহ্মসহিতাভিঃ ব্রহ্মাণ্ডশ্রেণিভিঃ কৃতঃ স্তোত্রস্যারম্ভো যত্র সঃ।।৫৫।।

যথা –

গবাং গোপালানামপি শিশুগণঃ পীতবসনো

লসচ্ছ্রীবৎসাঙ্কঃ পৃথুভুজচতুষ্কৈর্ধৃতরুচিঃ।

কৃতস্তোত্রারম্ভঃ স বিধিভিরজাণ্ডালিভিরলং
পরব্রহ্মোল্লাসান্ বহতি কিমিদং হন্ত কিমিদম্।।৫৬।।

অনুবাদ। যথা--ব্রহ্মা গোবৎস ও গোপালকবৃন্দকে পীতাম্বর, শ্রীবৎসাঙ্ক, বিশাল ভুজচতুষ্টয়ে শোভিত, স্ব স্ব ব্রহ্মাসহিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকর্তৃক প্রকৃষ্টস্তোত্রবিষয়ীভূত পরব্রহ্ম নারায়ণেরও হর্ষাতিরেক বহন করিতেছেন দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছিলেন 'অহো! ইহা কি, ইহা কি।।৫৬।।

অথ **উৎসাহরতিঃ** --

স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্মণি।
সত্বরা মানসাসক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্যতে।।৫৭।।
কালানবেক্ষণং তত্র ধৈর্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ।
সিদ্ধঃ পূর্বোক্তবিধিনা স উৎসাহ-রতির্ভবেৎ।।৫৮।।

অনুবাদ। অতঃপর উৎসাহরতি-সজ্জনগণ যাহার ফল প্রশংসা করিয়া থাকেন, এইরূপ যুদ্ধ, দান, দয়া ও ধর্মরূপ কার্যে ত্বরার সহিত যে মনের স্থিরতরা আসক্তি, তাহাকে 'উৎসাহ' বলা হয়। এই উৎসাহে কালানপেক্ষা, ধৈর্যপরিহার ও উদ্যম প্রভৃতি প্রকটিত হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত হাস্যরতি লক্ষণস্থ বিধি-অনুসারে সিদ্ধ হইয়া 'উৎসাহরতি' নাম ধারণ করে।।৫৭-৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সাধুভিঃ শ্লাঘ্যং ফলং যস্য তথাভূতে যুদ্ধদানদয়াধর্মরূপে কর্মণি স্থেয়সী স্থিরতরা ত্বরাযুক্তা মানসাসক্তিরুৎসাহঃ।।৫৭।।

যথা --

কালিন্দীতটভুবি পত্রশৃঙ্গবংশী-নিক্কাণৈরিহ মুখরীকৃতাম্বরায়াম্।
বিস্ফূর্জন্নঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ শ্রীদামা পপিকরমুদ্ভটং ববন্ধ।।৫৯।।

অনুবাদ। যথা--যমুনাতটভূমিতে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশী প্রভৃতির শব্দে আকাশ মুখরিত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত শ্রীদাম গর্ব প্রকাশ করিয়া দৃঢ়রূপে কটিদেশ বন্ধন করিলেন।।৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পত্রশৃঙ্গাদিভির্মুখরীকৃতমম্বরম্ আকাশং যত্র তথাভূতায়াং কালিন্দীতটভূবিঃ বিস্ফূর্জন্। 'মৎসমঃ কো বলী জগত্যস্তি' ইত্যহঙ্কারং প্রকাশয়ন্ শ্রীদামা পরিকরং 'ফেট' ইতি প্রসিদ্ধমুদ্ভটং দৃঢ়ং যথাস্যাত্তথা ববন্ধ।।৫৯।।

অথ **শোকরতিঃ** --

শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ।
বিলাপ-পাত-নিশ্বাস-মুখশোষ-ভ্রমাদিকৃৎ।
পূর্বোক্তবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ।।৬০।।

যথা শ্রীদশমে (১০।৭।২৫) —

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে।।৬১।।

অনুবাদ। অতঃপর শোকরতি—ইষ্টবিয়োগাদি উত্থিত পরমাতিশয় চিত্তক্লেশকে 'শোক' বলা হয়। উহাতে বিলাপ, ভূপতন, নিঃশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত বিধি-অনুসারে এই শোক ঘটিলে 'শোকরতি' বলা হয়। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে-ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া বায়ু শান্তভাব ধারণ করিলে গোপীগণ যশোদার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া অন্যান্য গৃহ হইতেও সমাগত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া তাঁহারা সন্তপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণবদনে কেবল রোদনই করিতেছিলেন।।৬০-৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চিত্তক্লেশভর ইতি প্রিয়স্য নাশভাবনাময়ত্বাৎ পরমাতিশয়-চিত্তক্লেশ ইত্যর্থঃ। উপারতঃ পাংশুবর্ষস্য বেগো যত্র তথাভূতে পবনে সতি তত্র যশোদায়া রুদিতং নিশম্য অনু পুরান্তরাদপি গোপ্য আগত্য রুরুদুঃ।।৬১।।

যথা বা —

অবলোক্য ফণীন্দ্রযন্ত্রিতং, তনয়ং প্রাণসহস্রবল্লভম্।
হৃদয়ং ন বিদীর্যতি দ্বিধা, ধিগিমাং মর্ত্যতনোঃ কঠোরতাম্।।৬২।।

অনুবাদ। যথা বা—প্রাণসহস্র অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রটিকে কালিয়সর্প বেষ্টিত দেখিয়াও যে হৃদয় দ্বিধা বিদীর্ণ হইল না, এইহেতু এই মর্ত্যশরীরের কঠোরতাকে শত ধিক্।।৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ফণীন্দ্রেণ কালিয়েন বেষ্টিতং বীক্ষ্য হৃদয়ং দ্বিধা ন বিদীর্যতে ইতি হেতোঃ মর্ত্যতনো কঠোরতাং ধিগিতি ব্রজেশ্বরং স্বয়ং স্বং নিন্দতি।।৬২।।

অথ **ক্রোধরতি** ঃ—

প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্যভ্রূকুটীনেত্র-লৌহিত্যাদি-বিকারকৃৎ।।৬৩।।
এবং পূর্বোক্তবৎসিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ।
দ্বিধাঽসৌ কৃষ্ণ-তদ্বৈরিবিভাবত্বেন কীর্তিতা।।৬৪।।

তত্র **কৃষ্ণবিভাবাঃ**, যথা —

কণ্ঠসীমনি হরের্দ্যুতিভাজং রাধিকা-মণিসরং পরিচিত্য।
তং চিরেণ জটিলা বিকটভ্রূভঙ্গভীমতরদৃষ্টির্দদর্শ।।৬৫।।

অনুবাদ। অতঃপর ক্রোধরতি—প্রাতিকূল্যাদিদ্বারা চিত্তের দাহকে 'ক্রোধ' বলা হয়। উহাতে পারুষ্য, ভ্রূকুটি ও নয়নলোহিত্যাদি প্রকটিত হয়। পূর্বোক্ত বিধি-অনুসারে সিদ্ধ হইলে ক্রোধই 'ক্রোধরতি'রূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণের মত। এই রতি

শ্রীকৃষ্ণবিভাবা ও শ্রীকৃষ্ণশক্রবিভাবা এই দ্বিবিধরূপে খ্যাত। এতন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিভাবা, যথা—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠতটে শ্রীরাধিকার দীপ্তিশালী মণিহার দেখিয়া জটিলা বিকট ভ্রূভঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অনেকক্ষণ যাবৎ দৃষ্টিপাত করিয়াই রহিলেন।।৬৩-৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পারুষ্যং নিষ্ঠুরতা। অত্র শ্বশ্রূম্মন্যায়াঃ জটিলায়াঃ ক্রোধঃ শ্রীকৃষ্ণমূলকত্বেনাপি সম্ভবতি। শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মঙ্গলকামনয়া স্ববধূসম্বন্ধনিবর্তনাৎ। এবং সর্বত্র জ্ঞেয়মিতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-চরণাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য কণ্ঠসীমণি রাধিকায়া মণিসরং হারং দ্যুতি-যুক্তং বিকটভ্রূভঙ্গেন অতিশয়-ভয়ানকা দৃষ্টির্যস্মিন্ তদ্ যথা স্যাত্তথা দদর্শ।।৬৩।।

তদ্বৈরিবিভাবাঃ, যথা —

অথ কংস-সহোদরোগ্রদাবে হরিমভ্যুদ্যতি তীব্রহেতিভাজি।
রভসাদলিকাম্বরে প্রলম্বদ্বিষতোঽভূদ্ ভ্রূকুটীপয়োদরেখা।।৬৬।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণশক্রবিভাবা, যথা—অনন্তর কংস সহোদররূপ তীব্রজ্বালাধারী দাবানলে যুদ্ধ করিতে শ্রীকৃষ্ণ অভ্যুত্থিত হইলে শ্রীবলরামের ললাটরূপ গগনে তৎকালে সহসা ভ্রূকুটীরূপ মেঘরেখা দেখা দিয়াছিল।।৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কংস-সহোদররূপে উগ্রদাবানলে যুদ্ধার্থং শ্রীকৃষ্ণমভ্যুদ্যতি সতি প্রলম্বদ্বিষতো বলদেবস্য ললাটরূপে আকাশে ভ্রূকুটীরূপা মেঘরেখা রভসাৎ হঠাৎ অভূৎ। দাবানলে কথম্ভূতে? তীব্রজ্বালাভাজি, পক্ষে হেতিঃ অস্ত্রম।।৬৬।।

অথ **ভয়রতিঃ**—

ভয়ং চিত্তাতিচাঞ্চল্যং মন্তুঘোরেক্ষণাদিভিঃ।
আত্মগোপন-হৃচ্ছোষ-বিদ্রব-ভ্রমণাদিকৃৎ।।৬৭।।
নিষ্পন্নং পূর্ববদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ।
এষাপি ক্রোধরতিবদ্দ্বিবিধা কথিতা বুধৈঃ।।৬৮।।

অনুবাদ। অতঃপর ভয়রতি—অপরাধ এবং ভয়ানক জীবের দর্শনাদি-জনিত চিত্তের চাঞ্চল্যকে 'ভয়' বলা হয়। ইহাতে আত্মগোপন হৃদয়শোষ দ্রুতগমন ও ভ্রমণাদি ঘটিয়া থাকে। পূর্ববৎ নিষ্পন্ন ঘটিলে এই ভয়ই 'ভয়রতি' হয়। ক্রোধরতির ন্যায় এই রতিও শ্রীকৃষ্ণবিভাবা এবং 'বৈরিবিভাবা হিসাবে দুই প্রকার।।৬৭-৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মন্তুরপরাধস্তেন এবং ভয়ানকে ক্ষণাদিভিশ্চিত্তস্যাতিচাঞ্চল্যং, বিদ্রবো ধাবনম্।।৬৭।।

তত্র কৃষ্ণবিভাবাঃ যথা —

যাচিতঃ পটিমভিঃ স্যমন্তকং শৌরিণা সদসি গান্দিনীসুতঃ।
বস্ত্রগূঢ়মণিরেষ মূঢ়ধীস্তত্র শুষ্যদধরঃ ক্লমং যযৌ।।৬৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিভাবা, যথা—স্যমন্তক মণিটি বস্ত্রদ্বারা গুপ্তভাবে রাখিলেও

অক্রূরকে শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে চাতুর্যবিধানে ঐ মণিটি চাহিলেন। কিন্তু অক্রূর প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়বশতঃ ভয়ে ক্লমপ্রাপ্ত হইলেন।।৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বস্ত্রেণ গুপ্তঃ স্যমন্তকমণির্যেন সঃ অক্রূরঃ শ্রীকৃষ্ণেন পটিমভিশ্চাতুর্যৈঃ করণৈঃ সভামধ্যে স্যমন্তকমণিং যাচিতঃ সন্ প্রত্যুত্তরদানেনাসামর্থ্যাৎ মূঢ়ধীঃ এবঃ অক্রূরঃ মৎপ্রভুণা মদীয়-বিকর্মেদং জ্ঞানমিতি ভয়েন ক্লমঃ যযৌ।।৬৯।।

দুষ্টবিভাবজাঃ যথা —

ভৈরবং রুবতি হন্ত হন্ত গোকুলদ্বারি বারিদনিভে বৃষাসুরে।

পুত্রগুপ্তিধৃতযত্নবৈভবা কম্প্রমূর্তিরভবদ্ ব্রজেশ্বরী।।৭০।।

অনুবাদ। বৈরিবিভাবজা, যথা—অহো! মেঘাকার বৃষাসুর গোকুলদ্বারে কটুশব্দ করিতে থাকিলে পুত্ররক্ষায় যত্নাতিশয়বতী যশোদা কম্পমানা মূর্তি হইয়াছিলেন।।৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বারিদনিভে মেঘসদৃশে অরিষ্টাসুরে ভয়ানকং যথা স্যাত্তথা রুবতি সতি কৃষ্ণস্য গোপনে ধৃতঃ যত্নস্য বৈভব অর্থাৎ যত্নাতিশয়ো যয়া তথাভূতা যশোদা ভয়েন কম্পযুক্তমূর্তিরভূৎ।।৭০।।

অথ **জুগুপ্সারতিঃ** —

জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনম।

তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকূণনং কুৎসনাদয়ঃ।

রতেরনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সারতির্মতা।।৭১।।

অনুবাদ। অতঃপর জুগুপ্সারতি—ঘৃণাস্পদ বস্তুর অনুভবে চিত্তের যে সঙ্কোচ ভাব উহাকে 'জুগুপ্সা' বলা হয়। উহাতে নিষ্ঠীবন, মুখবক্রতা এবং দোষকীর্তনাদি প্রকাশিত হয়। রতির অনুগ্রহে ইহা জন্মিলে জুগুপ্সাও 'জুগুপ্সারতি' পদবাচ্য হয়।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অহৃদ্যস্যা ঘৃণাস্পদস্য অনুভাবাৎ চিত্তস্য মীলনঃ সঙ্কোচং জুগুপ্সা স্যাৎ। বক্ত্রকূণনং মুখস্য কুটিলীকরণম্।।৭১।।

যথা —

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে নব-নব-রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।

তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।।৭২।।

অনুবাদ। যথা—নবনবায়মান রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যখন হইতে আমার চিত্ত রতি লাভ করিয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই পূর্বাবস্থায় অনুষ্ঠিত নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ হইলেই প্রভূত মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন হইতেছে।।৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নবনব রসধামনি কৃষ্ণপদারবিন্দে যদবধি মম চেতঃ রন্তু-মুদ্যতমাসীৎ পূর্বদশায়াঃ কৃতে স্ত্রীসঙ্গমে অধুনা স্বর্যমাণে সতি। তথা চোক্তং শ্রীভাঃ (১১।২৬।২১) ত্বঙ্ মাংসরুধিরস্নায়ুমেদো-মজ্জাস্থিসংহতৌ। বিন্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরমিতি।।৭২।।

রতিত্বাৎ প্রথমৈকৈব সপ্ত হাসাদয়স্তথা।
ইত্যষ্টৌ স্থায়িনো যাবদ্‌রসাবস্থাং ন সংশ্রিতাঃ।।৭৩।।
চেৎ স্বতন্ত্রাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তবেয়ুর্ব্যভিচারিণঃ।
ইহাষ্টৌ সাত্ত্বিকাশ্চৈতে ভাবাখ্যাস্তানসংখ্যকাঃ।।৭৪।।

অনুবাদ। মুখ্যা রতি পাঁচ প্রকারের হইলেও রতিত্ব হিসাবে এক এবং হাসাদি সাত---এই আটটি স্থায়ী রসাবস্থা না পাওয়া পর্যন্ত, ব্যভিচারী ভাবসমূহ স্বতন্ত্র হইলে অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অঙ্গরূপে রসাবস্থা লাভ না করিলে তেত্রিশ এবং সাত্ত্বিক আট---সর্বমোট ভাব হইতেছে ৮+৩৩+৮=৪৯। ইহাই 'অসংখ্যকা'--পদে বর্ণিত হইয়াছে।।৭৩-৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রথমা মুখ্যা পঞ্চবিধাপি রতিত্ব সামান্যধর্মবিবক্ষয়া একৈব। যাবদিতি--রসাবস্থায়াস্তু রসা এবোচ্যন্তে, ন তু স্থারিন ইত্যর্থঃ।।৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বতন্ত্রাঃ স্থার্য্যঙ্গতয়া রসাত্মতা মাগতাশ্চেদ্ যদি ভবেয়ুঃ তদা ব্যভিচারিণঃ ত্রয়স্ত্রিংশৎ। এতেন উন পঞ্চাশৎসংখ্যকা ভাবাঃ সুরিত্যর্থঃ।।৭৪।।

কৃষ্ণান্বয়াদ্‌গুণাতীত-প্রৌঢ়ানন্দময়া অপি।
ভান্ত্যমী ত্রিগুণোৎপন্ন-সুখদুঃখময়া ইব।।৭৫।।

অনুবাদ। এই হর্যাদি ভাব কৃষ্ণস্ফুরণময় হওয়ায় অপ্রাকৃত বিপুলানন্দময়ই, আবার বিষাদাদিও কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া (কৃষ্ণস্ফুরণময় হওয়ায়) তাদৃশ আনন্দময়ই বলিতে হইবে। প্রাকৃত (গুণযুক্ত) সুখদুঃখাদিবৎ প্রতীত হইলেও কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিচারে বিষাদশোকাদিসময়েও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণস্ফুর্তি হওয়ায় সুখই বিদ্যমান থাকে।।৭৫।।

তত্র স্ফুরন্তি হ্রী-বোধোৎসাহাদ্যঃ সাত্ত্বিকা ইব।
তথা রাজসবদ্‌গর্ব-হর্ষ-সুপ্তি-হসাদয়ঃ।
বিষাদ-দীনতা-মোহ-শোকাদ্যাস্তামসা ইব।।৭৬।।

অনুবাদ। লজ্জা, বোধ ও উৎসাহ প্রভৃতি সত্ত্বিকবৎ; গর্ব, হর্ষ, সুপ্তি ও হাস প্রভৃতি রাজসবৎ এবং বিষাদ, দৈন্য, মোহ ও শোক প্রভৃতি তামসবৎ স্ফুরিত হইলেও পূর্ব কথিতবিচারে ইহাদিগকে আনন্দপ্রাপ্তিরই অবস্থাবিশেষ জানিতে হইবে।।৭৬।।

তথ্য। বিষাদাদি আনন্দময় হইলে তদাশ্রিত ভক্তের দুঃখ অনুভব হয় কি জন্য এবং ত্যাগেচ্ছা হয় কি জন্য? তদুত্তর--বিষাদ-শোকদশাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-ভাবনারূপ উপাধির বিদ্যমানতায় বিষাদাদিতে দুঃখময় জ্ঞান ঔপাধিকই; যেরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজ আনন্দাশ্রুকেও দর্শন প্রতিবন্ধক বলিয়া গোপীবৃন্দ ধিক্‌কার করেন, সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণবিরহে সুখময় বিষাদশোক প্রভৃতিকে তাঁহারা ধিক্‌কার করেন। তপ্তেক্ষুচর্বণসময়ে ইক্ষুরসের উষ্ণতানুভবে ত্যাগেচ্ছা হইলেও যেরূপ মাধুর্যাস্বাদন সেই রস বর্জন করিতে

দেয় না, সেইরূপ আনন্দও দুই প্রকার--উষ্ণ ও শীত; বিষাদাদি উষ্ণ ও হর্ষাদি শীত। বিষাদাদির উষ্ণস্বভাবে ত্যাগেচ্ছা ঘটিলেও কিন্তু তাহাদের মাধুর্যানুভবহেতু ত্যাগ করাও যায় না।।৭৬।।

প্রায়ঃ সুখময়াঃ শীতা উষ্ণা দুঃখময়া ইহ।
চিত্রেয়ং পরমানন্দ-সান্দ্রাপ্যুষ্ণা রতির্মতা।।৭৭।।

অনুবাদ। সুখময় ভাবসমূহ প্রায়ই শীত এবং দুঃখময় ভাবসমূহ উষ্ণ বলিয়া রসশাস্ত্রে বর্ণিত হয়। উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার প্রাধান্য হওয়ায় রতিতে স্বতঃই উষ্ণতা দেখা যায়। যদিও ইহা পরমানন্দাবান্দ্রা, তাহা হইলেও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রতি সময়বিশেষে উষ্ণও হয়।।৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণান্বয়াদিত্যস্যায়মর্থঃ---কৃষ্ণস্যান্বয়াৎ কৃষ্ণস্য স্ফুরণাৎ হর্ষাদয়স্তাবৎ অপ্রাকৃতসুখময়া এব। তথৈব কৃষ্ণস্য স্ফুরণময়ত্বাদ্ বিষাদাদয়োঽপি তাদৃশ সুখময়া এব জ্ঞেয়াঃ। ননু বিষাদ-শোকাদীনামানন্দময়ত্বে কথং বিষাদাদ্যাশ্রয়স্যাভক্তস্য বিষাদাদীনাং দুঃখময়ত্বেন জ্ঞানং? কথং বা তেষাং ত্যাগেচ্ছা চেতি? সত্যং, বিশাদশোকদশায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাপ্তি-ভাবনারূপোপাধিনা তেষাং, দুঃখময়ত্বেন জ্ঞানমৌপাধিকমেব। যথা শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎপন্নস্যানন্দাশ্রুজলস্য শ্রীকৃষ্ণদর্শন-প্রতিবন্ধকত্বাৎ তাদৃশানন্দ এব ব্রজসুন্দর্যো ধিক্ কুর্বন্তি। তথৈব তদ্দশায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাপ্ত্যা আনন্দময়ানপি বিষাদশোকাদীন্ ধিক্কুর্বতে। এবং যতা তপ্তেক্ষুচর্বণদশায়ামিক্ষুরস্য উষ্ণতানুভবেন ত্যাগেচ্ছা জায়তে, তস্যা মাধুর্যানুভবেন তং রসং ত্যক্তুমপি ন শক্নোতি, তথৈবানন্দোঽপি দ্বিবিধঃ, উষ্ণঃ শীতশ্চ। তত্র বিষাদাদয় উষ্ণাঃ, হর্ষাদয়ঃ শীতাঃ। এবং সতি বিষাদাদীনামুষ্ণস্বভাবেন ত্যাগেচ্ছা জায়তে তেষাং মাধুর্যানুভববশাৎ ত্যক্তুমপি ন শক্নোতীতি সর্বমবদ্যম্।। শীতা হর্ষাদয়ঃ সুখময়া এব, উষ্ণা বিষাদাদয়ঃ দুঃখময়া ইব, ন তু দুঃখময়াঃ। তে চ ভক্তগতে সুখদুঃখে অভক্তানাং ত্রিগুণোৎপন্নে ইতি প্রতীত্যাস্পদে ভবতঃ। বস্তুতস্তু ন তাদৃশে; যথোক্তমেকাদশে (১১।২৫।২৪) 'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যত্র মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতমিতি। তথা সতি ভগবদ্ বিষয়কং জ্ঞানং জ্ঞানাত্মকাঃ সর্বে লজ্জাবোধগর্ব-হর্ষ-বিষাদয়শ্চ গুণাতীতা এব। কিন্তু সিদ্ধভক্তনিষ্ঠানাং মোক্ষস্যাপি লঘুতাকরণ-স্বভাবানাং গুণাতীতত্বে কিমাশ্চর্যম্? যতঃ প্রথমতএব ভক্তৌ প্রবৃত্তানাং সাধকানাং প্রথম ভূমিকাত্মক শ্রদ্ধারূপ-সাধনভক্তে গুণাতীতত্বং তত্রৈবৈকাদশস্কন্ধে (১১।২৬।২৭) 'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা চ রাজসী। তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াঞ্চ নির্গুণা' ইতি বিবেচনীয়ম্।।৭৫-৭৭।।

শীতৈর্ভাবৈর্বলিষ্ঠৈস্তু পুষ্টা শীতায়তে হ্যসৌ।
উষ্ণৈস্তু রতিরত্যুষ্ণা তাপয়ন্তীব ভাসতে।।৭৮।।

অনুবাদ। শীত-হর্ষাদি বলিষ্ঠ ভাবদ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া উক্তরতি হর্ষাদির সহিত অভিন্নতায় শীতই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রতির স্বতঃ অত্যুষ্ণতা না থাকায় উষ্ণ বিষাদাদির সহিত পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি ভাবনারূপ উপাধিহেতু অত্যুষ্ণ তাপ দেয় বলিয়া মনে হয়।।৭৮।।

তথ্য। বিয়োগাদিজনিত বিষাদাদির গুণ ঐ রতিতে আরোপ করা হয় মাত্র,

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণময় হওয়ায় উহাতে দুঃখানুভব সম্ভবই নহে। এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিয়োগকালে বিপ্রলম্ভরসে মহাদুঃখের প্রতীতি মাত্র হয়, কিন্তু দুঃখাতিশয় মোটেই নহে। এখানে প্রতীতি (আভাস) বলার হেতু এই যে, ঐ দুঃখাতিশয় আদিতে ও অন্তে স্থায়িরূপে থাকে না, মধ্যাবস্থায় বিয়োগলক্ষণ উপাধির সাহচর্যে অন্যরূপে বোধহয় মাত্র।।৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরমানন্দসান্দ্রাপীয়ং রতিরুষ্ণা ভবতীতি চিত্রম্। তদেবোপপাদয়তি—শীতৈরিতি। শীতৈ হর্ষাদিভির্বলিষ্ঠৈর্ভাবৈঃ পুষ্টা অসৌ রতিঃ শীতায়তে এব। উষ্ণৈর্বিষাদাদ্যৈঃ পুষ্টা সতী শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাপ্তি ভাবনারূপোপাধিনা তাপয়ন্তীব ভাসতে ন তু তথা, তস্যাঃ পর ব্রহ্মাত্মক-শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ-ময়ত্বাৎ, ন চ কস্যাপি মতে ব্রহ্মানু ভবদশায়াং দুঃখানুভবঃ সম্ভবতীতি। ততঃ তস্মাদেব হেতোঃ শ্রীকৃষ্ণেণ সহ বিচ্ছেদ-দশায়াং বিপ্রলম্ভরসেঽপি দুঃখভরাণামাভাসঃ প্রতীতিমাত্রং, ন তু দুঃখাতিশয়ঃ ভক্তিরসস্যাপ্যংশে দুঃখময়ত্বস্বীকারে প্রথমলহর্যাং (১।১।৩৭) 'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্' ইত্যাদি বহুবচনৈঃ প্রতিপাদিতং মোক্ষাপেক্ষয়া ভক্তেঃ পরমপুরুষার্থত্বং খপুষ্পায়মানং স্যাৎ।।৭৮।।

রতির্দ্বিধাপি কৃষ্ণাদ্যৈঃ শ্রুতৈরবগতৈঃ স্মৃতৈঃ।
তৈর্বিভাবাদিতাং যদ্ভিস্তদ্ভক্তেষু রসো ভবেৎ।।৭৯।।
যথা দধ্যাদিকং দ্রব্যং শর্করা-মরিচাদিভিঃ।
সংযোজনবিশেষেণ রসালাখ্যো রসো ভবেৎ।।৮০।।
তদত্র সর্বথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্যনুভবাদ্ভুতঃ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারো ভক্তেঃ কোঽপ্যনুরস্যতে।।৮১।।
স রত্যাদিবিভাবাদ্যৈরেকীভাবময়োঽপি সন্।
জ্ঞপ্তুতত্তদ্বিশেষশ্চ তত্তদুদ্ভেদতো ভবেৎ।।৮২।।

অনুবাদ। মুখ্যা ও গৌণীভেদে রতি দুই প্রকার; রতির কারণ, কার্য ও সহায়রূপে কৃষ্ণাদির শ্রবণে তদ্বাচক শব্দদ্বারা 'এঁরা কৃষ্ণাদি' এই বোধ হইলে, অভিনয় প্রভৃতিতে দর্শনাদিদ্বারা উপলব্ধিতে কিংবা মনে চিন্তা করিয়াও বোধ জন্মিলে ঐ রতি বিভাবনা, অনুভাবনা ও সঞ্চারণা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তের নিকট রস হয়। যেরূপ দধ্যাদি দ্রব্য শর্করা মরীচ প্রভৃতির সংযোগবিশেষে 'রসালা' নামক রসে পরিণত হয়, সেইরূপ বিভাব-অনুভাবরূপ শ্রীকৃষ্ণাদির অনুভবে জাত কোনও অদ্ভুত পরমানন্দ চমৎকারময় রস ভক্তবৃন্দ সাক্ষাৎ অনুভব করেন। সেই রসটি রত্যাদি ও বিভাবাদির যোগে একীভূত হইলেও ঐ ঐ রতি বিভাবাদির ভেদনিবন্ধন রতি-বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য অনুভব করায় অর্থাৎ চরমদশায় সকলের একীভাব প্রাপ্তি হইলেও তাহার রতি বিভাব প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অনুভবও সূক্ষ্মরূপে হইয়া থাকে।।৭৯-৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাবানুভাব স্বরূপৈঃ কৃষ্ণাদ্যৈঃ অবগতৈঃ অভিনয়াদৌ কৃষ্ণাত্বাদিনা

সাক্ষাদনুভূতৈঃ, অতএব বিভাবানুভাবতাং, যদ্ভিঃ প্রাপণ্বদ্ভিঃ তৈরেব মুখ্যা গৌণীতি ভেদেন দ্বিধারতিঃ ভক্তেষু রসো ভবেৎ।।৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথাত্রাপি বিভাবানুভাব রূপাণাং কৃষ্ণাদীনামনুভবেন জাতঃ কোঽপ্যদ্ভুতরসঃ ভক্তৈঃ সাক্ষাৎ অনুভূয়তে রস্যতে।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স রসঃ রত্যাদিভিঃ বিভাবাদ্যৈশ্চ সহ একীভাবময়োঽপি সন তত্তদ্রতিবিভাবাদীনাং ভেদাৎ জ্ঞপ্তঃ অনুভূতঃ রতিবিভাবাদিবিশেষো যত্র তথাভূতো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। তথা চ পরমদশায়াং সর্বেষামেকীভাবেঽপি সূক্ষ্মতয়া তন্মধ্যে রত্যাদিবিভাবাদীনাং বিশেষানুভাবোঽপি বর্তত ইতি ভাবঃ।।৮২।।

তথা চোক্তম্ —

"প্রতীয়মানাঃ প্রথমং বিভাবাদ্যাস্তু ভাগশঃ।
গচ্ছন্তো রসরূপত্বং মিলিতা যান্ত্যখণ্ডতাম্।।৮৩।।
যথা মরিচখণ্ডাদেরেকীভাবে প্রপানকে।
উদ্ভাসঃ কস্যচিৎ ক্বাপি বিভাবাদেস্তথা রসে।।" ইতি।।৮৪।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে কথিত হইয়াছে--প্রথমতঃ বিভাব, অনুভাবাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া পরে একত্র মিলিয়া ও রসরূপতা পাইয়া অখণ্ড (একরসরূপে) পরিণত হয়। যেরূপ মরিচ ও খণ্ডাদি একত্র মিশ্রিত প্রপানকরসে কোনও অংশে মরিচ খণ্ডাদির প্রকাশও হইয়া পড়ে, সেইরূপ রসেও বিভাবাদির কখনও প্রকাশ হইয়া থাকে।।৮৩-৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা প্রপানকরসে মরীচখণ্ডাদেরেকীভাবেঽপি ক্বাপ্যংশে কস্যচিন্মরীচখণ্ডাদেঃ উদ্ভাসঃ প্রকাশো জায়তে, তথা রসেঽপি বিভাবাদের্জ্ঞেয়ঃ।।৮৪।।

রতেঃ কারণভূতা যে কৃষ্ণকৃষ্ণপ্রিয়াদয়ঃ।
স্তম্ভাদ্যাঃ কার্যভূতাশ্চ নির্বেদাদ্যাঃ সহায়কাঃ।।৮৫।।
হিত্বা কারণ-কার্যাদি-শব্দবাচ্যত্বমত্র তে।
রসোদ্বোধে বিভাবাদি-ব্যপদেশত্বমাপ্লুয়ুঃ।।৮৬।।
রতেস্তু তত্তদাস্বাদবিশেষায়াতিযোগ্যতাম্।
বিভাবয়ন্তি কুর্বন্তীত্যুক্তা ধীরৈর্বিভাবকাঃ।।৮৭।।
তাঞ্চানুভাবয়ন্ত্যন্তস্তন্বন্ত্যাস্বাদনির্ভরাম্।
ইত্যুক্তা অনুভাবাস্তে কটাক্ষাদ্যাঃ স-সাত্ত্বিকাঃ।।৮৮।।
সঞ্চারয়ন্তি বৈচিত্রীং নয়ন্তে তাং তথাবিধাম্।
যে নির্বেদাদয়ো ভাবাস্তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ।।৮৯।।

অনুবাদ। রতির কারণভূত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়া প্রভৃতি, কার্যভূত স্তম্ভ প্রভৃতি এবং

সহায় নির্বেদ প্রভৃতি। প্রাকৃত ঘট প্রভৃতির কারণ-কার্যত্ব যেরূপ, নিত্যপদার্থ রতি বিভাবাদির কিন্তু সেইরূপ কার্যকারণতা সম্ভব হয় না; সুতরাং ইঁহাদের কার্যকারণতাদি শব্দবাচ্যতা বাদ দিয়া বিভাবাদি নামই রসশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। বিভাবাদি শব্দের ব্যুৎপত্তিদ্বারা যাথার্থ্য বুঝাইতেছেন---যে সমস্ত ভাব রতির আস্বাদবিশেষ জন্য যোগ্যতাতিশয়ের বিভাবন ঘটায় উহাদিগকে পণ্ডিতগণ 'বিভাব' নামে অভিহিত করেন। পূর্ব বর্ণিত বিভাবিতাবস্থাপন্ন রতিকে অনুভব করিয়া অর্থাৎ মনে আস্বাদাতিশয় বিস্তার করায় বলিয়া সাত্ত্বিকসহ কটাক্ষাদি ভাবকে 'অনুভাব' বলা হয়। বিভাবিত ও অনুভাবিত ঐ রতিকে সঞ্চারিত অর্থাৎ বৈচিত্রী প্রাপ্তি করায় নির্বেদাদি ভাবসমূহকে 'সঞ্চারী' বলা হয়।।৮৫-৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রাকৃত-ঘটপটাদীনাং যথা কারণকার্যতা, তথা নিত্যপদার্থানাং রতিবিভাবাদীনাং, কার্যকারণত্বং ন সম্ভবতি। অত এষাং কার্যকারণাদি শব্দবাচ্যতাং বিহায় বিভাবাদি-ব্যপদেশো জ্ঞেয়ঃ। বিভাবাদি-শব্দানাং অবয়ব-ব্যুৎপত্ত্যা অন্বর্থ সংজ্ঞামাহ--রতেরিতি। বিভাবয়ন্তীত্যেব ব্যাচষ্টে। রতেস্তু তত্তদাস্বাদবিশেষায়াভিযোগ্যতাং কুর্বন্তীতি পরস্পরতাপ্যেবমুন্নেয়া।।৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তাং পূর্বোক্ত-বিভাবিতাপন্নাং রতিম্ অনুভাবয়ন্তি অন্তর্মনসি আস্বাদনির্ভরাং তন্বন্তি বিস্তারয়ন্তি, অতঃ সাত্ত্বিকসহিতাঃ কটাক্ষাদ্যা অনুভাবা উক্তাঃ।।৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথাবিধাং, বিভাবিতামনু ভাবিতাঞ্চ।।৮৯।।

এতেষান্তু তথাভাবে ভগবৎকাব্যনাট্যয়োঃ।
সেবামাহুঃ পরং হেতুং কেচিত্তৎপক্ষরাগিণঃ।।৯০।।
কিন্তু তত্র সুদুস্তর্কমাধুর্যাদ্ভুতসম্পদঃ।
রতেরস্যাঃ প্রভাবোঽয়ং ভবেৎ কারণমুত্তমম্।।৯১।।

অনুবাদ। এই ৪৯ প্রকার ভাবের বিভাবাদি বিষয়ে কাব্যনাট্য-পক্ষপাতাবলম্বি-পণ্ডিতগণ ভগবৎকাব্যনাট্যের সেবাকেই হেতুরূপে নির্দেশ করেন, অথচ সেই বিষয়ে সুদুস্তর্ক্য-মাধুর্যরূপে অদ্ভুত সম্পত্তিশালিনী শ্রীভগবদ্বিষয়িণী এই রতির বক্ষ্যমাণ প্রভাবকেই শ্রেষ্ঠ কারণ বলিতে হয়।।৯০-৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এতেষাং ভাবাদীনাং তথাভাবে বিভাবাদিত্বে কাব্যনাট্যপক্ষরাগিণঃ কেচিৎ পণ্ডিতাঃ ভগবৎকাব্যনাট্যয়োঃ সেবামুৎকৃষ্টং হেতুমাহুঃ।।৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পক্ষান্তরামাহ--কিন্তু ইতি। অস্যা ভগবৎসম্বন্ধিন্যা রতেঃ অয়ং বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ প্রভাবঃ উত্তমং কারণং ভবেৎ।।৯১।।

মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্।
রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তো ন হি তর্কেণ বাধিতুম্।
ভারতাদ্যুক্তিরেষা হি প্রাক্তনৈরপ্যুদাহৃতা।।৯২।।

যথোক্তমুদ্যমপর্বনি –

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।। ইতি।।৯৩।।

অনুবাদ। (এখানে আশঙ্কা---দেবান্তর-রতিবৎ এই ভগবদ্‌বিষয়িণী রতিও সৎকবিকর্তৃক উদাহৃতা হইলেও রসত্ব হয় না, পূর্বোক্ত সেবা বিনা ত' রসত্ব ঘটিবেই না। এস্থলে সমাধান--) এই রত্যাখ্যা ভাব হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তির বিলাসরূপ অচিন্ত্য-স্বরূপবিশিষ্ট, অতএব ইহা তর্কদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে অনুভবদ্বারাই এই ভাব বোধ্য হইয়া থাকে। প্রাচীন শারীরকভাষ্যকারাদিও মহাভারতের এই উক্তিটি দেখাইয়াছেন। যথা উদ্যোগপর্বে--অচিন্ত্যভাব বিষয়ে তর্ক যোজনা করিতে নাই; যাহা প্রকৃতির অতীত, উহাই অচিন্ত্যের স্বরূপ।।৯২-৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু দেবতান্তর-রতিবদেব ইয়মপি সৎকবি নিবদ্ধতয়াপি রসত্বং নাপদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ--মহাশক্তীতি। হ্লাদিনীশক্তের্বিলাসস্বরূপোঽয়ং রত্যাখ্যো ভাবঃ। অতএবাচিন্ত্যস্বরূপভাক্; যঃ খলু মোক্ষানন্দমপি তিরস্করোতি শ্রীভগবন্তমপ্যানন্দতীতি ভাবঃ। ন হি তর্কেণ বাধিতুমিতি শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রানুসার্যনুভবেনৈব গ্রহিতুং যুক্ত ইত্যর্থঃ। তর্কেণাবাধে হেতুমাহ--প্রভাসখণ্ড বচনং প্রাক্তনৈরপ্যুদাহৃতমিতি। প্রাক্তনৈঃ শারীরিক-ভাষ্য-কারাদিভিঃ, শাস্ত্রঞ্চেদং "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ"।। ইত্যাদি যদ্বস্তু প্রকৃতিভ্যঃ মায়ামায়িকেভ্যঃ পরং ভিন্নং ভবতি, তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণং স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ।।৯৩।।

বিভাবতাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন্মঞ্জুলা রতিঃ।

এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সম্বর্দ্ধয়তি স্ফুটম।।৯৪।।

যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য বলাহকান্।

রত্নালয়ো ভবত্যেভির্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ।।৯৫।।

অনুবাদ। মনোহারিণী রতি কৃষ্ণাদিকে বিভাবতাদি ধর্মপ্রাপ্ত হইয়া বিভাবত্বাদিরূপে কৃষ্ণাদিকে প্রকট করিয়া ঐরূপ কৃষ্ণাদি-বিভাবাদিদ্বারা নিজেকেই সুষ্ঠুরূপে বৃদ্ধি করে। (উদাহরণ--) যেরূপ রত্নাকর স্বকীয় জলদ্বারা মেঘসমূহের পূর্ণতা ঘটাইয়া পুনরায় সেই মেঘকর্তৃক বৃষ্টিজলরাশিদ্বারা জলসমূহের আশ্রয় হয়।।৯৪-৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রভাবমেব বিবৃণোতি---বিভাবিতাদীনিতি। ধর্মানিতি শেষঃ। তথা চ বিতাবত্বাদি-রূপেণ কৃষ্ণাদীন্ প্রকটীকৃত্যেত্যর্থঃ। তথাভূতৈর্বিভাবাদিত্বং প্রাপ্তৈঃ এতৈঃ কৃষ্ণাদিভিঃ করণৈঃ রতিঃ স্বং সম্বর্ধয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ রত্নালয়ঃ সমুদ্রঃ স্বকীয়ৈরেব জলৈর্বলাহকান্ মেঘান্ পরিপূর্য তৈরেব বৃষ্টৈঃ জলৈঃ করণৈঃ বারিধিঃ জলসমূহাশ্রয়ো ভবতি।।৯৪-৯৫।।

নবে রত্যঙ্কুরে জাতে হরিভক্তস্য কস্যচিৎ।

বিভাবত্বাদিহেতুত্বং কিঞ্চিৎ তৎ কাব্যনাট্যয়োঃ।।৯৬।।

অনুবাদ। তাহা হইলে ত' কাব্যনাট্যের ব্যর্থতা ঘটিল? (তৎস্থলে সমাধান এই--) কাব্যাদির অর্থচর্বণবিজ্ঞ কোনও হরিভক্তের নবরত্যঙ্কুর উৎপাদিত হইলে ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যনাট্যের যৎকিঞ্চিৎ বিভাবত্বাদি কারণতাও হইতে পারে। জাতরতি সাধকের পক্ষে প্রকারান্তরেও যেরূপ বিভাবতাদিকারণত্ব হয়, অজাতরতি সাধকের তদ্রূপ নহে।।৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু রতেরেব কারণত্বে তর্হি কাব্যনাট্যয়োর্বৈয়র্থ্যং স্যাৎ; তত্রাহ--নব ইতি। হরিভক্তস্য কস্যচিৎ কাব্যাদ্যর্থচর্বণবিজ্ঞস্য ভগবদাশ্রয়-কাব্যনাট্যয়োর্বিভাব-ত্বাদি-কারণত্বং স্যাৎ। তচ্চ যৎকিঞ্চিৎ স্যাৎ।।৯৬।।

হরেরীষচ্ছ্রুতিবিধৌ রসাস্বাদঃ সতাং ভবেৎ।
রতেরেব প্রভাবোঽয়ং হেতুস্তেষাং তথাকৃতৌ।।৯৭।।

অনুবাদ। রত্যঙ্কুরেই যদি কাব্যনাট্যের সার্থকতা ঘটে, তাহা হইলে কি আরূঢ়ভাব অর্থাৎ প্রেম-প্রণয়-রাগাদিতে কাব্যনাট্যের অপ্রয়োজনীয়তাই বলিতে হইবে? ইহার উত্তর--তাহা নহে, সাধুগণের আরূঢ়ভাব দশাতে শ্রীহরির সম্বন্ধে সামান্য শ্রবণেও রসাস্বাদ জন্মে, কাব্যনাট্যে শ্রীহরিসম্বন্ধি-অনুভব-প্রাচুর্যের বর্তমানতায় ততোধিক রসাস্বাদই হইয়া থাকে। রসাস্বাদে কাব্যনাট্যের যৎকিঞ্চিৎ কারণ থাকিলেও কিন্তু ঐ বিভাবাদির বিভাবত্বাদি-প্রাপণে রতিরই প্রভাব বুঝিতে হইবে, কাব্যনাট্যের প্রভাব নহে।।৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু রত্যঙ্কুরে এব কাব্যনাট্যয়োঃ সার্থকত্বে তর্হি কথমারূঢ়ভাবেষু প্রেমপ্রণয়রাগাদিষু কাব্যনাট্যমপ্রয়োজনং স্যাৎ, নেত্যাহ--হরেরিতি। আরূঢ় ভাবদশায়াং হরেরীষৎ-শ্রবণেঽপি স্যাৎ, কাব্যনাট্যাভ্যাং তত্তদনুভব-প্রাচুর্যে তু সুতরামেবেতিভাবঃ। রসাস্বাদে কাব্যনাটয়োর্যথা-কথঞ্চিৎ কারণত্বেঽপি তেষাং বিভাবাদীনাং তথাকৃতৌ বিভাবত্বাদিপ্রাপণে রতেঃ প্রভাব এব হেতুর্ন কাব্যনাটয়োঃ।।৯৭।।

মাধুর্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীংস্তনুতে রতিঃ।
তথানুভূয়মানাস্তে বিস্তীর্ণাং কুর্বতে রতিম্।।৯৮।।
অতস্তস্য বিভাবাদিচতুষ্কস্য রতেরপি।
অত্র সহায়কং ব্যক্তং মিথোঽজস্রমবেক্ষ্যতে।।৯৯।।

অনুবাদ। রতি মাধুর্যাদির আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাদিকে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং মাধুর্যাদির আশ্রয়রূপে কৃষ্ণাদিও ঐ রতিরই বিস্তারক। এইরূপে বিভাবাদি-চতুষ্টয়ের ও রতির মধ্যে পরস্পর নিত্য সহযোগিতা পরিষ্কারভাবেই দেখা যায়।।৯৮-৯৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রতিরেব মাধুর্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীন্ তনুতে প্রকাশয়তি। তথানুভূয়মানা মাধুর্যাদ্যাশ্রয়ত্বেনানুভূয়মানাঃ কৃষ্ণাদয়ঃ রতিং বিস্তীর্ণাং কুর্বতে।।৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অতো হেতোঃ বিভাবাদিচতুষ্কস্য রতেশ্চ মিথঃ পরস্পরম্ অজস্রং সততং সহায়কং সাহায্যং ব্যক্তমবেক্ষ্যতে।।৯৯।।

কিন্ত্বেতস্যাঃ প্রভাবোঽপি বৈরূপ্যে সতি কুঞ্চতি।
বৈরূপ্যন্তু বিভাবাদেরনৌচিত্যমুদীর্যতে।।১০০।।

অনুবাদ। কিন্তু রতির প্রভাবও বৈরূপ্যস্থানে সঙ্কুচিত হয়। বিভাবাদির (শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণাদির) অনুপযুক্ত অবস্থাকে বৈরাগ্য বলা হয়।।১০০।।

তথ্য। দৃশ্যনাট্যস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রূপধারী নটের বৈরূপ্য ঘটিলে এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার অধিক বয়স হইলে সেই বিভাবদ্বারা রতি পুষ্ট না হইয়া সঙ্কুচিত হয়। এইরূপ শ্রব্য-কাব্য-বর্ণনেও বিভাবাদির যথাযথ অবস্থার অকথনে রতি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।।১০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাবাদেরিতি—বিভাবোঽত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তবিশেষঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ, কৃষ্ণস্য তদাদেঃ অনুপযুক্তাবস্থত্বং তথা চ দৃশ্যনাট্যস্থিতয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপধারিণোঃ নটয়োর্বৈরূপে সতি এবং শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষয়া, রাধিকায়া অধিকবয়স্ত্বে সতি তেন বিভাবেন রতিঃ সঙ্কুচিতা ভবতি ন তু পুষ্টা, এবং শ্রব্যকাব্যবর্ণনেঽপি বিভাবাদীনাং যথাবদকথনে রতিঃ সঙ্কুচিতা ভবতীতি জ্ঞেয়ম্।।১০০।।

অলৌকিক্যা প্রকৃত্যেয়ং সুদুরূহা রসস্থিতিঃ।
যত্র সাধারণতয়া ভাবাঃ সাধু স্ফুরন্ত্যমী।।১০১।।

অনুবাদ। অলৌকিক স্বভাবহেতু এই রসনিষ্পত্তি ব্যাপারটি সুদুর্গমই, কিন্তু ইহাতে বিভাবাদি ও রত্যাদি প্রাচীন ও অর্বাচীন-ভক্ত-মধ্যে সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠরূপে স্ফূর্তি পায়।।১০১।।

তাৎপর্য। সজ্জনসভায় একসময়ে শ্রীরামায়ণ পাঠকালে শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙঘন-প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া তত্রত্য কোনও সহৃদয় ভক্ত ঐরূপ রসাবেশে লজ্জা সঙ্কোচাদি বর্জন করিয়া স্বয়ংও সমুদ্রলঙঘন করিবার জন্য সভামধ্যে উল্লম্ফন করিয়াছিলেন। দৃশ্যনাট্যেও দশরথরূপী কোনও সহৃদয় নট 'রাম বনে গমন করিয়াছেন' শুনিয়া দশরথের ভাবাবেশে স্বয়ংও তৎক্ষণাৎ প্রাণ ছাড়িয়াছিলেন। সুতরাং এই রতিই প্রাচীন ভক্তগণের ভাবের সহিত অর্বাচীন ভক্তবৃন্দের ভাবসাধারণ্য দান করে, যাহাতে রসনিষ্পত্তি একই রূপ হইতে পারে।।১০১।।

এষাং স্ব-পর-সম্বন্ধনিয়মানির্ণয়ো হি যঃ।
সাধারণ্যং তদেবোক্তং ভাবানাং পূর্বসূরিভিঃ।।১০২।।

অনুবাদ। 'ভাবসাধারণ্য' বলিতে এই ভাব-সমুদায়ের স্বপরসম্বন্ধনিয়মের অনির্ণয়ই বাচ্য। পূর্বোদাহৃত ঘটনাদ্বয়ে প্রাচীন ভক্তগণের ভাবধারার সহিত আধুনিক ভক্তের ভাবধারা এমনরূপে মিলিয়াছিল, যাহাতে নবীন-ভক্ত-আবেশে প্রাচীন ভক্তের অসাধারণ ব্যাপারসমূহও সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, ইহাই পূর্বসূরিগণ বলিয়াছেন।।১০২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ কদাচিৎ সতাং মধ্যে রামায়ণপাঠে হনুমতঃ সমুদ্রলঙ্ঘন-মাগতং, তচ্ছ্রুত্বা তত্রস্থঃ কশ্চিৎ সহৃদয়ভক্ত স্তাদৃশরসাবেশেন লজ্জা-সঙ্কোচাদিকমনবেক্ষ্য স্বয়মপি সমুদ্রলঙ্ঘনার্থং সভামধ্যে চুকুর্দ। দৃশ্যনাট্যেঽপি কশ্চিদ্দশরথরূপধারী সহৃদয়নটঃ রামো বনং জগামেতি শ্রুত্বা দশরথস্য ভাবাবেশেন স্বয়মপি প্রাণান্ তত্যাজেতি লোকে মহতী প্রসিদ্ধিরাসীৎ। অতস্তাদৃশী রতিরেব প্রাচীন ভক্তানামপি ভাবৈঃ সহার্বাচীনভক্তানাং ভাবান্ সাধারণ্যমানয়তি, যেন রসস্থিতিরপি চ তাদৃশী স্যাদিত্যাহ—অলৌকিক্যেত্যাদিনা প্রতিপদ্যত ইত্যন্তেন। এষাং ভাবানাং স্বপরসম্বন্ধনিয়মস্যানির্ণয়ো নির্ণয়াভাব এব ভাবানাং সাধারণ্য—মুক্তম্। ভাবা অত্র বিভাবাদয়ো রত্যাদয়শ্চ। তদুক্তমলঙ্কারশাস্ত্রে—"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ। তৎপ্রভাবাৎ পরস্যাসন্ পাথোধি-প্লবনাদয়ঃ। উৎসাহাদিসমুদ্বোধঃ সাধারণ্যাভিমানতঃ। নৃণামপি সমুদ্রাদিলঙ্ঘনাদৌ ন দূষ্যতি। সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎ প্রতীয়তে। পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।" ইতি প্লবনাদয়স্তাদৃশচেষ্টাঃ রত্যাদেরপি স্বাত্মগতত্বেন ব্রীড়াতঙ্কাদির্ভবেৎ। পরগতত্বেন তু রস্যতা ন স্যাদিতি ভাবঃ।।১০১-১০২।।

তদুক্তং শ্রীভরতেন —

"শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ।।
প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে।।" ইতি।।১০৩।।

অনুবাদ। শ্রীভরতমুনি তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন—বিভাবাদির সাধারণীকরণে এমন এক অবর্ণনীয় শক্তি আছে, যে শক্তিদ্বারা প্রমাতা (ঐ কাব্যনাট্যাদির অনুভবকারী ধ্বনিজ্ঞ ভক্ত) সেই প্রাচীন ভক্তের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করেন।।১০৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শক্তিরিতি-প্রমাতা তাদৃশ কাব্যানুভবকর্তা ধ্বনিজ্ঞঃ ভক্তঃ যয়া শক্ত্যা তস্য প্রাচীন ভক্তস্যাভেদেন স্বমাত্মানং জানাতীত্যর্থঃ।।১০৩।।

দুঃখাদয়ঃ স্ফুরন্তোঽপি জাতু ভান্তঃ স্বীয়তয়া হৃদি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারচর্বণামেব তন্বতে।।১০৪।।

অনুবাদ। (অন্য এক দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার ইহাই যে) স্বপরভেদনির্ণয়স্থানেও যদি কখনও অন্যদীয় দুঃখাদিও স্বকীয়রূপে স্ফূর্তি পায়, তাহা হইলেও তাহা নিবিড়-আনন্দ-চমৎকারপূর্ণ রসেরই আস্বাদনীয়তা প্রকাশ করে।।১০৪।।

তথ্য। দুঃখাদির গাঢ়ানন্দ-প্রাপণ-বিষয়ে এইরূপই বিচার্য—"দুঃখাদি শান্তিপূর্বক ভাবিকালে প্রাচীনভক্তগণের সুখাদিও হইয়াছিল, এইরূপে কাব্য হইতে বা বক্তার মুখ হইতে সংক্ষেপে শ্রুত কাহিনীর আভ্যন্তরিক অনুসন্ধান তখনও (ঐ কাব্যনাট্যাদির শ্রবণ-দর্শন-সময়েও) চলিতে থাকে, কাজেই আপাততঃ প্রতীয়মান দুঃখাদির মধ্যেও আন্তর সুখাদির বিচ্যুতি হয় না।।১০৪।।

পরাশ্রয়তয়াপ্যেতে জাতু ভান্তঃ সুখাদয়ঃ।
হৃদয়ে পরমানন্দ-সন্দোহমুপচিন্বতে।।১০৫।।

সদ্ভাবশ্চেদ্বিভাবাদেঃ কিঞ্চিন্মাত্রস্য জায়তে।
সদ্যশ্চতুষ্টয়াক্ষেপাৎ পূর্ণতৈবোপপদ্যতে।।১০৬।।

অনুবাদ। যদি বা কোন সময়ে সুখাদি পরকীয়রূপেই প্রতিভাত হয়, তখনও তদ্রূপ ভাবনাশীল নিষ্কাম ভক্তের হৃদয়ে প্রভূত পরমানন্দরাশিরই সমর্পণ করে। সেই রতির অন্য এক প্রভাব এই--ঈষৎ শ্রবণাদিবলে বিভাবাদির একটি মাত্রের নিত্য বর্তমানতায় কিরূপে রসপূর্ণ হইবে? এই আশঙ্কা নিরর্থক---এই রতিই এরূপ অদ্ভুত যে শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিকরগত বিভাবাদির ঈষন্মাত্রও যদি আধুনিক সহৃদয় ভক্তহৃদয়ে প্রকটিত হয়---তাহা হইলে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী এই চারিটির (অনুভবকারীর মনে, ইন্দ্রিয়ে বা শরীরে) স্ফুরণে রসপূর্ণতাই ঘটে।।১০৫ -১০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অন্যামপি সুদুরূহতাং দর্শয়তি---দুঃখাদয় ইতি দ্বাভ্যাম্। স্বপরভেদেনানির্ণয়েঽপি সতি যদা পরকীয়দুঃখাদয়ঃ স্বীয়তয়া স্ফুরন্তোঽপি তে প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকার-চর্বণামেব তন্বতে প্রকাশয়ন্তি। যদুক্তং দ্বিতীয় স্কন্ধে (২।২।২৭) সপ্তলোকবর্ণনপ্রসঙ্গে--'ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নাতির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ। যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপায়ানিদং বিদাং দুরন্তদুঃখ প্রভবানুদর্শনাৎ' ইতি, অস্যার্থঃ--সত্যলোকস্য মাহাত্ম্যমাহ--ন যত্রেতি। আর্তির্দুঃখম্, উদ্বেগো ভয়ং, কিন্তু চিত্ততো হেতোর্যদ্দুখং অদঃ ঋতে তদেকং বিনা। তদেব কিং কথং বা ভবেৎ? তত্রাহ---অনিদংবিদাং ইদং বৈষ্ণবযোগমজানতাং ত্রিলোকস্থজনানাং দুরন্তদুঃখে যঃ প্রভবঃ সংসারস্তস্যানুদর্শনাৎ যা কৃপা তয়া, তথা চ সত্যলোকে ব্রহ্মসভাস্থশান্তাদিভক্তানাং হৃদয়ে সাংসারিক-জনসম্বন্ধিদুঃখাদয়ঃ স্ফুরন্তোঽপি প্রৌঢ়ানন্দমেব প্রকাশয়ন্তি। এবং নিরুপাধি পরদুঃখ-প্রহাণেচ্ছারূপ-দয়াবান্ কারুণিকঃ প্রহ্লাদঃ সাংসারিকজনানাং দুঃখেন দুঃখী সন্ তেষাং দুঃখনাশায় ভগবন্নিকটে বরপ্রার্থনাং চকার। তদুক্তং সপ্তমস্কন্ধে (৭।৯।৪৪) 'নৈতান্ বিহায় কৃপণ' ইত্যাদি। পঞ্চমে চ (৫।১৮।৯) 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাম্' ইত্যাদি। এবং নবমস্কন্ধেঽপি রন্তিদেবোপাখ্যানে তস্য পরদুঃখত্রাণায় তথৈব প্রসিদ্ধা। অতএবৈষাং ভক্তানাং হৃদি স্ফুরন্তোঽপি দুঃখাদয়ঃ পরমানন্দ-স্বরূপা এব, ন তু দুঃখ-সাক্ষাৎকারবিষয়া। প্রাচীনার্বাচীন-পাপানামেব দুঃখানুভবে কারণত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। যেষাং মহানুভাবানাং স্মরণেঽপি সতি অন্যে নিষ্পাপা ভবন্তি, কুতস্তেষাং পাপসম্ভাবনাপি; যদুক্তং শ্রীভাগবতে (১।১৯।৩৩) 'যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ।' ইতি, তথৈব মম যথা তথা ভবতু, কিংবা ময়ি দুঃখং সততং তিষ্ঠতু, কিন্তু মৎপ্রভুর্মৎসেবয়া সদা সুখী ভবত্বিতি। পরাশ্রতয়া জাতু কদাচিৎ ভান্তঃ স্ফুরন্তোঽপি সুখাদয় এতাদৃশ-ভাবনাবতো নিষ্কামভক্তস্য হৃদয়ে পরমানন্দসমূহং প্রকাশয়ন্তি।।১০৪-১০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্যা রতেরন্যমপি প্রভাবং দর্শয়তি-সদিতি। শ্রীকৃষ্ণলীলাপরিগত-বিভাবাদেঃ কিঞ্চিন্মাত্রস্যাপি সদ্ভাবশ্চেজ্জায়তে, আধুনিকতত্তদ্বাসন সহৃদয়ভক্তানাং হৃদি আবির্ভবতি। তদা বিভাবানুভাবসাত্ত্বিকসঞ্চারিণ ইতি চতুষ্টয়স্যাক্ষেপাৎ স্ফোরণাৎ পূর্ণতৈবোপপদ্যতে সিদ্ধ্যতী-ত্যর্থঃ।।১০৬।।

কিঞ্চ --

রতিঃ স্থিতানুকার্যেষু লৌকিকত্বাদিহেতুভিঃ।
রসঃ স্যান্নেতি নাট্যজ্ঞা যদাহুর্যুক্তমেব তৎ।।১০৭।।

অনুবাদ। আরও, যথা—নাট্যজ্ঞগণ যে বলেন যে, অনুকার্যে স্থিত রতি লৌকিকত্বাদি-নিবন্ধন রস হয় না, সেই কথা যুক্তিসঙ্গতই।।১০৭।।

তথ্য। এই নাট্যজ্ঞগণ (কাব্যজ্ঞগণ) লৌকিক রসোৎপত্তিবিষয়ে; তাঁহাদের পরিকর ত্রিবিধ—দৃশ্যকাব্যশাস্ত্রে অনুকার্য নলাদি, অনুকর্তা নটাদি এবং দ্রষ্টা সামাজিক। শ্রব্যকাব্যে ক্রমশঃ শ্রোতব্য, বক্তা ও শ্রোতা। প্রাকৃত নাট্যশাস্ত্রে অনুকার্যে ও শ্রোতব্যের রসনিষ্পত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেননা তাহারা লৌকিক, সীমাবদ্ধ ও ভয়াদি সমন্বিত। জীবিকার জন্য মাত্র অনুকরণ করে বলিয়া অনুকর্তা ও বক্তার রসনিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু দ্রষ্টা ও শ্রোতারই রসনিষ্পত্তি স্বীকার করা যায়, যেহেতু নিবন্ধ চাতুর্যে তাঁহাদের চিত্ত অলৌকিকত্বাদি পাইতে পারে। তন্মধ্যেও আবার বিশেষ এই যে, কেবলমাত্র সমবাসন দ্রষ্টা ও শ্রোতারই রস জন্মিবে, কিন্তু জড়মীমাংসকাদির নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভু এস্থলে বলিতেছেন—নাট্যজ্ঞগণের এই যুক্তি সার্বত্রিক সঙ্গত নহে। অলৌকিক অনন্তগুণশালী শ্রীরামসীতাদিকেও যে তাঁহারা নিজ অনুকার্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করান, তাহা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। আরও এক কথা—অনুকর্তা ও বক্তা যদি সমবাসন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের রসনিষ্পত্তিবিষয়ে আপত্তির কি থাকে? ১০৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং মনসা তদনুভবিতৃণাং রসমুপপাদ্য সাক্ষাত্তদনুভবিতৃণাং রসমুপপাদয়িষ্যন্নভ্যুপগমবাদেন বিরোধিতমতমুত্থাপয়তি—রতিরিতি। নাট্যজ্ঞা ইতি উপলক্ষণম্ কাব্যমাত্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তে চ লৌকিকা এব, তেষাং রসোৎপত্তৌ ত্রিবিধজনাঃ পরিকরাঃ দৃশ্যকাব্যে তবাদনুকার্য্য নলাদয়ঃ, অনুকর্তা রো নটাঃ, তদ্দ্রষ্টারঃ সামাজিকাঃ, তথা শ্রব্যকাব্যে ক্রমেণ তে শ্রোতব্য-বক্তৃশ্রোতারঃ। তত্রানুকার্যশ্রোতব্যয়ো রসনিষ্পত্তিং ন তে মন্যন্তে, লৌকিকত্বাৎ পারিমিত্যাৎ ভয়াদি-সদ্ভাবাচ্চ। ন চানুকর্তৃবক্ত্রোঃ জীবিকার্থং তত্তদনুকরণাৎ, কিন্তু তদ্দ্রষ্টৃশ্রোত্রো রসং মন্যন্তে, তেষাং নিবন্ধ চাতুর্য্যেণ তত্তচ্চিত্তস্যালৌকিকত্বাদিপ্রাপ্তেঃ। তত্র চ সমবাসনেষ্বেব, ন তু জড়মীমাংসকাদিষু। তদেতদভ্যুপগচ্ছন্নাহ—যুক্তমেবেতি। কিন্তু লোকাতীতা অনল্পগুণাঃ শ্রীরামসীতাদয়ো যন্নিজানুকার্যাদিষু প্রবেশ্যন্তে, তত্তু তৈরযুক্তমেবেতি কৃতম্। তথানুকর্তৃবক্ত্রোর্যদি জীবিকাভিলাষো নাস্তি, সবাসনত্বঞ্চ বর্ততে, তদা তেষাং বা কথং রসো ন স্যাদিতি চ।।১০৭।।

অলৌকিকী ত্বিয়ং কৃষ্ণরতিঃ সর্বাদ্ভুতাদ্ভুতা।
যোগে রসবিশেষত্বং গচ্ছন্ত্যেব হরিপ্রিয়ে।।১০৮।।

অনুবাদ। (এক্ষণে ঐ কাব্যনাট্যেই স্বমতসিদ্ধ অনুকার্যাদিতেও রসনিষ্পত্তি দেখাইতেছেন—) এই কৃষ্ণরতি কিন্তু মোক্ষানন্দেরও তিরস্কারক ও সর্বানন্দমূলক শ্রীভগবানেরও আনন্দকর বলিয়া লোকাতীত ও শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারের রতি হইতেও পরমাধিক্যহেতু সর্ব অদ্ভুতেরও অদ্ভুত। (এই কৃষ্ণরতির বিক্রম ভগবান্ স্বয়ং ও ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন)। অতএব ঐ কৃষ্ণরতির পরাক্রম সাক্ষাদনুভবকারী কৃষ্ণলীলাপরিকর; রতির আশ্রয়ভূত হরিপ্রিয়জনে ঐ রতি-সংযোগ-সময়ে রসবিশেষত্ব লাভ করেই।।১০৮।।

বিয়োগে ত্বদ্ভুতানন্দ বিবর্তত্বং দধত্যপি।

তনোতোষা প্রগাঢ়ার্তিভরাভাসত্বমূর্জিতা।।১০৯।।

অনুবাদ। (এস্থানে আশঙ্কা -- সংযোগে রতির আনন্দময়ত্বহেতু না হয় রসবৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হইল, কিন্তু বিয়োগে দুঃখবাহুল্যহেতু রসনিষ্পত্তি কি প্রকারে হয়? তদুত্তর--) পরমপ্রভাবযুক্তা এই কৃষ্ণরতি বিয়োগে কিন্তু অদ্ভুত আনন্দের পরিপাক ধারণ করিয়াও প্রগাঢ় আর্তির আতিশয্যাভাস বিস্তার করিয়া থাকে।।১০৯।।

তথ্য। এই রতি স্বভাবতঃ পরমানন্দস্বরূপ হওয়ায় এবং সর্বানন্দমূল শ্রীভগবান্ এই রতির আলম্বন বলিয়া ইহাকে অদ্ভুতানন্দ-বিবর্ত বলা হয়। প্রগাঢ়া আর্তির আভাস কি জন্য? শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিভাবনারূপ বিয়োগজ্ঞানোদ্ভূত আত্যন্তিক দুঃখটি রতিতে আরোপ করা হয়। রতি কিন্তু দুঃখের হেতুমাত্র, পক্ষান্তরে ঐ দুঃখও ত' দৃঢ়প্রাপ্তির আশায় দূরীভূত হয় বলিয়া ঐ দুঃখও যথার্থ নহে। স্বরূপতঃ দুঃখাধিক্য থাকিলে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণবিষয়িণী আশা দুঃখবহুলা বুঝিয়াও কেন আবার তাঁহাতেই দুরত্যয়া আশা রাখিলেন? ১০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ তত্রৈব স্বমতসিদ্ধানু কার্যাদিষ্বপি রসমুপপাদয়তি--অলৌকিকী ত্বিতি মোক্ষানন্দস্যাপি তিরস্কারিত্বাৎ সর্বানন্দমূলস্য শ্রীভগবতোঽপ্যানন্দকত্বাৎ সর্বেতি--শ্রীভগবদবতারাণাং রতিতোঽপি পরমাধিকত্বাৎ, তচ্চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেন তদ্ভক্তরবেণো-দ্ধবেন চানুভূতম্। তদ্ যথা তৃতীয়ে (৩।২।১২) 'বিস্মাপনং স্বস্য চেতি' 'যন্মর্ত্য-লীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তাগৃহীতমিতি চ। শ্রীদশমে (১০।৮৯।৫৮) 'দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা' ইত্যুক্তবতা পরমব্যোমাধিনাথেন মহানারায়ণেনানু-ভূতমিতি। হরিপ্রিয়ে সাক্ষাৎ তদনুভবিতরি তল্লীলাপরিকরে রতেঃ পরমাশ্রয়ে। বিয়োগে ত্বিতি--অদ্ভুতানন্দ-বিবর্তত্বং স্বতঃ পরমানন্দ স্বরূপত্বাৎ সর্বানন্দমূল-শ্রীভগবদালম্বনত্বাচ্চ প্রগাঢ়ার্তিভরাভাসত্বমিতি তেষাং শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাপ্তিভাবনয়া দুঃখত্বেন ভাণমাত্রং ন বস্তুতো দুঃখরূপত্বমিতি রতি-প্রকরণে উক্ত সিদ্ধান্তোঽপ্যত্রাপি রসপ্রকরণে জ্ঞেয়ঃ। বিবর্তোঽত্র পরিপাকঃ। তস্যা রতেঃ স্বরূপানন্যথাভাবে হেতুঃ--উর্জিতেতি। অন্যথাভাবে সা ত্যজ্যতৈব, ন তু ত্যক্তুং শক্যেত--ইতি তদুক্তং ব্রজদেবীভিঃ 'আশা হি পরমং দুঃখম্' ইত্যাদ্যনন্তরং (১১।৮।৪৪) তজ্জানতীনাং ন কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া' (১০।৪৭।৪৭) ইতি।।১০৯।।

তত্রাপি বল্লবাধীশনন্দানালম্বনা রতিঃ।

সান্দ্রানন্দ-চমৎকার-পরমাবধিরিষ্যতে।।১১০।।

যৎসুখৌঘলবাগস্ত্যঃ পিবত্যেব স্বতেজসা।

রমেশমাধুরী-সাক্ষাৎকারানন্দাব্ধিমপ্যলম্।।১১১।।

অনুবাদ। (সামান্যতঃ শ্রীকৃষ্ণরতির সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে শ্রীব্রজগত শ্রীকৃষ্ণরতির পরম বৈশিষ্ট্যই জানাইতেছেন--) তন্মধ্যে আবার শ্রীনন্দনন্দনাশ্রিতা রতিটি সান্দ্রানন্দ-চমৎকারের শ্রেষ্ঠসীমায় আরূঢ়া, যাহার সুখরাশির লবরূপী অগস্ত্য নিজপ্রভাবে

রমেশের মাধুরীসমূহের সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দসিন্ধুকেও স্বচ্ছন্দেই পানই করিয়া থাকে।।১১০-১১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং সামান্যতঃ শ্রীকৃষ্ণরতেঃ সর্বোৎকর্ষমুক্তা শ্রীমদ্ব্রজগতায়াস্তস্যাস্ত বৈশিষ্ট্যমাহ--তত্রাপীতি দ্বাভ্যাম্। যৎসুখসমূহস্য লবঃ স্বল্পোঽপি স এবাগস্ত্যঃ তাদৃশানন্দসমুদ্রং পিবতি। তদেতত্তু---'হরিঃ পূর্ণতমঃ' ইত্যাদৌ 'তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা ইত্যাদৌ (১।২।৫৮) চ সুষ্ঠু ব্যাখ্যাতমেব।।১১১।।

কিঞ্চ —

পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ।
রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি।।১১২।।

অনুবাদ। আরও, যথা--[পরমানন্দ বলিতে হ্লাদিনী শক্তিই, (পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সুখময়ী কিংবা দুঃখময়ী হইলেও) রতি পরমানন্দমূলাই, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্বহিসাবে কৃষ্ণরূপ বিভাব হ্লাদিনীশক্ত্যাত্মক, ভক্তরূপ বিভাব হইল রত্যাবিষ্টই, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ রতি হইতেই উৎপন্ন হয়, অতএব] রত্যাদির অর্থাৎ রস্যবস্তু-বিভাবাদিও এই রসের পরমানন্দতাদাত্ম্য নিবন্ধন বস্তুতঃ এই রসের স্বপ্রকাশতা (মন আদির নিরপেক্ষ প্রকাশত্ব) ও অখণ্ডতা (অনন্য স্ফূর্তিময়ত্ব) সিদ্ধ হইল।।১১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবং রত্যাদেঃ রস্যবস্তু বিভাবাদেঃ রসস্য চ পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্ধেতো বস্তুতঃ মূলাংশ-বিচারে সতি স্বপ্রকাশত্বং, মনআদ্যনধীনত্বম্, অখণ্ডত্বং চানন্যস্ফূর্তিময়ত্বঞ্চ সিধ্যতীতি বিবক্ষিতম্।।১১২।।

পূর্বমুক্তাদ্দ্বিধা ভেদান্মুখ্যগৌণতয়া রতেঃ।
ভবেদ্ভক্তিরসোঽপ্যেষ মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা।।১১৩।।
পঞ্চধাপি রতেরৈক্যান্মুখ্যস্ত্বেক ইহোদিতঃ।
সপ্তধাত্র তথা গৌণ ইতি ভক্তিরসোঽষ্টধা।।১১৪।।

অনুবাদ। পূর্বে মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার রতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব মুখ্য ও গৌণভেদে ভক্তিরসও দ্বিবিধ বলিতে হইবে। মুখ্যা রতি পঞ্চবিধ হইলেও রতিত্বহিসাবে একতা থাকায় ভক্তিরসনিরূপণে মুখ্যা রতি একই বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, গৌণরতি সাত প্রকার, উভয় মিলিত হইয়া অষ্টপ্রকার রতি হইলে ভক্তিরসও অষ্টপ্রকার।।১১৩-১১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বয়োর্মুখ্যগৌণয়োর্ভেদেন ভক্তিরসো দ্বাদশধোচ্যতে।।১১৩।।

তত্র **মুখ্যঃ** —

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ।।১১৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মুখ্যভক্তিরস—মুখ্যরস শান্ত, প্রীত, প্রেয়ান্, বৎসল ও মধুর এই পঞ্চবিধ। এই সমস্তের পূর্ব পূর্বটি ক্রমশঃ উত্তর উত্তরটি হইতে নিকৃষ্ট।।১১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুত্তমাঃ কনিষ্ঠাঃ। মধুরাপেক্ষয়া বাৎসল্যস্য কনিষ্ঠত্বং তথা বাৎসল্যাপেক্ষয়া সখ্যস্যেত্যাদিক্রমেণ বোধ্যম্।।১১৫।।

অথ **গৌণঃ** —

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।।১১৬।।
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বয়োর্দ্বাশধোচ্যতে।
বস্তুতস্তে পুরাণাদৌ পঞ্চধৈব বিলোক্যতে।।১১৭।।

অনুবাদ। অতঃপর গৌণভক্তিরস—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস-ভেদে সপ্তবিধ গৌণরস। এই প্রকারে মুখ্য ও গৌণভেদে ভক্তিরস দ্বাদশবিধ অথচ পুরাণাদিতে পঞ্চবিধই দেখা যায়।।১১৬-১১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পঞ্চদৈবেতিহাসাদীনাং ব্যভিচারিষু পর্যবসানাৎ।।১১৭।।

শ্বেতশ্চিত্রোঽরুণঃ শোণঃ শ্যামঃ পাণ্ডুরপিঙ্গলৌ।
গৌরো ধূম্রস্তথা রক্তঃ কালো নীতঃ ক্রমাদমী।।১১৮।।
কপিলো মাধবোপেন্দ্রৌ নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ।
বলঃ কূর্মস্তথা কল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ।
মীনঃ ইত্যেষু কথিতাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশ দেবতাঃ।।১১৯।।

অনুবাদ। শান্তাদি-রস-ক্রমে রসসমূহের বর্ণ—শুক্ল, চিত্র, অরুণ, শৌণ, শ্যাম, পাণ্ডুর, পিঙ্গল, গৌর, ধূম্র, লোহিত, কাল ও নীল। (ভগবদ্ধামে মূর্তিমান্ হইয়া এই রসসমূহ অবস্থিত। চন্দ্রাদির দেবতা অনিরুদ্ধাদির ন্যায় এই সমস্ত ভগবৎসম্বন্ধি-রসেরও অন্তর্যামিরূপে ভগবদতারগণকেই জানিতে হইবে।) শান্তাদিরস ক্রমে কপিল, মাধব, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, নন্দনন্দন, বলরাম, কূর্ম, কল্কি, রাঘব, ভার্গব, বরাহ ও মীন ইঁহারা দ্বাদশ দেবতা।।১১৮-১১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্রমেণ অমী শান্তাদি-দ্বাদশ রসাঃ শ্বেতাদি-রূপবন্তঃ। হ্লাদিনীশক্তে সারভূতানামে তেষাং লক্ষ্যাদিবন্মূর্তিধরাণাং রূপবত্ত্বং নাসঙ্গতমিতি জ্ঞেয়ম্।।১১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র ভগবৎসম্বন্ধিনামে তেষাং চন্দ্রাদীনামনিরুদ্ধাদিবদ্ ভগবদবতারা এব দেবতা জ্ঞেয়া ইত্যাহ—কিরির্বরাহঃ। পূর্তেস্তথা বিকারাদিভ্যশ্চ সর্বভক্তিরসাস্বাদঃ পঞ্চধা পরিকীর্তিতঃ।।১১৯।।

পূর্তের্বিকার-বিস্তার-বিক্ষেপ-ক্ষোভস্তথা।
সর্বভক্তিরসাস্বাদঃ পঞ্চধা পরিকীর্তিতঃ।।১২০।।

পূর্তিঃ শান্তে বিকাশস্তু প্রীতাদিষ্বপি পঞ্চসু।
বীরেঽদ্ভুতে চ বিস্তারো বিক্ষেপঃ করুণোগ্রয়োঃ।
ভয়ানকেঽথ বীভৎসে ক্ষোভো ধীরৈরুদাহৃতঃ।।১২১।।
অখণ্ডসুখরূপত্বেঽপ্যেষামস্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
রসেষু গহনাস্বাদবিশেষঃ কোঽপ্যনুত্তমঃ।।১২২।।

অনুবাদ। পূর্তি, বিকার, বিস্তার, বিক্ষেপ ও ক্ষোভ--এই পাঁচ প্রকারে সর্বভক্তি রসাস্বাদ হইতে পারে। শান্ত-নামক রসে পূর্তি; প্রীত, প্রেয়ান্, বৎসল, মধুর ও হাস্য--এই পঞ্চরসে বিকার; বীর ও অদ্ভুত--এই দুই রসে বিস্তার; করুণ ও রৌদ্র--এই দুই রসে বিক্ষেপ এবং ভয়ানক ও বীভৎসরসে ক্ষোভ দেয় বলিয়া ধীরগণ বলিয়াছেন। সমস্ত রসেরই অখণ্ডসুখস্বরূপত্ব হইলেও রসবিশেষে তারতম্যানুসারে অনির্বাচ্য দুর্বোধ্য অথচ সর্বোৎকৃষ্ট আস্বাদবিশেষ হয়।।১২০-১২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পঞ্চসু ইতিহাস-সাহিত্যাদুক্তম্। উগ্রো রৌদ্রম্। এষাং সর্বেষাং রসানামখণ্ড-সুখরূপত্বেঽপি ক্বচিৎ ক্বচিৎ রসেষু অনুত্তমঃ নাস্তি উৎকৃষ্টো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তাঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ কোঽপি গহনাস্বাদবিশেষেঃ তারতম্যে নাস্তি।।১২১-১২২।।

প্রতীয়মানা অপ্যজ্ঞৈর্গ্রাম্যৈঃ সপদি দুঃখবৎ।
করুণাদ্যা রসাঃ প্রাজ্ঞৈঃ প্রৌঢ়ানন্দময়া মতাঃ।।১২৩।।

অনুবাদ। অজ্ঞ (অন্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াও যাহারা রসশাস্ত্রাক্রান্তচিত্ত ব্যক্তিগণের মর্মবোধে অক্ষম) ও গ্রাম্য লোকগণের সম্বন্ধে তাৎকালিক-দৃষ্টিতেই মাত্র রসসমূহে দুঃখবৎ প্রতীতি ঘটিলেও কিন্তু ভক্তাস্বাদ্য সেই করুণ ভয়ানক-বীভৎসাদি রসসমূহের আস্বাদনে অক্ষম হইলেও যাঁহারা বিজ্ঞ (রসশাস্ত্র-তাৎপর্যাভিজ্ঞ) ব্যক্তি, তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ সমস্ত আপাততঃ দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান করুণাদি-রসও প্রভূত-আনন্দময়।।১২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রতীয়মানা ইতি--অজ্ঞৈঃ শাস্ত্রান্তর বিজ্ঞত্বেঽপি রসশাস্ত্রা-ক্রান্তচিত্তানাং মর্ম বোদ্ধুমসমর্থৈস্তথা গ্রাম্যৈঃ পশুর্নির্বিশেষৈঃ সপদি তাৎকালিকদৃষ্টিমাত্র-পারবশ্যাৎ দুঃখবৎ প্রতীয়মানা অপি ভক্তাস্বাদ্যাস্তে রসাঃ প্রাজ্ঞৈঃ রসচর্বণায়ামসমর্থত্বেঽপি রসাশাস্ত্রতাৎপর্যবিজ্ঞৈঃ প্রৌঢ়ানন্দময়ত্বেন মতাঃ জ্ঞাতা ইত্যর্থঃ।।১২৩।।

অলৌকিকবিভাবত্বং নীতেভ্যো রতিলীলয়া।
সদুক্ত্যা চ সুখং তেভ্যঃ স্যাৎ সুব্যক্তমিতি স্থিতিঃ।।১২৪।।

অনুবাদ। (রসনিষ্পত্তিবিষয়ে বিজ্ঞমতানুসারে যুক্তি দেখাইতেছেন--) পরমানন্দরূপা রতির দুস্তর্ক্য ও অচিন্ত্য স্বরূপনিবন্ধন এবং সদ্বক্তার উপদেশে অলৌকিক বিভাবত্ব

(লোকাতীত-চমৎকারকারী শ্রীরামকৃষ্ণাদি বিভাবাদির স্ফূর্তিময়ত্ব) প্রাপক করুণাদি রস হইতে স্পষ্টতঃ সুখই আস্বাদ্য হয়—ইহাই রসজ্ঞগণের মর্যাদা।।১২৪।।

তথ্য। লৌকিকরসকারমতে প্রাকৃত লোকবিষয়ক কারুণ্য-শোক-বিষাদাদির যে দুঃখজনকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু পরমদুঃখময় বস্তুর স্ফূর্তিতে দুঃখই মাত্র ঘটে, কিন্তু ভক্তিবাদিমতে সাক্ষাৎ ভগবানের স্ফূর্তিময় পদার্থনিচয়ের পরমানন্দজনকতায় কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই বিরোধ ঘটিতে পারে না।।১২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেবমজ্ঞান্ গ্রাম্যাংশ্চ নিন্দিত্বা রসনিষ্পত্তৌ প্রাজ্ঞমতেন যুক্তিং দর্শয়তি—অলৌকিকেতি। পরমানন্দ-রূপয়া রতের্লীলয়া দুস্তর্ক্যাচিন্ত্য স্বরূপেণ সতাং বক্তৃণামুক্ত্যা চ অলৌকিক-বিভাবত্বং লোকোত্তর-চমৎকারকারি-রামকৃষ্ণবিভাবাদি-স্ফূর্তিশালিনত্বং নীতেভ্যঃ করুণাদিরসেভ্যঃ সুখং ব্যক্তং স্যাদিতি স্থিতিঃ রসবিদাং মর্যাদেত্যর্থঃ। বীভৎসেঽপি পরম সমর্থায়া রতের্বীভৎসমুপমর্দ্য কৃষ্ণাদিস্ফূর্তিকারিত্বাৎ তত্রাপি সুখং ব্যক্তমেবেতি জ্ঞেয়ম্।। তন্মতে তু রজস্তমঃ প্রভৃতিমায়িকগুণ কার্যত্বেন সাক্ষাৎ দুঃখময়প্রাকৃত-লোক-বিষয়ককারুণ্যশোকবিষাদাদীনাং দুঃখজনকত্বং যৎ প্রতিপাদিতং তদ্‌যুক্তম্। যতো যত্র পরমদুঃখময়-পদার্থানাং স্ফূর্তিস্তস্য দুঃখময়ত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব ভক্তিমতে তু পরমানন্দাত্মক সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম রূপস্য ভগবতঃ স্ফূর্তিময়-পদার্থানাং পরমানন্দজনকত্বে ন কস্যাপি পণ্ডিতস্যাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ। এবং সর্বত্র পুরাণাদি-শাস্ত্রেষু মহানুভাবত্বেন প্রসিদ্ধানাং হনূমৎপ্রভৃতীনাং অনুভবস্যাপি পরমপ্রামাণ্যং জ্ঞেয়মিতি।।১২৪।।

তথা চ নাট্যদৌ —

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।।
সুচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।১২৫।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে নাট্যাদিতে যথা—করুণাদিরসে যে পরমসুখ জন্মে, সে বিষয়ে সহৃদয়গণের অনুভবই প্রমাণ।।১২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র চ তাবদস্মাকং সা কথেত্যভিপ্রেত্যাহ—তথাচেতি। সচেতসাং হনূমদাদীনাং ন তু অবিদ্যাগ্রস্তানাং, তেষাং সচেতস্ত্বস্যৈবাদভাবাৎ।।১২৫।।

সর্বত্র করুণাখ্যস্য রসস্যৈবোপপাদনাৎ।
ভবেদ্ রামায়ণাদীনামন্যথা দুঃখহেতুতা।।১২৬।।
তথাত্বে রাম-পাদাব্জপ্রেমকল্লোলবারিধিঃ।
প্রীত্যা রামায়ণং নিত্যং হনূমান্ শৃণুয়াৎ কথম্।।১২৭।।

অনুবাদ। (যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে) শ্রীরামায়ণ প্রভৃতির প্রতি কাণ্ডে (বহু স্থানে) কেবল করুণরসেরই ব্যঞ্জনা থাকায় ঐ সমস্তের শ্রবণ-কীর্তনাদি দুঃখদায়কই হইত। যদি রামায়ণে প্রকৃতপক্ষে কেবল দুঃখই থাকিবে, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলের প্রেমকল্লোলসিন্ধু শ্রীহনূমান্ নিত্যই প্রীতিভরে রামায়ণ শ্রবণ করিবেন কেন? ১২৬-১২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ ব্যতিরেকেণ স্বমতং যোজয়তি--সর্বত্রেতি। সর্বত্র প্রতিকাণ্ডং বহুত্রেত্যর্থঃ উপপাদনাদ্ ব্যঞ্জনাৎ।।১২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র ভক্তিরসিকেষু মধ্যে মুখ্যস্য একস্য প্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি--তথেতি। দুঃখ হেতুত্বে সতীত্যর্থঃ। রামচরণকমলে প্রেমতরঙ্গস্য সমুদ্রো হনূমান্ নিত্যং কথং শৃণুয়াৎ।।১২৭।।

অপি চ --

সঞ্চারী স্যাৎ সমোনা বা কৃষ্ণরত্যাঃ সুহৃদ্রতিঃ।
অধিকা পুষ্যমাণা চেদ্ভাবোল্লাস ইতীর্য্যতে।।১২৮।।

অনুবাদ। (পরস্পর পরম-প্রীতিতে আবদ্ধ সজাতীয় ভক্তগণের মধ্যে এক ভক্তে অন্যভক্তের যে রতি, তাহা কৃষ্ণবিষয়িণী রতির পোষকত্ব-হেতু ব্যভিচারিভাবমধ্যেই নিবিষ্ট, তজ্জন্য বলা হইতেছে)--সজাতীয়ভাববিশিষ্ট পরস্পর রতির বিষয় ও আশ্রয়গণের একতরাশ্রয়া যে রতি, তাহা যদি কৃষ্ণবিষয়া রতির সমান অথবা তাহা হইতে ন্যূন হয়, তাহা হইলে তাহা কৃষ্ণবিষয়া রতির 'সঞ্চারী' নামক ভাবই হইবে। কিন্তু মধুর-রসে যদি তাহা কৃষ্ণবিষয়িণী রতি হইতে অধিক হয় এবং তাহাতে সতত অভিনিবেশবশতঃ সেই রতি সম্যগ্‌রূপে বৃদ্ধিশীলা হয়, তাহা হইলে তাহা সঞ্চারী হইলেও সর্বভাবাপেক্ষা পরমোৎকৃষ্টত্বনিবন্ধন **ভাবোল্লাস**-নামে অভিহিত হইবে।।১২৮।।

দ্রষ্টব্য। ভাবোল্লাস রাধিকাস্নেহাধিকা সখীদের স্থায়িভাব বলিয়া জ্ঞাতব্য। সুতরাং মূল শ্লোকস্থ 'সুহৃদ্‌রতি'-পদে সঞ্চারিভাবে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণরতিমূলা কৃষ্ণরতিপোষিকা সখীবিষয়িণী রতি এবং ভাবোল্লাসে সখীগণের শ্রীরাধা-বিষয়িণী রতিই জানিতে হইবে। অতএব ভাবোল্লাস ত্রয়ত্রিংশৎ সঞ্চারী ভাবের অন্তে যোজনীয়। ইহাই সঞ্চারিভাব হইতে ভাবোল্লাসের বৈশিষ্ট্য।।১২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপিচেতি--তদেতৎ সমাপ্তং, কিঞ্চিদপ্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। অথ সজাতীয়ভক্তানাং পরস্পর পরমপ্রীত্যাপন্নানাং মধ্যে একস্মিন্ ভক্তে অন্যভক্তস্য যা রতিঃ সা কৃষ্ণবিষয়িণ্যা রতেঃ পোষকত্বাৎ ব্যভিচারিভাবমধ্যে এব নিবিষ্টা ইত্যাহ--সঞ্চারী স্যাদিতি। অস্যায়মর্থঃ সজাতীয়ভাবভক্তি-বিশিষ্টানাং পরস্পররতে-র্বিষয়াশ্রয়রূপাণামেকতরাশ্রয়া যা রতিঃ সা যদি কৃষ্ণবিষয়ায়া রতেঃ সমা বা স্যাৎ, ততো ন্যূনা বা স্যাৎ, তদা কৃষ্ণবিষয়ায়া রতেঃ সঞ্চার্যাখ্য এব ভাবঃ স্যাৎ। এবং মধুরাখ্যে রসে তু সা যদি কৃষ্ণবিষয়ায়া অপি রতেরধিকা তত্রাপি পুষ্যমাণা সততাভি নিবেশেন সম্বর্দ্ধ্যমানা স্যাত্তদা সঞ্চারিত্বেঽপি সর্বভাবাপেক্ষয়া পরমোৎকর্ষাৎ ভাবোল্লাসাখ্যো ভাব ঈর্যতে ইতি। তদিদং ত্বত্রানুস্মৃত্য লিখিতম্। অত স্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারিণামন্তে ইদমপি যোজনীয়ম্।।১২৮।।

ফল্গুবৈরাগ্য-নির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ।।১২৯।।

অনুবাদ। ফল্গুবৈরাগ্যে (ভক্তিপ্রতিকূলবৈরাগ্যে) দগ্ধচিত্ত, শুষ্কজ্ঞান (ভক্তিপ্রতিকূল

জ্ঞান) পরায়ণ, তর্কমাত্রনিষ্ঠ কর্মবাদী পূর্ব মীমাংসক এবং দ্বৈতমাত্রের মিথ্যাত্ববাদী উত্তর মীমাংসকগণ বিশেষভাবে ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্মুখ।।১২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র পূর্বোক্তাজ্ঞগ্রাম্যাদীন্ রসানধিকারিণ আহ—ফল্গুবৈরাগ্যেতি। ভক্তিপ্রতিকূল বৈরাগ্যং ফল্গু-বৈরাগ্যং, তথৈব ভক্তিপ্রতিকূল জ্ঞানং শুষ্কজ্ঞানম্। হৈতু-কাস্তর্কমাত্রনিষ্ঠা মীমাংসকাঃ কর্মবাদিনঃ, এষামুত্তরোত্তরং পরিহর্য্যাধিক্যম্। তার্কিকানাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ কৌতুকেনাধীতলঙ্কারাদীনাং রসসাধারণ্যাৎ কিঞ্চিদত্র প্রবেশঃ স্যাদিতি মীমাংসকাৎ পূর্বপাঠঃ। অত্র গ্রাম্যাঃ ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ, অন্যে ত্বজ্ঞাঃ জ্ঞেয়াঃ।।১২৯।।

ইত্যেষ ভক্তিরসিকশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জড়ন্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদাঃ।।১৩০।।

অনুবাদ। চৌরগণ হইতে মহানিধি সংরক্ষণের ন্যায় কৃষ্ণভক্তগণকর্তৃক সর্বদা কৃষ্ণভক্তিরসরূপা মহানিধি ঐ সকল জড়ন্মীমাংসকগণ হইতে গোপনে সংরক্ষণীয়।।১৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্মাৎ সর্বেঽপি মীমাংসকা অবিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখা ইতি হেতোরেষ ভক্তিরসস্তেভ্যো রক্ষ্য এব, জড়ন্মীমাংসকাত্ত সদা বিশেষতো রক্ষ্যো গোপ্য ইতি। চৌরাদিবেতি-- রক্ষণার্থমেব দৃষ্টান্তঃ, ন তু লোভ্যত্বাংশেন। অতএব বহির্মুখানাং রসে লোভাভাবেঽপি ন ক্ষতিঃ।।১৩০।।

সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে।।১৩১।।

অনুবাদ। অভক্তগণের নিকটে এই (তর্কাগোচর) ভক্তিরস দুর্বোধ্য। কৃষ্ণপাদপদ্মসর্বস্ব ভক্তগণ কর্তৃকই এই ভক্তিরস আস্বাদিত হইয়া থাকেন।।১৩১।।

ব্যতীত ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।১৩২।।

রসের সংজ্ঞা

অনুবাদ। (আদৌ বিভাবাদির দ্বারা ভাব-সাক্ষাৎকার হয়। অতঃপর ভাবস্বরূপ হয়, তৎপরে সেই বিভাবাদিদ্বারাই ক্রমান্বয়ে রস-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সেই রতি ও রসের দশাবিশেষ লক্ষ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ণিত হইতেছে—) (বিভাব ও ব্যভিচারী প্রভৃতির) ভাবনার পথ অতিক্রমণপূর্বক যাহা শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে (রত্যাপেক্ষা) অতিশয় চমৎকারজনকভাবে আস্বাদনীয়তা লাভ করে, তাহাই রস বলিয়া কথিত হয়।।১৩২।।

ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা।
ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে।।১৩৩।।

ভাবের সংজ্ঞা

অনুবাদ। (পক্ষান্তরে) অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা (বিভাব ও ব্যভিচারী প্রভৃতির) ভাবনার আধিপত্যযুক্ত চিত্রে গাঢ়-সংস্কারসমূহদ্বারা যাহা ভাবিত হয়, তাহাই 'ভাব' বলিয়া কথিত হয়। (রতি বা ভাবসাক্ষাৎকারে বিভাবাদির স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয়, কিন্তু রসসাক্ষাৎকারে বিভাবাদির স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয় না)।।১৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথাত্র বিভাবাদিভিরাদৌ ভাবসাক্ষাৎকারো জায়তে, তদনন্তরং ভাবস্বরূপো ভবতি, পশ্চাত্তৈরেব বিভাবাদিভিঃ রসসাক্ষাৎকারো ভবতীতি ক্রমঃ। তত্র রতিরসয়োর্দশাবিশেষমালক্ষ্য ভেদমাহ—ব্যতীত্যেতি দ্বাভ্যাম্। বিভাব-ব্যভিচার্যাদীনাং ভাবনামার্গং ব্যতীত্য যো রসঃ স্বদতে ইত্যন্বয়ঃ। রসঃ কথম্ভূতঃ ?—রত্যপেক্ষয়া অতিশয়-চমৎকারজনকঃ। ভাবস্তু বিভাবব্যভিচার্যাদীনাং ভাবনাস্পদে চিত্তে ভাব্যতে। তথা চ রস-সাক্ষাৎকারকালে বিভাবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণানুভবো নাস্তি রতিসাক্ষাৎকারকালে তু বিভাবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণাপ্যনুভবোঽপ্যস্তি। রস-সাক্ষাৎকারাপেক্ষয়া রতিসাক্ষাৎকারস্য গাঢ়ত্বা-ভাবাদিতি রতিরসয়োর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।১৩২-১৩৩।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে ভক্তিরসসামান্য
নিরূপণে স্থায়িভাব-লহরী দক্ষিণবিভাগঃ।।

গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা দক্ষিণবিভাগে সুধাম্বুনিধেঃ।।১৩৪।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে ভক্তিরসসামান্য
নিরূপণে স্থায়িভাব-নাম্নী পঞ্চমলহরীর বঙ্গানুবাদ।।

অনুবাদ। সুধাসমুদ্রের অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে গোপালরূপ-শোভা ধারণ করিয়াই রঘুনাথ ভাববিস্তারী সনাতনাত্মা তুষ্ট হউন।।১৩৪।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সামান্য-ভগবদ্-ভক্তিরসনিরূপকো নাম দক্ষিণবিভাগঃ।



মুখ্যভক্তিরস-নিরূপকঃ পশ্চিম-বিভাগঃ

শান্তভক্তিরসাখ্যা প্রথমলহরী

ধৃতমুগ্ধরূপভারো ভাগবতার্পিতপৃথুপ্রেমা।
স ময়ি সনাতনমূর্তিস্তনোতু পুরুষোত্তমস্তুষ্টিম্।।১।।

অনুবাদ। মুখ্যভক্তিরস-নিরূপক পশ্চিম-বিভাগ। শান্তভক্তিরস-নাম্নী প্রথমলহরী। যিনি মনোহর রূপ-মাধুর্যাতিশয় ধারণ করিয়াছেন, ভক্তভাগবতবৃন্দ যাঁহার বিষয়ে প্রভূত প্রেমবিধান করেন, সেই নিত্যবিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মৎপ্রতি প্রীত হউন। পক্ষান্তরে—যিনি অজ্ঞ এই রূপের ঐহিক পারলৌকিক সমস্ত হিতচিন্তারূপ গুরুভার বহন করিতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে কিংবা বৈষ্ণবে যাঁহার অতিশয় প্রেমা, সেই সনাতনরূপী পুরুষশ্রেষ্ঠ মৎপ্রতি প্রীত হউন।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সনাতনী নিত্যা তনূমূর্তির্যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, পক্ষে সনাতন-নাম্নী মূর্তির্যস্য সঃ শ্রীসনাতন গোস্বামী; কথম্ভূতঃ?—ধৃতো মুগ্ধস্যাজ্ঞস্য রূপস্য মম রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তিভাবঃ যেন সঃ। সরস্বতীপক্ষেঽর্থে—মুগ্ধস্য সুন্দরস্য।।১।।

রসামৃতাব্ধের্ভাগেঽত্র তৃতীয়ে পশ্চিমাভিধে।
মুখ্যো ভক্তিরসঃ পঞ্চবিধঃ শান্তাদিরীর্যতে।।২।।
অতোঽত্র পাঞ্চবিধ্যেন লহর্যঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
অথামী পঞ্চ লক্ষ্যন্তে রসাঃ শান্তাদয়ঃ ক্রমাৎ।।৩।।

অনুবাদ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের এই তৃতীয় পশ্চিম বিভাগে শান্তাদি মুখ্য পঞ্চপ্রকার ভক্তিরস বলা হইতেছে, সুতরাং এই বিভাগে ভক্তিরসের পঞ্চবিধত্ব নিবন্ধন পঞ্চলহরী থাকিবে এবং তাহাতে ক্রমে শান্তাদি পাঁচ রস লক্ষিত হইবে।।২-৩।।

তত্র শান্তভক্তিরসঃ --

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ।।৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শান্তভক্তিরস—বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা পূর্ববর্ণিত শমপ্রধান আত্মারাম ও তাপসকর্তৃক শান্তিরূপরতি স্থায়িভাব পাইলে উহাকে 'শান্তভক্তিরস' বলা হয়।

তথ্য। যদিও শুদ্ধা রতি সামান্যা, স্বচ্ছা ও শান্তিভেদে তিন প্রকার বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলেও শান্তিই রসত্ব প্রাপ্তি করে, সামান্যা অস্ফুট ও স্বচ্ছা চঞ্চল বলিয়া উহাতে রসসামগ্রীর পরিপোষণ হয় না।।৪।।

প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্।
কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখম্।।৫।।

অনুবাদ। যোগিগণের ইহাতে প্রায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দজাতীয় আনন্দই অনুভূত হইয়া থাকে, কদাচিৎ ভগবদ্‌গুণাবলিরও স্ফূর্তি ঘটে; অথচ ইঁহাদের এই আত্মদর্শনজ আনন্দটি তরল বা অত্যল্প, পক্ষান্তরে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবৎস্ফূর্তিময় আনন্দটি ঘন বা গরীয়ান্।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রসরসবতোরভেদোপচারাদ্রসাশ্চ শান্তাদয় উচ্যন্তে, স্থায়ীতি স্থায়িভাব-পর্যায়ঃ, ভীমসেনো ভীম ইতিবৎ, অতঃ স্বলিঙ্গং ন ত্যজতি, ততশ্চ শান্তিরতিরূপঃ স্থায়িভাবো বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ সহ মিলিত্বা শমিণাং শমিভিঃ কর্তৃভিঃ স্বাদ্যতাং তদ্রূপতাং গতশ্চেতি—শান্তি ভক্তিরসঃ বুধৈঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি শুদ্ধায়াঃ সামান্যা স্বচ্ছা শান্তিরিতি ভেদত্রয়যুক্তং, তথাপি শান্তেরেব রসত্ব-প্রতিপাদনং, সামান্যায়াঃ অস্ফুটত্বাৎ, স্বচ্ছায়াশ্চঞ্চলত্বাদ্রস-সামগ্রী-পরিপোষো ন স্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ—যোগিনাং শান্তভক্তানাং পূর্বং জ্ঞানিতাদশায়াং সমাধৌ যদ্ ব্রহ্মসুখমনুভূতমাসীৎ, প্রায়স্তৎসুখজাতীয়মেবেদানীং তেষাং রত্যনুভবকালে, ঈশময়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-ভগবৎ-স্ফূর্তিপ্রচুরং সুখং ভবেৎ, ন তু দাসাদিভক্তানাং যদনন্তসুখং তৎ সজাতীয়সুখং ভবেৎ, তত্রাপি ব্রহ্মসুখাপেক্ষয়া ঈশ্বরসুখস্যাধিক্যমাহ—কিন্ত্বিতি। আত্মসুখমঘনং অনিবিড়ম্ ঈশময়-সুখাপেক্ষয়া ন্যূনমিতি যাবৎ।।৪-৫।।

তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা।
দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্ব-লীলাদে র্ন তথা মতা।।৬।।

অনুবাদ। ইহাদের গুণস্বরূপের অনুভবাত্মক ঈশানন্দ হইলেও কিন্তু উহাতে দাসাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব (সৌন্দর্য-সুকুমারত্ব প্রভৃতি) এবং লীলা (গোবর্ধনধারণ-চাতুর্যাদি) প্রভৃতির মাধুরী না বুঝিয়া কেবল দর্শনেই পর্যবসিত এবং ইহাতেই উহাদের কৃতার্থতা লাভ ঘটে।।৬।।

তত্র আলম্বনাঃ —

চতুর্ভুজশ্চ শান্তাশ্চ অস্মিন্নালম্বনা মতাঃ।।৭।।

তত্র চতুর্ভুজঃ —

শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চারুচতুর্ভুজোঽয়-
মানন্দরাশিরখিলাত্ম-সিন্ধু-তরঙ্গঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি নির্জিহীতে,
প্রত্যক্‌পদাৎ পরমহংসমুনের্মনোঽপি।।৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আলম্বন-চতুর্ভূজমূর্তি (বিষয়ালম্বন) ও শান্তগণ (আশ্রয়ালম্বন) ইহার আলম্বন জানিতে হইবে। তন্মধ্যে চতুর্ভূজ—(তাপসগণের উক্তি—) এই যে মনোজ্ঞ চতুর্বাহু-বিশিষ্ট, আনন্দরাশি ও অখিলজীবগণরূপ তরঙ্গসমূহের সমুদ্রস্বরূপ শ্যামাকৃতি

প্রকাশ পাইতেছেন। ইনি নেত্রপথের পথিক হইলে পরমহংস মুনিরও মন নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।।৭-৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রাপি রত্যনুভব-দশায়ামীশময় সুখেঽপি চতুর্ভুজ-স্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা, নতু দাস্যাদীনামিব মনোজ্ঞত্ব-লীলাদ্যনুভবস্য উরুহেতুতা সম্মতা। অতো ব্রহ্মসুখাপেক্ষয়া অধিকমপি দাসাদীনাং সুখাপেক্ষয়া ন্যূনমেব শান্তভক্তস্য সুখমিতি জ্ঞেয়ম্, যথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে (১৫।৩৭-৩৮) "এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্যহৃদ্যঃ। তস্মিন্ যযৌ পরমহংস মহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ।।" "তন্ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভিস্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধি-ভাগ্যম্" ইত্যাদি। স্বসমাধিভাগ্যমিত্যনেন পূর্বানুভূত ব্রহ্মসুখাপেক্ষয়া ঈশ্বরসুখস্যাধিক্যং দর্শিতম্। এবং স্বপুংভিরিত্যত্র স্বপদেনোপহৃতচ্ছত্রচামরাদ্যৌপয়িকত্বেন, সহশ্রীরিত্যনেন চ তান্ শান্তভক্তান্ সনকাদীনতিক্রম্য দাসাদীনাং মনোজ্ঞত্বলীলাদ্যনুভবাধিক্যং দর্শিতম্। চতুর্ভুজো ভগবান্ বিষয়ালম্বনঃ, শান্তভক্তা আশ্রয়ালম্বনা জ্ঞেয়াঃ।।৬-৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্যামাকৃতিরিতি--মত্র যদ্যপি 'তথা পরমহংসানাং মুনীনাম-মলাত্মনাম্। 'ভক্তিযোগবিধানার্থম্' ইতি প্রথমে (৮।২০) কুন্তীবাক্যাৎ 'যন্মর্ত-লীলৌপয়িকম্' ইত্যাদি তৃতীয়াচ্চ (২।১২) দ্বিভূজস্যৈব তদাকর্ষণসামার্থ্যাধিক্যমিতি তস্যৈবালম্বনত্বে মুখ্যত্বং যুজ্যতে। উদাহরিষ্যতে চ (৩।১।৩৯) 'প্রযাস্যতি মহত্তপঃ' ইত্যাদিনা, তথাপি যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসীতি সাক্ষাদগূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্।।" (ভাঃ ৭।১০।৪৮) ইত্যুক্তদিশা দ্বিভুজস্য গূঢ়ত্বেনাবস্থানোক্তের্নীতে সর্বদা তদনুভবতীতি চতুর্ভুজত্বস্যৈব তদাকর্ষণ-প্রাচুর্যেণানুভবাৎ প্রাধান্যং দর্শিতম্। তথৈবোদাহরতি শ্যামাকৃতিরিতি। অত্র বর্ণস্য প্রথমতো নির্দেশাচ্চার্বিতি সৌন্দর্যস্য কথনাৎ তত্র তত্র চমৎকারাতিশয়ো দর্শিতঃ। অখিলা যে আত্মানঃ জীবাস্তেষাং তরঙ্গরূপাণাং সিন্ধুরূপ ইতি জীবাত্ম-পরমাত্মনোরংশাংশিভাবে দর্শিতঃ। প্রত্যক্‌পদাৎ নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানাৎ নির্জিহীতে নির্গতং সৎ তদ্‌গুণেষ্বাবিষ্টং ভবতীত্যর্থঃ।।৮।।

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ।
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বশী।।৯।।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ।
বিভুরিত্যাদি-গুণবানস্মিন্নালম্বনো হরিঃ।।১০।।

অনুবাদ। এই শান্তরসে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, আত্মারাম-শিরোমণি, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, হতারিগতিদায়ক ও বিভু ইত্যাদি গুণ-সমন্বিত হরিই বিষয়ালম্বন।।৯-১০।।

অথ **শান্তাঃ –**

শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ।
আত্মারামাস্তদীয়াধ্ব-বদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ।।১১।।

অনুবাদ। অতঃপর শান্তগণ---শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহে যাঁহারা রতি লাভ করিয়াছেন, সেই আত্মারামগণ ও ভগবন্মার্গে শ্রদ্ধাযুক্ত তাপসগণই শান্ত।।১১।।

তত্র আত্মারামঃ –

আত্মারামাস্তু সনক-সনন্দনমূখা মতাঃ।

প্রাধান্যাৎ সনকাদীনাং রূপং ভক্তিশ্চ কথ্যতে।।১২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আত্মারামগণ-সনক-সনন্দন প্রমুখ মুনিবৃন্দই 'আত্মারাম' বলিয়া খ্যাত। সনকাদির প্রাধান্যহেতু রূপ ও ভক্তি এস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।।১২।।

তত্র রূপম্ –

তে পঞ্চষাব্দবালাভাশ্চত্বারস্তেজসোজ্জ্বলাঃ।

গৌরাঙ্গা বাতবসনাঃ প্রায়েণ সহচারিণঃ।।১৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রূপ--পাঁচ-ছয়-বৎসর বয়স্ক, তেজে দীপ্তিমান্, গৌরবর্ণ, নগ্ন প্রায়ই সহচর সনকাদি চারিমূর্তি।।১৩।।

তত্র চ ভক্তিঃ –

সমস্তগুণবর্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং

গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখম্।

ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমালনীলদ্যুতে

র্মুকুন্দ সুখচিদ্ঘনা তব বভূব সাক্ষাৎকৃতিঃ।।১৪।।

অনুবাদ। তাঁহাদিগের ভক্তি--হে মুকুন্দ! যতদিন যাবৎ তোমার নবীন তমালতুল্য নীলকান্তি, সুখানন্দঘন অদ্ভুত এই মূর্তি দর্শন হয় নাই, ততদিন পর্যন্তই ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর, নিখিল-গুণরহিত, কোনও অনির্বচনীয় (ব্রহ্মাখ্য) বস্তুতে স্বয়ং উদিত সুখ প্রাপ্তি হইত।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সমস্তগুণবর্জিতে গুণকৃতমালিন্যরহিতে শুদ্ধ ইতি যাবৎ, তথা করণত ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রতীচীনতাং গতে ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সঙ্গরহিত ইত্যর্থঃ। এবম্ভুতে অন্তঃকরণরূপে বস্তুনি কিমপি ব্রহ্মাখ্যং সুখং তাবৎ স্বয়মদীপি স্বয়মস্ফুরৎ ন যাবৎ তব সাক্ষাৎকৃতির্বভূব ইত্যর্থঃ।।১৪।।

অথ তাপসাঃ –

ভক্তির্মুক্ত্যেব নির্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততাঃ।

অনুজ্ঝিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ।।১৫।।

যথা –

কদা শৈলদ্রোণ্যাং পৃথুলবিটপিক্রোড়বসতি-

র্বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ।

হৃদি ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরিহ মুকুন্দাভিধমহং

চিদানন্দং জ্যোতিঃ ক্ষণমিব বিনেষ্যামি রজনীঃ।।১৬।।

অনুবাদ। অতঃপর তাপসগণ—'ভক্তিসহযোগে নির্বিঘ্নে মুক্তি লাভ হয়'—এইজন্যই যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণে ভজন করিতছেন, কিন্তু মুমুক্ষা ত্যাগ করেন নাই, উঁহারাই তাপস। যথা—কবে পর্বতগহ্বরে বিশাল বৃক্ষের ক্রোড়ে বাস করিয়া কৌপীন পরিয়া ফলমুল-ভোজনাসক্ত আমি মুকুন্দ-নামক চিদানন্দ জ্যোতির বারংবার ধ্যান করিতে করিতে ক্ষণকালের ন্যায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করিব? ১৫-১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুক্ত্যা জীবন্মুক্ততয়া ভক্তির্নির্বিঘ্না, অন্যথা কামক্রোধাদিবিঘ্নসত্ত্বে সর্বদা প্রবাহরূপেণ ভক্তির্ন ভবতীতি। আত্তা গৃহীতা যুক্তবিরক্ততা যুক্তং বৈরাগ্যং যৈঃ, তথা অনুজ্ঝিতা অত্যক্তা মোক্ষেচ্ছা চ যৈঃ অতস্তেষাং মোক্ষেচ্ছারূপান্যাভিলাষসত্ত্বেঽপি ন শুদ্ধভক্তিত্বহানিঃ। যতো ভক্তের্বিঘ্নস্বরূপস্য কামাদের্নিবৃত্ত্যর্থমেব সংসারমোচনেচ্ছা, ন তু সাযুজ্যার্থং, তথা চ প্রথম দশায়াং তেষাং মোক্ষেচ্ছয়ৈব ভজনমিতি জ্ঞেয়ম্।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুকুন্দাভিধমিতি—স্বভাবত এব সংসারহরণলক্ষণমুক্তিদাতারম্; রজনীত্যুপ-লক্ষণম্, অহোরাত্রমিত্যর্থঃ। 'ত্রিরাত্রমপি ক্ষেত্রে বসতি' ইতিবৎ।।১৬।।

ভক্তাত্মারামকরুণা-প্রপঞ্চেনৈব তাপসাঃ।
শান্তাখ্য-ভাবচন্দ্রস্য হৃদাকাশে কলাং শ্রিতাঃ।।১৭।।

অনুবাদ। ভক্তগণ ও আত্মারামগণের প্রচুরতর কৃপাবলেই তাপসগণের হৃদয়রূপ আকাশে শান্তাখ্য ভারচন্দ্রের কলা প্রকাশ পায়।।১৭।।

অথ **উদ্দীপনাঃ** –

শ্রুতির্মহোপনিষদাং বিবিক্তস্থানসেবনম্।
অন্তর্বৃত্তিবিশেষোঽস্য স্ফূর্তিস্তত্ত্ববিবেচনম্।।১৮।।
বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বং বিশ্বরূপ প্রদর্শনম্।
জ্ঞানিভক্তেন সংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয়স্তথা।
এম্বসাধারণাঃ প্রোক্তা বুধৈরুদ্দীপনা অমী।।১৯।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—মহোপনিষৎ-শ্রবণ, নির্জনস্থানবাস, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ, বিচার, বিদ্যাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, বিশ্বরূপদর্শন, জ্ঞানিভক্তসঙ্গ ও ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ (সমভাবগণের অন্যোন্যে উপনিষদ্ বিচার—এই সমস্তকে পণ্ডিতগণ শান্তরসে অসাধারণ উদ্দীপন বলিয়াছেন।।১৮-১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বহিরিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিনিষেধে সত্যথেতি অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষস্য স্ফূর্তিরেবোদ্দী-পণং, অবিদ্যাশক্তের্বন্ধকত্বেন হেয়ত্বং, বিদ্যাশক্তের্মোচকত্বেন প্রধানত্বম্। ব্রহ্মসত্রমন্যোন্যং সমবিদ্যা-নামুপনিষদ্বিচারঃ।।১৯।।

তত্র **মহোপনিষচ্ছ্রুতিঃ**, যথা –

অক্লেশাঃ কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং কুর্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ।।২০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মহোপনিষদের শ্রবণ, যথা—পঞ্চক্লেশ-বর্জিত বেদজ্ঞ যোগীন্দ্রগণের নয় জনই ব্রহ্মার সভায় প্রবিষ্ট হইয়া উপনিষৎ শ্রবণ করিয়া যদুপুরীতে যাইবার জন্য পুলকাঞ্চিত কলেবরে অতিশয় ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হইলেন।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নব অপি যোগীন্দ্রা নব যোগেশ্বরাঃ কবিপ্রভৃতয়ঃ উপনিষচ্ছিরো-ভাগ-গোপালতাপনী শ্রবণেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বোৎকর্ষং জ্ঞাত্বা তং দ্রষ্টুং যদুপুঙ্গব সঙ্গমায় দ্বারকাগমনার্থং উত্তুঙ্গং রঙ্গমবাপুঃ।।২০।।

পাদাব্জতুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদো মুরদ্বিষঃ।
পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং স্বরাপগা।।২১।।
বিষয়াদি-ক্ষয়িষ্ণুত্বং কালস্যাখিলহারিতা।
ইত্যাদ্যুদ্দীপনাঃ সাধারণাস্তেষাং কিলাশ্রিতৈঃ।।২২।।

অনুবাদ। ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীসৌরভ, শঙ্খধ্বনি, পবিত্র পাহাড়, শুভ বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়াদির ক্ষয়িষ্ণুতা ও কালের নিখিলহরত্বাদি দাসবিশেষের সহিত শান্তগণের সমান উদ্দীপন।।২১-২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বরাপগা গঙ্গা আশ্রিতৈঃ বাসবিশেষৈঃ সহ সাধারণাঃ, দাসানামপি ভবতীত্যর্থঃ।।২২।।

তত্র **পাদাব্জতুলসীগন্ধো**, যথা তৃতীয়ে (৩।১৫।৪৩) —

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।।২৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ভগবৎ-পদকমলের তুলসীসৌরভ—সনকাদি মুনিবৃন্দ ভগবানের চরণে প্রণত হইলে তাঁহার পদকমলের শ্বেতারুণকান্তিবিশিষ্ট নখরূপ পরাগসমূহে মিশ্রিত যে তুলসী, তাহার মকরন্দযুক্ত পবন নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তর্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দাস্বাদী সেই মুনিগণেরও চিত্ত এবং শরীরের অতিক্ষোভ (কম্পাশ্রুপুলক) প্রভৃতি করিয়াছিল।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিঞ্চ তানি ভগবদঙ্গমাধুর্যাণি তান্ ব্রহ্মানন্দতোঽপি পরমচমৎকারং প্রাপয়িত্বা স্বেষু মজ্জয়ামাসুরিতি কিং বক্তব্যম্। তদেকাঙ্গসম্বন্ধি-বস্তুসম্বন্ধী মারুতোঽপি তান্ স্বনিষ্ঠাং চ্যাবয়িত্বা ক্ষোভয়ন্ বিজিগ্যে ইত্যাহ—তস্যেতি। পদারবিন্দয়োর্ধে কিঞ্জল্কাঃ শ্বেতারুণ কান্তিমন্নখরাস্তৈর্মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দসম্বন্ধী বায়ুঃ তেষামন্তরন্তকরণং গতঃ, তত্র স্বাধিকারং কতুমেব প্রবিষ্টঃ। নন্বাজ্ঞাং বিনা পরকীয়ান্তঃপুরপ্রবেশঃ সনকাদীনামিব সহসা অণুচিত ইতি চেৎ। তত্র সন্যায়মাহ—স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ, নাসাচ্ছিদ্রং খলু বায়োরেব বিবরং ভবতি, তত্র প্রবেষ্টুং কস্যাজ্ঞাং গৃহ্নীয়াদিতি ভাবঃ। তত্র গত্বা কিমকরোৎ? তত্রাহ—চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভং চকার, আদৌ বলাচ্চিত্তমানন্দ-বিবর্তে নিপাত্য ক্ষোভয়ামাস, ততস্তনুমপি কম্পাশ্রুরোমাঞ্চস্বেদাদিভিঃ, লোকে হ্যন্যোঽপি পরকীয়দেশে স্বাধিকারং চিকীর্ষুঃ প্রথমং তদ্দেশাধ্যক্ষং নিবধ্য বিলুণ্ঠ্য ক্ষোভয়তি, ততস্তদ্দেশমপি স্বসৈন্য-সম্মর্দিতং করোতীতি। ননু ব্রহ্মানন্দ-জুষাং তেষাং চিত্তং ব্রহ্মানন্দময়মেব, কথং ভগবদানন্দস্তৎ স্বময়ং করোতু? তত্রাহ—অক্ষরজুষামপীতি; এবমেবাস্য মাধুর্যাধিক্যেন বলবত্ত্বমিতি ভাবঃ।।২৩।।

অথ অনুভাবাঃ –

নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্বমবধূতবিচেষ্টিতম্।
যুগমাত্রেক্ষিত-গতির্জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শনম্।।২৪।।
হরের্দ্বিষ্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি।
সিদ্ধতায়াস্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা।।২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যুগং হলাদ্যঙ্গং তচ্চ চতুর্হস্ত প্রমাণং লক্ষ্যতে। যুগমাত্রস্য ঈক্ষিতমীক্ষণং তেনৈব গতিঃ, জ্ঞানমুদ্রা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্যুতিঃ। সিদ্ধতা অত্যন্তসংসার-ধ্বংসঃ, জীবন্মুক্তিঃ শরীরদ্বয়ানাবেশেন স্থিতিঃ।।২৪।।

নৈরপেক্ষ্যং নির্ম্মমতা নিরহঙ্কারিতা তথা।
মৌনমিত্যাদয়ঃ শীতাঃ স্যুরসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।।২৬।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাব--নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ, অবধূতবৎ চেষ্টা, চারিহস্ত-পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করিয়া পদচালন, জ্ঞানমুদ্রাপ্রদর্শন (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী এই দুই অঙ্গুলির যোগ), হরিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষহীনতা, ভগবৎ প্রিয়গণের প্রতি ভক্তিমাত্র রাহিত্য, সিদ্ধতা এবং জীবন্মুক্তির (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রতি আবেশশূন্যতায় অবস্থান) প্রতি প্রচুর আদর, নিরপেক্ষতা ও মৌন ইত্যাদি ইহাদের শীতা রতি ও অসাধারণক্রিয়া।।২৪-২৬।।

তত্র নাসাগ্রনয়নত্বং, যথা –

নাসিকাগ্রদৃগয়ং পুরো মুনিঃ স্পন্দবন্ধুরশিরা বিরাজতে।
চিত্তকন্দরতটীমনাকুলামস্য নূনমবগাহতে হরিঃ।।২৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নাসিকাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ, যথা--এই সমীপবর্তী মুনির (আত্মারাম-মুনির) নাসিকাগ্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ, স্পন্দনদ্বারা ইহার মস্তক ঈষৎ নড়িতেছে; মনে হইতেছে, শ্রীহরি ইঁহার নির্ব্যাকুল চিত্তগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নাসিকাগ্রদৃগিতি মুনিরিতি চাত্র তস্যাত্মারামত্বং দ্যোত্যতে, তত্র তু স্পন্দবন্ধুশিরা ইতি বিশেষানুভবঃ, স চ শ্রীহরিগুণাত্মক এব সম্ভবতি, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" (ভা ১।৭।১০) ইত্যাদেরিতি ভাবঃ।।২৭।।

জৃম্ভাঙ্গমোটনং ভক্তেরুপদেশো হরের্নতিঃ।
স্তবাদয়শ্চ দাসাদ্যৈঃ শীতাঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।।২৮।।

তত্র জৃম্ভা, যথা –

হৃদয়াম্বরে ধ্রুবং তে ভাবাম্বরমনিরুদেতি যোগীন্দ্র।
যদিদং বদনাম্ভোজং জৃম্ভামবলম্বতে ভবতঃ।।২৯।।

অনুবাদ। জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তিবিষয়ে উপদেশ, শ্রীহরির নতি ও স্তবাদি দাসবিশেষের সহিত ইহাদের শীতারতি ও সাধারণক্রিয়া। তৎস্থলে জৃম্ভা, যথা—হে যোগীন্দ্র! তোমার হৃদয়াকাশে নিশ্চয় ভাবসূর্য উদিত হইয়াছে, কেননা তোমার বদনকমল ক্রমশঃ জৃম্ভা অবলম্বন করিতেছে।।২৮-২৯।।

অথ **সাত্ত্বিকাঃ** —

রোমাঞ্চ-স্বেদ-কম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা।।৩০।।

তত্র **রোমাঞ্চো** যথা —

পাঞ্চজন্যজনিতো ধ্বনিরন্তঃ ক্ষোভয়ন্ সপদি বিদ্ধসমাধিঃ।
যোগিনাং গিরিগুহা-নিলয়ানাং পুদ্‌গলে পুলকপালিমনৈষীৎ।।৩১।।
এষাং নিরভিমানানাং শরীরাদিষু যোগিনাম্।
সাত্ত্বিকাস্তু জ্বলন্ত্যেব ন তু দীপ্তা ভবন্ত্যমী।।৩২।।

অনুবাদ। অতঃপর সাত্ত্বিক—শান্তরসে প্রলয়ভিন্ন রোমাঞ্চ-স্বেদ-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব ঘটিতে পারে। তন্মধ্যে রোমাঞ্চ, যথা—পাঞ্চজন্যশঙ্খশব্দ গিরিগুহাবাসী যোগিগণের অন্তর ক্ষুব্ধ করিয়া তাঁহাদের সমাধি ভঙ্গ করিল এবং তাঁহাদের দেহে পুলকাবলীর উদয় করাইল। এই নিরভিমান যোগিগণের শরীরাদিতে সাত্ত্বিকভাবসমূহ 'জ্বলিত' হইতে পারে, অথচ দীপ্তি পায় না।।৩০-৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তেষাং শ্রীভগবৎসমাধৌ চেষ্টায়া জ্ঞানান্তরস্য চ নিরাকৃতত্বাৎ প্রলয়লক্ষণত্বে প্রাপ্তেঽপি ভূমিপতনাদ্যভাবাৎ প্রলয়ং বিনেত্যুক্তম্।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুদ্‌গলে দেহে।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এষামিতি—তাবদপি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে-প্রভাবাদেব ভবতীতি ভাবঃ।।৩২।।

অথ **সঞ্চারিণঃ** —

সঞ্চারিণোঽত্র নির্বেদো ধৃতির্হর্ষো মতিঃ স্মৃতিঃ।
বিষাদোৎসুকতাবেগ-বিতর্কাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।৩৩।।

তত্র **নির্বেদো**, যথা —

অস্মিন্ সুখঘনমূর্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ।।৩৪।।

অনুবাদ। অতঃপর সঞ্চারী—নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, উৎসুকতা, আবেগ ও বিতর্কাদি শান্তরসে সঞ্চারী বলিয়া গণনা করা হয়। তন্মধ্যে নির্বেদ, যথা—এই দ্বারকানগরীতে যখন সুখঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন, তখন অহো! আত্মারামতার হিসাবে আমি দীর্ঘকাল বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছি।।৩৩-৩৪।।

অথ স্থায়ী –

অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী সমা সান্দ্রা চ সা দ্বিধা।।৩৫।।

তত্র আদ্যা –

সমাধৌ যোগিনস্তস্মিন্নসম্প্রজ্ঞাতনামনি।
লীলয়া ময়ি লব্ধেঽস্য বভূবোৎকম্পিনী তনুঃ।।৩৬।।

অনুবাদ। অতঃপর স্থায়ী–ইহাতে শান্তরতি স্থায়ী, ইহা সমা ও সান্দ্রাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সমা–(শ্রীভগবানের উক্তি–) এই যোগীর অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিসময়ে আমি লীলাবশতঃ উপস্থিত হইলে ইহার শরীর উৎকম্পিত হইয়াছিল।।৩৫-৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সমাধাবিতি শ্রীভগবদ্বচনম্। 'মনসোবৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা সম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে'।।৩৬।।

সান্দ্রা, যথা –

সর্বাবিদ্যা-ধ্বংসতো যঃ সমন্তাদাবির্ভূতো নির্বিকল্পে সমাধৌ।
জাতে সাক্ষাদ্ যাদবেন্দ্রে স বিন্দন্ময্যানন্দঃ সান্দ্রতাং কোটিধাসীৎ।।৩৭।।

অনুবাদ। সান্দ্রা, যথা–সমস্ত প্রকার অবিদ্যাধ্বংসপূর্বক নির্বিকল্প সমাধিতে যে গাঢ় আনন্দ উদিত হইয়াছিল, যাদবেন্দ্র-সাক্ষাৎকার ঘটিলে সেই আনন্দ কোটিগুণে সান্দ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বেতি–শান্তভক্তবচনং জ্ঞানিত্বাৎ, পরম-গম্ভীরস্যাপ্যস্য কণ্ঠোক্তীকৃত-নিজানন্দতয়া চাপল্যব্যক্তেঃ পূর্বস্মাদাধিক্যমেব ব্যক্তম্। জাত ইতি স এবানন্দঃ সাক্ষাজ্জাতে যাদবেন্দ্রে অধিকরণে তদীয়রূপ-গুণ-লীলানুভবান্ময়ি কোটিধা সান্দ্রতাং বিন্দন্ সান্দ্রতয়া প্রকাশমান আসী-দিত্যর্থঃ।।৩৭।।

শান্তো দ্বিধৈষ পারোক্ষ্য-সাক্ষাৎকারবিভেদতঃ।।৩৮।।

তত্র **পারোক্ষ্যং**, যথা –

প্রযাস্যতি মহত্তপঃ সফলতাং কিমষ্টাঙ্গিকা
মুনীশ্বর পুরাতনী পরমযোগচর্যাপ্যসৌ।
নরাকৃতিনবাম্বুদদ্যুতিধরং পরং ব্রহ্ম মে
বিলোচন-চমৎকৃতিং কথয় কিন্নু নির্মাস্যতি? ৩৯।।

অনুবাদ। পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার-ভেদে এই শান্তও পুনরায় দুই প্রকার। তন্মধ্যে পারোক্ষ্য, যথা–হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বলুন ত' আমার এই মহৎ তপস্যা কি সার্থক হইবে? পুরাতনী পরমযোগচর্যাও কি সার্থক হইবে? বলুন দেখি, মানবাকৃতি নবজলধরকান্তি পরমব্রহ্ম কি আমার চক্ষুর চমৎকার নির্মাণ করিবেন? ৩৮-৩৯।।

যথা বা --

ক্ষেত্রে কুরোঃ কিমপি চণ্ডকরোপরাগে সান্দ্রং মহঃ পথি বিলোচনয়োর্যদাসীৎ।
তন্নীরদদ্যুতিজয়ি স্মরদুৎসুকং মে ন প্রত্যাগাত্মনি মনো রমতে পুরেব।।৪০।।

অনুবাদ। যথা বা--কুরুক্ষেত্রের পথে সূর্যগ্রহণোপলক্ষে মেঘকান্তি-বিনিন্দি যে এক অনির্বচনীয় ঘন তেজ লক্ষিত হইয়াছিল, সেই জ্যোতির স্মরণ হওয়ায় আমার মন পূর্ববৎ ব্রহ্মসুখেও রমণ করিতেছে না।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শান্তরসোঽপি দ্বিবিধো ভবতি। অসৌ যোগচর্যাপি কিং সফলতাং প্রযাস্যতি। তত্র শ্রীকৃষ্ণাখ্যং সান্দ্রং মহঃ মম মনঃ স্মরৎ সৎ, প্রত্যগাত্মনি ব্রহ্মণি পূর্ববন্ন রমতে, কৃষ্ণস্য পরোক্ষে জ্ঞাতত্বাৎ পারোক্ষ্যম্।।৩৯-৪০।।

সাক্ষাৎকারো, যথা --

পরমাত্মতয়াতিমেদুরাদ্ বত সাক্ষাৎকরণ-প্রমোদতঃ।
ভগবন্নধিকং প্রয়োজনং কতরদ্ব্রহ্মবিদোঽপি বিদ্যতে।।৪১।।

অনুবাদ। সাক্ষাৎকার, যথা---হে ভগবন্! পরমাত্মস্বরূপ অতিস্নিগ্ধ আপনার সাক্ষাৎকারঘটিত আনন্দ হইতেও কি অধিকতর প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানীর থাকিতে পারে?৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে ভগবন্! সর্বাতীতানন্ত গুণসম্পন্ন! তব সাক্ষাৎকরণানন্দাদধিকং ব্রহ্মানুভবিনামপি কতরৎ প্রয়োজনং বিদ্যতে? অপি তু ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। যথা চ ব্রহ্মানন্দাদপি তব সাক্ষাৎকারানন্দোঽধিক ইতি ভাবঃ। ননু ব্রহ্ম তাবৎ সর্বেষাং স্বরূপম্, স্বরূপস্যৈব সর্বতঃ প্রীত্যাস্পদত্বাৎ কৃতং গুণময়সাক্ষাৎকারেণ? তত্রাহ--পরেতি। সর্বেষাং স্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেবাত্মা ততোঽপি তব পরমতয়া অতিমেদুরাৎ, 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম' ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভ্যঃ, 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম' (ভা- ১০।১৪।৫৫) ইতি শ্রীশুকবাক্যাচ্চ।।৪১।।

যথা বা --

হৃষ্টঃ কম্বুপতিস্বনৈর্ভুবি লুঠচ্চীরাঞ্চলঃ সঞ্চল-
ন্মূর্দ্ধা রুদ্ধদৃগশ্রুভিঃ পুলকিতো দ্রাগেষ লীনব্রতঃ।
অক্ষোরঙ্গনমঞ্জনত্বিষি পরব্রহ্মণ্যবাপ্তে মুদা
মুদ্রাভিঃ প্রকটীকরোত্যবমতিং যোগী স্বরূপস্থিতৌ।।৪২।।

অনুবাদ। যথা বা--পাঞ্চজন্যের শব্দশ্রবণে কোনও যোগী হৃষ্টচিত্তে স্বীয় বসনাঞ্চল ভূমিতে লুণ্ঠন করাইয়া মস্তকচালনপূর্বক অশ্রুধারায় রুদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলেন, তাঁহার সর্বদেহ পুলকিত হইয়াছিল, সত্বরই তাঁহার ব্রত-নিয়মাদি নষ্ট হইল। নেত্র-প্রাঙ্গণে অঞ্জনকান্তি পরব্রহ্ম সমাগত হইলে তিনি আনন্দাতিশয্যে স্বীয় যোগিস্বরূপে অবস্থানের প্রতিও অবজ্ঞাই দেখাইলেন।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অশ্রুভিঃ রুদ্ধদৃগিতি যোজ্যম্, লীনং নষ্টং ব্রতং তন্নিয়মো যস্য। ব্রহ্মস্বরূপস্থিতৌ অবজ্ঞাং প্রকটয়তি।।৪২।।

ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি নন্দসূনোঃ কৃপাভরঃ।

প্রথমং জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি সোঽত্রৈব রতিমুদ্বহেৎ।।৪৩।।

যথা বিল্বমঙ্গলোক্তিঃ —

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।।৪৪।।

অনুবাদ। যদি কখনও কাঁহারও প্রতি শ্রীনন্দনন্দনের কৃপাতিশয় হয়, তাহা হইলে তিনি প্রথমতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও পরে সেই শ্রীকৃষ্ণেই উচ্চরতি (শান্তরতি অপেক্ষাও বিলক্ষণ রতিবিশেষ) প্রাপ্ত হন। যথা বিল্বমঙ্গলোক্তি—যাঁহারা স্বানন্দানুভবরূপ সিংহাসনে অর্চিত হইতেছেন অর্থাৎ নির্বিকল্প ব্রহ্মসমাধিমগ্ন, তাঁহারা অদ্বৈতমার্গাবলম্বী (শব্দজ্ঞান-যুক্ত) পথিকগণের উপাস্য হইতে পারেন; আমরা কিন্তু কোনও শঠ গোপললনা-লম্পট-কর্তৃক দাসীকৃত হইয়াছি।।৪৩-৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র শ্রীমন্নন্দনন্দন স্বরূপস্য তৎ কৃপাতিশয়ে পরমোৎকর্ষমাহ—ভবেদিতি। তত্রৈব নন্দসূনাবেব উদ্বহেৎ। তদ্‌যোগ্যাং শান্তিরতিমতিক্রম্য শৃঙ্গাররতি-বিশেষং বহতীত্যর্থঃ।।৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অদ্বৈতেতি—শাস্ত্রোত্থজ্ঞানমুক্তং, স্বানন্দেতি সাক্ষাদনুভব-পর্যন্তং, স্বানন্দ এব সিংহাসনং তত্র লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈরিত্যর্থঃ, গোপবধূবিটেন গোপবধূ কামুকেন, ব্যাজস্তুতিরিয়ম্।।৪৪।।

তৎকারুণ্যশ্লথীভূত-জ্ঞানসংস্কারসন্ততিঃ।

এষ ভক্তিরসানন্দনিপুণঃ স্যাদ্ যথা শুকঃ।।৪৫।।

শমস্য নির্বিকারত্বান্নাট্যজ্ঞৈর্নৈষ মন্যতে।

শান্ত্যাখ্যায়া রতেরত্র স্বীকারান্ন বিরুধ্যতে।।৪৬।।

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।

তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা।।৪৭।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে এই শান্তরসভক্তেরও জ্ঞানসংস্কারসমূহ শিথিল হইলে তিনি শ্রীশুকদেবের ন্যায় ভক্তিরসানন্দনিপুণও হইতে সমর্থ হন। সমভাবের নির্বিকারত্ব-নিবন্ধন নাট্যজ্ঞগণ ইহাকে রস বলিয়া স্বীকার করেন না, কেবল শান্তরস-সম্বন্ধে উঁহারা বিরোধ করিলেও কিন্তু ভক্তিবাদিসম্মত শান্তরসে উঁহারা বিরোধ করিতে পারেন না, কেননা শ্রীভগবানে রতিমাত্রেরই রসতা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, 'বুদ্ধির মদেকনিষ্ঠতাকে শম' বলা হয়, কিন্তু শান্তরতি ব্যতিরেকে বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা সুদুর্ঘট।।৪৫-৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্র শ্রীশুক এব প্রমাণমিত্যাহ-তদিতি। শ্রীশুকেন হি সর্বোত্তম-প্রেমতয়া ব্রজবাসিমাত্রং নিরূপ্য তত্রাপি শৃঙ্গাররসে পরমোৎকর্ষোদর্শিতঃ।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্রেতি--কেবলশান্তরসস্তৈর্বিরুধ্যতাং নাম, অত্র অস্মৎসম্মতে তু শান্তরসে তৈর্বিরোদ্ধুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ--শান্তাখ্যায়া ইতি, শ্রীভগবদ্রতিমাত্রস্য রসত্বং পূর্বমেব হি স্থাপিতমিতি ভাবঃ। তত্র হি কার্যদ্বারা রতিরূপং কারণং লক্ষ্যত ইত্যাহ--তন্নিষ্ঠেতি।।৪৬-৪৭।।

কেবলশান্তোঽপি, শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে যথা --

নাস্তি যত্র সুখং দুঃখং ন দ্বেষো ন চ মৎসরঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ।।৪৮।।

অনুবাদ। কেবল শান্তরসও, শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে, যথা--যাহাতে সুখ, দুঃখ কিংবা দ্বেষ, মৎসরতা নাই এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমভাব বিদ্যমান, তাহাই শান্তরস-নামে খ্যাত।।৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ কেবলে শান্তাখ্যে রসে বিবদমানানাং মতনিরাসেন কৈমুত্যাদাত্মমতং স্থাপয়তি--কেবলং শান্তেঽপি বিষ্ণুধর্মোত্তরে যথা।।৪৮।।

সর্বথৈবমহঙ্কার-রহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ।
অত্রান্তর্ভাবমর্হন্তি ধর্মবীরাদয়স্তদা।।৪৯।।

অনুবাদ। যদি সর্বদাই দর্পরহিত হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্মবীর, দানবীর ও দয়াবীর শান্তরসের অন্তর্গত হইতে পারে।।৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধর্মবীরাদয়ঃ ধর্মদানদয়াবীরাঃ, জ্ঞানিভক্তানামিব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাহঙ্কার-রহিতাশ্চেত্তদা শান্তভক্ত্যন্তর্ভাবমর্হতি।।৪৯।।

ধৃতিস্থায়িনমেকে তু নির্বেদস্থায়িনং পরে।
শান্তমেব রসং পূর্বে প্রাহুরেকমনকধা।।৫০।।

অনুবাদ। পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞগণ এই শান্তরসে কেহ ধৃতিকে, কেহবা নির্বেদকে স্থায়িভাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।।৫০।।

নির্বেদো বিষয়ে স্থায়ী তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভবঃ স চেৎ।
ইষ্টানিষ্টাবিয়োগাপ্তিকৃতস্তু ব্যাভিচার্যসৌ।।৫১।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগেমুখ্যভক্তি
রসপঞ্চক-নিরূপণে শান্তভক্তিরস-লহরী প্রথমা।

অনুবাদ। তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে নির্বেদ স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু ইষ্টানিষ্টবিয়োগোত্থ নির্বেদ হইলে উহা ব্যাভিচারিমধ্যে গণ্য হইবে।।৫১।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরস-পঞ্চক-নিরূপণে
শান্তভক্তিরস-লহরী-নাম্নী প্রথমা লহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেচিদেকমেব শান্তরসং স্থায়িভেদেনানেকমাহু স্তন্মমাহ—ধৃতীতি। ননু নির্বেদস্য ব্যভিচারিমধ্যে এব সর্বমতে গণনাৎ কথং তস্য স্থায়িত্বমিত্যত আহ—নির্বেদ ইতি। মতবিষয়ে নির্বেদস্তত্ত্ব জ্ঞানোদ্ভব শেচত্তদা স্থায়ীভবতি। সব এব ইষ্টবিয়োগানিষ্ট প্রাপ্তিশেচত্তদা ব্যভিচারী ভবতীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।৫০-৫১।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চক-নিরূপণে
শান্তভক্তিরসলহরী নাম প্রথমা।।১।।



প্রীতভক্তিরসাখ্যা দ্বিতীয়লহরী

শ্রীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ।

রসপ্রসঙ্গে সপ্রেমভক্তিকাখ্যাং প্রকীর্তিতঃ।।১।।

রতিস্থায়িতয়া নামকৌমুদীকৃদ্ভিরপ্যসৌ।

শান্তত্বেনায়মেবাদ্ধা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ।।২।।

অনুবাদ। প্রীতিভক্তিরস নাম্নী দ্বিতীয়লহরী। শ্রীধরস্বামী রসপ্রসঙ্গে এই শ্রীভক্তিরসকেই 'সপ্রেমভক্তিক'-নামক রসোত্তম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধরও রতিস্থায়িতায় এই রসকে এবং সুদেবাদি আলঙ্কারিকগণ বস্তুতঃ শান্তরূপে এই প্রীতভক্তিরসই বর্ণন করিয়াছেন।।১-২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসৌ প্রীতিরতির্নামকৌমুদীকৃদভিঃ স্থায়িতয়া বর্ণিতা।।২।।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্।

নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ।।৩।।

অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা।

ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি।।৪।।

অনুবাদ। আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীত যদি আস্বাদনীয়তা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে 'প্রীতভক্তিরস' বলে। অনুগ্রাহ্য লোকের দাসত্ব ও লাল্যত্ব, ভেদে এই প্রীতভক্তিরসও সম্ভ্রমপ্রীত ও গৌরবপ্রীত-নামে দ্বিবিধ হয়।।৩-৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুগ্রাহ্যস্য ভক্তস্য দাসত্বং নান্যত্বমপি বর্ততে অতোঽয়ং দ্বিধা ভিদ্যতে। ভেদমাহ--দাসস্য সম্ভ্রমপ্রীতিঃ। পুত্রাদিরূপলাল্যস্য গৌরবপ্রীতিঃ।।৪।।

তত্র **সম্ভ্রমপ্রীতঃ** --

দাসাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতিঃ সম্ভ্রমোত্তরা।

পূর্ববৎ পুষ্যমাণোঽয়ং সম্ভ্রমপ্রীত উচ্যতে।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সম্ভ্রমপ্রীত--দাসাভিমানিগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সম্ভ্রম-প্রধানা প্রীতি পূর্বের ন্যায় পুষ্যমাণ হইলে যে রস হয়, তাহাকে 'সম্ভ্রমপ্রীত' বলা হয়।।৫।।

তত্র **আলম্বনাঃ** --

হরিশ্চ তস্য দাসাশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ।।৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আলম্বন--হরি ও তাঁহার দাসগণ এই রসে যথাক্রমে বিষয় ও আশ্রয়ালম্বন।।৬।।

তত্র হরিঃ —

আলম্বনোঽস্মিন্ দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোকুলবাসিষু।
অন্যত্র দ্বিভুজঃ ক্বাপি কুত্রাপ্যেষ চতুর্ভুজঃ।।৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হরি — এই সম্ভ্রমপ্রীতরসে গোকুলবাসিগণের নিকট দ্বিভুজ কৃষ্ণই আলম্বন, অন্যস্থলে (দ্বারকা-মথুরা প্রভৃতিতে) কখনও দ্বিভুজ, কখনও চারিভুজ।।৭।।

তত্র ব্রজে, যথা —

নবাম্বুধরবন্ধুরঃ করযুগেন বক্ত্রাম্বুজে
নিধায় মুরলীং স্ফুরৎপুরটনিন্দি-পট্টাম্বরঃ।
শিখণ্ডকৃতশেখরঃ শিখরিণস্তটে পর্যটন্
প্রভুর্দিবি দিবৌকসো ভুবি ধিনোতি নঃ কিঙ্করান্।।৮।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে ব্রজে, যথা---নবজলদ হইতেও সুন্দর, কাঞ্চন-বিনিন্দি-পট্টবস্ত্রভুষিত, ময়ূরপিচ্ছনির্মিত চূড়াধারী আমাদের প্রভু গিরিরাজের তটদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দুই হস্তে মুরলী ধারণ করিয়া বাদন করিলে স্বর্গে দেবতাগণকে এবং মর্ত্যে কিঙ্কর আমাদিগকে আনন্দ দান করেন।।৮।।

অন্যত্র **দ্বিভুজো**, যথা —

প্রভুরয়মনিশং পিশঙ্গবাসাঃ করযুগভাগরিকম্বুরম্বুদাভঃ।
নবঘন ইব চঞ্চলাপিনদ্ধো রবিশশিমণ্ডলমণ্ডিতশ্চকাস্তিঃ।।৯।।

অনুবাদ। অন্যস্থলে দ্বিভুজ, যথা—এই প্রভু সততই পীতবসন ধারণ করেন; ইঁহার হস্তে চক্র ও শঙ্খ শোভিত, বর্ণ জলদশ্যামল, দেখিলে মনে হয় যেন বিদ্যুৎশোভিত একখণ্ড নবীন মেঘ রবি ও চন্দ্রমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।।৯।।

তথ্য। এখানে চক্রস্থানীয় সূর্য ও শঙ্খস্থানীয় চন্দ্র।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বন্ধুরঃ সুন্দরঃ। তত্রাদ্ভুতোপমানমাহ বিদ্যুদ্‌যুক্তঃ কশ্চন মেঘো যদি রবিশশি-মণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতো ভবতি, তদাসৌ উপমানমাপ্নোতি। চক্রস্থানীয়ঃ সূর্যঃ শঙ্খস্থানীয়ঃ শশী জ্ঞেয়ঃ।।৯।।

তত্র **চতুর্ভুজো**, যথা ললিতমাধবে —

চঞ্চৎকৌস্তুভ-কৌমুদী-সমুদয়ঃ কৌমোদকীচক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢ্যশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
দিব্যালঙ্করণেন সঙ্কটতনুঃ সঙ্গী বিহঙ্গেশিতু-
র্মাং ব্যস্মারয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকুণ্ঠগোষ্ঠীশ্রিয়ম্।।১০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে চতুর্ভুজ, যথা ললিতমাধবে—(নারদবাক্য—) যাঁহার কণ্ঠে কৌস্তুভমণির কিরণরাজি ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে, যাঁহার উজ্জ্বল ভুজ চতুষ্টয়ে শঙ্খ,

চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান, দিব্যভূষণে যাঁহার শরীর সুমণ্ডিত, গরুড়বাহন সেই কংস-নিসূদন আমাকে বৈকুণ্ঠ-সম্পদের কথা বিস্মরণ করাইয়াছেন।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। চঞ্চদিতি—নারদবাক্যম্। চঞ্চলো যঃ কৌস্তুভঃ তস্য যা কৌমুদী জ্যোৎস্না তস্যাঃ সম্যগুদয়ো যত্র তথাভূতঃ কংস-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণঃ গদাচক্রয়োঃ সখ্যেন তথা জলজয়োঃ পদ্মশঙ্খয়োঃ সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈঃ চতুর্ভুজৈঃ আঢ্যঃ সঙ্কটতনুর্ব্যাপ্ততনুঃ বিহঙ্গেশিতুর্গরুড়স্য সঙ্গী এষ ইতি বৈকুণ্ঠনাথাদপি চমৎকারত্বেন ময়া অনুভূয়মান ইত্যর্থঃ। ব্যস্মারয়দিত্যনেন চ প্রস্তুতানাং সামগ্রীণাং বৈকুণ্ঠ সামগ্রীভ্যো বিলক্ষণত্বং ধ্বনিতম্।।১০।।

ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।।১১।।
অবতারাবলীবীজং সদাত্মারামহৃদ্‌গুণঃ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্বজ্ঞ সুদৃঢ়ব্রতঃ।।১২।।
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ।
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্বশুভঙ্করঃ।।১৩।।
প্রতাপী ধার্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ।
বদান্যস্তেজসা যুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্তিসংশ্রয়ঃ।।১৪।।
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভির্গুণৈঃ।
যুতশ্চতুর্বিধেষ্বেষ দাসেষ্বালম্বনো হরিঃ।।১৫।।

অনুবাদ। যাঁহার প্রত্যেকটি রোমকূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যিনি কৃপাসিন্ধু, অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, সর্বসিদ্ধিনিষেবিত, অবতারাবলীবীজ, আত্মরামগণাকর্ষক, পরমেশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, শরণাগতপালক, দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, ধার্মিক, শাস্ত্রচক্ষু, ভক্তসুহৃত্তম, বদান্য, তেজীয়ান্, কীর্তিমান্, বরীয়ান্, বলবান্, প্রেমাধীন ইত্যাদি গুণযুক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণই চারিপ্রকার দাসগণের আলম্বন হন।।১১-১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রহ্মাণ্ডেতি—ব্রহ্মাণ্ডকোটেরপি আশ্রয় একরোমকূপো যস্য, 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' ইত্যাদি দশমোক্তে (৯।১৩) মধ্যম-পরিমাণত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা পরমবিভুবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাণ্ডৈঃ সহ ভগবৎসম্বন্ধা ভাবেঽচিন্ত্যশক্ত্যা তেষামাশ্রয়ঃ, যদুক্তং শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং—"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।" (৯।৪); 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি পস্য মে যোগমৈশ্বরম্। (৯।৫) ইতি'।।১১।।

অথ দাসাঃ —

দাসাস্তু প্রশ্রিতাস্তস্য নিদেশবশবর্তিনঃ।
বিশ্বস্তাঃ প্রভূতা-জ্ঞান-বিনম্রিতধিয়শ্চ তে।।১৬।।

যথা —

প্রভূরময়খিলৈর্গুণৈর্গরীয়ানিহ তুলনামপরঃ প্রযাতি নাস্য।
ইতি পরিণতনির্ণয়েন নম্রান্ হিতচরিতান্ হরিসেবকান্ ভজধ্বম্।।১৭।।

অনুবাদ। অতঃপর দাসগণ--সেই দাসগণ নতদৃষ্টিতে স্থিত, স্ব স্ব যোগ্য-কার্যে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় স্বতঃরুচিযুক্ত, বিশ্বস্ত এবং প্রভুত্বজ্ঞানে বিনম্রিত-বুদ্ধিযুক্ত। যথা--'আমাদের এই প্রভু নিখিলগুণে শ্রেষ্ঠ। ইনি অতুল্য'--এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে নম্র, শুভাচরণশীল হরিসেবকগণকে ভজন কর।।১৬-১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রশ্রিতা নতদৃষ্টিত্বাদিনা স্থিতাঃ, নির্দেশে স্বস্বযোগ্যকর্মণি শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞামাত্রে যো বশঃ ইচ্ছা স্বতএব রুচিস্তত্র বর্তিতুং শীলং যেষাং তে তথা।।১৬।।

চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারিষদানুগাঃ।।১৮।।

অনুবাদ। ঐ দাসগণ অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগতভেদে চতুর্বিধ।।১৮।।

তত্র অধিকৃতাঃ —

ব্রহ্ম-শঙ্কর-শক্রাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ।
রূপং প্রসিদ্ধমেবৈষাং তেন ভক্তিরুদীর্যতে।।১৯।।

যথা --

কা পর্যেত্যম্বিকেয়ং হরিমষকলয়ন্ কম্পতে কঃ শিরোঽসৌ
তং কঃ স্তৌত্যেষ ধাতা প্রথমতি বিলুণ্ঠন্ কঃ ক্ষিতৌ বাসবোঽয়ম্।
কঃ স্তব্ধো হস্যতেঽদ্ধা দনুজভিদনুজৈঃ পূর্বজোঽয়ং মমেত্থং
কালিন্দী জাম্ববত্যাং ত্রিদশপরিচয়ং জালরন্ধ্রাদ্ ব্যতানীৎ।।২০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অধিকৃত--ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে 'অধিকৃত দাস' বলা হয়; ইঁহাদের রূপ প্রসিদ্ধ থাকায় তাঁহাদের ভক্তিবিষয়ে বলা হইতেছে, যথা--গবাক্ষরন্ধ্রে লোচন দিয়া কালিন্দী জাম্ববতীর নিকটে দেববৃন্দের পরিচয় করাইতেছেন--- (প্রশ্নোত্তরযোগে) প্রদক্ষিণ করিতেছেন কে?--অম্বিকা; শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া উনি কে কম্পিত হইতেছেন? শিব; তাঁহাকে স্তব করিতেছেন কে?--ব্রহ্মা; কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন?--ইনি ইন্দ্র; দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের অনুজগণ স্তব্ধ দেখিয়া কাহাকে উপহাস করিতেছেন?--ইনি আমারই অগ্রজ যম।।১৯-২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কা পর্যেতি--প্রদক্ষিণীকরোতি, ধাতা ব্রহ্মা, বাসব ইন্দ্রঃ, স্তব্ধঃ স্তম্ভাখ্য-সাত্ত্বিকেন যুক্তঃ, স্তব্ধতাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণস্যানুজৈঃ কঃ পরিহস্যতে? অয়ং মম পূর্বজো যমঃ, যদ্যপি তদানীং মাণ্ডব্যশাপাৎ যমস্য বিদূরে প্রবেশঃ, তথাপ্যর্যম্ন এব তদ্রূপত্বেন ব্যবহারান্নাসঙ্গতিঃ।।২০।।

অথ **আশ্রিতাঃ** —

তে শরণ্যা জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাস্ত্রিধাশ্রিতাঃ।।২১।।

যথা —

কেচিদ্ভীতাঃ শরণমভিতঃ সংশ্রয়ন্তে ভবন্তং
বিজ্ঞাতার্থাস্ত্বদনুভবতঃ প্রাস্য কেচিন্মুমুক্ষাম্।
শ্রাবং শ্রাবং তব নবনবাং মাধুরীং সাধুবৃন্দাদ্-
বৃন্দারণ্যোৎসব কিল বয়ং দেব সেবেমহি ত্বাম্।।২২।।

অনুবাদ। অতঃপর আশ্রিত—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠভেদে ইঁহারা তিন প্রকার। যথা—(মাথুর মালাকার সুদামার বাক্য—) কেহ কেহ সংসার-ভয়াদিতে ভীত হইয়া সর্বতোভাবে তোমাকেই শরণ করে, কেহ কেহ (জ্ঞানবাদী) বা মুমুক্ষা ত্যাগ করিয়া তোমার বিষয়ে অনুভব পাইয়া (ব্রহ্মানুভব ও তোমার অনুভব উভয়ের তামতম্য বুঝিতে পারিয়া) - পুরুষার্থ জানিয়া তোমাকে আশ্রয় করে। অথচ হে দেব! বৃন্দাবনোৎসব! আমরা সাধুগণ হইতে তোমার নবনবায়মান মাধুরী শুনিয়া শুনিয়া তোমাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করি।।২১-২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেচিদিতি—শরণ্যাঃ ত্বদনুভবতো বিজ্ঞাতার্থা ইতি। ব্রহ্মানুভব-ত্বদনুভবয়োর্জ্ঞানতারতম্যাদিত্যনেন জ্ঞানিচরাঃ। সহজদাস্যরতিমতঃ সাধক ভক্তস্য বচনমিদম্।।২২।।

তত্র **শরণ্যাঃ** —

শরণ্যাঃ কালিয়-জরাসন্ধ-বদ্ধনৃপাদয়ঃ।।২৩।।

যথা —

অপি গহনাগসি নাগে প্রভুবরমযত্যদ্ভুতাদ্য তে করুণা।
ভক্তৈরপি দুর্ল্লভয়া যদহং পদমুদ্রয়োজ্জ্বলিতঃ।।২৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শরণ্য—কালিয় ও জরাসন্ধকর্তৃক আবদ্ধ রাজন্যবৃন্দই শরণ্যভক্ত। যথা—হে প্রভুবর! আমি মহাপরাধী সর্প হইলেও কিন্তু অদ্য তোমার মহাদ্ভুত কৃপা লাভ করিলাম, কেননা ভক্তগণেরও দুর্লভ তোমার চরণ চিহ্নদ্বারা আমি উজ্জ্বলিত হইয়াছি।।২৩-২৪।।

যথা বা অপরাধভঞ্জনে —

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা স্তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।২৫।।

অনুবাদ। যথা বা, অপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে—কামাদি ষড়্‌রিপুর কত দুষ্ট আদেশ কতরূপেই পালন করিলাম। অথচ আমার বিষয়ে তাহাদের কৃপা হইল না। হে যদুনাথ!

এক্ষণে ইহাদিগকে বর্জন করিয়া সদ্‌বুদ্ধির উদয়ে অভয় তোমাকেই শরণ করিলাম। তুমি আমাকে নিজদাস্যে নিযুক্ত কর।।২৫।।

অথ জ্ঞানিচরাঃ --

যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ।।২৬।।

অনুবাদ। অতঃপর জ্ঞানিচর--শৌনকপ্রমুখ মুনিবৃন্দ--যাঁহারা মুমুক্ষা ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির সমাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানিচর বলা হয়।।২৬।।

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে --

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা।।২৭।।

অনুবাদ। যথা, হরিভক্তিসুধোদয়ে--অহো মহাত্মন্! মনুষ্যলোকে মহাদোষদুষ্ট জন্ম কিন্তু 'সৎসঙ্গম'-নামক একমাত্র গুণেই প্রতিভাত হইতেছে, কেননা এই গুণেই অদ্য আমাদের মুমুক্ষাও দূরীভূত হইয়াছে।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সার্বদিকানন্য-গতিত্ব-নিবেদনায় বহুদোষদুষ্টোঽপি এষ ভবঃ মনুষ্যলোকে জন্ম সৎসঙ্গমাখ্যে নৈকেন গুণেন ভাতি যেন সৎসঙ্গেন মুমুক্ষা কৃশা কৃতা।।২৭।।

যথা বা পদ্যাবল্যাম্ --

ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং যে তু জানন্তি তত্ত্বং
তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতিমধুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা।।২৮।।

অনুবাদ। যথা বা পদ্যাবলীতে--ধ্যানাতীত কোনও অনির্বাচ্য তত্ত্বকেই যাঁহারা উপাস্যবস্তুরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন; তাঁহাদের হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা বিরাজিত হউন, আমাদের আত্মা কিন্তু এই পদ্মপলাশ-নয়ন--যাঁহার স্বভাব মধুর, বদনকমলে মৃদুমধুর হাস্য, বর্ণ ঘনশ্যাম এবং পরিধানে পীতবসন।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধ্যানাতীতমিতি পূর্বার্ধে হেয়ত্ব বিবক্ষয়া জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞাতবন্নির্দেশাৎ, পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মেতি পরমেশিতৃত্বাৎ পরমপ্রিয়ত্বাচ্চ।।২৮।।

অথ সেবানিষ্ঠাঃ --

মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।
চন্দ্রধ্বজো হরিহরে বহুলাশ্বস্তথা নৃপঃ।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে ।।২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর সেবানিষ্ঠা—প্রথম হইতেই যাঁহারা ভজনানুরক্ত, তাঁহাদিগকে 'সেবানিষ্ঠ' বলে। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, রাজা বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রমুখ সেবানিষ্ঠ দাস।।২৯।।

যথা —

আত্মারামানপি গময়তি তদ্‌গুণো গানগোষ্ঠীং
শূন্যোদ্যানে নয়তি বিহগানপ্যলং ভিক্ষুচর্যাম্।
ইত্যুৎকর্ষং কমপি সচমৎকারমাকর্ণ্য চিত্রং
সেবায়াং তে স্ফুটমঘহর শ্রদ্ধয়া গর্ধিতোঽস্মি।।৩০।।

অনুবাদ। হে অঘহর! তোমার গুণ আত্মারাম সমূহকে গানসভায় আকর্ষণ করে, নির্জন উদ্যমে বর্তমান বিহগসদৃশ তপস্বিবৃন্দকেও যথেচ্ছ (ভবদীয়গানশ্রবণেচ্ছায় গান-সভাতে) ভিক্ষুর ন্যায় আচরণ করায়,—বিস্ময়সহকারে এইরূপ অনির্বাচ্য বিচিত্র উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়াই আমি তোমার সেবায় শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিলাষ করিতেছি।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শূন্যে নির্জনে উদ্যানে বর্তমানান্ বিহগ-সদৃশান্ তপস্বিনোঽপি ভিক্ষুচর্যাং তদ্‌গুণ-গান-শ্রবণেচ্ছয়া তৎসভায়াং ভিক্ষোরিব চর্যাং নয়তি। তব সেবায়াং গর্বিতোঽস্মি আকাঙ্ক্ষিতোঽস্মি, গৃধু-অভিকাঙ্ক্ষায়ামিতি ধাতুঃ।।৩০।।

অথ **পারিষদাঃ** —

উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।
নন্দোপনন্দ ভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদা যদুপত্তনে।।৩১।।
নিযুক্তাঃ সন্ত্যমী মন্ত্র-সারথ্যাদিষু কর্মসু।
তথাপি ক্কাপ্যবসরে পরিচর্যাঞ্চ কুর্বতে।
কৌরবেষু তথা ভীষ্ম-পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ।।৩২।।

তেষাং **রূপং**, যথা —

সরসাঃ সরসীরুহাক্ষবেষা-স্ত্রিদিবেশাবলিজৈত্র-কান্তিলেশাঃ।
যদুবীরসভাসদঃ সদামী প্রচুরালঙ্করণোজ্জ্বলা জয়ন্তি।।৩৩।।

অনুবাদ। অতঃপর পারিষদবৃন্দ-উদ্ধব, দারুক, জৈত্র, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্রাদি যদুপুরের পারিষদ। ইঁহারা মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কর্মে নিযুক্ত হইলেও অবসরক্রমে পরিচর্যা ইত্যাদিও করেন। কৌরবগণ-মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুরাদি পারিষদ। তাঁহাদের রূপ, যথা—যদুবীর-সভাসদবৃন্দ সকলেই রসময় ও শ্রীকৃষ্ণবৎ বেশভূষাধারণকারী; তাঁহাদের কান্তিলেশেও দেববৃন্দ মোহিত হন, সততই ইঁহারা প্রচুর ভূষণে উজ্জ্বল হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন।।৩১-৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদুপত্তনে দ্বারকায়াম্।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্যেব বেশো যেষাং তে তথোক্তাঃ।।৩৩।।

ভক্তিঃ যথা –

শংসন্ ধূর্জটি-নির্জয়াদি-বিরুদং বাষ্পাবরুদ্ধাক্ষরং
শঙ্কা-পঙ্কলবং মদাদগণয়ন্ কালাগ্নিরুদ্রাদপি।
ত্বয্যেবার্পিতবুদ্ধিরুদ্ধবমুখস্ত্বৎপার্ষদানাং গণো
দ্বারি দ্বারবতীপুরস্য পুরতঃ সেবোৎসুকস্তিষ্ঠতি।।৩৪।।

অনুবাদ। ভক্তি, যথা-(ইন্দ্রপ্রস্থগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন ভক্তের উক্তি--) বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে শিবের পরাজয়াদিসূচক বিরুদসমূহ গান করিয়া--কালাগ্নিরুদ্র হইতেও উদ্বেগদায়ক শঙ্কাপঙ্কাদিকে মদভরে গ্রাহ্য না করিয়া--তোমাতেই সমর্পিতবুদ্ধি উদ্ধবাদি পার্ষদবৃন্দ দ্বারকাপুরীর অগ্রিমদ্বারে সেবার জন্য উৎসুক হইয়া অবস্থিত আছেন।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শংসন্নিতি ইন্দ্রপ্রস্থগতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কস্যচিদ্ বচনং---ধূর্জটেঃশিবস্য পরাজয়াদের্যো বিরুদঃ তং শংসন্ কথয়ন্ শঙ্কেব পঙ্কমুদ্বেগ দায়িত্বাৎ, তস্য লবমপ্যগণয়ন্ সোঽপি নাস্তীতি নিশ্চিন্বন্নিত্যর্থঃ। দ্বারবতীপুরস্য পুরতো দ্বারী অগ্রিমদ্বারী অত্যুৎকণ্ঠয়া সেবোৎসুকঃ সন্ তিষ্ঠতি।।৩৪।।

এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ।।৩৫।।

অনুবাদ। এই যাদবগণের মধ্যে প্রেমবশ শ্রীমান্ উদ্ধবই সর্বশ্রেষ্ঠ।।৩৫।।

তস্য রূপং, যথা –

কালিন্দীমধুরত্বিষং মধুপতের্মাল্যেন নির্মাল্যতাং
লব্ধেনাঞ্চিতমম্বরেণ চ লসদ্গোরোচনা রোচিষা।
দ্বন্দ্বেনার্গলসুন্দরেণ ভুজয়োর্ভ্রাজিষ্ণুমব্জেক্ষণং
মুখ্যং পারিষদেষু ভক্তিলহরীরুদ্ধং ভজাম্যুদ্ধবম্।।৩৬।।

অনুবাদ। তাঁহার রূপ, যথা---যাঁহার কালিন্দীর ন্যায় মধুরকান্তি, শ্রীকৃষ্ণের নির্মাল্যমালাদ্বারা যিনি অলঙ্কৃত, যাঁহার পরিধানে গোরোচনার ন্যায় পীতবর্ণ বসন, সেই অর্গল হইতেও সুন্দর ভুজদ্বয়ে দীপ্তিশীল, কমলনয়ন, ভক্তিতরঙ্গে বশীভূত ও পার্ষদমুখ্য উদ্ধবকে ভজন করি।।৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রেমবিক্লবঃ প্রেমবশঃ। কালিন্দ্যা ইব মধুরা ত্বিট্ কান্তির্যস্য, নির্মাল্যতাং প্রাপ্তেন শ্রীকৃষ্ণস্য মাল্যেন অঞ্চিতং যুক্তমিত্যর্থঃ। গোরোচনায়া ইব পীতা কান্তি র্যস্য, এবম্ভূতেনাম্বরেণাঞ্চিতং ভুজয়োর্দ্বন্দ্বেন ভ্রাজিষ্ণুং ভক্তি-লহরীভিঃ রুদ্ধং বশীকৃতম্।।৩৬।।

ভক্তিঃ, যথা –

মুর্ধন্যাহুকশাসনং প্রণয়তে ব্রহ্মেশয়োঃ শাসিতা
সিন্ধুং প্রার্থয়তে ভুবং তনুতরাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরঃ।
মন্ত্রং পৃচ্ছতি মামপেশলধিয়ং বিজ্ঞানবারাং নিধি-
র্বিক্রীড়ত্যসকৃদ্বিচিত্র-চরিতঃ সোঽয়ং প্রভুর্ম দৃশাম্।।৩৭।।

অনুবাদ। ভক্তি, যথা—ব্রহ্মা-শিবের শাসক হইয়াও উগ্রসেনের শাসনকে যিনি শিরোধার্য করেন, ব্রহ্মাণ্ডকোটীর ঈশ্বর হইয়াও যিনি সিন্ধুর নিকটে স্বল্পপরিসর দ্বারকাভূমিটি প্রার্থনা করেন, বিজ্ঞান-সিন্ধু হইয়াও যিনি অল্পজ্ঞ আমাকে (উদ্ধবকে) মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বিচিত্র চরিত্রের প্রকটনে মুহুর্মুহু খেলা করিতেছেন।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মূর্ধনীত্যুদ্ধব-বচনং—মাদৃশং প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অসকৃৎ ক্রীড়তি। ক্রীড়ামেবাহ—ব্রহ্মেশয়োঃ শাসিতাপি আহুকস্য উগ্রসেনস্য শাসনং মূর্ধনি কুরুতে, ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরোঽপি তনুতরাং স্বল্পাং দ্বারকারূপভূবং সমুদ্রং প্রার্থয়তে, বিজ্ঞান-সমুদ্রোঽপি অপেশলধিয়মল্পজ্ঞং মাং মন্ত্রণাং পৃচ্ছতি।।৩৭।।

অথ **অনুগাঃ** —

সর্বদা পরিচর্যাসু প্রভোরাসক্তচেতসঃ।
পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা।।৩৮।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুগাগণ—সততই প্রভুর পরিচর্যায় আসক্তচিত্ত অনুগগণকে পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে দুই প্রকার বলা হয়।।৩৮।।

তত্র **পুরস্থাঃ** —

সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্বঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।
এষাং পার্ষদবৎ প্রায়োঃ রূপালঙ্করণাদয়ঃ।।৩৯।।

সেবা, যথা —

উপরি কনকদণ্ডং মণ্ডনো বিস্তৃণীতে ধুবতি কিল সুচন্দ্রশ্চামরং চন্দ্রচারুম্।
উপহরতি সুতম্বঃ সুষ্ঠু তাম্বুলবীটীং। বিদধতি পরিচর্যাঃ সাধবো মাধবস্য।।৪০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে পুরস্থ—সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব, সুতম্বাদি পুরানুগগণ; ইঁহাদের রূপ ও অলঙ্কারাদি প্রায় পার্ষদের সমান। সেবা, যথা—মণ্ডন-নামক দাস শ্রীকৃষ্ণের উপরি সুবর্ণদণ্ড ছত্র ধারণ করেন, সুচন্দ্র চন্দ্র হইতেও সুন্দর (শুভ্র) চামর ব্যজন করেন, সুতম্ব অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাম্বুল বীটিকা প্রদান করেন; এইরূপে মহাভাগ্যবান্ দাসগণ নানাবিধ পরিচর্যা করিতেছেন।।৩৯-৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মণ্ডননামা দাসঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোপরি রত্নদণ্ডং ছত্রং বিস্তৃণীতে। চামরং ধুবতি কম্পয়তে, উপহরতি দদাতীত্যর্থঃ।।৪০।।

অথ ব্রজস্থাঃ —

রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসাল-সুবিলাশ্চ প্রেমকন্দো মরকন্দঃ।।৪১।।
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ।।৪২।।

এষাং রূপং, যথা —

মণিময়বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্ পুরট জবা-মধুলিট্-পটীর-ভাসঃ।
নিজবপুরনুরূপ-দিব্য-বস্ত্রান্ ব্রজপতিনন্দন-কিঙ্করান্নমামি।।৪৩।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্রজস্থ—রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরকন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, শারদ প্রভৃতি ব্রজানুগগণ। এই ব্রজানুগগণের রূপ, যথা—যাঁহাদের অঙ্গ মণিময় অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কারে উজ্জ্বল, যাঁহারা স্বর্ণ, জবাপুষ্প, ভ্রমর, চন্দনাদির ন্যায় কান্তিযুক্ত এবং নিজ নিজ শরীরের উপযুক্ত দিব্য বসনে শোভিত, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবকগণকে নমস্কার করিতেছি।।৪১-৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুরটং সুবর্ণং, জবা রক্তপুষ্পং, মধুলিট্ ভ্রমরঃ পটিরশ্চন্দনম্, এতেষামেব ভাসঃ কান্তয়োর্যেষাম্।।৪৩।।

সেবা, যথা —

দ্রুতং কুরু পরিষ্কৃতং বকুল পীতপট্টাংশুকং
বরৈরগুরুভির্জলং রচয় বাসিতং বারিদ।
রসাল পরিকল্পয়োরগলতাদলৈর্বীটীকাঃ
পরাগপটলী গবাং দিশমরুন্ধ পৌরন্দরীম্।।৪৪।।

অনুবাদ। সেবা, যথা—হে বকুল! পীতপট্টবসন সত্বর পরিষ্কার কর, হে বারিদ! উত্তম অগুরুদ্বারা জল সুবাসিত কর; হে রসাল! তাম্বুলপত্রদ্বারা বীটিকা রচনা কর; গোগণের খুরোত্থ ধূলিসমূহ পূর্বদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে।।৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে বকুল! পীতবস্ত্রং পরিষ্কৃতং কুরু, শ্রেষ্ঠৈঃ অগুরুভিঃ জলং বাসিতং কুরু—সুগন্ধং কুরু, উরুগলতা নাগবল্লী তস্যা দলৈঃ পর্ণৈঃ বীটিকাঃ পরিকল্পয় রচনাং কুরু, গবাং পরাগপটলী ধূলিশ্রেণী পৌরন্দরীং ইন্দ্রসম্বন্ধিনীং পূর্বদিশম্ অরুন্ধ, তথা চ শ্রীকৃষ্ণস্য বনাৎ গোষ্ঠগমনসময়ো জাতঃ, তস্মাৎ সেবোপযোগী সামগ্রী সমাধানং শীঘ্রং কুর্বিতি ভাবঃ।।৪৪।।

ব্রজানুগেষু সর্বেষু বরীয়ান্ রক্তকো মতঃ।।৪৫।।

অনুবাদ। সমস্ত ব্রজানুগগণের মধ্যে রক্তকই বরীয়ান্ বলিয়া খ্যাত।।৪৫।।

অস্য রূপং, যথা —

রম্যপিঙ্গ পটমঙ্গরোচিষা খর্বিতোরু-শতপর্বিকা-রুচম্।
সুষ্ঠু-গোষ্ঠযুবরাজসেবিনং রক্তকণ্ঠমনুযামি রক্তকম্।।৪৬।।

অনুবাদ। রক্তকের রূপ, যথা—ইনি রমণীয় পীতপটধারী; ইঁহার দেহকান্তিতে দূর্বার অত্যুত্তম কান্তিপর্যন্ত তিরস্কৃত হইতেছে অর্থাৎ ইনি দূর্বাদলশ্যামল, গোষ্ঠযুবরাজের সর্বথা সেবানিষ্ঠ এবং রক্তকণ্ঠ (অর্থাৎ বসন্তাদি রাগযুক্তকণ্ঠ); এবম্বিধ রক্তকের অনুগ হইতেছি।।৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রক্তকং কীদৃশম্? পীত পটমঙ্গকান্ত্যা, খর্বিতা তিরস্কৃতা উরুঃ শতপর্বিকায়া দূর্বায়া রুক্ কান্তির্যেনঃ কণ্ঠো যস্য, তমনুযামি অনুগতো ভবামীত্যর্থঃ।।৪৬।।

ভক্তিঃ, যথা –

গিরি রভৃতি ভর্তৃদারকেঽস্মিন্ ব্রজযুবরাজতয়া গতে প্রসিদ্ধিম্।
শৃণু রসদ সদা পদাভিসেবাপটিমরতা রতিরুত্তমা মমাস্তু।।৪৭।।

অনুবাদ। ভক্তি, যথা—(শ্রীকৃষ্ণ কখনও রসদভৃত্যের প্রতি সখার ন্যায় ব্যবহার করিলে রসদ উহাতে সঙ্কোচভাব পাইয়া রক্তককে জিজ্ঞাসা করায় রক্তক স্বয়ং বলিতেছেন—) হে রসদ! শুন—গিরিশ্রেষ্ঠধারী রাজনন্দন এই শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের সর্বপ্রকার সেবাচাতুর্যেই আমার রতি সর্বকালের জন্য আবিষ্ট থাকুক।।৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণেন কদাচিৎ সখিবৎ ব্যবহ্রিয়মাণং স্বসঙ্কোচভাবং বীক্ষ্য বিজনে পৃচ্ছন্তং রসদং প্রতি স্বয়মেবাহ—গিরীতি। ভর্তৃদারকে রাজপুত্রে অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে পদাভিসেবাচাতুর্যে রতা আবিষ্টা রতির্মমাস্তু।।৪৭।।

ধূর্যো ধীরশ্চ বীরশ্চ ত্রিধা পারিষদাদিকঃ।।৪৮।।

তত্র **ধূর্যঃ** –

কৃষ্ণেঽস্য প্রেয়সীবর্গে দাসাদৌ চ যথাযথম্।
যঃ প্রীতিঃ তনুতে ভক্তঃ স ধূর্য ইহ কীর্ততে।।৪৯।।

অনুবাদ। এই পারিষদবৃন্দ ও অনুগবৃন্দ ধূর্য, ধীর ও বীরভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ধূর্য—শ্রীকৃষ্ণে, তাঁহার প্রেয়সীবৃন্দে ও দাসাদি-বিষয়ে যিনি যথাযোগ্য প্রীতি করেন, সেই ভক্তকে 'ধূর্য' ভক্ত বলা হয়।।৪৮-৪৯।।

যথা –

দেবঃ সেব্যতয়া যথা স্ফুরতি মে দেব্যস্তথাস্য প্রিয়াঃ
সর্বঃ প্রাণসমানতাং প্রচিনুতে তদ্ভক্তিভাজাং গণঃ।
স্মৃত্বা সাহসিকং বিভেমি তমহং ভক্তাভিমানোন্নতং
প্রীতিং তৎপ্রণতে খরেঽপ্যবিদধদ্ যঃ স্বাস্থ্যমালম্বতে।।৫০।।

অনুবাদ। যথা—দেব শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ আমার সেব্য, সেইরূপ তাঁহার প্রেয়সী দেবীগণও আমার সেব্য, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তই আমার প্রাণ-সমান। শ্রীকৃষ্ণে প্রণত গর্দভের প্রতিও প্রীতির অবিধানে যে ব্যক্তি সুস্থ থাকেন, সেই ভক্তাভিমানকারীর দুঃসাহসের কথা স্মরণ করিয়াও আমি ভয় পাইতেছি।।৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিভাজাং গণঃ সর্বোঽপি মম প্রাণ-মমতাং বিতনুতে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণতে ভক্তে গর্দভেঽপি যা প্রীতিমবিদধৎ অকুর্বন্ সন্ স্বাস্থ্যমালম্বতে, তং ভক্তাভিমানেনাহ কৃতং স্মৃত্বা অহং বিভেমি।।৫০।।

অথ **ধীরঃ** —

আশ্রিত্য প্রেয়সীমস্য নাতিসেবাপরোঽপি যঃ।
তস্য প্রসাদপাত্রং স্যান্মুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে।।৫১।।

অনুবাদ। অতঃপর ধীর—প্রেয়সীর আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণে নাতিসেবানিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার মুখ্যানুগ্রহপাত্র, তিনি 'ধীর'-নামে অভিহিত।।৫১।।

যথা —

কমপি পৃথগনুচ্চৈর্নাচরামি প্রযত্নং যদুকুল-কমলার্ক ত্বৎপ্রসাদশ্রিয়েঽপি।
সমজনি ননু দেব্যাঃ পারিজাতার্চিতায়াঃ পরিজননিখিলান্তঃপাতিনী মে যদাখ্যা।।৫২।।

অনুবাদ। (সত্যভামার অনুগত ধাত্রীপুত্র সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুস্নিগ্ধ শ্যালাবৎ ব্যবহারকারী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে নর্মপ্রায় সেবায় সুখ দিতেছেন—) হে যদুকুল-কমল-অর্ক! তোমার কৃপা-সম্পত্তির জন্যও পৃথক্ করিয়া অল্পমাত্রও কোন চেষ্টা আমার নাই, কেননা পারিজাতের প্রদানে তোমাকর্তৃক পূজিত দেবী সত্যভামার পরিজনবর্গের মধ্যে আমার নাম অবশ্যই লিখিত হইয়াছে।।৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সত্যভামায়াঃ পিত্রা তদনুগত তয়া দত্তস্য তদ্ধাত্রীপুত্রস্য অতএব শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সুস্নিগ্ধ শ্যালায়মানস্য নর্মপ্রায়য়া সেবয়া তং সুখায়তঃ কস্যচিদ্বচনম্। অতএব রসাবহমিদং স্যাৎ, হে যদুকুলকমলার্ক শ্রীকৃষ্ণ! ত্বৎপ্রসাদ-সম্পত্ত্যৈ অনুচ্চৈঃ স্বল্পমপি প্রযত্নং পৃথক্ নাচরামি, যৎ যস্মাৎ পারিজাতেন ত্বয়া অর্চিতায়াঃ পূজিতায়াঃ সত্যভামায়াঃ পরিজন-লিখনান্তঃপাতিনী মমাখ্যা নামধেয়ং সমজনি।।৫২।।

অথ **বীরঃ** —

কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং মান্যমপেক্ষতে।
অতুলানাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে।।৫৩।।
প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু কা কৃতিস্তেন মে,
কুমার-মকরধ্বজাদপি ন কিঞ্চিদাস্তে ফলম্।

কিমন্যমহমুদ্ধতঃ প্রভুকৃপা-কটাক্ষশ্রিয়া,

প্রিয়া-পরিষদগ্রিমাং ন গণয়ামি ভামামপি।।৫৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বীর—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিরেক সমাশ্রয় করিয়া যিনি আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই অতুলনীয় প্রেম করেন, তিনি 'বীর' বলিয়া অভিহিত। যথা—প্রলম্বারি বলদেব ঈশ্বর হউন, তাঁহাকর্তৃক আমার কি কার্য হইবে? কুমার প্রদ্যুম্ন হইতেও আমার কোন ফলপ্রাপ্তির আশা নাই; অধিক কি আর, শ্রীপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ-সম্পত্তিতে উদ্ধত আমি প্রেয়সীগণ শ্রেষ্ঠা সত্যভামাকেও গণনা করি না।।৫৩-৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রলম্বরিপূর্বলদেবঃ তেন কা কৃতিঃ কিং কার্যম? মকরধ্বজাৎ প্রদ্যুম্নাৎ।।৫৪।।

চতুর্থে চ (৪।২০।২৮) —

জগজ্জনন্যাং জগদীশ! বৈশসং স্যাদেব যৎ কর্মণি নঃ সমীহিতম্।

করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া?।।৫৫।।

অনুবাদ। চতুর্থস্কন্ধেও,—(পৃথু উক্তি—) হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিরোধ ঘটিতেই পারে, কেননা আমিও তাঁহার ন্যায় আপনার পাদপদ্মসেবা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি। (অথচ আমি সেই বিরোধের জন্য পশচাদপদ হইব না, কারণ) দীনবৎসল আপনি ভক্তকৃত তুচ্ছ কাম্যকেও প্রভূত বলিয়া জ্ঞান করেন, আর আপনি যখন পরমানন্দ-স্বরূপেই বিরাজ করিতেছেন সেই হেতু লক্ষ্মীদেবীতেও আপনার তত প্রয়োজন নাই।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জগজ্জনন্যামিতি পৃথুবচনম্। হে জগদীশ! জগজ্জনন্যাং লক্ষ্ম্যাং মম বৈশসম্ অপরাধঃ স্যাদেব। তত্র হেতুঃ, যস্যা লক্ষ্ম্যাঃ চরণসেবারূপ-কর্মণি নোঽস্মাকং সমীহিতম্। অতএব দ্রব্যাভিলাষিত্বাৎ বিরোধো ভবিষ্যত্যেব। ননু সা ভগবৎপ্রেয়সী পরমশ্রেষ্ঠা, ত্বমর্বাচীনদাসঃ পরমন্যূনঃ, কথং ত্বয়া সহ বিরোধ-সম্ভাবনাপীত্যতঃ আহ—করোষীতি। ফল্গু অতিতুচ্ছমপি উরু সর্বতোঽধিকং করোষি, অতঃ ত্বং দীনবৎসলঃ, স্বে স্বরূপে ধিষ্ণ্যে স্থানে অভিরতস্য তব ত্বয়া লক্ষ্ম্যা।।৫৫।।

এতেষু তস্য দাসেষু ত্রিবিধেষ্বাশ্রিতাদিষু।

নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।৫৬।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, পার্যদ ও অনুগ এই তিন প্রকার দাসের মধ্যে আবার নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ ও সাধক এই ত্রিবিধ ভেদ বর্তমান।।৫৬।।

অথ **উদ্দীপনাঃ** —

অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্তিস্তস্যাঙ্ঘ্রিরজসাং তথা।

ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তদ্ভক্ত-সঙ্গতিঃ।

ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুরেষ্বসাধারণা মতাঃ।।৫৭।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—অনুগ্রহ-সংপ্রাপ্তি, পদরজঃপ্রাপ্তি, মহাপ্রসাদাঙ্গীকার ও দাস্যরসাশ্রিত ভক্তসংসর্গ ইত্যাদি এই ভক্তগণের অসাধারণ উদ্দীপন।।৫৭।।

বিঃ প্রঃ ভঃ টীকা। অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্ত্যাদীনামুদ্দীপনত্বং বৎসলাদিষু ন সম্ভবত্যেব, ভক্তস্যান্নাদের্ভুক্তা-বশিষ্টং মহাপ্রসাদ ইত্যর্থঃ। তদ্ভক্তসঙ্গতিরিত্যত্রাপি ভক্তিবিশেষেণ দাস্যভেদেন সহ সঙ্গতিঃ।।৫৭।।

তত্র **অনুগ্রহসংপ্রাপ্তিঃ**, যথা —

কৃষ্ণস্য পশ্যত কৃপাং কৃপাদ্যাঃ! কৃপণে ময়ি।
ধ্যেয়োঽসৌ নিধনে হন্ত দৃশোরধ্বানমভ্যগাৎ।।৫৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অনুগ্রহসংপ্রাপ্তি, যথা—হে কৃপাদি যোদ্ধৃবৃন্দ! দীন আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ দেখ, অহো! যোগিধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণ আমার মৃত্যুকালে নেত্রগোচর হইয়াছেন।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণস্যেতি ভীষ্মবচনম্। যো ভগবান্ যোগিভির্ধ্যেয়ঃ কেবলং, স্বনিধনে মরণ-সময়ে।।৫৮।।

মুরলীশৃঙ্গয়োঃ স্বানঃ স্মিতপূর্বাবলোকনম্।
গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্ম-পদাঙ্ক নবনীরদাঃ।
তদঙ্গসৌরভাদ্যাস্তু সর্বৈঃ সাধারণা মতাঃ।।৫৯।।

অনুবাদ। মুরলী ও শৃঙ্গের শব্দ, তদীয় সস্মিত-ঈক্ষণ, তদীয় গুণোৎকর্ষের শ্রবণ, পদ্ম ধ্বজবজ্রাদি পদচিহ্ন, নবমেঘ ও তাঁহার অঙ্গসৌরভাদি শান্তাদি রসচতুষ্টয়ের সহিত এই রসেও সমভাবে উদ্দীপন হইয়া থাকে।।৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্মিতেত্যত্র গুণেত্যত্র চ তদীয় ত্বং গম্যং, পদ্মং চ ধ্বজবজ্রাদি-পদচিহ্নানি চ নবীন মেঘশ্চ।।৫৯।।

অত্র **মুরলীস্বনো**, যথা বিদগ্ধমাধবে —

সোৎকণ্ঠং মুরলীকলা-পরিমলানাকর্ণ্য ঘূর্ণত্তনো-
রেতস্যাক্ষিসহস্রতঃ সুরপতেরশ্রূণি-সস্রুর্ভুবি।
চিত্রং বারিধরান্ বিনাপি তরসা যৈরদ্য ধারাময়ৈ-
র্দূরাৎ পশ্যত দেবমাতৃকমভূদ্‌বৃন্দাটবীমণ্ডলম্।।৬০।।

অনুবাদ। এস্থলে মুরলীশব্দ, যথা বিদগ্ধমাধবে—(শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনে দেবাদির পরস্পর উক্তি—) দেখ, উৎকণ্ঠাভরে মুরলীর স্বরাদি কৌশলাত্মক পরস্পরাশ্লেষরূপ বিমর্দন শ্রবণ করিয়া দেবরাজের শরীর ঘূর্ণিত হইয়া সহস্র লোচন হইতেই পৃথিবীতে অশ্রুধারা পড়িতেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মেঘব্যতীতও সমস্ত ব্রজমণ্ডল অদ্য ঐ অশ্রুপাতেই অভিষিক্ত হইয়াছিল।।৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাদর্শনার্থমাগতানাং বেদবাদিনাং, মুরলী-শ্রবণজন্যমিন্দ্রস্য বিকারং দৃষ্ট্বা পরস্পর-রচনা-সোৎকণ্ঠমিতি। সুরপতেরিন্দ্রস্য নেত্রসহস্রতঃ ভুবি অশ্রূণি সস্রুঃ বারিধরান্ মেঘান্ বিনাপি বৃন্দাটবীমণ্ডলং যৈরশ্রুভি করণৈঃ দেবমাতৃকং বৃষ্ট্যম্বু-পালিতমভূৎ।।৬০।।

অথ **অনুভাবাঃ** —

সর্বতঃ স্বনিয়োগানামাধিক্যেন পরিগ্রহঃ।

ঈর্ষ্যা লবেন চাস্পৃষ্টা মৈত্রী তৎপ্রণতে জনে।

তন্নিষ্ঠতাদ্যাঃ শীতাঃ স্যুরেষ্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।।৬১।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাব—স্বাধিকারযোগ্য সেবাকার্যে সর্বথা প্রবর্তন, কৃষ্ণ-ভজনবিষয়ে ঈর্ষ্যাস্পর্শশূন্য মিত্রতা, প্রীতিমাত্রনিষ্ঠতা ইত্যাদি দাসগণে অসাধারণ শীতক্রিয়া।।৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরিচর্যাদৌ প্রভোর্নিয়োগানাং সর্বাধিক্যেন স্বীকারঃ, পরস্পরোৎ-কর্ষ-দর্শনের্ষ্যালেশেন চাস্পৃষ্টা। তৎপ্রণতে দাসে তন্নিষ্ঠতা—দাস্যমাত্রনিষ্ঠতা।।৬১।।

তত্র **স্বনিয়োগস্য সর্বত আধিক্যং**, যথা —

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।

কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ান্তরায়ো ব্যধায়ি।।৬২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্বনিয়োগের সর্বতঃ আধিক্য, যথা—শ্রীকৃষ্ণের ব্যজনসময়ে সাক্ষাৎ মহা অন্তরায়কারী হইয়াছিল বলিয়া যে প্রেমানন্দ অঙ্গস্তম্ভের আটোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছিল—ঐ প্রেমানন্দকেও দারুক অভিনন্দিত করেন নাই।।৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উত্তুঙ্গয়ন্তং বর্দ্ধয়ন্তং প্রেমানন্দং যেন স্তম্ভেন সাক্ষাৎ অক্ষোদীয়ান্ মহান্ অন্তরায়ো বিঘ্নঃ ব্যধায়ি।।৬২।।

উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা যে তথাস্য সুহৃদাদরঃ।

বিরাগাদ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণাস্তু তে।।৬৩।।

তত্র **নৃত্যং**, যথা শ্রীদশমে (১০।৮৬।৩৮) —

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা।

নত্বা মুনীংশ্চ সংহৃষ্টো ধুন্বন্ বসো ননর্ত হ।।৬৪।।

অনুবাদ। পূর্বকথিত উদ্ভাসরগণ, সুহৃদাদর ও বিরাগাদি যে শীতক্রিয়া, তাহারা ‘সাধারণ’ বলিয়া বলা হইতেছে। তৎস্থলে নৃত্য, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রুতদেবও স্বগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া সাতিশয় আনন্দে মস্তকোপরি বস্ত্রসঞ্চালনপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন।।৬৩-৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নৃত্যবিলুঠনাদয় যে উদ্ভাস্বরাঃ।।৬৩।।

যথা বা —

ত্বং কলাসু বিমুখোঽপি নর্তনং প্রেমনাট্য-গুরুণাপি পাঠিতঃ।
যদ্বিচিত্র-গতিচর্যয়াঞ্চিতশ্চিত্রয়স্যহহ চারণানপি।।৬৫।।

অনুবাদ। যথা বা—তুমি কলা-বিদ্যায় নৃত্যবৈদগ্ধী রহিত হইলেও যে বিচিত্র গমনভঙ্গী স্বীকারে চারণদিগকেও আশ্চর্যান্বিত করিয়াছ, অহহ! উহাতেই মনে হয়, তুমি প্রেমরূপ নাট্যগুরুর নিকট অপূর্ব নৃত্যবিদ্যা শিখিয়াছ।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্বং কলাসু বিমুখোঽপি নৃত্য বৈদগ্ধীরহিতোঽপি যদ্ যস্মাৎ চিত্রগতিচর্যয়া যুক্তঃ সন্ অহহ চারণানপি চিত্রয়সি, তত্তস্মাৎ প্রেমনাট্যগুরুণৈব নর্তনং পাঠিত ইত্যর্থঃ। চারণাশ্চ নর্তকবিশেষাঃ।।৬৫।।

অথ **সাত্ত্বিকাঃ** —

স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ সর্বে প্রীতিদিত্রিতয়ে মতাঃ।।৬৬।।

যথা —

গোকুলেন্দ্র গুণগানরসেন স্তম্ভমদ্ভুতমসৌ ভজমানঃ।
পশ্য ভক্তিরসমণ্ডপমূলস্তম্ভতাং বহতি বৈষ্ণববর্যঃ।।৬৭।।

অনুবাদ। অতঃপর সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব প্রীত, প্রেয় ও মধুরে সম্মত। যথা—দেখ, গোকুলেন্দ্রের গুণগানরসে ঐ বৈষ্ণবরাজ অদ্ভুত স্তম্ভপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরস-মণ্ডপের মূলস্তম্ভতা যেন পাইয়াছেন।।৬৬-৬৭।।

শ্রীদশমে (১৪।৮৫।৩৮) —

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ প্রহৃষ্টরোমা নৃপ! গদ্‌গদাক্ষরম্।।৬৮।।

অনুবাদ। শ্রীদশমস্কন্ধে—হে রাজন! বলি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণকমল পুনঃ পুনঃ প্রেমার্দ্রচিত্তে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রুপূরিত নেত্রে পুলকাঞ্চিত দেহে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন।।৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইন্দ্রসেনো বলিঃ।।৬৮।।

অথ **ব্যভিচারিণঃ** —

হর্ষো গর্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্বেদোঽথ বিষণ্ণতা
দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে।।৬৯।।
বিতর্কাবেগ-হ্রী-জাড্য-মোহোন্মাদাবহিত্থিকাঃ।
বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধির্মৃতিশ্চ ব্যভিচারিণঃ।।৭০।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যভিচারী—হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি,

শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি—এই সমস্ত এই রসে ব্যভিচারী।।৬৯-৭০।।

ইতরেষাং মদাদীনাং নাতিপোষকতা ভবেৎ।
যোগে ত্রয়ঃ স্যুর্ধৃত্যন্তা অযোগে তু ক্লমাদয়ঃ।
উভয়ত্র পরে শেষা নির্বেদাদ্যাঃ সতাং মতাঃ।।৭১।।

অনুবাদ। মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া ও নিদ্রা—এইগুলি ব্যভিচারী সম্ভ্রমপ্রীতরসের নাতিপোষক। 'যোগে' হর্ষ, গর্ব ও ধৃতি এবং 'অযোগে' ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি এই তিন ব্যভিচারভাব লক্ষিত হয়। অপরাপর নির্বেদাদি ব্যভিচারী ভাবসমূহ যোগে ও অযোগে হইতে পারে বলিয়া সজ্জনবৃন্দের মত।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মদাদীনাং মদশ্রমত্রাসাপস্মারা লস্যৌগ্র্যামর্ষাসূয়ানিদ্রাণাং তত্র মদস্য পোষকতা নাস্ত্যেব, মধুপানানঙ্গবিকারজত্বেন দ্বিবিধোঽপি মদোঽত্র ন, অযোগ্যত্বাৎ। শ্রমস্য কথঞ্চিৎ জাতস্য সেবোৎকণ্ঠা পোষকত্বাৎ, অত্র ত্রাসাদয়স্তদ্বৈরি-যোগাজ্জাতাশ্চেত্তর্হি পোষকাশ্চ ভবন্তীতি মনসি কৃত্বাহ—নাতীতি। এবং প্রেয় আদিম্বপি বিবেচনীয়ম্।।৭১।।

তত্র হর্ষ, যথা প্রথমে (১।১১।৫)—

প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষ-গদ্গদয়া গিরা।
পিতরং সর্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ।।৭২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হর্ষ, যথা প্রথম স্কন্ধে—ঐ প্রজাগণ প্রীতিপ্রসন্নমুখে ও আনন্দ-গদগদবচনে সর্বজনসুহৃৎ ও রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে পিতৃসন্নিধানে শিশুগণের ন্যায় বলিতে লাগিলেন।।৭২।।

যথা বা—

হরিমবলোক্য পুরো ভুবি, পতিতো দণ্ডপ্রণাম-শতকামঃ।
প্রমদবিমুগ্ধো নৃপতিঃ, পুনরুত্থানং বিসস্মার।।৭৩।।

অনুবাদ। যথা বা—শ্রীহরিকে অগ্রে দেখিয়া রাজা শত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু আনন্দাতিরেকে বিমুগ্ধ হইয়া পুনরায় উত্থিত হইতে বিস্মৃত হইলেন।।৭৩।।

ক্লমো, যথা স্কান্দে—

অশোষয়ন্মনস্তস্য ম্লাপয়ন্মুখপঙ্কজম্।
আধিস্তদ্বিরহে দেব! গ্রীষ্মে সর ইবাংশুমান্।।৭৪।।

অনুবাদ। ক্লম, যথা স্কন্দপুরাণে—হে দেব! গ্রীষ্মকালে সূর্য যেরূপ সরোবর শুষ্ক করে, সেইরূপ তোমার বিরহে আধিও তাহার মুখপদ্ম ম্লান করিয়া মনকে শুষ্ক করিয়াছিল।।৭৪।।

নির্বেদো, যথা –

ধন্যাঃ স্ফুরন্তি তব সূর্য! করাঃ সহস্রং, যে সর্বদা যদুপতেঃ পদয়োঃ পতন্তি।
বন্ধ্যা দৃশাং দশশতী ম্রিয়তে মমাসৌ, দূরে মুহূর্তমপি যা ন বিলোকতে তম্।।৭৫।।

অনুবাদ। নির্বেদ, যথা—হে সূর্য, তোমার সহস্র কিরণকে ধন্য, কেননা ইহারা যদুপতির পদদ্বয়ে সতত পতিত হইবার ভাগ্য পাইয়াছে। অথচ হায়! আমার এই সহস্র নয়নও বিফল, কেননা দূর হইতেও মুহূর্তমাত্রও তাঁহাকে দেখিতে ইহারা সৌভাগ্য পাইল না।।৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধন্যা ইতি ইন্দ্রস্য উক্তিঃ। হে সূর্য! তব সহস্রং করাঃ কিরণাঃ ধন্যাঃ, মমাসৌ দৃশাং দশশতী নেত্রসহস্রং বন্ধ্যা ব্যর্থা সতী ম্রিয়তে অবতিষ্ঠতে, দূরে মুহূর্তমপি ইত্যুভয়ত্রান্বয়ঃ।।৭৫।।

অথ স্থায়ী –

সম্ভ্রমঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ।
অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে।
এষা রসেঽত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ।।৭৬।।
আশ্রিতাদেঃ পুরৈবোক্তঃ প্রকারো রতিজন্মনি।
তত্র পারিষদাদেস্তু হেতুঃ সংস্কার এব হি।
সংস্কারোদ্বোধকাস্তস্য দর্শনশ্রবণাদয়ঃ।।৭৭।।

অনুবাদ। অতঃপর স্থায়ী—প্রভুতাজ্ঞানহেতু চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, উহাকে সম্ভ্রম বলা হয়; ইহার সহিত ঐক্যযুক্ত প্রীতিকে সম্ভ্রমপ্রীতি বলে; এই সম্ভ্রমপ্রীতিই এই রসে স্থায়ীভাব বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ধারণ করিয়াছেন। আশ্রিতাদির রতি-প্রাদুর্ভাবের প্রকার পূর্বেই 'সাধনাভিনিবেশজ' ইত্যাদিতে উক্ত হইয়াছে। পারিষদাদির রতি প্রাদুর্ভাবের কারণ সংস্কারই। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদিবশতঃ সংস্কারের উদয় হয়।।৭৬-৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুরৈবেতি—ভাবসামান্য প্রকরণে সাধনাভিনিবেশেনেত্যাদিনা (১।২।৬) পার্ষদানাং রতিজন্মনি তু অনাদিসিদ্ধসংস্কার এব হেতুঃ। শ্রীকৃষ্ণদর্শনশ্রবণাদয় এব তেষাং প্রাচীনসংস্কারোদ্বোধকাঃ।।৭৭।।

এষা তু সম্ভ্রমপ্রীতিঃ প্রাপ্নবত্যুত্তরোত্তরাম্।
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ স্নেহস্ততো রাগ ইতি ত্রিধা।।৭৮।।

অনুবাদ। এই সম্ভ্রমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগরূপে তিন প্রকার অবস্থা-প্রাপ্ত হয়।।৭৮।।

তত্র **সম্ভ্রমপ্রীতিঃ**, যথা শ্রীদশমে (১০।৩৮।৬) –

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্।।৭৯।।

যথা বা —

কলিন্দ-নন্দিনীকূল-কদম্ববনবল্লভম্।

কদা নমস্করিষ্যামি গোপরূপং তমীশ্বরম্।।৮০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সম্ভ্রমপ্রীতি, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—আজ আমার সকল অশুভ নষ্ট হইল, জন্মগ্রহণ সফল হইল; কেননা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগিজন-ধ্যেয় পাদপদ্মে প্রণত হইতে পারিব। যথা বা—যমুনা-কূলের কদম্ববন প্রিয় গোপরূপী সেই ঈশ্বরকে কবে প্রণাম করিব? ৭৯-৮০।।

অথ **প্রেমা** —

হ্রাসশঙ্কা-চ্যুতা বদ্ধমূলা প্রেমেয়মূচ্যতে।

অস্যানুভাবাঃ কথিতাস্তত্র ব্যসনিতাদয়ঃ।।৮১।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রেমা—এই সম্ভ্রমপ্রীতি বদ্ধমূলা, সুতরাং হ্রাসশঙ্কা-বিচ্যুত হইয়া 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়। প্রীতিবিষয়ে অবিচ্যুত আসক্তি প্রভৃতি ইহার অনুভাব বলিয়া অভিহিত হয়।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হ্রাসেতি—ইয়ং সংভ্রমপ্রীতিঃ বদ্ধমূলা; অতএব হ্রাসশঙ্কা রহিতা সা প্রেম উচ্যতে।।৮১।।

যথা —

অণিমাদি-সৌখ্যবীচীমবীচিদুঃখপ্রবাহং বা।

নয় মাং বিকৃতির্ন হি মে, ত্বৎপদকমলাবলম্বস্য।।৮২।।

অনুবাদ। যথা—(দণ্ড ও প্রসাদপ্রাপ্তির পর বলির বাক্য—) হে প্রভো, অণিমাদি সৌখ্যতরঙ্গে অথবা অবীচিনামক নরকের দুঃখপ্রবাহেই আমাকে লহ না কেন, তজ্জন্য আমার কোনই বিকার নাই, কেননা আমি তোমার পাদপদ্ম অবলম্বন করিয়াছি।।৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দণ্ড-প্রসাদয়োরনন্তরং শ্রীবলিবচনম্—অণিমাদি-সুখসমুদ্রস্য তরঙ্গম্, অবীচির্নরকবিশেষঃ, তজ্জন্যদুঃখ-প্রবাহং বা মাং নয়।।৮২।।

যথা যা —

রুষা জ্বলিত-বুদ্ধিনা ভৃগুসুতেন শপ্তোঽপ্যলং

ময়া হৃত-জগত্রয়োঽপ্যতনুকৈতবং তন্বতা।

বিনিন্দ্য কৃতবন্ধনোঽপ্যুরগরাজপাশৈর্বলা-

দরজ্যত স ময্যহো দ্বিগুণমেব বৈরোচনিঃ।।৮৩।।

অনুবাদ। যথা বা—(বলিভবন হইতে আসিয়া উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—) কোপে জ্বলিতবুদ্ধি শুক্র-কর্তৃক প্রচুর অভিশপ্ত হইয়াও—অতিশয় ছলনাবিস্তারে আমাকর্তৃক

ত্রিজগৎ হৃত হইলেও—বিশেষরূপে নিন্দিত এবং বলপূর্বক নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও—অহো! সেই বলি আমাতে দ্বিগুণতর আকৃষ্ট হইয়াছে।।৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রুষেতি—বলিসদনাদামনানন্তরম্ উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য বচনম্। ভৃগুসুতেন শুক্রাচার্যেণ বৈরোচনির্বলিঃ।।৮৩।।

অথ **স্নেহঃ** —

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা।।৮৪।।

যথা —

দম্ভেন বাষ্পাম্বুঝরস্য কেশবং বীক্ষ্য দ্রবচ্চিত্তমসুস্রুবত্তব।
ইত্যুচ্চকৈর্ধারয়তো বিচিত্ততাং চিত্রা ন তে দারুক দারুকল্পতা।।৮৫।।

অনুবাদ। অতঃপর স্নেহ—চিত্তদ্রবকারী নিবিড় প্রেমকেই 'স্নেহ' বলা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। যথা—হে দারুক, কৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া নেত্রজলপ্রবাহচ্ছলে প্রস্রুত হইতেছিল, সুতরাং তুমি যে চিত্তের অতিশয় বিকৃতিভরে কাষ্ঠকল্প হইবে, ইহা আর বিচিত্র নহে।।৮৪-৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইহ স্নেহে জাতে সতি ক্ষণিকস্যাপি বিয়োগস্য ন হি সহিষ্ণুতা স্যাৎ।।৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেশবং বীক্ষ্য বাষ্পাম্বুঝরস্য নেত্রজলপ্রবাহস্য দম্ভেন মিষেণ তব দ্রবীভূতং চিত্তমসুস্রবৎ ইতি চিত্তস্য সামস্ত্যেনৈব স্রবণাদ্ধেতোঃ উচ্চৈর্যথা স্যাত্তথা বিচিত্ততাং চিত্তশূন্যতাং ধারয়তস্তব, হে দারুক! দারু কল্পতা ন চিত্রা, অচেতনস্য দারুসদৃশতা যুক্তৈবেত্যর্থঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনাজ্জাতস্য স্তম্ভভাবস্যান্যকারণজন্যত্ব কথনাদুৎপ্রেক্ষা গম্যেতি ভাবঃ।।৮৫।।

যথা বা —

পত্নীং রত্ননিধেঃ পরামুপহরন্ পুরেণ বাষ্পাম্ভসাং
রজ্যন্মঞ্জুলকণ্ঠগর্ভলুঠিতস্তোত্রাক্ষরোপক্রমঃ।
চুম্বন্ ফুল্লকদম্বডম্বুরতুলামঙ্গৈঃ সমীক্ষ্যাচ্যুতং
স্তব্ধোঽপ্যভ্যধিকাং শ্রিয়াং প্রণমতাং বৃন্দাদ্দধারোদ্ধবঃ।।৮৬।।

অনুবাদ। উদ্ভব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বাষ্পজলপ্রবাহ দ্বারা সমুদ্রের শ্রেষ্ঠপত্নী অর্থাৎ নদী রচনা-পূর্বক—স্নেহ-জনিত স্বরবিশেষের মাধুর্যাবলম্বন এবং স্বভাবতঃ মঞ্জুলকণ্ঠের মধ্যভাগেই স্তোত্রাক্ষরসমূহের আরম্ভ হইতেই স্খলন অর্থাৎ স্বরভঙ্গ-সহকারে এবং সর্বদেহে প্রস্ফুটিত কদম্বের সম্পূর্ণ উপমা স্বীকার অর্থাৎ রোমাঞ্চ ধারণপূর্বক স্তব্ধ হইলেও ভক্তবৃন্দ হইতে প্রভূত শোভাই ধারণ করিয়াছিলেন।।৮৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বাষ্পাম্ভসাং প্রবাহেণ করণেন রত্ননিধেঃ সমুদ্রস্য পরাং শ্রেষ্ঠাং পত্নীং নদীম্ উপহরণ অর্থাৎ উৎপাদয়ন্ স্তব-পাঠার্থং স্নেহজনিত-স্বরবিশেষমাধুর্যং বিভ্রৎ তথা স্বভাবত এব মঞ্জুলো

যঃ কণ্ঠঃ তস্য যো গর্ভো মধ্যভাগ স্তত্রৈব লুঠিত ইতস্ততঃ স্খলন্নেব স্তোত্রাক্ষরাণাম্ উপক্রমো যত্র, অনেন স্বরভঙ্গ উক্তঃ, ফুল্লকদম্বস্য ডম্বরতুলাম্ অতিশয় তুলনাং অঙ্গৈঃ করণৈঃ চুম্বন্ অর্থাৎ স্বীকুর্বন্ ইত্যনেন রোমাঞ্চ উক্তঃ। প্রণতানাং সমূহাৎ অধিকাং শ্রিয়ং দধার।।৮৬।।

অথ রাগঃ —

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্।
তৎসম্বন্ধলবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি।।৮৭।।

অনুবাদ। অতঃপর রাগ—যে স্নেহবশতঃ পরিস্ফুট দুঃখজনক বস্তুও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধলেশ-নিবন্ধন সুখকর হয় এবং প্রাণ-ব্যয়েও শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য (প্রীতি) করা হয়, সেই স্নেহই 'রাগ'-নামে কথিত হয়।।৮৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যেন স্নেহেন হেতুনা দুঃখজনকমপি বস্তু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধলেশবশাৎ সুখজনকং স্যাৎ, স স্নেহঃ রাগঃ কীর্ত্যতে। তৎসম্বন্ধাভাবে তু সুখমপি দুঃখং স্যাৎ ইত্যপি জ্ঞেয়ম্। এবং যেন হেতুনা প্রাণানাং ব্যয়ৈঃ নাশপর্যন্তৈরপি প্রীতিস্তদানুকূল্যং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। তথা চ স্নেহস্য যদা এতাদৃশোৎকর্ষস্তদৈব স রাগো ভবতীতি ভাবঃ।।৮৭।।

যথা —

গুরুরপি ভুজগাদ্ভীস্তক্ষকাৎ প্রাজ্যরাজ্যচ্যুতিরতিশয়িনী চ প্রায়চর্যা চ গুর্বী।
অতনুত মুদমুচ্চৈঃ কৃষ্ণলীলাসুধান্তর্বিহরণসচিবত্বাদৌত্তরেয়স্য রাজ্ঞঃ।।৮৮।।

অনুবাদ। যথা—তক্ষক-নাগ হইতে অতিশয়িনী ভীতি, প্রচুররাজ্যচুতি ও প্রাণান্ত অনশনব্রত—এই সমস্ত অতিশয় দুঃখজনক হইলেও মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে সন্তরণ করিতেন বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দই বিধান করিয়াছিল।।৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তক্ষকাৎ গুরুর্ভীতিঃ তথাতিশয়িনী প্রচুররাজ্যচ্যুতিঃ, এবং প্রায়চর্যা প্রাণান্তমনশন-ব্রতম্—এতৎ সর্বং পরমদুঃখজনকমপি শ্রীকৃষ্ণলীলাসুধামধ্যে বিহরণস্য সচিবত্বাৎ সহায়ত্বাৎ ঔত্তরেয়স্য রাজ্ঞঃ শ্রীপরীক্ষিতঃ মুদমতনুত, ভয়াদীনাং কৃষ্ণকথায়াং গাঢ়াসক্তিজনকত্বাৎ সচিবত্বং জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ।।৮৮।।

যথা বা —

কেশবস্য করুণা-লবোঽপি চেদ্ বাড়বোঽপি কিল ষাড়বো মম।
অস্য যদ্যদয়তা কুশস্থলী পূর্ণসিদ্ধিরপি মে কুশস্থলী।।৮৯।।

অনুবাদ। যথা বা—কেশবের কৃপালেশ হইলে আমার সম্বন্ধে বাড়বানলও পানক হয়, পক্ষান্তরে তাঁহার কৃপা না হইলে পূর্ণসিদ্ধিবিশিষ্টা দ্বারকাও কুশস্থলীসদৃশ হইয়া থাকে। (কুশস্থলী শব্দের অর্থ দ্বারকা। কিন্তু এখানে পদ-দেশে ক্ষতকারী কুশসমূহদ্বারা আবৃত স্থান)।।৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ষাড়বঃ পানকবিশেষঃ। তৎ সম্বন্ধাভাবে উদাহরণমাহ—অস্যেতি। কুশস্থলী দ্বারকা।।৮৯।।

প্রায় আদ্যদ্বয়ে প্রেমা স্নেহঃ পারিষদেষ্বসৌ।
পরীক্ষিতি ভবেদ্রাগো দারুকে চ তথোদ্ধবে।।৯০।।
ব্রজানুগেষ্বনেকেষু রক্তকপ্রমুখেষু চ।
অস্মিন্নভ্যুদিতে ভাবঃ প্রায়ঃ স্যাৎ সখ্যলেশভাক্।।৯১।।

অনুবাদ। প্রায়শঃ অধিকৃত ও আশ্রিত দাসে প্রেম, পার্ষদবৃন্দে স্নেহ এবং পরীক্ষিৎ, দারুক ও উদ্ধবে রাগ জন্মে। ব্রজানুগ রক্তকপ্রমুখ বহু দাসেই রাগ লক্ষিত হয়। এই রাগের উদয়ে প্রায়ই ইহাতে সখ্যলেশমিশ্রিত ভাবের প্রকাশ পায় অর্থাৎ প্রীত্যাখ্যা ভাব হয়।।৯০-৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রাধিকৃতাশ্রিত-পারিষদানুগেষু ব্যবস্থামাহ—প্রায় আদ্য ইতি। অদ্যদ্বয়ে অধিকৃতা কৃতাশ্রিত-দ্বয়ে, প্রায়োগ্রহণং 'যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্' (ভাঃ ১।১১।৮) ইত্যাদ্যাশ্রিতদ্বারকাবাসি-বচনেন রাগস্যাপি স্পর্শনাৎ। পরীক্ষিতীতি—'নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুণ্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে (ভা ১০।১।১৩) ইতি বাক্যাৎ, দারুকে চ যথা 'অপস্যতস্তে চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা' (ভা ১১।৩০।৪৩) ইতি তদ্বাক্যাৎ, উদ্ধবে যথা— 'সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতর'(ভা ১১।২৯।৪৬) ইত্যাদেঃ।।৯০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্মিন্ রাগে ভাবঃ প্রীত্যাখ্যঃ স্যাৎ।।৯১।।

যথা —

শুদ্ধান্তান্মিলিতং বাষ্পরুদ্ধবাগুদ্ধবো হরিম্।
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতনেত্রান্তঃ স্বান্তেন পরিষস্বজে।।৯২।।

অনুবাদ। যথা—অন্তঃপুর হইতে সমাগত শ্রীহরিকে দেখিয়া উদ্ধবের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কথা বলিতে না পারিলেও তিনি নেত্রাঞ্চল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া অন্তঃকরণ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।।৯২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরিষস্বজে ইত্যত্রালিঙ্গনং সখ্যচিহ্নম্।।৯২।।

অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ।।৯৩।।

অনুবাদ। এই প্রীতিভক্তিরসে অযোগ ও যোগ এই দুই ভেদ হয় বলিয়া কথিত হয়।।৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এতস্য প্রীতভক্তিরসস্য।।৯৩।।

তত্র **অযোগঃ** —

সঙ্গাভাবো হরের্ধীরৈর যোগ ইতি কথ্যতে।
অযোগে তন্মনস্কত্বং তদ্‌গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ।।৯৪।।
তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ।
উৎকণ্ঠিতং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে।।৯৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অযোগ—পণ্ডিতগণ শ্রীহরির সহিত সঙ্গাভাবকেই 'অযোগ' বলিয়া থাকেন। ইহাতে শ্রীহরিতেই মনঃসমর্পণ ও তদ্‌গুণানুসন্ধান এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়চিন্তাদি সমস্ত দাসেরই ক্রিয়া। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ-ভেদে অযোগও দুই প্রকার।।৯৪-৯৫।

তত্র **উৎকণ্ঠিতং** –

অদৃষ্টপূর্বস্য হরের্দিদৃক্ষোৎকণ্ঠিতং মতম্।।৯৬।।

যথা নারসিংহে –

চকার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানরতিং নৃপঃ।
পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তদ্দৃশি।।৯৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে উৎকণ্ঠিত—অদৃষ্টপূর্ব হরির দর্শনাকাঙ্ক্ষাকেই 'উৎকণ্ঠিত' বলা হয়। যথা নারসিংহে—ইক্ষ্বাকু নৃপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে, কৃষ্ণসার-মৃগে এবং কৃষ্ণনেত্রতুল্য পদ্মে অত্যাসক্তি নিবন্ধন বহু সম্মান দিতেন।।৯৬-৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নৃপ ইক্ষ্বাকুঃ পক্ষপাতেন অত্যাসক্ত্যা তন্নাম্নি তস্য নাম যত্র তাদৃশে কৃষ্ণসারাখ্যে মৃগে, তস্য দৃশি তস্য দৃক্‌তুল্যে ইত্যর্থঃ।।৯৭।।

যথা বা শ্রীদশমে (১০।৩৮।১০) –

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসাদৃশঃ।।৯৮।।

অনুবাদ। যথা বা শ্রীদশমস্কন্ধে—অহো! অদ্য ভূভারাবতারণের (পৃথিবীর ভার নামান'র) জন্য স্বেচ্ছায় মানব-দেহে প্রকট ভগবানের লাবণ্যশালী কলেবর দর্শন হইবে, তাহা হইলে আমার এই লোচনের যথার্থ ফল কি লাভ হইবে না? (অবশ্যই হইবে)।।৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মনুজত্বং মনুষ্যজাতিম, ঈয়ুষঃ প্রাপ্তবতঃ তত্র প্রকাশমানস্যেত্যর্থঃ; মহ্যং মম দৃশঃ ফলং ন ন স্যাৎ, অপি তু স্যাদেব।।৯৮।।

অত্রাযোগপ্রসক্তানাং সর্বেষামপি সম্ভবে।
ঔৎসুক্য-দৈন্য-নির্বেদ-চিন্তানাং চাপলস্য চ।
জড়তোন্মাদমোহানামপি স্যাদতিরিক্ততা।।৯৯।।

অনুবাদ। এই প্রীতভক্তিরসে সমস্ত ব্যভিচারী ভাবেরই সম্ভব হইলেও ঔৎসুক্য,দৈন্য, নির্বেদ, চিন্তা, চাপল, জড়তা, উন্মাদ ও মোহের উদ্রেক হয়।।৯৯।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বেষাং ব্যভিচারিণাং সম্ভবে সত্যপি ঔৎসুক্যাদীনামতিরিক্ততা উদ্রেকঃ।।৯৯।।

তত্র **ঔৎসুক্যং**, যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে –

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।।১০০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ঔৎসুক্য, যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—আহা! আহা! হে অনাথবন্ধো, হে হরে, হে করুণৈকসিন্ধো, তোমার দর্শন ব্যতীত এই অধন্য দিবারাত্রিসকল কিরূপে যাপন করিব? ১০০।।

যথা বা —

বিলোচন-সুধাম্বুধেস্তব পদারবিন্দদ্বয়ী
বিলোচন-রসচ্ছটামনুপলভ্য বিক্ষুভ্যতঃ।
মনো মম মনাগপি ক্বচিদনাপ্লুবন্নির্বৃতিং
ক্ষণার্দ্ধমপি মন্যতে ব্রজমহেন্দ্র বর্ষব্রজম্।।১০১।।

অনুবাদ। যথা বা—(উদ্ধবের গুপ্তলিপি—) হে ব্রজমহেন্দ্র! তুমি নেত্রদ্বয়ের পক্ষে সুধাসমুদ্র, তোমার পদযুগলের দর্শনরসের লবলেশও না পাইয়া ক্ষুব্ধ আমার মন কোথাও বিন্দুমাত্রও সুখ পাইতেছে না! অধিকন্তু ক্ষণার্ধসময়ও বহু বৎসর মনে হইতেছে।।১০১।।

দৈন্যং, যথা তত্রৈব (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে) —

নিবদ্ধ মূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে নীরন্ধ্র দৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।
দয়াম্বুধে দেব ভবৎকটাক্ষদাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ।।১০২।।

অনুবাদ। দৈন্য, যথা ঐ গ্রন্থেই (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে)—হে দেব, হে দয়ানিধে, আমি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া সাতিশয় দৈন্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি একবারও কটাক্ষকৃপালেশে আমাকে অভিষিক্ত করুন।।১০২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিলোচনেতি—মথুরাতঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য গুপ্তপত্রিকা, ক্ষণার্দ্ধমপি বর্ষসমূহং মন্যতে। এষ মল্লক্ষণো জনঃ নীরন্ধ্র দৈন্যস্য উন্নতির্যত্র, তদ্ যথা স্যাত্তথা যাচে।।১০১-১০২।।

যথা বা —

অসি শশিমুকুটাদ্যৈরপ্যলভ্যেক্ষণস্ত্বং
লঘুবঘহর ! কীটাদপ্যহং কূটকর্মা।
ইতি বিসদৃশতাপি প্রার্থনে প্রার্থয়ামি
স্নপয় কৃপণবন্ধো মামপাঙ্গচ্ছটাভিঃ।।১০৩।।

অনুবাদ। যথা বা—হে অঘহর! হে কৃপণবন্ধো! শঙ্করাদিও তোমার দর্শন পান না, আর আমি কীট হইতেও লঘু ও মন্দকর্মা; অতএব প্রার্থনাবিষয়ে অনুপযুক্ত হইলেও প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে অপাঙ্গদৃষ্টিকণায়ও অভিষিক্ত কর।।১০৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মহাদেবাদ্যৈরপি অলভ্যেক্ষণস্ত্ব মসি, কূটকর্মাহং কীটাদপি লঘুরিতি প্রার্থনে বিসদৃশতাপি প্রার্থয়ামীত্যন্বয়ঃ, যদ্যপ্যযোগ্যতা, তথাপি প্রার্থয় ইত্যর্থঃ।।১০৩।।

নির্বেদো, যথা —

স্ফুটং শ্রিতবতোরপি শ্রুতিনিষেবয়া শ্লাঘ্যতাং
মমাভবনিরেতয়োর্ভবতু নেত্রয়োর্মন্দয়োঃ।
ভবেন্ন হি যয়োঃ পদং মধুরিমশ্রিয়ামাস্পদং
পদাম্বুজনখাঙ্কুরাদপি বিসারি রোচিস্তব।।১০৪।।

অনুবাদ। নির্বেদ, যথা--হে কৃষ্ণ! দীর্ঘকালাবধি শ্রুতিশাস্ত্র-সেবাদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার দুর্ভাগ্য ও মন্দ, কেননা তোমার চরণকমলের নখাঙ্কুর হইতে প্রসারণশীল মাধুর্য্যসম্পত্তির ভাজনস্বরূপ যে দ্যুতি, তাহা দেখিবার ভাগ্য ইহাদের নাই, অতএব আমার এই নয়নদ্বয় নষ্ট হইয়া যাউক।।১০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্ফুটমিতি চ পূর্ববদেবোদ্ধব সন্দেশঃ, শ্রুতি-নিষেবয়া পক্ষে শ্রুতিঃ শাস্ত্রং তস্য নিষেবয়া শ্লাঘ্যতাং শ্রিতবতোর্নেত্রয়োঃ অভবনির্নাশঃ ভবতু, তব পদাম্বুজস্য নখরূপো যোহঙ্কুরঃ অগ্রভাগঃ। তস্মাদ্ বিসারী প্রসরণশীলং রোচির্যয়োর্নেত্রয়োরাস্পদং ন ভবেৎ তয়োরিতি পূর্বেণান্বয়ঃ।।১০৪।।

চিন্তা, যথা --

হরিপদকমলাবলোকতৃষ্ণা তরলমতেরপি যোগ্যতামবীক্ষ্যঃ।
অবনতবদনস্য চিন্তয়া মে হরি হরি নিঃশ্বসতো নিশাঃ প্রযান্তি।।১০৫।।

অনুবাদ। চিন্তা, যথা--(ভক্তের নির্জনে বিলাপ) হরি হরি! স্বযোগ্যতা না দেখিয়াও শ্রীহরির পাদপদ্মের দর্শনতৃষ্ণায় চঞ্চলমতি আমার অবনতমস্তকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতেই রাত্রিসমূহ অতিবাহিত হয়।।১০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কস্যচিদ্‌ভক্তস্য নির্জনবিলাপঃ। হরি হরি খেদে, মম যোগ্য-তামবীক্ষ্য স্বয়মযোগ্যঃ দুঃখিতো ভবতু নাম ইতীব নিশাঃ প্রযান্তি। কীদৃশস্য মম? হরিপদেত্যাদিবিশেষণ-বিশিষ্টস্য, অতএব চিন্তয়া অবনতবদনস্য ইত্যনাদরে ষষ্ঠী। এবম্ভূতং মামনাদৃত্য নিশাঃ প্রযান্তি---ইতি ফলিতার্থঃ।।১০৫।।

চাপলং, যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে --

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্।।১০৬।।

অনুবাদ। চাপল, যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে---হে মুরলীবিলাসি! তোমার শৈশব ত্রিভুবনাদ্ভুত, ইহা তুমি ত' জান, আর আমার চপলতার কথা তোমার ও আমার জানা রহিয়াছে; এমতাবস্থায় তোমার মনোহর মুখকমল একটিবার এই নয়নদ্বারা দেখিতে কি সাধন করিব?১০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তৎ তস্মাৎ বিরলং ক্বচিৎ ক্বচিদেব ভাগ্যবদ্‌ভিরেবোপলভ্যং তব মুখাম্বুজম্ ঈক্ষিতুম্ অহং কিং সাধনং করোমি? ১০৬।।

যথা বা —

হ্রিয়মঘহর মুক্ত্বাদৃক্‌পতঙ্গী মমাসৌ ভয়মপি দয়মিত্বা ভক্তবৃন্দ তৃষ্ণার্তা।
নিরবধিমবিচার্য স্বস্য চ ক্ষোদিমানং তব চরণ-সরোজং লেঢুমন্বিচ্ছতীশ।।১০৭।।

অনুবাদ। যথা বা—হে অঘহর! আমার এই নেত্র লজ্জাত্যাগে, ভক্তবৃন্দের ভয়ও দমন করিয়া, তৃষ্ণার্ত হইয়া নিজের ক্ষুদ্রতাও সতত বিচার না করিয়া ভ্রমরীর ন্যায় তোমার চরণপদ্ম আস্বাদন করিতে অন্বেষণ করিতেছে।।১০৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পতঙ্গীতি লুপ্তোপমা, রূপকন্তু নাত্রেষ্যতে। তৎপুরুষস্যোত্তরপদ-প্রধানত্বাৎ, প্রধানভূতায়াঃ পতঙ্গ্যা হ্রীর্ণ সম্ভবতি, গুণীভূতায়ামীক্ষিতুং যোজয়িতুং ন শক্যতে, ইত্যভবন্মতাখ্যো দোষঃ স্যাৎ। ততশ্চ দৃক্ কর্ত্রী হ্রিয়ং ত্যক্ত্বা ভয়মপি দময়িত্বা স্বস্য চ ক্ষুদ্রতামবিচার্য পতঙ্গীবাচরন্তী তব চরণ-সরোজং লেঢুমন্বিচ্ছতি ইতি যোজ্যম্।।১০৭।।

জড়তা, যথা সপ্তমে (৭।৪।৩৭) —

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্।।১০৮।।

অনুবাদ। জড়তা, যথা সপ্তমস্কন্ধে—(নারদের উক্তি—হে যুধিষ্ঠির!) প্রহ্লাদ বাল্যকালেই কৃষ্ণমনাঃ হইয়া ক্রীড়াপরিত্যাগপূর্বক জড়বৎ হইয়াছে এবং কৃষ্ণরূপ গ্রহ-কর্তৃক আবিষ্ট হওয়ায় সাধারণ জীবের ন্যায়—এই জগৎকে না দেখিয়া কৃষ্ণমূর্তিময়ই দেখিতেছে।।১০৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন্যস্তেতি—তন্মনস্কয়া কৃষ্ণমস্কয়া ন্যস্ত-ক্রীড়ানকঃ তদনন্তরং তয়ৈব জড়বৎ তত্তুল্যঃ, তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা গ্রহেণৈব কৃষ্ণেনাবিষ্টঃ সন্ জগদীদৃশং ন বেদ ন দদর্শ, যথা লোকাঃ পশ্যন্তি, তথা ন, কিন্তু তৎস্ফুর্তিকরত্বেনৈব দদর্শেত্যর্থঃ।।১০৮।।

যথা বা —

নিমেষোন্মুক্তাক্ষঃ কথমিহ পরিস্পন্দবিধুরাং
তনুং বিভ্রদ্ভব্যঃ প্রতিকৃতিরিবাস্তে দ্বিজপতিঃ।
অয়ে জ্ঞাতং বংশীরসিক-নবরাগব্যসনিনা।
পুরঃ শ্যামাম্ভোদে বত বিনিহিতা দৃষ্টিরমুনা।।১০৯।।

অনুবাদ। যথা বা—এই সুদক্ষ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কেন আজ অনিমেষনেত্রে স্পন্দনশূন্য দেহে প্রতিমার ন্যায় রহিয়াছেন? অহো, জানিলাম—ইনি বংশীরসিকের নবরাগে আসক্তচিত্ত হইয়া সমীপস্থ শ্যামলমেঘের দিকে দৃষ্টি করিয়া আছেন।।১০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভব্যঃ সর্বত্রযোগ্যঃ, 'ভব্যং সত্ত্বে শুভে চাথ ভেদ্যবদ্ যোগ্যভাবিনোঃ' ইতি

বিশ্বঃ। প্রতিকৃতিঃ প্রতিমা।।১০৯।।

উন্মাদো, যথা সপ্তমে (৭।৪।৪০) —

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ।।১১০।।

অনুবাদ। উন্মাদ, যথা সপ্তম স্কন্ধে—প্রহ্লাদ কখনও উচ্চকণ্ঠে শব্দ, কখনও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য, কখনও বা ভগবদ্ভাবনাযুক্ত হইয়া তন্ময়তা সহকারে ভগবল্লীলানুসরণ করিতেন।।১১০।।

যথা বা —

ক্বচিন্নটতি নিষ্পটং ক্বচিদসম্ভবং স্তম্ভতে
ক্বচিদ্বিহসতি স্ফুটং ক্বচিদমন্দমাক্রন্দতি।
লসত্যনলসং ক্বচিৎ ক্বচিদপার্থমার্তায়তে
হরেরভিনবোদ্ধুরপ্রণয়সীধুমত্তো মুনিঃ।।১১১।।

অনুবাদ। যথা বা—দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির অভিনব মহাপ্রীতিসুধায় মত্ত হইয়া কখন বিবস্ত্রে নর্তন, কোন সময় অসম্ভব স্তম্ভ, কখনও স্পষ্টরূপে উচ্চহাস্য, কখনও দারুণ রোদন, কখনও নিরলস ক্রীড়া, আবার কখনও আর্তবৎ আচরণ করিতেন।।১১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লসতি ক্রীড়তি, অনলসং যথা স্যাত্তথা অপার্থং ব্যর্থং দৃষ্টার্তিসামগ্রীং বিনেত্যর্থঃ।।১১১।।

মোহো যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে —

অযোগ্যমাত্মানমিতীশদর্শনে স মন্যমানস্তদনাপ্তিকাতরঃ।
উদ্বেলদুঃখার্ণব-মগ্নমানসঃ স্রুতাশ্রুধারো দ্বিজ মূর্চ্ছিতোঽপতৎ।।১১২।।

অনুবাদ। মোহ; যথা—হরিভক্তিসুধোদয়ে—হে দ্বিজ! ভগবদ্দর্শনবিষয়ে নিজের অযোগ্যতানুভব করায় প্রহ্লাদ তাঁহার অপ্রাপ্তিহেতু কাতর ও উদ্বেলিত দুঃখসিন্ধুতে চিত্ত মগ্ন করিয়া অশ্রুধারা বিসর্জনপূর্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।।১১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সঃ প্রহ্লাদঃ ঈশদর্শনে আত্মানমযোগ্যং মন্যমান ইতি হেতোঃ। মূর্চ্ছিতোঽপতৎ। উদ্বেল উদ্গতমর্যাদো যো দুঃখ-সমুদ্রস্তস্মিন্ মগ্নমানসঃ।।১১২।।

যথা বা —

হরিচরণ-বিলোকালব্ধি-তাপাবলীভি-
র্বত বিধৃতচিদন্তস্যত্রস্তীর্থবর্যে।
শ্রুতিপুটপরিবাহেনেশনামামৃতানি
ক্ষিপত ননু সতীর্থাশ্চেষ্টতাং প্রাণহংসঃ।।১১৩।।

অনুবাদ। যথা বা—অহো সতীর্থবৃন্দ! আমাদের শ্রীগুরুচরণকমলরূপ শ্রেষ্ঠতীর্থ শ্রীহরিপাদপদ্মের অদর্শনজনিত তাপরাশিতে চৈতন্য-রূপ-জল-শূন্য হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে ইঁহার কর্ণবিবররূপ প্রণালিকাদ্বারা হরিনামরূপ অমৃত সিঞ্চন কর, তবে ইঁহার প্রাণরূপ হংস আবার চেষ্টাশীল হইবে।।১১৩।।

অথ **বিয়োগঃ** —

বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা।।১১৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বিয়োগ—লব্ধসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদকে 'বিয়োগ' বলা হয়।।১১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু সতীর্থা হে ভ্রাতরঃ। তাদৃশতাপাবলিভির্বিধূতং চিত্তচৈতন্য-রূপমম্ভো জলং চাত্র তথাভূতে তীর্থবর্যে নোঽস্মাকং গুরুশ্রেষ্ঠে, পক্ষে তীর্থশব্দঃ ঋষিজুষ্টজলবাচকঃ, তস্মিন্ কর্ণপুট-স্বরূপেণ পরিবাহেণ প্রণালিকয়া ঈশনামরূপজলানি যূয়ং ক্ষিপত। লব্ধসঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিচ্ছেদঃ।।১১৩-১১৪।।

যথা —

বলিসুত ভুজষণ্ড-খণ্ডনায় ক্ষতজপুরং পুরুষোত্তমে প্রযাতে।
বিধুত-বিধু বুদ্ধিরুদ্ধবোঽয়ং বিরহনিরুদ্ধমনা নিরুদ্ধবোঽভূৎ।।১১৫।।

অনুবাদ। যথা—বাণাসুরের ভুজসমূহ ছেদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুরে গেলে উদ্ধবের বুদ্ধিও কম্পিত ও দুঃখিত হইল; বিরহে আকুলিতমনা ও নিরুৎসব হইয়াই তিনি থাকিলেন।।১১৫।।

অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্যালম্বশূন্যতা।
অধৃতির্জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতং বুধৈঃ।
বিয়োগে সম্ভ্রমপ্রীতের্দশাবস্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।১১৬।।
অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্বশূন্যতা।
অরাগিতা তু সর্বস্মিন্নধৃতিঃ কথিতা বুধৈঃ।
অন্যেঽষ্টৌ প্রকটার্থত্বাত্তাপাদ্যা ন হি লক্ষিতাঃ।।১১৭।।

অনুবাদ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, চিত্তের অস্থিরতা, সর্বত্র স্পৃহাহীনতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—বিয়োগে সম্ভ্রমপ্রীতির এই দশ প্রকার অবস্থা প্রকীর্তিত হয়। 'আলম্বশূন্যতা' অর্থে চিত্তের অস্থিরতা, 'অধৃতি'-পদে সর্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্যতাকে বুঝায়, অন্য আটটির অর্থ সুগম বলিয়া উল্লেখ করা হইল না।।১১৬-১১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বাণাসুরস্য ভুজসমুহ-খণ্ডনায় ক্ষতজপুরং শোণিতপুরং শ্রীকৃষ্ণে প্রয়াতে সতি বিধুতা কম্পিতা বিধুরা দুঃখিতা চ বুদ্ধির্যস্য নিরুদ্ধবো নিরুৎসবোঽভূৎ। আলম্ব-শূন্যতেত্যস্য ব্যাখ্যা

চিত্তস্যানবস্থিতিঃ, অধৃতিরিত্যস্য ব্যাখ্যা সর্বত্র রাগশূন্যতা, অন্যে তাপাদ্যা ন হি লক্ষিতাঃ, প্রকটার্থত্বাৎ।।১১৫-১১৭।।

তত্র তাপো, যথা —

অস্মান্ দুনাতি কমলং তপমস্য মিত্রং রত্নাকরশ্চ বড়বানলগূঢ়মূর্তিঃ।

ইন্দীবরং বিধুসুহৃৎ কথমীশ্বরং বা তং স্মারয়ন্মুনিপতে দহতীহ সভ্যান্।।১১৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে তাপ, যথা—(নারদের প্রতি উদ্ধবের উক্তি—) হে মুনিপতে! সূর্যের মিত্র বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের মুখনয়নাদির স্মারক) পদ্ম আমাদিগকে তাপ দিউক, বড়বানলদ্বারা মধ্যপ্রদেশ পূর্ণ বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপ স্মারক) সমুদ্রও আমাদিগকে তাপ দান করুক; অথচ পরম শীতল চন্দ্রের সুহৃৎ এই নীলকমল কেন শ্রীভগবানের স্মরণ করাইয়াও সভ্যগণের তাপদায়ক হইতেছে? ১১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্মানিত্যাদিকং নারদং প্রতি উদ্ধববাক্যম্। কমলং শ্রীকৃষ্ণস্য মুখাদ্যঙ্গ-স্মারকত্বেন নোঽস্মান্ দুনোতু, যতস্তপনস্য সূর্যস্য মিত্রং রত্নাকরঃ সমুদ্রোঽপি শ্যামরূপস্মারকত্বেন দুনোতু, যত্তো বড়বানলেন গূঢ়া আচ্ছাদিতা মূর্তিস্তন্মধ্যভাগো যস্য, কিন্তু ইন্দীবরং নীলকমলং কথং তমীশ্বরং স্মারয়ৎ দহতি, যতো বিধোঃ পরমশীতলস্য চন্দ্রস্য সুহৃৎ তথা চ বিয়োগস্য তাবৎ দুরন্ততা যৎ পরমশীতল-কমলাদিকমপি তাপকত্বেন সম্পাদয়তীতি ভাবঃ।।১১৮।।

কৃশতা, যথা —

দধতি তব তথাদ্য সেবকানাং ভুজপরিঘাঃ কৃশতাঞ্চ পাণ্ডুতাঞ্চ।

পততি বত যথা মৃণালবুদ্ধ্যা স্ফুটমিহ পাণ্ডবমিত্র পাণ্ডুপক্ষঃ।।১১৯।।

অনুবাদ। কৃশতা, যথা—হে পাণ্ডবমিত্র কৃষ্ণ! অদ্য তোমার সেবকগণের ভুজ পরিঘ এমন কৃশতা ও পাণ্ডুতা পাইয়াছে যে, মৃণালবুদ্ধিতে হংসবৃন্দ তাহাতেই উত্তমরূপে পতিত হইতেছে।।১১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে পাণ্ডবমিত্র শ্রীকৃষ্ণ! পাণ্ডু পক্ষঃ হংসঃ।।১১৯।।

জাগর্যা, যথা —

বিরহাম্বুরদ্বিষশ্চিরং বিধুরাঙ্গে পরিখিন্নচেতসি।

ক্ষণদাঃ ক্ষণদায়িতোজ্ঝিতা বহুলাশ্বে বহুলাস্তদাভবন্।।১২০।।

অনুবাদ। জাগর্যা, যথা—বহুকাল পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহে দুঃখিত পরিখিন্নচিত্ত বহুলাশ্ব রাজার সম্বন্ধে উৎসবদায়িনী বলিয়া কথিতা রাত্রিগুলিও উৎসবশূন্যই হইয়াছিল।।১২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহাৎ বিধুরাঙ্গে দুঃখিতাঙ্গে পরিখিন্নচেতসি বহুলাশ্বে রজনি ক্ষণদাবত্যো রাত্রয়ঃ তদুপলক্ষিতত্বাদ্দিনান্যপি ক্ষণদায়িতয়া উৎসবদায়িত্বেন উজ্ঝিতাস্ত্যক্তা বভূবুঃ।।১২০।।

আলম্বনশূন্যতা, যথা —

বিজয়রথ-কুটুম্বিনা বিনান্যন্ন কিল কুটুম্বমিহাস্তি নস্ত্রিলোক্যাম্।
ভ্রমদিদমনবেক্ষ্য যৎপদাব্জং ক্বচিদপি ন ব্যবতিষ্ঠতেঽদ্য চেতঃ।।১২১।।

অনুবাদ। চিত্তের অস্থিরতা, যথা—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত ত্রিভুবনে আমাদের আর কোনও কুটুম্ব নাই, অহো! তাঁহার চরণকমল না দেখিয়া অদ্য জগৎভ্রমণ করিয়াও কোন স্থানে চিত্ত অবস্থান করিতেছে না।।১২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিজয়রথেতি—সময়বিশেষে শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য বাক্যম্। বিজয়-রথোঽর্জুনঃ, তস্য কুটুম্বিনা সারথিনা কৃষ্ণেন ইদং জগৎ ভ্রমৎ চেতঃ যৎপদাব্জ মনবেক্ষ্য।।১২১।।

অধৃতিঃ, যথা —

প্রেক্ষ্য পিঞ্ছকুলমক্ষি পিধত্তে নৈচিকীনিচয়মুজ্ঝতি দূরে।
বষ্টি যষ্টিমপি নাদ্য মুরারে রক্তকস্তব পদাম্বুজরক্তঃ।।১২২।।

অনুবাদ। সর্বত্র স্পৃহাশূন্যতা, যথা—হে মুরারে! তোমার রক্তকনামক চরণকমলানুরক্ত দাস তোমার বিরহে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া নয়ন নিমীলন করিতেছেন, গোসমূহ দূরে রাখিতেছেন এবং লগুড় ধরিতেও ইচ্ছা করিতেছেন না।।১২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মুরারে! তব রক্তকনামা দাসঃ ত্বদ্‌বিরহে ময়ূরপিচ্ছং দৃষ্ট্বা নেত্রং পিধত্তে, গো-সমুহং দূরে ত্যজতি, যষ্টিং লগুড়মপি ন বষ্টি নেচ্ছতি।।১২২।।

জড়তা, যথা —

যৌধিষ্ঠিরং পরমুপেয়ুষি পদ্মনাভে খেদানলব্যতিকরৈরতিবিক্লবস্য।
স্বেদাশ্রুভির্ন হি পরং জলতামবাপুরঙ্গানি নিষ্ক্রিয়তয়া চ কিলোদ্ধবস্য।।১২৩।।

অনুবাদ। জড়তা, যথা—শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলে খেদাগ্নিসমুহে অতিবিহ্বল উদ্ধবের অঙ্গগুলি স্বেদাশ্রুপ্রবাহে শুধু জলতাপ্রাপ্তি করে নাই, অধিকন্তু ক্রিয়াশূন্য হইয়া জড়তাই প্রাপ্ত হইয়াছিল।।১২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যৌধিষ্ঠিরং, পুরং হস্তিনাপুরং খেদানল-ব্যতিকরৈঃ রিতি খেদানলস্য প্রতিবন্ধকত্বেন স্বেদাশ্রুভিঃ করণৈঃ পরং কেবলমঙ্গানি জলতাং দ্রবতাং ন অবাপুঃ, পক্ষে নিষ্ক্রিয়তয়া জলতাং জাড্যমবাপুঃ।।১২৩।।

ব্যাধিঃ, যথা —

চিরয়তি মণিমন্বেষ্টুং চলিতে মুরভিদিকুশস্থলীপুরতঃ।
সমজনি ধৃতনব-ব্যাধিঃ পবনব্যাধির্যথার্থাখ্যঃ।।১২৪।।

অনুবাদ। ব্যাধি, যথা—দ্বারকা নগর হইতে মণির অন্বেষণে প্রস্থিত মুরারির বহু বিলম্ব হইলে পবনব্যাধি উদ্ধব নূতন রোগাক্রান্ত হইয়া নিজনাম সার্থক করিতেছেন।।১২৪।।

প্রোষিতে বত নিজাধিদেবতে রৈবতে নবমবেক্ষ্য নারদম্।
ভ্রান্তধীরয়মধীরমুদ্ধবঃ পশ্য রৌতি রমতে নমস্যতি।।১২৫।।

অনুবাদ। উন্মাদ, যথা--নিজপ্রাণাধিদেবতা প্রবাসে যাইলে উদ্ধব রৈবতকপর্বতে গাঢ় মেঘ দেখিয়া উন্মাদবশতঃ ভ্রান্তচিত্ত হইয়া কখনও স্তব, কখনও খেলা, আর কখনও নমস্কার করিতেছেন।।১২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বারকাপুরতঃ চলিতে শ্রীকৃষ্ণে চিরয়তি চিরকালং ব্যাপ্য স্থিতে সতীত্যর্থঃ, পবন-ব্যাধিরুদ্ধবঃ বাল্যাদেব ভগবৎপ্রেমোন্মত্তত্বেন তস্য তথা লোকে ভাবনাৎ তথা খ্যাতঃ। রৈবতক-পর্বতে মেঘং বীক্ষ্য উন্মাদবশাৎ কদাচিৎ নৌতি স্তৌতি কদাচিদ্রমতে ক্রীড়তি।।১২৪-১২৫।।

মূর্চ্ছিতং যথা --

সমজনি দশা বিশ্লেষাত্তে পদাম্বুজসেবিনাং
ব্রজভুবি তথা নাসীন্নিদ্রা-লবোঽপি যথা পুরা।
যদুবর দরাশ্বাসেনামী বিতর্কিতজীবিতাঃ
সততমধুনা নিশ্চেষ্টাঙ্গাস্তটান্যধিশেরতে।।১২৬।।

অনুবাদ। মূর্চ্ছা যথা--হে যদুবর! তোমার বিরহে ব্রজের সেবকগণের এরূপ দশা হইয়াছে যে প্রথমতঃ তাঁহাদের নিদ্রালেশও ছিল না, এক্ষণে মৃদুমন্দ শ্বাসে তাঁহাদের জীবন আছে কিনা বিচারের বিষয় এবং সতত নিশ্চেষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁহারা যমুনাতটেই শুইয়া আছেন।।১২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথা দশা সমজনি যথা পুরা প্রথমং নিদ্রালবোঽপি নাসীৎ অধুনা তু সততং নিশ্চেষ্টাঙ্গাঃ সন্তস্তটান্যধিশেরতে ইতি যোজ্যম্।।১২৬।।

মৃতিঃ, যথা --

দনুজদমন যাতে জীবনে ত্বয্যকস্মাৎ
প্রচুরবিরহতাপৈর্ধ্বস্তহৃৎপঙ্কজায়াম্।
ব্রজমভি পরিতস্তে দাসকাসারপঙ্‌ক্তৌ
ন কিল বসতিমার্তাঃ কর্তুমিচ্ছন্তি হংসাঃ।।১২৭।।

অনুবাদ। মৃত্যু, যথা--হে দনুজদলন! জল (জীবন) স্বরূপ তুমি সহসা দূরদেশে গেলে, প্রচুর-বিরহ-রূপ তাপে হৃদয়রূপ কমলসমূহ শুষ্ক হইয়া গেলে, এই ব্রজবাসী তোমার দাসরূপ সরোবরসমূহে আর প্রাণরূপ হংসগণ আর্ত হইয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।।১২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে শ্রীকৃষ্ণ! জীবনরূপে পক্ষে জলরূপে ত্বয়ি দূরদেশং যাতে সতি ব্রজং

কর্তুং নেচ্ছতি।।১২৭।।

অশিবত্বান্ন ঘটতে ভক্তে কুত্রাপ্যসৌ মৃতিঃ।

ক্ষোভকত্বাদ্বিয়োগস্য জাতপ্রায়েতি কথ্যতে।।১২৮।।

অনুবাদ। কোনও কোনও সিদ্ধভক্তে মৃত্যু অশুভকর বলিয়া ঘটিতে পারে না। সাধকভক্তে মৃত্যু হইতেও পারে। সিদ্ধভক্তে বিয়োগ ক্ষোভজনক বলিয়া ক্ষোভকে লক্ষ্য করিয়াই জাতপ্রায় মৃত্যুতে মৃতি-শব্দ ব্যবহার করা হয়। (অতএব মৃত্যুর পূর্বাবস্থাতেই মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ করা হয়।)।।১২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুত্রাপীতি কুত্রচিদেব ভক্তে সিদ্ধ এবেত্যর্থঃ। তত্র মৃতির্ন ঘটতে, ইত্যত্র হেতুঃ--অশিবত্বাদিতি। তত্রামঙ্গলমাত্রং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। সাধকে ভক্তে মৃতিরপি বর্ণিতা 'প্রাণান্ জহতি মথুরায়াং সুকৃতিনঃ' ইতি, তথা চ সিদ্ধভক্তে বিয়োগস্য ক্ষোভকত্বাৎ ক্ষোভকত্বমুদ্দিশ্যৈব জাতপ্রায়া মৃতিঃ মৃতি-শব্দেন বর্ণ্যতে, তথা চ মরণ-পূর্বদশৈব জাতা, ন তু মরণমিতি ভাবঃ।।১২৮।।

অথ **যোগঃ** –

কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্যতে।

যেগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা।।১২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর যোগ--কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমই যোগশব্দে কীর্তিত। যোগ– সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতিভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত।।১২৯।।

তত্র **সিদ্ধিঃ** –

উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে।।১৩০।।

যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে –

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু

র্বক্ত্রংচিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।

বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-

র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরা-বীথীং মিথো গাহতে? ১৩১।।

যথা বা শ্রীদশমে (১০।৩৮।৩৪) –

রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ প্রেমবিহ্বলঃ।

পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ।।১৩২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সিদ্ধি---উৎকণ্ঠিত অবস্থায় যদি হরিকে পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধি বলা হয়। যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে---যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছভূষণ, দেহটি মরকতস্তম্ভবৎ অতিশয় সুন্দর, মুখ বিচিত্র মনোহর হাস্যে মধুর, লোচনদ্বয় কোমল কিন্তু চঞ্চল, বাক্যসমূহ শৈশবের শীতল এবং মদমত্ত হস্তীর শ্লাঘ্যবিলাসস্থিতিবিশিষ্ট,

সেই ইনি কে মন্দমন্দগমনে অন্যের সহিত, পরস্পর মথুরার পথে যাইতেছেন? যথা বা শ্রীদশমস্কন্ধে—সেই প্রেমবিহ্বল অক্রূর রথ হইতে সহসা উল্লম্ফপ্রদানে অবতরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।।১৩০-১৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য মৌল্যাদয় ঈদৃশাঃ স এষ ইত্যাধ্যাহারেণান্বয়ঃ। বালে কোমলে শৈশবেন তদংশেন শীতলাঃ তাপহরা ইত্যর্থঃ, মদগজাদপি শ্লাঘ্যা, অতএব বিলোলা বিস্ময়ান্বিতা, স্থিতিঃ মথুরায়া বীথীং নিকটভূমিং বৃন্দাবনমিতি যাবৎ, মিথো রহসি 'মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপি'—ইত্যমরঃ।।১৩১।।

তুষ্টিঃ –

জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সম্প্রাপ্তিস্তুষ্টিরুচ্যতে।।১৩৩।।

যথা প্রথমে (১।১১।১০) –

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্।
জীবাম তে সুন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্।।১৩৪।।

অনুবাদ। তুষ্টি—কৃষ্ণের বিয়োগ ঘটিলে পরে যে সম্প্রাপ্তি, তাহাকে 'তুষ্টি' বলা হয়। যথা প্রথমস্কন্ধে—হে নাথ! আপনি বহুদিন পর্যন্ত প্রবাসে থাকিলে প্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলতাপ-শোকনাশন, সুন্দরহাস্যশোভিত আপনার মনোহর বদন দেখিতে না পাইয়া আমরা কি প্রকারে জীবন ধরিব? ১৩৩-১৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'কথং বয়মিতি' প্রথমস্কন্ধস্য (১১।৮) যর্হ্যম্বুজাক্ষেত্যনন্তরং পদ্যং ক্বাচিৎকমেব, ন তু সর্বপুস্তকে।।১৩৪।।

যথা বা –

সমক্ষমক্ষমঃ প্রেক্ষ্য হরিমঞ্জলিবন্ধনে।
দারুকো দ্বারকাদ্বারি তত্র চিত্রদশাং যযৌ।।১৩৫।।

অনুবাদ। যথা বা—দারুক সেই দ্বারকাদ্বারে অগ্রেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অঞ্জলিবন্ধনেও অসমর্থ হইয়া বিচিত্র দশাই পাইলেন।।১৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সমক্ষমগ্রে শ্রীকৃষ্ণং প্রেক্ষ্য অঞ্জলিবন্ধনেঽসমর্থো দারুকঃ।।১৩৫।।

স্থিতিঃ –

সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতির্নিগদিতা বুধৈঃ।।১৩৬।।

যথা হংসদূতে –

পুরস্তাদাভীরীগণ-ভয়দ-নামা স কঠিনো
মণিস্তম্ভালম্বী কুরুকুলকথাঃ সঙ্কথয়িতা।
স জানুভ্যামষ্টাপদভুবমবষ্টভ্য ভবিতা
গুরোঃ শিষ্যো নূনং পদকমলসম্বাহনরতঃ।।১৩৭।।

অনুবাদ। স্থিতি—মুকুন্দের সহিত সহবাসকেই বুধগণ 'স্থিতি' বলেন। যথা হংসদূতে—আভীরীগণের ভয়দায়ক-নামধারী সেই কঠিন (অক্রূর) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রদেশে মণিস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া কুরুবংশের বার্তা যাঁহাকে শুনাইতেছেন, আর বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব জানুদ্বারা স্বর্ণস্থলী আক্রমণ করিয়া যাঁহার চরণসম্বাহনে রত আছেন—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, জানিবে।।১৩৬-১৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মথুরায়াং গতেন ময়া শ্রীকৃষ্ণঃ কথং জ্ঞাতব্যঃ ইতি সন্দেহে শ্রীকৃষ্ণস্য জ্ঞাপকং চিহ্ন হংসং প্রত্যুপদিশতি—আভীরীগণ-ভয়দনামা অক্রূরঃ পুরস্তাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে মণিময়স্তম্ভাবলম্বী সন্ কুরুকুল-কথাং সংকথয়িতা তথা গুরোর্বৃহস্পতেঃ শিষ্য শ্রীমদুদ্ধবঃ অষ্টাপদ ভুবমবষ্টভ্য ভবিতা। গুরোঃ শিষ্যঃ স্বর্ণস্থলীং জানুভ্যামবষ্টব্য যস্য পদকমল-সম্বাহনরতঃ স কৃষ্ণস্ত্বয়া সুখেন জ্ঞাতব্য ইতি ভাবঃ।।১৩৭।।

নিজাবসর-শুশ্রূষা-বিধানে সাবধানতা।

পুরস্তস্য নিবেশাদ্যা যোগেঽমীষাং ক্রিয়া মতাঃ।।১৩৮।।

অনুবাদ। স্বীয় অবসরমত শুশ্রূষাবিধানে সাবধানতা, শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপবেশনাদি ক্রিয়া দাসগণের 'যোগে' ক্রিয়া বলিয়া জানা যায়।।১৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পুরোঽগ্রে আসনে উপবেশনাদ্যা ভাবাঃ অমীষাং দাসানাং ক্রিয়া মতাঃ।।১৩৮।।

কেচিদস্যা রতেঃ কৃষ্ণভক্ত্যা স্বাদবহির্মুখাঃ।

ভাবত্বমেব নিশ্চিত্য ন রসাবস্থতাং জগুঃ।।১৩৯।।

অনুবাদ। কোন কোন কৃষ্ণভক্তির আস্বাদনবহির্মুখ প্রাকৃত আলঙ্কারিক এই রতির ভাবত্ব নিশ্চয় করিয়া ইহার রসাবস্থ স্বীকার করেন নাই।।১৩৯।।

ইতি তাবদসাধীয়ো যৎ পুরাণেষু কেষুচিৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতে চৈষ প্রকটো দৃশ্যতে রসঃ।।১৪০।।

অনুবাদ। কিন্তু এই মতটি অসমীচীন, কেননা কোন কোন পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটভাবেই এই সম্ভ্রম প্রীতরসের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।।১৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইতীতি—তাবৎপদং বাক্যোপন্যাসে। ইতি এতন্মতমসাধীয়ঃ, 'মতেঽপীতিশব্দঃ' ইতি শ্রীধরস্বামী।।১৪০।।

তথাহি একাদশে (১১।৩।৩২)—

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।১৪১।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে যথা একাদশস্কন্ধে—লোকাতীত ভক্তগণ অচ্যুতচিন্তাদ্বারা কখন রোদন, কখনও হাস্য, কখন আনন্দ, কখন বাক্যালাপ, কখন নৃত্য, কখন গান, আবার

কখন বা শ্রীহরির (নাম-রূপ-গুণ-লীলার) অনুশীলন (পুনঃ পুনঃ আলোচনা) করেন। এইরূপে তাঁহারা পরমার্থ পাইয়া নির্বৃত (সন্তুষ্ট) ও মৌনী হয়েন।।১৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্বচিদ্রুদন্তীত্যাদিকমেকাদশ (৩।৩৩) স্কন্ধস্থং পদ্যং 'নিশম্যেতি' তু সপ্তম (৭।২৮)স্কন্ধস্থং জ্ঞেয়ম্।।১৪১।।

সপ্তমে চ (৭।৭।৩৪) –

নিশম্য কর্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্যাণি লীলা-তনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্‌গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি রৌতি নৃত্যতি।। ইতি।।১৪২।।

অনুবাদ। সপ্তমস্কন্ধেও, যথা–ভক্তগণ শ্রীহরির অনুপম ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ, লীলাবিগ্রহগণকর্তৃক দধিদুগ্ধচৌর্যাদি কর্ম এবং গোবর্ধনধারণ-কংসবধাদি বীর্য-প্রকাশক কাহিনী শুনিয়া অতি হর্ষে অশ্রু ও গদ্‌গদ বাক্যাদি প্রকটন করিয়া উচ্চকণ্ঠে গান করেন, চিৎকার ও নৃত্য করিয়া থাকেন।।১৪২।।

এষাত্র ভক্তাভাবানাং প্রায়িকা প্রক্রিয়োদিতা।
কিন্তু কালাদিবৈশিষ্ট্যাৎ ক্বচিৎ স্যাৎ সীমলঙ্ঘনম্।।১৪৩।।

অনুবাদ। এখানে (ভাগবতশ্লোকে) ভক্তভাবের প্রায়িকা প্রক্রিয়াই মাত্র কথিত হইল; কিন্তু দেশকালাদির বৈশিষ্ট্যে কোন সময় ইহা হইতেও অধিক সীমা অবধি লঙ্ঘন হইতে পারে।।১৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতি গৌরবপ্রীতিরিত্যপীতি পূর্বমুক্তত্বাৎ এষা শ্রীভাগবতে উদিতা ভক্তভাবানাং রুদন্তীত্যাদি প্রক্রিয়া প্রায়িকী, কিন্তু দেশাকালাদি বৈশিষ্ট্যাৎ ইতোঽপ্যধিকং সীমোল্লঙ্ঘনং স্যাৎ।।১৪৩।।

অথ **গৌরবপ্রীতিঃ** –

লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতির্গৌরবোত্তরা।
সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতরুচ্যতে।।১৪৪।।

অনুবাদ। অতঃপর গৌরবপ্রীতি—লাল্যাভিমানী পুত্র অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি, তাহাকে 'গৌরবোত্তরা' প্রীতি বলা হয়। এই প্রীতিই বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া 'গৌরবপ্রীতি' হয়।।১৪৪।।

তত্র **আলম্বনাঃ** –

হরিশ্চ তস্য লাল্যাশ্চ ভবন্ত্যালম্বনা ইহ।।১৪৫।।

তত্র **হরিঃ**, যথা –

অয়মুপহিতকর্ণঃ প্রস্তুতে বৃষ্ণিবৃন্দৈ-
র্যদুপতিরিতিহাসে মন্দহাসোজ্জ্বলাস্যঃ।
উপদিশতি সুধর্মা-মধ্যমধ্যাস্য দীব্যন্
হিতমিহ নিজয়াগ্রে চেষ্টয়ৈবাত্মজান্নঃ।।১৪৬।।

অনুবাদ। উহাতে আলম্বন—এই গৌরবপ্রীতরসে হরি ও তাঁহার লাল্যবৃন্দই আলম্বন বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে হরি, যথা—বৃষ্ণিবংশীয়গণ ইতিহাস বলিতে লাগিলে উহা শ্রবণজন্য এই যদুপতি উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, সেইকালে মৃদুমন্দ হাস্যোদগমে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হয়। সুধর্মাসভা মধ্যে উপবেশনপূর্বক তিনি পুত্র আমাদিগকে পূর্ব মহাজনগণের পথ অনুকরণ করিবার জন্য হিতোপদেশ দেন।।১৪৫-১৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃষ্ণিবৃন্দৈঃ ইতিহাসে প্রস্তুতে সতি ইতিহাস-শ্রবণার্থমুপহিত-কর্ণোঽয়ং যদুপতিঃ সুধর্মা সভামধ্যমধ্যাস্য উপবিশ্য, উপহিতকর্ণ-ইত্যাদি-লক্ষণয়া হিতম্, এবমেব পূর্বেষাং মহতাং বৃত্তমনুসরণীয়মিত্যর্থঃ। নোঽস্মান্ আত্মজানুপদিশতি।।১৪৬।।

মহাগুরুর্মহাকীর্তির্মহাবুদ্ধির্মহাবলঃ।
রক্ষী লালক ইত্যাদ্যৈর্গুণৈরালম্বনো হরিঃ।।১৪৭।।

অনুবাদ। মহাগুরু, মহাকীর্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষী ও লালক ইত্যাদি গুণগণযুক্ত হরি আলম্বন।।১৪৭।।

অথ লাল্যাঃ —

লাল্যাঃ কিল কনিষ্ঠত্ব পুত্রত্বাদ্যভিমানিনঃ।
কনিষ্ঠাঃ সারণ-গদ-সুভদ্র-প্রমুখাঃ স্মৃতাঃ।
প্রদ্যুম্নচারুদেষ্ণাদ্যাঃ সাম্বাদ্যাশ্চ কুমারকাঃ।।১৪৮।।

এষাং রূপং, যথা —

অপি মুরান্তক-পার্ষদমণ্ডলাদধিকমণ্ডনবেশগুণশ্রিয়ঃ।
অসিত-পীত-সিত-দ্যুতিভির্যুতা যদুকুমারগণাঃ পুরি রেমিরে।।১৪৯।।

এষাং ভক্তিঃ —

সন্ধিং ভজন্তি হরিণা মুখমুন্নময্য
তাম্বূলচর্বিতমদন্তি চ দীয়মানম্।
ঘ্রাতাশ্চমূর্ধ্নি পরিরভ্য ভবন্ত্যদস্রাঃ
সাম্বাদয়ঃ কতি পুরা বিদধুস্তপাংসি।।১৫০।।
রুক্মিণীনন্দনস্তেষু লাল্যেষু প্রবরো মতঃ।।১৫১।।

অনুবাদ। অতঃপর লাল্য—কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্বাদির অভিমানিবৃন্দই লাল্য। সারণ, গদ ও সুভদ্রা প্রভৃতি কনিষ্ঠ এবং প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব প্রভৃতি কুমারগণ পুত্র। ইঁহাদের রূপ, যথা—মণ্ডন, বেশ, গুণ ও শোভায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দ হইতেও অধিকতর, কৃষ্ণ, পীত ও শুক্লবর্ণবিশিষ্ট সেই যদুকুমারবৃন্দ পুরমধ্যে খেলা করিতেছেন। ইঁহাদের ভক্তি--ইঁহারা হরির সঙ্গে সহভোজন, মুখ উন্নত করিয়া দীয়মান তাম্বূল-চর্বিত-চর্বণাদি করেন, মস্তকে আঘ্রাণ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন, অহো! সাম্বাদি প্রাচীনকালে কতই না তপস্যা করিয়াছিলেন! লাল্যগণের মধ্যে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই প্রধান।।১৪৮-১৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সন্ধিং সহভোজনং ভজন্তি, হরিণা দীয়মানং তাম্বূল-চর্বিতমদন্তি।।১৫০।।

জনয়তি জনে যুজনকভ্রান্তিং যঃ সুষ্ঠুরূপেণ।।১৫২।।

অনুবাদ। সেই প্রদ্যুম্নের রূপ—সুকুমার যদুকুমারবৃন্দের চূড়ামণি কন্দর্পদমন প্রদ্যুম্ন জয়যুক্ত হইন, যিনি রূপদ্বারা সমস্ত লোককেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকেন।।১৫২।।

অস্য **ভক্তিঃ** —

প্রভাবতি সমীক্ষ্যতাং দিবিকৃপাম্বুধির্মাদৃশাং
স এষ পরমো গুরুর্গরুড়গো যদূনাং পতিঃ।
যতঃ কিমপি লালনং বয়মবাপ্য দর্পোদ্ধুরাঃ
পুরারিমপি সঙ্গরে গুরুরুষং তিরস্কুর্মহে।।১৫৩।।

অনুবাদ। ইঁহার ভক্তি—(প্রদ্যুম্নের উক্তি—) প্রভাবতি! ঐ দেখ, আকাশপথে কৃপাসিন্ধু, আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরু, গরুড়বাহন যদুপতি বিরাজ করিতেছেন, ইঁহার লালনেই আমরা মহাদর্পী হইয়া তীব্রক্রোধ রুদ্রকেও যুদ্ধে তিরস্কার করি।।১৫৩।।

উভয়েষাং সদারাধ্যধিয়ৈব ভজতামপি।
সেবকানামিহৈশ্বর্যজ্ঞানস্যৈব প্রধানতা।
লাল্যানাত্তু স্বসম্বন্ধ-স্ফূর্তেরেব সমন্ততঃ।।১৫৪।।

অনুবাদ। সেবক ও লাল্যগণ সতত আরাধ্যবুদ্ধিতেই ভজন করিলেও উভয়ের কিছু পার্থক্য আছে। সেবকগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্যজ্ঞানেরই আধিক্য থাকে, কিন্তু লাল্যগণের নিজসম্বন্ধস্ফূর্তিই সতত হয়।।১৫৪।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রভাবতীতি—শ্রীহরিবংশোক্ত প্রভাবতীহরণ-সময়ে তৎসমীপস্থস্য শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য বাক্যম্। উভয়েষাং সেবকানাং লাল্যানাঞ্চ বল্লবাধীশ-পুত্রত্বেনৈব যদৈশ্বর্যমিন্দ্রজয়াদিপ্রভাবস্তস্য বেদনমনুভবঃ।।১৫৪।।

ব্রজস্থানাং পরৈশ্বর্যজ্ঞানশূন্যধিয়ামপি।
অস্ত্যেব বল্লবাধীশপুত্রত্বৈশ্বর্যবেদনম্।।১৫৫।।

অনুবাদ। ব্রজানুগগণের পরমৈশ্বর্যজ্ঞানরহিতা বুদ্ধি থাকিলেও গোপরাজনন্দনরূপেই ইন্দ্রজয়াদি প্রভাবরূপ যে ঐশ্বর্য, তাহার অনুভব দেখা যায়ই।।১৫৫।।

অথ **উদ্দীপনাঃ** —

উদ্দীপনাস্তু বাৎসল্য-স্মিতপ্রেক্ষাদয়ো হরেঃ।।১৫৬।।

যথা —

অগ্রে সানুগ্রহং পশ্যন্নগ্রজং ব্যগ্রমানসঃ।
গদঃ পদারবিন্দেঽস্য বিদধে দণ্ডবন্নতিম্।।১৫৭।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—হরির বাৎসল্য, মৃদুহাস্য ও দৃষ্টিপাতাদিই 'উদ্দীপন'। যথা—গদ সমীপে সদয় অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ব্যগ্রমনে তাঁহার পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।।১৫৬-১৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অগ্রজং শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্ গদঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধুরো ভারস্য পরিগ্রহঃ তথা চ শ্রীকৃষ্ণদত্তস্য কার্যভারস্য স্বীকার ইত্যর্থঃ।।১৫৭।।

অথ **অনুভাবাঃ** —

অনুভাবাস্তু তস্যাগ্রে নীচাসননিবেশনম্।
গুরোর্বর্ত্মানুসারিত্বং ধুরস্তস্য পরিগ্রহঃ।
স্বৈরাচার-বিমোক্ষাদ্যাঃ শীতা লাল্যেষু কীর্তিতাঃ।।১৫৮।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাব—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নীচাসনে অবস্থান, গুরুর আনুগত্য, শ্রীকৃষ্ণদত্ত কার্যভার গ্রহণ, যথেচ্ছাচারবর্জন ইত্যাদি লাল্যগণের শীত'-ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত।।১৫৮।।

তত্র **নীচাসননিবেশনং**, যথা —

যদুসদসি সুরেন্দ্রৈর্দ্রাগুপব্রজ্যমানাঃ সুখদ-করকার্ভির্ব্রহ্মণাভ্যুক্ষিতাঙ্গঃ।
মধুরিপুমভিবন্দ্য স্বর্ণপীঠানি মুঞ্চন্ ভুবমভি মকরাঙ্কো রাঙ্কবং স্বীচকার।।১৫৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে নীচাসনে অবস্থান, যথা—যদু সভায় দেবেন্দ্রগণকর্তৃক অগ্রে সত্বর গিয়া সমানীত এবং ব্রহ্মাকর্তৃক সুখপ্রদ কমণ্ডলুজলে অভিষিক্ততনু প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সুবর্ণপীঠাদি বর্জনপূর্বক ভূমিতে কম্বলাসন স্বীকার করিলেন।।১৫৯।।

দাসৈঃ সাধারণাশ্চান্যে প্রোচ্যন্তেঽমীষু কেচন।
প্রণামো মৌনবাহুল্যং সংকোচঃ প্রশ্রয়াঢ্যতা।
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি তদাজ্ঞা-পরিপালনম্।।১৬০।।

অধোবদনতা স্থৈর্যং কাস-হাসাদি-বর্জনম্।
তদীয়াতিরহঃ-কেলিবার্তাদ্যুপরমাদয়ঃ।।১৬১।।

অনুবাদ। দাসগণের সমান কতিপয় ভাব এখন বলা হইতেছে—প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, বিনয়প্রাচুর্য, নিজপ্রাণনাশেও শ্রীকৃষ্ণাদেশ-প্রতিপালন, অধোবদনতা, স্থৈর্য, কাম হাসাদিবর্জন এবং শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলিসংবাদাদি হইতে নিবৃত্তি।।১৬০-১৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুরেন্দ্রৈরুপব্রজ্যমানঃ অগ্রে গত্বা সমানীয়মানঃ উপবেশার্থং পূর্বমেব কল্পতানি স্বর্ণপীঠানি ত্যক্ত্বা ভুবমনু ভুবি প্রদ্যুম্নঃ রাঙ্কবমাসনং স্বীচকার, 'রাঙ্কবং মৃগরোমজমিত্যমরঃ'। রহঃকেলিবার্তা শৃঙ্গারকথা, যদ্যপি তেষু অত্যন্তাসম্ভবান্নিষেধোঽপি ন প্রসজ্জেত, তথাপ্যাধুনিক-তদ্ভাবভাবিত-সাধকানাং বোধনার্থমেব নিষিদ্ধমপি জ্ঞেয়ম্।।১৬১।।

অথ **সাত্ত্বিকাঃ** —

কন্দর্প বিন্দতি মুকুন্দপদারবিন্দদ্বন্দ্বে দৃশোঃ পদমসৌ কিল নিষ্প্রকম্পা।
প্রালেয়বিন্দুনিচিতং ধৃতকণ্টকা তে স্বিন্নাদ্য কণ্টকিফলং তনুরন্বকার্ষীৎ।।১৬২।।

অনুবাদ। অতঃপর সাত্ত্বিক—হে কন্দর্প! তুমি মুকুন্দপাদপদ্মে নেত্রপাত করিলেও অদ্য তোমার নিষ্কম্প, রোমাঞ্চিত ও ঘর্মব্যাপ্ত শরীরটি যেন হিমবিন্দুব্যাপ্ত কণ্টকিফলকে অনুকরণ করিয়াছিল।।১৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে কন্দর্প। মুকুন্দ-পাদারবিন্দদ্বন্দ্বে তব দৃশোঃ পদং বিন্দতি সতি তে ধৃতকণ্টকা স্বিন্না তনুঃ কণ্টকিফলমন্বকার্ষীৎ অনুচরকার। কীদৃশং—প্রালেয়বিন্দু নিচিতং হিমবিন্দু-ব্যাপ্তম্।।১৬২।।

অথ **ব্যভিচারিণং** —

অনন্তরোক্তাঃ সর্বেঽত্র ভবন্তি ব্যভিচারিণঃ।।১৬৩।।

তত্র **হর্ষো** যথা —

দূরেদরেন্দ্রস্য নভস্যুদীর্ণে ধনৌ স্থিতানাং যদুরাজধান্যাম্।
তনূরুহৈস্তত্র কুমারকাণাং নটৈশ্চ হৃষ্যদ্ভিকারি নৃত্যম্।।১৬৪।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যভিচারী—অনন্তর উক্ত সমস্ত ব্যভিচারভাবই এখানেও ধর্তব্য। তন্মধ্যে হর্ষ, যথা—দূরে আকাশে পাঞ্চজন্য-শব্দ উদ্গত হইলে যদুপুরে স্থিত কুমারগণের রোমবৃন্দরূপ হৃষ্ট নটগণও নৃত্য করিতেছিল।।১৬৩-১৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনন্তরোক্তা এতদব্যবহিত মুক্তাঃ। দরেন্দস্য পাঞ্চজন্যস্য যদুকুমারকানাং তনূরুহৈঃ নটৈঃ সহ নৃত্যমকারি।।১৬৪।।

নির্বেদো, যথা —

ধন্যঃ সাম্ব ভবান্ সরিঙ্গণময়ন্ পার্শ্বে রজঃকর্বুরো
যস্তাতেন বিকৃষ্য বৎসলতয়া স্বোৎসঙ্গমারোপিতঃ।

ধিঙ্‌মাং দুর্ভগমত্র শম্বরময়ৈদুর্দৈব-বিস্ফূর্জিতৈঃ
প্রাপ্তা ন ক্ষণিকাপি লালনরতিঃ সা যেন বাল্যে পিতুঃ।।১৬৫।।

অনুবাদ। নির্বেদ, যথা—(প্রদ্যুম্নের বাক্য—) হে সাম্ব! ধন্য তুমি, কেননা তুমি রিঙ্গণ করিতে করিতে ধূলিধূসরিতদেহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গেলে তিনি বাৎসল্যভরে আকর্ষণ করিয়া স্বক্রোড়ে তোমাকে আরোহণ করান্; আর ভাগ্যহীন আমাকে ধিক্, কেননা আমি বাল্যকালে শম্বরাসুরের দুর্দৈবঘটনাজালে বিপর্যস্ত হইয়া একক্ষণের জন্যও পিতার লালনরতি পাই নাই।।১৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রিঙ্গণ প্রাপ্নুবন অতো রজসা কর্বুরো ধূসরাঙ্গস্তং কৃষ্ণেন স্বোৎ-সঙ্গামা-রোপিতঃ।।১৬৫।।

অথ **স্থায়ী** –

দেহসম্বন্ধিতামানাদ্‌-গুরুধীরত্র গৌরবম্।
তন্ময়ী লালকে প্রীতি-র্গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে।।১৬৬।।
স্থায়িভাবোহত্র সা চৈষামামূলাৎ স্বয়মুচ্ছ্রিতা।
কঞ্চিদ্বিশেষমাপন্না প্রেমেতি স্নেহ ইত্যপি।
রাগ ইত্যুচ্যতে চাত্র গৌরবপ্রীতিরেব সা।।১৬৭।।

অনুবাদ। অতঃপর স্থায়ী—স্বাভাবিক-দেহসম্বন্ধিতা নিবন্ধন যে মান অর্থাৎ স্বভাবতঃ বাল্যে তদীয়তাভিমানযুক্ত যে ভাব, তাহা হইতে যে গুরুবুদ্ধি (ইনি আমার লালনগুরু, এইরূপ বুদ্ধি) জন্মে, তাহাকে 'গৌরব' বলা হয়। সেই লালক শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি, উহাই 'গৌরবপ্রীতি' বলিয়া কথিত। ভক্তগণের হৃদয়ব্যাপিনী স্বয়ং প্রকটিতা এই গৌরবপ্রীতিই এই রসে স্থায়িভাব। সেই গৌরবপ্রীতি কোন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তিতে প্রেম, প্রেমই বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তিতে স্নেহ, স্নেহও বৈশিষ্ট্যযোগে 'রাগ' বলিয়া অভিহিত হয়। উহাই গৌরবপ্রীতি।।১৬৬-১৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দেহসম্বন্ধিতেতি—অত্র নানাস্থান পতিতানাং সামান্যবিশেষপ্রীতি-নিরূপিকাণাং কারিকাণাং সমন্বয়ঃ ক্রিয়তে। গুরুধী র্গুরুরয়মিতি বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। স্বাস্মাদ্ ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেহনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ। আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা।।" (২।৫।২৭) যে ন্যূনা বয়ং ন্যূনা ইতি স্বাভিমানময়রতিমন্তস্তেহনুগ্রাহ্যতয়া হরে র্মতাঃ। তেষাং ত্বারাধ্যোহয়মিতি জ্ঞানাত্মিকা রতিঃ প্রীত্যভিধয়া প্রোক্তেত্যর্থঃ। অথ তস্যা রসভেদদ্বারা ভেদদ্বয়মাহ—"অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা। ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি"। (৩।২।৪) দাসত্বং স্বকত্তৃক তৎসেবায়ামিচ্ছুত্বং, তস্মাৎ সম্ভ্রমো ভবতি, সম্ভ্রমাত্মত্বাচ্চ গৌরব প্রীতিঃ উচ্যতে ইতি। এবং লাল্যত্বং তৎকর্তৃক-স্বলালনায়ামিচ্ছুত্বং। তস্মাৎ গৌরবং ভবতি, গৌরবাত্মস্ত্বাচ্চ গৌরবপ্রীতি উচ্যতে ইতি। অথ সম্ভ্রমপ্রীতিং বদন্ সম্ভ্রমস্য লক্ষণমাহ-—"সম্ভ্রমঃ প্রভুতাজ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ। অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে।।" কম্পোহত্র ত্বরা, স চ সেবেচ্ছাময়ী জ্ঞেয়া। "লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতিগৌরবোত্তরা। সা

বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে।।" ইত্যত্র (৩।২।১৪৫) লক্ষিতস্য গৌরবপ্রীতিরসস্য স্থায়িনং গৌরবপ্রীতিং বদন্ গৌরবস্য লক্ষণমাহ—দেহসম্বন্ধিতেতি—স্বাভাবিক্যা দেহ-সম্বন্ধিতয়া যো মানঃ স্বভাবত এব বাল্যে তদীয়তাভি মানময়স্তস্মাৎ ষা গুরুবীর্যমায়ং গুরুর্লালকঃ ইতি বুদ্ধিঃ সা গৌরবমুচ্যতে। তন্ময়া যা তস্মিন্ লালকে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিঃ সা গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে ইতি।।১৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এষাং ভক্তানামামূল্যং হৃদয়মভিব্যাপ্য স্বয়মেব প্রাদুর্ভূতা সা গৌরবপ্রীতিরত্র স্থায়িভাবঃ। সা এব গৌরবপ্রীতিঃ কঞ্চিদ্বিশেষং প্রাপ্তা চেৎ প্রেমেত্যুচ্যভে। প্রেমৈব কঞ্চিদ্ বিশেষং প্রাপ্তশ্চেৎ স্নেহ উচ্যতে, এবং রীত্যা রাগো জ্ঞেয়ঃ।।১৬৭।।

তত্র **গৌরবপ্রীতিঃ**, যথা —

মুদ্রাং ভিনত্তিং ন রদচ্ছদয়োরমন্দাং বক্ত্রঞ্চ নোন্নময়তি স্রবদস্রকীর্ণম্।
ধীরঃ পরং কিমপি সঙ্কুচতীং ঝষাঙ্কো দৃষ্টিং ক্ষিপত্যঘভিদশ্চরণারবিন্দে।।১৬৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে গৌরবপ্রীতি, যথা—প্রদ্যুম্ন ওষ্ঠাধরের শ্রেষ্ঠমুদ্রা ভঙ্গ করেন না অর্থাৎ কোন কথাই বলেন না, ক্ষরিত অশ্রুবিন্দুতে ব্যাপ্ত মুখটি উল্লসিত করেন না। অথচ ধীর হইয়া কেবল অঘঘাতন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অতিসঙ্কোচিত দৃষ্টিই দিতেছেন।।১৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ওষ্ঠাধরয়োঃ শ্রেষ্ঠাং মুদ্রাং ন ভিনত্তি, কিমপি ন বদতীত্যর্থঃ। অশ্রুজলকীর্ণং বক্ত্রং পরং কেবলং চরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপতি।।১৬৮।।

প্রেমা, যথা —

দ্বিষড্ভিঃ ক্ষোদিষ্ঠৈর্জগদবিহতেচ্ছস্য ভবতঃ
করাদাকৃষ্যেব প্রসভমভিমন্যাবপি হতে।
সুভদ্রায়াঃ প্রীতির্দনুজদমন তদ্বিষয়িকা
প্রপেদে কল্যাণী ন হি মলিনিমানং লবমপি।।১৬৯।।

অনুবাদ। প্রেমা, যথা—হে দনুজদমন! ক্ষুদ্র শত্রুগণকর্তৃক পুত্র অভিমুন্য হত হইলেও, জগতে অপ্রতিহতেচ্ছ তোমারই হস্ত হইতে সকলে পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া লইলেও সুভদ্রার তোমাবিষযিকা মঙ্গলময়ী প্রীতি বিন্দুমাত্রও ম্লান হইল না।।১৬৯।।

স্নেহো, যথা —

বিমুঞ্চ পৃথু-বেপথুং বিসৃজ-কণ্ঠকুণ্ঠায়িতং
বিমৃজ্য ময়ি নিক্ষিপ প্রস্রবদশ্রুধারে দৃশৌ।
করঞ্চ মকরধ্বজ প্রকট-কণ্টকালঙ্কৃতং
নিধেহি সবিধে পিতুঃ কথয় বৎস কঃ সম্ভ্রমঃ।।১৭০।।

অনুবাদ। স্নেহ, যথা—হে বৎস প্রদ্যুম্ন! তীব্র কম্প ত্যাগ কর। গদ্গদভাবও ত্যাগ কর, অশ্রুব্যাপ্ত নেত্রদ্বয়ও মার্জন করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রকট রোমাঞ্চিত

হস্তও আমাতে দাও, পিতার নিকট পুত্রের সম্ভ্রম কিসের? ১৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষোদিষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ শত্রুভিঃ অভিমন্যৌ পুত্রে হতে সতি তত্রাপি জগতি অবিহতেচ্ছস্য ভবতঃ করাৎ প্রসভং হঠাৎ আকৃষ্যৈব তস্মাৎ ত্বদিচ্ছয়ৈব পুত্রো মৃত ইতি নিশ্চয়েঽপি সুভদ্রায়া স্তদ্‌বিষয়িকা কল্যাণী প্রীতিঃ লবমপি মলিনিমানং ন প্রপেদে। ধ্বংসকারণে সত্যপি ধ্বংসাভাব এব প্রেমলক্ষণমিতি পূর্বোক্তম্। দৃশৌ বিমৃজ্য ময়ি নিক্ষিপ করঞ্চ ময়ি নিধেহি, পিতুর্নিকটে হে বৎস! কঃ সম্ভ্রমঃ।।১৭০।।

রাগো যথা —

বিষমপি সহসা সুধামিবায়ং নিপিবতি চেৎ পিতুরিঙ্গিতং ঝষাঙ্কঃ।

বিসৃজতি তদসম্মতির্যদি স্যাদ্‌বিষমিব তান্তু সুধাং স এষ সদ্যঃ।।১৭১।।

অনুবাদ। রাগ, যথা—এই প্রদ্যুম্ন পিতার আদেশে বিষকেও সুধার ন্যায় পান করনে, আর পিতার অসম্মতিতে সুধাকেও বিষের ন্যায় মনে করিয়াও সদ্যই বর্জন করেন।।১৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য ইঙ্গিতং চেৎ বিষমপি সুধাবিমায়ং নিতরামতিশয়েন পিবতি।।১৭১।।

ত্রিষ্বেবাযোগাদ্যা ভেদাঃ পূর্ববদীরিতাঃ।।১৭২।।

অনুবাদ। এই গৌরবপ্রীতরসেও সম্ভ্রমপ্রীত, প্রেয় ও বৎসলের ন্যায় অযোগ ও যোগ-নামক ভেদদ্বয় স্বীকার করা হইতেছে।।১৭২।।

তথ্য। শান্তে ইহাদের নাম—পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার, মধুররসে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।।১৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্রিষ্বেব--প্রীতপ্রেয়োবৎসলেষ্বেবাযোগাদ্যা ভেদ্যাঃ। অন্যত্র তু শান্তস্য পারোক্ষসাক্ষাৎকারাবিত্যেব সংজ্ঞে, মধুরস্য তু সম্ভোগ বিপ্রলম্ভৌ ইতি মুখ্যে সংজ্ঞে, পূর্বরাগাদ্যাস্ত্ববান্তর সংজ্ঞা ঈরিতা ইত্যর্থঃ।।১৭২।।

তত্র **উৎকণ্ঠিতম্** —

শম্বরঃ সুমুখি লব্ধঃ দুর্বিপড় ডম্বরঃ স রিপুরস্বরায়িতঃ।

অম্বুরাজমহসং কদা গুরুং কম্বুবাজকরমীক্ষিতাস্মহে।।১৭৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে উৎকণ্ঠিত—হে সুমুখি! সেই শত্রু শম্বর দুর্বিপত্তির অবধিরূপে মরণকে বরণ করিয়া শূন্যপ্রাপ্তি করিয়াছে। এক্ষণে কবে নীলকমলতুল্য কান্তিশীল পাঞ্চজন্যশঙ্খধারী শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণকে আমরা দেখিতে পাইব?১৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শম্বরাসুর-বধনান্তরং রতিঃ প্রতি প্রদ্যুম্ন আহ—লব্ধে দুর্বিপত্তেঃ ডম্বরঃ মৃত্যুরূপাতিশয়ো যেন স শম্বরো রিপুঃ অম্বরং শূন্যময়িতঃ প্রাপ্তঃ, নীল কমলস্যেব মহঃ কান্তির্যস্য তং গুরুং পাঞ্চজন্যকরং শ্রীকৃষ্ণম্।।১৭৩।।

অথ **বিয়োগঃ** —

মনো মমেষ্টামপি গেণ্ডুলীলাং ন বষ্টি যোগ্যাঞ্চ তথাস্ত্রযোগ্যাম্।
গুরৌ পুরং কৌরবমভ্যুপেতে কারামিব দ্বারাবতীমবৈতি।।১৭৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বিয়োগ—শ্রীকৃষ্ণ কুরুপুরীতে যাওয়া অবধি আমার অভিলষিত গেণ্ডুক্রীড়ায়ও মন যাইতেছে না, ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রাভ্যাস করিতেও ইচ্ছা নাই; এমন কি, এই দ্বারাবতী যেন কারাগার মনে হইতেছে।।১৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন বষ্টি নেচ্ছতি, অস্ত্রাযোগ্যাং অস্ত্রাভ্যাসম্। 'অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যা' ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ। কৌরবপুরং শ্রীকৃষ্ণে গতে সতি।।১৭৪।।

সিদ্ধিঃ —

মিলিতঃ শম্বরপুরতো মদনঃ পুরতো বিলোকয়ন্ পিতরম্।
কোঽহমিতি স্বং প্রমদান্ন ধীরধীরপ্যসৌ বেদ।।১৭৫।।

অনুবাদ। সিদ্ধি—শম্বরপুর হইতে আসিয়া মিলিলে ধীর প্রদ্যুম্ন অগ্রে পিতাকে দেখিয়া হর্ষে অধীর হইয়া নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।।১৭৫।।

তুষ্টিঃ —

মিলিতমধিষ্ঠিত-গরুড়ং প্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠির-পুরান্মুরারাতিম্।
অজনি মুদা যদুনগরে সম্ভ্রমভূমা কুমারাণাম্।।১৭৬।।

অনুবাদ। তুষ্টি—যুধিষ্ঠিরনগর হইতে প্রত্যাগত গরুড়বাহন মুরারিকে দেখিয়া দ্বারকানগরে কুমারগণের আনন্দহেতু সম্ভ্রমপ্রাচুর্য দেখা দিল।।১৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মদনঃ প্রদ্যুম্নঃ।।১৭৬।।

স্থিতিঃ —

কুঞ্চয়ন্নক্ষিণী কিঞ্চিদ্বাষ্পনিষ্পন্দি-পক্ষ্মণী।
বন্দতে পাদয়োর্দ্বন্দ্বং পিতুঃ প্রতিদিনং স্মরঃ।।১৭৭।।

অনুবাদ। স্থিতি—প্রত্যহই প্রদ্যুম্ন বাষ্পবারিনিষ্পন্দপক্ষ্মযুক্ত নয়নদ্বয়কে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া পিতার চরণকমলযুগলে প্রণত হন।।১৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অশ্রুজলক্ষরণযুক্তে পক্ষ্মণী যয়োঃ তথাভূতে অক্ষিণী কিঞ্চিৎ কুঞ্চয়ন্।।১৭৭।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্যরসপঞ্চক নিরূপণে
প্রীতভক্তিরসলহরী দ্বিতীয়া।।

উৎকণ্ঠিতবিয়োগাদ্যে যদ্যদ্বিস্তারিতং ন হি।
সম্ভ্রম-প্রীতবজ্জ্ঞেয়ং তত্তদেবাখিলং বুধৈঃ।।১৭৮।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরসপঞ্চকনিরূপণে
প্রীতভক্তিরসলহরী দ্বিতীয়া।

অনুবাদ। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ প্রভৃতিতে এখানে যাহা যাহা বিস্তারিত হয় নাই, তাহা তাহা সমস্তই সম্ভ্রমপ্রীতের ন্যায় বলিয়া বিজ্ঞগণ জানিবেন।।১৭৮।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরসপঞ্চক-নিরূপণে প্রীতভক্তিরসলহরী-নাম্নী দ্বিতীয়-লহরীর বঙ্গানুবাদ।



প্রেয়োভক্তিরসাখ্যা তৃতীয়লহরী

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্যতে।।১।।

অনুবাদ। প্রেয়োভক্তিরস—আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা সখ্যরতি স্থিরভাব লাভ করিয়া সজ্জনচিত্তে আস্বাদনীয়তা লভ্য হইলে তাহাকে এই রসশাস্ত্রে 'প্রেয়োভক্তিরস' কথিত হয়।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সখ্যরূপস্থায়িভাবঃ বিভাবাদ্যৈঃ সতাং চিত্তে পুষ্টিং নীতঃ সন্ প্রেয়ান্ রস উদীর্যতে।।১।।

তত্র **আলম্বনাঃ** —

হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ।।২।।

অনুবাদ। আলম্বন—শ্রীহরি ও তাঁহার বয়স্যগণ এই প্রেয়োরসে আলম্বন।।২।।

তত্র **হরিঃ** –

দ্বিভুজত্বাদি-ভাগত্র প্রাগ্বদালম্বনো হরিঃ।।৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হরি—পূর্বের ন্যায় এই রসেও দ্বিভুজত্বাদিরূপধারী শ্রীহরিই (বিষয়) আলম্বন।।৩।।

তত্র ব্রজে, যথা —

মহেন্দ্রমণি-মঞ্জুলদ্যুতিরমন্দকুন্দস্মিতঃ স্ফুরৎপুরটকেতকীকুসুমরম্যপট্টাম্বরঃ।
স্রগুল্লসদুরঃস্থলঃ ক্বণিতবেণুরত্রাব্রজন্ ব্রজাদঘহরো হরত্যহহ নঃ সখীনাং মনঃ।।৪।।

অনুবাদ। যথা ব্রজে—অহো! যাঁহার কান্তি ইন্দ্রনীলমণি হইতেও অধিক সুন্দর, অধরে কুন্দকুসুমের মত (অতীব রমণীয়) শুভ্রহাসি, পরিধানে দীপ্ত স্বর্ণকেতকীর ন্যায় রমণীয় পট্টবস্ত্র, বনমালায় যাঁহার বক্ষোদেশ মনোজ্ঞ, সেই অঘনাশন শ্রীহরি ব্রজ হইতে মুরলীবাদনপূর্বক আগমন করিতে করিতে বন্ধু আমাদের মন হরণ করিতেছেন।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অঘহরো ব্রজাদ্ গোষ্ঠাদত্র বনে আব্রজন্ সন্ নোঽস্মাকং সখীনাং মনো হরতি।।৪।।

অন্যত্র যথা —

চঞ্চৎকৌস্তুভকৌমুদীসমুদয়ং কৌমোদকীচক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢ্যং চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
দৃষ্ট্বা হারিহরিন্মণি-দ্যুতিহরং শৌরিং হিরণ্যাম্বরং
জগ্মুং পাণ্ডুসুতাঃ প্রমোদসুধয়া নৈবাত্ম সম্ভাবনাম্।।৫।।

অনুবাদ। অন্যত্র—যাঁহার কণ্ঠদেশে ইতস্তত প্রসরণশীল কৌস্তুভ-কিরণসমূহ শোভা পাইতেছে, যাঁহার উজ্জ্বল ভুজচতুষ্টয় (পাঞ্চজন্য) শঙ্খ, (সুদর্শন) চক্র (কৌমোদকী) গদা ও পদ্মধারণে অতীব রমণীয়, সেই ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিহারী পীতবসন শৌরী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে পাণ্ডবগণ আনন্দামৃতের আস্বাদনে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন।।৫।।

তথ্য। এস্থানে যুধিষ্ঠিরাদির বাৎসল্যমিশ্রণ থাকিলেও সৌহৃদ্যরূপ সখ্যে অন্যান্য অংশের (বাৎসল্য, দাস্য প্রভৃতির) সদ্ভাবও বুঝিতে হইবে। ইঁহারা চতুর্ভুজমূর্তি দেখিলেও তাঁহাতে নরাকৃতির সদা বিদ্যমানতায় তাঁহাদের প্রীতি সঙ্কুচিত হইত না।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অন্যত্র যথা—চঞ্চন্ ইতস্ততঃ প্রসরন্ কৌস্তুভকৌমুদী-সমুদয়ো যস্য সঃ তং গদাচক্রয়োঃ সখ্যেন মিলনেন তথা জলজয়োঃ পদ্মশঙ্খয়োর্মিলনেন চ উজ্জ্বলিতৈঃ চতুর্ভুজৈঃ যুক্তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা আত্মসম্ভাবনাময় মহমস্মীতি জ্ঞানং নৈব জগ্মুঃ প্রাপুঃ। দর্শনানন্দেন জড়া বভূবুরিতি ভাবঃ। পাণ্ডুসুতা ইত্যত্র যুধিষ্ঠিরাদীনাং বাৎসল্য রতিবিশিষ্টত্বেঽপি সখ্যরস-সম্ভবাৎ; বক্ষতে হি 'বাৎসল্যগন্ধিনা সখ্যা কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ (৩।৩।২২) "কনিষ্ঠ কল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা"। (৩।৩।৩০)।।৫।।

সুবেষঃ সর্বসল্লক্ষ্মলক্ষিতো বলিনাং বরঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিদ্‌বাবদূকঃ সুপণ্ডিতঃ।।৬।।
বিপুলপ্রতিভো দক্ষঃ করুণো বীরশেখরঃ।
বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ক্ষন্তা রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্।
সুখী বরিয়ানিত্যাদ্যা গুণাস্তস্যেহ কীর্তিতাঃ।।৭।।

অনুবাদ। সুবেশ, সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, বিবিধ-অদ্ভুতভাষাবিৎ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, বিপুলপ্রতিভান্বিত, দক্ষ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, রক্তলোক, সমৃদ্ধিমান, সুখী ও বরীয়ান ইত্যাদি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়োরসের আলম্বন বলিয়া অভিহিত।।৬-৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-সচ্চিহ্নৈর্লক্ষিতঃ।।৬।।

অথ **তদ্বয়স্যাঃ** —

রূপবেষগুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ।
বিশ্রম্ভস ভৃতাত্ম নো বয়স্যাস্তস্য কীর্তিতাঃ।।৮।।

অনুবাদ। অতঃপর তাঁহার বয়স্যগণ—যাঁহারা রূপে, বেশে ও গুণাদিতে শ্রীহরির সমান, দাসবৎ সঙ্কোচ যাঁহাদের লেশমাত্র নাই এবং যাঁহারা বিশ্রম্ভপ্রণয়যুক্ত, তাঁহারাই 'বয়স্য' বলিয়া কীর্তিত হন।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সমগ্রযন্ত্রিতা দাসবদ্ যন্ত্রণাশূন্যা যতো বিশ্রম্ভেতি, বিশ্রম্ভস্তু বক্ষ্যতে (৩।৩।১০৬) বিশ্রম্ভে গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ' ইতি।।৮।।

যথা —

সাম্যেন ভীতি-বিধুরেণ বিধীয়মান-ভক্তিপ্রপঞ্চমনুদঞ্চদনুগ্রহেণ।

বিশ্রম্ভসারনিকুরম্বকরম্বিতেন বন্দেতরামঘহরস্য বয়স্যবৃন্দম্।।৯।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহারা ভয়রহিত, মহানুগ্রহপূর্ণ, বিশ্রম্ভসারসমূহযুক্ত সখ্যে শ্রীহরিতে সেবাসুখাদি ভক্তি বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণবয়স্যবৃন্দকে প্রীতিভরে বন্দনা করি।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভীতিরহিতেন এবং বিশ্রম্ভ সারসমূহযুক্তেন সাম্যেন সখ্যেন বিধীয়মানং ক্রিয়মাণং ভক্তিপ্রপঞ্চঃ ভক্তিবিস্তারঃ যেন তৎ বয়স্যবৃন্দ কথম্ভূতেন সাম্যেন অনুদঞ্চদনুগ্রহেণ বাৎসল্যাদৌ যথাঽনুগ্রহস্যাপেক্ষা তথা সখ্যেনেত্যর্থঃ।।৯।।

তে পুরব্রজসম্বন্ধাদ্ দ্বিবিধাঃ প্রায় ঈরিতাঃ।।১০।।

অনুবাদ। সেই বয়স্যগণ পুর ও ব্রজ সম্বন্ধভেদে দুই প্রকার।।১০।।

তত্র **পুরঃসম্বন্ধিনঃ** —

অর্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্য চ।

শ্রীদাম-ভূসুরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরঃসংশ্রয়াঃ।।১১।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে পুরস্থ বয়স্যগণ—অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদাম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পুরাশ্রিত সখা।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্রুপদস্য দুহিতা দ্রৌপদী; শ্রীদামব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ।।১১।।

এষাং সখ্যং যথা —

শিরসি নৃপতির্দ্রাগঘ্রাসীদঘারিমধীরধী-

র্ভুজপরিঘয়োঃ শ্লিষ্টৌ ভীমার্জুনৌ পুলকোজ্জ্বলৌ।

পদকমলয়োঃ সাস্রৌ দস্রাত্মজৌ চ নিপেততু-

স্তমবশধিয়ঃ প্রৌঢ়ানন্দাদরুন্ধত পাণ্ডবাঃ।।১২।।

অনুবাদ। ইঁহাদের সখ্য, যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে রাজা যুধিষ্ঠির সহসা তাঁহার শিরোঘ্রাণ করিলেন, পুলকিত ভীম ও অর্জুন তাঁহাকে পরিঘোপম বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, অশ্রুসিক্তবদনে নকুল ও সহদেব তাঁহার পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন; এইরূপে অতিশয় আনন্দ নিবন্ধন অবশবুদ্ধি পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়াছিলেন।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নৃপতির্যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীকৃষ্ণং শিরসি অঘ্রাসীৎ তথা ভুজপরিঘয়োর্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণং ভীমার্জুনৌ শ্লিষ্টৌ, 'গতর্থাকর্মাশ্লষে'ত্যাদিনা কর্তরিক্তঃ। দস্রাত্মজৌ নকুল সহদেবৌ অরুন্ধতঃ রুরুধুঃ।।১২।।

শ্রেষ্ঠঃ পুরবয়স্যেষু ভগবান্ বানরধ্বজঃ।।১৩।।

অনুবাদ। পুরস্থ সখাগণমধ্যে ভগবান্ অর্জুনই শ্রেষ্ঠ।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বানরধ্বজোঽর্জুনঃ।।১৩।।

অস্য রূপং, যথা –

গাণ্ডীবপাণিঃ করিরাজশুণ্ডা রম্যোরুরিন্দীবরসুন্দরাভঃ।
রথাঙ্গিনা রত্নরথাধিরোহী স রোহিতাক্ষঃ সুতরামরাজীৎ।।১৪।।

অনুবাদ। ইঁহার রূপ, যথা–যাঁহার হস্তে গাণ্ডীব, ঊরু করিরাজের শুণ্ড হইতেও অতীব সুন্দর, কান্তি ইন্দীবর অপেক্ষাও মনোহর, নয়ন রক্তবর্ণ–সেই অর্জুন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রত্নখচিত রথে আরোহণ করিয়া অপূর্বশ্রী ধারণ করিয়াছেন।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। করিরাজশুণ্ডেব রম্যমূরুস্থলং যস্য রথাঙ্গিনা শ্রীকৃষ্ণেন সহ রত্ননির্মিত-রথাধিরূঢ়ঃ।।১৪।।

সখ্যং, যথা –

পর্যঙ্কে মহতি সুরারিহন্তুরঙ্কে নিঃশঙ্ক-প্রণয়-নিসৃষ্ট-পূর্বকায়ঃ।
উন্মীলন্নব-নব-নর্ম-কর্মঠোঽয়ং গাণ্ডিবী স্মিতবদনাম্বুজো ব্যরাজীৎ।।১৫।।

অনুবাদ। ইঁহার সখ্য, যথা–উৎকৃষ্ট পালঙ্কোপরি শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রণয়ভরে দেহের পূর্বার্ধ স্থাপনপূর্বক অর্জুন নব-নব-পরিহাসবাক্য-রচনায় নিপুণতা প্রকাশ করিয়া হাস্যশোভিত বদনে বিরাজ করিলেন।।১৫।।

অথ **ব্রজসম্বন্ধিনঃ** –

ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ-বিহারিণঃ।
তদেকজীবিতাঃ প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ।
অতঃ সর্ববয়স্যেষু প্রধানত্বং ভজন্ত্যমী।।১৬।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্রজস্থ বয়স্যগণ–যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণমাত্র অদর্শনেও দুঃখিত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত বিহারশীল এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের জীবন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসী বয়স্য। ইঁহারা বয়স্যগণের মধ্যে সর্বথা প্রধান।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষণাদর্শনত ইতি যথোক্তং শ্রীদশমে (১৪।৪৫) 'উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা। নৈকোপ্যভোজি-কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্।।' ইতি তদেকজীবিতা ইতি–তত্রৈব 'কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ। বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ।' (১০।১১। ৪৯)।।১৬।।

এষাং রূপং, যথা –

বলানুজসদৃগ্ বয়ো-গুণ-বিলাস-বেষ-শ্রিয়ঃ প্রিয়ঙ্করণ-বল্লকীদল-বিষাণ-বেণ্বঙ্কিতাঃ।
মহেন্দ্রমণিহাটকস্ফটিকপদ্মরাগত্বিষঃ সদা প্রণয়শালিনঃ সহচরা হরেঃ পান্তু বঃ।।১৭।।

অনুবাদ। ইঁহাদের রূপ, যথা—যাঁহারা বয়স, গুণ, বিলাস, বেষ ও সৌন্দর্যে শ্রীকৃষ্ণের সমতুল, সর্বপ্রিয়কর, বল্লকীপত্ররচিত বংশী, বিষাণ ও বেণুধারী; ইন্দ্রনীলমণি, সুবর্ণ, স্ফটিক ও পদ্মরাগের সদৃশ কান্তিধারী ও প্রণয়শালী—শ্রীহরির সেই সহচরগণ তোমাদিগকে সতত পালন করুন।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বলানুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়ঙ্করণৈঃ শুভঙ্করৈঃ বল্লকীদল-বিষাণবংশীভিঃ অঙ্কিতাঃ মহেন্দ্রমণিপ্রভৃতীনামিব ত্বিট্ কান্তির্যেষাং তে তথোক্তাঃ।।১৭।।

সখ্যং, যথা —

উন্নিদ্রস্য যযুস্তবাত্র বিরতিং সপ্ত ক্ষপাস্তিষ্ঠতো
হন্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে শ্রীদামপাণৌ গিরিম্।
আধির্বিধ্যতি নস্ত্বমর্পয় করে কিংবা ক্ষণং দক্ষিণে
দোষ্ণস্তে করবাম কামমধুনা সব্যস্য সম্বাহনম্।।১৮।।

অনুবাদ। ইঁহাদের সখ্য, যথা—সখে! তুমি নিদ্রারহিত হইয়া সপ্তরাত্রি দণ্ডায়মান থাকিয়া কাটাইয়াছ; অহো! এখন মনে হয় শ্রান্ত হইয়াছ, সুতরাং শ্রীদামের হস্তে গিরিরাজকে দাও। তোমার কষ্টে আমাদের মনোদুঃখ হইতেছে, কিংবা ক্ষণকালের জন্য দক্ষিণ হস্তে পর্বতটিকে রাখ, আমরা তোমার বাম হস্তকে এখন যথেষ্ট মর্দন করিতেছি।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উন্নীদ্রেতি—সখীনাং বচনম্। তিষ্ঠতস্তব সপ্তরাত্রয়ো বিরামং যযুঃ। আধির্মনঃ-পীড়া নোঽস্মান্ বিধ্যতি, অতো দক্ষিণে হস্তে গিরিমর্পয়। সব্যস্য বামস্য দোষ্ণঃ সম্বাহনং করবাম্।।১৮।।

যথা বা শ্রীদশমে (১০।১২।১১) —

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।১৯।।

অনুবাদ। যথা বা শ্রীদশমস্কন্ধে—যিনি জ্ঞানিবৃন্দের নিকট স্বপ্রকাশ সুখানুভূতিস্বরূপ, দাস্যরসিক সজ্জনগণের নিকট ইষ্টদেবতারূপ, বৈষয়িক সুখাশ্রিত কর্মিবৃন্দের নিকট প্রাকৃত মানুষবালকস্বরূপ প্রতীয়মান হন, এই গোপ-বালকগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছেন; ইহাতেই জানিতে হইবে যে, ইঁহারা সর্বোত্তম ভগবৎপ্রিয়তা-চরণশীল।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইত্থমিতি—অত্র জগতি প্রায়স্ত্রিবিধা এব জনা গণ্যন্তে, জ্ঞানিনো ভক্তাঃ কর্মিণশ্চ। তত্র সতাং ভক্তিমত্ত্বেন সচ্ছব্দেনোচ্যমানানাং জ্ঞানিনাং ব্রহ্ম চ তৎ সুখং চানুভূতিশ্চ তয়া সহেতি কৃষ্ণশরীরস্যৈব ব্রহ্ম-সুখানুভূতিত্বং, তেনৈব সহ বালাকানাং বিহারাৎ, তস্মাত্তদাকারস্য প্রাকৃতত্বমাচক্ষাণা জ্ঞানিমানিনোঽন্যে সচ্ছব্দেন নৈবোচ্যন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। দাস্যং গতানাং কেবলভক্তিমতাং সতাং পরদৈবতেন ইষ্টদেবেনেতি, মায়াং বৈষয়িকং সুখমাশ্রিতানাং কর্মিণাং নরদারকেণ প্রাকৃত বালকতয়া

প্রতীয়মানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ এতে বালকা বিজহ্রুরিতি জ্ঞানিনাং তদনুভব এব, ন তু তেন সহ বিহারঃ সম্ভবেৎ, ভক্তানাং গৌরবেণ তদ্ভজনমেব, ন তু বিহার-যোগ্যতা; কর্মিণান্তু ন তদনুভবঃ প্রীত্যভাবান্ন তদ্ ভজনমিতি কুতস্তেন সহ বিহার ইত্যর্থঃ। তে তু বিজহ্রুঃ বিহারৈস্তং স্বানন্দপূর্ণমপি প্রেমবিলাসময়মানন্দবিশেষং প্রাপয্যৈব স্বয়মপি সর্বতো বিলক্ষণমানন্দং প্রাপুরিত্যর্থঃ। অথঃ সর্বেভ্যঃ সকাশাদেতে কৃতপুণ্যপুঞ্জা ইতি কিং বক্তব্যম্। কৃতপুণ্য-পুঞ্জা এবেতি লোক প্রতীত্যৈবোক্তি, র্ন তু নিত্যসিদ্ধানাং তেষাং নিখিলেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ভক্তেভ্যশ্চোৎকৃষ্টতমাণাং তত্র প্রাচীন-পুণ্যবত্ত্বং বস্তুতো হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্। পুণ্যশব্দেন ভগবৎপ্রিয়াচরণং বা লক্ষণীয়ং, তদ্বশীকারাতিশয়রূপ-প্রয়োজনলাভায়।।১৯।।

এষু **শ্রীকৃষ্ণস্য সখ্যং**, যথা —

সহচর নিকুরম্বং ভ্রাতরার্য! প্রবিষ্টং দ্রুতমঘজঠরান্তঃকোটরে প্রেক্ষমাণঃ।

স্খলদশিশিরবাষ্পক্ষালিত-ক্ষামগণ্ডঃ ক্ষণমহমবসীদন্ শূন্যচিত্তস্তদাসম্।।২০।।

অনুবাদ। ব্রজবালকগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, যথা—(শ্রীবলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) হে আর্য! সহচরগণকে অঘাসুরের জঠরান্তঃকোটরে সত্বর প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আমার লোচনদ্বয় হইতে অবিরলধারে উষ্ণ অশ্রুপাত হইয়া শুষ্ক গণ্ডস্থানকে প্রক্ষালিত করিয়াছিল এবং কিছুকাল অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া শূন্যচিত্ত হইয়াছিলাম।।২০।।

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।

প্রিয়নর্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্বিধাঃ।।২১।।

অনুবাদ। গোষ্ঠে সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম সখা-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ চারি প্রকার।।২১।।

তত্র **সুহৃদঃ** —

বাৎসল্যগন্ধি সখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।

সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা-পরায়ণাঃ।।২২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সুহৃদ্গণ—ইঁহাদের বাৎসল্য গন্ধমিশ্রিত সখ্য, বয়সও শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক, ইঁহারা আয়ুধধারী ও দুষ্টসকল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে সতত প্রয়াসী।।২২।।

সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ।

যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্রা মহাগুণাঃ।

বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্তিতাঃ।।২৩।।

অনুবাদ। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধক, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ বলিয়া কীর্তিত।।২৩।।

এষাং **সখ্যং**, যথা —

ধুন্বন্ ধাবসি মণ্ডলাগ্রমমলং ত্বং মণ্ডলীভদ্র কিং।
গুর্ব্বীং নার্য গদাং গৃহাণ বিজয় ক্ষোভং বৃথা মা কৃথাঃ।
শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবর্দ্ধন পুরো গোবর্দ্ধনং গাহতে।
গর্জ্জন্নেষ ঘনাবলী ন তু বলীবর্দাকৃতির্দানবঃ।।২৪।।

অনুবাদ। ইঁহাদের সখ্য, যথা—অহে মণ্ডলীভদ্র! তুমি কেন বিমল খড়গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধাবিত হইতেছ? হে আর্য! (শ্রীবলদেব!) আপনি গুরুতর গদাধারণ করিবেন না। হে বিজয়! তুমি নিরর্থক ক্ষোভ করিও না, হে ভদ্রবর্ধন! তুমি আর শক্তি নিক্ষেপ করিও না। ঐ দেখ, সমীপস্থ মেঘই গর্জন করিতে করিতে গোবর্ধনে পতিত হইতেছে, উহা ত' বলশালী বৃষাকৃতি অরিষ্ট নহে।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মণ্ডলীভদ্র! ভূমণ্ডলস্যাগ্রং ব্রজভূমিং ধুন্বন্ কম্পয়ন্, অরিষ্টাসুর-বধার্থং কথং ধাবসি? হে আর্য! তদ্বধার্থং গুর্বীং গদাং ন গৃহাণ, এবং তদ্বধার্থং বৃথা ক্ষোভং মা কৃথাঃ। কিন্তু ঘনাবলী মেঘশ্রেণী গোবর্ধনে গচ্ছতি, ন তু বলীবর্দা-কৃতিররিষ্টাসুরঃ।।২৪।।

সুহৃৎসু মণ্ডলীভদ্র-বলভদ্রৌ কিলোত্তমৌ।।২৫।।

অনুবাদ। মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র এই দুইজনই সুহৃদ্ গণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।।২৫।।

তত্র **মণ্ডলীভদ্রস্য রূপং**, যথা —

পাটলপটলসদঙ্গো লকুটকরঃ শেখরী শিখণ্ডেন।
দ্যুতিমণ্ডলীমলিনিভাং ভাতি দধন্মণ্ডলীভদ্রঃ।।২৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মণ্ডলীভদ্রের রূপ, যথা—ইনি দেহে (শ্বেতরক্তমিশ্র) পাটলবর্ণ সুন্দর বস্ত্র, হস্তে লগুড়, শিরে ময়ূরপুচ্ছচূড়া এবং ভ্রমরের ন্যায় অর্থাৎ শ্যামবর্ণ অঙ্গ-কান্তি ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন।।২৬।।

বিঃ প্রঃ ভঃ টীকা। 'শ্বেতরক্তস্তু পাটলঃ' ইত্যমরঃ। তাদৃশেন পটেন লসদঙ্গঃ শিখণ্ডেন শেখরী কৃত শিরোভূষণঃ অলিনিভাং দ্যুতিমণ্ডলীং দধৎ ইত্যনেন শ্যামবর্ণো ধ্বনিতঃ।।২৬।।

অস্য **সখ্যং**, যথা —

বনভ্রমণকেলিভির্গুরুভিরহ্নি খিন্নীকৃতঃ
সুখং স্বপিতু নঃ সুহৃদ্‌ব্রজ-নিশান্তমধ্যে নিশি।
অহং শিরসি মর্দনং মৃদু করোমি কর্ণে কথাং
ত্বমস্য বিসৃজন্নলং সুবল সক্‌থিনী লালয়।।২৭।।

অনুবাদ। ইঁহার সখ্য, যথা—আমাদের পরমসুহৃৎ এই কৃষ্ণ দিবসে অতিশয় বনভ্রমণ-বিনোদে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, এখন রাত্রিতে ব্রজগৃহে সুখে শয়ন করুক। আমি ধীরে ধীরে কৃষ্ণের মস্তক মর্দন করিতেছি। হে সুবল! তুমি ইহার সঙ্গে পরামর্শ বর্জন করিয়া উরুদেশ সম্বাহন কর।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজনিশান্তমধ্যে ব্রজস্থ মন্দিরমধ্যে, তস্মাৎ হে সুবল! ত্বং কর্ণে কথাং বিসৃজন্ সক্থিনী চরণয়োরুপরিভাগদ্বয়ং লালয় মর্দয়।।২৭।।

বলদেবস্য রূপং, যথা —

গণ্ডান্ত-স্ফুরদেককুণ্ডলমলিচ্ছন্নাবতংসোৎপলং
কস্তুরীকৃত-চিত্রকং পৃথুহৃদি ভ্রাজিষ্ণু গুঞ্জাস্রজম্।
তং বীরং শরদম্বুদদ্যুতিভরং সংবীতকালাম্বরং
গম্ভীরস্বনিতং প্রলম্বভুজমালম্বে প্রলম্বদ্বিষম্।।২৮।।

অনুবাদ। বলদেবের রূপ, যথা—যাঁহার গণ্ডস্থলে একটিমাত্র কুণ্ডল দুলিতেছে, কর্ণোৎপলে অলিবৃন্দ আচ্ছন্ন হইয়া আছে, যাঁহার তিলক কস্তুরী দ্বারা নির্মিত, যাঁহার বিশাল হৃদয়ে উজ্জ্বল গুঞ্জামালিকা, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় যাঁহার শ্বেতকান্তি, যাঁহার পরিধানে নীলবস্ত্র, বাহু আজানুলম্বিত এবং ধ্বনি গুরুগম্ভীর, সেই প্রলম্বারি বীর বলদেবের আশ্রয় লইলাম।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। একস্মিন্নেব কর্ণে কুণ্ডলমিতিমত্ততা-ব্যঞ্জকম্, অলিনা আচ্ছন্নং দ্বিতীয়কর্ণস্থাব-তংসরূপমুৎপলং যস্য, চিত্রকং তিলকম্। শরদম্বুদেতি শ্বেতবর্ণত্বমায়াত্বং, কালাম্বরং নীলবস্ত্রম্।।২৮।।

অস্য **সখ্যং**, যথা —

জনিতিথিরিতি পুত্রপ্রেমসংবীতয়াহং স্নপয়িতুমিহ সদ্মন্যম্বয়া স্তম্ভিতোঽস্মি।
ইতি সুবল গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং ফণিপতিহ্রদ-কচ্ছে নাদ্য গচ্ছেঃ কদাপি।।২৯।।

অনুবাদ। ইঁহার সখ্য, যথা—হে সুবল! আজ আমার মাসিকী জন্মলক্ষণযুক্তা তিথি, অতএব স্নেহময়ী জননীকর্তৃক অভিষেকের জন্য গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি। তুমি আমার কথা জানাইয়া মুকুন্দকে বল—যেন সে আজ কোন সময়ে কালিয়হ্রদ-নিকটে না যায়।।২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য শিক্ষার্থং সুবলং প্রতি বলদেব আহ,—'হে পুত্র! অদ্য তব জন্মতিথি।' ইতি প্রেমযুক্তয়া মম মাত্রা স্নপয়িতুং গৃহ এব স্তম্ভিতোঽস্মি। অতো মম বনগমনং নিবৃত্তম্। ইতি হেতোঃ মদ্গিরা শ্রীকৃষ্ণং সংদিশ—'হে কৃষ্ণ! কালিয়হ্রদস্য কচ্ছে নিকটে ত্বং কাপি অদ্য না গচ্ছ, ন যাহি। মাসকীয়ং জন্মলক্ষণযুক্তা তিথিঃ, ন তু বার্ষিকীয়াং মহামহোৎসবায়াং তস্যাং স্বত এব শ্রীকৃষ্ণস্যাপি গমনাসম্ভবাৎ।।২৯।।

অথ **সখায়ঃ** —

কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধঃ প্রীতিগন্ধিনা।
বিশাল-বৃষভৌজস্বি-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ।।৩০।।
মরন্দ-কুসুমাপীড়-মণিবন্ধ-করন্দমা।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবা-সৌখ্যৈকরাগিণঃ।।৩১।।

অনুবাদ। কনিষ্ঠকল্প দাস্যগন্ধি-সখ্যরসিকগণই 'সখা'। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবদ্ধ, করন্ধম ইত্যাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাসৌখ্যনিষ্ঠ।।৩০-৩১।।

এষাং **সখ্যং**, যথা –

বিশাল বিসিনীদলৈঃ কলয় বীজনপ্রক্রিয়াং
বরূথপ বিলম্বিতালকবরূথমুৎসারয়।
মৃষাং বৃষভ জল্পিতং ত্যজ ভজাঙ্গসম্বাহনং
যদুগ্রভুজসঙ্গরে গুরুমগাৎ ক্লমং নঃ সখা।।৩২।।

অনুবাদ। ইঁহাদের সখ্য, যথা–(দেবপ্রস্থের বাক্য)–হে বিশাল! তুমি পদ্মিনীদলদ্বারা ব্যজন কর, হে বরূথপ! তুমি লম্বিত অলকগুলিকে উপরের দিকে সরাইয়া দাও। হে বৃষভ! বৃথা কথা ছাড়িয়া তুমি সখা কৃষ্ণের অঙ্গ সম্বাহন কর, যেহেতু আমাদের সখা আজ দারুণ বাহুযুদ্ধে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।।৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিসিনীদলৈঃ কমলপত্রৈঃ, কলয় বীজনপ্রক্রিয়াং, বরূথপ! বিলম্বিতালক-বরূথং লম্বায়মানো যোঽলকানাং বরূথঃ সমূহস্তমুৎসারয় ললাটোপরি নয়।।৩২।।

সর্বেষু সখিষু শ্রেষ্ঠো দেবপ্রস্থোঽয়মীরিতঃ।।৩৩।।

তস্য **রূপং**, যথা –

বিভ্রদ্ গেণ্ডুং পাণ্ডুরোদ্ভাস-বাসাঃ পাশাবদ্ধোত্তুঙ্গ-মৌলির্বলীয়ান্।
বন্ধূকাভঃ সিন্ধুরস্পর্ধিলীলো দেবপ্রস্থঃ কৃষ্ণপার্শ্বং প্রতস্থে।।৩৪।।

অনুবাদ। এই দেবপ্রস্থ সমস্ত সখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত। ইঁহার রূপ, যথা–বলীয়ান্ গজেন্দ্রবিজয় বিক্রম ও লোহিতবর্ণ দেবপ্রস্থ হস্তে কন্দুক ধারণ ও শুক্ল উজ্জ্বল বসন পরিধান করিয়া রজ্জুদ্বারা উচ্চ ঝুঁটি বাঁধিয়া শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে গেলেন।।৩৩-৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্রীড়াসাধনং বোঢুং বিভ্রৎ শ্বেতবাসাঃ পাশৈর্দোহনসময়ে গবাং পাদবন্ধনার্থং পট্টডোরৈঃ আবদ্ধঃ উত্তুঙ্গঃ মৌলিঃ উচ্চশিরোভূষণং যেন সঃ, বন্ধূ কস্যেবাভা যস্য ইতি রক্তবর্ণত্ব-মায়াতং, মত্তহস্তিস্পর্ধিনী লীলা যস্য সঃ।।৩৪।।

অস্য **সখ্যং**, যথা –

শ্রীদাম্নঃ পৃথুনাং ভুজামধিশিরো বিন্যস্য বিশ্রামিণং
দাম্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধহৃদয়ং শয্যাবিরাজত্তনুম্।
মধ্যে সুন্দরি কন্দরস্য পদয়োঃ সম্বাহনেন প্রিয়ং
দেবপ্রস্থ ইতঃ কৃতী সুখয়তি প্রেম্ণা ব্রজেন্দ্রাত্মজম্।।৩৫।।

অনুবাদ। ইঁহার সখ্য, যথা—হে সুন্দরি! ব্রজেন্দ্রনন্দন বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী হইয়া পর্বতগহ্বরে শ্রীদামের বিশাল ভুজোপরি মস্তকবিন্যাসপূর্বক, দামের বামবাহুদ্বারা নিজের বক্ষ আবদ্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলে সুদক্ষ দেবপ্রস্থ প্রীতিভরে পাদসম্বাহন দ্বারা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিলেন।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীদাম্নঃ অধিশিরঃ সিরসি পুষ্টাং ভুজাং বিন্যস্য মল্লযুদ্ধানন্তরং বিশ্রামিণং স্নেহবশাৎ দাম্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধং হৃদয়ং বক্ষো যেন, গোবর্ধন-কন্দরমধ্যে পাদসম্বাহনেন প্রিয়ং প্রীতিকর্তারং শ্রীকৃষ্ণং ততঃ পাদসম্বাহনরূপ-কারণাদেব প্রেম্ণা দেবপ্রস্থঃ সুখয়তি।।৩৫।।

অথ **প্রিয়সখাঃ** —

বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।
শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।।৩৬।।
কিঙ্কিণি-স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ।
পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী।।৩৭।।
রময়ন্তী প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা।
নিযুদ্ধ-দণ্ডযুদ্ধাদি-কৌতুকৈরপি কেশবম্।।৩৮।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রিয়সখা—যাঁহারা বয়সে সমান ও কেবল সখ্যরসাবলম্বী, উঁহারাই প্রিয়সখা। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণি, স্তোতকৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক, কলবিঙ্ক ইত্যাদি প্রিয়সখাগণ সতত নানাপ্রকার কেলিদ্বারা এবং বাহুযুদ্ধ, দণ্ডাদণ্ডি ইত্যাদি কৌতুকেও শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করেন।।৩৬-৩৮।।

এষাং **সখ্যং**, যথা —

সগদগদপদৈর্হরিং হসতি কোঽপি বক্রোদিতৈঃ
প্রসার্য ভুজয়োর্যুগং পুলকি কশ্চিদাশ্লিষ্যতি।
করেণ চলতা দৃশৌ নিভৃতমেত্য রুন্ধে পরঃ
কৃশাঙ্গি সুখয়ন্ত্যমী প্রিয়সখাঃ সখায়ং তব।।৩৯।।

অনুবাদ। ইঁহাদের সখ্য, যথা—হে কৃশাঙ্গি! তোমার সখাকে কোন প্রিয়সখা সগদগদ-বক্রোক্তি-সহকারে উপহাস করেন, কোন সখা পুলকাঞ্চিত বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং কোন সখা বা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া চঞ্চল হস্তদ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বয় নিরোধপূর্বক সুখদান করেন।।৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পুলকি পুলকযুক্তং নিভৃতমাগত্য চঞ্চলেন হস্তেন শ্রীকৃষ্ণস্য দৃশো রুন্ধে আবৃণোতি।।৩৯।।

এষু প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ।।৪০।।

তস্য রূপম্ —

বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গপাণিং বদ্ধস্পর্ধং সৌহৃদান্মাধবেন।

তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি।।৪১।।

অনুবাদ। এই প্রিয়বয়স্যগণের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ। শ্রীদামের রূপ, যথা—যাঁহার পরিধানে পিঙ্গল বসন, হস্তে শৃঙ্গ, শিরে তাম্রবর্ণ উষ্ণীষ, দেহ শ্যামলবর্ণ ও অতিরমণীয় এবং গলদেশে মালিকা, যিনি সৌহার্দনিবন্ধন মাধবের সহিত স্পর্ধা করিতেছেন, সেই শ্রীদামকে ভজনা করিতেছি।।৪০-৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাধবেন সহ সৌহৃদাৎ বদ্ধা স্পর্ধা যেন তৎ, রমণীয়তায়া ধাম আশ্রয়ম্ অভিরামং মনোহরং, দামভাজং মালাধারিণম্।।৪১।।

সখ্যং যথা —

ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর যামুনতটে কস্মাদকস্মাদ্ গতো

দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোঽসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।

ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে য়বং

কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্বং বিপর্যস্যতি।।৪২।।

অনুবাদ। সখা, যথা—হে কঠোর! তুমি আমাদিগকে যমুনার তটে সহসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছ কেন? ভাগ্যবশে তোমাকে এখন দেখিলাম। অহো! নিবিড় আলিঙ্গন দিয়া সখাগণকে প্রীত কর। হে কৃষ্ণ! ঠিকই বলিতেছি, তোমার সামান্যমাত্র অদর্শনেও—কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট সমস্তবিষয়েই অল্পক্ষণ মধ্যেই বিপর্যস্ত হইয়া যায়।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রোৎসাহাদি বর্ণনে (২।৫।৫৯) 'কালিন্দীতটভূবি' ইত্যাদিভির্বদ্ধস্পর্ধত্বং বর্ণিতমেব, সৌহৃদং তু তত্র গুপ্তং স্যাদিতি পৃথগেব তদ্ বর্ণয়তি—ত্বং ন ইতি। কা ধেনব ইত্যাদৌ ত্বাং প্রাপ্য ধেন্বাদয়ঃ ভবন্তীতি ভাবঃ। অনেন প্রকারেণ সর্বমন্যদপি বিপর্যস্যতি।।৪২।।

অথ **প্রিয়নর্মবয়স্যাঃ** —

প্রিয়নর্মবয়স্যাস্তু পূর্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ।

আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ।

সুবলার্জুন-গন্ধর্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ।।৪৩।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রিয়নর্মবয়স্যগণ—এই বয়স্যগণ পূর্বপূর্ব সুহৃৎ, সখা এবং প্রিয়সখা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ভাববিশেষবিশিষ্ট এবং আত্যন্তিক রহস্য-কার্যে রত থাকেন। সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম বয়স্য।।৪৩।।

এষাং **সখ্যং**, যথা —

রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে
শ্যামা-কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পাণিপদ্মে।
পালী-তাম্বূলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মূর্দ্ধ্নি ধত্তে
তারা দামেতি নর্মপ্রণয়ি-সহচরাস্তন্বি তন্বন্তি সেবাম্।।৪৪।।

অনুবাদ। ইঁহাদের সখ্য, যথা—(কোনও শ্রীকৃষ্ণের দূতী অন্য দূতীকে বলিতেছেন—) দেখ—সুবল শ্রীরাধার বার্তাসমূহ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছেন, উজ্জ্বল শ্যামার কামলেখ নির্জনে উঁহার করকমলে সমর্পণ করিতেছেন, চতুর শালীদত্ত তাম্বূল উঁহার মুখে দিতেছেন এবং কোকিল তারা-দত্ত মালিকা উঁহার মস্তকে পরাইতেছেন। এইরূপে প্রিয়নর্ম-বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত আছেন।।৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাচিৎ শ্রীকৃষ্ণস্য দূতী অন্যাং দূতীং প্রত্যাহ—রাধেতি। শ্যামায়া যূথেশ্বর্যাঃ কন্দর্পপত্রীং, পাল্যা যূথেশ্বর্যা নির্মিতাং তাম্বূলবীটাং চতুরঃ সখ্যুঃ মুখে বিতরতি, তারানির্মিতং মাল্যং শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্দ্ধ্নি ধত্তে।।৪৪।।

প্রিয়নর্মবয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।।৪৫।।

তত্র **সুবলস্য রূপং**, যথা —

তনুরুচি-বিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনম্।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিত-বান্ধবং বন্দে।।৪৬।।

অনুবাদ। প্রিয়নর্মবয়স্যগণের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল উত্তম। তন্মধ্যে সুবলের রূপ, যথা—যাঁহার দেহকান্তিতে স্বর্ণ ধিক্কৃত হইতেছে, যাঁহার কণ্ঠে হার, পরিধানে হরিদ্বর্ণ বসন, নেত্র ইন্দীবরতুল্য এবং যিনি নীতিদ্বারা বান্ধববৃন্দের আনন্দ দেন, সেই হরিপ্রিয় সুবলকে বন্দনা করি।।৪৫-৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হারিণং হার-বিশিষ্টং, নয়েন নীত্যা আনন্দিতঃ শ্রীকৃষ্ণো যেন তম্।।৪৬।।

অস্য **সখ্যং**, যথা —

বয়স্যগোষ্ঠ্যামখিলেঙ্গিতেষু বিশারদায়ামপি মাম্ববস্য।
অন্যৈর্দুরূহা সুবলেন সার্দ্ধং সংজ্ঞাময়ী কাপি বভূব বার্তা।।৪৭।।

অনুবাদ। সুবলের সখ্য, যথা—সর্বপ্রকার ইঙ্গিতজ্ঞ বয়স্যগোষ্ঠীতেও সুবলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে হস্তাদি সঙ্কেতে বার্তা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্য কেহই বুঝিতে সমর্থ হন নাই।।৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অখিলেঙ্গিতেষু বিশারদায়াং বয়স্যগোষ্ঠ্যাং মধ্যে অন্যৈর্দুরূহা শ্রীকৃষ্ণস্য সুবলেন সহ কাপি সংজ্ঞাময়ী বার্তা বভূব, 'সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনা' ইত্যমরঃ।।(মধুপুষ্পেতি) বসন্তকালীন-পুষ্পাবলীভিঃ (প্রসাধিতং) কৃতভূষণম্।।৪৭।।

উজ্জ্বলস্য রূপং, যথা —

অরুণাম্বরমুচ্চলেক্ষণং মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতম্।
হরিনীল-রুচিং হরিপ্রিয়ং মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে।।৪৮।।

অনুবাদ। উজ্জ্বলের রূপ, যথা—যাঁহার পরিধানে অরুণ বসন, নেত্র সতত চঞ্চল, বর্ণ ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ এবং যাঁহার বাসন্তকুসুমই প্রসাধন, মণিহারে উজ্জ্বল সেই হরিপ্রিয় উজ্জ্বলকে ভজন করি।।৪৮।।

অস্য **সখ্যং**, যথা —

শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি কা বা বৃষষ্যতি ন গোপবৃষং কিশোরী।।৪৯।।

অনুবাদ। উজ্জ্বলের সখ্য, যথা—হে সখি! আমি কিরূপে মান রাখিতে পারিব? দেখ ঐ উজ্জ্বল দূত আসিতেছে। যেখানে উজ্জ্বল আসিয়া উপস্থিত হয় সেখানে লজ্জাশীলা, কুলবতী ও পতিপরায়ণা কোন্ কিশোরী সেই গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করে?৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাচিদ্ ব্রজসুন্দরী স্বসখীং প্রত্যাহ—হে সখি! মানমবিতুং রক্ষিতুং কথং শক্তাস্মি? যত উজ্জ্বলা দূতঃ সমেতি। যত্র দূতে নিকটে মিলতি সতি সাপত্রপেত্যাদি যদ্যপি লজ্জা-কুল-ভয়-ধর্মাণাং একতরেঽপি সতি মর্যাদালঙ্ঘনং ন স্যাৎ, তথাপি সর্বেষ্বপি তেষু সৎসু কা কিশোরী গোপবৃষং গোপশ্রেষ্ঠং শ্রীকৃষ্ণং ন বৃষস্যতি ন কাময়তে কিন্তু সর্বৈব কাময়তে।।৪৯।।

উজ্জ্বলোঽয়ং বিশেষেণ সদা নর্মোক্তিলালসঃ।।৫০।।

অনুবাদ। উজ্জ্বল বিশেষরূপে সর্বদা নর্মোক্তিবিষয়ে লালসাযুক্ত।।৫০।।

যথা —

স্ফুরদতনুতরঙ্গাবর্ধিতানল্পবেলঃ সুমধুররসরূপো দুর্গমাবারপারঃ।
জগতি যুবতি-জাতির্নিম্নগা ত্বং সমুদ্রস্তদিয়মঘহর ত্বামেতি সর্বাত্মনৈব।।৫১।।

অনুবাদ। যথা—হে অঘনাশন! সমুদ্র যেমন বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গমালায় সতত জলই বৃদ্ধি করে, সেইরূপ তুমিও কামতরঙ্গভরে সমস্ত মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেছ, সুমধুর রসস্বরূপ ও দুর্গম পারাবারহীন, সুতরাং তুমিই সমুদ্র; আর পৃথিবীর যত যুবতিজাতি আছে তাহারা নদীস্বরূপা হইয়া সর্বপথে তোমাতেই আসিয়া মিলিতেছে।।৫০-৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরিরিতি পারিহাস্যং শুশ্রু বানুজ্জ্বলস্য। স্মিতশবলভ্রমদ্ভ্রূবিভ্রমো বঃ পুনাতু।।

নিম্নগা নদী, তত্তস্মাৎ ইয়ং যুবতিজাতিঃ ত্বাং সর্বাত্মনা এতি প্রাপ্নোতি। যুবতীপক্ষে—স্ফুরন্ কন্দর্পতরঙ্গো যস্যাং সা, মধুররসঃ। কৃষ্ণপক্ষে—বর্ধিতা ছিন্না অনল্পা বেলা মহতী মর্যাদা যেন। নদীপক্ষে—বর্ধিতা এধিতা বেলা জলং যেন 'বেলা স্যাৎ তীরনীরয়োঃ' ইত্যমরঃ।।৫১।।

এতেষু কেঽপি শাস্ত্রেষু কেঽপি লোকেষু বিশ্রুতাঃ।।৫২।।

নিত্যপ্রিয়াঃ সুরচরাঃ সাধকাশ্চেতি তে ত্রিধা।
কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবত্তমুপাসতে।।৫৩।।
তং হাসয়ন্তি চাপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ।
কেচিদার্জবসারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তম্।।৫৪।।
বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মায়য়ন্ত্যমুম্।
কেচিৎ প্রগলভাঃ কুর্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমম্।
সৌম্যাঃ সূনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তং পরে।।৫৫।।
এবং বিবিধয়া সর্বে প্রকৃত্যা মধুরা অমী।
পবিত্র-মৈত্রীবিচিত্রী-চারুতামুপচিন্বতে।।৫৬।।

অনুবাদ। এই সখাগণমধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রে এবং কেহ কেহ বা লোকে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা নিত্যপ্রিয়, সুরচর ও সাধনসিদ্ধ—এই তিন প্রকার। কেহ কেহ স্বাভাবিক স্থির মন্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে মন্ত্রণা দেন। কেহ বা চপলস্বভাবহেতু পরিহাসকরূপে তাঁহাকে হাসাইতেছেন, কেহ কেহ সরল স্বভাবে ও সরল ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করেন। কেহ বা প্রতিকূল স্বভাবের বক্রচক্রদ্বারা তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত করেন। কেহ বা প্রগল্ভস্বভাবহেতু তাঁহার সহিত বাদ্বিতণ্ডা করেন। কোন সৌম্য ও ধন্য সখা সুমিষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্রীত করেন। এইরূপ নানাবিধ প্রকৃতিদ্বারা সমস্ত মধুর সখাই পবিত্র মৈত্রীর বিষয়ে সুচারুতা পাইয়াছেন।।৫২-৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিত্যপ্রিয়া নিত্যসিদ্ধাঃ সুরচরা ইতি ভূতপূর্বে চরট্, আদৌ দেবতা আসন্, পশ্চাৎ সাধনসিদ্ধা বভূবুঃ। যদ্যপি সুরচরা অপি সাধকা এব, তথাপি বিশেষং দর্শয়িতুং পৃথগুচ্যন্তে। জাত্যা স্বভাবেন স্থিরাঃ বিদূষকোপমাশ্চপলাঃ, সরলাঃ, শীলয়ন্তি ভজন্তি।।৫৩।।

অথ **উদ্দীপনাঃ** —

উদ্দীপনা বয়োরূপ-শৃঙ্গ-বেণু-দরা হরেঃ।
বিনোদ-নর্ম-বিক্রান্তি-গুণাঃ প্রেষ্ঠজনাস্তথা।
রাজ-দেবাবতারাদি-চেষ্টানুকরণাদয়ঃ।।৫৭।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—শ্রীহরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম, গুণ, প্রেষ্ঠজন এবং রাজা ও দেবাবতারাদির চেষ্টানুকরণ প্রভৃতি সখ্যরসের উদ্দীপন।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বামা বঙ্কিমচক্রেণেতি—বামা নায়িকা যথাবগুণ্ঠনদ্বারা বক্রিমাবলোকতে, তথা এতেঽপি স্ত্রীবেশং ধৃত্বা কুর্বন্তীত্যর্থঃ। তথৈব লীলয়া অমুং শ্রীকৃষ্ণং বিস্মাপয়ন্তি, মৈত্র্যা সখ্যস্য যা বৈচিত্রী তস্যা যা চারুতাতিশয়স্তাং কুর্বন্তি রাজাদীনাং চেষ্টানুকরণাদয়ঃ।।৫৬।।

তত্র **বয়ঃ** –

বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরঞ্চেহ সম্মতম্।
গোষ্ঠে কৌমার-পৌগণ্ডে কৈশোরং পুরগোষ্ঠয়োঃ।।৫৮।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বয়স—শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার বয়স—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরই এই বয়সে স্বীকৃত। গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও গোকুলে কৌশোর বয়স উদ্দীপনরূপে নির্ণীত হইয়াছে।।৫৮।।

তত্র **কৌমারং**, যথা –

কৌমারং বৎসলে বাচ্যং ততঃ সংক্ষিপ্য লিখ্যতে।।৫৯।।

যথা শ্রীদশমে (১০।১৩।১১) –

বিভ্রদ্‌বেণু জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণ-কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ।।৬০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কৌমার, যথা—কৌমার বয়স বৎসলরসেই উপযুক্ত বলিয়া এস্থানে সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—যিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলাপরায়ণ হইয়া উদর ও বস্ত্রের মধ্যে বংশী, বামকক্ষে শিঙ্গা ও বেত, বামহস্তে স্নিগ্ধ দধিযুক্ত অন্নগ্রাস, অঙ্গুলীসমূহের সন্ধিভাগে বিল্বাদি ধারণ এবং পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সমস্তের অভিমুখে মধ্যস্থানে উপবেশন করিয়া স্বীয় আচরিত পরিহাস-বাক্যে নিজের চারিদিকে উপবিষ্ট বালকগণকে নর্মবাক্যপ্রয়োগে হাসাইয়া স্বয়ং ভোজন করিতেছেন। অহো! স্বর্গবাসী দেবগণ তৎকালে বিস্ময়ভরে এই ব্যাপার দেখিতে-ছিলেন।।৫৯-৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভ্রদিতি জঠর পটয়োরুদর বস্ত্রয়োর্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ দধৎ দক্ষিণকুক্ষাবিতি শোভৌচিত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। বামে কক্ষে শৃঙ্গবেত্রে বিভ্রৎ, বামে পাণৌ মসৃণং স্নিগ্ধং বৃহদ্ দধ্যোদনকবলং বিভ্রৎ, তৎফলানি তৎপ্রয়োজনীভূতান্ ক্ষুদ্রগ্রাসান্ ততঃ পৃথক্ কৃত্বা গ্রহীতুমেব বামে পাণৌ বৃহৎ কবল গ্রহণং জ্ঞেয়ম্। কর্ণিকেতি সর্বাভিমুখ্যমধ্যে তিষ্ঠন্ স্বৈর্নর্মভিঃ সুহৃদঃ সুখীন হাসয়ন্ স্বর্গে লোকে স্বর্বাসিজনবৃন্দে মিষতি আশ্চর্যেণ পশ্যতি সতি যজ্ঞভুক্ যজ্ঞেষুদেশমাত্রেণ সমর্পিতমনুপহতং মন্ত্রপুতমেব হবিঃ স্বীকারমাত্রেণৈব ভুঞ্জানোঽপি বালৈঃ সহ কেলির্মিথো ভুক্তান্নদান প্রদান-ভোজনশ্লাঘন নিন্দনাদিময়ী যস্য সঃ।।৬১।।

অথ **পৌগণ্ডম্** –

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ।।৬১।।

তত্র **আদ্যং পৌগণ্ডম্** –

অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তানবম্।
কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি।।৬২।।

যথা —

তুন্দং বিন্দতি তে মুকুন্দ শনকৈরশ্বত্থপত্রশ্রিয়ং
কণ্ঠ কম্বুবদনুজাক্ষ ভজতে রেখাত্রয়ীমুজ্জ্বলাম্।
আরুন্ধে কুরুবিন্দ-কন্দলরুচিং ভুচন্দ্র দন্তচ্ছদো
লক্ষ্মীরাধুনিকী ধিনোতি সুহৃদামক্ষীণি সা কাপ্যসৌ।।৬৩।।

অনুবাদ। অতঃপর পৌগণ্ড--আদ্য, মধ্য ও শেষভেদে পৌগণ্ড ত্রিবিধ। তন্মধ্যে আদ্য পৌগণ্ড--অধরের মনোহর রক্তিমা, উদরের কৃশতা ও কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখার উদ্গমাদি প্রথম পৌগণ্ডে হয়। যথা--(বিদেশীয় বন্দিগণের বাক্য)--হে মুকুন্দ! তোমার উদর ক্রমশঃ অশ্বত্থপত্রের সৌন্দর্য ধারণ করিতেছে; হে অম্বুজাক্ষ! তোমার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় উজ্জ্বল তিনটি রেখা ভজনা করিতেছে; হে ভূচন্দ্র! তোমার অধরোষ্ঠ পদ্মরাগসমূহের সৌন্দর্যকেও নিন্দা করিতেছে। আধুনিক তোমার অনির্বচনীয় এই সৌন্দর্য সুহৃদ্বৃন্দের নয়নে আনন্দ দান করিতেছে।।৬১-৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তুন্দমিতি---পূর্বমত্রাগতানাং পুনরপি কিয়দ্দিনানন্তরং অধুনাগতানাং বৈদেশিক-বন্দিনীনাং বচনম্---হে মুকুন্দ! তুন্দম্ উদরং, হে অম্বুজাক্ষ! তব কণ্ঠঃ শঙ্খস্যেব উজ্জ্বলাং রেখাত্রয়ীং ভজতে, হে ভূচন্দ্র! কুরুবিন্দকন্দলস্য প্রবালাঙ্কুরস্য রুচিং রক্তকান্তিং তব ওষ্ঠাধরঃ আরুন্ধে বশীকরোতি; সা কাপ্যনির্বচনীয়া লক্ষ্মীঃ শোভা ধিনোতি সুখয়তি।।৬৩।।

পুষ্পমণ্ডন-বৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ।
পীতপট্টদুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনম্।।৬৪।।
সর্বাটবী-প্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণম্।
নিযুদ্ধ কেলি-নৃত্যাদি-শিক্ষারম্ভোঽত্র চেষ্টিতম্।।৬৫।।

অনুবাদ। এই বয়সে পুষ্পমণ্ডনের বিচিত্রতা, গিরিধাতুদ্বারা তিলকরচনাদি এবং পীতবর্ণ বসনাদি প্রসাধনরূপে প্রোক্ত হইয়াছে। সমস্ত বন ভ্রমণ করিয়া উৎকৃষ্ট গাভীবৃন্দের চারণ, বাহুযুদ্ধ, কেলিনৃত্যাদির শিক্ষারম্ভ এই কালের চেষ্টা।।৬৪-৬৫।।

যথা —

বৃন্দারণ্যে সমন্তাৎ সুরভিণি স্থরভীবৃন্দ রক্ষাবিহারী
গুঞ্জাহারী শিখণ্ডপ্রকটিতমুকুটঃ পীতপট্টাম্বর-শ্রীঃ।
কর্ণাভ্যাং কর্ণিকারে দধদলমুরসা ফুল্লমল্লিকমাল্যং
নৃত্যন্ দোযুদ্ধরঙ্গে নটবদিহ সখীন্নন্দয়ত্যেষ কৃষ্ণঃ।।৬৬।।

অনুবাদ। যথা—সৌরভময় বৃন্দাবনের সর্বত্র সুরভী সমূহের রক্ষণবিহারী শ্রীকৃষ্ণ—কণ্ঠে গুঞ্জামালা, মস্তকে ময়ূরপিঞ্ছরচিতা চূড়া, পরিধানে পীতপট্টবসনের শোভা, কর্ণযুগলে কর্ণিকার-পুষ্প এবং বক্ষঃস্থলে প্রস্ফুটিত মল্লিকামাল্য ধারণ করিয়া বাহুযুদ্ধরঙ্গে নটবৎ নাচিতে নাচিতে সুহৃদ্‌গণকে যথেষ্ট আনন্দ দিতেছেন।।৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ফুল্লা মল্ল্যঃ যস্মিন্ তাদৃশং মাল্যং বিভ্রৎ।।৬৬।।

অথ **মধ্যপৌগণ্ডম্** –

নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী।
পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে।।৬৭।।

অনুবাদ। অতঃপর মধ্যপৌগণ্ড—সু-উচ্চনাসা ও তাহার অগ্রস্থানে সুন্দরতা, কপোলদ্বয় গোলাকার এবং পার্শ্বাদি অঙ্গসমূহের সুবলন প্রভৃতি মধ্য পৌগণ্ডে প্রকাশ পায়।।৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুশিখরা শোভনাগ্রভাগা তুঙ্গা উচ্চা চ নাসিকা।।৬৭।।

যথা –

তিলকুসুমবিহাসি-নাসিকাশ্রীর্নবম ণিদর্পণ-দর্পনাশি-গণ্ডঃ।
হরিরিহ পরিমৃষ্ট-পার্শ্বসীমা সুখয়তি সুষ্ঠু সখীন্ স্বশোভয়ৈব।।৬৮।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার নাসিকার সৌন্দর্য তিলপুষ্পকে উপহাস করে, গণ্ডস্থল নবমণিদর্পণের দর্প নাশ করে এবং পার্শ্বদ্বয়ের গঠন সুবলিত, সেই হরি স্বীয় শোভাদ্বারা সখাদিগকে আনন্দ দিতেছেন।।৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মণিময়দর্পণস্য দর্প নাশকং স্থলং যস্য সঃ।।৬৮।।

উষ্ণীষং পট্টসূত্রোত্থ-পাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা।
যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদিমণ্ডনম্।
ভাণ্ডীরে ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্।।৬৯।।

অনুবাদ। বিদ্যুদ্বর্ণ পট্টসূত্রোদ্ভুত রজ্জুদ্বারা উষ্ণীষ এবং ত্রিহস্ত উচ্চ, অগ্রস্থলে সুবর্ণমণ্ডিত শ্যামবর্ণ যষ্টি ইত্যাদি এই বয়সে ভূষণ। ভাণ্ডীরবনে খেলা, গোবর্ধনোত্তলনাদি এই বয়সের চেষ্টা।।৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পট্টসূত্রোত্থ-পীতবর্ণপাশেন বিশিষ্টঃ উষ্ণীষঃ তথা চ শোভার্থং পট্টসূত্রেণ যৎকিঞ্চিৎ বেষ্টিত ইত্যর্থঃ। শ্যামবর্ণা যষ্টিঃ ত্রিহস্তপরিমিতা চ স্বর্ণবিদ্ধাগ্রভাগা চ শৈলো গোবর্ধনঃ মধ্যমপৌগণ্ড এব গোবর্ধনোদ্ধরণ প্রসিদ্ধেঃ।।৬৯।।

যথা –

যষ্টিং হস্তত্রয়পরিমিতাং প্রান্তয়োঃ স্বর্ণবদ্ধাং
বিভ্রন্নীলাং চটুল-চমরী-চারু-চূড়োজ্জ্বলশ্রীঃ।
বদ্ধোষ্ণীষঃ পুরটরুচিনা পট্টপাশেন পার্শ্বে
পশ্য ক্রীড়ন্ সুখয়তি সখে মিত্রবৃন্দং মুকুন্দঃ।।৭০।।

অনুবাদ। যথা—হে সখে! দেখ, মুকুন্দ তিন হস্ত পরিমিত, উভয়প্রান্তে স্বর্ণমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ যষ্টি, মনোহর মঞ্জরী-রচিত চূড়ায় উজ্জ্বল শোভা ও পার্শ্বদেশে স্বর্ণবর্ণ পট্টরজ্জুবদ্ধ সৌন্দর্যযুক্ত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া মিত্রবৃন্দকে আনন্দিত করিতেছেন।।৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এবম্ভূতাং নীলবর্ণং যষ্টিঃ বিভ্রৎ, চমরীভিঃ মঞ্জরীভিঃ চারু চূড়া উর্দ্ধবদ্ধকচতয়া উজ্জ্বলা শ্রীঃ যস্য সঃ পট্টপাশেন বদ্ধঃ সশোভং কিঞ্চিদ্‌বেষ্টিত উষ্ণীষো যস্য সঃ।।৭০।।

পৌগণ্ড-মধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে।
মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব।।৭১।।

অনুবাদ। বর্ণপুষ্টতাদির মনোরমতায় লোকবিস্ময়কর রূপ আবিষ্কার করায় ইনি পৌগণ্ডমধ্যেই সর্বলক্ষণযুক্ত রাজকুমারের ন্যায় প্রথমকৈশোরারম্ভবৎ ক্রীড়াবিনোদ বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাধুর্যেণ বর্ণপুষ্টতাদীনাং মনোরমত্বেনাদ্ভুতং লোকবিস্ময়কারকং রূপমাকারো যস্য সঃ, তদ্রূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব বিভাতি, যথান্যঃ সর্ব লক্ষণসম্পন্নে রাজকুমারস্তদগ্রাংশভাক্ সন্ বিরাজতে, তথা তস্য কৈশোরাগ্রাংশভাগস্তু সর্ববিলক্ষণ ইত্যর্থঃ।।৭১।।

অথ **শেষপৌগণ্ডম্** —

বেণীনিতম্ব-লম্বাগ্রা লীলালক-লতা-দ্যুতি।
অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি।।৭২।।

অনুবাদ। অতঃপর শেষ পৌগণ্ড—নিতম্বাবধি লম্বিত বেণী, লীলাক্রমে বিন্যস্ত অলকলতার (কুঞ্চিত কেশরাশির) সৌন্দর্য এবং স্কন্ধদেশের উচ্চতা প্রভৃতি শেষ পৌগণ্ডে প্রকাশ পায়।।৭২।।

যথা —

অগ্রে লীলালক-লতিকয়ালঙ্কৃতং বিভ্রদাস্যং চঞ্চদ্বেণীশিখরশিখয়া চুম্বিতশ্রোণিবিম্বঃ।
উত্তুঙ্গাংসচ্ছবিরঘহরো রঙ্গমঙ্গশ্রিয়ৈব ন্যস্যন্নেষ প্রিয়সবয়সাং গোকুলান্নির্জিহীতে।।৭৩।।

অনুবাদ। যথা—শিরোভাগে লীলানিমিত্ত বিন্যস্ত অলকালতায় শোভিত বদন, চঞ্চলবেণীর সম্মুখভাগকর্তৃক চুম্বিত শ্রোণিফলক এবং অত্যুচ্চ স্কন্ধের সুষমা ধারণ করিয়া অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ কেবল অঙ্গ-সৌন্দর্যেই সখাগণের আনন্দ কৌতুক সম্পাদন করিয়া গোকুল হইতে আসিতেছেন।।৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অগ্রে মুখস্য প্রান্তভাগে পূর্বাপেক্ষয়া অতিশয়নীলবর্ণয়া অলকা-লতিকয়া অলঙ্কৃতং মুখং বিভ্রৎ, চঞ্চলবেণ্যগ্রভাগস্য শিখয়া চরমভাগেন যুক্তং নিতম্ববিম্বং যস্য সঃ, উত্তুঙ্গস্য স্কন্ধস্য ছবির্যত্র সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অঙ্গশ্রিয়া সখীনাং রঙ্গং বিস্তারয়ন্।।৭৩।।

উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা-সরসীরুহপাণিতা।
কাশ্মীরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতম্।।৭৪।।

যথা --

উষ্ণীষে দরবক্রিমা করতলে ব্যাজৃম্ভিলীলাম্বুজং
গৌরশ্রীরলিকে কিলোর্দ্ধতিলকঃ কস্তুরিকাবিন্দুমান্।
বেষঃ কেশব পেশলঃ সুবলমপ্যাঘূর্ণয়ত্যদ্য তে
বিক্রান্তং কিমুত স্বভাবমৃদুলাং গোষ্ঠাবলানাং ততিম্।।৭৫।।

অনুবাদ। এইকালে উষ্ণীষে বক্রতা, হস্তে লীলাকমল এবং কুঙ্কুমদ্বারা উর্ধ্বপুণ্ড্র মণ্ডনরূপে কথিত হয়। যথা---হে কেশব! উষ্ণীষে সামান্য বক্রতা, করতলে প্রফুল্ল লীলাপদ্ম, ললাটে পীতবর্ণ কৌস্তুরীবিন্দুবিশিষ্ট উর্ধ্বতিলক ধারণ করিয়া যে সুন্দর বেশ রচনা করিয়াছ, তাহা পরাক্রমী এই সুবলকেও যে সময় অদ্য ঘূর্ণিত করিতেছে---তখন স্বভাবমৃদুলা ব্রজবালাদিগের আর কথা কি? ৭৪-৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। (সরসীতি) লীলাকমল-বিশিষ্ট পাণিত্বং কাশ্মীরেণ কেশরেণ।।৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। করতলে বিকসিত লীলাকমলং, গৌরীকান্তির্যস্য এবম্ভূত মূর্দ্ধ্নি তিলকং যস্য সঃ। হে কেশব! তে তব পেশলঃ ব্রজসুন্দরীণাং মনোহরণে চতুরো বেশঃ বিক্রান্তং বিক্রমযুক্তং সুবলমপ্যাঘূর্ণয়তি, কিমুত স্বভাব ইত্যাদি।।৭৫।।

অত্র ভঙ্গী গিরাং নর্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।
এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদি-চেষ্টিতম্।।৭৬।।

অনুবাদ। এই সময়ে বাক্যভঙ্গী, নর্মসখাগণের সঙ্গে কর্ণাকর্ণি কথার রস এবং ইহাদিগের নিকট গোপীগণের সৌন্দর্যপ্রশংসা ইত্যাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়।।৭৬।।

যথা --

ধূর্তস্ত্বং যদবৈষি হৃদ্গতমতঃ কর্ণে তব ব্যাহরে
কেয়ং মোহনতা-সমৃদ্ধিরধুনা গোধুক্কুমারীগণে।
অত্রাপি দ্যুতিরত্নরোহণভুবো বালাঃ সখে পঞ্চষাঃ
পঞ্চেষুর্জগতাং জয়ে নিজধুরাং যত্রার্পয়ন্মাদ্যতি।।৭৭।।

অনুবাদ। যথা--তুমি ধূর্ত কেননা মনোগত ভাবসমূহও জানিতে পার, সুতরাং তোমারই কর্ণে বলিতেছি--বল ত' গোপকুমারীগণে এখন কোন্ মোহনতা-শক্তি প্রকাশ পাইতেছে? হে সখে! তাহাদের মধ্যে আবার পাঁচ ছয়টি কুমারী কান্তিরত্নের উদ্ভবস্থান।

মনে হয় কামদেব জগজ্জয় করার অভিলাষে ইহাদিগের উপর নিজ দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন।।৭৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুবলং প্রীতি শ্রীকৃষ্ণ আহ—ধূর্ত ইতি। অত্রাপি কান্তিরূপরত্নস্য খনীতি প্রসিদ্ধা উৎপত্তি-ভুবঃ রাধাদ্যাঃ পঞ্চষা বালা বর্তন্তে, যত্র যাসু বালাসু পঞ্চেষুঃ কন্দর্পঃ জগতাং বিজয়ে নিজধুরাং, যস্য ভারং, অর্পয়ণ্ মাদ্যতি হৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ।।৭৬-৭৭।।

অথ কৈশোরম্ —

কৈশোরং পূর্বমেবোক্তং সংক্ষেপেণোচ্যতে ততঃ।।৭৮।।

যথা —

পশ্যোৎসিক্তবলীত্রয়ীবরলতে বাসস্তড়িন্মঞ্জুলে
প্রোন্মীলদ্বনমালিকা-পরিমলস্তোমে তমালত্বিষি।
উক্ষত্যম্বক-চাতকান্ স্মিতরসৈর্দামোদরাম্ভো ধরে
শ্রীদামা-রমণীয়-রোম-কলিকাকীর্ণাঙ্গশাখী বভৌ।।৭৯।।

অনুবাদ। অতঃপর কৈশোর—কৈশোরবয়সের কথা পূর্বেই (২।১।৩০৮-৩৩৫) বলা হইয়াছে, সেইহেতু এস্থানে সংক্ষেপে বলিতেছি। যথা—ঐ দেখ, ত্রিবলিরূপ শ্রেষ্ঠ লতার উৎসেককারী, বস্ত্ররূপে বিদ্যুতে মনোহর, বনমালার পরিমলসমূহের বিকাশকারী ও তমালতুল্য শ্যামবর্ণ দামোদররূপ মেঘ নয়নরূপ চাতকগণকে মৃদুমন্দহাস্যরূপ জলে সেচন করিতে থাকিলে রমণীয় রোমাঞ্চরূপ কলিকাবলীতে ব্যাপ্তশরীর শ্রীদামরূপ বৃক্ষটি কেমন শোভা পাইতেছে।।৭৮-৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথ কৈশোরং—'আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেদিতি' (২।১।৩১২)।।৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অম্বকানি সর্বেষাং অক্ষীণ্যেব চাতকাস্তান্ উক্ষতি শ্রীকৃষ্ণ-রূপাম্ভোধরে সিঞ্চতি সতি শ্রীদাম্নঃ রোমকলিকা যুক্তাঙ্গরূপঃ শাখী বৃক্ষঃ বভৌ। তথা চ জলমাত্রৈক-জীবনত্বেন চাতক সধর্মা বৃক্ষঃ আকাশে চাতকানাং জলসেচনারম্ভং দৃষ্ট্বা স্বস্য তৎপ্রাপ্ত্যাশয়া হৃষ্টঃ সন্ বভাবিত্যেবংরীত্যা সতি-সপ্তম্যা অর্থঃ সঙ্গচ্ছতে ইতি ভাবঃ। মেঘ-সাধর্ম্যমাহ—উৎসিক্তা উদ্রিক্তা ত্রিবলিরূপা শ্রেষ্ঠলতা যত্র, মেঘপক্ষে যেনেতি তৃতীয়া অন্যপদার্থে জ্ঞেয়া, প্রোন্মীলন বনমালিকায়াঃ পরিমল-সমূহো যেন, পক্ষে বনশ্রেণ্যাঃ পরিমলসমূহো যেনেত্যর্থঃ।।৭৯।।

প্রায়ঃ কিশোর এবায়ং সর্বভক্তেষু ভাসতে।
তেন যৌবনশোভাস্য নেহ কাচিৎ প্রপঞ্চিতা।।৮০।।

অনুবাদ। এই শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরেই প্রায় সমস্ত ভক্তের নিকট প্রতিভাত হন। কৌমার-পৌগণ্ড-সৌন্দর্য ন্যূনতর ও ন্যূনরূপে তাঁহাদের রুচিপ্রদ হয়। কৈশোরের উপরিতন বয়স ভক্তগণের নিকট প্রতিভাত হয় না বলিয়া কেবল যৌবনবিষয়ে সামান্যমাত্রও বিস্তার করা হইল না।।৮০।।

অথ রূপং যথা —

অলঙ্কারমলঙ্কৃত্বা তবাঙ্গং পঙ্কজেক্ষণ।
সখীন্ কেবলমেবেদং ধাম্না ধীমন্ ধিনোতি নঃ।।৮১।।

অনুবাদ। অতঃপর রূপ, যথা--হে পঙ্কজেক্ষণ! তোমার দেহ ভূষিত করার প্রয়োজন নাই। হে ধীমন্! তোমার অঙ্গই স্বতঃসিদ্ধ সৌন্দর্যদ্বারা সখাদিগকে সুখী করিতেছে।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে ধীমন্! তদেবমঙ্গং কেবলং ধাম্না স্বকান্ত্যৈবালঙ্কারং কৃত্বা ভূষিতং কৃত্বা নোঽস্মান্ সখীন্ ধিনোতি সুখয়তি। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (৩।২।১২) 'ভূষণ ভূষণাঙ্গমিতি।' 'বিভূষণং বিভূষ্যং স্যাদ্ যেন তদ্রূপমুচ্যতে' ইতি (২।১।৩৩৮) পূর্বোক্তত্বাৎ। অত্র তল্লক্ষণং নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্।।৮১।।

অথ **শৃঙ্গং** যথা —

ব্রজনিজবড়ভী-বিতর্দ্দিকায়ামুষসি বিষাণবরে রুবত্যুদগ্রম্।
অহহ সবয়সাং তদীয়রোম্ণামপি নিবহাঃ সমমেব জাগ্রতি স্ম।।৮২।।

অনুবাদ। অতঃপর শৃঙ্গ, যথা--অহো! উষঃকালে ব্রজমধ্যে নিজ আবাসরূপ চন্দ্রশালিকার দ্বারসম্মুখবর্তী বেদিকায় শৃঙ্গবর অত্যুচ্চ শব্দ করিতে থাকিলে সরোমাঞ্চ সখাগণ জাগরিত হইয়াছিলেন।।৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজে যা নিজা স্বশয়নাবাসরূপা বড়ভী চন্দ্রশালিকা তস্যা বিতর্দিকা দ্বারাগ্রবেদিকা তস্যাং শৃঙ্গশ্রেষ্ঠে রুবতি সতিসখীনাং তদীয়-রোম্ণামপি সমূহাঃ সমমেককালমেব জাগ্রতি স্ম।।৮২।।

বেণ যথা —

সুহৃদো ন হি যাতকাতরা হরিমন্বেষ্টুমিতঃ সুতাং রবেঃ।
কথয়ন্নমুমত্র বৈণবধ্বনিদূতঃ শিখরে ধিনোতি নঃ।।৮৩।।

অনুবাদ। বেণু, যথা--অহে সুহৃদ্‌গণ! তোমরা কাতর হইয়া হরির অনুসন্ধানে আর যমুনাতটে যাইও না, এখানে বেণুনাদরূপ দূত--'শ্রীকৃষ্ণ পর্বতশিখরে রহিয়াছে' বলিয়া আমাদের হর্ষবিধান করিল।।৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সুহৃদঃ। যূয়ং কাতরাঃ সন্তঃ ইতঃ স্থানাৎ হরিমন্বেষ্টুং রবে সুতাং যমুনাং ন হি যাত। অত্র গিরিশিখরে পর্বতাগ্রে অমুং শ্রীকৃষ্ণং কথয়ন্।।৮৩।।

শঙ্খো, যথা —

পাঞ্চালীপতয়ঃ শ্রুত্বা পাঞ্চজন্যস্য নিস্বনম্।
পঞ্চাস্য পশ্য মুদিতাঃ পঞ্চাস্যপ্রতিমাং যযুঃ।।৮৪।।

অনুবাদ। শঙ্খ, যথা---হে পঞ্চাস্য (মহাদেব)! দেখ--পাঞ্চজন্যের শব্দশ্রবণে পাঞ্চালীপতি পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হইয়া সিংহতুল্য হইলেন অর্থাৎ সিংহবিক্রমে চলিলেন।।৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পাঞ্চাল্যা দ্রৌপদ্যাঃ পতয়ঃ পঞ্চ যুধিষ্ঠিরাদ্যাঃ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাঞ্চজন্যস্য ধ্বনিং শ্রুত্বা পঞ্চাস্যস্য মহাদেবস্য প্রতিমাং সাদৃশ্যং যযুঃ প্রাপুঃ, সর্বে শ্বেতবর্ণা বভূবুরিত্যর্থঃ। অনেন বৈবর্ণ্যরূপাঃ সাত্ত্বিকা উক্তা ইতি।।৮৪।।

বিনোদো যথা –

স্ফুরদরুণদুকূলং জাগুড়ৈর্গৌরগাত্রং কৃতবর-কবরীকং রত্নতাটঙ্ককর্ণম্।
মধুরিপুমিহ রাধা-বেষমুদ্বীক্ষ্য সাক্ষাৎ প্রিয়সখি সুবলোঽভূদ্বিস্মিতঃ সস্মিতশ্চ।।৮৫।।

অনুবাদ। বিনোদ, যথা–হে প্রিয়সখি! শ্রীকৃষ্ণ শ্যামার মান প্রশমনের জন্য রাধাবেশ ধারণ করিয়াছেন–তাঁহার পরিধানে অরুণবস্ত্র, কুঙ্কুমলেপে দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে, শিরে বিশালবেণী রচনা করিয়াছেন এবং কর্ণে রত্নতাটঙ্ক পরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রাধাবেশ দর্শন করিয়া সুবল বিস্মিত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইলেন।।৮৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীরাধায়া এব বেশো যত্র যত্র তথাভূতং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য। বেশমেবাহ–জাগুড়ৈঃ কেশরৈঃ করণৈঃ রাধা ইব গৌরং গাত্রং যস্য তং, রত্নময় কুণ্ডলযুক্তৌ কর্ণৌ যস্য তম্।।৮৫।।

অথানুভাবাঃ –

নিযুদ্ধ-কন্দুকদ্যূতবাহ্যবাহাদি-কেলিভিঃ।
লগুড়ালগুড়ি-ক্রীড়া-সঙ্গরৈশ্চাস্য তোষণম্।।৮৬।।
পল্যঙ্কাসনদোলাসু সহ-স্বাপোপবেশনম্।
চারুচিত্রপরীহাসো বিহারঃ সলিলাশয়ে।।৮৭।।
যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ সর্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।।৮৮।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাবসমুহ–বাহুযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত, বাহ্যবাহকাদি ক্রীড়াসমূহ, লগুড়ালগুড়ি, ক্রীড়াযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান; পালঙ্ক, আসন ও দোলা প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র শয়ন ও উপবেশন, সুন্দর বিচিত্র ঠাট্টা, জলবিহার এবং মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি সমস্ত প্রকার বয়সের ক্রিয়া।।৮৬-৮৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিযুদ্ধাদিভিঃ করণৈঃ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তোষণং; খট্টাসন–হিন্দোলাসু শ্রীকৃষ্ণেন সহ স্বাপঃ শয়নং উপবেসনঞ্চ, অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যুগ্মত্বেন যুগধর্মেণ মিলনেনেতি যাবৎ, সর্বেষাং সখীমাত্রাণাং সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।।৮৬-৮৮।।

তত্র **নিযুদ্ধেন তোষণং**, যথা –

অঘহর জিতকাশী যুদ্ধকণ্ডুলবাহু স্ত্বমটসি-সখি-গোষ্ঠ্যামাত্মবীর্যং স্তবানঃ।
কথয় কিমু মমোচ্চৈশ্চণ্ডদোর্দণ্ডচেষ্টাবিরমিত-রণরঙ্গোনিঃসহাঙ্গ স্থিতোঽসি।।৮৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বাহুযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, যথা–হে অঘহর! তুমি যে আত্মজয়াভিমানী হইয়া যুদ্ধের জন্য বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া বয়স্যসভায় নিজপরাক্রমের

প্রশংসাপূর্বক পর্যটন করিতেছ, বল ত' আমার প্রচণ্ড বাহুদ্বয়ের দোর্দণ্ড চেষ্টা দেখিয়াই কি তুমি যুদ্ধরঙ্গে বিরাম দিয়া দুর্বলাঙ্গ হইয়া অবস্থান করিতেছ? ৮৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে অঘহর! যুদ্ধরূপ কণ্ডূয়য়া যুক্তো বাহুর্যস্য তথাভূ তত্ত্বং জিতকাশী ময়ৈব জিতমিতি জয়াভিমানী আত্মপরাক্রমঃ স্তুবানঃ সন্ সখিগোষ্ঠ্যামটসি; ভো! তবৈব জয়শ্চেৎ, মম চণ্ড-দৌর্দণ্ড-চেষ্টাভি-র্বিরমিত রণরঙ্গস্ত্বং দুর্বলাঙ্গঃ সন্ স্থিতোঽসি? ৮৯।।

যুক্তাযুক্তাদিকথনং হিতকৃত্যে প্রবর্তনম্।
প্রায়ঃ পুরঃসরত্বাদ্যাঃ সুহৃদামীরিতাঃ ক্রিয়াঃ।।৯০।।
তাম্বুলাদ্যর্পণং বক্ত্রে তিলকস্থাসকক্রিয়া।
পত্রাঙ্কুরবিলেখাদি সখীনাং কর্ম কীর্তিতম্।।৯১।।
নির্জিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্রে ধৃত্বাস্য-কর্ষণম্।
পুষ্পাদ্যাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন সপ্রসাধনম্।
হস্তাহস্তি-প্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ।।৯২।।
দূত্যং ব্রজকিশোরীষু তাসাং প্রণয়গামিতা।
তাভিঃ কেলিকলৌ সাক্ষাৎ সখ্যুঃ পক্ষপরিগ্রহঃ।।৯৩।।
অসাক্ষাৎ স্বস্বযুথেশাপক্ষ-স্থাপনচাতুরী।
কর্ণাকর্ণি-কথাদ্যাশ্চ প্রিয়নর্মসখক্রিয়াঃ।।৯৪।।
বন্যরত্নাদ্যলঙ্কারৈর্মাধবস্য প্রসাধনম্।
পুরস্তৌর্যত্রিকং তস্য গবাং সম্ভালনক্রিয়াঃ।।৯৫।।
অঙ্গসংবাহনং মাল্যগুম্ফনং বীজনাদয়ঃ।
এতাঃ সাধারণা দাসৈর্বয়স্যানাং ক্রিয়া মতাঃ।
পূর্বোক্তেস্বপরা-শ্চাত্র জ্ঞেয়া ধীরৈর্যথোচিতম্।।৯৬।।

অনুবাদ। কর্তব্যাকর্তব্যাদির উপদেশ, হিতকর কার্যে প্রবর্তন, সমস্ত কার্যে প্রায়ই অগ্রগমনাদি সুহৃদ্গণের কার্য বলিয়া কথিত। তাম্বূলাদি-অর্পণ, তিলকনির্মাণ, চন্দনাদি গন্ধসামগ্রী-বিলেপন এবং পত্রভঙ্গী ইত্যাদির চিত্রবিচিত্র ক্রিয়া সখাদিগের ক্রিয়া। যুদ্ধক্রীড়ায় পরাজিত করা, তদীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া আকর্ষণ, হস্ত হইতে কুসুমাদি কাড়িয়া লওয়া, কৃষ্ণহস্তে নিজপ্রসাধন, হস্তে হস্তে পরস্পর ধারণ করিয়া আকর্ষণাদিরূপ প্রকৃষ্ট সঙ্গাদি প্রিয়সখাদিগের ক্রিয়া। ব্রজকিশোরীগণের নিকট দ্যূতকার্য, তাঁহাদের প্রণয়ানুমোদন, গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকলহ হইলে সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষ-সমর্থন, গোপীগণের অসাক্ষাতে স্বস্বযুথেশ্বরীর পক্ষসমর্থন-বিষয়ে চাতুর্যপ্রকাশ এবং কর্ণাকর্ণি বাক্যাদি—প্রিয়নর্মসখাদিগের ক্রিয়া। বন্যকুসুমাদি ও রত্নভূষণাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাধন,

তাঁহার সম্মুখে নৃত্যগীত-বাদ্য-গোশুশ্রুষা, অঙ্গসম্বাহন, মাল্যগুম্ফন এবং বীজনাদি ক্রিয়াসমূহ দাসগণে ও বয়স্যগণে সমভাবে দেখা যায়। পূর্বোক্ত অনুভাবসমূহের মধ্যে অগণিত কোন কোন অনুভাব এস্থানে যথাযোগ্যরূপে ধরিতে হইবে।।৯০-৯৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যুক্তেত্যত্র যুক্তমযুক্তং চাদির্যস্য তাদৃশং কথনমিতি যুক্তমিদং কর্তব্যমিত্যুপদেশ ইত্যর্থঃ।।৯০

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তাম্বূলেতি—স্থাসকশ্চন্দনাদিভিশ্চর্চা।।৯১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হস্তাহস্তীতি—পরস্পরমাকর্ষণাদিনা হস্তেন হস্তেন যুদ্ধমিতুৎপ্রেক্ষতে।।৯২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রণয়গামিতা—প্রণয়স্যানুমোদনমিত্যর্থঃ। তাভিঃ সহ সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কেলি-কলৌ ক্রীড়াকলহে তাসাং বালানাং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যেব পক্ষ পরিগ্রহঃ।।৯৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তাসামসাক্ষাৎ তাসাং মধ্যে যা স্বস্যাশ্রয়যূথেশা তস্যাঃ যঃ পক্ষঃ তস্যৈব স্থাপন-চাতুরী, তাসাং তস্য চ যুগপৎ সাক্ষাচ্চেৎ তথাপি তস্যা এব পক্ষস্থাপন-চাতুরীতি জ্ঞেয়ম্। যথা সুবলস্যাশ্রয়ভূতা যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকা, তথৈবান্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্।।৯৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তৌর্যত্রিকং নৃত্যগীতাদিকম্।।৯৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পূর্বোক্তেষ্বনুভাবেষু অপরা অগণিতাঃ কেচনানুভাবা অত্র জ্ঞেয়াঃ।।৯৬।।

অথ **সাত্ত্বিকাঃ**; তত্র **স্তম্ভো** যথা —

নিষ্ক্রামন্তং নাগমুন্মথ্য কৃষ্ণং শ্রীদামায়ং দ্রাক্ পরিষ্বক্তুকামঃ।
লব্ধস্তম্ভো সম্ভ্রমারম্ভশালী বাহুস্তম্ভৌ পশ্য নোৎক্ষেপ্তুমীষ্টে।।৯৭।।

অনুবাদ। অতঃপর সাত্ত্বিক, তন্মধ্যে স্তম্ভ, যথা—দেখ, কালিয়নাগকে দমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্গত হইলে তাঁহাকে সত্বর আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও এই শ্রীদাম সংভ্রমভরে স্তম্ভযুক্ত ভুজদ্বয়কে আর উত্তোলন করিতে পারিতেছেন না।।৯৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লব্ধস্তম্ভৌ বাহুরূপস্তম্ভৌ আলিঙ্গনার্থ মুৎক্ষেপ্তুং ন সমর্থো ভবতি।।৯৭।।

স্বেদো যথা —

ক্রীড়োৎসবানন্দরসং মুকুন্দে স্বাত্যম্বুদে বর্ষতি রম্যঘোষে।
শ্রীদামমূর্তির্বরশুক্তিরেষা স্বেদাম্বুমুক্তাপটলীং প্রসূতে।।৯৮।।

অনুবাদ। স্বেদ, যথা—মুকুন্দরূপ স্বাতীনক্ষত্রীয় মেঘ রমণীয় মুরলীরূপ গর্জনসহ ক্রীড়োৎসবরূপ আনন্দবারি বর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীদামের শরীররূপ উৎকৃষ্ট শক্তি ঘর্মবিন্দুরূপে মুক্তামালা প্রসব করিল।।৯৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বাতীনক্ষত্র কালীনাম্বুদরূপে রম্যঘোষে শৃঙ্গে আনন্দরসং বর্ষতি সতি শ্রীদাম্ন দেহ এব 'সীপ' ইতি প্রসিদ্ধঃ বর্ষোক্তিং স্বেদাম্বুরূপ-মুক্তামালাং প্রসূতে, শুক্তৌ যদি স্বাতিবিন্দুঃ পততি, তদা মুক্তা ভবতীতি প্রসিদ্ধেঃ।।৯৮।।

রোমাঞ্চো যথা—দানকেলিকৌমুদ্যাম্ —

অপি গুরুপুরস্ত্বং দোস্তম্ভৌ প্রসার্য নিরর্গলং
বিপুলপুলকো ধন্যঃ স্বৈরী পরিস্বজসে হরিম্।
প্রণয়তি তব স্কন্ধে চাসৌ ভুজং ভুজগোপমং
ক্ব সুবল পুরা সিদ্ধক্ষেত্রে চকর্থ নিয়ত্তপঃ।।৯৯।।

অনুবাদ। রোমাঞ্চ, যথা দানকেলিকৌমুদীতে—(শ্রীরাধিকার মানসানুতাপ-বাক্য—) হে সুবল! তুমিই ভাগ্যবান, যেহেতু গুরুজন-সম্মুখেও অবাধে তুমি বিপুল পুলকমণ্ডিত ভুজদ্বয়প্রসারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথেচ্ছ আলিঙ্গন করিতেছ; শ্রীকৃষ্ণও আবার তোমার স্কন্ধে ভূজসদৃশ বাহুবিন্যাস করিতেছেন, সুতরাং বল ত' তুমি কোন্ সিদ্ধক্ষেত্রে কেমন তপশ্চারণ করিয়াছ? ৯৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীরাধায়া মানসসেবানুতাপবচনং—গুরুবোঽত্র শ্রীনন্দ শ্রীরামাদয়ঃ, নিরর্গলং প্রতিবন্ধকরহিতং যথা স্যাত্তথা পরিস্বজলে। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ তব স্কন্ধে চ ভুজং করোতি, তস্মাৎ হে সুবল ক্ব সিদ্ধক্ষেত্রে কিয়ত্তপঃ চকর্থ।।৯৯।।

স্বরভেদাদি-চতুষ্কং যথা —

প্রবিষ্টবতি-মাধবে ভুজগরাজভাজং হ্রদং তদীয়সুহৃদস্তদা পৃথুলবেপথুব্যাকুলাঃ।
বিবর্ণবপুষঃ ক্ষণাদ্বিকট ঘর্ঘরধ্বয়িনো নিপত্য নিকটস্থলীভুবি সুষুপ্তিমারেভিরে।।১০০।।

অনুবাদ। স্বরভেদাদি চতুষ্ক, যথা—শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিলে তাঁহার সুহৃদ্গণ তখন বিপুল কম্প সহকারে ব্যাকুলিত, বিবর্ণশরীর, ক্ষণমধ্যেই বিকট র্ঘঘর শব্দাক্ত হইয়া সম্মুখবর্তী ভূমিতলে নিশ্চেষ্টাবস্থায় সুষুপ্তি ভাব প্রাপ্ত হইলেন।।১০০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিকটঘর্ঘরশব্দং কুর্বন্তঃ। এবম্ভূতাস্তে নিপত্যেতি নিপতনাদনন্তর-মিত্যর্থঃ। সুষুপ্তিমিতি তামিব নিশ্চেষ্টাবস্থামিত্যর্থঃ।।১০০।।

অশ্র, যথা —

দাবং সমীক্ষ্য বিচরন্ত্যমিষীকতূলৈস্তস্য ক্ষয়ার্থমিব বাষ্পঝরং কিরন্তী।
স্বামপ্যপেক্ষ তনুমম্বুজমালভারিণ্যাভীরবীথিরভিতো হরিমাবরিষ্ট।।১০১।।

অনুবাদ। অশ্রু। যথা—মুঞ্জারণ্যে দাবানল বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহার নির্বাপণ জন্যই যেন অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে পদ্মমালাধারী গোপবালকবৃন্দ নিজেদের শরীরকেও উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিক্ হইতে আবরণ করিলেন।।১০১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইষীকাঃ শরপুষ্পদণ্ডাঃ তাসাং তুলৈঃ করণৈঃ দবং বনাগ্নিং বিচরন্তং সমীক্ষ্য কমলমালাধারিণী আভীরশ্রেণী স্বাং তনুমপ্যপেক্ষ্য চতুর্দিক্ষু শ্রীকৃষ্ণম্ আবরিষ্ট। প্রকরণবলাদত্রাভীরাদি-শব্দাঃ সখিষ্বেব পর্যবস্যন্তি। 'ইষ্টকেষীকামালানাং চিততূলভারিষু' পশ্চাদ্ বর্তমানেষু সৎসু এষাং হ্রস্বত্বং জ্ঞেয়ম।।১০১।।

অথ **ব্যভিচারিণঃ** —

ঔগ্র্যং ত্রাসং তথালস্যং বর্জয়িত্বাখিলাঃ পরে।
রসে প্রেয়সি ভাবজ্ঞৈঃ কথিতা ব্যভিচারিণঃ।।১০২।।
তত্রাযোগে মদং হর্ষং গর্বং নিদ্রাং ধৃতিং বিনা।
যোগে মৃতিং ক্লমং ব্যাধিং বিনাপস্মৃতি-দীনতে।।১০৩।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যভিচারী; ভাবজ্ঞগণ বলেন—ঔগ্র্য, ত্রাস ও আলস্যভিন্ন অন্যান্য ব্যভিচারিভাব সমস্তই এই প্রেয়োরসে যথাযোগ্য সঙ্গমনীয়। অযোগে মদ, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রা ও ধৃতি ব্যতীত এবং মিলনে মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মার ও দীনতাদি ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারী ভাব ব্যক্ত হইতে পারে।।১০২-১০৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঔগ্র্যমত্র কেবলং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কমেব, ত্রাসমপি কেবলং কৃষ্ণবিষয়কমেব, আলস্যমপি তদ্বিষয়কমেব বর্জয়িত্বা তত্তদুপাধিসদ্ভাবেঽপি তত্র তত্রাবর্ণয়দেবেতি।।১০২।।

তত্র **হর্ষো**, যথা —

নিষ্ক্রময্য কিল কালিয়োরগং বল্লবেশ্বরসুতে সমীয়ুষি।
সম্মদেন সুহৃদঃ স্খলৎপদাস্তদ্গিরশ্চ বিবশাঙ্গতাং দধুঃ।।১০৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হর্ষ, যথা—কালিয়সর্পকে নির্বাসিত করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা আনন্দবশে স্খলিতপদ হইলেন এবং তাঁহাদের বাক্যও বিবশাঙ্গতা প্রাপ্ত হইল।।১০৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কালিয়-সর্পং হ্রদান্নিষ্ক্রময্য শ্রীকৃষ্ণে সমীয়ুষি নিকটং প্রাপ্তে সতি সর্বে সুহৃদঃ আনন্দেন বিবশাঙ্গতাংদধূঃ, তথা স্খলৎপদাস্তেষাং গিরশ্চ বিবশাঙ্গতাং দধুঃ গীর্যূ স্খলৎপদত্বং পদাবসানস্যাশক্যনির্ণয়ত্বমিতি বোধ্যম।।১০৪।।

অথ **স্থায়ী** —

বিমুক্তসম্ভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মারতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্।।১০৫।।
বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ।
এষা সখ্যরতির্বৃদ্ধিং গচ্ছন্তী প্রণয়ঃ ক্রমাৎ।
প্রেমা স্নেহস্তথা রাগ ইতি পঞ্চ-ভিদোদিতা।।১০৬।।

অনুবাদ। অতঃপর স্থায়ী—পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বয়ের যে সম্ভ্রমরহিত বিমুক্ত বিশ্রম্ভপ্রধান (প্রগাঢ় বিশ্বাসযুক্ত) রতি, তাহাকে 'সখ্য' বলা হয়। এই রসে সখ্যই স্থায়িভাব, 'বিশ্রম্ভ' বলিলে সর্বসঙ্কোচশূন্য গাঢ় বিশ্বাসবিশেষকেই বুঝায়। এই সখ্যরতি বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগরূপে স্ব-সহিত পঞ্চ প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়।।১০৫-১০৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রায়ঃ সমানয়োর্দ্বয়োর্বিশ্রম্ভাত্মা যা রতিঃ, সা বিমুক্তসম্ভ্রমা সতী সখ্যং স্যাৎ, তচ্চ স্থায়িশব্দভাগিত্যন্বয়ঃ।।১০৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সম্ভ্রমোঽত্র গৌরবকৃত-বৈয়গ্র্যম্। গাঢ়বিশ্বাসোঽত্র পরস্পরং সর্বথা স্বভেদে-প্রতীতিঃ, অতএব যন্ত্রণোজ্ঝিতশ্চ।।১০৬।।

তত্র **সখ্যরতিঃ**, যথা —

মুকুন্দঃ গান্দিনীপুত্র ত্বয়া সন্দিশ্যতামিতি।
গরুড়াঙ্ক গুড়াকেশস্ত্বাং কদা পরিরপ্স্যতে।।১০৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সখ্যরতি, যথা—(অক্রূরের প্রতি অর্জুনের উক্তি—) হে গান্দিনীপুত্র! আপনি মুকুন্দকে এই সংবাদটি বলিবেন—'হে গরুড়ধ্বজ! অর্জুন কবে তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে?' ১০৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে অক্রূর! ত্বয়া মুকুন্দঃ সন্দিশ্যতাং সন্দেশমেবাহ---হে গরুড়াঙ্ক! গুড়াকেশোঽর্জুনঃ।।১০৭।।

প্রণয়ঃ —

প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্।
তদ্গন্ধেনাপ্যাসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে।।১০৮।।

যথা —

সুরৈস্ত্রিপুরজিন্মুখৈরপি বিধীয়মানস্তুতে
রপি প্রথয়তঃ পরামধিক-পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়ম্।
দধৎ পুলকিনং হরেরধিশিরোধি সব্যং ভুজং
সমস্কুরুত পাংশুলান্ শিরসি চন্দ্রকানর্জুনঃ।।১০৯।।

অনুবাদ। প্রণয়—যে রতিতে স্পষ্টতঃ সংভ্রমাদির প্রাপ্তিযোগ্যতা থাকিলেও উহাতে যদি সংভ্রমলেশও স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে 'প্রণয়' বলে। যথা—ত্রিপুরারি প্রভৃতি দেববৃন্দ স্তুতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মসম্পদ্ হইতে পরম অধিক পারমৈশ্বর্য প্রকট করিতে লাগিলেও অর্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধোপরি স্বীয় পুলকিত বামবাহু সমর্পণপূর্বক তদীয় মস্তকস্থিত ময়ূরপিচ্ছের রজঃসমূহ সংস্কার করিতে-ছিলেন।।১০৮-১০৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মহাদেব-প্রমুখৈঃ সুরৈঃ অভিধীয়মানা স্তুতির্যস্য তথাবিধস্য হরেরধি-শিরোঽধিস্কন্ধে পুলকযুক্তং বামং ভুজং দধৎ সন্ ধূলিযুক্তান্ শিরসি ময়ূর চন্দ্রিকাং সমস্কুরুত।।১০৯।।

প্রেম, যথা —

ভবত্যুদয়তীশ্বরে সুহৃদি হন্ত রাজ্যচ্যুতি
র্মুকুন্দ! বসতির্বনে পরগৃহে চ দাস্যক্রিয়া।

ইয়ং স্ফুটমমঙ্গলা ভবতু পাণ্ডবানাং গতিঃ
পরন্তু ববৃধে ত্বয়ি দ্বিগুণমেব সখ্যামৃতম্।।১১০।।

অনুবাদ। প্রেম, যথা--(পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে নারদ বাক্য--) হে মুকুন্দ! সুহৃৎ ও ঈশ্বর তোমার উদয়লাভে পাণ্ডবগণের রাজ্যচ্যুতি, বনবাস ও পরগৃহে দাস্যকার্য প্রভৃতি স্পষ্ট অমঙ্গলময়ী গতি হইলেও কিন্তু তোমাতে তাঁহাদের সখ্যামৃতই দ্বিগুণ বর্ষিত হইয়াছিল।।১১০।।

স্নেহো যথা শ্রীদশমে (১০।১৫।১৮) --

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ! স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ।।১১১।।

অনুবাদ। স্নেহ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--হে মহারাজ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে অপরাপর বালকবৃন্দ স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে তদীয় মনোজ্ঞ গীতাবলী গান করিতে লাগিলেন।।১১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রেমাদীনাং লক্ষণং পূর্ববৎ জ্ঞেয়ং, ভবত্যুদয়তীতি পাণ্ডবানামজ্ঞাতবাসসময়ে শ্রীনারদস্য বচনম্। ভবতি ত্বয়ি সুহৃদীশ্বরে উদয়তি সতি রাজ্যচুতিঃ তথা বনে বসতিঃ, এবং পরগৃহে চ দাস্যক্রিয়াসমকালমেব পূর্বোক্তেয়ং পাণ্ডবানামমঙ্গলা গতির্ভবতুঃ, যত সা তেষাং ন সখ্যহানিকরী, প্রত্যুত তস্যাং সত্যাং সখ্যস্য বৃদ্ধিরেব দৃশ্যত ইত্যাহ---পরন্তিতি ববৃধ ইতি নির্দেশাৎ দার্ঢ্যমেব বোধয়তি। পরোক্ষ নির্দেশাত্তেষামেবানুভব-গম্যং তদস্মাকং তু লক্ষণদৃষ্ট্যানুমানগম্যমেবেতি সূচয়তি। তদনুরূপাণি যশাংসীতি শেষঃ।।১১০-১১১।।

যথা বা --

আর্দ্রাঙ্গস্খলদচ্ছধাতুষু সুহৃদ্গোত্রেষু লীলারসং
বর্ষত্যুচ্ছ্বসিতেষু কৃষ্ণমুদিরে ব্যক্তং বভূবাদ্ভুতম্।
যা প্রাগাস্ত সরস্বতী দ্রুতমসৌ লীনোপকণ্ঠস্থলে
যা নাসীদুদগাদ্দৃশোঃ পথি সদানীরোরুধারাত্র সা।।১১২।।

অনুবাদ। যথা বা---শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ লীলারূপ রস বর্ষণ করিতে করিতে সুহৃদ্‌রূপ পর্বতসমূহের শরীর আর্দ্র করিলে তাহা হইতে স্বচ্ছধাতুসমূহরূপ গৈরিকাদি অঙ্গরাগ স্খলিত হইয়াছিল; তাঁহারা উচ্ছ্বাসরূপ বৃক্ষাদি-বৃদ্ধিতে উন্নতি পাইয়াছিলেন। আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল এই যে, পূর্বে সরস্বতী (বাণী, পক্ষান্তরে নদী) প্রবাহ ছুটিত, এখন তাহার ঐ সুহৃদ্‌রূপ পর্বতের কণ্ঠভাগে (কণ্ঠে পক্ষান্তরে নিকটে) শীঘ্রই লীন হইল, (কণ্ঠরুদ্ধ হইল, পক্ষান্তরে শুকাইয়া গেল) এবং যে অশ্রু-মহাপ্রবাহ নেত্রপথে ছিল না, তাহা এখন সদা প্রবাহিত হইল।।১১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণমুদিরে লীলারসং বর্ষতি সতি আর্দ্রাঙ্গাৎস্খলন্তঃ অচ্ছাঃ ধাতবঃ

গৈরিকাদ্যঙ্গরাগা যেষাং তাদৃশেষু সুহৃদ্‌রূপেষু গোত্রেষু পর্বতেষু উচ্ছ্বসিতেষু উচ্চৈঃ শ্বাসযুক্তেষু পর্বতপক্ষে বৃক্ষাদিবৃদ্ধ্যা উচ্ছূণেষু যা সরস্বতী বাণী, উপকণ্ঠস্থলে কণ্ঠসমীপস্থলে পূর্বং লীনা আস্ত আসীৎ অসৌ সরস্বতী দ্রুতং শীঘ্রং ব্যক্তং বভূব। তথা চ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ সখায়ঃ উচ্চৈর্গানং চক্রুরিত্যর্থঃ, পক্ষে সরস্বতী নদী উপকণ্ঠস্থলে নিকটে জলাভাবেন পূর্বং লীনা আসীৎ, সা মেঘে বর্ষতি সতি ব্যক্তং বভূব। যা নীরাণাম্ উরুধারা দৃশোঃ পথি নাসীৎ,সা সদা উদগাৎ পক্ষে সদানীরা করতোয়াখ্যা নদী।।১১২।।

রাগো যথা --

অস্ত্রেণ দুষ্পরিহরা হরয়ে ব্যকারি যা পত্রিপঙ্‌ক্তিরকৃপেণ কৃপীসুতেন।
উৎপ্লুত্য গাণ্ডিবভৃতা হৃদি গৃহ্যমাণা জাতাস্য সা কুসুমবৃষ্টিবিরোৎসবায়।।১১৩।।

যথা বা --

কুসুমান্যবচিন্বতঃ সমন্তাদ্ বনমালারচনোচিতান্যরণ্যে।
বৃষভস্য বৃষার্কজা মরীচির্দিবসার্দ্ধেঽপি বভূব কৌমুদীব।।১১৪।।

অনুবাদ। রাগ, যথা---নিষ্ঠুর অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রদ্বারা দুষ্পরিত্যাজ্য বাণশ্রেণী নিক্ষেপ করিলে অর্জুন লম্ফদানে সেই সকলকে হৃদয়মধ্যে ধারণ করিলেন, মনে হয় যেন বাণশ্রেণী আজ তাঁহার মহোৎসবের জন্য পুষ্পবৃষ্টিই করিয়াছে, যথা বা---বৃষভনামক সখা সমস্ত বনপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের বনমালা রচনার যোগ্য পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালীন জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্যতাপকেও চন্দ্রজ্যোৎস্না বলিয়া মনে জানিতেন।।১১৩-১১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্ত্রেণ দুষ্পরিহরা দুশ্ছেদ্যা যা পত্রিপঙ্‌ক্তির্বাণশ্রেণী কৃপিসুতেন অশ্বত্থাম্না হরয়ে ব্যকারি বিক্ষিপ্তা, সা বাণশ্রেণী অর্জুনেন উৎপ্লুত্য হৃদি গৃহ্যমাণা সতী অর্জুনস্যোৎসবায় জাতা।।১১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃষভনাম্নঃ সখ্যুঃ বৃষার্কজা মরীচিঃ জ্যৈষ্ঠমাসীয়ঃ সূর্যকিরণঃ মধ্যাহ্নেঽপি জ্যোৎস্না ইব বভূব।।১১৪।।

অথ **অযোগে উৎকণ্ঠিতং**, যথা --

ধনুর্বেদমধীয়ননো মধ্যময়ি পাণ্ডব।
বাষ্পসংকীর্ণয়া কৃষ্ণগিরাশ্লেষং ব্যজিজ্ঞপৎ।।১১৫।।

অনুবাদ। অতঃপর অযোগে উৎকণ্ঠিত, যথা---হে কৃষ্ণ! অর্জুন ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে বাষ্পপূরিত গদগদকণ্ঠে তোমাকে আলিঙ্গন বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।।১১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মধ্যমঃ পাণ্ডবোঽর্জুনঃ বাষ্পসঙ্কীর্ণয়া গিরা হে কৃষ্ণ! আলিঙ্গনং ব্যজিজ্ঞপৎ বিজ্ঞাপয়ামাস।।১১৫।।

অথ **বিয়োগে**, যথা --

অঘস্য জঠরানলাৎ ফণিহ্রদস্য চ ক্ষ্বেড়তো
দবস্য কবলাদপি ত্বমবিতাত্র যেষামভূঃ।
ইতস্ত্রিতয়তোঽপ্যতিপ্রকটঘোরধাটীধরাৎ
কথং ন বিরহজ্বরাদবসিতান্ সখীনদ্যণঃ।।১১৬।।

অনুবাদ। অতঃপর বিয়োগে, যথা—অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে, কালিয়সর্পের বিষ এবং দাবাগ্নির গ্রাস হইতে তুমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে সেই সখাবৃন্দ আমাদিগকে এই তিন হইতেও অতিশয় ভীষণ বিরহ জ্বর হইতে কেন রক্ষা করিতেছ না? ১১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কালিয়হ্রদস্য ক্ষ্বেড়তো বিষাৎ তথা দাবাগ্নেঃ কবলাদ্ গ্রাসাৎ, যেষাং ত্বং রক্ষিতাভূঃ ইতোঽপ্যত্র প্রকটঘোরবলাক্রমণধরাৎ বিরহজ্বরাৎ কথং ন অবসি ন রক্ষসি? 'বলাদাক্রমণং ধাটী' ইতি ক্ষীরস্বামী।।১১৬।।

অত্রাপি পূর্ববৎ প্রোক্তাস্তাপাদ্যাস্তা দশা দশ।।১১৭।।

তত্র তাপঃ —

প্রপন্নো ভাণ্ডীরেঽপ্যধিকশিশিরে চণ্ডিমভরং
তুষারেঽপি প্রৌঢ়িং দিনকরসুতাশ্রোতসি গতঃ।
অপূর্বঃ কংসারে সুবলমুখমিত্রাবলিমসৌ
বলীয়ানুত্তাপস্তব বিরহজন্মা জ্বলয়তি।।১১৮।।

অনুবাদ। এই বিয়োগেও পূর্বের ন্যায় তাপাদি দশ দশা ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে তাপ—হে কংসারে! তোমার বিরহজাত তাপের ভীষণ প্রতাপ! কেননা অত্যন্ত শীতল ভাণ্ডীরতটেও তাহা প্রচণ্ডতাধিক্য বিস্তার করে, আবার হিমতুল্য যমুনাস্রোতেও অতিশয় বৃদ্ধিশীল ঘটে। অহো! ঐ উত্তাপ সুবলাদি মিত্রগণকে সতত দগ্ধ করিতেছে।।১১৭-১১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অগ্ন্যাদীনাং যস্তাপঃ সঃ শীতল স্থলগতং জনং ন জ্বলয়তি, তব বিরহজন্মা তাপস্তু কোঽপ্যপূর্বস্বভাবঃ যৎ শীতলস্থলেঽধিকপরাক্রমং করোতীত্যাহ—শীতলেঽপি ভাণ্ডীরে জ্বলনার্থং চণ্ডিমত্বাতিশয়ং প্রাপ্তঃ যথা তুষারে শীতলেঽপি যমুনা শ্রোতসি জ্বলনার্থং প্রৌঢ়িং গতঃ। অতএবাপূর্বস্তব বিরহজন্মাতাপঃ, ভাণ্ডীরাদীনাং শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহারস্মারকত্বেন তত্রাগতানাং সুবলাদীনাং জ্বালাতিশয়ঃ জায়ত ইতি ভাবঃ।।১১৮।।

কৃশতা —

ত্বয়ি প্রাপ্তে কংসক্ষিতিপতিবিমোক্ষায় নগরীং
গভীরাদাভীরাবলিতনুষু খেদাদনুদিনম্।
চতুর্ণাং ভূতানামজনি তনিমা দানবরিপো
সমীরস্য ঘ্রাণাধ্বনি পৃথুলতা কেবলমভূৎ।।১১৯।।

অনুবাদ। কৃশতা—হে দানবরিপো! তুমি কংসরাজকে বিমুক্ত করিবার জন্য মধুপুরীতে গেলে দারুণ খেদে গোপগণের শরীরে ভূতচতুষ্টয়ের (ভূমি, জল, অগ্নি ও আকাশের) কৃশতা হইয়াছিল, কেবল নাসিকারন্ধ্রে বায়ুই ঘোরতর হইয়াছিল।।১১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পৃথিব্যাদীনাং চতুর্ণামপি ভূতানাং তনিমা কৃশতা অজনি, নাসিকা-কর্ণচ্ছিদ্রাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-প্রাপ্তেরাকাশস্যাপি কৃশত্বং জ্ঞেয়ম্।।১১৯।।

জাগর্যা, যথা —

নেত্রাম্বুজদ্বন্দ্বমবেক্ষ্য পূর্ণং বাষ্পাম্বুপূরেণ বরূথপস্য।
তত্রানুবৃত্তিং কিল যাদবেন্দ্র নির্বিদ্য নিদ্রা-মধুপী মুমোচ।।১২০।।

অনুবাদ। জাগর্যা, যথা—হে যাদবেন্দ্র! বরূথপ সখার নয়নকমল বাষ্পজলে পূর্ণ দেখিয়া নিদ্রারূপা ভ্রমরী নির্বেদে ঐ নয়নকমলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।।১২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বরূথপস্য সখ্যুঃ নেত্রাম্বুজদ্বয়ং জলপূর্ণমবেক্ষ্য তত্র নেত্রকমলদ্বয়ে অনুবৃত্তিং নিদ্রারূপ-ভ্রমরী মুমোচ।।১২০।।

আলম্বনশূন্যতা —

গতে বৃন্দারণ্যাৎ প্রিয়সুহৃদি গোষ্ঠেশ্বরসুতে
লঘূভূতং সদ্যঃ পতদতিতরামুৎপতদপি।
ন হি ভ্রামং ভ্রামং ভজতি চটুলং তূলমিষ মে
নিরালম্বং চেতঃ ক্বচিদপি বিলম্বং লবমপি।।১২১।।

অনুবাদ। আলম্বনশূন্যতা—প্রিয়সুহৃৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবন হইতে চলিয়া গেলে আমার নিরালম্বমন তৎক্ষণাৎ এত লঘু হইল যে উহা তূলার ন্যায় পতন ও উত্থান করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও লেশমাত্রও স্থিরতাপ্রাপ্ত হইল না।।১২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৃন্দাবনাৎ শ্রীকৃষ্ণে গতে সতি মম চেতো লঘুভূতম্ অত উৎপতৎ লঘুবস্তুনঃ উর্দ্ধগামিত্ব নিয়মাৎ তদপি পতৎ সৎ ভ্রামং ভ্রামং লবমপি কালং ব্যাপা ক্বচিদপি অবলম্বনং ন হি ভজতি।।১২১।।

অধৃতিঃ —

রচয়তি নিজবৃত্তৌ পাশুপাল্যে নিবৃত্তিং কলয়তি চ কলানাং বিস্মৃতৌ যত্নকোটিম্।
কিমপরমিহ বাচ্যং জীবিতেঽপ্যদ্য ধত্তে যদুবর বিরহাত্তে নার্থিতাং বন্ধুবর্গঃ।।১২২।।

অনুবাদ। অধৃতি—হে যদুবর! তোমার বিরহে বয়স্যবৃন্দ গোচারণরূপ নিজবৃত্তিতে বিরত হইয়াছেন, নৃত্য শিল্পাদি ভূলিয়া যাইতে কোটি কোটি যত্ন করিতেছেন, অধিক কি আর বলিব, জীবনধারণ করিতেও আর আবশ্যক মনে করিতেছেন না।।১২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পাশুপ ল্যেন পশুপালন-রূপ-নিজবৃত্তৌ নিবৃত্তিং রচয়তি, কলানাং বৈদগ্ধীনাং তব বন্ধুবর্গো জীবিতেঽপি অর্থিত্বম্ অদ্য ন হি ধত্তে।।১২২।।

জড়তা —

অনাশ্রিতপরিচ্ছদাঃ কৃশবিশীর্ণরুক্ষাঙ্গকাঃ
সদা বিফলবৃত্তয়ো বিরহিতাঃ কিলচ্ছায়য়া।
বিরাব-পরিবর্জ্জিতাস্তব মুকুন্দ গোষ্ঠান্তরে
স্ফুরন্তি সুহৃদাং গণাঃ শিখরজাতবৃক্ষা ইব।।১২৩।।

অনুবাদ। জড়তা—তোমার বিরহে সুহৃদ্গণ পর্বতাগ্রজাত বৃক্ষের ন্যায় পরিচ্ছদরহিত (বেশাদিশূন্য, পত্ররহিত) কৃশ, বিশীর্ণ ও রুক্ষদেহ হইতেছে, সতত বিফলবৃত্তিকা (নিরর্থক জীবনধারণ, ফলহীন অবস্থা), ছায়ারহিত (কান্তি বা অনাতপবর্জিত) এবং বিরাবশূন্য (উচ্চশব্দশূন্য, পক্ষিকূজনশূন্য) হইয়া অবস্থান করিতেছে।।১২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরিচ্ছদা বেষাদয়ঃ, পক্ষে পরিতশ্ছদাঃ পত্রাণি; ছায়া কান্তিঃ, পক্ষে আতপাভাঃ, বিরাবো বিশেষেণ রাবা, পক্ষে বীণাং পক্ষিণাং রাবঃ।।১২৩।।

ব্যাধিঃ —

বিরহজ্বর সংজ্বরেণ তে জ্বলিতা বিশ্লথগাত্রবন্ধনা।
যদুবীর তটে বি চষ্টতে চিরমাভীর কুমারমণ্ডলী।।১২৪।।

অনুবাদ। ব্যাধি--হে যদুবীর! তোমার বিরহজ্বরের সন্তাপে গোপবালকবৃন্দ গাত্রাবরণরহিত হইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ যমুনাতীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।।১২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিরহ এব জ্বরঃ তস্য সংজ্বরেণ সন্তাপেন, হে মথুরাপতে! ভবদনুগ্রহং বিনা বিরহ-বিভ্রমেণ জগদ্ব্যবহার ক্রমং সমং সর্বমেব বিস্মারিতাঃ বল্লবানাং গণাঃ, কিমপি অনির্বচনীয়ং লুঠন্তীত্যাদয়ঃ।।১২৪।।

উন্মাদঃ —

বিনা ভবদনুস্মৃতিং বিরহবিভ্রমেণাধুনা
জগদ্ব্যবহৃতি ক্রমং নিখিলমেব বিস্মারিতাঃ।
লুণ্ঠন্তি ভুবি শেরতে বত হসন্তি ধাবন্ত্যমী
রুদন্তি মথুরাপতে কিমপি বল্লবানাং গণাঃ।।১২৫।।

অনুবাদ। উন্মাদ—হে মথুরানাথ! তুমি অনুস্মরণ না করায় সম্প্রতি বিরহবিভ্রমহেতু গোপগণ জগতের নিখিল ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কখন মাটিতে লুণ্ঠিত, কখন হাস্য, কখন ধাবন এবং কখন বা ক্রন্দন করিতেছেন।।১২৫।।

মূর্ছিতম্ —

দীব্যতীহ মধূরে মথুরায়াং প্রাপ্য রাজামধুনা মধুনাথে।

বিশ্বমেব মূদিতং রুদিতান্ধে গোকুলে তু মুহুরাকুলতাভূৎ।।১২৬।।

অনুবাদ। মূর্ছিত—হে মধুনাথ! অধুনা তুমি মথুরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়ারত থাকায় সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইলেও কিন্তু গোকুলবাসিগণ বারবার রোদন ও মূর্চ্ছা পাইয়া মহাব্যাকুলই হইয়াছেন।।১২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মধুনাথে মধুরে ত্বয়ি মথুরায়াং দীব্যতি সতি রুদিতান্ধে ইত্যনেন মূর্চ্ছা ধ্বন্যতে, রুচিতান্ধ ত্বং খলু রোদনানন্তরং মূর্ছিতত্বম্। আকূলতা চাত্র রোদনমূর্চ্ছা পৌনঃপুণ্যেন ব্যাকুলতা।।১২৬।।

মৃতিঃ —

কংসারের্বিরহজ্বরোর্মিজনিত-জ্বালাবলীজর্জরা

গোপাঃ শৈলতটে তথা শিথিলিতশ্বাসাঙ্কুরাঃ শেরতে।

বারং বারমখর্বালোচন-জলৈরাপ্ল ব্য তান্নিশ্চলান্

শোচন্ত্যদ্য যথা চির পরিচয়স্নিগ্ধাঃ কুরঙ্গা অপি।।১২৭।।

অনুবাদ। মৃতি—হে কংসারে! তোমার বিরহ জ্বরজনিত জ্বালাসমুহে গোপগণ জর্জর হইয়া গিরিরাজের তটে অত্যল্প শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এমনভাবে শয়ন করিয়া আছেন, যাহাতে চিরপরিচয়ে স্নেহভাজন মৃগসমূহও পুনঃ পুনঃ আসিয়া সুবিপুল নেত্রজলপ্রবাহে তাঁহাদের নিশ্চল শরীরকে আপ্লাবিত করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে।।১২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথা গোপাঃ শেরতে, যথা বনে গোচারণ-সময়েন স্নিগ্ধা হরিণা অপি স্বস্যানল্পলোচনজলৈঃ বারংবারং তান্ নিশ্চলান্ আপ্লাব্য নিমজ্জ শোচন্তি।।১২৭।।

প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্ট-লীলানুসারতঃ।

কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্ন জাতু ব্রজবাসিনাম্।।১২৮।।

অনুবাদ। প্রকটলীলার অনুসারে এই বিরহাবস্থা বর্ণন করা হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের বিচ্ছেদ নিত্যলীলায় কখনই নাই।।১২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু পূর্বরাগাদয়ঃ কিঞ্চিদ্‌দূর প্রবাস্-গোচারণাদয়শ্চ বিপ্রলম্ভাঃ সাধকভক্তৈঃ সিদ্ধভক্তৈর্লীলাপরিকরৈঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীভিঃ কৃষ্ণেন চ সুখেনৈবাস্বাদ্যন্তে, আশ্রয়ালম্বন বিষয়ালম্বনয়োস্তত্র তত্র বিরাজমানত্বাৎ। অয়ংসুদূর-প্রবাসাখ্যো মাথুর-বিরহস্তু দুঃসহ এব, কৃষ্ণস্য ব্রজত্যাগাদিত্যত আহ, প্রোক্তেয়মিতি। ইয়ং পূর্বোক্তমাথুর বিরহাবস্থা প্রকটলীলানুসারত এব, অপ্রকটলীলায়াস্তু শ্রীকৃষ্ণেন সহ মাথুরবিরহরূপঃ বিপ্রয়োগঃ জাতু কদাচিদপি ব্রজবাসিনাং ন স্যাৎ। যদা প্রকটলীলায়াং মাথুর বিরহঃ, তদৈব বৃন্দাবনস্যাপ্রকটপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণোঽনন্তপ্রকাশৈর্জন্মাদিলীলামারভ্য রাসান্তাং সর্বামেব লীলাং করোতীতি। তত্র প্রমাণং স্কন্দপুরাণ বচনং---"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ" ইত্যাদি। তথৈব ভাগবতামৃতধৃতং (২৬৭) যামন-বচনং যথা—"কৃষ্ণোঽন্যে যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণ সোঽস্ত্যতঃপরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি"।।ইতি। সা লীলা হি দ্বিবিধা, প্রকটাঽপ্রকটা চেতি। তত্র প্রকটা প্রাপঞ্চিক লোকগোচরীভূতা, সা চ কাদাচিৎকী অনিত্যা, অপ্রকটা তু তদগোচরীভূতা; সা তু নিত্যৈব শ্রীবৃন্দাবনাদৌ

বর্তত ইতি বক্তুং ন শক্যং, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ-বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশ-পদ্মপুরাণাদিষু শ্রীশুক-পরাশর-ব্যাসাদিভিঃ বর্ণিতায়াঃ প্রপঞ্চগোচরীভূত-প্রকটলীলায়া অনিত্যত্বপ্রসক্ত্যা তেভ্যোঽর্বাচীনৈর্বর্ণিতায়া অপ্রকটলীলায়া অনিত্যত্বে যুক্তসম্ভবাৎ, প্রকটলীলায়া অনিত্যত্বে তুল্যযুক্ত্যা অপ্রকটলীলায়া অপ্যনিত্যত্বেন লীলাসামান্যস্যৈবানিত্যত্ব-প্রসক্ত্যা বহির্মুখমত প্রবেশাপত্তেশ্চ। বস্তুতস্তু তা এব জন্মাদিলীলাঃ প্রপঞ্চজনেষু কৃপয়া দর্শিতাশ্চেৎ প্রকটা স্তা এব তচ্চক্ষুর্ভ্যস্তিরোধা পিতাশ্চেদপ্রকটা উচ্যন্তে। ন তু প্রকটাপ্রকটয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তীতি। এতদেবোক্তং লঘুভাগবতামৃতে (১।২।৪৪) যথা---"অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেষ তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্যাৎ কদাচন' ইতি। তস্যা এব প্রকটলীলায়ানিত্যত্ব ভাগবতামৃতং দৃষ্ট্বা সাম্প্রতং বিব্রিয়তে। তথাহি---ব্রজভূমেঃ একস্যা অপি ভগবত ইব প্রকাশানন্ত্যাদেকস্মিন্ প্রকাশে বর্তমানা জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈর্দৃশ্যন্তে, অন্যেষু প্রকশেষু ন দৃশ্যন্তে, তৎপ্রকাশস্থস্যাপি কৃষ্ণস্য জন্ম বাল্য-পোগণ্ড-কৈশোর-মথুরাপ্রস্থানাদিলীলা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেষু কেষুচিৎ কদাচিৎ ক্রমেণাবির্ভবন্ত্যো দৃশ্যন্তে, তা এব কেষুচিৎ কদাচিৎ ন দৃশ্যন্তে চ; যথা জ্যোতিশ্চক্রস্থস্য সূর্যস্যোদয় পূর্বাহ্ণ-মধ্যাহ্নাপরাহ্না ভারতাদিবর্ষেষু কেষুচিদ্ দৃশ্যন্তে, কেষুচিন্ন দৃশ্যন্তে চ, কিন্তু সূর্যস্য জ্যোতিশ্চক্রে উদয়াদ্যা ন সত্যা, ন নিত্যা; কৃষ্ণস্য ব্রজভুমৌ জন্মাদিলীলাঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণেভ্যঃ সত্যা নিত্যা এবেতি বিশেষঃ। যথা সূর্যস্য বর্ষদেশবিশেষবশাৎ সদৈবোদয়ঃ, সদৈব পূর্বাহ্ণঃ সদৈব মধ্যাহ্ন ইত্যাদি, তথৈব কৃষ্ণস্যাপি ব্রহ্মাণ্ডভেদ-বশাৎ সদৈব জন্ম, সদৈব বাল্যং, সদৈব বকাসুরাদ্যসুরমারণং, সদৈব মথুরাপ্রস্থানমিত্যেবং সর্বা এব প্রকটলীলা নিত্যা এব। যথা সূর্যস্য ষষ্টিঘটিকাপর্যন্তমেবোদয়াদ্যবস্থানাং সর্বেষু বর্ষেষু ক্রমেণোপালস্তঃ তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রাহ্মকল্পপর্যন্তং জন্মাদি লীলানাং ব্রহ্মাণ্ডেষু, মহাপ্রলয়ে চ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়া কল্পিত-ব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষ্বিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যা প্রাকটাবতী 'কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ' ইত্যুদ্ধব বাক্যং (৩।২।৭) দ্যোতিতা জ্ঞেয়া। এবং মথুরা দ্বারকয়োরপি প্রকটলীলেতি। ব্রজভূমের্যেষু প্রকাশেষু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈঃ সর্বথৈব ন দৃশ্যন্তে, তে চ প্রকাশাঃ সংখ্যাতীতাঃ, পরস্পরাসংপৃক্তঃ। 'শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ' ইতি ভাগবতামৃতোক্ত্যা (১।২৮০) জ্ঞেয়াঃ। তেষু ব্রজরাজাদিলীলা পরিকরপ্রকাশানামপি পৃথক্ পৃথগভি মানবিশেষবতাং পরস্পরাসম্পৃক্তানামানন্ত্যাৎ কৃষ্ণস্য পৃথক পৃথগেব জন্মবালা-পৌগণ্ড কৈশোরলীলাঃ, ক্বাপ্যগ্রপাশ্চদ্ভাবেন ক্বাপি কালসাম্যেন চ ক্রমেণোদয়মানা অপি নিশ্চলা এব তিষ্ঠন্তি। কিন্ত্বপ্রকটসময়ে মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি, মথুরায়া অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকরস্য কৃষ্ণস্য তদুচিতলীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। যদুক্তং ভাগবতামৃতে (১।২৬০) তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ' ইতি। গমঃ---ব্রজভুমেঃ সকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গমনম্, আগমো দ্বারকাতো দন্তবক্রবধানন্তরমাগনম্ প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং নত্বপ্রকটলীলায়াম্। গোষ্ঠাদ্বনগমনং, মহাবনাদ্ বৃন্দাবনাগমশ্চাস্ত্যেব, তয়োর্ব্রজভূমিত্বাৎ। ন চ প্রকটপ্রকাশে মথুরবিরহো বর্ততে, ন ত্বপ্রকটপ্রকাশে, অতো লীলায়াঃ প্রাকট্যাপেক্ষয়াঽপ্রাকট্যস্যৈবোৎকর্ষ ইতি বাচ্যম্। মথুরবিরহ এব মহাভাবপরিণাম-ভূতানামত-এবানন্দপরমাবধিরূপাণাং বিলাপোন্মাদ ভ্রমরগীতানাং প্রাকট্যাৎ। অতএব শ্রীমদুদ্ধবোঽপি ব্রজসুন্দরীণাং তাদৃশপ্রেম্ণঃ পরমোৎকর্ষং দৃষ্ট্বা লক্ষ্ম্যাদিভ্যোঽপি পরমোৎকর্ষ সচমৎকারমাহ, যথা শ্রীদশমে (৪৭।৬১) 'আসামহো চরণরেণু জুষামিত্যাদি' (৪৭।৬০) 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ ইতি চ। ন চ বিপ্রলম্ভরস্য সম্ভোগাপেক্ষয়া ন্যূনত্বমঙ্গীকার্যং যতো রতিপ্রেমস্নেহাদি স্থায়িভাববতো নায়কয়োর্মিথঃ স্মরণস্ফূর্ত্যা বিভাবৈর্মানসচাক্ষুষকায়িকালিঙ্গন চুম্বন-সম্প্রয়োগাদীনাং প্রত্যুত নিরবধিচমৎকারস্য সম্পর্কত্বেন সম্ভোগপুঞ্জময় এব, যদুক্তং পদ্যাবল্যামনুভবিষ্ণুভিঃ 'সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বিরহো বরমিহ

ন সঙ্গমস্তস্য। একঃ স এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ঃ বিরহে' ইতি। ন চ স্ফূর্ত্যাবির্ভাবয়োর্ভঙ্গে বিরহ-পীড়ায়া দুঃসহত্বাদরসত্বমিতি বাচ্যম্। হ্লাদিনী সম্বিদ্‌বৃত্তিবিশেষত্বেনাপ্রাকৃত ত্বাদিয়ং পীড়াপ্যানন্দ-রূপৈবেতি। অস্য সযুক্তিজ্ঞানরূপং তু গ্রন্থাকার চূড়ামণিরেবোজ্জ্বলনীলমনৌ বক্ষ্যতে। এবমেব দাস্য সখ্যবাৎসল্যভাববতাং বিরহ-মিলনয়োস্তারতম্যং জ্ঞেয়ম্।।১২৮।।

তথা চ স্কান্দে মথুরাখণ্ডে —

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।।১২৯।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও ব্রজবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনে বৎস ও বৎসতরীর সহিত সতত ক্রীড়া করিতেছেন।।১২৯।।

অথ **যোগে সিদ্ধির্**যথা —

পাণ্ডবং পুণ্ডরীকাক্ষং প্রেক্ষ্য চক্রিনিকেতনে।
চিত্রাকারং ভজন্নেব মিত্রাকারমদর্শয়ৎ।।১৩০।।

অনুবাদ। অতঃপর যোগে সিদ্ধি, যথা—অর্জুন দ্রুপদনগরের কুম্ভকারালয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তুল্যাকৃতিনিবন্ধন তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন।।১৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পাণ্ডবোর্জুনঃ তস্য সখ্যমুখ্য ত্বাৎ, চক্রী দ্রুপদনগরস্য কুম্ভকারঃ তথৈব ভারতাখ্যানাৎ। চিত্রস্যাকারমাকৃতিতুল্যতাং মিত্রযোগ্যমাকারমিঙ্গিতং, যো বিচ্ছেদানন্তরং সখায়ং দৃষ্ট্বা চিত্রপটবৎ যতো ভবতি, স এব মিত্রপদবাচ্য ইতি জগতি দর্শয়ামাসেত্যুৎপ্রেক্ষা গম্যেতি ভাবঃ।।১৩০।।

তুষ্টির্যথা শ্রীদশমে (১০।৭১।২৭) —

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা প্রবৃদ্ধবাষ্পঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্।।১৩১।।

অনুবাদ। তুষ্টি, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গনপূর্বক হাস্যবদনে প্রেমাশ্রুধারায় আকুল হইলেন, পরে নকুল সহদেবের সহিত অর্জুন আসিয়া প্রিয়তম অচ্যুতকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া প্রবৃদ্ধবাষ্পকলায় পরিপূর্ণ হইলেন।।১৩১।।

যথা বা —

কুরুজাঙ্গলে হরিমবেক্ষ্য পুরঃ প্রিয়সঙ্গমং ব্রজসুহৃন্নিকরাঃ।
ভুজমণ্ডলেন মণিকুণ্ডলিনঃ পুলকাঞ্চিতেন পরিষস্বজিরে।।১৩২।।

অনুবাদ। যথা বা—কুরুক্ষেত্রে অগ্রে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মণিকুণ্ডলধারী ব্রজবাসী সুহৃদগণ পুলকাঞ্চিত ভুজসমূহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।।১৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কুরুজাঙ্গল ইতি—কুরুক্ষেত্র ইত্যর্থঃ। প্রিয়োঽভিলষিতঃ সঙ্গমো যস্য তম্।।১৩২।।

স্থিতির্যথা শ্রীদশমে (১০।১২।১২)

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্।।১৩৩।।

অনুবাদ। স্থিতি, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—যোগিগণ বহুজন্মযাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত সাধন করিয়া চিত্ত স্থির করিয়াও যাঁহার চরণের একটি মাত্র রেণুও পাইতে পারেন না, সেই ভগবান স্বয়ং যাঁহাদের নয়নগোচর হইয়া রহিয়াছেন, সেই ব্রজবাসিগণের মহাভাগ্যের কথা বলা বাহুল্যমাত্র।।১৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বহুভির্জন্মভির্যৎ কৃচ্ছ্রং দুঃখাত্মকম্ অষ্টাঙ্গযোগসাধনং তেন ধৃতঃ স্থিরীকৃতঃ আত্মা মনো যৈস্তৈরপি যোগিভির্যস্য পাদপাংশুঃ অলভ্যঃ, তাদৃশেনাত্মনাপি লব্ধু মশক্যঃ স এব কৃষ্ণঃ ন তু তদংশঃ। স্বয়মাত্মনৈব, ন তু দেহান্তরাপেক্ষেণ, কিন্তু স্বভাবেনৈব যেষামহো আশ্চর্যং দৃগ্ বিষয়ে স্থিতস্তেষাং ব্রজৌকোমাত্রাণাং দিষ্টং প্রাক্তন পুণ্যং কিং বর্ণ্যতে? ন হি ন হি, কিন্তু স্বাভাবিকী তাদৃশ তয়া মহতী স্থিতিরেব বর্ণনীয়েত্যর্থঃ। তদেব সহবিহারকৃতাং পূর্বোক্তসখীনাং কিমুতেতি ভাবঃ। স্থিত ইতি শীলিতাদিত্বাদ্ (শ্রীহরিনামামৃত-কৃদন্তে, ৭২) বর্তমানে ক্তঃ। যচ্চ 'কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত' ইতিবৎ।।১৩৩।।

দ্বয়োরপ্যেকজাতীয়ভাবমাধুর্যভাগসৌ।
প্রেয়ান্ কামপি পুষ্ণাতি রসশ্চিত্তচমৎকৃতিম্।।১৩৪।।
প্রীতে চ বৎসলে চাপি কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োঃ পুনঃ।
দ্বয়োরন্যোঽন্যভাবস্য ভিন্নজাতীয়তা ভবেৎ।।১৩৫।।
প্রেয়ানেব ভবেৎ প্রেয়ানতঃ সর্বরসেস্বয়ম্।
সখ্যসংপৃক্তহৃদয়ৈঃ সদ্ভিরেবানুবুধ্যতে।।১৩৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরসপঞ্চক-নিরূপণে
প্রেয়োভক্তি রসলহরী তৃতীয়া।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসখাগণের সমজাতীয় ভাবমাধুর্যশালী এই প্রেয়োনামক রস অনির্বচনীয় চিত্ত চমৎকার সম্পাদন করে। প্রীত ও বৎসলরসে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত দুইয়েরই পরস্পর ভাবের ভিন্নজাতীয়তা রহিয়াছে। এইজন্য এই রসই সর্বরসমধ্যে প্রিয়তর হয়। সখ্যরসবিশিষ্ট সাধুগণই এই অনুভব করিতে পারেন।।১৩৪-১৩৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চক-নিরূপণে
প্রেয়োভক্তিরসলহরী-নাম্নী তৃতীয়া লহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অসৌ প্রেয়ান্ ভক্তিসখ্যরসঃ দ্বয়োঃ কৃষ্ণ-সখ্যভাববিশিষ্ট-ভক্তয়োরেকজাতীয়-মাধুর্যভাক্ কৃষ্ণে সখিভক্তানাং সজাতীয়-সখ্যভাবঃ এতাদৃশৈক জাতীয়ভাবমাধুর্যভাক্ সন্ রসাক্রান্তচিত্তে কামপ্যানন্দ চমৎকৃতিং পুষ্ণাতি।।১৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দাস্যে বৎসলে চ ভিন্নজাতীয়তা, ন তু সখ্যভাববদেকজাতীয়তা ভবেদিত্যর্থঃ। অতঃ পূর্বোক্ত পদ্যদ্বয়াদ্ধেতোঃ প্রেয়ানিত্যাদি যোজ্যম্।।১৩৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চক নিরূপণে
প্রেয়োভক্তিরসলহরী তৃতীয়া।।৩।।

বৎসলভক্তিরসাখ্যা চতুর্থলহরী

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎশল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ।।১।।

অনুবাদ। বৎসলভক্তিরস-নাম্নী চতুর্থলহরী। বিভাবাদি দ্বারা বাৎসল্যরতি স্থায়িভাব-পুষ্টিতা পাইলে তাহাকে বৎসল-নামক ভক্তিরস বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন।।১।।

তত্র **আলম্বনাঃ** --

কৃষ্ণং তস্য গুরূংশ্চাত্র প্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ।।২।।

তত্র **কৃষ্ণো** যথা --

নবকুবলয়দাম-শ্যামলং কোমলাঙ্গং বিচলদলক-ভৃঙ্গ-ক্রান্ত-নেত্রাম্বুজান্তম্।
ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা।।৩।।

অনুবাদ। উহাতে আলম্বন--পণ্ডিতগণ এই বৎসলরসে কৃষ্ণ ও তাঁহার গুরুবর্গকে আলম্বন বলেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণ, যথা--যিনি নবীননীলোৎপল-মালার ন্যায় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ ও কোমলাঙ্গ, যাঁহার নয়নরূপ পদ্মের প্রান্তভাগটি অতি-চঞ্চল-অলকরূপ ভ্রমরবৃন্দে পরিব্যাপ্ত, সেই পুত্রকে ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা স্বয়ং প্রবাহিত-স্তন্যধারায় শরীর আর্দ্র করিয়াছিলেন।।২-৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নবীনকুবলয়দামবৎ শ্যামলম্। প্রস্নবোৎপীড়েন স্বয়ং বলাৎ ক্ষরিতদুগ্ধেন দিগ্ধা লিপ্তা।।৩।।

শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ সর্বসল্লক্ষণযুতো মৃদুঃ।
প্রিয়বাক্ সরলো হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ।
দাতেত্যাদিগুণঃ কৃষ্ণো বিভাব ইতি কথ্যতে।।৪।।

অনুবাদ। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, হ্রীমান্, বিনয়ী, মান্যমানকৃৎ ও দাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই আলম্বনবিভাবরূপে কীর্তিত হন।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্যামাঙ্গইতি--আস্তাং তাবদ্ গুণাপেক্ষা, শ্যামাঙ্গতা মাত্রেণ জনন্যাদীনামালম্বন-ত্বমিত্যর্থঃ।।৪।।

এবংগুণস্য চাস্যানুগ্র হ্যত্বাদেব কীর্তিতা।
প্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্যাত্র বিভাবতা।।৫।।

তথা শ্রীদশমে (১০।৮।৪৫) —

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্।।৬।।

অনুবাদ। উক্ত গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহের পাত্রতা নিবন্ধন যখন প্রভাবরহিতরূপে অর্থাৎ পুত্ররূপে বিদিত হন তখনই তাঁহার বিভাবতা ঘটে। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—(শুকদেব বলিলেন, মহারাজ!) বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বতশাস্ত্রে যাঁহার মহিমা কীর্তিত হইতেছেন, সেই হরিকে যশোদা আপনার আত্মজ বলিয়া জানিতেন।।৫-৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আলম্বনত্বমেব তস্য বিশদয়তি—অস্য পুত্রত্বেনাভিব্যক্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তত এব প্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্য অনভিব্যঞ্জিত-প্রভাবস্য তস্য যদনুগ্রাহ্যত্বং মম পুত্রোঽয়মত্যন্তর্বহিরপ্যতিকোমল ইতি ভাবনয়া মাত্রাদীনাং হিতেচ্ছাবিষয়ত্বং, তস্মাদেবাত্র রসো বিভাবতা মাত্রাদিষু। বাৎসল্যাভিধ-রত্যাস্বাদজনকতা কীর্তিতেতি—গুণানাম্তূদ্দীপন-মাত্রেণ জনকত্বমিত্যাহ—এবং গুণস্য চেতি পূর্বদর্শিত গুণগণস্যাপীত্যর্থঃ। মম পুত্রোঽয়ং ভ্রাতুষ্পুত্রোঽয়মিতি স্নিগ্ধতা বাৎসল্যং, তত্র হিতেচ্ছা ত্বনুগ্রহ ইতি।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঐশ্বর্যশ্রবণাদপি যশোদয়া বাৎসল্যপ্রেম্ণঃ সঙ্কোচাভাবমাহ—ত্রয্যেতি। যজ্ঞপুরুষত্বেন উপনিষদ্ভিঃ, ব্রহ্মত্বেন সাংখ্যৈঃ, পুরুষত্বেন যোগৈঃ, পরমাত্মত্বেন সাত্বতৈঃ পাঞ্চরাত্রৈঃ ভগবত্বেন কর্মি-প্রভৃতিভিরুপগীয়মান-মাহাত্ম্যং তস্যাঃ সমক্ষমসমক্ষঞ্চ উপ আধিক্যেন গীয়মানৈশ্বর্যং হরিং সা আত্মজমমন্যতেত্যস্মদভীষ্ট দৈবত্বেনাবয়োর্ব্রতনিয়ম সন্ততপূজানাদিভিঃ সন্তুষ্টেন শ্রীনারায়ণেন কৃপয়া দত্তো লোকোত্তরঃ পুত্রোঽয়ং যৎ কর্মি প্রভৃতিভিঃ ত্রয্যাদি-প্রতিপাদ্যত্বেন স্তূয়তে। অত্র খলু 'নারায়ণসমো গুণৈঃ' ইতি সর্বত্র গর্গেন গীয়তয়া নারায়ণ সাম্যপ্রথয়া অন্যদুষ্কর-পূতনাদি-বধানামেতৎকর্তৃকত্বপ্রথয়া চায়মেব নারায়ণ ইতি তেষাং বিশ্বাস এব হেতুঃ। বস্তুতস্ত্বয়ং মৎপুত্র এব, মাং মাতরং ক্ষণমপ্যদৃষ্ট্বা বিকলীভবত্যহং চৈনং স্বনিমেষব্যবহিতং জ্ঞাত্বা বিহ্বলীভবামি—ইত্যাবয়োর্জন্য-জনন্যোরনুভব এবাত্র প্রমাণামিতি মনসি সা সমাধত্তে। কিঞ্চ কর্মিপ্রভৃতয়স্ত্রয্যাদিভির্যথা হরিং যজ্ঞ-পুরুষাদিকং মন্যন্তে, তথৈবেয়ং বাৎসল্যপ্রেমণা হরিমাত্মজং জ মন্যতে। তেভ্যস্তত্তদনুরূপং ফলং দদানস্তেষামনুগ্রাহকো বশয়িতা সন্নীষ্টে, অস্যৈ তু বাৎসল্যপ্রেমানুরূপং ফলং দাতুমসমর্থে ঋণীভবন্নস্যা অনুগ্রাহ্যো বশ্যো ঈশিতব্যত্বেন তিষ্ঠন স্বানন্দ-তুষ্টোঽপ্যস্যা স্তন্যামৃতার্থং রোদিতীতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ।।৬।।

যথা বা —

বিষ্ণুর্নিত্যমুপাস্যতে সখি ময়া তেনাত্র নীতাঃ ক্ষয়ং
শঙ্কে পূতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিরুহো তৌ বাত্যয়োন্মূলিতা।
প্রত্যক্ষং গিরিরেষ গোষ্ঠপতিনা রামেণ সার্দ্ধৎ ধৃত-
স্তত্তৎ কর্ম দুরন্বয়ং মম শিশোঃ কেনাস্য সংভাব্যতে।।৭।।

অনুবাদ। যথা বা—হে সখি, আমার সহিত গোষ্ঠপতি নন্দ যে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছেন, মনে হয় তাঁহারই প্রসাদে পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসসমূহ ধ্বংস হইয়াছে, যমলার্জুন দুইটি বৃক্ষ প্রবল বায়ু দ্বারা উন্মূলিত হইয়াছে, এবং সাক্ষাৎ দেখিয়াছি—রামের সহিত গোষ্ঠপতিই পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, নচেৎ আমার এই শিশু পুত্রের পক্ষে কি ঐ সমস্ত দুরূহ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ময়া সার্দ্ধং গোষ্ঠপতিনা যদ্ বিষ্ণুরুপাস্যতে, ততস্তেনৈব পূতনাদয়ঃ ক্ষয়ং নীতাঃ। ক্ষিতিরুহৌ যমলার্জুনৌ পবনেনৈবোন্মূলিতৌ, গিরিস্তু তাদৃশ-তদুপাসনবলেন তেন গোষ্ঠপতিনৈব ধৃতঃ, রামেণ সার্ধমিতি যদি মম শিশৌ তৎ সম্ভাব্যতে, তর্হি রামেঽপি কথং ন সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ।।৭।।

অথ **গুরবঃ** —

অধিকম্মন্যভাবেন শিক্ষাক রিতয়াপি চ।
লালকত্বাদিনাপ্যত্র বিভাবা গুরবো মতাঃ।।৮।।

যথা —

ভূর্যনুগ্রহচিতেন চেতসা লালনোৎকমভিতঃ কৃপাকুলম্।
গৌরবেণ গুরুণা জগদ্গুরোর্গৌরবং গণমগণ্যমাশ্রয়ে।।৯।।

অনুবাদ। অতঃপর গুরুবর্গ—অধিকম্মন্যভাব অর্থাৎ আমি বড় এইরূপ বোধ, শিক্ষাদান এবং লালকত্বাদি-গুণে উপলক্ষিত গুরুগণ এই বৎসলরসে বিভাব হইয়া থাকেন। যথা—যাঁহারা ভূরি-অনুগ্রহযুক্ত-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লালন ব্যাপারে সমুৎসুক এবং সর্বথা দয়ালু, সেই সমস্ত জগদ্গুরুর অগণিত গুরুগণকে মহাগৌরবে আশ্রয় করি।।৮-৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বন্যূনপালনেচ্ছানুগ্রহঃ, পর দুঃখ হানেচ্ছা কৃপা, গুরুণা গৌরবেণ জগদ্গুরোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরবং গণং গুরুবর্গম্।।৯।।

তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ।
রোহিণীতাশ্চ বল্লব্যো যঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ।।১০।।
দেবকী তৎসপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথাপূর্বমমী বরাঃ।
ব্রজেশ্বরী-ব্রজাধীশৌ প্রেষ্ঠৌ গুরুজনেষ্বিমৌ।।১১।।

অনুবাদ। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী এবং ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্রসমূহকে হরণ করিয়াছিলেন সেই গোপীগণ, দেবকী, দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি প্রমুখ মুনিবৃন্দ—ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুগণ। ইঁহাদের মধ্যে পূর্বপূর্ব জনই উত্তরোত্তর হইতে প্রধান। সমস্তগুরুবর্গমধ্যে কিন্তু ব্রজরাজ্ঞী ও ব্রজেশ্বরই শ্রেষ্ঠ।।১০-১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রোহিণীত্যনেনান্যাঃ পিতৃব্য পত্ন্যাদয়শ্চোপলক্ষ্যন্তে। ব্রহ্মণা হৃতাঃ পুত্রা যাসাং তা গোপ্যঃ। দেবকীসপত্ন্যাদিভ্যোঽপি বসুদেবস্য ন্যূনত্বং জ্ঞানাংশা-ধিক্যেন পুরুষত্বেন চ স্নেহাংশস্যাবরণাৎ। ব্রজেশ্বর্যাদেঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্নেহমাত্রপাত্রত্বাৎ। তদুক্তং 'পিতরৌ নান্ববিন্দেতাম্' (১১।৮।৪৭) ইত্যাদিনা।।১০-১১।।

তত্র **ব্রজেশ্বর্যা রূপং**, যথা শ্রীদশমে (১০।৯।৩) —

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলনমালত্য নির্মমন্থ।।১২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে ব্রজরাজ্ঞীর রূপ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে---যশোদার বিশাল কটিতটে ক্ষৌমবস্ত্র সূত্রদ্বারা বদ্ধ ছিল, পুত্রস্নেহে স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত এবং শরীরে মুহুর্মুহু কম্প হইতেছিল। বারংবার রজ্জুর আকর্ষণে ভুজদ্বয় শ্রান্ত হওয়ায় কঙ্কণ চালিত ও কর্ণের কুণ্ডল দুইটি কাঁপিতে লাগিল এবং কবরী হইতে মালতীপুষ্পসমূহ স্খলিত হইতেছিল। শ্রমহেতু তাঁহার মুখমণ্ডল স্বেদবিন্দুতে অঙ্কিত হইল; তথাপি তিনি দধিমন্থন করিতে-ছিলেন।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষৌমং পরমসূক্ষ্মাতসীতন্তু সম্ভবং পীতবস্ত্রং বিভ্রতী, অনেন যশোদায়াঃ শ্যামবর্ণত্ব মায়াতম্; বাসঃ কথম্ভূতং? সূত্রেন নীবীবন্ধডোরেণ নদ্ধং বদ্ধম্, মন্থনসময়ে জাতকম্পঃ স্তনদ্বয়ং বিভ্রতী, রজ্জ্বোরাকর্ষণাৎ শ্রমযুক্তে ভুজদ্বয়ে চলন্তৌ কঙ্কণৌ বিভ্রতী, কবরাদ্ বিগলন্তী মালতী যস্যাঃ।।১২।।

যথা বা —

ডোরী জুটিত-বক্রকেশপটলা সিন্দূরবিন্দূল্লসৎ
সীমান্তদ্যুতিরঙ্গভূষণবিধিং নাতিপ্রভূতং শ্রিতা।
গোবিন্দাস্য-নিসৃষ্টাশ্রুনয়নদ্বন্দ্বা নবেন্দীবর-
শ্যাম-শ্যামরুচির্বিচিত্রসিচয়ো গোষ্ঠেশ্বরী পাতু বঃ।।১৩।।

অনুবাদ। যথা বা--যিনি ডোরিদ্বারা বক্রকেশ সমূহকে বন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার সিন্দূরবিন্দুধারণে সীমন্তের দ্যুতি বর্ধিত হইয়াছে, যিনি নাতিপ্রচুর অঙ্গভূষা ধরিয়াছেন, গোবিন্দের বদন নিরীক্ষণেই যাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুযুক্ত হইয়াছে এবং যাঁহার নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ শরীর ও পরিধানে চিত্রবিচিত্র বস্ত্র---সেই গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা তোমাদিগকে পালন করুন।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ডোরীসূত্রেণ জুটিতঃ রচনাবিশেষেণ বদ্ধঃ বক্রকেশসমূহে যস্যাঃ, নাতিপ্রভূতং নাতি প্রচুরং অঙ্গভূষণবিধিং শ্রিতা অঙ্গভূষণ-বিশিষ্টেত্যর্থঃ। নবেন্দীবর-শ্যামাদপি শ্যাম রুচির্যস্যাঃ সা, বিচিত্রং নানাবর্ণ যুক্তং বস্ত্রং যস্যাঃ সা।।১৩।।

বাৎসল্যং, যথা —

তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গদগদময়ী
সবাষ্পাক্ষী রক্ষা তিলকমলিকে কল্পয়তি চ।
স্নুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্মণমসৌ
যশোদা মূর্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী।।১৪।।

অনুবাদ। বাৎসল্য, যথা—প্রভাতকালে মা যশোদা শ্রীহরির অঙ্গে গদ্‌গদবাক্যে মন্ত্রন্যাস, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ললাটে রক্ষাতিলক-রচনা এবং বাহুতে রক্ষা বন্ধন করেন—পুত্রস্নেহে স্নুতস্তন্যা যশোদা যেন মূর্ত বাৎসল্যরাশিরূপে শোভা পাইতেছেন।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গদ্‌গদময়ী গদ্‌গদবাক্যপ্রচুরা যশোদা শ্রীকৃষ্ণস্য তনৌ মন্ত্রন্যাসং করোতি, স্নুবানা স্তনাৎ দুগ্ধক্ষরণবতী হস্তে কার্মণং মুলকর্ম রক্ষৌষধমিতি যাবৎ দিশতি দদাতীত্যর্থঃ।।১৪।।

ব্রজাধীশস্য রূপং, যথা —

তিলতণ্ডুলিতৈঃ কচৈঃ স্ফুরন্তং নবভাণ্ডীরপলাশচারুচেলম্।
অতিতুন্দিলমিন্দুকান্তিভাজং ব্রজরাজং বরকূর্চমর্চয়ামি।।১৫।।

অনুবাদ। ব্রজাধীশের রূপ, যথা—যাঁহার মস্তকের কেশসমূহ শ্যামমিশ্র শুভ্রবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, পরিধানে নব ভাণ্ডীরবটের পত্রের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র, উদরটি স্থূল হইয়াও সুন্দর, যিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট এবং অতি সুন্দর শ্মশ্রুধারী, সেই ব্রজরাজ নন্দকে পূজা করি।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তিলমিশ্রিত-তণ্ডুলবদাচরদ্ভিঃ শ্যামমিশ্রশ্বেতোরিত্যর্থঃ, ভাণ্ডীরস্য নবীনপত্রবদ্ রক্তবস্ত্রম্; অতিতুন্দিলমিতি প্রশংসাবিষয়তয়া স্থূলমিত্যর্থঃ, অতিশব্দঃ প্রশংসায়ামিতি বিশ্বঃ। বরং শ্রেষ্ঠমর্থাৎ লম্বায়মানং শ্মশ্রু যস্য। 'কূর্চো বিকত্থনে মধ্যে ভ্রুবোঃ শ্মশ্রুনি কৈতবে' ইতি বিশ্বঃ।।১৫।।

বাৎসল্যং, যথা —

অবলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং স্খলদঙ্‌ঘ্রি প্রসরন্তমঙ্গনে।
উরসি স্রবদশ্রুনির্ঝরো মুমুদে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ।।১৬।।

অনুবাদ। বাৎসল্য, যথা—শ্রীকৃষ্ণ পিতার করাঙ্গুলি ধরিয়া স্খলিতপদে প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ব্রজরাজ ঐরূপ গমনশীল পুত্রকে দেখিয়া হৃদয়স্রাবী অশ্রু বিমোচন পূর্বক বক্ষ প্লাবিত করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রজাধিপঃ স্বীয়করাঙ্গুলীমবলম্ব্য স্খলদঙ্‌ঘ্রি যথা স্যাত্তথা অঙ্গনে গচ্ছন্তং সুতং প্রেক্ষ্য। স্থূলং মধ্যমুরুশ্চ যস্য তস্য ভাবস্তত্তা।।১৬।।

অথ **উদ্দীপণাঃ** —

কৌমারাদি-বয়ো-রূপঃ-বেশাঃ শৈশবচাপলম্।
জল্পিত-স্মিত-লীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনাঃ স্মৃতাঃ।।১৭।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশবচপলতা, মধুরবাক্য, মৃদুহাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি—এই বাৎসল্যরসের উদ্দীপন বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন।।১৭।।

তত্র **কৌমারম্** —

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৌমারং ত্রিবিধং মতম্।।১৮।।

তত্র আদ্যম্ —

স্থূলমধ্যোরুতাপাঙ্গ-শ্বেতিমা স্বল্পদন্ততা।
প্রব্যক্ত-মার্দ্দবত্বঞ্চ কৌমারে প্রথমে সতি।।১৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কৌমার—আদ্য, মধ্য ও শেষ এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে আদ্য কৌমার—প্রথম কৌমারে মধ্যভাগ ও উরুদেশের স্থূলতা, নেত্রের অন্তভাগে শ্বেতাভা, অল্প অল্প করিয়া দন্তোদ্গম এবং প্রব্যক্ত কোমলতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।।১৮-১৯।।

যথা —

ত্রিচতুরদশন-স্ফুরন্মুখেন্দুঃ পৃথুতর-মধ্যকটিরকোরুসীমা।
নবকুবলয়কোমলঃ কুমারো মুদমধিকাং ব্রজনাথয়োর্ব্যতানীৎ।।২০।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার মুখচন্দ্র তিন চারিটি দন্তে শোভা পাইতেছে; মধ্যদেশ, কটি ও উরুস্থল বেশ স্থূল, যিনি নবীন কুবলয় অপেক্ষাও সুকোমল, সেই কুমারটি ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর অত্যন্ত আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্রয়ো বা চতুরো বা ত্রিচতুরা ইতি সন্দিগ্ধতায়ামেবায়ং বহুব্রীহিঃ, সন্দিগ্ধত্বঞ্চাতি-সূক্ষ্মত্ব ব্যঞ্জনার্থমিতি। চত্বার এব দশনা বস্তুতো বোধ্যন্তে। সীম-শব্দেনাত্রাস্পদং বাচ্যম্।। তথা চ পৃথুতরমধ্যকট্যূরু স্থলানামাশ্রয় ইত্যর্থঃ।।২০।।

তস্মিন্ মুহুঃ পদক্ষেপ ক্ষণিকে রুদিতস্মিতে।
স্বাঙ্গুষ্ঠপানমুত্তানশয়নাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্।।২১।।

অনুবাদ। এই বয়সে বারবার পাদবিক্ষেপ, ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন ও হাস্য, নিজ অঙ্গুষ্ঠচোষণ এবং চিৎ হইয়া শুইয়া থাকা প্রভৃতিকে 'চেষ্টা' বলা হয়।।২১।।

যথা —

মুখপুট-কৃতপাদাম্ভোরুহাঙ্গুষ্ঠমূর্ধপ্রচলচরণযুগ্মং পুত্রমুত্তান-সুপ্তম্।
ক্ষণমিহ বিরুদন্তং স্মেরবক্ত্রং ক্ষণং সা তিলমপি বিরতাসীন্নেক্ষিতুং গোষ্ঠরাজ্ঞী।।২২।।

অনুবাদ। যথা—যিনি উত্তানভাবে শয়ন করিয়া মুখপদ্মে স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়াছেন, সেই পুত্রকে দেখিতে যশোদা ক্ষণমাত্রও বিরত হইলেন না।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এবম্ভূতং সুতমীক্ষিতুং তিলমপি বিরতা নাসীৎ।।২২।।

অত্র ব্যাঘ্রনখঃ কণ্ঠে রক্ষাতিলকমঙ্গনম্।
পট্টডোরী কটৌ হস্তে সূত্রমিত্যাদি মণ্ডনম্।।২৩।।

অনুবাদ। এই প্রথম কৌমারকালে ব্যাঘ্রনখ, রক্ষাতিলক, কজ্জল, কটিতটে পট্টরজ্জু ও হস্তে সূত্র এই সমস্ত ভূষণ।।২৩।।

যথা —

তরক্ষুনখমণ্ডুলং নবতমালপত্রদ্যুতিং শিশুং রুচির রোচনা-কৃত-তমালপত্রশ্রিয়ম্।
ধৃতপ্রতিসরং কটিস্ফুরিত-পট্টসূত্রস্রজং ব্রজেশগৃহিণী সুতং ন কিল বীক্ষ্য তৃপ্তিং যযৌ।।২৪।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার বক্ষঃস্থলে ব্যাঘ্রনখ ভূষণ, যাঁহার নবতমালতুল্য নীল বর্ণ, যাঁহার সুন্দর গোরোচনার তিলক এবং যিনি হস্তে সূত্র ও কটিতে পট্টডোরী বন্ধন করিয়াছেন, সেই শিশুপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া ব্রজরাজ গৃহিণী তৃপ্তির অবধি পাইতেন না।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তরক্ষোর্ব্যাঘ্রপ্রায়তয়া তচ্ছব্দেনাত্র ব্যাঘ্র এব বাচনীয়ঃ, রুচিরগোরোচনয়া কৃতস্য তমাল পত্রস্য তিলকস্য শ্রীঃ শোভা যত্র তং প্রতিসরঃ 'পৌহ চী' ইতি প্রসিদ্ধঃ হস্তে ধৃতঃ।।২৪।।

অথ **মধ্যম** —

দৃক্‌তটী ভাগলকতানগ্নতাচ্ছিদ্রিকর্ণতা।
কলোক্তিরিঙ্গণাদ্যঞ্চ কৌমারে সতি মধ্যমে।।২৫।।

অনুবাদ। অতঃপর মধ্যকৌমার—অলকগুলির নয়নপ্রান্তে মিলন, স্বল্প নগ্নতা অর্থাৎ কদাচিৎ অসম্যক্ বসন পরিধান ও কদাচিৎ বিবসন, কর্ণবেধ মৃদুমধুর বাক্য ও হামাগুড়ি, ইত্যাদি মধ্যকৌমারে প্রকট হয়।।২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আনগ্নতা ঈষন্নগ্নতা সা চ মধ্যদেশস্যাসম্যগাচ্ছাদ্যতা কদাচিৎ নগ্নতা চেতি দ্বিবিধা, রিঙ্গিণমিবাদ্যং যত্র তৎ রিঙ্গিণাদ্যং কিঞ্চিৎ চরণ-বিহারন্তং চরিতমিত্যর্থঃ।।২৫।।

যথা —

বিচলদলকরুদ্ধ-ভূতটী চঞ্চলাক্ষং কলবচনমুদঞ্চন্নূতন শ্রোত্ররন্ধ্রম্।
অলঘুরচিতরিঙ্গং গোকুলে দিগ্‌দুকূলং তনয়মমৃতসিন্ধৌ প্রেক্ষ্য মাতা ন্যমাঙ্‌ক্ষাৎ।।২৬।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার চূর্ণকুন্তলসমূহ ভূতলে পতিত হইয়া নয়নদ্বয়কে চঞ্চল করিতেছে, যাঁহার বচন অব্যক্ত, যাঁহার কর্ণে নূতন ছিদ্র প্রকাশ পাইতেছে এবং যিনি শীঘ্রগমনে স্খলিতগতি ও বিবসন বা সামান্য-বসন, সেই পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মা যশোদা অমৃতসিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন।।২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিচলিদ্ভিরলকৈঃ রুদ্ধে ভূতট্যৌ তত্তলভাগৌ যত্র চঞ্চলে অক্ষিণী যস্য তং, নূতনয়োঃ শ্রোত্রয়ো রন্ধ্রে যস্য তম অনল্পবিরচিত-রিঙ্গণ মিত্যর্থঃ। অনেন প্রথমকৌমারান্তেঽপি স্বল্পং রিঙ্গণং বোধ্যতে। দিগ্‌দুকূলমিতি পূর্ববদীষন্নগ্নতা, কাদাচিৎক নগ্নতা চেতি জ্ঞেয়ম্।।২৬।।

ঘ্রাণস্য শিখরে মুক্তা নবনীতং করাম্বুজে।
কিঙ্কিণ্যাদি চ কট্যাদৌ প্রসাধনমিহোদিতম্।।২৭।।

অনুবাদ। নাসিকাগ্রে মুক্তা, করকমলে নবনীত এবং কটি প্রভৃতিতে কিঙ্কিণী প্রভৃতি মধ্য কৌমারে ভূষণ।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নবনীতং কাদাচিৎকমেব, তচ্চ শোভাকরত্বাৎ প্রসাধন-নির্বিশেষঃ।।২৭।।

যথা --

ক্বণিতকনককিঙ্কিণীকলাপং স্মিতমুখমুজ্জ্বল-নাসিকাগ্রমুক্তম্।
করধৃতনবনীতপিণ্ডমগ্রে তনয়মবেক্ষ্য ননন্দ নন্দপত্নী।।২৮।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার কটিতে শব্দায়মান সুবর্ণ কিঙ্কিণীরাজি, মুখ ঈষৎ হাস্যময়, নাসিকাগ্রে জাজ্জ্বল্যমান মুক্তা এবং যিনি হস্তে নবনীতপিণ্ড ধারণ করিয়াছেন, সম্মুখে ঈদৃশ পুত্রকে দেখিয়া নন্দপত্নী আনন্দলাভ করিলেন।।২৮।।

অথ **শেষম্** --

অত্র কিঞ্চিৎকৃশং মধ্যমীষৎ-প্রথিম-ভাগুরঃ।
শিরশ্চ কাকপক্ষাঢ্যং কৌমারে চরমে সতি।।২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর শেষ কৌমার—শেষ কৌমারে মধ্য দেশের ঈষৎ ক্ষীণতা হইয়া থাকে।।২৯।।

যথা --

স মনাগপচীয়মানমধ্যঃ প্রথিমোপক্রমশিক্ষণার্থিবক্ষাঃ।
দধদাকুলকাকপক্ষলক্ষ্মীং জননীং স্তম্ভয়তি স্ম দিব্যডিম্বঃ।।৩০।।

অনুবাদ। যথা—যাঁহার মধ্যদেশ সামান্য ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল ঈশৎ প্রশস্ত এবং যিনি মস্তকে আকুল-কাকপক্ষ-শোভা বিস্তার করিয়াছেন, সেই আশ্চর্য বালক মা যশোদাকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলন।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অপচীয়মানেতি কর্মকর্তৃ প্রয়োগঃ, স্বয়ংক্ষীণীভবন্মধ্য ইত্যর্থঃ। বিস্তারস্য উপক্রম শিক্ষণার্থি বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ, চঞ্চলকাকপক্ষশোভাং দধৎ, কাকপক্ষোঽত্র সব্যাপসব্যমধ্যস্থবেণীত্রয়স্য পৃষ্ঠদেশে যুতিঃ, কর্ণলগ্নলম্বায়মানকেশা ইতি কেচিৎ। দিব্যবালকঃ জননীং স্তম্ভভাবযুক্তা করোতি স্ম।।৩০।।

ধটী ফণপটী চাত্র কিঞ্চিদ্‌বন্যবিভূষণম্।
লঘূবেত্রকরত্বাদি মণ্ডনং পরিকীর্তিতম্।।৩১।।
বৎসরক্ষা ব্রজাভ্যর্ণে বয়স্যৈঃ সহ খেলনম্।
পাবশৃঙ্গদলাদীনাং বাদনদ্যত্র চেষ্টিতম্।।৩২।।

অনুবাদ। এই শেষ কৌমার বয়সে ধটী অর্থাৎ অল্প পরিসর কিন্তু লম্বিত বসন-বিশেষ ফণপটী অর্থাৎ সর্পফণার ন্যায় কুঞ্চিত বসন, সামান্য বন্য ভূষণ এবং হস্তে ক্ষুদ্র বেত্র প্রভৃতি ভূষণ। ব্রজের সমীপে বৎসচারণ, বয়স্যবৃন্দের সহিত নানাবিধখেলা, সূক্ষ্মবেণুশৃঙ্গপত্রাদির বাদ্য ইত্যাদি এই বয়সের চেষ্টা।।৩১-৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধটী—স্বল্পবিস্তার-বহুলম্বায়মানঃ পটবিশেষঃ। যঃ খলু বিচিত্রবেষ্টন-বাহুল্যেন মধ্যদেশে শোভাং লভতে। ফণপটি অগ্রে ফণাকারঃ 'কাছনী' ইতি প্রসিদ্ধিঃ কচ্ছীকরণায় পশ্চাদল্পধটীসন্নিভিঃ স্যূতপটঃ।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পাবঃ সূক্ষ্মবেণুঃ।।৩২।।

যথা —

শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ফণপটীং কটীরে দধৎ
করে চ লগুড়ীং লঘুং সবয়সাং কুলৈরাবৃতঃ।
অবন্নিহ শকৃৎকরীন্ পরিসরে ব্রজস্য প্রিয়ে
সুতস্তব কৃতার্থয়ত্যহহ পশ্য নেত্রাণি নঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। যথা—(গোষ্ঠ-প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইতেছে বুঝিয়া উৎকণ্ঠিতা ব্রজেশ্বরীকে ব্রজরাজ বলিতেছেন—) ঐ দেখ ত' প্রিয়ে! তোমার পুত্র মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, কটিতে ফণাকার পটী এবং হস্তে ক্ষুদ্র লগুড়ী ধারণ করিয়া বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্রজের সমীপে বৎসবৃন্দ পালন করিতে করিতে আমাদের নয়নসমূহের কৃত্যর্থতা সম্পাদন করিতেছে।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শিখণ্ডেতি—সুতস্য গৃহাগমনে বিলম্বতাং বীক্ষ্য চন্দ্রশালিকা-শিখরমারূঢ়স্য শ্রীব্রজেশস্য সভার্যামপি ভয়ব্যগ্রাং প্রতি বচনম্। শকৃৎকরীন্ বৎসান্ অবম্ পালয়ন্।।৩৩।।

অথ **পৌগণ্ডম্** —

পৌগণ্ডাদি পুরৈবোক্তং তেন সংক্ষিপ্য লিখ্যতে।।৩৪।।

যথা —

পথি পথি সুরভীণামংশুকোত্তংসিমূর্ধা ধবলিমযুগপপাঙ্গো মণ্ডিতঃ কঞ্চুকেন।
লঘু লঘু পরিগুঞ্জন্মঞ্জুমঞ্জরীযুগ্মং ব্রজভুবি মম বৎসঃ কচ্ছদেশাদুপৈতি।।৩৫।।

অনুবাদ। অতঃপর পৌগণ্ড—পৌগণ্ডাদি বয়স পূর্বেই কথিত হইয়াছে সুতরাং এখানে সংক্ষেপে লিখিতেছি। যথা—ঐ আমার ধবল-অপাঙ্গশালী বৎস মস্তকে উষ্ণীষ ও সুবর্ণরত্নাদি-রচিত শিরোভূষণ, দেহে কঞ্চুক ও চরণদ্বয়ে মৃদুমন্দশব্দকারী মনোহর নূপুর ধারণ করিয়া সুরভীসকলের পথে পথে ব্রজভূমিতে আসিতেছে।।৩৪-৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অংশুকেন বস্ত্রেণ নির্মিত উত্তং স উষ্ণীষরূপ-শিরোভূষণ যত্র তথাভূতো মস্তকো যস্য সঃ, 'বাগো' ইতি প্রসিদ্ধেন কঞ্চুকেন মণ্ডিতঃ, ব্রজভুবি নিকট দেশাৎ সুরভীণাং পথি

পথি মম বালক উপৈতি।।৩৫।।

অথ **কৈশোরম্** —

অরুণিমযুগপাঙ্গস্তুঙ্গবক্ষঃকপাটী-বিলুঠদমলহারো রম্যরোমাবলিশ্রীঃ।

পুরুষমণিরয়ং মে দেবকি শ্যামলাঙ্গস্তদুরখনিজন্মা নেত্রমুচ্চৈর্ধিনোতি।।৩৬।।

অনুবাদ। অতঃপর কৈশোর—হে দেবকি! যাঁহার অপাঙ্গ দুইটি অরুণবর্ণ, বক্ষঃস্থল অত্যুচ্চ, কণ্ঠে আন্দোলিত উজ্জ্বল হার এবং রমণীয় রোমাবলিশ্রী, সেই এই তোমার জঠরখনিজাত শ্যামলাঙ্গ পুরুষরত্ন আমার নয়নকে অতিমাত্রায় আনন্দিত করিতেছে।।৩৬।।

নব্যেন যৌবনেনাপি দীব্যন্ গোষ্ঠেন্দ্রনন্দনঃ।
ভাতি কেবলবাৎসল্যভাজাং পৌগণ্ডভাগিব।।৩৭।।
সুকুমারেণ পৌগণ্ডবয়সা সঙ্গতোঽপ্যসৌ।
কিশোরাভঃ সদা দাসবিশেষাণাং প্রভাসতে।।৩৮।।

অনুবাদ। গোপেন্দ্রনন্দন নবযৌবনে শোভিত হইলেও কেবল বাৎসল্যরসনিষ্ঠ গুরুজনগণের নিকটে পৌগণ্ডবয়সবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হন। পক্ষান্তরে সুকুমার পৌগণ্ড বয়সযুক্ত হইলেও দাসবিশেষদিগের নিকটে সতত কিশোরতুল্য বিদিত হন।।৩৭-৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দাসবিশেষণামিতি তৎপ্রৌঢ়তা স্ফূর্তিময়লোকপালাদীনা-মিত্যর্থঃ।।৩৮।।

অথ **শৈশব-চাপলম্** —

পারীর্ভিনত্তি বিকিরত্যজিরে দধীনি সন্তানিকাং হরতি কৃন্ততি মন্থদণ্ডম্।

বহ্নৌ ক্ষিপত্যবিরতং নবনীতমিত্থং মাতুঃ প্রমোদভরমেব হরিস্তনোতি।।৩৯।।

অনুবাদ। অতঃপর শৈশব চাপল শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধপানপাত্র ভঙ্গ, প্রাঙ্গণে দধি ক্ষেপণ, সরচুরি, মন্থনদণ্ডভঙ্গ এবং অগ্নিতে অবিরত নবনীত ক্ষেপণ করিয়া মাতার হর্ষাতিশয় বিস্তার করেন।।৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পারী পানপাত্রমিতি ক্ষীরস্বামী। তচ্চ দুগ্ধাদের্জ্ঞেয়ং, মৃণ্ময়াচ্ছাদন-ভাণ্ডমিতি মাথুরাঃ। সন্তানিকা দুগ্ধোপরিঃ-জাততৎসারভাগময়-জালিকা তাম্।।৩৯।।

যথা বা —

প্রেক্ষ্য প্রেক্ষ্য দিশঃ সশঙ্কমসকৃন্মন্দং পদং নিক্ষিপ-
ন্নায়াত্যেষ লতান্তরে স্ফুটমিতো গব্যং হরিষ্যন্ হরিঃ।
তিষ্ঠ স্বৈরমজানতীব মুখরে চৌর্যভ্রমদ্ভ্রূলতং
ত্রস্যল্লোচনমস্য শুষ্যদধরং রম্যং দিদৃক্ষে মুখম্।।৪০।।

অনুবাদ। যথা বা—মুখরে! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প পদনিক্ষেপ করিয়া লতাজালে আবৃত হইয়া নিশ্চয় গব্য চুরি করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিতেছে, সুতরাং তুমি না জানার মত হইয়া চুপ করিয়া থাক, আমি উহার চৌর্যকম্পিত ভূলতাশালি ত্রসযুক্ত নয়ন ও শুষ্ক অধরযুক্ত রমণীয় মুখচন্দ্র দর্শন করিব।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মুখরে! মন্দং স্বৈরম চঞ্চলমিতি যাবৎ তদ্ যথা স্যাত্তথা অজানতীব তিষ্ঠামি। 'মন্দ-স্বচ্ছন্দয়োঃ' 'স্বৈরম্' ইতি নানার্থাৎ। চৌর্যায় ভ্রমন্তৌ এবমপহরিষ্যামীতি ভাবনয়া নানাগতিং দধত্যৌ ভূলতে যস্য তম্।।৪০।।

অথ **অনুভাবাঃ** –

অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জনম্।
আশীর্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্।
হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীর্তিতাঃ।।৪১।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাব--মস্তক-আঘ্রাণ, হস্তদ্বারা শরীরমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরণ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ -প্রদানাদি বৎসলরসে অনুভাবরূপে কথিত হয়।।৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিদেশঃ আজ্ঞাপালনং, লালনং স্নপনাদিনা, পালনং রক্ষণাদি।।৪১।।

তত্র **শিরোঘ্রাণং**, যথা শ্রীদশমে (১০।১৩।৩৩) –

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্।
উদুহ্য দোর্ভি পরিরভ্যমূর্দ্ধনি ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে।।৪২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মস্তক-আঘ্রাণ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--গোপগণ নিজ নিজ পুত্রদর্শনে প্রেমরসে আচ্ছন্নচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের পূর্বক্রোধ দূর হইল, পুত্রগণকে ক্রোড়ে উঠাইয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারা মস্তকাঘ্রাণে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।।৪২।।

যথা বা –

দুগ্ধেন দিগ্ধা কুচবিচ্যুতেন সমগ্রমাঘ্রায় শিরঃ সপিচ্ছম্।
করেণ গোষ্ঠেশিতুরঙ্গনেয়মঙ্গানি পুত্রস্য মুহুর্মমার্জ।।৪৩।।

অনুবাদ। যথা বা--ব্রজেশ্বরী ক্ষরিত স্তনদুগ্ধে লিপ্তদেহা হইয়া পুত্রের পিঞ্ছভূষিত মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বারবার মার্জন করিতে লাগিলেন।।৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দুগ্ধেন দিগ্ধ সিক্তা গোষ্ঠেশিতু রিয়মঙ্গনা যশোদা।।৪৩।।

চুম্বাশ্লেষৌ তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্বকম্।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।।৪৪।।

অনুবাদ। চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণ করিয়া আহ্বান এবং তিরস্কার আদি—মিত্র ও বৎসলরসের সাধারণী ক্রিয়া।।৪৪।।

অথ **সাত্ত্বিকাঃ** —

নবাত্র সাত্ত্বিকাঃ স্তন্যস্রাবঃ স্তম্ভাদয়শ্চ তে।।৪৫।।

তত্র **স্তন্যস্রাবো** যথা শ্রীদশমে (১০।১৩।২২) —

তন্মাতরো বেণুরব-ত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্।।৪৬।।

অনুবাদ। অতঃপর সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি অষ্ট এবং স্তন্যক্ষরণ—বৎসলরসে এই নয় প্রকার সাত্ত্বিক ভাব। (ব্রহ্মমোহনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৎস ও বালকাদি হইলে) গোপবালকবৃন্দের মাতৃমণ্ডলী বেণুশব্দ-শ্রবণে শীঘ্র উত্থিত হইয়া পরমব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই স্বপুত্রজ্ঞানে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক স্নেহ ক্ষরিতস্তন্য-সুধাসব পান করাইতেন।।৪৫-৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্নেহস্নুতম অতএব সুধাসবং স্তন্যদুগ্ধং, পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং স্বস্বসুতান্ মত্বাঽপায়য়ন্।।৪৬।।

যথা বা ললিতমাধবে —

নিচুলিত-গিরিধাতু-স্ফীতপত্রাবলীকানখিলসুরভিবেণূন ক্ষালয়দ্ভির্যশোদা।
কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বীকমেধ্যৈস্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি।।৪৭।।

অনুবাদ। যথা বা ললিতমাধবে—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—হে কৃষ্ণ!) তোমার সুব্যক্ত পত্রাবলিরচনাদি গোধূলিরাশিতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, মা যশোদা কুচকলসবিমুক্ত স্নেহপূর্ণ মাধ্বীকযুক্ত পরমপবিত্র দুগ্ধধারায় ঐ ধূলিকণা প্রক্ষালণ করিয়া তোমার নূতন অভিষেক করিতেছেন।।৪৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণং প্রতি পৌর্ণমাস্যা বচনং—নিচুলিতা আচ্ছাদিতা গৈরিকনির্মিত-চিত্রলতারূপ পত্রাবলী যৈঃ এবম্ভুতান্ সুরভি-রেণূন্ ক্ষালয়দ্ভিঃ দুগ্ধপূরৈরভিষেকং করোতি। কথম্ভুতৈঃ? স্নেহ এব মাধ্বীকং মধু যেষু তে চ তথা মেধ্যাঃ পরমপবিত্রাশ্চেতীতি বিশেষণয়োঃ সমাসঃ।।৪৭।।

স্তম্ভাদয়ো যথা —

কথমপি পরিরব্ধুং ন ক্ষমা স্তব্ধগাত্রী কলয়িতুমপি নালং বাষ্পপূরপ্লুতাক্ষী।
ন চ সুতমুপদেষ্টুং রুদ্ধকণ্ঠী সমর্থা দধতমচলমাসীদ্ব্যাকুলা গোকুলেশা।।৪৮।।

অনুবাদ। স্তম্ভাদি, যথা—শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারণ করিলে গোকুলেশ্বরী স্তব্ধকলেবরা হইয়া পুত্রকে কোনরূপেই আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না, বাষ্পভরে নয়ন আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিতেও সমর্থ হইলেন না, কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় উপদেশ দিতেও সমর্থা না হইয়া কেবল ব্যাকুলাই হইলেন।।৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অচলং গোবর্ধনং দধতং সুতম্।।৪৮।।

অথ **ব্যভিচারিণঃ** -

তত্রাপস্মারসহিতাঃ প্রীতোক্তাঃ ব্যভিচারিণঃ।।৪৯।।

তত্র **হর্ষো** যথা শ্রীদশমে (১০।১৭।১৯) --

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ।।৫০।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যভিচারী---প্রীতভক্তিরসে উক্ত সমুদায় ব্যভিচারী এবং অপস্মার--এই বৎসলের ব্যভিচারী ভাব বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে হর্ষঃ যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--মহাভাগ্যবতী যশোদাও নষ্ট পুত্রটিকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া ক্রোড়ে করিয়া বারবার আলিঙ্গনপূর্বক অনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।।৪৯-৫০।।

যথা বা বিদগ্ধমাধবে --

জিতচন্দ্রপরাগ-চন্দ্রিকানলদেন্দীবর-চন্দনশ্রিয়ম্।
পরিতো ময়ি শৈত্যমাধুরীং বহতি স্পর্শমহোৎসবস্তব।।৫১।।

অনুবাদ। যথা বা বিদগ্ধমাধবে--হে কৃষ্ণ! তোমার স্পর্শ মহোৎসব কর্পূরচূর্ণ, জ্যোৎস্না বেণামূল, নীলকমল ও চন্দনের সম্পত্তি শীতলতাদি পরাজয় করিয়া আমাকেই সর্বথাই শৈত্যমাধুর্য প্রাপ্ত করাইতেছে।।৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জিতা চন্দ্রপরাগাদীনাং শ্রীঃ শৈত্যসম্পত্তিঃ যয়া তাং শৈত্যমাধুরীং তব স্পর্শমহোৎসবঃ ময়ি বহতি প্রাপয়তি। চন্দ্রঃ কর্পূরঃ, নলদমুশীরম্ তৃণবিশেষমূলমিতি যাবৎ।।৫১।।

অথ **স্থায়ী** --

সম্ভ্রমাদি-চ্যুতা যা স্যাদনুকম্প্যোঽনুকম্পিতুঃ।
রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যং স্থায়ী ভাবো নিগদ্যতে।।৫২।।
যশোদাদেস্তু বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ।
প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ।।৫৩।।

অনুবাদ। অতঃপর স্থায়ী--অনুকম্পাই কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমাদিরহিতা রতি, তাহাকেই এস্থানে 'বাৎসল্য'-নামক স্থায়ী ভাব বলা হয়। যশোদাদির বাৎসল্যরতি স্বভাবতঃ রাগপরাকাষ্ঠপ্রাপ্ত, অথচ সময় বিশেষে অপারপর ব্যক্তির প্রেম, স্নেহ ও রাগের ন্যায় বাহিরে প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে সততই প্রৌঢ়াই।।৫২-৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুকম্পিতুঃ পিত্রাদেঃ সম্ভ্রমাদি রহিতা যা শ্রীকৃষ্ণেঽনুকম্পারতিঃ, সৈব বাৎসল্যং স্থায়ী। নিসর্গতঃ স্বরূপতঃ প্রেমাদিবদিতি যথান্যেষাং প্রেমাদয়ঃ তথা ভাতি প্রতীয়তে।।৫২-৫৩।।

তত্র **বাৎসল্যরতির্**যথা শ্রীদশমে (১০।৬।৪৩) --

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।

মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ।।৫৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বাৎসল্যরতি, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—হে রাজন্! উদারবুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করিয়া নিজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্বক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।।৫৪।।

যথা বা —

বিন্যস্ত-শ্রুতি-পালিরদ্য মুরলীনিস্বান-শুশ্রূষয়া

ভূয়ঃ প্রস্রববর্ষিণী দ্বিগুণিতোৎকণ্ঠা প্রদোষোদয়ে।

গেহাদঙ্গনমঙ্গনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশন্ত্যাকুলা

গোবিন্দস্য মুহুর্ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পন্থানমালোকতে।।৫৫।।

অনুবাদ। যথা বা—মা যশোদা অদ্য মুরলীধ্বনি শ্রবণের ইচ্ছায় কর্ণাগ্র বিন্যাস করিয়াই আছেন—প্রদোষসময়ে পুনরায় দ্বিগুণিত উৎকণ্ঠাভরে স্তন হইতে দুগ্ধধারা মোচন করিতে করিতে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ পূর্বক ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ গোবিন্দের পথপানে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুরলীধ্বনি-শুশ্রুষয়া ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ বিন্যস্তা কর্ণপালিঃ কর্ণাগ্রভাগো যয়া, 'পালিঃ কর্ণলতাগ্রে স্যাৎ' ইতি বিশ্বঃ। তথা চান্যবার্তায়াং কর্ণস্যাবধানেঽপি শ্রেষ্ঠবৃত্তিরূপাগ্রভাগস্তু মুরলীশব্দ এবেতি ভাবঃ প্রস্রববর্ষিণী দুগ্ধধারাবর্ষিণী।।৫৫।।

প্রেমবদ্যথা —

প্রেক্ষ্য তত্র মুনিরাজমণ্ডলৈঃ স্তূয়মানমসি মুক্তসম্ভ্রমা।

কৃষ্ণমঙ্কমভি গোকুলেশ্বরী প্রস্নুতা কুরুভুবি ন্যবীবিশৎ।।৫৬।।

অনুবাদ। প্রেমবৎ, যথা—(মুনিরাজবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—) এই কথাটি পরম্পরায় বুঝিয়াও যশোদা সম্ভ্রমশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়াই যেন স্তন্যধারায় বস্ত্র আর্দ্রীভূত করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।।৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র বিনশনে কুরুক্ষেত্রে স্তূয়মানমপি প্রেক্ষ্য ঈশ্বরোঽয়মিতি সম্ভ্রমরহিতা সতী অঙ্কমভি অঙ্কে কৃষ্ণং ন্যবীবিশৎ নিবেশয়ামাস।।৫৬।।

যথা বা —

দেবক্যা বিবৃত-প্রসূতরিতয়াপ্যুন্মৃজ্যমানাননে

ভূয়োভির্বসুদেবনন্দনতয়াপ্যুদ্ঘুষ্যমাণে জনৈঃ।

গোবিন্দে মিহিরগ্রহোৎসুকতয়া ক্ষেত্রংকুরোরাগতে

প্রেমা বল্লবনাথয়োরতিতরামুল্লাসমেবাযযৌ।।৫৭।।

অনুবাদ। যথা বা—সূর্যগ্রহণোপলক্ষ্যে ব্রজবাসিগণের আগমন হইতে পারে, চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠান্বিত শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলে, মাতৃজনোচিত চরিতপ্রকটনে দেবকী শ্রীকৃষ্ণের বদন মার্জন করিলেন, বহু বহু ব্যক্তি 'বসুদেবনন্দন' বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তথাপি কিন্তু নন্দ ও যশোদার প্রেম অত্যধিক উল্লাস পাইয়াছিল।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিবৃতং ব্যক্তীকৃতং মৎকুক্ষিত এবায়ং জাত ইতি প্রসূচরিতং যয়া তয়া দেবক্যা উন্মৃজ্যমানাননে ইতি নন্দ যশোদয়োর্মিলিন সুখেন শ্রীকৃষ্ণস্যাননস্যাশ্রুলিপ্ততাং ব্যঞ্জয়তি। মিহির-গ্রহং সূর্যগ্রহণং নিমিত্তীকৃত্য যা উৎসুকতাবল্লবনাথাবপ্যত্রাগমিষ্যত ইতি তয়োর্দর্শনোৎকণ্ঠা তয়েত্যর্থঃ।।৫৭।।

স্নেহবদ্ যথা —

পীযূষদ্যুতিভিঃ স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈর্জাহ্নবী
কালিন্দী চ বিলোচনাব্জজনিতৈর্জাতাঞ্জনশ্যামলৈঃ।
আরান্মধ্যমবেদিমাপতিতয়োঃ ক্লিন্না তয়োঃ সঙ্গমে
বৃত্তাসি ব্রজরাজ্ঞি তৎসুতমুখপ্রেক্ষাং স্ফুটং বাঞ্ছসি।।৫৮।।

অনুবাদ। স্নেহবৎ, যথা—(সূর্যগ্রহণাযাত্রাচ্ছলে নিজপুত্রদর্শনোৎকণ্ঠায় কুরুক্ষেত্রে সমাগত যশোদার প্রতি কোন পূর্বপরিচিতা তাপসীর উক্তি—) হে ব্রজেশ্বরি! তোমার স্তনপর্বত হইতে ক্ষরিত অমৃতকান্তি দুগ্ধধারায় জাহ্নবী এবং নেত্রপদ্মজনিত অঞ্জনমিশ্র শ্যামবর্ণ জলধারায় যমুনা উৎপন্ন হইয়া তোমার মধ্যতনুরূপ প্রয়াগে পতিত হইতেছে; অহো! তুমি ঐ জাহ্নবী ও যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়াও আবার পুত্রমুখ দেখিতে স্পষ্টতঃ ইচ্ছা করিতেছ।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সূর্যোপরাগ যাত্রাব্যজেন স্বপুত্রদর্শনোৎকণ্ঠয়া ব্রজন্ত্যাং ব্রজেশ্বর্যাং কস্যাশ্চিৎ পরিচিততরতপস্বিন্যা বচনং স্তনরূপ-পর্বতাৎ পতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈঃ রসসমূহৈঃ জাতা জাহ্নবী 'ক্ষীরং দুগ্ধং জলঞ্চ', নেত্রকমলজনিতৈঃ অঞ্জনেন শ্যামলৈঃ জলসমূহৈঃ জাতা যমুনা চ। মধ্যমো মধ্যদেশঃ স এব বেদি স্তাং, পক্ষে মধ্যমবেদিং প্রয়াগম্। আপতিতয়োস্তয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ সঙ্গমে হে ব্রজরাজ্ঞি! ত্ব ক্লিন্না স্নাতা বৃত্তাসি, তত্তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শনং বাঞ্ছসি, ভগবদ্দর্শন বাঞ্ছয়ৈব লোকাঃ প্রয়াগে স্নানং কুর্বন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ।।৫৮।।

রাগবদ্ যথা —

তুষারতি তুষানলোঽপ্যুপরি তস্য বদ্ধস্থিতি-
র্ভবন্তমবলোকতে যদি মুকুন্দ গোষ্ঠেশ্বরী।
সুধাম্বুধিরপি স্ফুটং বিকটকালকূটত্যলং
স্থিতা যদি ন তত্র তে বদনপদ্মমুদ্বীক্ষতে।।৫৯।।

অনুবাদ। রাগবৎ, যথা হে মুকুন্দ! গোষ্ঠেশ্বরী যদি তুষাগ্নির উপর অবস্থান করিয়াও তোমাকে দর্শন পান, তাহা হইলে ঐ তুষাগ্নিকে তিনি হিমবৎ মনে করেন, পক্ষান্তরে

যদি অমৃতসিন্ধুতে অবস্থান করিয়াও তোমার মুখ কমল না দেখেন, তাহা হইলে অমৃতসিন্ধুও তাঁহার পক্ষে তীব্র কালকূটবৎ মনে হয়।।৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মুকুন্দ! গোষ্ঠেশ্বরী যদি ভবন্তমবলোকতে, তদা তুষানলোঽপি তুষারবৎ পরমশীতলবদাচরতি। কীদৃশী সত্যবলোকতে তত্রাহ—তস্য তুষানলস্যোপরি বদ্ধস্থিতিরিত্যন্বয়ঃ এবমুত্তরত্রাপি।।৫৯।।

অথ **অযোগে উৎকণ্ঠিতম্** –

বৎসস্য হন্ত শরদিন্দুবিনিন্দি-বক্ত্রং সম্পাদয়িষ্যতি কদা নয়নোৎসবং নঃ।

ইত্যুচ্যুতে বিহরতি ব্রজবাটিকায়া মুর্বী ত্বরা জয়তি দেবকনন্দিনীনাম্।।৬০।।

অনুবাদ। অতঃপর অযোগে উৎকণ্ঠিত—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাটিকায় বিহারে গেলে 'হায়! বৎসের শারদ শশধর বিনিন্দি বদন কবে আমাদের নেত্রোৎসব বিধান করিবে?' বলিয়া দেবকনন্দিনীগণের গুরুতর আবেগ জয়যুক্ত হউক।।৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অচ্যুতে ব্রজভূমৌ বিহরতি সতি দেবকী-প্রভৃতীনাং কদা শ্রীকৃষ্ণমুখম্ অস্মাকং নয়নোৎসবং করিষ্যতীতি যা গুর্বী মহতী ত্বরা স জয়তি।।৬০।।

যথা বা –

ভ্রাতস্তনয়ং ভ্রাতুর্মম সন্দিশ গান্দিনীপুত্র।

ভ্রাতৃব্যেষু বসন্তী দিদৃক্ষতে ত্বাং হরে কুন্তী।।৬১।।

অনুবাদ।(কুন্তীর বাক্য—) হে ভ্রাতঃ অক্রূর! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানাও —'হে হরে! শত্রুপুরীতে বাস করিয়া কুন্তী তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছে।।'৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে ভ্রাতঃ, হে গান্দিনীপুত্র অক্রূর! ভ্রাতুস্তনয়ং শ্রীকৃষ্ণং সন্দিশ। সন্দেশমেবাহ—ভ্রাতৃব্যেষু শত্রুষু হে হরে।।৬১।।

বিয়োগো যথা শ্রীদশমে (১০।৪৬।২৮) –

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।

শৃন্বস্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা।।৬২।।

যথা বা –

যাতে রাজপুরং হরৌ মুখতটী ব্যাকীর্ণ ধূম্রালকা

পশ্য স্রস্ত তনুঃ কঠোরলুঠনৈ র্দহে ব্রণং কুর্বতী।

ক্ষীণা গোষ্ঠমহীমহেন্দ্রমহিষী হা পুত্র পুত্রেত্যসৌ

ক্রোশন্তী করয়োর্যুগেন কুরুতে কষ্টাদুরস্তাড়নম্।।৬৩।।

অনুবাদ। বিয়োগে, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে—উদ্ধবকর্তৃক বর্ণ্যমান শ্রীকৃষ্ণচরিতসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে যশোদা স্নেহভরে স্তন্যধারা ক্ষরণের সঙ্গে অশ্রুধারা পাত করিতেছিলেন।

যথা বা—দেখ, শ্রীকৃষ্ণ কংসরাজপুরে গেলে গোকুলরাজ গৃহিণীর মুখমণ্ডল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত ধূম্র অলকে ব্যাপ্ত হইল, বিস্রস্ত শরীরে ভূমিতে কঠোরভাবে লুণ্ঠন করিতে করিতে গাত্রে ব্রণ হইয়াছে ও শরীর ক্ষীণ হইয়াছে! 'হে পুত্র, হে পুত্র' বলিয়া চিৎকারসহকারে তিনি দুই হাতে সজোরে বক্ষে আঘাত করিতেছেন।।৬২-৬৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোষ্ঠমহীমহেন্দ্রস্য নন্দস্য মহিষী কষ্টাৎ ক্লেশাৎ।।৬৩।।

বহূনামপি সদ্ভাবে বিয়োগেঽত্র ত কেচন।
চিন্তা-বিষাদ-নির্বেদ জাড্য-দৈন্যানি চাপলম্।
উন্মাদ-মোহাবিত্যাদ্যা অত্যুদ্রেকং ব্রজন্ত্যমী।।৬৪।।

অনুবাদ। এই বিয়োগে বহু বহু ব্যভিচারিভাবের সদ্ভাব ঘটিলেও এখানে কেবল চিন্তা, বিষাদ, নির্বেদ, জাড্য, দৈন্য, চাপল্য, উন্মাদ ও মোহ প্রভৃতিই বিশেষপ্রকারে উদ্রিক্ত হয়।।৬৪।।

তত্র **চিন্তা** –

মন্দস্পন্দমভূৎ ক্লমৈরলঘুভিঃ সন্দানিতং মানসং
দ্বন্দ্বং লোচনয়োশ্চিরাদবিচল-ব্যাভুগ্নতারং স্থিতম্।
নিশ্বাসৈঃ স্রবদেব পাকময়তে স্তন্যঞ্চ তপ্তৈরিদং
নূনং বল্লবরাজ্ঞি পুত্রবিরহোদ্‌ঘূর্ণাভিরাক্রম্যসে।।৬৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে চিন্তা—গোপেশ্বরি! তোমার স্পন্দন ধীর হইয়াছে, বিপুলক্লমহেতু চিত্তও ব্যাকুলিত, নয়নদ্বয়ের তারা দীর্ঘকালযাবৎ স্থির ও বক্র হইয়া আছে, উষ্ণ নিঃশ্বাসভরে স্তন্যদুগ্ধ পড়িতে না পড়িতেই ফুটিতেছে। মনে হয়, তুমি পুত্রবিরহোত্থ উদ্‌ঘূর্ণায় পড়িয়াছ।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মন্দস্পন্দমিতি শ্রীকৃষ্ণস্য বনগমনে কস্যাশ্চিদ্ বচনম্। সন্দানিতং বদ্ধম্, অবিচলন্তী স্থিরা ব্যাভুগ্না কুটিলা তারা যত্র তথাভুতং লোচনদ্বন্দ্বং স্থিতং, স্রবৎ স্তনং দুগ্ধং তপ্তৈঃ নিশ্বাসৈঃ পাকং প্রাপ্নোতি।।৬৫।।

বিষাদঃ –

বদনকমলং পুত্রস্যাহং নিমীলতি শৈশবে
নবতরুণিমারম্ভোন্মৃষ্টং ন রম্যমলোকয়ম্।
অভিনব-বধূযুক্তঞ্চামুং ন হর্ম্যমবেশয়ং
শিরসি কুলিশং হন্ত ক্ষিপ্তং শ্বফল্কসুতেন মে।।৬৬।।

অনুবাদ। বিষাদ—(শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গৃহস্থ হইয়াছেন জানিয়া ব্রজেশ্বরীর বাক্য—) হায় শৈশবগতে নব তরুণিমার উদ্ভবকালে পুত্রের মার্জিত ও রমণীয় মুখকমল দেখিলাম

না! নববধূসহিত ঐ পুত্রকে রাজ-প্রাসাদেও প্রবেশ করাইতে পারিলাম না! অহো! অক্রূর আমার শিরে বজ্রই ফেলাইয়াছে।।৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শৈশবে নিমীলিত গতে সতি তারুণ্যযুক্তং বদনকমলং অহং নালোকয়ম্, নববধূযুক্তং শ্রীকৃষ্ণং গৃহং নাহং প্রাবেশয়ম্।।৬৬।।

নির্বেদঃ –

ধিগস্তু হতজীবিতং নিরবধিশ্রিয়োঽপ্যদ্য মে
যয়া ন হি হরেঃ শিরঃ স্নুতকুচাগ্রমাঘ্রায়তে।
সদা নবসুধাদুহামপ গবাং পরার্দ্ধঞ্চ ধিক্
স লুঞ্চতি ন চঞ্চলঃ সুরভিগন্ধি যাসাং দধি।।৬৭।।

অনুবাদ। নির্বেদ—অমর্যাদ-সম্পত্তিশালিনী আমার এই হতভাগ্য জীবনকে আজ শত ধিক্, যেহেতু ক্ষরিত স্তন্যধারায় অভিষিক্ত শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আমি আঘ্রাণ করিতে পারিলাম না। সতত নবসুধাদানকারী এই পরার্ধ গোসমূহকেও ধিক্, কেননা ইহাদের সুরভিগন্ধি দধি সেই চপল বালকটি চুরি করিয়া খাইল না।।৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিরবধি সম্পত্তের্মম ধিগস্তু হন্ত জীবিতং যয়া ময়া স্নুতকুচাগ্রং যথা স্যাত্তথা শ্রীকৃষ্ণস্য শিরো নাঘ্রায়তে। যাসাং গবাং সুগন্ধি দধি ন লুঞ্চতি ন চোরয়তি।।৬৭।।

জাড্যম্ –

যঃ পুণ্ডরীকেক্ষণ তিষ্ঠতস্তে গোষ্ঠে করাম্ভোরুহমণ্ডনোঽভূৎ।
তং প্রেক্ষ্য দণ্ডস্তিমিতেন্দ্রিয়াদ্যদ্-দণ্ডাকৃতিস্তে জননী বভূব।।৬৮।।

অনুবাদ। জাড্য—হে কমলনয়ন! তোমার গোষ্ঠে থাকা-কালে যে দণ্ড তোমার করকমলের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল, অদ্য সেই দণ্ড দর্শন করিয়া তোমার মাতাও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া দণ্ডাকৃতি হইয়াছেন।।৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোষ্ঠে তিষ্ঠবস্তব যো দণ্ডঃ করকমলস্য মণ্ডনোঽভূৎ, ত দণ্ডম্।।৬৮।।

দৈন্যম্ –

যাচতে বত বিদাতরুদস্রা ত্বাং রদৈস্তৃণমুদস্য যশোদা।
গোচরে সকৃদপি ক্ষণমদ্য মৎসরং ত্যজ মমানয় বৎসম্।।৬৯।।

অনুবাদ। অয়ি মৎসর বিধাতঃ! দন্তে তৃণধারণ করিয়া তোমার নিকটে যশোদা এই প্রার্থনা করিতেছে যে অদ্য একবারও আমার বৎসকে নয়নগোচর করাও।।৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে মৎসর বিধাতঃ! দন্তৈস্তৃণং ধৃত্বা যশোদা যাচতে।।৬৯।।

চাপলম্ –

কিমিব কুরুতে হর্ম্যে তিষ্ঠন্নয়ং নিরপত্রপো
ব্রজপতিরিতি ব্রূতে মুগ্ধোঽয়মত্র মুদা জনঃ।
অহহ তনয়ং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং পরিহৃত্য তং
কঠিনহৃদয়ো গোষ্ঠে স্বৈরী প্রবিশ্য সুখীয়তি।।৭০।।

অনুবাদ। চাপল্য--(নন্দরাজের প্রতি যশোদা--) অট্টালিকায় থাকিয়া এই নির্লজ্জ পুরুষটি কিবা করিতেছেন? 'ব্রজপতি' বলিয়া ইঁহাকে এই পৃথিবীতে মুগ্ধ লোকসমূহ আনন্দে আহ্বান করে; অহহ! তাহাদের এইরূপ বাক্য যুক্তিযুক্তই বটে, যেহেতু প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া এই কঠিনহৃদয় গোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক যথেচ্ছ (লোকভয়বর্জনেও) সুখভোগ করিতেছেন।।৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কিমিবেত্যতিদুঃখময়ং যশোদাবাক্যম্--অয়ং নির্লজ্জো নন্দঃ কিং কুরুতে? মুগ্ধো বিপক্ষরূপো জনঃ ব্রজপতিরিতি ব্রূতে, যতঃ অহহেত্যাদি স্বৈরী স্বচ্ছন্দঃ সন্।।৭০।।

উন্মাদঃ --

ক্ব মে পুত্রো নীপাঃ কথয়ত কুরুঙ্গাঃ কিমিহ বঃ
স বভ্রামাভ্যর্ণে ভণত তমুদন্তং মধুকরাঃ।
ইতি ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমভরবিদূনা যদুপতে
ভবন্তং পৃচ্ছন্তী দিশি দিশি যশোদা বিচরতি।।৭১।।

অনুবাদ। উন্মাদ--হে গোবিন্দ! তোমার মাতা উন্মাদিনী হইয়াছেন--তিনি কদম্ববৃক্ষসমূহকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন--"আমার পুত্র কোন্ স্থানে গেল? বল ত' কুরঙ্গ গণ! কৃষ্ণ কি তোমাদিগের নিকটে বিচরণ করিয়াছে? ওহে মধুকরবৃন্দ! কৃষ্ণসংবাদ বল ত!" এইরূপে ভ্রমভরে সাতিশয়কাতরা যশোদা দিক্‌বিদিক্ কেবল তোমারই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে নীপাঃ কদম্বাঃ! বো যুষ্মাকমভ্যর্ণে নিকটে স শ্রীকৃষ্ণঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বার্তা হে ভ্রমরাঃ ভণত।।৭১।।

মোহঃ --

কুটুম্বিনি মনস্তটে বিধুরতাং বিধৎসে কথং
প্রসারয়ঃ দৃশং মনাক্ তব সুতঃ পুরো বর্ততে।
ইদং গৃহিণি গৃহং ন কুরু শূন্যমিত্যাকুলং
স শোচতি তব প্রসূং যদুকুলেন্দ্র নন্দঃ পিতা।।৭২।।

অনুবাদ। মোহ--"হে কুটুম্বিনি? তুমি কি জন্য মনে মনে বিহ্বলতা ধারণ করিতেছ, একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, ঐ যে তোমার পুত্র সমীপেই দণ্ডায়মান। হে গৃহিণি!

তুমি আমার গৃহ শূন্য করিও না।"—হে যদুকুলেন্দ্র! তোমার পিতা ব্যাকুল হইয়া তোমার মায়ের নিকটে এইরূপে শোক করিতেছেন।।৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তব পিতা নন্দ প্রসূং যশোদামিতি শোচতি।।৭২।।

অথ **যোগে সিদ্ধিঃ** —

বিলোক্য রঙ্গস্থললব্ধসঙ্গমং বিলোচনাভীষ্টবিলোকনং হরিম্।

স্তন্যৈরসিঞ্চন্নবকঞ্চুকাঞ্চলং দেব্যঃ ক্ষণাদানকদুন্দুভিপ্রিয়াঃ।।৭৩।।

অনুবাদ। অতঃপর যোগে সিদ্ধি—বসুদেবের পত্নীগণ রঙ্গস্থানে সমাগত নয়নাভীষ্ট-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই স্তন্যধারায় নবকুঞ্চলিকার অঞ্চলটি সিক্ত করিতে লাগিলেন।।৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লোচনয়োরভীষ্টং দর্শনং যত্র তং হরিং, কংসবধানন্তরং রঙ্গস্থলে লব্ধসঙ্গমং বসুদেবস্য প্রিয়া দেবকাদ্যাঃ দেব্যঃ।।৭৩।।

তুষ্টির্যথা প্রথমে (১।১১।৩০) —

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।

হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ।।৭৪।।

যথা বা ললিতমাধবে —

নয়নয়োঃ স্তনয়োরপি যুগ্মতঃ পরিপতদ্ভিরসৌ পয়সাঞ্ঝরৈঃ।

অহহ বল্লবরাজগৃহেশ্বরী স্বতনয়ং প্রণয়াদভিষিঞ্চতি।।৭৫।।

অনুবাদ। তুষ্টি, যথা—শ্রীকৃষ্ণ মাতৃবৃন্দকে প্রণাম করিলে তাঁহারা পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন, স্নেহভরে তাঁহাদের স্তন্য ক্ষরিত হইল, আনন্দবিহ্বলচিত্তে তাঁহারা নয়নধারায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। অহহ! গোপরাজমহিষী প্রীতিবশতঃ নেত্রদ্বয় ও স্তন্যদ্বয় হইতে ক্ষরিত অশ্রু ও দুগ্ধধারায় নিজপুত্রকে অভিষিক্ত করিলেন।।৭৪-৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নয়ন-যুগ্মতং স্তন-যুগ্মতশ্চ পিতদ্ভিঃ পয়সাং ঝরৈঃ জল-প্রবাহৈশ্চ।।৭৫।।

স্থিতির্যথা বিদগ্ধমাধবে —

অহহ কমলগন্ধেরত্র সৌন্দর্যবৃন্দে বিনিহিতনয়নেয়ং ত্বন্মুখেন্দোর্মুকুন্দ।

কুচকলসমুখাভ্যামম্বরক্লোপমম্বা তব মুহুরতিহর্ষাদ্বর্ষতি ক্ষীরধারাম্।।৭৬।।

অনুবাদ। যোগে স্থিতি, যথা বিদগ্ধমাধবে—অহহ! হে মুকুন্দ! যশোদা তোমার কমলগন্ধি মুখচন্দ্রের সৌন্দর্যরাশিতে নেত্রনিক্ষেপপূর্বক আনন্দাতিরেকে কুচকলসমুখ হইতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া ক্ষীরধারাই পুনঃ পুনঃ বর্ষণ করিতেছেন।।৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কমলস্যেব গন্ধো যস্য এবম্ভূতস্য তব মুখচন্দ্রস্য সৌন্দর্যবৃন্দে বিনিহিত-নয়না তবাম্ব। যশোদা অম্বরক্লোপং অম্বরমাচ্ছাদয়িত্বা কুচকলসমুখাভ্যাং সকাশাৎ ক্ষীরধারাং মুহুর্বর্ষতি।।৭৬।।

স্বীকুর্বতে রসমিমং নাট্যজ্ঞা অপি কেচন।।৭৭।।

তথাহুঃ –

স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতাস্যেহ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্।।৭৮।।

কিঞ্চ –

অপ্রতীতৌ হরিরতেঃ প্রীতস্য স্যাদপুষ্টতা।
প্রেয়সস্তু তিরোভাবো বৎসলস্যাস্য ন ক্ষতিঃ।।৭৯।।

অনুবাদ। কোন কোন নাট্যজ্ঞ এই বৎসলকে রসরূপে স্বীকার করেন। তদ্বিষয়ে প্রাচীনগণের উক্তি--চমৎকারিতাহেতু বিজ্ঞগণ বৎসলকেও রস বলিয়া জানেন এবং এই রসের স্থায়ী ভাব বৎসলতা, এবং আলম্বন--পুত্র প্রভৃতি। আরও--শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রতির অনির্ণয়ে প্রীতরস অপুষ্টতা থাকে, প্রেয়োরস তিরোহিত হয়, কিন্তু বৎসলের লেশমাত্রও হানি হয় না।।৭৭-৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৎসলরসে স্থায়ী বাৎসল্যরতিঃ, আলম্বনং পুত্রাদি।।৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরিরতেঃ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকরতেঃ অপ্রতীতৌ স্বস্মিন্ অনির্ণয়ে এব দাস্যরতেঃ অপুষ্টতা স্যাৎ, অনির্ণয়ে ত্বপুষ্টতৈব স্যাদিতি সখীনাং তু স্বস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরতেরনির্ণয়ে সখ্যরতেস্তু মূলতঃ এব তিরোধানাং স্যাৎ। মাত্রাদীনাং স্বস্মিন্ পুত্রস্য প্রীতেরপ্রতীতেঽপি বাৎসল্যস্য ন কাপি ক্ষতিঃ।।৭৯।।

এষা রসত্রয়ী প্রোক্তা প্রীতাদিঃ পরমাদ্ভুতা।
তত্র কেষুচিদপ্যস্যাঃ সঙ্কুলত্বমুদীর্যতে।।৮০।।
সঙ্কর্ষণস্য সখ্যন্তু প্রীতিবাৎসল্যসঙ্গতম্।
যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং প্রীত্যা সখ্যেন চান্বিতম্।।৮১।।
আহুকপ্রভৃতীনান্তু প্রীতির্বাৎসল্যমিশ্রিতা।
জরদাভীরিকাদীনাং বাৎসল্যং সখ্যমিশ্রিতম্।।৮২।।
মাদ্রেয়-নারদীনাং সখ্যং প্রীত্যা করম্বিতম্।
রুদ্যতাক্ষ্যোদ্ধবাদীনাং প্রীতিঃ সখ্যেন মিশ্রিতা।।৮৩।।
অনিরুদ্ধাদি-নপ্তৃণামেবং কেচিদ্বভাষিরে।
এবং কেষুচিদন্যেষু বিজ্ঞেয়ং ভাবমিশ্রণম্।।৮৪।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরস-পঞ্চকনিরূপণে বৎসল ভক্তিরসলহরী চতুর্থী।।৪।।

অনুবাদ। পরমাপ্লুত এই ত্রিবিধরস (প্রীত, প্রেয়ঃ এবং বৎসল) বলা হইল, তন্মধ্যে আবার কোন কোন ভক্তে এই ত্রিবিধ রসের মিশ্রণও বলা হইয়াছে। বলরামের সখ্য--প্রীত ও বাৎসল্যমিশ্রিত, যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য--প্রীত ও সখ্যযুক্ত। উগ্রসেনাদির প্রীতি বাৎসল্যসমন্বিতা এবং প্রাচীন গোপীগণের বাৎসল্য সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য প্রীতরসযুক্ত এবং রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাদির প্রীতি সখ্যসমন্বিতা। কেহ কেহ বলেন--অনিরুদ্ধাদি পৌত্রগণেরও এই প্রকার সখ্যযুক্ত দাস্যভাব; অন্যান্য ভক্তবৃন্দের মধ্যেও কোথাও কোথাও এই অনুসারে ভাবমিশ্রণ জানিতে হইবে।।৭৮-৮৪।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চকনিরূপণে
বৎসলভক্তিরসলহরী-নাম্নী চতুর্থলহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেষুচিদ্ ভক্তেষু অস্যাঃ রতেঃ সঙ্কুলত্বং রত্যন্তরেণসহ বর্তমানত্বম্।।৮০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বলদেবস্য সখ্যং মুখ্যম্।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আহুক উগ্রসেনঃ। জরদাভীরিকাণাং মুখরা-প্রভৃতীনাম্।।৮২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নকুল-সহদেব-নারদাদীনাং সখ্যং দাস্যেন করম্বিতং যুক্তম্। তার্ক্ষ্যো গরুড়ঃ। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি-পৌত্রাণাং দাস্যং সখ্যমিশ্রিতম্।।৮৩-৮৪।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে মুখ্যভক্তিরসপঞ্চক নিরূপণে
বৎসলভক্তিরস-লহরী চতুর্থী।



মধুরভক্তিরসাখ্যা পঞ্চমলহরী

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং গীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ।।১।।

অনুবাদ। মধুরভক্তিরসনাম্নী পঞ্চমলহরী। আত্মোচিত বিভাবাদির সমাগমে রতি সকলের হৃদয়ে পুষ্টিতা প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে 'মধুরভক্তিরস' বলা হয়।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সতাং ভক্তবিশেষাণাং ব্রজসুন্দরীণামিত্যর্থঃ।।১।।

নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্দুরূহত্বাদয়ং রসঃ।
রহস্যত্বাচ্চ সংক্ষিপ্য বিততাঙ্গোঽপি লিখ্যতে।।২।।

অনুবাদ। প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের সহিত সমতা দর্শনে ভক্তিরস হইতেও বিরক্ত তাপসাদির ইহাতে প্রয়োজনীয়তা বোধ বা যোগ্যতা না থাকায় এবং দুর্বোধ্য ও রহস্য বলিয়া এই মধুররস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে সুবিস্তৃত হইলেও এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিস্তৃতাঙ্গোঽপ্যয়ং শৃঙ্গাররসঃ সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। তত্র হেতুত্রয়মাত্র--নিবৃত্তেত্যাদি। নিবৃত্তেষু প্রাকৃতরসসাম্যদৃষ্ট্যা শ্রীভাগবতাদপ্যস্মাদ্ বিরক্তেষু অনুপযোগিত্বাৎ অযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ।।২।।

তত্র আলম্বনাঃ —

অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াস্তস্য চ সুভ্রুবঃ।।৩।।

তত্র কৃষ্ণঃ —

অসমামোর্ধ-সৌন্দর্য-লীলা-বৈদগ্ধ্যসম্পদাম্।
আশ্রয়ত্বেন মধুরে হরিরালম্বনো মতঃ।।৪।।

যথা গীতগোবিন্দে —

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিত
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে আলম্বন—এই মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রেয়সীবৃন্দই আলম্বন। তন্মধ্যে কৃষ্ণ—এই মধুর রসে অসমানোর্ধ সৌন্দর্য ও লীলাবৈদগ্ধী প্রভৃতির

আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন বলিয়া খ্যাত। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে—হে সখি! সমস্ত গোপীর সন্তোষসাধনে হর্ষ জন্মাইয়া ইন্দীবরশ্রেণী অপেক্ষাও সুশ্যামল এবং কোমল অঙ্গসমূহদ্বারা তাঁহাদের অনঙ্গোৎসব সম্পাদন করিয়া সেই ব্রজসুন্দরীগণকর্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রত্যঙ্গে সর্বথা আলিঙ্গিত হইয়া সেই মনোহর হরি এই বসন্তমাসে মূর্তিমান্ শৃঙ্গারবৎ খেলা করিতেছেন।।৩-৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুরঞ্জনেন স্বাচরিত লীলাপ্রকটনেন বিশ্বেষামানন্দং জনয়ন্ স্বয়ন্তু ব্রজসুন্দরীভিঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ সন্ ক্রীড়তি, তৎক্রীড়য়া স্বয়মানন্দিতো ভবতীত্যর্থঃ। ইন্দীবর শ্রেণীভ্যোঽপি শ্যামলানি কোমলানি যান্যঙ্গানি তৈঃ তাসামনঙ্গোৎসবমুপনয়ন্ তাসাং প্রেম্ণা মুগ্ধং ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যঃ।।৫।।

অথ **তস্য প্রেয়স্যঃ** —

নব-নব-বরমাধুরী-ধুরীণাঃ প্রণয়তরঙ্গকরম্বিতান্তরঙ্গাঃ।
নিজরমণতয়া হরিং ভজন্তীঃ প্রণমত তাঃ পরমাদ্ভুতাঃ কিশোরী।।৬।।
প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী।।৭।।

অনুবাদ। অতঃপর শ্রীহরির প্রেয়সীগণ—যাঁহারা নবনবায়মান উত্তম মাধুর্যাতিশয় ধারণ করেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তিই প্রণয়তরঙ্গে মিলিত, এবং যাঁহারা নিজরমণরূপে শ্রীহরির ভজন করেন, সেই পরম অদ্ভুত কিশোরীবৃন্দকে প্রণাম করি। শ্রীহরির এই প্রেয়সীবৃন্দ মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্বাধিকা।।৬-৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাধুরীণাং ধুরীণা ভারবাহকাঃ। অন্তরন্তকরণং প্রণয়তরঙ্গৈঃ করম্বিতানি মিশ্রিতানি অন্তরন্তঃকরণস্যাঙ্গানি বৃত্তয়ো যাসাং তাঃ।।৬।।

অস্যা রূপম্ —

মদচকিতচকোরী-চারুতাচোরদৃষ্টির্বদনদমিতরাকারোহিণীকান্তকীর্তিঃ।
অবিকলকলধৌতোদ্ধূতিধৌরেয়কশ্রীর্মধূরিমমধুপাত্রী রাজতে পশ্য রাধা।।৮।।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকার রূপ—যাঁহার নেত্র মদমত্ত চকোরীর চারুতা হরণ করে, শ্রীমুখ রাকাচন্দ্রমার কীর্তি খর্ব করে, অত্যুত্তম সৌন্দর্য বিশুদ্ধ সুবর্ণের কান্তিকেও বিনিন্দা করে, দেখ—সেই মাধুর্যমধুপাত্রী শ্রীরাধিকা শোভা পাইতেছেন।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মদেন চকিতা চঞ্চলা যা চকোরী তস্যাশ্চারুতায়াশ্চৌরী দৃষ্টিঃ যস্যাঃ। বদনেন দমিতা রাকারোহিণীকান্তস্য পূর্ণিমাচন্দ্রস্য কীর্তির্যয়া। অবিকল-কলধৌতস্য অত্যুত্তম-সুবর্ণস্য যা উদ্ধূতীঃ সর্বেভ্যোঽনুত্তমা খ্যাতিস্তস্যা ধৌরেয়কা ভারবাহিকা শোভাসম্পত্তির্যস্যাঃ, মাধুর্যমেব মধু তস্য পানপাত্রী।।৮।।

অস্যা রতিঃ —

নর্মোক্তৌ মম নির্মিতোরুপরমানন্দোৎসবায়ামপি
শ্রোত্রস্যান্ততটীমপি স্ফুটমনাধায় স্থিতোদ্যন্মুখী।

রাধা লাঘবমপ্যনাদরগিরাং ভঙ্গীভিরাতন্বতী
মৈত্রী গৌরবতোঽপ্যসৌ শতগুণাং মৎপ্রীতিমেবাদধে।।৯।।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকার রতি—আমার নর্মবাক্যে শ্রীরাধিকার যে পরমানন্দোৎসব, তিনি উহাতে (বহির্দৃষ্টিতে) যেন কর্ণপাত না করিয়াই (অলক্ষিতরূপে উহাতেই মনোনিবেশপূর্বক) ঊর্ধ্বমুখী হইয়া রহিলেন। পক্ষান্তরে অনাদর-ব্যঞ্জক বাচনভঙ্গীদ্বারা লঘুতা প্রকাশ করিলেও কিন্তু তাহা মৈত্রী-গৌরব হইতেও শতগুণে আমার তুষ্টিই বিধান করিয়াছে।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নির্মিত উরুর্মহান রাধায়াঃ পরমানন্দো যয়া এবম্ভূতয়ামপি মম নর্মোক্তৌ শ্রোত্রস্যান্ততটীমপী স্ফুটমনাধায় স্থিতা রাধা—স্ফুটমিত্যনেনালক্ষিতয়া আধায় স্থিতেতি ব্যঞ্জিতম্। উদ্যন্মুখী উর্ধ্বদৃষ্টিঃ সপ্রণয়গর্বাদিতি ভাবঃ। অনাদরগিরাং ভঙ্গীতিঃ তাদৃশনর্মোক্তৌ লাঘবমপি আতন্বতী, তথাপ্যন্যভক্তকৃতমৈত্রীগৌরবাভ্যাং সকাশান্মৎ-প্রীতিং শতগুণামসৌ রাধা আদধে।।৯।।

তত্র **কৃষ্ণরতি** র্যথা শ্রীগীতগোবিন্দে —

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।।১০।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণরতি, যথা শ্রীগীতগোবিন্দে—লীলাসমূহের মধ্যে সারভূত সর্বোত্তম রাসোৎসবের বাসনাদ্বারা বদ্ধ প্রেমময় শৃঙ্খলতা-স্বরূপে শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণও অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কংসারিঃ কংসস্য অরিঃ, অরিভাবেন সংসারনাশকোঽপি স্বয়ং সংসার-বাসনয়া বদ্ধ ইতি বিরোধাভাসঃ। বস্তুতস্তু স্বস্য সম্যক্ সারময়-বাসনয়া বদ্ধা প্রেমময়শৃঙ্খলা যস্যাস্তাং রাধাং হৃদয়ে আধায়।।১০।।

অথ **উদ্দীপনাঃ** —

উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা মুরলীনিস্বনাদয়ঃ।।১১।।

যথা পদ্যাবল্যাম্ —

গুরুজনগঞ্জনমযশো গৃহপতিচরিতঞ্চ দারুণং কিমপি
বিস্মারয়তি সমস্তং শিব শিব মুরলী মুরারাতেঃ।।১২।।

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দীপন—মুরলীধ্বনি প্রভৃতি এই মধুররসে 'উদ্দীপন'। যথা পদ্যাবলীতে—আহা, গুরুজনের গঞ্জনা, অপযশ এবং গৃহস্বামীর অনির্বচনীয় দারুণ ব্যবহার প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীশব্দ বিস্মরণ করাইতেছে।।১১-১২।।

অথ **অনুভাবাঃ** —

অনুভাবাস্তু কথিতা দৃগন্তেক্ষা-স্মিতাদয়ঃ।।১৩।।

যথা ললিতমাধবে —

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গিতদ্যুমণিজাসম্ভেদবেণী-কৃতে
রাধায়াঃ স্মিতচন্দ্রিকাসুরধূনীপুরে নিপীয়ামৃতম্।
অন্তস্তোষতুষারসংপ্লবলবব্যালীঢ়তাপোদ্গমাঃ
ক্রান্ত্বা সপ্ত জগন্তি সম্প্রতি বয়ং সর্বোর্ধমধ্যাস্মহে।।১৪।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাব—কটাক্ষদৃষ্টি ও মৃদুমন্দ হাস্য প্রভৃতিকে 'অনুভাব' বলা হয়। যথা ললিতমাধবে—শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গভঙ্গীরূপ যমুনার সঙ্গমে ত্রিবেণীতে শ্রীরাধিকার মৃদুমন্দ হাস্যচন্দ্রিকারূপে গঙ্গার প্রবাহে জল পান করিয়াছি, প্রীতিরূপ শীতলজলে স্নানলেশেই আমাদের অন্তঃকরণের সমস্ত তাপ চিরবিলীন হইয়াছে, সম্প্রতি আমরা সপ্তজগৎ অতিক্রম করিয়া যেন সর্বোর্ধ্বধামে রহিয়াছি।।১৩-১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাধায়াঃ স্মিতচন্দ্রিকা-রূপা সুরধুনী গঙ্গা তস্যাঃ পূরে প্রবাহে-কথম্ভূতে? শ্রীকৃষ্ণস্য অপাঙ্গ এব তরঙ্গিত-দ্যুমণিকা তরঙ্গবিশিষ্টা যমুনা তস্যাঃ সম্ভেদেন মিলনেন ত্রিবেণীকৃতে তস্মিন্ অমৃতং জলং নিপীয় সপ্ত জগন্তি ক্রান্ত্বা সপ্তজগদতিক্রমণং কৃত্ব সর্বোর্ধ্বং বৈকুণ্ঠম্ অধ্যাস্মহে, বয়ং কথম্ভূতাঃ? অপাঙ্গরূপযমুনা-স্মিতরূপগঙ্গয়োর্মিলনমাধুর্যং দৃষ্ট্বা অন্তঃকরণে যন্তোষ তুষারঃ আনন্দরূপ-শীতলজলং তস্মিন্ সংপ্লব-লবেন স্নানলেশেন ব্যালীঢ়া নষ্টা নানবিধাঃ তাপোদ্গমা যাসাং তথাভূতাঃ।।১৪।।

অথ সাত্ত্বিকাঃ, যথা পদ্যাবল্যাম্ –

কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতাস্রে বাচঃ সগদ্গদপদাঃ সখি! কম্পি বক্ষঃ।
জ্ঞাতং মুকুন্দমুরলীরবমাধুরী তে চেতঃ শুধাংশুবদনে তরলীকরোতি।।১৫।।

অনুবাদ। অতঃপর সাত্ত্বিক, যথা পদ্যাবলীতে—হে সখি চন্দ্রাননে! তোমার শরীর পুলকিত, নেত্রে অশ্রু, কথায় গদ্গদতা, বক্ষে কম্প দেখিয়া বুঝিতেছি যে মুকুন্দ-মুরলীধ্বনির মাধুরী তোমার চিত্তকে অস্থির করিয়াছে।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে চন্দ্রবদনে! তব চেতঃ মুরলী-মাধুরী তরলীকরোতীতি ময়া জ্ঞাতম্। তত্র হেতুঃ বপু পুলকিতমিত্যাদি।।১৫।।

অথ **ব্যভিচারিণঃ** --

আলস্যৌগ্র্যে বিনা সর্বে বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।।১৬।।

তত্র **নির্বেদো**, যথা পদ্যাবল্যাম্ --

মা মুঞ্চ পঞ্চশর পঞ্চশরীং শরীরে মা সিঞ্চ সান্দ্র-মকরন্দরসেন বায়ো।
অঙ্গানি তৎপ্রণয়ভঙ্গ-বিগর্হিতানি নালম্বিতুং কথমপি ক্ষমতেঽদ্য জীবঃ।।১৭।।

অনুবাদ। অতঃপর ব্যভিচারী—(সম্ভোগান্তে যে অলসতা ও প্রিয়সঙ্গভঙ্গহেতু যে উগ্রতা—) তাহা ব্যতীত অন্যপ্রকার। আলস্য ও ঔগ্রভিন্ন যাবতীয় ব্যভিচারী ভাবই মধুররসে জানিতে হইবে। তন্মধ্যে নির্বেদ, যথা পদ্যাবলীতে—হে কন্দর্প! তুমি এ দেহে

পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিও না, হে পবন! তুমিও নিবিড় কুসমরসে এ দেহকে সিঞ্চিত করিও না; যেহেতু—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গনিবন্ধন নিন্দিত এই অঙ্গসমূহ কি আর কোন জীব পালন করিতে পারে? ১৬-১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সম্ভোগান্তে যৎ আলস্যং, প্রিয়সঙ্গভঙ্গে যা উগ্রতা—তদতিরিক্তে আলস্যৌগ্র্যে বিনা।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মানভঙ্গানন্তরং কলহান্তরিতা কাচিদাহ—হে পঞ্চশর কন্দর্প! হে বায়ো! ত্বয়া আনীতেন পুষ্পবাটিকাস্থ-মকরন্দরসসম্বন্ধিশৈত্যে সৌগন্ধ্যেন মা সিঞ্চ। অয়ং মল্লক্ষণো জীবঃ অঙ্গানি আলম্বিতুং ধর্তুং কথমপি ন ক্ষমতে, যতস্তস্য প্রণয়ভঙ্গেত্যাদি।।১৭।।

হর্ষো, যথা দানকেলিকৌমুদ্যাম্ —

কুবলয়যুবতীনাং লেহয়ন্নক্ষিভৃঙ্গান্ কুবলয়-দললক্ষ্মী-লঙ্গিমাঃ স্বাঙ্গভাসঃ।
মদকল-কলভেন্দ্রেল্লঙ্ঘি-লীলা-তরঙ্গঃ কবলয়তি ধৃতিং মোক্ষ্মাধরারণ্যধূর্তঃ।।১৮।।

অনুবাদ। হর্ষ, যথা দানকেলিকৌমুদীতে—গিরিবনবিহারী এই ধূর্ত পৃথিবীর যত যুবতিগণকে লোচনভৃঙ্গদ্বারা ইন্দীবরদলের শোভামাধুর্যশালী নিজ অঙ্গকান্তি আস্বাদন করাইয়া মদমত্ত করিশাবকের নিন্দাকারী-লীলাতরঙ্গ আবিষ্কারপূর্বক আমার সহিষ্ণুতাকেও যে গ্রাস করিল।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্ষ্মাধরো গোবর্ধনস্তস্যারণ্যস্থঃ ধূর্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মম ধৃতিং কবলয়তি গ্রসতি। কথম্ভূতঃ? কুবলয়ং ভূমণ্ডলং তত্রস্থানাং যুবতীনাম্ অভিরূপ-ভৃঙ্গান্ স্বাঙ্গভাসঃ স্বীয়াঙ্গকান্তীঃ লেহয়ন্ আস্বাদয়ন্ আস্বাদনার্থলিহের্ভোজনাত্মক-প্রত্যবসানার্থত্বং, তেন চ 'গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থেত্যাদিনা' (পাণিনিঃ—১।৪।৫২) প্রযোজ্য কর্তৃণামক্ষি-ভৃঙ্গাণাং কর্মত্বমিতি। কথম্ভূতা? কুবলয় দলস্য নীলোৎপলদলস্য যা লক্ষ্মীঃ শোভা তত্তুল্যা লঙ্গিমা মনোহরত যাসাং তথাভূতাঃ। ভৃঙ্গ রূপকেণ সাঙ্গ ভাসাঃ মধুরূপকত্বং ধ্বন্যতে, ততশ্চ যস্মান্মধ্বেবেদং তস্মাদাস্বাদয়তেতি প্রোৎসাহময়ী প্রয়োজনা গম্যতে।।১৮।।

অথ **স্থায়ী** —

স্থায়ী ভাবো ভবত্যত্র পূর্বোক্তা মধুরা রতিঃ।।১৯।।

যথা পদ্যাবল্যাম্ —

ভ্রূবল্লি-তাণ্ডবকলা-মধুরাননশ্রীঃ কঙ্কেল্লিকোরক-করম্বিত-কর্ণপূরঃ।
কোঽয়ং নবীন-নিকষোপলতুল্যবেষো বংশীরবেণ সখি মামবশীকরোতি? ২০।।

অনুবাদ। অতঃপর স্থায়ী—পূর্বোক্তা মধুরা রতিই এই রসের স্থায়ী ভাব হইয়া থাকে। যথা পদ্যাবলীতে—হে সখি! ভ্রূলতার নৃত্যকলা-প্রকটনে যাঁহার মুখসৌন্দর্য সমধিক মধুর হইয়াছে, যাঁহার কর্ণরন্ধ্র অশোক কলিকায় সুসজ্জিত, যিনি পীতবসন পরিধান করিয়াছেন এবং আমাকে বংশীধ্বনিতে পরাধীন করিয়াছেন, সেই তিনি কে? ১৯-২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বল্লীশব্দস্য হ্রস্বান্তত্ব নবনাগবল্লিদলপূগরস' ইতি মাঘকাব্যদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্। নবীননিকষেতি পীতাম্বরত্বেন নিকষোপল তুল্যবেশ ইত্যর্থঃ মধ্যপদ-লোপিত্বাৎ। অবশা অস্বতন্ত্রা তাদৃশীকরোতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদাদিব্যঞ্জিতৈর্তাবৈস্তদ্বিরোধিচেষ্টাময়ৈঃ, কঙ্কেল্লিরশোকঃ।।২০।।

রাধামাধবয়োরেব ক্বাপি ভাবৈঃ কদাপ্যসৌ।
সজাতীয় বিজাতীয়ৈর্নৈব বিচ্ছিদ্যতে রতিঃ।।২১।।

যথা –

ইতো দূরে রাজ্ঞী স্ফুরতি পরিতো মিত্রপটলী
দৃশোরগ্রে চন্দ্রাবলিরুপরি শৈলস্য দনুজঃ।
অসব্যে রাধায়াং কুসুমিতলতা সংবৃততনৌ-
দৃগন্তশ্রীর্লোলা তড়িদিব মুকুন্দস্য বলতে।।২২।।

অনুবাদ। একমাত্র শ্রীরাধামাধবেরই রতি সজাতীয় বা বিজাতীয় ভাবের সমাবেশেও কোনও স্থানে কখন বিচ্ছিন্ন ঘটে না অর্থাৎ স্বকার্যসাধনে বিরত হয় না। যথা—কিছুদূরে ব্রজেশ্বরী, চারিদিকে বয়স্যগণ, নয়নসমীপে চন্দ্রাবলী এবং ব্রজদ্বারস্থ মঞ্চরূপে সঞ্চিত শিলারাশির উপরিভাগে অরিষ্টাসুর স্ফুরিত হইতেছে। তৎসত্ত্বেও দক্ষিণদিকে পুষ্পিত লতাসমূহে আচ্ছন্নদেহা শ্রীরাধিকার প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চলকটাক্ষশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ পতিত হইতেছে।।২১-২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাধামাধবয়োরেব, ন তু প্রেয়স্যন্তরমাধবয়োঃ রতিঃ সব্যাজ-পরস্পরদর্শনাদিময়ী নৈব বিচ্ছেদ্যতে নাবৃতা স্যাৎ। কৈঃ সজাতীয়ৈস্তৎপ্রেয়স্যন্তরব্যঞ্জিতৈঃ বিজাতীয়ৈস্তদ্বৎসলতাদি-ব্যঞ্জিতৈঃ ভাবৈঃ তদ্বিরোধিসমীহাময়ৈঃ।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাজ্ঞী ব্রজরাজ্ঞী অদূরে নিকটে, দনুজোঽরিষ্টাসুরঃ, শৈলস্য শিলাসমূহস্য ব্রজর্দ্বার্যাস্থানীয়তয়া চিত্তস্য, অসব্যে বামে রাধায়াং দৃগন্তশ্রীর্বলতে।।২২।।

ঘোরা খণ্ডিতশঙ্খচূড়মজিরং রুন্ধে শিবা তামসী
ব্রহ্মিষ্ঠশ্বসনঃ শমস্তুতি-কথা প্রালেয়মাসিঞ্চতি।
অগ্রে রামঃ সুধারুচির্বিজয়তে কৃষ্ণপ্রমোদোচিতং
রাধায়াস্তদপি প্রফুল্লমভজন্ ম্লানিং ন ভাবাম্বুজম।।২৩।।

অনুবাদ। একদিকে প্রাঙ্গণস্থ শঙ্খচূড়-যক্ষকে দারুণ তমোগুণময়ী শৃগালজাতি বেষ্টন করিতেছে, অপরদিকে বায়ুতুল্য ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিবৃন্দ শমতাসম্পন্ন স্তুতিকথারূপ হিম সেচন করিতেছেন, অথচ সমীপে শ্রীবলদেবরূপ চন্দ্রেরও উদয় হইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদোচিত শ্রীরাধিকার ভাবকমল ম্লান না হইয়া প্রফুল্লই থাকিল।।২৩।।

তথ্য। এখানে ক্রমশঃ মধুরভাব-বিরোধী ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও বৎসল রস বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরাধার ভাবের হানি হয় না। প্রাকৃত জগতের কমলবিরোধী রজনী,

প্রালেয় অর্থাৎ হিম এবং চন্দ্রের বিদ্যমানতায় কমল প্রস্ফুটিত হয়ই না, অধিকন্তু ম্লানই হয়, কিন্তু শ্রীরাধিকার ভাবপদ্ম বিকশিতই থাকিল।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। খণ্ডিতঃ শঙ্খচূড়স্তদাখ্যো যক্ষো যত্র তাদৃশমজিরং ক্রীড়াঙ্গনং, তামসী তমোগুণময়ী ঘোরা ভয়ঙ্করা শিবা শৃগালজাতিঃ, রুন্ধে আবৃণোতি' অম্বুজ পক্ষে—অশিবা অমঙ্গলা তামসী রাত্রিঃ। ব্রাহ্মষ্ঠো ব্রহ্মনিষ্ঠো ব্রাহ্মণাদিঃ স এব শ্বসনঃ পবনঃ শমঃ শান্তিস্তদ্‌বোধকস্তুতিকথা এব প্রালেয়ং হিমসমূহম্ অগ্রে রাম এব সুধারুচিশ্চন্দ্রঃ, তথাপি কৃষ্ণস্যাভিপ্রেত ভাব-কমলং ম্লানিং নাভজৎ। ক্রমেণ তদ্ভাববিরোধিনো ভয়ানক শান্ত-বৎসলা দর্শিতাঃ, অম্বুজবিরোধিনশ্চ রাত্রি প্রালেয় সুধা রুচয়ঃ, তস্মাদ্ যথান্যদম্বুজৎ তত্তৎসম্বন্ধেন ম্লানিং প্রাপ্নোতি, তথা তদ্ভাবাম্বুজং নেতি বিশেষোক্তিনামালঙ্কারঃ।।২৩।।

স বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগভেদেন দ্বিবিধো মতঃ।।২৪।।

অনুবাদ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে মধুরভক্তিরস দুই প্রকার।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স প্রথমোক্ত মধুরাখ্যভক্তিরসঃ।।২৪।।

তত্র **বিপ্রলম্ভঃ** –

স পূর্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা।
বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে।।২৫।।

তত্র **পূর্বরাগঃ** –

প্রাগসঙ্গতয়োর্ভাবঃ পূর্বরাগো ভবেদ্দ্বয়োঃ।।২৬।।

যথা পদ্যাবল্যাম্ –

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টো যো নবজলধর-শ্যামলতনুঃ।
স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিংবাঽকুরুত ন হি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন লগতে।।২৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ। পণ্ডিতগণ বলেন—পূর্বরাগ, মান, প্রবাসাদিভেদে বিপ্রলম্ভ বহু প্রকার। তন্মধ্যে পূর্বরাগ—কান্ত ও কান্তার মিলনের পূর্বে পরস্পরের যে যে ভাব, উহাকে 'পূর্বরাগ' বলা হয়। যথা পদ্যাবলীতে—হে সখি! আমি যমুনাতীরে যাইতে যাইতে সহসা পথে জনৈক নবজলধর শ্যামলশরীর পুরুষকে দেখিয়াছি, যিনি নেত্রভঙ্গী করিয়া কি যেন করিলেন, তাহা ত' আমি বুঝি নাই, অথচ সেই অবধি আমার মন অতি চঞ্চল হইয়া কোনও গৃহকার্যে ব্যাপৃত হইতেছে না।।২৫-২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যমুনা-সম্বন্ধিতটং ব্রজন্ত্যা ময়া অকস্মাদেকস্মিন্ পথি বলন্ স নবজলধর-শ্যামলতনুর্দৃষ্টঃ।।২৭।।

যথা বা শ্রীদশমে (১০।৫৩।২) –

যথা বিনিদ্রা মচ্চিত্তা রুক্মিণী কমলেক্ষণা।

তথামহপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।

বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ।।২৮।।

অনুবাদ। যথা বা শ্রীদশমস্কন্ধে—(হে ব্রাহ্মণবর!) আমার চিত্তও পদ্মনয়না রুক্মিণীতে অর্পিত হওয়ায় রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না। আমি জানি যে আমার প্রতি রুক্মী দ্বেষী হওয়ায় বিবাহ নিবারিত হইয়াছে।।২৮।।

অথ **মানঃ** —

মানঃ প্রসিদ্ধ এবাত্র।।২৯।।

যথা শ্রীগীতগোবিন্দে —

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ

বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।

ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-

মুখর-শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্।।৩০।।

অনুবাদ। অতঃপর মান—এই রসে মান প্রসিদ্ধই। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে—বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণরূপে সমস্ত গোপীর সহিত বিহার করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরাধা স্বীয় উৎকর্ষ-লঘুতায় ঈর্ষ্যাহেতু অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং শব্দায়মান-মধুকরবৃন্দ-মুখরিত-শিখরযুক্ত কোনও লতাকুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়া দুঃখিতমনে নির্জনে নিজ সখীকে বলিলেন।।২৯-৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীরাধান্যগোপীভিঃ সহ সাধারণ প্রণয়ে হরৌ বৃন্দাবনে রাসলীলায়াং বিহরতি সতি সাধারণ প্রণয়ত্বেন বিগলিতো যো নিজোৎকর্ষঃ তস্মাৎ জাতা যা ঈর্ষ্যা তদ্বশেন অন্যত্র ক্বচিল্লতাকুঞ্জে গতা, পুনস্তত্রৈব লীনা সতী একান্তে সখীমুবাচ। লতাকুঞ্জে কীদৃশে? গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলীভির্মুখরঃ শব্দায়মানঃ শিখরোঽগ্রভাগো যস্য তথাভূতে।।৩০।।

অথ **প্রবাসঃ** —

প্রবাসঃ সঙ্গবিচ্যুতিঃ।।৩১।।

অনুবাদ। অথ প্রবাস—সঙ্গবিচ্যুতিকে প্রবাস বলা হয়।।৩১।।

যথা পদ্যাবল্যাম্ —

হস্তোদরে বিনিহিতৈক-কপোলপালেরশ্রান্তলোচনজলস্নপিতাননায়াঃ।

প্রস্থানমঙ্গলদিনাবধিমাধবস্য নিদ্রালবোঽপি কুত এব সরোরুহাক্ষ্যাঃ?।।৩২।।

অনুবাদ। যথা পদ্যাবলীতে—শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় মঙ্গলযাত্রা-বাসর হইতে কমল-লোচনা শ্রীরাধিকা হস্তমধ্যে একটী কপোল স্থাপন করিয়া অবিশ্রান্ত-অশ্রুধারায় বদন-

মণ্ডল স্নপিত করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার কি আর নিদ্রালেশও থাকিতে পারে।।৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সন্ততলোচনজলেন স্নপিতমাননং যস্যাঃ।।৩২।।

যথা প্রহ্লাদসংহিতায়ামুদ্ধববাক্যম্ —

ভগবানপি গোবিন্দঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ন ভুঙ্‌ক্তে ন স্বপিতি চ চিন্তয়ন্ বো হ্যহর্নিশম্।।৩৩।।

অনুবাদ। যথা, উদ্ধব-সংহিতায় প্রহ্লাদ-বাক্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কামশরে পীড়িত হইয়া দিবারাত্রি তোমাদের চিন্তা করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন না, শয়নও করিতেছেন না।।৩৩।।

অথ **সম্ভোগঃ —**

দ্বয়োর্মিলিতয়োর্ভোগঃ সম্ভোগ ইতি কীর্ত্যতে।।৩৪।।

অনুবাদ। অনন্তর সম্ভোগ—(কান্ত ও কান্তা) উভয়ের মিলনে যে ভোগ হয়, তাহা সম্ভোগ-নামে কীর্তিত।।৩৪।।

যথা পদ্যাবল্যাম্ —

পরমানুরাগপরয়াথ রাধয়া পরিরম্ভ-কৌশল-বিকাশি-ভাবয়া।
স তয়া সহ স্মর-সভাজনোৎসবং নিরবাহয়চ্ছিখিশগুশেখরঃ।।৩৫।।

অনুবাদ। যথা, পদ্যাবলীতে—পরমানুরাগাবধি এবং আলিঙ্গন ও কৌশল-বিকাশ-ভাব-প্রাপ্তা শ্রীরাধার সহিত শিখি-শিখণ্ডি-শোভিত-শির শ্রীকৃষ্ণ স্মরপূজোৎসব নির্বাহ করিলেন।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তয়া রাধয়া সহ কন্দর্পস্য সভা জনং সৎকারঃ সম্মাননীয়ত্বেন স্বীকার ইতি যাবৎ তজ্জন্মোৎসবং নিরবাহয়ৎ।।৩৫।।

শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যর্হশাস্ত্রদর্শিতয়া দৃশা।
ইয়মাবিষ্কৃতা মুখ্যপঞ্চভক্তিরসী ময়া।।৩৬।।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পূজ্যশাস্ত্রদর্শিত-দর্শনে আমাকর্তৃক এই পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস আবিষ্কৃত হইল।।৩৬।।

গোপাল-রূপ-শোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা পশ্চিম-ভাগে রসাম্বুনিধেঃ।।৩৭।।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মধুরাখ্যভক্তিরস-লহরী পঞ্চমী।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ মুখ্যভক্তিরসনিরূপকঃ পশ্চিমবিভাগঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। শ্রীগোপালরূপশোভা ধারণ করিয়াও যিনি রঘুনাথভাব-বিস্তারী (কাম্যবনে সেতুবন্ধনাদি-লীলাকারী — রঘুনাথাদির অবতারী) সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পশ্চিম-বিভাগে তুষ্টিলাভ করুন।।৩৭।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পশ্চিম-বিভাগে
মধুরাখ্য-ভক্তিরসনাম্নী পঞ্চম-লহরী।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চক নিরূপক পশ্চিম বিভাগ সমাপ্ত।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সনাতনো নিত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণ, পক্ষে সনাতননামা আত্মা আত্মীয়ো দেহো যস্য সঃ।।৩৭।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চকনিরূপণে
মধুরাখ্যভক্তিরসলহরী পঞ্চমী।।৫।।



গৌণভক্তিরসনিরূপকঃ

উত্তর-বিভাগঃ

হাস্যভক্তিরসাখ্যা প্রথমলহরী—

ভক্তিভরেণ প্রীতিং কলয়ন্নুররীকৃত-ব্রজাসঙ্গঃ।
তনুতাং সনাতনাত্মা ভগবান্ময়ি সর্বদা তুষ্টিম্।।১।।

অনুবাদ। গৌরভক্তিরস-নিরূপক উত্তরবিভাগ। হাস্য ভক্তিরস নাম্নী প্রথমলহরী। যিনি ভক্তনিষ্ঠ-ভক্ত্যতিরেকদ্বারা প্রীতিসহকারে ব্রজে নিত্য অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন, সেই নিত্যমূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সতত সন্তোষবিধান করুন। পক্ষান্তরে—যিনি ভক্তির আতিশয্যে প্রীতিভরে ব্রজবাসের আসক্তি (অনুরাগ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সনাতন নামক-পূজনীয় অগ্রজ আমার প্রতি সতত প্রীত থাকুন।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সনাতনো নিত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তনিষ্ঠ-ভক্ত্যতিশয়েন প্রীতিং কুর্বন্, পক্ষে সনাতন-নামা আত্মা আত্মীয়ো দেহো যস্য সঃ ভক্তিভরেণ প্রীতিং কুর্বন।।১।।

রসামৃতার্দ্ধেভাগেঽত্র তুরীয়ে তূত্তরাভিধে।
রসঃ সপ্তবিধো গৌণো মৈত্রী-বৈরস্থিতিমিথঃ।।২।।
রসাভাসাশ্চ তেনাত্র লহর্যো নব কীর্তিতাঃ।
প্রাগত্রানিয়তাধারাঃ কদাচিৎ ক্বাপ্যুদিত্বরাঃ।।৩।।
গৌণা ভক্তিরসাঃ সপ্ত লেখ্যা হাস্যাদয়ঃ ক্রমাৎ।।৪।।

অনুবাদ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর-নামক এই চতুর্থবিভাগে সাত প্রকার গৌণ ভক্তিরস, পরস্পরের মৈত্রীবৈরস্থিতি ও রসাভাস বর্ণন করা হইবে, তাহাতে ইহাতে নয়টি লহরী বিদ্যমান থাকিবে। পূর্বে দাস্যাদি মুখ্যভক্তিরস যেমন দাসাদি ভক্তেই নিত্য উদয়প্রাপ্ত হয়, হাসাদি সাতটি গৌণভক্তিরস কিন্তু সেইরূপ নহে, কিন্তু কদাচিৎ কোনও ভক্তে উদিত হয়। এই হাস্যাদি সপ্ত গৌণভক্তিরস ক্রমশঃ লেখা যাইতেছে।।২-৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রাক্ পূর্বম্ অনিয়তাধারাঃ যথা দাস্যাদয়ো মুখ্যরসাঃ পূর্বং দাসাদিষু নিয়তাধারা এব তেষু উদয়ং প্রাপ্নুবন্তি তথা হাসাদয়ো ন; কিন্তু কদাচিৎ ক্বাপি ভক্তে উদিত্বরা উদয়শীলাঃ, সপ্ত অত্র লহর্যাং ক্রমাল্লেখ্যাঃ।।৩-৪।।

ভক্তানাং পঞ্চধোক্তানামেষাং মধ্যত এব হি।
ক্বাপ্যেকঃ ক্বাপ্যনেকশ্চ গৌণেষ্বালম্বনো মতঃ।।৫।।

অনুবাদ। শান্তাদি পাঁচ প্রকার ভক্তমধ্যেই গৌণরসে হাস্যাদিরসের কোনও দাস আলম্বন হয়, কোনও স্থানে বা করুণাদি গৌণরসে শান্তদাসাদি বহু ভক্তই আলম্বন হয়।।৫।।

তথ্য। শান্তদাস্যাদি পাঁচ প্রকার ভক্ত ব্যতীত হাস্যাদি গৌণরস সম্ভবপর হয় না, সুতরাং দাস্যাদির ন্যায় হাস্যাদি গৌণরসযুক্ত ভক্তবৃন্দেরও ভিন্ন সংজ্ঞা উচিত নহে।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ননু যথায়ং শান্তভক্তোঽয়ং দাস্যভক্ত ইতি পৃথগ্ ব্যবহারস্তথায়ং হাস্যভক্ত ইতি পৃথক্ সংজ্ঞা কথং ন স্যাদিত্যত আহ—ভক্তানামিতি। শান্তাদিপঞ্চবিধানাং ভক্তানাং মধ্যে এব সপ্তসু গৌণরসেষু মধ্যে ক্বাপি হাস্যাদিরসে একো দাস আলম্বনং ক্বাপি করুণাদি গৌণরসে শান্তদাসাদ্যনৈক আলম্বনম্ অতঃ ন তু শান্ত-দাস্যাদি-পঞ্চবিধভক্তভিন্নে হাস্যাদয়ো গৌণরসা ভবন্তি; অতো দাস্যাদিবদ্ধাস্যাদি-গৌণরস-বিশিষ্টানাং স্বতন্ত্রসংজ্ঞা নোচিতেতি ভাবঃ।।৫।।

তত্র **হাস্যভক্তিরসঃ** —

> **বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা।**
> **হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে।।৬।।**
> **অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণস্তথান্যোঽপি তদন্বয়ী।**
> **বৃদ্ধাঃ শিশুমুখাঃ প্রায়ঃ প্রোক্তা ধীরৈস্তদাশ্রয়াঃ**
> **বিভাবনাদি-বৈশিষ্ট্যাৎ প্রবরাশ্চ ক্বচিন্মতাঃ।।৭।।**

অনুবাদ। তন্মধ্যে হাস্যভক্তিরস—বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাস্যরস পুষ্ট হইলে, সেই রস পণ্ডিতগণকর্তৃক 'হাস্যভক্তিরস'-নামে অভিহিত হয়। পরার্থা রতির বিষয়হেতু ও তদ্দ্বারা ব্যক্তীকৃত হাসের হেতু শ্রীকৃষ্ণ এই রসের আলম্বন এবং ঐ কৃষ্ণের অনুগতভাবে চেষ্টাশীল ব্যক্তি ঐ রতির আশ্রয়রূপেও ঐ হাসের হেতুরূপে আলম্বন হন। পণ্ডিতগণ বৃদ্ধ ও শিশুপ্রমুখ জনগণকেই প্রায় হাস্যরতির আশ্রয় বলিয়া থাকেন। বিভাবানাদির বৈশিষ্ট্য হইলে সময়বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও হাসরতির আশ্রয় হন।।৬-৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদন্বয়ী তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানুগতচেষ্টাদিশ্চ তদ্রতেরাশ্রয়ত্বেন তাদৃশকালে হেতুত্বেন চালম্বনঃ। তদাশ্রয়াঃ তস্যা রতেরাশ্রয়াঃ আলম্বনাঃ।।৭।।

তত্র **কৃষ্ণো**, যথা —

> **যাস্যাম্যস্য ন ভীষণস্য সবিধং জীর্ণস্য শীর্ণাকৃতে-**
> **র্মাতর্নেষ্যতি মাং পিধায় কপটাদাধারিকায়ামসৌ।**
> **ইত্যুক্ত্বা চকিতাক্ষমদ্ভুতশিশাবুদ্বীক্ষ্যমাণে হরৌ**
> **হাস্যং তস্য নিরুদ্ধতোঽপ্যতিতরাং ব্যক্তং তদাসীন্মুনেঃ।।৮।।**

অনুবাদ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন, যথা—(মা যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "মা! আমি এই জীর্ণ শীর্ণ ভয়ঙ্কর ব্যক্তিটির নিকটে যাইব না, উনি আমাকে ছলনা করিয়া ঐ ঝোলায় পুরিয়া নিজস্থানে লইয়া যাইবেন।" এই বলিয়া অদ্ভুত শিশু কৃষ্ণ চঞ্চলনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে নারদ মুনি হাস্য-সংবরণের চেষ্টা করিলেও কিন্তু তাহা অতিমাত্রায় প্রকাশ হইয়া গেল।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জটিল-সন্ন্যাসিনাং বস্ত্রনির্মিত ভিক্ষাপাত্রমাধারিকা,তস্যাং মাং নিহ্নুত্য স্বস্থানং নেষ্যতি, মুনের্নারদস্য।।৮।।

অথ **তদন্বয়ী** –

যচ্চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া প্রোক্তঃ সোঽত্র তদন্বয়ী।।৯।।

যথা –

দদামি দধি-ফাণিতং বিবৃণু বক্ত্রমিত্যগ্রতো
নিশম্য জরতীগিরং বিবৃতকোমলৌষ্ঠে স্থিতে।
তয়া কুসুমমর্পিতং নবমবেত্য ভুগ্নাননে
হরৌ জহসুরুদ্ধুরং কিমপি সুষ্ঠু গোষ্ঠার্ভকাঃ।।১০।।

অনুবাদ। অতঃপর তদন্বয়ী আলম্বন যাঁহার চেষ্টাসমূহ কৃষ্ণবিষয়ক হয়, তাহাকে 'তদন্বয়ী' বলা হইয়া থাকে। যথা—'হে কৃষ্ণ! তোমাকে দধিযুক্ত ফাণিত দিতেছি, মুখবিস্তার কর দেখি'—অগ্রস্থা বৃদ্ধার এই বাক্যশ্রবণে কৃষ্ণ কোমল ওষ্ঠ বিস্তার করিয়া অবস্থিত হইলে বৃদ্ধা তাঁহার বদনে একটি নবীন পুষ্প নিঃক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তিক্তরসাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ মুখ বিকৃত করায় ব্রজবালকবৃন্দ মনোহর উচ্চহাস্য করিতেছিলেন।।৯-১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ফাণিতং খণ্ডবিকৃতিঃ দধিমিশ্রিতং ফাণিতং দধিফাণিতম্। বিবৃতো বিস্তৃতীকৃতঃ কোমলৌষ্ঠে যেন তথাভূতে শ্রীকৃষ্ণে স্থিতে সতি, কোমলেতি বাল্যং ব্যঞ্জিতম্। ভুগ্নাননে তিক্তরসাস্বাদাদননে কুটিলীকৃতাননে।।১০।।

যথা বা –

অস্য প্রেক্ষ্য করং শিশোর্মুনিপতে শ্যামস্য মে কথ্যতাং
তথ্যং হন্ত চিরায়ুরেষ ভবিতা কিং ধেনুকোটীশ্বরঃ।
ইত্যুক্তে ভগবন্ ময়াদ্য পরিতশ্চীরেণ কিং চারুণা
দ্রাগাবির্ভবদুদ্ধুরস্মিতমিদং বক্ত্রং ত্বয়া রুধ্যতে।।১১।।

অনুবাদ। যথা বা—'হে মুনিবর! আপনি আমার এই শ্যামশিশুর হাত দেখিয়া যথার্থতঃ বলুন ত', এ দীর্ঘায়ু হইয়া কোটি ধেনুর অধীশ্বর হইবে কি না? আমি এই কথা বলিলে কেন আপনি উদ্‌গতহাস্যযুক্ত মুখকে মনোহর বস্ত্রখণ্ডদ্বারা রুদ্ধ করিলেন? ১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুনিং প্রতি যশোদাহ—হে মুনিপতে! ভগবন্ ময়া ইত্যুক্তে সতি চারুণা মনোহরেণ চীরেণ বস্ত্রেণ আবির্ভবদুদ্ধুরস্মিতবিশিষ্টং বক্ত্রং ত্বয়া কিং রুধ্যতে।।১১।।

উদ্দীপনা হরেসাদৃগ্বাগ্বেষচরিতাদয়ঃ অনুভাবাস্তু
নাসৌষ্ঠগণ্ডনিস্পন্দনাদয়ঃ।।১২।।
হর্ষালস্যাবহিত্থাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
সা হাসরতিরেবাত্র স্থায়িভাবতয়োদিতা।।১৩।।

অনুবাদ। এই হাস্যরসে শ্রীকৃষ্ণ ও তদন্বয়ী লোকের ঐ প্রকার বিকৃত বাক্য, বেশ-চরিতাদি—**উদ্দীপন**; নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডাদির বিশেষরূপে স্পন্দনাদি—**অনুভাব**; হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থাদি **ব্যাভিচারী** এবং হাসরতিই—**স্থায়িভাব**।।১২-১৩।।

ষোঢ়া হাসরতিঃ স্যাৎ–স্মিতহসিতে বিহসিতাবহসিতে চ।
অপহসিতাতিহসিকে জ্যেষ্ঠাদীনাং ক্রমাদ্দ্বে দ্বে।।১৪।।
বিভাবানাদি-বৈচিত্র্যাদুত্তমস্যাপি কুত্রচিৎ।
ভবেদ্বিহসিতাদ্যঞ্চ ভাবজ্ঞৈরিতি ভণ্যতে।।১৫।।

অনুবাদ। স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত এই ছয় প্রকার হাসরতি।প্রথম দুইটি জ্যেষ্ঠ (মুনি, সখী প্রমুখ উত্তম) ব্যক্তিতে, দ্বিতীয় দুইটি (বৃদ্ধা, দূতী প্রমুখ) মধ্যম ব্যক্তিতে ও শেষ দুইটি (বালক ইত্যাদি) কনিষ্ঠ ব্যক্তিতে ব্যক্ত হয়। ভাবজ্ঞগণ বলেন যে বিভাবানাদির বৈচিত্র্য হইলে সময়বিশেষে উত্তমপাত্রেও বিহসিতাদি প্রকটিত হয়।।১৪-১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জ্যেষ্ঠস্যোত্তমস্য স্মিত হসিতে দ্বে, মধ্যমস্য বিহসিতাবহসিতে দ্বে, কনিষ্ঠস্যাপহসিতাতিহসিতে দ্বে।।১৪।।

তত্র **স্মিতম্** –

স্মিতং ত্বলক্ষ্যদশনং নেত্রগণ্ডবিকাশকৃৎ।।১৬।।

যথা –

ক্ব যামি জরতী খলা দধিহরং দিধীর্যন্ত্যসৌ
প্রধাবতি জবেন মাং সুবল মঙ্ক্ষু রক্ষাং কুরু।
ইতি স্খলদুদীরিতে দ্রবতি কান্দিশীকে হরৌ
বিকস্বরমুখাম্বুজং কুলমভূন্মুনীনাং দিবি।।১৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্মিত—যে হাসিতে দন্ত দেখা যায় না, কিন্তু নয়ন ও গণ্ডের বিকাশ ঘটে, তাহাকে 'স্মিত' বলা হয়। যথা—"হে সুবল! দধি চুরি করিয়াছি বলিয়া খল বৃদ্ধা আমাকে ধরিতে ধাবিত হইয়াছে, এখন কোথায় যাইব, সত্বর আমাকে রক্ষা কর"—এই

কথা বলিয়া মহাভয়ে পলায়নপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্বর্গে মুনিগণের বদনে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল।।১৬-১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সুবল! ক্ব যামি, খলা জরতী বৃদ্ধা মাং দধিহরং জ্ঞাত্বা ধর্তুমিচ্ছন্তী সতী বেগেন ধাবতি। অতো মাং মাঙ্ক্ষু শীঘ্রং রক্ষাং কুরু—কান্দিশীকে ভয়দ্রুতে হরৌ দ্রবতি সতি। দ্রবতীতি দ্রবস্যাতিশয় বোধনায় মুনিনাং বিকসিতমুখাম্বুজমভূৎ।।১৭।।

হসিতম্ —

তদেব দর-সংলক্ষ্য-দন্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ।।১৮।।

যথা —

মদ্বেশেন পুরঃস্থিতো হরিরসৌ পুত্রোঽহমমেবাস্মি তে
পশ্যেত্যচ্যুতজল্পবিশ্বসিতয়া সংরম্ভরজ্যদ্দৃশা।
মামেতি স্খলদক্ষরে জটিলয়া ব্যাক্রুশ্য নিষ্কাসিতে
পুত্রে প্রাঙ্গণতঃ সখীকুলমভূদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্।।১৯।।

অনুবাদ। হসিত—ঐ স্মিতেই যদি দশনাগ্রভাগ ঈষৎ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার নাম 'হসিত' হয়। যথা—(শ্রীরাধার পতিম্মন্য জটিলাপুত্র অভিমন্যুকে দূরে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর বেশ ধারণ করিয়া তদ্‌গৃহে প্রবেশপূর্বক জটিলাকে বলিলেন—) 'মা আমিই তোমার পুত্র অভিমুন্য, কিন্তু দেখ আমার বেশে হরি ঐ আসিতেছে'—শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় বিশ্বস্তা জটিলা ক্রোধে রক্তনেত্র হইলেন। 'তোমার পুত্র আমিই আমাকে তাড়ন করিও না' এই বাক্য সম্পূর্ণ বলিতে না পারিয়া কেবল 'মা মা' উচ্চারণকারী নিজপুত্রকেই জটিলা চিৎকার করিয়া প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিলে সখীগণের অধর দন্তকিরণে শুভ্র হইয়াছিল।।১৮-১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদেব স্মিতম্ ঈষৎসংলক্ষ্য দন্তাগ্রং চেতদা হসিতং ভবেৎ।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীরাধায়াঃ পতিম্মন্যং জটিলায়াঃ পুত্রমভিমন্যুং দৃষ্ট্বা তদ্বেশেন তদ্‌গৃহঃ প্রবিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণো জটিলাং প্রত্যাহ—'হে মাতঃ! ত্বৎপুত্রোঽহম্, অতএব তাড়নং মাং মা কুরু' ইতি সমস্তাক্ষরাণাং দুঃখেনোচ্চারণা সামর্থ্যাৎ কেবলং মা মা ইতি স্খলন্নক্ষরো যস্যতথাভূতে পুত্রে অভিমন্যৌ মাত্রা জটিলয়া স্বস্যাঙ্গনতো নিষ্কাসিতে সতি সখীকুলং দন্তকিরণৈঃ ধৌতাধরম্ অভূৎ। কথম্ভূতয়া? সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন রজ্যন্তী দৃক্ যস্যাস্তয়া।।১৯।।

বিহসিতম্ —

সস্বনং দৃষ্টদশনং ভবেদ্বিহসিতং তু তৎ।।২০।।

যথা —

মুষাণ দধি মেদুরং বিফলমন্তরা শঙ্কসে
সনিঃশ্বসিত-ডম্বরং জটিলয়াত্র নিদ্রায়তে।

ইতি ব্রুবতি কেশবে প্রকটশীর্ণদন্তস্থলং
কৃতং হসিতমুৎস্বনং কপটসুপ্তয়া বৃদ্ধয়া।।২১।।

অনুবাদ। বিহসিত—যাহাতে শব্দ হয় এবং দন্তও লক্ষিত হয়, সেইরূপ হাসিকে 'বিহসিত' বলে। যথা—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন—) "হে সখে! স্নিগ্ধ দধি হরণ কর, নিরর্থক কেন মনে আশঙ্কা করিতেছ? এই ঘরে জটিলা প্রবল নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে নিদ্রা যাইতেছে।"—শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বলিলে কপটনিদ্রিতা বৃদ্ধা শীর্ণদন্তস্থল বিকাশ করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।।২০-২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তদ্ধসিতং সস্বনং সশব্দং দৃষ্ট দশনং চেত্তদা বিহসিতং ভবেৎ।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণঃ সুবলমাহ—হে সখে! মেদুরং স্নিগ্ধং দধি মুষাণ চোরয়, নিশ্বাসস্য ডম্বরম্ ঔৎকট্যং তৎসহিতং যথা স্যাত্তথা, জটিলয়াতিনিদ্রায়তে, অতস্ত্বমন্তরা মধ্যে বিফলাশঙ্কসে, প্রকটশীর্ণদন্তস্থলং যথা স্যাত্তথা এব মুৎশ্বসনম উচ্চশব্দযুক্তং যথা স্যাত্তথা বৃদ্ধয়া হসিতং কৃতম্।।২১।।

অবহসিতম্ –

তচ্চাবহসিতং ফুল্লনাসং কুঞ্চিতলোচনম্।।২২।।

যথা –

লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো ঘনঃ
প্রাতঃ পুত্র বলস্য বা কিমসিতং বাসস্ত্বয়াঙ্গে ধৃতম্?
ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণীবাচং স্ফুরন্নাসিকা
দূতী সঙ্কুচদীক্ষণাবহসিতং জাতা ন রোদ্ধুং ক্ষমা।।২৩।।

অনুবাদ। অবহসিত—যে বিহসিতে নাসা প্রফুল্ল ও নেত্র কুঞ্চিত হয়, তাহাকে 'অবমসিত' বলা হয়। যথা—(রাত্রিতে বিহারহেতু শ্রীকৃষ্ণের নয়নে লগ্ন শ্রীরাধার তাম্বুলরাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহে ভ্রমহেতু ধৃত শ্রীরাধার নীল উত্তরীয় দেখিয়া মা যশোদা বলিলেন—) "হে পুত্র! তোমার নয়নে কি নিবিড় ধাতুরাগ এখনও লগ্ন হইয়া আছে? বলদেবের শ্যাম-বসনই যা কেন পরিয়াছ?" সম্মুখস্থা ব্রজেশ্বরীর এই বাক্য শুনিয়া দূতীর নাসিকা প্রফুল্ল ও নেত্র সঙ্কুচিত হইয়াছিল; তিনি অবহসিত দমন করিতে পারিলেন না।।২২-২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাত্রৌ রাধয়া সহ বিহারবশাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্রয়োর্লগ্নং তস্যাস্তাম্বুলরাগং দৃষ্ট্বা এবং শ্রীকৃষ্ণেন ভ্রমাদঙ্গে ধৃতং শ্রীরাধিকায়াঃ শ্যামোত্তরীয়ং চ দৃষ্ট্বা যশোদা শ্রীকৃষ্ণমাহ—হে পুত্র! তব নেত্রয়োঃ ঘনঃ নিবিড়ঃ ধাতুরাগঃ গৈরিকঃ কিং লগ্নঃ? বলদেবস্য অসিতং শ্যামং বস্ত্রং ত্বয়া কিমঙ্গে ধৃতম্? রোদ্ধুং ন ক্ষমা জাতা ন সমর্থা বভূব।।২৩।।

অপহসিতম্ –

তচ্চাপহসিতং সাশ্রুলোচনং কম্পিতাংসকম্।।২৪।।

যথা —

উদস্রং দেবর্ষির্দিবি দরতরঙ্গদ্ভুজশিরাঃ
যদভ্রাণ্যুদ্দণ্ডো দশনরুচিভিঃ পাণ্ডুরয়তি।
স্ফুটং ব্রহ্মাদীনাং নটয়িতরি দিব্যে ব্রজশিশৌ
জরত্যাঃ প্রস্তোভান্নটতি তদনৈষীদ্দৃশমসৌ।।২৫।।

অনুবাদ। অপহসিত—যে হাসে নয়ন অশ্রুযুক্ত এবং স্কন্ধ কম্পিত হইয়া থাকে, তাহা 'অপহসিত'। যথা—যিনি ব্রহ্মাদি দেববৃন্দকে স্পষ্টতঃই নাচাইতেছেন, সেই অপ্রাকৃত ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধার স্তোভবচনে নাচিতেছেন দেখিয়াই দেবর্ষি নারদ অশ্রুবিসর্জনপূর্বক স্কন্ধস্থলকে ঈষৎ কম্পন করিয়া উদ্দণ্ডভাবে নৃত্য করিতে করিতে হাস্যাবসরে দন্তশ্রেণীর শুভ্রকিরণমালায় মেঘসমূহকেও শ্বেতবর্ণ করাইলেন।।২৪-২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কম্পিতোহংসকঃ স্কন্ধদেশো যৎ তৎ।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উদ্গতাশ্রুজলং যথা স্যাত্তথা দরতরঙ্গদীষচ্চলদ্ভুজশিরঃ স্কন্ধদেশো যস্য তথাভূতো দেবর্ষির্নারদঃ দন্তানাং শ্বেতকান্তিভিঃ যদ্ যস্মাদভ্রাণি পাণ্ডুরয়তি, তত্তস্মাৎ অসৌ নারদঃ—'হে শ্রীকৃষ্ণ! ত্বং নৃত্যং কুরু, তুভ্যং খণ্ডলড্ডুকানি দাস্যামীতি' বৃদ্ধায়াঃ প্রলোভনাৎ নটতি অপ্রাকৃতে ব্রজশিশৌ শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্টিমনৈষীৎ। তথা চ—শ্রীকৃষ্ণস্য নৃত্যং দৃষ্ট্বা নারদ উচ্চৈঃ জহাসেত্যর্থঃ।।২৫।।

অতিহসিতম্ —

সহস্ততালং ক্ষিপ্তাঙ্গং তচ্চাতিহসিতং বিদুঃ।।২৬।।

যথা —

বৃদ্ধে ত্বং বলিতাননাসি বলিভিঃ প্রেক্ষ্য সুযোগ্যামত-
স্তামুদ্বো ঢুমসৌ বলীমুখবরো মাং সাধয়ত্যুৎসুকঃ।
আভির্বিপ্লুতধীর্বৃণে ন হি পরং ত্বত্তো বলিধ্বংসনা-
দিত্যুচ্চৈর্মুখরা গিরা বিজহসুঃ সোত্তালিকা বালিকাঃ।।২৭।।

অনুবাদ। অতিহসিত—হস্ততাল ও শরীরবিক্ষেপের সহিত হাসিকে 'অতিহসিত' বলা হয়। যথা—(শ্রীকৃষ্ণ মুখরাকে বলিতেছেন)—"হে বৃদ্ধে! তোমার মুখচর্ম শিথিল হওয়ায় তুমি বলিতাননা (বানরবদনা) হইয়াছ, এইজন্য এই বলীমুখবর (বানরশ্রেষ্ঠ কিংবা বানররূপী বর) তোমাকে যোগ্যপাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে সাধন করিতেছে।।" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন—"আমি এই সমস্ত বলি (শ্লথচর্ম দ্বারা উপদ্রুতবুদ্ধি হইয়া বলিবিধ্বংসী (পূতনা-তৃণাবর্তাদি মহাবলি সকলের বিধ্বংসক) তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও বরণ করিব না।" মুখরার এই কথা-শ্রবণে বালিকাগণ করতালিকাবাদনে অতিশয় হাস্য করিতে লাগিলেন।।২৬-২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বলিঃ কুঞ্চিত-চর্ম তাভির্যুক্তাননাসি, অতস্ত্বাং স্বযোগ্যাং প্রেক্ষ্য অসৌ বানরঃ উদ্বোঢু কামঃ সন্ মাং কৃষ্ণা সাধয়তি সাধনায় প্রেরয়তি। আভির্বলিভিঃ বিপ্লুতা উপদ্রুতা ধীর্যস্যাস্তথা-ভূতাহং ত্বত্তঃ কৃষ্ণাৎ পরং জনং ন বৃণে। ত্বত্তঃ কিম্ভূতাৎ? যতো বলি ধ্বংসনাৎ, বাস্তবার্থস্তু বলিনঃ তৃণাবর্তপূতনাদয়ঃ তেষাং ধ্বংস কর্তুঃ।।২৭।।

যস্য হাসঃ স চেৎ ক্বাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে।
তথাপ্যেষ বিভাবাদিসামর্থ্যাদুপলভ্যতে।।২৮।।

যথা --

শিম্বীলম্বি-কুচাসি দর্দুরবধূবিস্পর্ধি নাসাকৃতি-
স্ত্বং জীর্যদ্দুলিদৃষ্টিরোষ্ঠতুলিতাঙ্গারা মৃদঙ্গোদরী।
কা ত্বত্তঃ কুটিলে পরাস্তি জটিলাপুত্রি ক্ষিতৌ সুন্দরী
পুণ্যেন ব্রজসুভ্রুবাং তব ধৃতিং হর্তুং ন বংশী ক্ষমা।।২৯।।

অনুবাদ। হাস্যের কর্তা যদি কোনও স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত নাও হয়, তাহা হইলেও বিভাবাদির প্রভাবে তাহার উপলব্ধি ঘটে। যথা--হে জটিলাপুত্রি কুটিলে! তোমার স্তন দুইটি শিম্বীর ন্যায় লম্বমান, নাসিকার গঠনটি ভেকবধূকে তিরস্কার করে, জরাজীর্ণা কচ্ছপীর মত তোমার দৃষ্টি, ওষ্ঠকে অঙ্গারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, পেটটি যেন একটি মৃদঙ্গ। ওহে! তোমা অপেক্ষা পরমা সুন্দরী জগতে ত' আর কেহই নাই। অহো! ব্রজসুন্দরীগণের পুণ্যবলে বংশীও তোমার ধৈর্য হরণ করিতে পারে না!।।২৮-২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দর্দুরবধূঃ ভেকী, দুলিঃ কচ্ছপি।।২৯।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
হাস্যভক্তিরসলহরী প্রথম।।১।।

এষ হাস্যরসস্তত্র কৈশিকীবৃত্তিবিস্তৃতৌ।
শৃঙ্গারাদিরসোদ্ভেদো বহুধৈব প্রপঞ্চিতঃ।।৩০।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
হাস্যভক্তিরসলহরী প্রথমা।

অনুবাদ। ভরতাদির নিবন্ধে এবং স্বকৃত নাটক চন্দ্রিকায় কৈশিকীবৃত্তি প্রসঙ্গে শৃঙ্গারাদিরস-প্রকটিত এই হাস্যরসের নানাবিধ বিস্তার দেওয়া হইয়াছে।।৩০।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
হাস্যভক্তিরসলহরী-নাম্নী প্রথম-লহরীর বঙ্গানুবাদ।

অদ্ভুতভক্তিরসাখ্যা দ্বিতীয়লহরী

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়-রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ।।১।।
ভক্তঃ সর্ববিধোঽপ্যত্র ঘটতে বিস্ময়াশ্রয়ঃ।
লোকোত্তরক্রিয়াহেতুর্বিষয়স্তত্র কেশবঃ।।২।।
তস্য চেষ্টাবিশেষাদ্যাস্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
ক্রিয়াস্তু নেত্রবিস্তারস্তম্ভাশ্রুপুলকাদয়ঃ।।৩।।
আবেগ-হর্ষ-জাড্যদ্যাস্তত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়ী স্যাদ্বিস্ময়রতিঃ সা লোকোত্তরকর্মতঃ।
সাক্ষাদনুমিতঞ্চেতি তচ্চ দ্বিবিধমুচ্যতে।।৪।।

অনুবাদ। অদ্ভুতভক্তিরস-নাম্নী দ্বিতীয়লহরী। আত্মোচিত বিভাবাদি সংযোগে যদি ভক্তচিত্তে আস্বাদনীয়তা ঘটায়, তাহা হইলেই 'অদ্ভুতভক্তিরস' হয়। সমস্ত প্রকার ভক্তই এই বিস্ময়-রতির আশ্রয়ালম্বন হইতে পারেন। লোকাতীত-ক্রিয়া-সম্পাদন-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণই এই রতির **বিষয়ালম্বন**; শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষই ইহার **উদ্দীপন**; নয়নবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু, পুলকাদিই এই রসের **অনুভাব**; আবেগ, আনন্দ, জাড্য প্রভৃতি ব্যভিচারী এবং অলৌকিক কর্ম, রূপ, গুণাদি হইতে উৎপন্ন বিস্ময়রতি **স্থায়ী** হয়। সাক্ষাৎ ও অনুমিতভেদে এই লোকোত্তর কর্মও বিবিধ।।১-৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাবাদ্যৈঃ ভক্তানাং চেতসি স্বাদ্যত্বং প্রাপ্তা বিস্ময়রতিঃ অদ্ভুতভক্তিরসো ভবেদিত্যন্বয়ঃ।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অদ্ভুতরসস্য পরিকরানাহ—ভক্ত ইতি সার্ধত্রয়েণ। বিস্ময়াশ্রয়ঃ বিস্ময়রতেরাশ্রয় ইত্যর্থঃ। বিষয়ঃ তস্যা এব রতে বিষয় ইত্যর্থঃ। বিস্ময়শ্চ ইদং কথং জাতমিতি হেত্ব-সম্ভাবনাময়ী বুদ্ধিঃ, ক্রিয়া রত্যনুভাবাঃ।।২-৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লোকোত্তর-কর্মত ইত্যুপলক্ষণং, লোকোত্তররূপগুণাভ্যাঞ্চ। কিঞ্চ লোকোত্তর-প্রেমহেতুর্ভক্তশ্চেত্তদা সোঽপি তদ্বজ্জ্ঞেয়ঃ। যথা 'নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ (১০।৯।২০) ইত্যাদৌ, 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখ' (১০।১২।১১) ইত্যাদৌ 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ (১০।৪৭।৬০) ইত্যাদৌ চ। তচ্চ লোকোত্তরং কর্ম।।৪।।

তত্র **সাক্ষাৎ**, যথা —

সাক্ষাদৈন্দ্রিয়কং দৃষ্টশ্রুতসংকীর্তিতাদিকম্।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ, যথা—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে 'সাক্ষাৎ' বলা হয়। উহা দৃষ্ট, শ্রুত ও সংকীর্তিত ইত্যাদি ভেদে তিন প্রকার।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইন্দ্রিয়কম্ ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং সাক্ষাদুচ্যতে, তচ্চ ত্রিবিধং দৃষ্টমিত্যাদি।।৫।।

তত্র **দৃষ্টং**, যথা —

একমেব বিবিধোদ্যমভাজং মন্দিরেষু যুগপন্নিখিলেষু।।
দ্বারকামভি সমীক্ষ্য মুকুন্দং স্পন্দনোজ্ঝিততনুর্মুনিরাসীৎ।।৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে দৃষ্ট, যথা—দ্বারকায় প্রতি মহিষীর গৃহে একই সময়ে একই দেহে শ্রীকৃষ্ণকে নানাকার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া নারদ মুনি জড় হইয়া গেলেন।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। একমিতি একবপুষমিত্যর্থঃ। যথোক্তং শ্রীদশমে (১০।৬৯।২) "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।।" ইতি তস্যান্মুনিরত্র নারদঃ। চিত্রমিতি—অতএব কায়ব্যূহ-সমর্থানামপি তদ্বিদাং বিস্ময়ঃ।।৬।।

যথোক্তং শ্রীদশমে (১০।৬৯।২) —

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ং এক উদাবহৎ।।৭।।

অনুবাদ। যথা, শ্রীদশমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, একই দেহে যুগপৎ একই শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহে ভিন্ন ভিন্নভাবে উদ্বাহ করিলেন।।৭।।

যথা বা —

ক্ব স্তন্যগন্ধিবদনেন্দুরসৌ শিশুস্তে গোবর্ধনঃ শিখররুদ্ধঘনঃ ক্ব চায়ম।
ভোঃ পশ্য সব্যকর-কন্দুকিতাচলেন্দ্রঃ খেলন্নিব স্ফুরতি হন্ত কিমিন্দ্রজালম্? ৮।।

অনুবাদ। যথা বা—"হে যশোদে! কোথায় তোমার এই দুগ্ধমুখ শিশু, আর কোথায় গগনচুম্বিশিখরশালী গোবর্ধন! অদ্ভুত, দেখ ত'—এই গিরিশ্রেষ্ঠকে ইনি বামহস্তে ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়াই যেন শোভা পাইতেছেন! হায়, ইহা কি ইন্দ্রজাল?"৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্তন্যগন্ধীতি—অত্রাল্পাখ্যায়াং সমাসান্ত—ইপ্রত্যয়ঃ। অচলেন্দ্রঃ পূর্বোক্ত এব গোবর্ধনঃ।।৮।।

শ্রুতং, যথা—

যান্যক্ষিপন্ প্রহরণানি ভটাঃ সদেবঃ প্রত্যেকমচ্ছিনদমূনি শরত্রয়েণ।
ইত্যাকলয্য যুধি কংসরিপোঃ প্রভাবং স্ফারেক্ষণঃ ক্ষিতিপতিঃ পুলকী তদাসীৎ।।৯।।

অনুবাদ। শ্রুত, যথা—সংগ্রামে নরকাসুরের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমুদায় অস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণ তিনটি বাণে ছেদন করিয়াছেন। কংসারির এই প্রভাব শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ নয়ন বিস্তারিত করিয়া পুলকাঞ্চিত হইলেন।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভটা নরকাসুরসেবকাঃ একাদশাক্ষৌহিণী সংখ্যাঃ প্রহরণানি যানি। ক্ষিতিপতিঃ পরীক্ষিৎ।।৯।।

সঙ্কীর্ত্তিতং, যথা —

ডিম্বাঃ স্বর্ণনিভাম্বরা ঘনরুচো জাতাশ্চতুর্বাহবো
বৎসাশ্চেতি বদন্ কৃতোঽস্মি বিবশঃ স্তম্ভশ্রিয়া পশ্যত।
আশ্চর্য্যং কথয়ামি বঃ শৃণুত ভোঃ প্রত্যেকমেকৈকশঃ
স্তূয়ন্তে জগদণ্ডবত্তিরভিতস্তে হন্ত পদ্মাসনৈঃ।।১০।।

অনুবাদ। সংকীর্ত্তিত, যথা--(সত্যলোকসভায় শ্রীব্রহ্মার বাক্য--) "বালকগণ পীতবসন, জলদকান্তি ও চতুর্বাহু হইয়াছেন। বৎসসমূহও আবার সেইরূপ দশা পাইয়াছে" এই কথা বলিতেই আমার শরীরে স্তম্ভসম্পত্তির উদ্‌গমে আমি কেমন বিবশ হইয়া গেলাম, দেখ ত'; আর এক অদ্ভুত বলিতেছি, তোমরা সকলে শ্রবণ কর--এই সমস্ত বালক ও বৎসগণের প্রত্যেককে ব্রহ্মাণ্ডনাথ কমলাসন ব্রহ্মাগণ চারিদিক্ হইতে স্তব করিতে লাগিলেন।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সত্যলোক-সভায়াং শ্রীব্রহ্মণো বাক্যং—ডিম্বাবালকাঃ বৎসাশ্চ চতুর্বাহবো জাতা ইতি বদন্নহং স্তম্ভভাবেন বিবশঃ কৃতোঽস্মি। স্তূয়ন্ত ইতি বর্তমান সামীপ্যে বর্তমানবদ্বেতি ন্যায়েনাবিলম্বদৃষ্টত্বং সূচয়তি।।১০।।

অনুমিতং, যথা —

উন্মীল্য-ব্রজশিশবো দৃশং পুরস্তাদ্-ভাণ্ডীরং পুনরতুল্য বিলোকয়ন্তঃ।
সাত্মানং পশুপটলীঞ্চ তত্র দাবাদুন্মুক্তাং মনসি চমৎক্রিয়ামবাপুঃ।।১১।।

অনুবাদ। অনুমিত, যথা--ব্রজবালকগণ নেত্রোন্মীলন করিয়া সমীপেই আবার অতুলনীয় ভাণ্ডীরবট এবং নিজেদের সহিত গবাদি পশুসকলও দাবানল হইতে রক্ষা পাইয়াছে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দাবানলাদুন্মুক্তাম্ আত্মনা সহিতং পশুপালীং চ বিলোকয়ন্তঃ।।১১।।

অপ্রিয়াদেঃ ক্রিয়া কুর্য্যান্নালৌকিকাপি বিস্ময়ম্।
অসাধারণ্যপি মনাক্ করোত্যেব প্রিয়স্য সা।।১২।।
প্রিয়াৎ প্রিয়স্য কিমুত সর্বলোকোত্তরোত্তরা।
ইত্যত্র বিস্ময়ে প্রোক্তা রত্যনুগ্রহমাধুরী।।১৩।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
অদ্ভুতভক্তিরসলহরী দ্বিতীয়া।।

অনুবাদ। যাহাতে প্রীতির অভাব, তাহার ক্রিয়া লোকোত্তর হইলেও বিস্ময় জন্মাইতে পারে না; পক্ষান্তরে যাহাতে প্রীতি রহিয়াছে, তাহাতে অলৌকিক-ক্রিয়ার লেশমাত্র প্রকাশেও বিস্ময় উদিত হয়। এই সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইলে প্রিয়ের ও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের

সর্বলোকোত্তরোত্তরা ক্রিয়া যে বিস্ময় জন্মাইবেই, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? এই হেতু এই বিস্ময়বিষয়ে রতির অনুগ্রহমাধুরী বলা হইয়াছে।।১২-১৩।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
অদ্ভুতভক্তিরসলহরী নাম্নী দ্বিতীয় লহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্মিন্ প্রীতির্নাস্তি প্রত্যুত দ্বেষো বর্ততে তস্যালৌকিকাপি ক্রিয়া বিস্ময়ং ন কুর্যাৎ প্রীত্যভাব দ্বেষয়োঃ প্রতিবন্ধকত্বাৎ, লোকোত্তরাপি তস্য ক্রিয়া বিস্ময়ং নোৎপাদয়তীত্যর্থঃ। যস্মিন্ প্রীতির্বর্ততে, তস্য মনাগসাধারণ্যপি চ লোকোত্তরাপি ক্রিয়া বিস্ময়ং করোত্যেব—ইতি সর্বত্র রীতিঃ। এবং সতি প্রিয়াদপি প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বলোকোত্তরোত্তরা ক্রিয়া বিস্ময়ং কুর্যাদিতি কিং বক্তব্যম্। তথা চ শ্রীকৃষ্ণস্য সা ক্রিয়া বিস্ময়ং করোত্যেবেত্যর্থঃ।।১৩।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
অদ্ভুতভক্তিরসলহরী দ্বিতীয়া।।২।।



বীরভক্তিরসাখ্যা তৃতীয়লহরী

সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোর্চিতৈঃ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ।।১।।
যুদ্ধ দান-দয়া-ধর্মৈশ্চতুর্ধা বীর উচ্যতে।
আলম্বন ইহ প্রোক্ত এষ এব চতুর্বিধঃ।।২।।
উৎসাহস্তেষ ভক্তানাং সর্বেষামেব সম্ভবেৎ।।৩।।

অনুবাদ। বীরভক্তিরস-নাম্নী তৃতীয়লহরী। আত্মোচিত বিভাবাদির সহিত উৎসাহরতি স্থায়ীভাবরূপে আস্বাদনীয়তা পাইলেই 'বীরভক্তিরস' হয়। এই বীরভক্তি-নামক রসে যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্মবীর-ভেদে চারি প্রকার ভক্তই আলম্বন বলিয়া অভিহিত। কোনও ভক্তের যুদ্ধে উৎসাহ, কাহারও দানে উৎসাহ ইত্যাদিরূপে এই উৎসাহরতি সমস্ত ভক্তেই সম্ভব হইতে পারে।।১-৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যুদ্ধেতি—যুদ্ধবীর-দানবীর-দয়াবীর-ধর্মবীর ইতি চতুর্ধা বীর উচ্যতে।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সর্বেষামিতি কস্যচিদ্ ভক্তস্য যুদ্ধোৎসাহঃ, কস্যচিদ্ দানোৎসাহঃ, এবং রীত্যা সর্বেষাং জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে বা দ্রষ্টরি সতি তদীয়েচ্ছাবশাদন্য এব সখা প্রতিযোদ্ধা ভবেৎ।।৩।।

তত্র **যুদ্ধবীরঃ** —

পরিতোষায় কৃষ্ণস্য দধদুৎসাহমাহবে।
সখা বন্ধুবিশেষো বা যুদ্ধবীর ইহোচ্যতে।।৪।।
প্রতিযোদ্ধা মুকন্দো বা তস্মিন্ বা প্রেক্ষকে স্থিতে।
তদীয়েচ্ছাবশেনাত্র ভবেদন্যঃ সুহৃদ্বরঃ।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে যুদ্ধবীর—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান জন্য যুদ্ধোৎসাহী সখা বা বন্ধুবিশেষকেই এস্থলে 'যুদ্ধবীর' বলা হয়। মুকুন্দই ইহাতে প্রতিযোদ্ধা কিংবা তিনি দর্শক হইয়া অবস্থান করিলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য সুহৃদ্বরও প্রতিযোদ্ধা হন।।৪-৫।।

তত্র **কৃষ্ণো**, যথা —

অপরাজিতমানিনং হঠাচ্চটুলং ত্বামভিভূয় মাধব।
ধিনুয়ামধুনা সুহৃদ্গণং যদি ন ত্বং সমরাৎ পরাঞ্চসি।।৬।।

যথা বা —

সংরম্ভপ্রকটীকৃত-প্রতিভটারম্ভ-শ্রিয়োঃ সাদ্ভুতং
কালিন্দীপুলিনে বয়স্যনিকরৈরালোক্যমানস্তদা।
অব্যুত্থাপিত-সখ্যায়োরপি বরাহঙ্কার-বিস্ফূর্জিতঃ
শ্রীদাম্নশ্চ বকীদ্বিষশ্চ সমরাটোপঃ পটীয়ানভূৎ।।৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কৃষ্ণ, যথা—হে মাধব! অপরাজিতমানী চপল তোমাকে সহসা পরাভূত করিয়া এক্ষণেই আমি সুহৃদ্‌বৃন্দকে প্রীত করিব, যদি তুমি ছলক্রমে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ না হও। যথা বা—শ্রীদাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে অবিরোধী মিত্রভাব থাকিলেও কিন্তু ইঁহারা কোপাবেশহেতু প্রতিযোদ্ধার উদ্যমশোভা প্রকটিত করিয়া যমুনাপুলিনে বয়স্যগণকর্তৃক অদ্ভুতভাবে দৃশ্যমান হইয়া তৎকালে দর্পময় সাতিশয় যুদ্ধাটোপ করিয়াছেন।।৬-৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যদি সমরং ত্যক্তুং ছলেন সমরাৎ পরাঙ্মুখো ন ভবসীত্যর্থঃ।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সংরম্ভেণ কোপেন প্রকটীকৃতা প্রতিভটস্য প্রতিযোদ্ধুরারম্ভশ্রীর্যাভ্যাং তয়োঃ, বস্তুতস্তু অব্যুত্থাপিত-সখ্যয়োরবিরোধিতমৈত্রয়োরপি পটীয়ানতিশয়ঃ সমরাটোপঃ অভবৎ। শ্রীদাম্নশ্চ বকীদ্বিষশ্চেতি শ্রীদামবকীদ্বিযোর্দ্বয়োরিত্যর্থঃ। সমুচ্চয়-বোধক-চকারেণৈব দ্বিতপ্রতীতির্জ্ঞেয়া।।৭।।

সুহৃদ্বরো, যথা —

সখিপ্রকরমার্গণানগণিতান্ ক্ষিপন্ সর্বতঃ
স্তথাদ্যলগুড়ং ক্রমাদ্ ভ্রময়তি স্ম দামা কৃতী।
অমংস্ত রচিতস্তুতির্ব্রজপতে-স্তনুজোঽপ্যমুং
সমৃদ্ধপুলকো যথা লগুড়পঞ্জরান্তঃস্থিতম্।।৮।।

অনুবাদ। সুহৃদ্বর, যথা—সখাগণকর্তৃক চারিদিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত তূণপূর্ণচর্মফলক-বিশিষ্টঅগণিত বাণসমূহকে কুশল দাম এমনভাবে লগুড় ঘুরাইয়া দূরীভূত করিলেন, যাহার দর্শনে ব্রজেন্দ্রনন্দন দামকে লগুড়পঞ্জরের মধ্যস্থ বলিয়াই মনে করিয়া পুলকাঞ্চিত দেহে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সখসমূহৈরেকদৈব প্রেরিতানগণিতান্ মার্গণান বাণান্ লগুড়ভ্রমবৈরের ক্ষিপন্ দূরীকুর্বন শ্রীদামা লগুড়ং তথাদ্য ভ্রময়তি স্ম যথা শ্রীকৃষ্ণোঽপি অমুং শ্রীদামানং লগুড়পঞ্জর-মধ্যস্থিতমংস্ত। কথম্ভূতঃ। ধন্যোঽসি শ্রীমন্নিতি রচিতা স্তুতির্যেন স দামা। কৃতীতি ভ্রমক্রিয়াবিশেষণং মার্গণা অত্র তূণপূর্ণচর্মফলকবাণাঃ, অত স্তেষাং ক্ষেপণেঽপি ন সখ্যহানিরিতি।।৮।।

প্রায়ঃ প্রকৃত-শূরাণাং স্বপক্ষৈরপি কর্হিচিৎ।
যুদ্ধকেলিসমুৎসাহো জায়তে পরমাদ্ভুতঃ।।৯।।

তথা চ হরিবংশে —

তথা গাণ্ডীবধন্বানং বিক্রীড়ন্মধুসূদনঃ।
জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুঃ।। ইতি।।১০।।

অনুবাদ। স্বভাবতঃ বীরব্যক্তিদের সময়বিশেষে নিজপক্ষগণের সহিতও পরমাদ্ভুত রসকেলিসমুৎসাহ হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে হরিবংশে—বিভু মধুসূদন খেলা করিতে করিতেই একদা কুন্তীর অগ্রেই ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে পরাজিত করিয়াছেন।।৯-১০।।

কত্থিতাস্ফোট-বিস্পর্ধা-বিক্রমাস্ত্রগ্রহাদয়ঃ।
প্রতিযোধস্থিতাঃ সন্তো ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ।।১১।।

অনুবাদ। কত্থিত অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা, আস্ফোট (তাল দেওয়া), বিস্পর্ধা, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণাদি, প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিদ্বারা বোধবিষয় হইয়া এই বীররসে 'উদ্দীপন'-নামে কথিত হয়।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রতিযোধস্থিতাঃ প্রতিযোদ্ধুর্বাক্যাদিনা বোধবিষয়াঃ সন্তঃ অমী কত্থিতাদয়ঃ ইহ রসে উদ্দীপনা ভবন্তি।।১১।।

তত্র **কত্থিতম্**, যথা—

পিণ্ডিশূরস্ত্বমিহ সুবলং কৈতবেনাবলাঙ্গং
জিত্বা দামোদর যুধি বৃথা মা কৃথাঃ কত্থিতানি।
মাদ্যন্নেষ ত্বদলঘুভুজাসর্প-দর্পাপহারী
মন্দ্রধ্বানো নটতি নিকটে স্তোককৃষ্ণঃ কলাপী।।১২।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কত্থিত অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা, যথা—হে দামোদর! তুমি কেবল ভোজনমাত্রদক্ষ, ছলনাক্রমেই অবলাঙ্গ হইলেও সুবলকে যুদ্ধে জয় করিয়া আর নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিও না। তোমার বিশাল বাহুরূপ সর্পের দর্পহারী হইয়া এই স্তোককৃষ্ণরূপ কলাপী (ময়ূর, তৃণধারী কিংবা ভূষণযুক্ত) গম্ভীর-শব্দ সহকারে মত্ত হইয়া অগ্রেই নৃত্য করিতেছে।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে পিণ্ডীশূর শ্রীকৃষ্ণ! অবলাঙ্গমপি কৈতবেন জিত্বেত্যর্থঃ। এষ তব বৃহদ্‌ভুজরূপ সর্পস্য দর্পাপহারী সন্ নটতী কলাপী সভূষণঃ, পক্ষে ময়ূরঃ, পিণ্ডীশূরো ভোজনমাত্রপটুঃ।।১২।।

কত্থিতাদ্যাঃ স্বসংস্থাশ্চে নুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
তথৈবাহোপুরুষিকা ক্ষ্বেড়িতাক্রোশেবল্ গনম্।।১৩।।
অসহায়েঽপি যুদ্ধেচ্ছা সমরাদপলায়নম্।
ভীতাভয়প্রদানাদ্যা বিজ্ঞেয়াশ্চাপরে বুধৈঃ।।১৪।।

অনুবাদ। পূর্বোক্ত কত্থিত প্রভৃতি স্বনিষ্ঠ (প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদি ব্যতীতও নিজের জ্ঞানবিষয়ীভূত) হইলে অনুভাব হইয়া থাকে; তাহা ভিন্ন অহোপুরুষিকা (অহঙ্কার দ্বারা

নিজশক্তি—প্রকাশ) 'ক্ষেড়িত (সিংহধ্বনি), সাটোপবচন যুদ্ধের জন্য গতিবিশেষ, সহায়ব্যতীতও যুদ্ধেচ্ছা, সংগ্রাম হইতে অপলায়ন, ভীতজনকে অভয়দান প্রভৃতিকেও পণ্ডিতগণ 'অনুভাব' বলিয়া জানিবেন।।১৩-১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বসংস্থাঃ প্রতিযোদ্ধুর্বাক্যাদিকং বিনৈব স্বজ্ঞানবিষয়াশ্চেৎ তদ ত এব কথিতাদয়ঃ অনুভাবাঃ স্যু। আহোপুরুষিকা দর্পাদ্ যা স্যাৎ সম্ভাবনাত্মনি। ক্ষেড়িতং সিংহনাদঃ আক্রোশঃ সাটোপ-বচনং, বল্গনং যুদ্ধার্থগতিবিশেষঃ। যুদ্ধেচ্ছা যুদ্ধোদ্যমঃ—ইত্যাদ্যপরেঽনুভাবা জ্ঞেয়াঃ।।১৪।।

তত্র **কথিতম্, যথা** –

প্রোৎসাহয়স্যতিতরাং কিমিবাগ্রহেণ মাং কেশিসূদন বিদন্নপি ভদ্রসেনম্।
যোদ্ধুং বলেন সমমত্র সুদুর্বলেন দিব্যর্গলা প্রতিভটস্ত্রপতে ভুজো মে।।১৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে কথিত, যথা—হে কেশিসূদন! আমার প্রভাব জানিয়াও কেন তুমি অতি শীঘ্র সুদুর্বল বলদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভদ্রসেনকে অতিশয় উৎসাহ দিতেছ? ইহাতে আমার যে দিব্য অর্গলসদৃশ প্রতিযোদ্ধারূপ ভুজদ্বয় লজ্জিত হইতেছে।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাং ভদ্রসেনং বিদন্নপি, অর্গলা সদৃশো মে ভুজঃ ত্রপতে।।১৫।।

আহোপুরুষিকা, যথা –

ধৃতাটোপে গোপেশ্বর-জলধিচন্দ্রে পরিকরং
নিবধ্নত্যুল্লাসাদ্ভুজসমরচর্যাসমুচিতম্।
সরোমাঞ্চং ক্ষ্বেড়া-নিবিড়মুখবিম্বস্য নটতঃ
সুদাম্নঃ সোৎকণ্ঠং জয়তি মুহুরাহোপুরুষিকা।।১৬।।

অনুবাদ। অহো পুরুষিকা যথা—''আমিই সর্বোত্তম যোদ্ধা, তোরা ত' অতি-সামান্য', ইহা বলিয়া আক্ষেপের সহিত ব্রজেন্দ্ররূপ জলধির চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ হর্ষহেতু বাহুযুদ্ধের উপযোগী করিয়া কটিবন্ধন করিলে রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠাভরে নৃত্যশীল এবং সিংহরবকারিমুখযুক্ত সুদামের ঘনঘন অহোপুরুষিকা জয়যুক্ত হউক।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। 'অহমেব সর্বোৎকৃষ্টযোদ্ধা, যূয়ং কে বরাকাঃ' ইতি ধৃতাটোপে গোপেশ্বর-জলধিচন্দ্রে গোপেশ্বরী তথা নন্দ এব জলধিস্তদুৎপন্নে চন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুত-সমরচর্যা-সমুচিতং পরিকরং নিবধ্নতি সতি সিংহনাদেন ব্যাপ্তমুখবিম্বস্য তথা সরোমাঞ্চং যথা স্যাত্তথা নটতঃ সুদাম্ন অহমেব সর্বোত্তমযোদ্ধা, মৎসমঃ কোঽপি নাস্তি' ইত্যাহোপুরুষিকা জয়তি।।১৬।।

চতুষ্টয়েঽপি বীরাণাং নিখিলা এব সাত্ত্বিকাঃ।
গর্বাবেগ-ধৃতি-ব্রীড়া মতি-হর্ষাবহিত্থিকাঃ।
অমর্ষোৎসুকতাসূয়াস্মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।।১৭।।

অনুবাদ। বীরচতুষ্টয়েই সমুদায় সাত্ত্বিক এবং গর্ব, আবেগ, ধৃতি, লজ্জা, মতি, হর্ষ,

অবহিত্থা, অমর্ষ, উৎসুকতা, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী প্রকটিত হয়।।১৭।।

যুদ্ধোৎসাহরতিস্ত্বস্মিন্ স্থায়িভাবতয়োদিতা।
যা স্বশক্তিসহায়াদ্যৈরাহার্যা সহজাপি বা।
জিগীষা স্থেয়সী যুদ্ধে সা যুদ্ধোৎসাহ ঈর্যতে।।১৮।।

অনুবাদ। এই বীররসে যুদ্ধোৎসাহরতিই স্থায়ী ভাব নামে খ্যাত। স্বশক্তিপ্রভাবে আহার্য ও সহায়াদি দ্বারা আহার্য ও সহজ যে যুদ্ধবিষয়ে স্থিরতর জিগীষা (জয় করার ইচ্ছা) তাহাকে যুদ্ধোৎসাহ বলা হয়।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বশক্ত্যা আহার্যা স্বশক্ত্যা সহজা, সহায়েন আহার্যা সহায়েন সহজা যুদ্ধবিষয়ে অতিস্থিরা যা জেতুমিচ্ছারতিঃ স যুদ্ধোৎসাহ ইত্যন্বয়ঃ।।১৮।।

তত্র স্বশক্ত্যা আহার্যোৎসাহরতি র্যথা —

স্বতাতশিষ্ট্যা স্ফুটমপ্যনিচ্ছন্নাহূয়মানঃ পুরুষোত্তমেন।
স স্তোককৃষ্ণো ধৃতযুদ্ধতৃষ্ণঃ প্রোদ্যম্য দণ্ডং ভ্রময়াঞ্চকার।।১৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্বশক্তিদ্বারা আহার্য উৎসাহরতির উদাহরণ—"সর্বজীবন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিস, ধিক্ তোকে"—ইহা বলিয়া পিতা শাসন করিলে স্তোককৃষ্ণ যুদ্ধে অনিচ্ছুক হইলেও কিন্তু কৃষ্ণকর্তৃক আহূত হইয়া ঐ স্তোককৃষ্ণ পুনরায় যুদ্ধোৎসাহ প্রকাশ করিয়া দণ্ডোত্তলন পূর্বক ঘুরাইতে লাগিলেন।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে পুত্র! তবাদ্য জন্মতিথি পূজনম্, অতো বালকৈঃ সহ যুদ্ধাদিকং ন কর্তব্যং, শীঘ্রমেব গৃহে আগন্তব্যমিতি পিতুর্নির্দেশহনিচ্ছুরপি কৃষ্ণেনাহূয়মানঃ সন্।।১৯।।

স্বশক্ত্যা সহজোৎসাহরতির্যথা —

শুণ্ডাকারং প্রেক্ষ্য মে বাহুদণ্ডং মা ত্বং ভৈষীঃ ক্ষুদ্র রে ভদ্রসেন।
হেলারম্ভেণাদ্য নির্জিত্য রামং শ্রীদামাহং কৃষ্ণমেবাহ্বয়েয়।।২০।।

অনুবাদ। স্বশক্তিদ্বারা সহজ-উৎসাহ-রতি, যথা—ওহে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন! আমি শ্রীদাম, আমার শুণ্ডাকার বাহুদণ্ড দেখিয়া তুমি ভয় পাইও না; আজ অনায়াসেই বলরামকে জয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিব।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আহ্বয়েয়েতি স্পর্ধায়ামাত্মনেপদম্।।২০।।

যথা বা —

বলস্য বলিনো বলাৎ সুহৃদনীকমালোড়য়ন্
পয়োধিমিব মন্দরঃ কৃতমুকুন্দপক্ষগ্রহঃ।
জনং বিকটগর্জিতৈর্বধিরয়ন্ স ধীরস্বরো
হরেঃ প্রমদমেককঃ সমিতি ভদ্রসেনো ব্যধাৎ।।২১।।

অনুবাদ। যথা বা—মন্দর-পর্বত যেরূপ সমুদ্রকে বিলোড়ন করিয়াছিল, সেইরূপ বলবান্ বলরামের সুহৃদ্রূপ সৈন্যগণকে বলপূর্বক আলোড়ন করিয়া মুকুন্দপক্ষপাতী সেই ভদ্রসেনধীরস্বর হইয়াও যুদ্ধে বিকট শব্দে জনমণ্ডলীকে বধির করিয়া একাকী যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিলেন।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বলিনো বলদেবস্য সুহৃদ্রূপমনীকং সেনাং বলাদালোড়য়ন্-মন্দরপর্বতো যথা সমুদ্রমালোড়য়তি তদ্বৎ। সমিতি যুদ্ধে একক একাকী 'একদাকিন্ চাসহায়ে' ইতি কন্প্রত্যয়ঃ, 'একাকীত্বেক একক' ইত্যমরঃ।।২১।।

সহায়েনার্যোৎসাহরতি র্যথা –

ময়ি বল্গতি ভীমবিক্রমে ভজ ভঙ্গং নাহি সঙ্গরাদিতঃ।
ইতি মিত্রগিরা বরূথপঃ সবিরূপং বিরুবন্ হরিং যযৌ।।২২।।

অনুবাদ। সহায়দ্বারা আহার্য উৎসাহ-রতির উদাহরণ—"ওহে! আমি এই ভীমবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ফ দিতেছি, তুমি যেন যুদ্ধস্থল হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না।" মিত্রমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বরূথপসখা ঘোর শব্দ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেলেন।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বলেন ভীমবিক্রমে ময়ি সতি 'যুদ্ধভঙ্গং ন ভজেতি গিরা স বরূথপঃ সখা বিরূপং ঘোর যথা স্যাত্তথা বিরুবন্ শব্দং কুর্বন্ যুদ্ধার্থং হরিং যযৌ তৎপক্ষগতঃ বভূবেত্যর্থঃ।।২২।।

সহায়েন সহজোৎসাহরতি র্যথা –

সংগ্রামকামুকভুজঃ স্বয়মেব কামং দামোদরস্য বিজয়ায় কৃতী সুদামা।
সাহায্যমত্র সুবলঃ কুরুতে বলী চেজ্জাতো মণিঃ সুজটিতো বরহাটকেন।।২৩।।

অনুবাদ। সহায়দ্বারা সহজ-উৎসাহরতির উদাহরণ—দামোদরকে পরাজয় করিতে সংগ্রামকামুক-ভুজবিশিষ্ট সুদক্ষ সুদামা স্বয়ংই সমর্থ, তাহাতে যদি আবার বলশালী সুবল সাহায্য করে, তাহা হইলে উত্তম সুবর্ণ দ্বারা মণিই মণ্ডিত হইল।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য বিজয়ায় শ্রীকৃষ্ণং জেতুং সুদামা স্বয়মেব কৃতী পণ্ডিতঃ, তত্রাপি বলী সুবলঃ সাহায্যং চেৎ কুরুতে তদা ভদ্রমেব, যথা মণিঃ স্বয়মেবোৎকৃষ্টঃ তত্রাপি বরহাটকেন শ্রেষ্ঠসুবর্ণেন জড়িতো জাতশ্চেৎ কিং পুনর্বক্তব্যম।।২৩।।

সুহৃদেব প্রতিভটো বীরে কৃষ্ণস্য ন ত্বরিঃ
স ভক্তক্ষোভকারিত্বাদ্ রৌদ্রে ত্বালম্বনো রসে।
রাগাভাবো দৃগাদীনাং রৌদ্রাদস্য বিভেদ কঃ।।২৪।।

অনুবাদ। বীরভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ই প্রতিযোদ্ধা হয়, শত্রু কখনও প্রতিযোদ্ধা হয় না। ভক্তক্ষোভকারী বলিয়া শত্রুর রৌদ্ররসেই আলম্বনত্ব হয়। রৌদ্ররস ও বীররস

এই উভয়ে একমাত্র প্রভেদ এই যে, রৌদ্ররসে ক্রোধে নেত্রাদি লোহিত বর্ণ হয়, বীররসে সেরূপ হয় না।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সঃ অরিঃ রৌদ্রে রসে আলম্বনঃ। রৌদ্ররসাৎ বীররসস্য ভেদকঃ—নেত্রাদীনাং রক্তিমাভাবঃ রৌদ্ররসে ক্রোধবশান্নেত্রে রক্তিমা জায়তে, সখিভিঃ সহ বীররসে তু তন্নাস্তীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।২৪।।

অথ দানবীরঃ —

দ্বিবিধো দানবীরঃ স্যাদেকস্তত্র বহু প্রদঃ।
উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগী চাপর উচ্যতে।।২৫।।

তত্র বহুপ্রদঃ –

সহসা দীয়তে যেন স্বয়ং সর্বস্বমপ্যুত।
দামোদরস্য সৌখ্যায় প্রোচ্যতে স বহু প্রদঃ।।২৬।।
সম্প্রদানস্য বীক্ষাদ্যা অস্পিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
বাঞ্ছিতাধিকদাতৃত্বং স্মিতপূর্বাভিভাষণম্।।২৭।।
স্থৈর্য-দাক্ষিণ্য-ধৈর্যাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ।
বিতর্কৌৎসুক্যহর্যাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।।২৮।।
দানোৎসাহরতিস্ত্বত্র স্থায়িভাবতয়োদিতা।
প্রগাঢ়া স্থেয়সী দিৎসা দানোৎসাহ ইতীর্যতে।।২৯।।

অনুবাদ। অনন্তর দানবীর। দানবীর দুই প্রকার—এক প্রকার বহুপ্রদ এবং অপর প্রকার উপস্থিত দুর্লভার্থ পরিত্যাগী। বহুপ্রদ দানবীর—যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষ্ণ সন্তোষার্থ হঠাৎ যথাসর্বস্ব দান করিতে পারেন, তাঁহাকে 'বহুপ্রদ' বলে। ইহাতে সম্প্রদান-পাত্রের প্রতি নিরীক্ষণাদি উদ্দীপন, আর বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতৃত্ব স্মিতপূর্ব বাক্য প্রয়োগ, স্থৈর্য, দাক্ষিণ্য ও ধৈর্যাদি অনুভাব প্রকটিত হয়। বিতর্ক, ঔৎসুক্য ও হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবগুলিও জানিতে হইবে। দানোৎসাহ রতিই স্থায়ী ভাব বলিয়া কথিত হয়। প্রগাঢ় ও স্থিরতর দানেচ্ছাই দানোৎসাহ।।২৫-২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সম্প্রদানস্য সৎপাত্রস্য।।২৭।।

দ্বিধা বহুপ্রদোঽপ্যেষ বিদদ্ভিরিহ কথ্যতে।
স্যাদাভ্যুদয়িকস্ত্বেকঃ পরস্তৎসম্প্রদানকঃ।।৩০।।

তত্র আভ্যুদয়িকঃ –

কৃষ্ণস্যাভ্যুদয়ার্থং তু যেন সর্বস্বমপ্যতে।
অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ স আভ্যুদয়িকো ভবেৎ।।৩১।।

যথা —

ব্রজপতিরিহ সূনোর্জাতকার্থং তথাসৌ
ব্যতরদমলচেতাঃ সঞ্চয়ং নৈচিকীনাম্।
পৃথুরপি নৃগকীর্তিঃ সাম্প্রতং সংবৃতাসী-
দ্িতি নিজগদুরুচ্চৈর্ভূসুরা যেন তৃপ্তাঃ।।৩২।।

অথ তৎসম্প্রদানকঃ —

জ্ঞাতয়ে হরয়ে স্বীয়মহংতামমতাস্পদম্।
সর্বস্বং দীয়তে যেন স স্যাত্তৎসম্প্রদানকঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ বলেন—বহুপ্রদও দ্বিবিধ আভ্যুদয়িক ও তৎসম্প্রদানক। তন্মধ্যে আভ্যুদয়িক—শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয় অর্থাৎ কল্যাণের নিমিত্ত যিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণকে যথাসর্বস্ব দান করেন, তাঁহাকে আভ্যুদয়িক বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বিশুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনায় স্বীয় ঐহিক ও পারত্রিক লাভাদির প্রতি দৃষ্টিশূন্য ব্রজরাজ নন্দ ব্রাহ্মণদিগকে উত্তমোত্তম ধেনুসমূহ এইরূপভাবেই দান করিলেন, যাহাতে পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিয়াছিলেন যে, সম্প্রতি নৃগরাজের দানজনিত বিশাল কীর্তিও বিলুপ্ত হইল। তৎসম্প্রদানক—যে ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইয়া নিজের অহংতা ও মমতাস্পদ যথাসর্বস্ব দান করেন, তাঁহাকে 'তৎসম্প্রদানক' বলে।।৩০-৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নৈচিকীনাং ধেনূনাং সঞ্চয়ং সমূহং নন্দঃ ব্রাহ্মণেভ্যোঽদাৎ। নৃগকীর্তেঃ সংবৃতত্বে হেতুঃ—অমলচেতাঃ পুত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণস্যোদয়মাত্রতৎপরতয়া, ন তদ্বল্লোকদ্বয়গত লাভ-প্রতিষ্ঠা-কামনাদোষযুক্ত ইত্যর্থঃ।।৩২।।

তদ্দানাং প্রীতিপূজাভ্যাং ভবেদিত্যুদিতং দ্বিধা।।৩৪।।

তত্র প্রীতিদানম্ —

প্রীতিদানং তু তস্মৈ যদ্দদ্যাদ্বন্ধ্বাদিরূপিণে।।৩৫।।

যথা —

চার্চিক্যং বৈজয়ন্তীং পটমুরুপুরটেন্দ্রাসুরং ভূষণানাং
শ্রেণিং মাণিক্যভাজং গজরথতুরগান কর্বুরান্ কর্বুরেণ।
দত্ত্বা রাজ্যং কুটুম্বং স্বমপি ভগবতে দিৎসুরপ্যন্য-
দুচ্চৈর্দেয়ং কুত্রাপ্যদৃষ্ট্বা মখসদসি তদা ব্যাকুলঃ পাণ্ডবোঽভূৎ।।৩৬।।

পূজাদানাম্ —

পূজাদানন্তু তস্মৈ যদ্বিপ্ররূপায় দীয়তে।।৩৭।।

যথা অষ্টমে (৮।২০।১১) —

যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বাপরো দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে।।৩৮।।

যথা বা দশরূপকে --

লক্ষ্মীপয়োধরোৎসঙ্গ কুঙ্কুমারুণিতো হরেঃ।
বলিনৈব স যেনাস্য ভিক্ষাপাত্রীকৃতঃ করঃ।।৩৯।।

অনুবাদ। সেই দান প্রীতি ও পূজাভেদে দুই প্রকারে উদিত হয়। বন্ধু প্রভৃতিরূপী কৃষ্ণকে যাহা প্রদান করা হয় তাহাই 'প্রীতিদান'। রাজসূয়যজ্ঞের সর্ববিধ-পূর্ত্যনন্তর সভায় যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে চন্দনবিলেপন, বৈজয়ন্তীমাল্য, উত্তমসুবর্ণে উজ্জ্বল অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাণিক্যযুক্ত ভূষণরাজি সুবর্ণালঙ্কারশোভিত হস্তী, রথ, অশ্ব প্রভৃতি এবং রাজ্য, কুটুম্ব, আত্ম পর্যন্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়াও যখন অন্য উৎকৃষ্ট দেয় বস্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি ব্যাকুল হইলেন। বিপ্ররূপী তাঁহাকে যাহা প্রদত্ত হয় তাহাকেই 'পূজাদান' বলে। (অষ্টমস্কন্ধে ৮।২০।২১ শ্লোকে বলিরাজ শুক্রাচার্যকে বলিলেন--) হে মুনিবর! বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্মে নিপুণ ভবাদৃশ মহাত্মাগণ সোমযাগ করিয়া সাদরে যে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন, সেই বিষ্ণু আমার বরদাতাই হউন, অথবা শত্রুই হউন, আমি তাঁহার অভীষ্ট ভূমি অবশ্যই তাঁহাকে দান করিব। এই হরির যে হস্ত লক্ষ্মীর পয়োধর-সংলগ্ন কুঙ্কুমে অরুণিত হইয়াছিল, বলিরাজ সেই হস্তকেই ভিক্ষাপাত্র করিয়াছিলেন।।৩৪-৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। উদিতং পূর্বোক্তং তদ্দানং দ্বিধা ভাবদিত্যন্বয়ঃ।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বন্ধুরূপিণে তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায়। কর্বুরেণ সুবর্ণেন, কর্বুরান্ মিশ্রান, মখস্য রাজসূয়স্য সর্ববিধিপূর্ত্যনন্তরং সভায়াং পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ।।৩৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শুক্রাচার্যং প্রতি বলিরাহ--বেদোক্তবিধানে পণ্ডিতা ভবন্তঃ যং যজন্তি, অপরঃ শত্রুর্বা অস্তু।।৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লক্ষ্মীস্তন-সম্বন্ধিকুঙ্কুমেনারুণিতো যো হরেঃ করঃ যেন বলিনা ভিক্ষা-পাত্রকৃতঃ।।৩৯।।

অথ উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী --

উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগ্যসৌ যেন নেষ্যতে।
হরিণা দীয়মানোঽপি সার্ষ্ট্যাদিস্তুষ্যতা বরঃ।।৪০।।
পূর্বতোঽত্র বিপর্যস্তকারকত্বং দ্বয়োর্ভবেৎ।
অস্মিন্নুদ্দীপনাঃ কৃষ্ণকৃপালাপ-স্মিতাদয়ঃ।।৪১।।
অনুভাবাস্তদুৎকর্ষবর্ণন-দ্রঢ়িমাদয়ঃ।
অত্র সঞ্চারিতা ভূম্না ধৃতেরেব সমীক্ষতে।।৪২।।

ত্যাগোৎসাহরতির্ধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহোদিতঃ।
ত্যাগেচ্ছা তাদৃশী প্রৌঢ়া ত্যাগোৎসাহ ইতীর্যতে।।৪৩।।

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে –

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।।৪৪।।

অনুবাদ। অনন্তর উপস্থিত দুর্লভার্থত্যাগী শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি অথবা অন্য যে কোন বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যে ভক্ত তাহা (ভগবৎ সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই) গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে 'উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগী' বলে। পূর্ব হইতে এস্থলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কারক-বিপর্যয় হইল, অর্থাৎ ভক্ত সম্প্রদান এবং ভগবান্ অপাদান কারক। এইরসে কৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্যাদি উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বর্ণনে দৃঢ়তাই অনুভাব এবং ধৈর্যেরই প্রবল ব্যভিচারিতা দেখা যাইতেছে। ত্যাগোৎসাহ রতিকেই এই রসে স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। ঐরূপ (সার্ষ্ট্যাদিতে অনিচ্ছাময়ী) প্রৌঢ়া ত্যাগেচ্ছাকেই ত্যাগোৎসাহরতি বলা হয়। যথা—শ্রীধ্রুব বলিলেন—"হে দেব! আমি রাজসিংহাসন কামনা করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু ভাগ্যবশতঃ দেব মুনীন্দ্রগুহ্য আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। কেহ যেরূপ কাচ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াও দিব্য রত্ন পাইতে পারে, তদ্রূপ আমিও আপনাকে পাইলাম। হে স্বামিন! আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর প্রার্থনা করি না।।৪০-৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তুষ্যতা হরিণা দীয়মানোঽপি সার্ষ্ট্যাদিবরঃ যেন নেষ্যতে, স উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বয়োর্ভক্তভগবতো বিপর্যস্তকারকত্ব ভগবতোঽপাদানত্বং, ভক্তস্য তু সম্প্রদানত্বমিতি পূর্বস্মাৎ বিপর্যয়ো জ্ঞেয়ঃ।।৪১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ধৃতের্ধৈর্যসঞ্চারিণ এব ভূম্নাতি শয়েন সঞ্চারিতা ঈক্ষ্যতে।।৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তাদৃশী সার্ষ্ট্যাদ্যনিচ্ছাময়ী।।৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্থানেতি শ্রীধ্রুববাক্যম্। স্থানং রাজসিংহাসনম্ তৎকামোঽহং যথা কাচং বিচিন্বন্ জনো দিব্যরত্নং প্রাপ্য কৃতার্থো ভবতি, পুনঃ কাচং ন যাচতে, তদ্বদ্ বরং ন যাচে।।৪৪।।

যথা বা তৃতীয়ে (৩।১৫-৪৮) –

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ।।৪৫।।

অনুবাদ। হে ভগবন্। ভবদীয় যশ পরম মনোহর, সুতরাং একমাত্র কীর্তনযোগ্য ও পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। যে সকল কুশল-রসতত্ত্ববিৎ আপনার শ্রীচরণে শরণাগত, তাঁহাদিগকে যদি আপনি মোক্ষপদও দিতে অগ্রসর হ'ন, তথাপি তাঁহারা উহাকে গ্রাহ্য

করেন না, আপনার কুটিল-কটাক্ষের ভয়যুক্ত ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আত্যন্তিকং মোক্ষং তে প্রসাদং ন গণয়ন্তি, তব ভ্রুব উন্ময়ৈর্বিক্ষেপকরূপৈঃ কালৈঃ অর্পিতভয়মন্যৎ স্বর্গাদিকং কিং গণয়ন্তি? এবন্তূতাঃ কে তত্রাহ—যে ইতি। কীর্তনার্হং তীর্থরূপং যশো যস্য তস্য ভগবতঃ কথায়া যে রসজ্ঞাস্ত এব নান্যে।।৪৫।।

অয়মেব ভবন্নুচ্চৈঃ প্রৌঢ়ভাববিশেষভাক্।
ধুর্যাদীনাং তৃতীয়স্য বীরস্য পদবীং ব্রজেৎ।।৪৬।।

অনুবাদ। এই উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগীই অতিপ্রৌঢ় দাস্যরূপ-ভাববিশেষ সাধন করিতে করিতে (এই গ্রন্থের অর্থাৎ ভক্তিসরামৃতসিন্ধুর ৩।২।৪ প্রোক্ত) ধুর্য, ধীর ও বীর—এই ত্রিবিধ পার্ষদের মধ্যে তৃতীয় 'বীর'-সংজ্ঞক দাসের পদবী প্রাপ্ত হ'ন।।৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অয়মুপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী প্রৌঢ়-দাস্যরূপ ভাববিশেষভাগ্ ভবন্।।৪৬।।

অথ দয়াবীরঃ —

কৃপার্দ্রহৃদয়ত্বেন খণ্ডশোদেহয়র্ম্পন্।
কৃষ্ণায়াচ্ছন্নরূপায় দয়াবীর ইহোচ্যতে।।৪৭।।

অনুবাদ। অনন্তর দয়াবীর। যিনি দয়ার্দ্রচিত্তে নিজদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছন্নমূর্তি কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাকে এই রসশাস্ত্রে 'দয়াবীর'-বলা হয়।।৪৭।।

উদ্দীপনা হই প্রোক্তাস্তাদার্তিব্যঞ্জনাদয়ঃ।
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি বিপন্নত্রাণশীলতা।।৪৮।।
আশ্বাসনোক্তয়ঃ স্থৈর্যমিত্যাদ্যাস্তত্র বিক্রিয়াঃ।
ঔৎসুক্যমতিহর্যাদ্যা জ্ঞেয়াঃ সঞ্চারিণো বুধৈঃ।।৪৯।।
দয়োৎসাহরতিস্ত্বত্র স্থায়িভাব উদীর্যতে।
দয়োদ্রেকভৃদুৎসাহো দায়োৎসাহ ইহোদিতঃ।।৫০।।

অনুবাদ। যাঁহাকে দয়া করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক পীড়াব্যঞ্জনাদি এই দয়াবীর-রসে উদ্দীপন বলিয়া কথিত। স্বীয়-প্রাণ-বিনিময়েও বিপন্নের ত্রাণশীলতা, আশ্বাসবাক্য, স্থিরতাদি ইহার বিক্রিয়া অর্থাৎ অনুভাব। ঔৎসুক্য, মতি, হর্ষাদি ইহার সঞ্চারিভাব, দয়োৎসাহরতি স্থায়িভাব। এই রসে দয়াতিশয্যযুক্ত উৎসাহকে 'দয়োৎসাহ' বলা হইয়াছে।।৪৮-৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্মিন্ দয়া কার্যা তস্য পীড়া ব্যঞ্জনাদয় উদ্দীপনাঃ প্রোক্তাঃ।।৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্র রসে বিজ্ঞেয়াঃ অনুভাবাঃ। (দয়োৎসাহেতি) 'কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যদপেক্ষতে। অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে' ইতি (৩।২।৫৩) পূর্বোক্তত্বাদিতি ভাবঃ।।৪৯।।

যথা —

বন্দে কুড়্মলিতাঞ্জলির্মুহুরহং বীরং ময়ূরধ্বজং
যেনার্ধং কপটদ্বিজায় বপুষঃ কংসদিষে দিৎসতা।
কষ্টং গদ্গদিকাকুলোঽস্মি কথনারম্ভাদহো ধীমতা
সোল্লাসং ক্রকচেন দারিতমভূৎ পত্নীসুতাভ্যাং শিরঃ।।৫১।।

অনুবাদ। অহো, যাঁহার কথারম্ভে আমি কষ্টানুভব করিয়া গদ্গদকণ্ঠ হইতেছি, যে বুদ্ধিমান্ কপটব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণকে স্বদেহের অর্ধাংশ দান করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজপত্নী ও পুত্রের হস্তে উল্লাসভরে করাতদ্বারা স্বমস্তক বিদারিত করিয়াছিলেন, সেই বীর ময়ূরধ্বজকে আমি মুহুর্মুহু কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা করি।।৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কপটদ্বিজায় কৃষ্ণায় বপুষোঽর্ধং দিৎসতা যেন ধীমতা 'করাত' ইতি প্রসিদ্ধেন ক্রকচেন করণেন পত্নীপুত্রাভ্যাং দ্বারা স্বশিরঃ সোল্লাসং যথা স্যাত্তথা দারিতং, তং ময়ূরধ্বজমহং বন্দে, যস্য চেষ্টায়াঃ কথনারম্ভত এব অহং গদ্গদাকুলোঽস্মি—ইদমেব মহৎ কষ্টমিতি ভাবঃ।।৫১।।

হরেশ্চেত্তত্ত্ববিজ্ঞানং নৈবাস্য ঘটতে দয়া।
তদভাবে ত্বসৌ দানবীরেঽন্তর্ভবতি স্ফুটম্।।৫২।।
বৈষ্ণবত্বাদ্ রতিঃ কৃষ্ণে ক্রিয়তেঽনেন সর্বদা।
কৃতাত্র দ্বিজরূপে চ ভক্তিস্তেনাস্য ভক্ততা।।৫৩।।
অন্তর্ভাবং বদন্তোঽস্য দানবীরে দয়াত্মনঃ।
বোপদেবাদয়ো ধীরা বীরমাচক্ষতে ত্রিধা।।৫৪।।

অনুবাদ। যদি ময়ূরধ্বজের এই তত্ত্বজ্ঞান হইত যে, ইনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ, তাহা হইলে আর তাঁহার দয়া হইত না, এবং দয়ার অভাবে তিনিও স্পষ্টতঃ দানবীরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেন। এই রাজা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া সর্বদা কৃষ্ণকে রতিবিধানই করিতেন, এইস্থলে ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণেতে ভক্তিবিধান করাতে তাঁহার ভক্ততাই প্রমাণিত হইল। বোপদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দয়াবীরকে দানবীরের অন্তর্গত করিয়া বীররসে ত্রিবিধত্বই স্বীকার করিয়াছেন।।৫২-৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হরেরিতি নায়ং ব্রাহ্মণঃ, কিন্তু হরিরেবেতি তত্ত্ববিজ্ঞানে দয়া নোৎপদ্যতে, ততশ্চ তদভাবে তস্যা দয়ায়া অভাবে।।৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈষ্ণবত্বাৎ বিষ্ণুভক্তিযুক্তত্বাৎ দ্বিজরূপে কৃষ্ণে ভক্তিঃ কৃতা, তেন হেতুনা অস্য ভক্ততা জ্ঞেয়া।।৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বোপদেবাদয়ঃ পণ্ডিতাঃ অস্য দয়াবীরস্য দানবীরে এবান্তর্ভাবং বদন্তস্ত্রিধা ত্রিবিধা এব বীরমাচক্ষতে, ন তু চতুর্ধা।।৫৪।।

অথ **ধর্ম বীরঃ** —

কৃষ্ণৈকতোষণে ধর্মে যঃ সদা পরিনিষ্ঠিতঃ।
প্রায়েণ ধীরশান্তস্তু ধর্মবীর স উচ্যতে।।৫৫।।

অনুবাদ। ধর্মবীর। শ্রীহরি-পরিতোষণরূপ ধর্মেই যিনি সর্বদা পরিনিষ্ঠিত হইয়াছেন,- এতাদৃশ ধীরশান্ত ব্যক্তিকেই প্রায়শঃ 'ধর্মবীর' বলা হয়।।৫৫।।

উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদয়।
অনুভাবা নয়াস্তিক্য-সহিষ্ণুত্ব-যমাদয়ঃ।
মতি-স্মৃতি-প্রভৃতয়ো বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।।৫৬।।
ধর্মোৎসাহরতির্ধীরৈঃ স্থায়িভাব ইহোচ্যতে।
ধর্মৈকাভিনিবেশস্তু ধর্মোৎসাহো মতঃ সতাম্।।৫৭।।

অনুবাদ। সচ্ছাস্ত্র শ্রবণাদি এই ধর্মবীররসের উদ্দীপন; নীতি, আস্তিক্য, সহিষ্ণুতা, যমাদি অনুভাব; মতি ও স্মৃতি প্রভৃতিকে ব্যভিচারী বলিয়া জানিবে। ধীরগণ এই রসে ধর্মোৎসাহরতিকেই স্থায়িভাব বলিয়াছেন, ধর্মেই মাত্র অভিনিবেশ হইলে ধর্মোৎসাহ হয়--ইহাও সাধু-সজ্জনের সম্মত।।৫৬-৫৭।।

যথা --

ভবদভি রতিহেতূন্ কুর্বতা সপ্ততন্তূন্ পুরমভি পুরুহূতে নিত্যমেবোপহূতে।
দনুজদমন তস্যাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ গণ্ডঃ সুচিরমরচি শচ্যাঃ সব্যহস্তাঙ্কশায়ী।।৫৮।।

অনুবাদ। হে দৈত্যনাশন কৃষ্ণ! তোমাতে রতিলাভের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির নিজপুরে যজ্ঞভাগ গ্রহণ জন্য নিত্যই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেন বলিয়া বহুকাল শচীপতি-বিরহে বামহস্তে গণ্ডদেশ স্থাপনপূর্বক শোক করিয়াছেন।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে দনুজদমন! ভবতঃ প্রীতিহেতূন সপ্ততন্তূন যজ্ঞান্ কুর্বতা পাণ্ডুপুত্রেণ যুধিষ্ঠিরেণ পুরমভি স্বপুরে পুরুহূতে ইন্দ্রে যজ্ঞভাগ-গ্রহণার্থং নিত্যমেব উপহূতে সতি তস্যাঃ শচ্যাঃ গণ্ডঃ বামহস্তাঙ্কশায়ী চিরকালং ব্যাপ্য অরচি। তথা চ নিত্যং যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থমাগতস্য ইন্দ্রস্য বিরহেণ শচী বামহস্ততলে গণ্ডং দত্ত্বা শোচতি স্মেত্যর্থঃ।।৫৮।।

যজ্ঞঃ পূজা-বিশেষোঽস্য ভূজাদ্যঙ্গানিবৈষ্ণবঃ।
ধ্যাত্বেন্দ্রাদ্যাশ্রয়ত্মেন যদেম্বাহুতিরর্প্যতে।।৫৯।।
অয়ন্তু সাক্ষাত্তস্যৈব নির্দেশাৎ কুরুতে মখান্।
যুধিষ্ঠিরোঽম্বুধিঃ প্রেম্ণাং মহাভাগবতোত্তমঃ।।৬০।।

অনুবাদ। এইস্থলে 'যজ্ঞ' বলিতে পূজাবিশেষই বুঝাইতেছে। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের ভূজাদি অঙ্গের আশ্রয়রূপে অর্থাৎ বিভূতিস্বরূপে ইন্দ্রাদিকে ধ্যান করিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রাদিকে আরাধনা না করিয়া এই ইন্দ্রাদিতে যজ্ঞরূপ (পূজাবিশেষ) আহুতি সমর্পণ

করেন বলিয়া বৈষ্ণবদের অনন্যত্বহানি হয় না। আর মহাভাগবতোত্তম প্রেমরত্নাকর যুধিষ্ঠিরও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে যজ্ঞ বিধান করিয়াছেন; সুতরাং তাহাতে আর অনন্যত্বহানির আশঙ্কাই উঠে না।।৫৯-৬০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথাত্র বৈষ্ণবৈর্যদিন্দ্রায় স্বাহেত্যাহুতিরর্প্যতে, তৎ খলু ইন্দ্রাদিলোকপালাশ্রয়ত্বেন ভগবদ্-ভুজাদ্যঙ্গানাং পূজনমেব জ্ঞেয়ম্। তথা চেন্দ্রাদয়ো ভগবদ্ভুজাদ্যঙ্গানাং বিভূতয় ইতি বুদ্ধ্যৈব বৈষ্ণবৈরাহুতিরর্প্যতে। ন তু ইন্দ্রঃ স্বতন্ত্রদেবতা, তস্যারাধনমস্মাভিঃ ক্রিয়ত ইতি বুদ্ধ্যেত্যাশয়েনাহ-- যজ্ঞ ইতি। অস্য ভগবতঃ ভুজাদ্য-ঙ্গানি বৈষ্ণবৈরিন্দ্রাদ্যাশ্রয়ত্বেন ধ্যাত্বা এষু যজ্ঞপূজাবিশেষরূপা আহুতিরর্প্যতে যৎ, অতো বৈষ্ণবানাম্ 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্' ইতি গীতোক্তানন্যত্বস্যাহানিরিতি জ্ঞেয়ম্।।৫৯।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস-নিরূপণে
বীরভক্তিরসলহরী তৃতীয়া।।৩।।

দানাদিত্রিবিধং বীরং বর্ণয়ন্তঃ পরিস্ফুটম্।
ধর্মবীরং ন মন্যন্তে কতিচিদ্ধনিকাদয়ঃ।।৬১।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
বীরভক্তিরসলহরী তৃতীয়া।

অনুবাদ। ধনিকাদি কতিপয় পণ্ডিত দানাদি ত্রিবিধ বীরকে স্পষ্টতঃ স্বীকার করতঃ ধর্মবীরকে মানেন না।।৬১।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে তৃতীয়া
বীরভক্তিরসলহরীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।



করুণভক্তিরসাখ্যা চতুর্থলহরী

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসো হি করুণাভিধঃ।।১।।

অনুবাদ। আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা শোকরতি সাধুগণের অর্থাৎ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে করুণনামক ভক্তিরস হয়।।১।।

অব্যুচ্ছিন্ন-মহানন্দোঽপ্যেষ প্রেমবিশেষতঃ।
অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্য চ প্রিয়ঃ।।২।।
তথানবাপ্ততদ্ভক্তিসৌখ্যশ্চ স্বপ্রিয়ো জনঃ।
ইত্যস্য বিষয়ত্বেন জ্ঞেয়া আলম্বনাস্ত্রিধা।।৩।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন-মহানন্দ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে কোনই অনিষ্টাশঙ্কা না থাকিলেও প্রেমবিশেষ বশতঃ অনিষ্টপ্রাপ্তিভাজন-স্বরূপে বেদ্য হইলে তিনি করুণরসের বিষয় আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন এবং যাঁহারা ভক্তিসুখশূন্য অথচ ভক্তগণের পিতৃ-পুত্রাদি বন্ধুবর্গ, তাঁহারাও করুণরসের আলম্বন। সুতরাং বিষয়ত্ব হেতু করুণ-ভক্তিরসে তিন প্রকার আলম্বন জানিতে হইবে।।২-৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দোঽপি এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যদ্যপ্যস্মিন্নানন্দ স্বরূপেঽনিষ্ট-সম্ভাবনা নাস্তি, তথাপি প্রেমবিশেষাদ্ধেতোঃ অনিষ্টপাপ্তেরস্পদতয়া বেদ্যঃ করুণ-রসবিষয়ঃ। এবমস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি প্রিয়জনঃ করুণরস-বিষয়ঃ।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তথানবাপ্ততদ্ভক্তিসৌখ্যঃ বৈষ্ণবত্বাদ্যভাবেন ভগবদ্‌ভক্তি-সুখরহিতঃ, স্বপ্রিয়জনঃ স্বেষাং ভক্তানাং পিতৃপুত্রাদিবন্ধুবর্গঃ করুণরসবিষয়ঃ। এবং সতি অস্য রসস্য ত্রিবিধজন এব বিষয়ালম্বনঃ জ্ঞেয়ঃ।।৩।।

তত্তদ্বেদী চ তদ্ভক্ত আশ্রয়ত্বেন চ ত্রিধা।
সোঽপ্যৌচিত্যেন বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়ঃ শান্তাদিবর্জিতঃ।
তৎকর্ম্মগুণরূপাদ্যা ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ।।৪।।

অনুবাদ। ঐরূপ কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ বিষয়ালম্বনের অনুভবকারী ত্রিবিধ ভক্তজনই এই রসের আশ্রয়ালম্বন। শান্তভক্তে (অধিকৃত শরণ্যজনেও) প্রায়ই করুণ রস উদিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম, গুণ ও রূপাদি এই রসে উদ্দীপন।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্তদ্‌ বদীতাদৃশকৃষ্ণাদিত্রয়ানুভবকর্তা ত্রিবিধো ভক্তজনঃ, অস্য রসস্যাশ্রয়া-লম্বনো জ্ঞেয়ঃ। শান্তভক্তেষু প্রায়ঃ করুণরসো নোদেতীতি ভাবঃ।।৪।।

অনুভাবা মুখে শোষো বিলাপঃ স্রস্তগাত্রতা।
শ্বাসক্রোশনভূপাত ঘাতোরস্তাড়নাদয়ঃ।।৫।।

অনুবাদ। মুখশোষ, বিলাপ, শিথিলগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন, ভূমিতে পতন, আঘাত-প্রাপ্তি এবং হস্তদ্বারা ভূ-তাড়নাদি অনুভাব।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনুভাবা ইতি—ভুবি পাতঃ ভুবি ঘাতশ্চ হস্তেন ভুতাড়নমিতি দ্বয়ং জ্ঞেয়ম্।।৫।।

অত্রাষ্টৌ সাত্ত্বিকা জাড্যনির্বেদগ্লানিদীনতাঃ।
চিন্তা বিষাদ ঔৎসুক্য-চাপলোন্মাদ মৃত্যবঃ।।
আলস্যাপস্মৃতিব্যাধিমোহাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।।৬।।

অনুবাদ। এই রসে সাত্ত্বিকভাব ৮ প্রকার। জাড্য, নির্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মৃতি, ব্যাধি ও মোহাদি এই রসে ব্যভিচারী ভাব।।৬।।

হৃদি শোকতয়াংশেন গতা পরিণতিং রতিঃ।
উক্তা শোকরতিঃ সৈব স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে।।৭।।

অনুবাদ। অনিষ্টপ্রাপ্তি প্রতীতিরূপ শোকত্বাংশে পরিণতিপ্রাপ্তা রতিকে শোক-রতি কহে; ইহাই করুণভক্তিরসে স্থায়িভাব।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অংশেনানিষ্টাপ্তি—প্রতীতিরূপেণ স্বীয়বিশেষণেন।।৭।।

তত্র কৃষ্ণো, যথা শ্রীদশমে (১০।১৬।১০) —

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্ট মালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখাভিশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ।।৮।।

অনুবাদ। এই রসে আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, যথা শ্রীদশম স্কন্ধে (১০।১৬।১০)—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণেই আত্মা, সুহৃদ, অর্থ, কলত্র ও কামনাদি সমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়নাগের দেহদ্বারা পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অতিশয় আর্ত হইলেন এবং দুঃখ, অনুশোচনা ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তৎপ্রিয়সখাশ্চ পশুপাশ্চান্যে।।৮।।

যথা বা—

ফণিহ্রদমবগাঢ়ে দারুণং পিঞ্ছচূড়ে স্খলদশিশির-বাষ্পস্তোমধৌতোত্তরীয়া।
নিখিলকরণবৃত্তিস্তম্ভিনীমাললম্বে বিষমগতিমবস্থাং গোষ্ঠরাজস্য রাজ্ঞী।।৯।।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ দারুণ কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিলে জননী যশোদা গলিত-উষ্ণ বাষ্পসমূহে উত্তরীয়বস্ত্র আর্দ্র করিয়া সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিস্তম্ভকারিণী এক বিষম অবস্থাই প্রাপ্ত হইলেন।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দারুণং কালিয়হ্রদং শ্রীকৃষ্ণেঽবগাঢ়ে সতি বাষ্প-সমূহেন ধৌতমুত্তরীয়বস্ত্রং যস্যা এবম্ভূতা যশোদা নিখিলান্তঃকরণবৃত্তি-স্তম্ভিনীমবস্থানামাললম্বে।।৯।।

তস্য প্রিয়জনো, যথা —

কৃষ্ণপ্রিয়াণামাকর্ষে শঙ্খচূড়েন নির্মিতে।
নীলাম্বরস্য বক্ত্রেন্দুর্নীলিমানং মুহুর্দধে।।১০।।

অনুবাদ। তাঁহার প্রিয়জন যথা—শঙ্খচুড় (শ্রীরাধাদি) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণকে আকর্ষণ করিলে নীলাম্বর শ্রীবলদেবের বদন-সুধাকর মুহুর্মুহু নীলিমা ধারণ করিলে অর্থাৎ শোকে বৈবর্ণ সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইল।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধাদিপ্রিয়াণামাকর্ষে কৃতে সতি নীলাম্বরস্য বলদেবস্য মুখং নীলিমানং দধে, শোকেন বৈবর্ণ্যসাত্ত্বিকোদয়জাত ইতি ভাবঃ।।১০।।

স্বপ্রিয়ো, যথা হংসদূতে —

বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-
স্বয়ম্ভুচূড়াগ্রৈর্লুলিতশিখরাঃ পাদনখরাঃ।
ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ
স দেবর্ষির্মুক্তানপি মুনিগণান্ শোচতি ভৃশম্।।১১।।

অনুবাদ। স্বপ্রিয়, যথা হংসদূতে—ব্রজবালকগণকে চুরি করিয়া অপরাধী ব্রহ্মা মুকুটাগ্রভাগদ্বারা যাঁহার পদনখরসমূহ অতিসন্তর্পণে সংস্পর্শ করিয়াছেন, সেই পাদনখরসমূহ দর্শনে পরমানন্দে বিহ্বল দেবর্ষি নারদ স্বজাতীয় বলিয়া প্রিয় প্রাপ্তসাযুজ্য মুনিগণের জন্য মহাশোক করিতে লাগিলেন। সাংসারিক লোকেরা কখনও আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মের মাধুর্যানুভব করিতেও পারে, কিন্তু প্রাপ্তসাযুজ্য মুক্তগণের সেই সম্ভাবনা আদৌ নাই বলিয়াই দেবর্ষির শোকোদয়, বুঝিতে হইবে।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদনখরা বিরাজন্তে; কথম্ভূতাঃ? শিশুগণ-চৌর্যেণ ব্রহ্মণা মুকুটাগ্রৈঃ করণেন লুলিতাঃ মর্দিতাঃ শিখরা অগ্রভাগা যেষাং তথাভূতাঃ। 'ললু মর্দনে' ইত্যস্য নিষ্ঠায়াং প্রয়োগাৎ। যান্ পাদনখরান্ আলোক্য পরমানন্দবিবেশো দেবর্ষির্নারদঃ স্বজাতীয়ত্বেন প্রিয়ান্ মুনিগণান্ মুক্তান্ প্রাপ্তসাযুজ্যান্ শোচতি। সাংসারিকাণাং নারদাদিমহদনুগ্রহবশাৎ কদাচিৎ চরণারবিন্দমাধুর্যানুভবে সম্ভাবনা বর্ততে তস্মান্ন শোচতি। প্রাপ্তসাযুজ্যানাত্তু পুনরুত্থানাভাবাৎ সম্ভাবনাপি নাস্তীতি তান্ শোচতীতি জ্ঞেয়ম্।।১১।।

যথা বা —

মাতর্মাদ্রি গতা কুতস্ত্বমধুনা হা ক্বাসি পাণ্ডো পিতঃ,
সান্দ্রানন্দ-সুধাব্ধিরেষ যুবয়োর্নাভূদ্দৃশাং গোচরঃ।
ইত্যুচ্চৈর্নকুলানুজো বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রমোদাকুলো,
গোবিন্দস্য পদারবিন্দযুগলপ্রোদ্দামকান্তিচ্ছটাম্।।১২।।

অনুবাদ। আর, যথা—সহদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের নির্মযাদ-কান্তিচ্ছটাদর্শনে প্রমোদপূর্ণ হইয়াবিলাপ করিতেছেন—"হে মাতঃ মাদ্রি! এক্ষণে তুমি কোথায়? হে পিতঃ পাণ্ডো! তুমি কোথায়? অহো! এই নিবিড় আনন্দ-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা দেখিতে পাইলে না"।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নকুলানুজঃ সহদেবঃ গোবিন্দস্য পদারবিন্দয়োঃ কান্তিচ্ছটাং প্রেক্ষ্য বিলপতি।।১২।।

রতিং বিনাপি ঘটতে হাস্যাদেরুদ্গমঃ ক্বচিৎ।
কদাচিদপি শোকস্য নাস্য সম্ভাবনা ভবেৎ।।১৩।।

অনুবাদ। রতি ব্যতিরেকেও স্থলবিশেষে হাসাদির উদ্গম হয়, কিন্তু রতিব্যতীত এই শোকের কখনও সম্ভাবনা নাই।।১৩।।

রতের্ভূম্না ক্রশিম্না চ শোকো ভূয়ান্ কৃশশ্চ সঃ।
রত্যা সহাবিনাভাবাৎ কাপ্যেতস্য বিশিষ্টতা।।১৪।।

অনুবাদ। রতির আধিক্যে শোক প্রবলতর হয়, আর রতির ন্যূনতায় শোকও অল্প হয়। রতি না হইলে শোক হয় না বলিয়া হাসাদি অপেক্ষাও এই শোকরতির বৈলক্ষণ্য অনির্বচনীয় স্বাদ বৈশিষ্ট্য সূচিত হইল।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রতের্ভূম্না আধিক্যেন শোকোঽপি ভূয়ান্ ভূয়াৎ, রতেঃ ক্রশিম্না অল্পত্বেন শোকাঽপি কৃশঃ অল্পো ভবেৎ। অতস্য শোকস্য রত্যা সহাবিনাভাবাৎ শোকোৎপত্তির্ন জায়তে, হাসাদ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টতা আধিকং জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ।।১৪।।

অপি চ —

কৃষ্ণৈশ্বর্যাদ্যবিজ্ঞানং কৃতং নৈষামবিদ্যয়া।
কিন্তু প্রেমোত্তর-রসবিশেষেণৈব তৎ কৃতম্।।১৫।।

অনুবাদ। ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে অনিষ্টানুসন্ধান আসে না; আবার অনিষ্টানুসন্ধান-ব্যতীতও শোকাৎপত্তি হয় না। ঐশ্বর্যবিষয়ে অজ্ঞানগাঢ় প্রেমবিশেষেই হয়, অবিদ্যা-দ্বারা নহে; যেহেতু মায়াতীত তাদৃশ সিদ্ধ-ভক্তে অবিদ্যার অধিকার নাই।।১৫।।

অতঃ প্রাদুর্ভবন্ শোকা লব্ধাঽপ্যুদ্ভটতাং মুহুঃ।
দুরূহামেব তনুতে গতিং সৌখ্যস্য কামপি।।১৬।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
করুণভক্তিরসলহরী চতুর্থী।

অনুবাদ। অতএব শোক উদ্ভটতা লাভ করিয়া কোনও অনির্বচনীয় সুখের দুরূহা গতিই বিস্তার করে।।১৬।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর-বিভাগে গৌণভক্তিরস-নিরূপণে করুণ-ভক্তিরস-নাম্নী
চতুর্থ লহরীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথৈশ্বর্যজ্ঞান-সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণে অনিষ্টানুসন্ধানং নোৎপদ্যতে, অনিষ্টানুসন্ধানং বিনা শোকোৎপত্তির্ন জায়তে, ঐশ্বর্যস্যাজ্ঞানং প্রেমবিশেষেণৈব কৃতং, ন তু অবিদ্যয়া, মায়োত্তীর্ণেষু তাদৃশসিদ্ধভক্তেষু অবিদ্যায়া অধিকারাভাবাদিত্যাশয়েনাহ—কৃষ্ণৈশ্বর্যেতি। উদ্ভটতাং লব্ধোঽপি শোকঃ কামপ্যনির্বচনীয়াং সৌখ্যস্য গতিং তনুতে। কিন্তু দুরূহাং আগন্তুক-দুঃখানুভবে নামৃতাং, তাদৃশদুঃখ-সুখরূপত্বং যুক্ত্যা প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তস্মাদস্তেব করুণরসেঽপি সুখময়ত্বমিতি ভাবঃ।।১৫-১৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
করুণভক্তিরসলহরী চতুর্থী।।৪।।



রৌদ্রভক্তিরসাখ্যা পঞ্চমলহরী

নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।

হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ।।১।।

অনুবাদ। ভক্ত হৃদয়ে নিজোচিত বিভাবাদির সহিত পুষ্টিপ্রাপ্ত ক্রোধরতি 'রৌদ্রভক্তিরস' সংজ্ঞায় অভিহিত।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্তজনস্য হৃদি, বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং প্রাপ্তা ক্রোধরতিরেব রৌদ্রভক্তিরসো ভবেদিত্যন্বয়ঃ।।১।।

কৃষ্ণো হিতোঽহিতশ্চেতি ক্রোধস্য বিষয়স্ত্রিধা।

কৃষ্ণে সখী-জরত্যাদ্যাঃ ক্রোধস্যাশ্রয়তাং গতাঃ।

ভক্তাঃ সর্ববিধা এব হিতে চৈবাহিতে তথা।।২।।

অনুবাদ। কৃষ্ণ, হিত ও অহিত-ভেদে ক্রোধের বিষয় তিনপ্রকার। কৃষ্ণ-বিষয়ে সখী জরতী প্রভৃতি ক্রোধের আশ্রয়ালম্বন; এবং হিতবিচারে ও অহিত বিষয়েও ক্রোধের সখী, জরতী প্রভৃতিই আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকে।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৃষ্ণে কৃষ্ণবিষয়ে ক্রোধস্য সখীজরত্যাদ্যাং সর্ববিধা ভক্তা এবাশ্রয়ালম্বনাঃ। এবং হিতে বিষয়ে অহিতে বিষয়ে চ ক্রোধস্য সখীজরত্যাদ্যাঃ আশ্রয়ালম্বনা ভবন্তীত্যন্বয়ঃ।।২।।

তত্র কৃষ্ণে সখ্যাঃ ক্রোধঃ –

সখীক্রোধে ভবেৎ সখ্যাঃ কৃষ্ণাদত্যাহিতে সতি।।৩।।

অনুবাদ। তথায় কৃষ্ণে সখীর ক্রোধ—সখীর অর্থাৎ স্বযূথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণ হইতে অতিভয় হইলে শ্রীকৃষ্ণে সখীর ক্রোধ হয়।।৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সখ্যাঃ স্বযূথেশ্বর্যাঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ অত্যাহিতে অতি-ভয়ে সতি শ্রীকৃষ্ণে সখীনাং ক্রোধো ভবেৎ।।৩।।

যথা বিদগ্ধমাধবে —

অঃন্তক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং

নায়ং বঞ্চন সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।

অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে,

হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ।।৪।।

অনুবাদ। যথা বিদগ্ধ-মাধবে—(শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপরীক্ষা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে তাঁহা হইতে শ্রীরাধার মহাভয় দেখিয়া ক্রোধে ললিতার উক্তি—) হে মেধাবিনি রাধে! অদ্য আমরা অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরীতেই যাইতেছি, তথাপি ইনি বঞ্চনারচনপটু

হাস্য পরিত্যাগ করিলেন না। মহাকপটী এই গোপ-বধূটী-কামুক কৃষ্ণে তোমার এত গরীয়ান্ প্রেম হইল কি প্রকারে।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতা ইত্যস্য প্রকরণে প্রেম-পরীক্ষার্থং কৃতৌদাসীন্য-প্রায়াৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ, শ্রীরাধায়া অত্যাহিতং দৃষ্ট্বা সখ্যঃ সক্রোধমাহুঃ—বয়ং যমপুরং যামঃ, তথাপ্যয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বঞ্চনাসমূহকরণশীলং হাসং ন ত্যজতি। গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে আচ্ছন্নে তথা আভীরপল্লীনাং গোপজাতিস্ত্রীণাং, বিটে কামুকেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে হে রাধে! তব প্রেম গরীয়ান্ কথমভূৎ।।৪।।

তত্র জরত্যাঃ ক্রোধঃ –

ক্রোধো জরত্যা বধ্বাদিসম্বন্ধে প্রেক্ষিতে হরৌ।।৫।।

অনুবাদ। তথায় কৃষ্ণের প্রতি জরতীর ক্রোধ—জরতী প্রভৃতি সকল ব্রজবাসীদেরই শ্রীকৃষ্ণে সাহজিক প্রীতি থাকিলেও বধূ প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ দেখিলে ইহজগতে অপ্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে অধর্ম—এই দুইটি নিরাকরণচেষ্টায় হিতৈষী ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ হয়।।৫।।

যথা –

অরে যুবতিতস্কর প্রকটমেব বধ্বাঃ পট-
স্তবোরসি নিরীক্ষ্যতে বত নে নেতি কিং জল্পসি।
অহো ব্রজনিবাসিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং
ব্রজেশ্বরসুতেন মে সুতগৃহেঽগ্নিরুত্থাপিতঃ।।৬।।

অনুবাদ। যথা—অরে যুবতি-তস্কর! স্পষ্টতঃ তোর বক্ষে বধূর উত্তরীয় দেখিতেছি, তথাপি 'না না' বলিতেছিস্ কেন? হে ব্রজবাসিগণ! তোমরাও কি আমার চীৎকার শ্রবণ করিতেছ না? ব্রজেন্দ্রনন্দন আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জরতী প্রভৃতি সর্বেষামেব ব্রজবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণে সাহজিকপ্রেমা জাগরূক এবেতি বিদ্যতে, তথাপি বধ্বাদিসহ শ্রীকৃষ্ণস্য সম্বন্ধে দৃষ্টে সতি ইহ লোকে অপ্রতিষ্ঠা, পরলোকে অধর্মঃ, অনয়োর্নিরাকরণোদ্যমে বহির্হিতৈষিণাং-তেষাং শ্রীকৃষ্ণে ক্রোধ ইত্যশয়েনাহ—হে ব্রজবাসিনঃ মম বিক্রোশনং কিং ন শৃণুত।।৫-৬।।

গোবর্ধনং মহামল্লং বিনান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
সর্ব্যেষামেব গোবিন্দে রতিঃ প্রৌঢ়া বিরাজতে।।৭।।

অনুবাদ। চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য তোষলনামক জনৈক কংসাধীন গোপ আগন্তুক হিসাবে ব্রজে বাস করিয়া 'গোবর্ধন'-নামে খ্যাত হইয়াছিল।এই গোবর্ধন ব্যতীত সকল ব্রজবাসীরই গোবিন্দে প্রৌঢ়া রতি বিরাজমান ছিল।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোবর্ধনমিতি সোঽয়ং চন্দ্রাবল্যাঃ পতিম্মন্যঃ কংসস্য কশ্চিদ্ গোপঃ আগন্তুকতয়া কৃত-ব্রজবাস ইতি ক্বচিৎ প্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ তং বিনা।।৭।।

অথ **হিতঃ**--

হিতস্ত্রিধানবহিতঃ সাহসী চের্ষ্যুরিত্যপি।।৮।।

অনুবাদ। অনন্তর হিত--অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ষ্যান্বিত ব্যক্তি ভেদে হিত তিন প্রকার।।৮।।

তত্র **অনবহিতঃ** –

কৃষ্ণপালনকর্তাপি তৎকর্মাভিনিবেশতঃ।
ক্বচিত্তত্র প্রমত্তো যঃ প্রোক্তোঽনবহিতোঽত্র সঃ।।৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অনবহিত--শ্রীকৃষ্ণের পালক হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভোজনাদি-সামগ্রী-সম্পাদন-কার্যে অভিনিবেশবশতঃ যিনি কখনও কৃষ্ণরক্ষাবিষয়ে অসাবধান হন, তাঁহাকে 'অনবহিত' বলা হয়।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভোজনাদি সামগ্রী-সম্পাদনকর্মণি অভিনিবেশ-বশাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণস্য রক্ষায়াং যঃ প্রমত্তঃ অসাবধানঃ ভবেৎ, সঃ অনবহিতঃ প্রোক্তঃ।।৯।।

যথা –

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কুরু মা বিলম্বং বৃথৈব ধিক্ পণ্ডিতমানিনী ত্বম্।
ত্রুট্যৎ-পলাশি-দ্বয়মন্তরা তে বদ্ধঃ সুতোঽসৌ সখি বংভ্রমীতি।।১০।।

অনুবাদ। যথা---শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন-ভঞ্জনলীলায় রোহিণী যশোদাকে বলিলেন--হে মূঢ়ে! এখন উঠ, আর বিলম্ব করিও না! তোমাকে ধিক্, যেহেতু পুত্র শিক্ষাবিষয়ে নিজেকে খুব পণ্ডিত মনে কর। হে সখি! ছিন্নবৃক্ষদ্বয়-মধ্যে তোমার রজ্জুবদ্ধ পুত্রটি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথাত্র দধিভাণ্ডস্ফোটনাপরাধেন শ্রীকৃষ্ণং বদ্ধা তস্য ভোজনার্থং পুনর্দধি-দুগ্ধনবনীতাদি সম্পাদনায় ব্যগ্রচিত্তামতএব শ্রীকৃষ্ণরক্ষায়ামসাবধানাং শ্রীযশোদাং প্রতি উপনন্দা-দীনাং স্ত্রিয় আহুঃ---উত্তিষ্ঠেতি। ধিক্ যত্ত্বং বৃথৈব পণ্ডিতমানিনী পুত্রশিক্ষা-বিজ্ঞমানিনী। ত্রুট্যদিতি---বর্তমান-সামীপ্যে বর্তমানঃ। তথা ত্রুটিতয়োঃ যমলার্জুনয়ো-র্মধ্যে তব সুতো বদ্ধঃ সন্ বংভ্রমীতি।।১০।।

অথ **সাহসী** –

যঃ প্রেরকো ভয়স্থানে সাহসী স নিগদ্যতে।।১১।।

অনুবাদ। অতঃপর সাহসী--যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে (বলিষ্ঠ জানিয়া) ভয়স্থানে প্রেরণ করেন, তাঁহাকে 'সাহসী' বলা হয়।।১১।।

যথা –

গোবিন্দঃ প্রিয়সুহৃদাং গিরৈব যাতস্তালানাং বিপিনমিতি স্ফুটং নিশম্য।
ভ্রূভেদস্থপুটিতদৃষ্টিরাদ্যমেষাং ডিম্ভানাং ব্রজপতিগেহিনী দদর্শ।।১২।।

অনুবাদ। যথা--'প্রিয়সখাদের বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণ তালবনে গিয়াছে'--এই কথা

স্পষ্টভাবে শ্রবণ করিয়া মা যশোদা ভ্রূভঙ্গের বক্রদৃষ্টিতে ঐ বালকগণের মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ইতি নিশম্য শ্রুত্বা ক্রোধেন ভ্রূভেদস্থ-পুটিতা দৃষ্টির্যস্যাঃ সা যশোদা বালকানাং আস্যং মুখং দদর্শ, স্থপুটিতং বিষমীকৃতং 'স্থপুটং বিষমম্' ইতি ত্রিকাণ্ড-শেষঃ', বিষমন্তু নতোন্নত-মিতি।।১২।।

অথ **ঈর্ষ্যুঃ** –

ঈর্ষ্যুর্মানধনা প্রোক্তা প্রৌঢ়ের্ষ্যাক্রান্তানসা।।১৩।।

অনুবাদ। অনন্তর ঈর্ষ্যু—যাঁহাদের মানই একমাত্র ধন এবং প্রৌঢ়া ঈর্ষ্যায় যাঁহাদের চিত্ত আক্রান্ত, তাঁহারাই 'ঈর্ষ্যু'।।১৩।।

যথা –

দুর্মানমন্থমথিতে কথয়ামি কিং তে দূরং প্রযাহি সবিধে তব জাজ্জ্বলীমি।
হা ধিক্ প্রিয়েণ চিকুরাঞ্চিতপিঞ্ছকোট্যা নির্মঞ্ছিতগ্রচরণাপ্যরুণাননাসি।।১৪।।

অনুবাদ। (ললিতা কলহান্তরিতা শ্রীমতী রাধিকাকে বলিতেছেন—) তুমি কি দুস্ত্যজমানরূপ মন্থনদণ্ডে মথিতা হইয়াছ! অতএব তোমাকে আর কি বলিব? তুমি দূরে যাও যেহেতু তোমার নিকটে থাকিয়া আমিও জ্বলিয়া মরিতেছি। হায়! তোমাকে ধিক্! প্রিয়তম কৃষ্ণ তোমার চরণাগ্রভাগকে নিজ চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগদ্বারা (প্রণতিকালে) নির্মঞ্ছন করিয়াছেন, তখনও তুমি রক্তমুখী হইয়াই ছিলে। সম্প্রতি আমরা তাঁহাকে কিরূপে আনয়ন করিব? তুমিই যাইয়া লইয়া আস।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক-বহুতরপ্রণত্যাদিভিস্তথা মানত্যজনার্থং সখীনামনন্ত-প্রার্থনাভিরপি মানস্যাভঙ্গং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণে গতে সতি পশ্চাত্তাপেন বিগতমানাস্মীতি, অতএব শ্রীকৃষ্ণস্যানয়নার্থং ললিতাং প্রার্থয়মানাং শ্রীরাধাং ক্রোধেন সা ললিতা আহ—দুর্মানেতি। হে দুর্মান-মন্থমথিতে! দুর্মান এব মন্থঃ মন্থনদণ্ডঃ তেন মথিতে বিলোড়িতে! তব সবিধে নিকটে অহং জাজ্জ্বলীমি। অতস্ত্বং দূরে প্রযাহি; চূড়াকারেণ কুঞ্চিতপিচ্ছস্য কোট্যাগ্রভাগেন প্রণামসময়ে নির্মঞ্ছিতাগ্রচরণাপি তং তদানীং ক্রোধেন উদ্ধুরা আসীঃ, সম্প্রতি কথম্ অস্মাভিঃ স আনেতব্যঃ, ত্বমেব গত্বা আনয়েতি ভাবঃ।।১৪।।

অথ **অহিতঃ** –

অহিতঃ স্যাদ্দ্বিধা স্বস্য হরেশ্চতি প্রভেদতঃ।।১৫।।

অনুবাদ। অনন্তর অহিত—নিজ অহিত ও হরির অহিত-ভেদে অহিত দুই প্রকার।।১৫।।

তত্র স্বস্যাহিতঃ –

অহিতঃ স্বস্য স স্যাদ্ যঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবাধকঃ।।১৬।।

অনুবাদ। নিজের অহিত—যে ব্যক্তি কৃষ্ণসম্বন্ধের বাধক, সে নিজের 'অহিত'।।১৬।।

যথোদ্ধবসন্দেশে –

কৃষ্ণং মুঞ্চন্নকরুণ বলাগ্দোষ্ঠতো নিষ্ঠুরস্ত্বং
মা মর্যাদাং যদুকুলভুবাৎ ভিন্ধি রে গান্দিনেয়।
পশ্যাভ্যর্ণে ত্বয়ি রথমধিষ্ঠায় যাত্রাং বিধিৎসৌ
স্ত্রীণাং প্রাণৈরপি নিযুতশো হন্ত যাত্রা ব্যধায়ি।।১৭।।

অনুবাদ। যথা, উদ্ধবসন্দেশে—অরে অকরুণ অক্রূর! কৃষ্ণকে গোষ্ঠ হইতে বলপূর্বক চুরি করিয়া তুই অতি নিষ্ঠুরতাই করিতেছিস্! দেখ্ এখনই তুই রথারোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ যাত্রা করিলি! হায়রে! এই নিযুত নিযুত স্ত্রীদেরও প্রাণ যাইবে, সুতরাং অনন্ত স্ত্রীবধজন্য যদুকুলের অপ্রতিষ্ঠা হইবে। তাই বলি—অরে গান্দিনেয়! যদুকুলের মর্যাদা লোপ করিস্ না।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে গান্দিনেয় অক্রূর! ত্বয়ি যাত্রাং বিধিৎসৌ সতি স্ত্রীণামস্মাকং প্রাণৈরপি যাত্রা ব্যধায়ি, অস্মাকং প্রাণা যাস্যন্তীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীকৃষ্ণং গৃহীত্বা তব গমনেচ্ছায়াং সত্যাং অনন্তস্ত্রীবধজন্য-পাপেন যদুকুলস্যাপ্রতিষ্ঠা ভবিষ্যত্যতো যদুকুলভুবাং মর্যাদাং ত্বং মা ভিন্ধি রে।।১৭।।

অথ হরেরহিতঃ –

অহিতস্তু হরেস্তস্য বৈরিপক্ষো নিগদ্যতে।।১৮।।

অনুবাদ। অনন্তর হরির অহিত—হরির শত্রুপক্ষই হরির অহিত বলিয়া কথিত।।১৮।।

যথা –

হরৌ শ্রুতিশিরঃশিখা মণিমরীচিনীরাজিত
স্ফুরচ্চরণপঙ্কজেঽপ্যবমতিং ব্যনক্ত্যত্র যঃ।
অয়ং ক্ষিপতি পাণ্ডবঃ শমনদণ্ডঘোরং হঠাৎ
ত্রিরস্য মুকুটোপরি স্ফুটমুদীর্য সব্যং পদম্।।১৯।।

অনুবাদ। যথা উপনিষৎসমূহের মুকুটমণির কিরণরাজিতে যাঁহার চরণপঙ্কজ নির্মঞ্ছিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল-নামক ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে অবজ্ঞা করিতেছে, তজ্জন্য ভীমনামক এই মল্ল (আমি) যমদণ্ড হইতেও ভয়ঙ্কর বামপদ তাহার মুকুটোপরি তিনবার নিক্ষেপ করিতেছি।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রুতিশিরসামুপনিষদাং শিখাস্থ মণিদীধিতিভির্নীরাজিতং চরণপঙ্কজঃ যস্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে যঃ শিশুপালাভিধঃ অবজ্ঞাং ব্যনক্তি, অস্য মুকুটোপরি ভীমনামায়ং মল্লক্ষণো মল্লঃ যমদণ্ডাদপি ভয়ঙ্করং মদীয়ং বামপাদম্ উদীর্য ক্ষিপ্ত।।১৯।।

সোল্লুণ্ঠহাস-বক্রোক্তি-কটাক্ষাণাদরাদয়ঃ।
কৃষ্ণাহিত হিতস্থাঃ স্যুরমী উদ্দীপনা ইহ।।২০।।

অনুবাদ। এই রৌদ্ররসে শ্রীকৃষ্ণের অহিত ও হিতব্যক্তিতে অবস্থিত সোল্লুণ্ঠহাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ ও অনাদর প্রভৃতি উদ্দীপন।।২০।।

হস্তনিষ্পেষণং দন্তঘট্টনং রক্তনেত্রতা।
দষ্টৌষ্ঠতাতিভ্রুকুটী ভুজাস্ফালনতাড়নাঃ।।২১।।
তূষ্ণীকতা নতাস্যত্বং নিশ্বাসো ভুগ্নদৃষ্টিতা।
ভর্ৎসনং মূর্ধবিধূতির্দৃগন্তে পাটলচ্ছবিঃ।।২২।।
ভ্রূভেদাধর-কম্পাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ।
অত্র স্তম্ভাদয়ঃ সর্বে প্রাকট্যং যান্তি সাত্ত্বিকাঃ।।২৩।।

অনুবাদ। হস্তনিষ্পেষণ, দন্তঘট্টন, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদষ্টতা, অতি-ভ্রুকুটী, ভুজাস্ফালন, তাড়ন, নিঃশব্দতা, নতবদনত্ব, নিঃশ্বাস, বক্রদৃষ্টি, ভর্ৎসনা, শিরশ্চালন, নেত্রান্তে পাটল বর্ণ, ভ্রূভেদ, অধর-কম্পনাদি এই রসে অনুভাব। ইহাতে স্তম্ভাদি সকল-সাত্ত্বিকই প্রকট হয়।।২১-২৩।।

আবেগো, জড়তা গর্বো নির্বেদো মোহচাপলে।
অসূয়ৌগ্র্যং তথামর্ষ-শ্রমাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।।২৪।।

অনুবাদ। আবেগ, জাড্য, গর্ব, নির্বেদ, মোহ, চপলতা, অসূয়া, উগ্রতা এবং অমর্ষ শ্রমাদি ব্যভিচারী।।২৪।।

অত্র ক্রোধরতিঃ স্থায়ী স তু ক্রোধস্ত্রিধা মতঃ।
কোপো মন্যুস্তথা রোষস্তত্র কোপস্তু শত্রুগঃ।।২৫।।
মন্যুর্বন্ধুষু তে পূজ্য-সম-নূনাস্ত্রিধোদিতাঃ।
রোষস্তু দয়িতে স্ত্রীণামতো ব্যভিচরত্যসৌ।।২৬।।

অনুবাদ। এই রসে ক্রোধরতি স্থায়ী। এই ক্রোধ ত্রিবিধ—কোপ, মন্যু ও রোষ। শত্রুর প্রতি কোপ, বন্ধুর প্রতি মন্যু; তাহাও আবার পূজ্য, সম ও ন্যূন বন্ধুভেদে ত্রিবিধ। স্ত্রীলোকদিগের দয়িতের প্রতি রোষ হয়, অতএব আদ্যরসে এই রোষ ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়।।২৫-২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তে বন্ধবঃ পূজ্যাদিত্রিধা ভবন্তি; ব্যভিচরতি শৃঙ্গাররসে ব্যভিচারিতাং প্রাপ্নোতি। জরতীসখ্যাদীনাং কোপঃ মন্যুবৎ নামুষাং রোষঃ স্থায়িতা মায়াতীত্যর্থঃ। তদেবং পূর্বমুক্তা আবেগাদয়শ্চ ব্যভিচারিণঃ ঔগ্রপ্রধানা মন্যুবিষয়াঃ, অমর্ষপ্রধানা বন্ধুবিষয়াঃ, অসূয়াপ্রধানা দয়িত-বিষয়া জ্ঞেয়াঃ।।২৫-২৬।।

হস্তপেষাদয়ঃ কোপে মন্যৌ তুষ্ণীকতাদয়ঃ।
দৃগন্তপাটলত্বাদ্যা রোষে তু কথিতাঃ ক্রিয়া।।২৭।।

অনুবাদ। কোপে হস্তমর্দনাদি, মন্যুতে তুষ্ণীভাব এবং রোষে নেত্রান্তে রক্ততাদি ক্রিয়া লক্ষিত হয়।।২৭।।

তত্র বৈরিণি, যথা —

নিরুধ্য পুরমুন্মদে হরিমগাধসত্ত্বাশ্রয়ং মৃধে মগধভূপতৌ কিমপি বক্রমাক্রোশতি।
দৃশং কবলিত দ্বিষদ্বিসর-জাঙ্গলে নুনোদ দহদিঙ্গল-প্রবলপিঙ্গলাং লাঙ্গলী।।২৮।।

অনুবাদ। শত্রুর প্রতি কোপ, যথা—উন্মত্ত জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগাধ-সত্ত্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতীব বক্র আক্রোশ করিতে থাকিলে হলধর শত্রুসমূহের মাংসগ্রাসী লাঙ্গলের প্রতি জ্বলদঙ্গারতুল্য রক্তবর্ণ নেত্র নিক্ষেপ করিলেন।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মধুপুরীং নিরুধ্য অগাধা সত্ত্বশ্রীঃ সম্পত্তিঃ যস্য তথাভূতং হরিং মগধ ভূপতৌ জরাসন্ধে বক্রম্ আক্রোশতি সতি লাঙ্গলী বলদেবঃ ক্রোধেন দৃশং লাঙ্গলে হলে নুনোদ্ প্রেরয়ামাস। তথাচ যুদ্ধে লাঙ্গলঃ দদর্শ ইত্যর্থঃ। লাঙ্গলে, কথম্ভূতে? কবলিতং দ্বিষদ্বিসরস্য শত্রুসমূহস্য জাঙ্গলং মাংসং যেন তথাভূতে। দৃশং কথম্ভূতাম্? জ্বলদিঙ্গলস্য জ্বলদঙ্গারস্যেব পিঙ্গলবর্ণাম্।।২৮।।

পূজ্যে, যথা বিদগ্ধমাধবে —

ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভূজো রন্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্।
পাদান্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দষ্টাধরায়াং রুষা
মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভিরক্ষ্যঃ কথম্।।২৯।।

অনুবাদ। পূজ্যপ্রতি মন্যু যথা—বিদগ্ধমাধব-নাটকে—(প্রেমপরীক্ষার্থ শ্রীরাধার প্রতি পাতিব্রত্যধর্ম-উপদেশকারিণী পৌর্ণমাসীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—) হে মাতঃ চণ্ডি! আমি চীৎকার করিলে বলবান্ কৃষ্ণ করপল্লবে তৎক্ষণাৎ আমার মুখাচ্ছাদন করেন, ভয়ে ধাবিত হইলে তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া আমার পথরোধ করেন, আর রোষে অধরদংশন করিতে থাকিলে তিনি পুনঃ পুনঃ আমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হন; বলুন, আমি কি প্রকারে শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।।২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রেম-পরীক্ষার্থং শ্রীরাধিকায়ৈ পাতিব্রত্যধর্মমুপদিশন্তীং পৌর্ণমাসীং প্রতিসা রাধাহ—ময়ি ক্রোশন্ত্যাং সত্যাং মুখং পিধত্তে, পদ্ধতিং পন্থানং, রুষা দন্তেন দষ্টাধরায়াং সত্যাং পাদান্তে বিলুঠতি। হে চণ্ডি কোপনে! শ্রীকৃষ্ণাৎ আত্মা দেহঃ কথং রক্ষ্যঃ।।২৯।।

সমে, যথা —

জ্বলতি দুর্মুখি মর্মণি মুর্মুরস্তব গিরা জটিলে নিটিলে চ মে।
গিরিধরঃ স্পৃশতি স্ম কদা মদাদ্ দুহিতরং দুহিতুর্মম পামরি।।৩০।।

অনুবাদ। সম-প্রতি ক্রোধ, যথা—(জটিলা ও মুখরার নিভৃত কলহ) জটিলা—অয়ি দুর্মুখি মুখরে! তোর কথায় আমার মর্মে তুষানল জ্বলিতেছে। মুখরা—হে জটিলে! তোর কথায় আমার মস্তক দগ্ধ হইতেছে; বল দেখি পামরি! গিরিধারী কবে আমার দৌহিত্রীকে

মদভরে স্পর্শ করিয়াছে।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জটিলা-মুখরয়োর্নিভৃতং কলহমাহ--হে দুর্মুখি! জটিলে! তব গিরা কটুবচনেন মম মর্মণি নিটিলে শিরসি চ মুর্মুরুস্তুষাগ্নিঃ জ্বলতি, হে পামরি! মম দুহিতুঃ কীর্তিদায়াঃ দুহিতরং রাধিকাং গিরিধরঃ কদা স্পৃশতি স্ম? ৩০।।

ন্যূনে, যথা --

হন্ত স্বকীয়-কুচমূর্ধ্নি মনোহরোঽয়ং হারশ্চকাস্তি হরিকণ্ঠতটী-চরিষ্ণু।

ভোঃ পশ্যত স্বকুল-কজ্জ্বলমঞ্জরীয়ং কূটেন মাং তদপি বঞ্চয়তে বধূটী।।৩১।।

অনুবাদ। ন্যূনপ্রতি কোপ, যথা--(শ্রীরাধার কণ্ঠ হইতে পতিত শ্রীকৃষ্ণের হার দর্শন করিয়া জটিলা রাধা-সখীগণকে বলিলেন) হায়! ঐ যে কৃষ্ণকণ্ঠতটবিলম্বিত মনোহর হারটি এই বধূটির কুচমস্তকে শোভা পাইতেছে। হায়, কি কষ্ট! তথাপি এই স্বকুলকজ্জ্বল-মঞ্জরী ছলপূর্বক আমাকে বঞ্চনাই করিতেছে।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কদাচিন্নিজাঙ্গাৎ ঝটিতি শ্রীরাধয়াবতারিতং হরিহারং বীক্ষ্য তস্যা সখীং প্রতি জটিলাহ--হন্তেতি।।৩১।।

অস্মিন্ন তাদৃশো মন্যো বর্ততে রত্যনুগ্রহঃ।

উদাহরণমাত্রায় তথাপ্যেষ নিদর্শিতঃ।।৩২।।

অনুবাদ। যদিও এই মন্যুতে রতির অনুগ্রহ স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে না (কারণ ৪।৫।৭ শ্লোকানুসারে 'গোবর্ধনমল্ল ব্যতীত অন্যান্য ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতিই আছে',--এই সিদ্ধান্তানুসারে বাহ্যিক মন্যুসত্ত্বেও জটিলার অন্তরে রতি জাগরূক আছে) তথাপি উদাহরণ-মাত্রের জন্য উহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল।।৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ন তাদৃশ ইতি ন স্পষ্ট ইত্যর্থঃ; গোবর্ধন বিনা মল্লমিত্যাদ্যুক্তত্বাৎ।।৩২।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তি-রসনিরূপণে
রৌদ্রভক্তিরসলহরী পঞ্চমী।।৫।।

ক্রোধাশ্রয়াণাং শত্রূণাং চৈদ্যাদীনাং স্বভাবতঃ।

ক্রোধো রতিবিনাভাবান্ন ভক্তিরসতাং ব্রজেৎ।।৩৩।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
রৌদ্রভক্তিরসলহরী পঞ্চমী।

অনুবাদ। ক্রোধাশ্রয় শিশুপালাদি শত্রুগণের স্বভাবজাত ক্রোধ রতিহীন বলিয়া ভক্তিরসতা প্রাপ্ত হন না।।৩৩।।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস-নিরূপণে
রৌদ্রভক্তিরস-নাম্নী পঞ্চম লহরীরবঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ভয়ানক-ভক্তিরসাখ্যা ষষ্ঠলহরী

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।

ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্যতে।।১।।

অনুবাদ। বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা ভয়-রতি পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'ভয়ানক-ভক্তিরস' বলিয়া থাকেন।।১।।

কৃষ্ণশ্চ দারুণাশ্চেতি তস্মিন্নালম্বনা দ্বিধা।

অনুকম্পেষু সাগঃসু কৃষ্ণস্তস্য চ বন্ধুষু।।২।।

অনুবাদ। এই ভয়ানক-ভক্তিরসে আলম্বন দ্বিবিধ--শ্রীকৃষ্ণ ও দারুণ অর্থাৎ ভয়াবহ শত্রু অসুরগণ। অপরাধী, অনুকম্প্য ও বন্ধুগণ--আশ্রয় আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় আলম্বন।।২।।

দারুণাঃ স্নেহেতঃ শশ্বত্তদনিষ্ঠাপ্তিদর্শিষু।

দর্শনাচ্ছ্রবণাচ্চেতি স্মরণাচ্চ প্রকীর্তিতাঃ।।৩।।

অনুবাদ। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টপ্রাপ্তি আশঙ্কাকারী বন্ধুগণ আশ্রায়াবলম্বন হইলে দারুণ শত্রুগণ--দর্শন, শ্রবণ, স্মরণহেতু বিষয়ালম্বন হইয়া থাকে।।৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্মিন্ রসে শ্রীকৃষ্ণঃ তথা দারুণাঃ অসুরাদয়শ্চ দ্বিধা বিষয়ালম্বনা জ্ঞেয়ঃ! সাগঃসু সাপরাধেষু অনুকম্প্যেষু আশ্রয়ালম্বনেষু শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বন্ধুষু স্নেহাৎ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্যানিষ্টাপ্তিদর্শিতু তেষু আশ্রয়ালম্বনেষু দারুণা দর্শনাদিহেতোঃ বিষয়ালম্বনাঃ কীর্তিতাঃ।।২-৩।।

তত্র **অনুকম্পেষু কৃষ্ণো** যথা --

কিং শুষ্যদ্বনোঽপি মঞ্জু খচিতং চিত্তে পৃথুং বেপথুং

বিশ্বস্য প্রকৃতিং ভজস্ব ন মনাগপ্যস্তি মন্তুস্তব

উষ্মপ্রক্ষিতমৃক্ষরাজ রভসাদ্বিস্তীর্য বীর্যং ত্বয়া

পৃথ্বী প্রত্যুত যুদ্ধকৌতুকময়ী সেবৈব মে নির্মিতা।।৪।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে অনুকম্প্য ভক্তগণসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ--(জাম্ববানের প্রতি)--হে ঋক্ষরাজ! তোমার মুখ শুষ্ক হইল কেন? চিত্তস্থ বিপুল কম্প পরিত্যাগ কর। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতিস্থ হও। তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই। তুমি অকস্মাৎ ক্রোধ-সন্তাপ যুক্ত বীর্য বিস্তার করিয়া বস্তুতঃ পক্ষে আমার যুদ্ধকৌতুকময়ী মহাসেবাই করিয়াছ।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জাম্ববন্তং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আহ—হে ঋক্ষরাজ! খচিতং ব্যাপ্ত, বেপথু মুঞ্চ, তব মনাগপ্যপরাধো নাস্তি। উষ্ম ক্রোধসন্তাপঃ তেন ম্রক্ষিতং যুক্তং বীর্যং বিস্তার্য পৃথ্বী মহতী মম যুদ্ধকৌতুকময়ী সৈবৈব ত্বয়া নির্মিতা।।৪।।

যথা বা —

মুরমথন পুরস্তে কো ভুজঙ্গস্তপস্বী লঘুহরমিতি কার্ষীর্মা স্ম দীনায় নুম্যম্।
গুরুরয়মপরাধস্তথ্যমজ্ঞানতোঽভু-দশরণমতিমূঢ়ং রক্ষ রক্ষ প্রসীদ।।৫।।

অনুবাদ। আরও যথা—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কালিয়নাগের বাক্য) হে মুর-নামক অসুর-বিনাশকারিন্! তোমার সম্মুখে এই ক্ষুদ্র লঘু ভুজঙ্গ অতি তুচ্ছ। এই দীনের প্রতি তুমি ক্রোধ প্রকাশ করিও না। তোমার তত্ত্ব না জানিয়াই এই প্রকার গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। অতি মূঢ় নিরাশ্রয় ব্যক্তিটীকে রক্ষা কর, প্রসন্ন হও।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং শরণাপন্নঃ কালিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণমাহ—তব পুরোঽগ্রে মদ্বিধো ভুজঙ্গঃ তপস্বী বরাকঃ কঃ? মন্যুং মাস্ম কার্ষীঃ।।৫।।

বন্ধুষু দারুণা দর্শনাদ্ যথা —

হা কিং করোমি তরলং ভবনান্তরালে গোপেন্দ্র গোপয় বলাদুপরুধ্য বলাম্।
ক্ষ্মামণ্ডলেন সহ চঞ্চলয়ন্মনো মে শৃঙ্গাণি লংঘয়তি পশ্য তুরঙ্গদৈত্যঃ।।৬।।

অনুবাদ। দর্শনহেতু বন্ধুগণ-সম্বন্ধে দারুণগণ—জননী যশোদা স্বামী মহারাজ নন্দকে বলিতেছেন—হায়! হে গোপরাজ! এখন কি করি? অতি চঞ্চল বালক কৃষ্ণকে বলপূর্বক গৃহমধ্যে অবরোধ করিয়া রাখ। কারণ—ঐ দেখ, কেশী দৈত্য ভূমণ্ডলের সহিত আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্যন্ত লঙ্ঘন করিতেছে।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নন্দং প্রতি শ্রীযশোদাহ—হা কিমিতি। হে গোপেন্দ্র! তরলং চঞ্চলং বালং ভবন মধ্যে বলাৎ উপরুধ্য গোপয় রক্ষ। তুরঙ্গদৈত্যঃ কেশী লঙ্ঘয়তি।।৬।।

শ্রবণাদ্ যথা —

শৃণ্বতী তুরগদানবং রুষা গোকুলং কিল বিশন্তমুদ্ধুবম।
দ্রাগভূত্তনয়রক্ষণাকুলা শুষ্যদাস্য ব্রজেশ্বরী।।৭।।

অনুবাদ। শ্রবণ হেতু—প্রচণ্ড অশ্বাকৃতি কেশী দৈত্য ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী মা যশোদা সহসা পুত্ররক্ষণে ব্যাকুলা এবং শুষ্ক-বদনা হইলেন।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তুরঙ্গ-দানবং কেশিনং গোকুলং বিশন্তং শৃণ্বতী যশোদা শুষ্যন্মুখ-পঙ্কজা সতী পুত্র রক্ষণার্থ ব্যাকুলাভুৎ।।৭।।

স্মরণাদ্ যথা —

বিরম্ বিরম্ মাতঃ পূতনায়াঃ প্রসঙ্গাত্তনুমিয়মধুনাপি স্মর্যমাণা ধুনোতি।

কবলয়িতুমিবাঙ্কীকৃত্য বালং ঘুরন্তী বপুরতিপরুষং যা ঘোরমাবিশ্চকার।।৮।।

অনুবাদ। স্মরণ-হেতু--(পূতনার বৃত্তান্ত জানেন না, এইরূপ দূর হইতে আগতা কোনও মহিলাকে ব্রজেশ্বরী বলিতেছেন) দেখ মা, পূতনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিও না। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। ঐ কথা স্মৃতিপটে উদিত হইতেই আমার অঙ্গে কম্প হইতেছে। ঐ পূতনা আমার বালকটীকে যেন গ্রাস করিবার জন্যই ক্রোড়ে লইল এবং ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে অতি ভীষণাকার ধারণ করিল।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাঞ্চিদ্দুরাদাগতামজ্ঞাতবৃত্তান্তাং প্রতি শ্রীব্রজেশ্বরী আহ--অতঃকবলয়িতু-মিত্যাদ্যনুবাদদোষো ন স্যাৎ। ধুনোতি কম্পয়তে ঘুরন্তী ভীমশব্দং কুর্বন্তী। ঘুর ভীমার্তশব্দয়োঃ।।৮।।

বিভাবস্য ভ্রুকুট্যাদ্যাস্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
মুখশোষণমুচ্ছ্বাসঃ পরাবৃত্য বিলোকনম্।।৯।।
স্বসঙ্গোপনমুদ্ঘূর্ণা শরণান্বেষণং তথা।
ক্রোশনাদ্যাঃ ক্রিয়াশ্চাত্র সাত্ত্বিকাশ্চাশ্রুবর্জিতাঃ।।১০।।
ইহ সন্ত্রাস মরণ-চাপলাবেগদীনতাঃ।
বিষাদ্-মোহাপস্মার-শঙ্কাদ্যা ব্যভিচারিণ।।১১।।

অনুবাদ। এই ভয়ানক ভক্তিরসে বিভাবের ভ্রূকুটি প্রভৃতি উদ্দীপন; মুখশোষ, উচ্ছ্বাস,পশ্চাদ্দৃষ্টি, আত্মগোপন, উদ্ঘূর্ণা--আশ্রয়ালম্বন, চীৎকার প্রভৃতি অনুভাব, অশ্রু ব্যতীত অপর সপ্ত সাত্ত্বিকভাব; সন্ত্রাস, মরণ, চাপল, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার, শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী।।৯-১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিভাবস্য বিষয়ালম্বনস্য ভ্রূকুট্যাদ্যাঃ তস্মিন্ রসো।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ক্রিয়া অনুভাবাঃ।।১০।।

অস্মিন্ ভয়রতিঃ স্থায়ী ভাবঃ স্যাদপরাধতঃ।
ভীষণেভ্যশ্চ তত্র স্যাদ্বহুধৈবাপরাধিতা।।১২।।

অনুবাদ। এই রসে ভয়-রতি স্থায়ী ভাব; ভয়--অপরাধ ও ভীষণ হইতে উদিত হয়। অপরাধ বহু প্রকারে হইতে পারে।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভীষণেভ্যো ভয়ানকাসুরেভ্যঃ অপরাধিতাপরাধো বহুবিধো ভবতি।।১২।।

তজ্জা ভীর্নাপরত্র স্যাদনুগ্রাহ্যজনান্ বিনা।
আকৃত্যা যে প্রকৃত্যা যে যে প্রভাবেণ ভীষণাঃ।।১৩।।
এতদালম্বনা ভীতিঃ কেবল-প্রেমশালিষু।
নারী বালাদিষু তথা প্রায়েণাত্রোপজায়তে।।১৪।।

অনুবাদ। অনুকম্পার পাত্র ব্যতীত অপরাধ হইতে জাত ভয় অন্যত্র সম্ভবপর নহে। আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রভাববশতঃ যাঁহারা ভীষণ বিয়ষালম্বনরূপে ইহাদিগ হইতে যে ভয়, তাহা কেবল প্রেমিকগণ এবং স্ত্রীবালকাদিতে প্রায়ই উদিত হইয়া থাকে।।১৩-১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্মাৎ অপরাধাৎ জাতা ভীঃ অনুগ্রাহ্যভক্তান্ বিনা অন্যত্র ন স্যাৎ।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। এতদালম্বনা এতদ্বিষয়ালম্বনা ভীতিঃ প্রেমবৎসু স্ত্রীবালকাদিষুপ-জায়তে।।১৪।।

আকৃত্যাঃ পূতনাদ্যাঃ স্যুং প্রকৃত্যা দুষ্টভূভুজঃ।
ভীষণাস্তু প্রভাবেণ সুরেন্দ্র-গিরিশাদয়ঃ।।১৫।।

অনুবাদ। আকৃতিদ্বারা পূতনা, প্রকৃতিদ্বারা শিশুপাল প্রভৃতি দুষ্ট রাজগণ এবং প্রভাবদ্বারা ইন্দ্র-শঙ্করাদি ভীষণ-মূর্তি হইয়া থাকেন।।১৫।।

সদা ভগবতো ভীতিং গতা আত্যন্তিকীমপি।
কংসাদ্যা রতিশূন্যত্বাদত্র নালম্বনা মতাঃ।।১৬।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
ভয়ানকভক্তিরসলহরী ষষ্ঠী।।

অনুবাদ। কংস প্রভৃতি অসুরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্বদা আত্যন্তিকী ভীতি প্রাপ্ত হইলেও রতিশূন্য বলিয়া এই ভয়ানক-ভক্তিরসে (আশ্রয়) আলম্বন হইতে পারে না। (কারণ, ভক্তিব্যতীত অপর কেহই আশ্রয়ালম্বন হইতে পারে না, ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)।।১৬।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর-বিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
ভয়ানক ভক্তিরস-নাম্নী ষষ্ঠ-লহরীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দুষ্টভূভুজঃ শিশুপালাদয়ঃ। ভগবৎসকাশাৎ কংসদ্যা আত্যন্তিকীং ভীতিং প্রাপ্তা অপি রতিশূন্যত্বাৎ বিষয়ালম্বনত্বেঽপি নাশ্রয়ালম্বনাঃ। ভক্তান্ বিনান্যেষামাশ্রয়ালম্বনত্বং পূর্বমব দূরীকৃতমিতি জ্ঞেয়ম্।।১৬।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
ভয়ানকভক্তিরসলহরী ষষ্ঠী।।৬।।

বীভৎসভক্তিরসাখ্যা সপ্তমলহরী

পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সা রতিরাগতা।

অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্যতে।।১।।

অনুবাদ। জুগুপ্সা-রতি নিজ-বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে ধীরগণকর্তৃক সেই ভক্তির 'বীভৎস'-আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈ পুষ্টিং প্রাপ্তাসৌ জুগুপ্সা-রতিঃ বীভৎসাখ্যঃ ভক্তিরসো ভবেৎ।।১।।

অস্মিন্নাশ্রিতশান্তাদ্যা ধীরৈরালনম্বা মতাঃ।।২।।

অনুবাদ। এই রসে আশ্রিত (৩।২।২১) শান্তাদি (তপস্বিগণ) ধীরব্যক্তিকর্তৃক 'আলম্বন' বলিয়া উক্ত।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্মিন্ রসে আশ্রিতশান্তাদয়ঃ আলম্বনা মতাঃ।।২।।

যথা —

পাণ্ডিত্যং রহহিণ্ডকাধ্বনিগতো যঃ কামদীক্ষাব্রতী

কুর্বন্ পূর্বমশেষষিড়্গনগরী সাম্রাজ্যচর্যামভূৎ।

চিত্রং সোঽমুদীরয়ন্ হরিগুণানুদ্বাষ্পদৃষ্টির্জনো

দৃষ্টে স্ত্রীবদনে বিকূণিতমুখো বিষ্টভ্য নিষ্ঠীবতি।।৩।।

অনুবাদ। যথা,—কি আশ্চর্য! পূর্বে যিনি রতিলম্পটদের পথে পাণ্ডিত্যলাভে নিখিল স্ত্রীলম্পটদের নগরে যথেষ্ট কামাচরণ করিয়া কামদীক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে হরিগুণগান করিতে করিতে বাষ্পাকুলনেত্র হইতেছেন, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত হইলে মখ বক্র করিয়া বিশেষভাবে স্তব্ধ হইতেছেন এবং থুৎকার করিতেছেন।।৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রতহিণ্ডকঃ রতিচৌরঃ, তস্য অধ্বনি যঃ পাণ্ডিত্যং প্রাপ্তঃ, তথা অশেষষিড়্গাণাং স্ত্রীলম্পটানাং যা গনরী তস্যাং সাম্রাজ্যচর্চাং যথেষ্টাচরণং কুর্বন্ সন্ পূর্বং কামদীক্ষাব্রতী অভূৎ, স এবায়ং হরিগুণান্ উদীরয়ন্ সঙ্কীর্তয়ন্ উদ্গতবাষ্পধারাযুক্তা দৃষ্টির্যস্য তথাভূতঃ সন্ স্ত্রীবদনে দৃষ্টে সতি বিকূণিতমুখঃ বক্রিবদনঃ বিষ্টভ্য বিশেষেণ স্তব্ধো ভুত্বা নিষ্ঠীবতি।।৩।।

অত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকূর্ণনং ঘ্রাণসংবৃতিঃ।

ধাবনং কম্প পুলক-প্রস্বেদাদ্যাশ্চ বিক্রিয়াঃ।।৪।।

অনুবাদ। এই রসে নিষ্ঠীবন, মুখ বক্রতা, নাসিকাচ্ছাদন, ধাবন, কম্প, পুলক ও প্রস্বেদাদি অনুভাব।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিক্রিয়া অনুভাবাঃ।।৪।।

ইহ গ্লানিশ্রমোন্মাদ-মোহ-নির্বেদ-দীনতাঃ।
বিষাদ-চাপলাবেগ জাড্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।।৫।।

অনুবাদ। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্বেদ, দীনতা, বিষাদ, চাপল্য, আবেগ, জাড্যাদি ব্যভিচারী।।৫।।

জুগুপ্স রতিরত্র স্যাৎ স্থায়ী সা চ বিবেকজা।
প্রায়কী চেতী কথিতা জুগুপ্স দ্বিবিধা বুধৈঃ।।৬।।

অনুবাদ। এই রসে জুগুপ্সা রতিই স্থায়ী ভাব। তাহাও পুনঃ বিবেকজা ও প্রায়িকী-ভেদে দুই প্রকার বলিয়া পণ্ডিতগণকর্তৃক কথিত।।৬।।

তত্র বিবেকজা–

জাতকৃষ্ণরতের্ভক্তবিশেষস্য তু কস্যচিৎ।
বিবেকোত্থা তু দেহাদৌ জুগুপ্সা স্যাদ্বিবেকজা।।৭।।

অনুবাদ। বিবেকজা জুগুপ্সা--কোনও জাতরতি কৃষ্ণভক্তের দেহাদিতে উদিতা বিবেকোত্থা জুগুপ্সাই বিবেকজা।।৭।।

যথা –

ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিতবিমিশ্রিত-বিস্রগন্ধভাজি।
কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে।।৮।।

অনুবাদ। যথা,--হায়! ভগবানে যদি রতিলেশও উদিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেন ঘনরুধিরময় চর্মাচ্ছাদিত মাংস সমন্বিত বিস্র অর্থাৎ কাচাঁ মাংসের গন্ধযুক্ত এই শরীরে রমণ করিবেন।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শরীরে কথম্ভূতে? ত্বচা পিনদ্ধে চর্মণাচ্ছাদিতে পিশিতং মাংস বিস্রস্য যো গন্ধঃ তদ্ভাজীত্যর্থঃ। 'বিস্রং স্যাদামগন্ধি যৎ' ইত্যমরঃ। রতের্লবেঽপি ঔদীর্ণে উদিতে সতীত্যর্থঃ।।৮।।

অথ **প্রায়িকী –**

অমেধ্য-পূত্যনুভবাৎ সর্বেষামেব সর্বতঃ।
যা প্রায়ো জায়তে সেয়ং জুগুপ্সা প্রায়িকী মতা।।৯।।

অনুবাদ। অনন্তর প্রায়িকী জুগুপ্সা--অমেধ্য ও পূতিগন্ধযুক্ত বস্তুর অনুভবহেতু সকল প্রকার ভক্তের যে সর্বথা জুগুপ্সা জন্মে, তাহাকে প্রায়িকী বলা হয়।।৯।।

যথা –

অসৃঙ্ মূত্রাকীর্ণে ঘনশমলপঙ্কব্যতিকরে
বসন্নেব ক্লিন্নো জড়তনুরহং মাতুরুদরে।

লভে চেতঃক্ষোভং তব ভজনকর্মাক্ষমতয়া

তদস্মিন্ কংসারে কুরু ময়ি কৃপাসাগর কৃপাম্।।১০।।

অনুবাদ। যথা—(গর্ভস্থ ভক্তশিশু ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছে)—হে শ্রীকৃষ্ণ! রক্ত মূত্র-পরিব্যাপ্ত ঘনবিষ্ঠাপঙ্কাদিযুক্ত (অথবা নিবিড় পাপরূপ পঙ্কের পুনঃ পুনঃ স্পর্শজনক) মাতার গর্ভে ক্লেদযুক্ত জড়দেহ লইয়া বাস করা হেতু আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছে। হে কৃপাসিন্ধো! তোমার ভজন-বিষয়ে অসমর্থ এই দীনের প্রতি কৃপা কর।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গর্ভস্থ-ভক্তজীবো ভগবন্তং স্তৌতি—ঘনশমল-পঙ্কানাং নিবিড়-পাপরূপ-পঙ্কানাং ব্যতিকরঃ পৌনঃপুন্যং যত্র তথাভূতে মাতরুদরে বসন্নেষ জড়তনুরহং চেতঃক্ষোভং লভে। ভজনকর্মাক্ষতয়া উপলক্ষিতে ময়ি।।১০।।

যথা বা —

ঘ্রাণোদ্ঘূর্ণক-পূতিগন্ধি-বিকটে কীটাকুলে দেহলী-

স্রস্ত-ব্যাধিতযূথগূথঘটনা-মিধূর্তনেত্রায়ুষি।

কারানামনি হন্ত মাগধযমেনামী বয়ং নারকে

ক্ষিপ্তাস্তে স্মৃতিমাকলয্য নরকধ্বংসিন্নিহ প্রাণিমঃ।।১১।।

অনুবাদ। পুনঃ যথা—নাসিকার উদ্ঘূর্ণাজনক দুর্গন্ধে ভীষণ, কীট-পরিপূর্ণ, প্রাঙ্গণে পতিত, ব্যাধিযুক্ত মনুষ্যগণের বিষ্ঠাসমূহের সংঘট্টে দৃষ্টিশক্তির লোপকারী এবং কারাগার-নামক এই নরকসমূহে আমরা জরাসন্ধরূপ যম-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। হে নরকধ্বংসকারিন! এক্ষণে আমরা আপনার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়াই জীবিত আছি।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ঘ্রাণস্য উদ্ঘূর্ণাজনকো যো দুর্গন্ধস্তেন বিকটে এবং দেহল্যাংস্রস্ত যে ব্যাধিযুক্তা মনুষ্য যূথাস্তেষাং গুহানাং বিষ্ঠানাং ঘটনয়া নির্ধূতানি নেত্রাণামায়ুংসিদর্শন-সামর্থ্যানি যস্য তথাভূতে, কারাগারনামনি নারকে নরকসমূহে জরাসন্ধ-স্বরূপেণ যমেন ক্ষিপ্তা বয়ং তব চরণারবিন্দস্য স্মৃতিমাকলয্য প্রাপ্য হে নরকধ্বংসিন্! প্রাণিমঃ জীবামঃ।।১১।।

লব্ধকৃষ্ণরতেরেব সুষ্ঠু পূতং মনঃ সদা।

ক্ষুভ্যত্যহৃদ্যলেশেঽপি ততোঽস্যাং রত্যনুগ্রহঃ।।১২।।

অনুবাদ। যিনি শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই সর্বদা ঘৃণিত বস্তুর লেশেও মন ক্ষুব্ধ হয়; অতএব জুগুপ্সা রতিতে রত্যনুগ্রহ স্বীকার করিতে হয়।।১২।।

হাস্যাদীনাং রসত্বং যদ্গৌণত্বেনাপি কীর্তিতম্।

প্রাচাং মতানুসারেণ তদ্বিজ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ।।১৩।।

অনুবাদ। এই হাস্যাদির যে রসত্ব গৌণত্বেও কীর্তিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন (ভরতাদির) মতানুসারে বলিয়া মনীষিগণ বিজ্ঞাত হইবেন।।১৩।।

অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতাঃ।

এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্।।১৪।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
বীভৎস-ভক্তিরসলহরী সপ্তমী।

অনুবাদ। শান্তাদি এই পাঁচটিই হরিভক্তি-রস বলিয়া বিজ্ঞাত। এই পঞ্চরসে হাস্যাদি প্রায়ই ব্যভিচারিতার প্রাপ্ত হয়।।১৪।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরসনিরূপণে
বীভৎস-ভক্তিরস-নাম্নী সপ্তম লহরীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। লব্ধকৃষ্ণরতের্হেতোঃ সুষ্ঠু পূতং নির্মলং মনঃ ক্ষুভ্যতি, অত অস্যাং জুগুপ্সারতৌ রত্যনুগ্রহঃ মুখ্যরত্যা কর্ত্র্যা পোষণমিত্যর্থঃ। স্বমতে তু অমী শান্তাদ্যাঃ পঞ্চৈব ভক্তি রসা মতাঃ।।১২-১৪।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে গৌণভক্তিরস নিরূপণে
বীভৎসভক্তিরসলহরী সপ্তমী।।৭।।



রসানাং মৈত্রী-বৈর-স্থিতিনাম্নী অষ্টমলহরী

অথামীষাং ক্রমেণৈব শান্তাদীনাং পরস্পরম্।
মিত্রত্বং শাত্রবত্বঞ্চ রসানামভিধীয়তে।।১।।

অনুবাদ। অতঃপর ক্রমশঃ শান্তাদি রসসমূহের পরস্পর মিত্রত্ব ও শত্রুত্ব-বিষয়ক বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।।১।।

শান্তস্য প্রীত বীভৎস-ধর্মবীরাঃ সুহৃদ্বরাঃ।
অদ্ভুতশ্চৈষ বিজ্ঞেয়ঃ প্রীতাদিষু চতুর্ষ্বপি।।২।।

অনুবাদ। অঙ্গী রস কোনও অনুচিত অঙ্গের সহিত মিলিত হইলে রসবিঘাত, পক্ষান্তরে তদুচিত রসের সহিত মিলিত রসপোষণ হয়, তাহাই প্রদর্শনের জন্য বলা হইতেছে—) প্রীত, বীভৎস, ধর্মবীর ও অদ্ভুত শান্তরসের সুহৃদ্বর। (এ স্থলে বীভৎস ও ধর্মবীর তপস্বী শান্তেরই সুহৃদ্বর জানিতে হইবে, কারণ রসবিষয়ে উদাসীন ও বিরোধীর বীভৎসিততা ভাবনায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের ধার্মিকতা-পর্যালোচনা তাপস শান্তেরই রসোদয় হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে আত্মারাম শান্তের অন্য কোন বিষয়েই মনোযোগিতা না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে বীভৎস ও ধর্মবীর রসকে অঙ্গস্বরূপ বর্ণন করিলে দোষই হইবে। অদ্ভুতও শান্ত-রসের সুহৃদ্বর, এই অদ্ভুত-রস প্রীত (দাস্য), প্রেয়ঃ (সখ্য), বাৎসল্য এবং মধুর রসেরও সুহৃদ্বর, জানিতে হইবে।)।।২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্রাঙ্গিনো রসস্য কেনচিদনুচিতেনাঙ্গেনে মিলনে সতি রসবিঘাতঃ স্যাৎ, তদুচিতমিলনে তু তৎপোষ ইতি বক্তব্যে শান্তস্য তৌ দর্শয়িতুং তাবদাহ—শান্তস্যেতি। বীভৎসধর্মবীরাবত্র তপস্বিশান্তস্য সুহৃদৌ জ্ঞেয়ৌ। তদুদাসীন-তদ্বিরোধিনোর্বীভৎসতাভাবনয়া শ্রীকৃষ্ণ-তদ্‌ভক্তয়োর্ধার্মিকতা-পর্যালোচনয়া চ তদীয় রসোদয়াৎ। আত্মারাম শান্তস্য চ তত্তদনবধানেঽপি কবিনা তদঙ্গত্বেন বর্ণানায়াং দোষ এব স্যাৎ। অদ্ভুতশ্চ শান্তস্য সুহৃদ্‌বরঃ, এষঃ অদ্ভুতং দাস্যসখ্যবাৎসল্য-শৃঙ্গারেষ্বপি সুহৃদ্‌বরো জ্ঞেয়ঃ। শান্তস্য শান্তপ্রায়তপস্বিনশ্চ দ্বিধা শ্রীভগবতশ্চমৎকারো জায়তে, ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি তন্মাধুর্যানুভবানন্দেন ক্বচিৎ শত্রুপক্ষ-নিগ্রহাদিলীলায়া অপ্যাশ্চর্যত্বেন, যথা তৃতীয়ে (১৫।৪৩) 'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ'ত্যাদি, যথা শ্রীদশমে (৫০।২৯) 'ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্তথাপি মর্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যত, ইত্যাদি মর্তান্ অনুবিধত্তে অনুকরোতি। মর্ত্যলীলোচিতামেব শক্তিং ব্যঞ্জয়তি, নাধিকাং, তথাপি যস্তু নিগ্রহাদিকং করোতি তস্যেত্যর্থঃ।।২।।

দ্বিষন্নস্য শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রো ভয়ানকঃ।।৩।।

অনুবাদ। (তাপস শান্ত ও আত্মরাম শান্ত—এই) দ্বিবিধ শান্তেরই শত্রু—শুচি (মধুররস), যুদ্ধবীর রৌদ্র ও ভয়ানক। আত্মারাম শান্তের শত্রু—রৌদ্র ও ভয়ানক।

কিন্তু যমাদির উগ্রতাদর্শন নিজের সংসার-ভয় উৎপত্তি হেতু ভয়ানক রস তপস্বী শান্তের শান্ত-রস পুষ্ট করে। কিন্তু রৌদ্ররসে শান্তেরই স্বগত—আত্মগত দ্বেষ।।৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্য শান্তস্য দ্বিবিধস্যপি শুচিঃ শৃঙ্গারঃ দ্বিষন্ শত্রুরিত্যর্থঃ। তথা যুদ্ধবীরশ্চ রৌদ্রভয়ানকৌ আত্মারামশান্তস্য এব শত্রু। তপস্বি-শান্তস্য তু যমাদীনা-মৌগ্র্যদর্শনান্নিজ সংসার-ভয়োৎর্পত্তৌ শান্তরসস্য পুষ্টেঃ, অস্য ত রৌদ্রঃ স্বগতো দ্বেষ্যঃ।।৩।।

সুহৃৎপ্রীতস্য বীভৎসঃ শান্তো বীরদ্বয়ং তথা।
বৈরী শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রশ্চৈকবিভাবকঃ।।৪।।

অনুবাদ। দাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর এবং শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র। এবং বিভাবক—শ্রীকৃষ্ণবিভাবক অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বকর্তৃক যুদ্ধময় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বকোপময়—উভয়ই দাস্যরসে বিরুদ্ধ।।৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুহৃৎপ্রীতস্য বীভৎস ইত্যুদাসীন-বৈরদ্বয়ে বীভৎসতয়া জ্ঞাতে, দাস্যস্যৈব পুষ্যমাণত্বাৎ ইতি। এবং তাভ্যামুপরত্যা শান্তোঽপি সুহৃৎ, তথা বীরদ্বয়ং ধর্মবীর-দানবীরাখ্যং যুদ্ধবীরো রৌদ্রশ্চ, একো বিভাবকঃ শ্রীকৃষ্ণবিভাবকঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধাদুৎপন্নো যুদ্ধবীরং শ্রীকৃষ্ণেন সহ স্বকর্তৃকযুদ্ধময়ঃ। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধাদুৎপন্নো রৌদ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কোপময়ং, উভয়মপি দাস্যে বিরুদ্ধম্। অন্যাত্রাপ্যনুক্রমমপ্যেবংরীত্যা জ্ঞেয়ম্।।৪।।

প্রেয়সস্তু শুচির্হাস্যো যুদ্ধবীরঃ সুহৃদ্বরাঃ।
দ্বিষো বৎসল বীভৎস রৌদ্রা ভীষ্মশ্চ পূর্ববৎ।।৫।।

অনুবাদ। সখ্যরসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর এবং শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক; ইহারাও পূর্ববৎ কৃষ্ণবিভাবক অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক ও কৃষ্ণাশ্রয়ক।।৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রেয়সঃ সখ্যস্য দ্বিষঃ শত্রবঃ ভীষ্মঃ ভয়ানকঃ। পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণবিভাবকঃ।।৫।।

বৎসলস্য সুহৃদ্ধাস্যঃ করুণো ভীষ্মভিত্তথা।
শত্রুঃ শুচির্যুদ্ধবীরঃ প্রীতো রৌদ্রশ্চ পূর্ববৎ।।৬।।

অনুবাদ। বাৎসল্য রসের মিত্র—হাস্য ও করুণ এবং ভীষ্মভিৎ অর্থাৎ অসুরবিষয়ক ভয়ানক-ভেদ। এই রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্র। এই স্থলেও পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভীষ্মভিৎ অসুরবিষয়কভয়ানক ভেদঃ, প্রীতো দাস্যং পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কঃ।।৬।।

শুচের্হাস্যস্তথা প্রেয়ান্ সুহৃদস্য প্রকীর্তিতঃ।
দ্বিষো বৎসল-বীভৎস-শান্ত-রৌদ্র ভয়ানকাঃ।
প্রাহুরেকেঽস্য সুহৃদং বীরযুগ্মং পরে রিপুম্।।৭।।

অনুবাদ। শুচির অর্থাৎ মধুর-রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস এবং শত্রু—বৎসল,

বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও ধর্মবীরকে এই রসে সুহৃৎ, আবার কেহ কেহ শত্রু বলেন। (শ্রীল জীব গোস্বামী বলেন—দ্বিতীয়টি শ্রীলরূপ গোস্বামীর অভিমত নহে)।।৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। একেঽস্য রসস্য বীরযুগ্মং যুদ্ধ ধর্মবীররূপং সুহৃদং প্রাহুঃ, পরে ইতি তদ্বিদং ন স্বমতমিত্যভিপ্রেতম্।।৭।।

মিত্রং হাসস্য বীভৎসঃ শুচিঃ প্রেয়ান্ সবৎসলঃ।
প্রতিপক্ষস্তু করুণস্তথা প্রোক্তো ভয়ানকঃ।।৮।।

অনুবাদ। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল। (এই স্থলে 'বীভৎস' বলিতে বিভৎসিত-বেষধারী বিদূষকাদিলক্ষণযুক্ত ভক্তান্তরে দর্শনজাত; অত্যন্ত বীভৎসিত দুর্গন্ধাদি-দর্শনজাত নহে।) এই হাস্যরসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক।।৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মিত্রমিতি—বীভৎসোঽত্র কৃতবীভৎসিতবেশ বিদূষকাদিলক্ষণ ভক্তান্তরদর্শনাৎ ন ত্বত্যন্ত-বিভৎসিতদর্শনাৎ।।৮।।

অদ্ভুতস্য সুহৃদ্বীরঃ পঞ্চ শান্তাদয়স্তথা।
প্রতিপক্ষো ভবেদস্য রৌদ্রো বীভৎস এব চ।।৯।।

অনুবাদ। অদ্ভুতরসের মিত্র—বীর ও শান্তাদি পঞ্চমুখ্য রস। এই রসের শত্রু—রৌদ্র ও বীভৎস। অলৌকিক অন্য বস্তুর অনুভব-জাত চমৎকার—ভীষণ ও বীভৎসজাত অনুভবে বিনষ্ট হয়, ইহাই এই স্থলে বিবক্ষিত; কিন্তু ভীষণ ও বীভৎসের স্বাভাবিক চমৎকারিতা নিষিদ্ধ হয় নাই, কারণ তাহা হইলে 'রসে সারশ্চমৎকারঃ' বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে।)।।৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অদ্ভুতস্যেতি—অদ্ভুত-বস্ত্বন্তরানুভবজাত—চমৎকারস্য ভীষণ-বীভৎসিতয়োরনুভবেন বিঘাতঃ স্যাদিত্যেব বিবক্ষিতম্। অতস্তয়োঃ স্বতশ্চমৎকারকত্বং ন নিষিধ্যতে, 'রসে সারশ্চমৎকার' ইত্যস্য বিরোধাৎ।।৯।।

বীরস্য ত্বদ্ভুতো হাস্যঃ প্রেয়ান্ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
ভয়ানকো বিপক্ষোঽস্য কস্যচিচ্ছান্ত এব চ।।১০।।

অনুবাদ। বীররসের মিত্র—অদ্ভুত, হাস্য, সখ্য ও দাস্য, এবং শত্রু ভয়ানক। কেহ কেহ শান্ত রসকেও বীররসের শত্রু বলেন। (শ্রীবলদেবাদির ন্যায় যুদ্ধবীরাদির এবং ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দাদির ন্যায় দানবীরাদির সম্বন্ধে বৎসল-রসও কখন কখন মিত্র হইতে দেখা যায় এবং কোনও কোনও যুদ্ধবীরের বিপক্ষ অর্থাৎ শত্রু—ভয়ানক ও শান্ত, দৃষ্ট হয়।)।।১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বীরস্যেতি—শ্রীবলদেবাদাবিব যুদ্ধবীরাদেঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদাবিব দান-বীরাদের্বৎসলশ্চ ক্বচিৎ সুহৃদ্দৃশ্যতে। কস্যচিদ্ যুদ্ধবীরস্য ভয়ানকঃ শান্তশ্চ বিপক্ষঃ।।১০।।

করুণস্য সুহৃদ্-রৌদ্রো বৎসলশ্চ বিলোক্যতে।
বৈরী হাস্যোঽস্য সম্ভোগশৃঙ্গারশ্চাদ্ভুতস্তথা।।১১।।

অনুবাদ। করুণ-রসের মিত্র--রৌদ্র ও বৎসল এবং শত্রু--হাস্য, সম্ভোগশৃঙ্গার ও অদ্ভুত।।১১।।

রৌদ্রস্য করুণঃ প্রোক্তো বীরশ্চাপি সুহৃদ্বরঃ।
প্রতিপক্ষস্তু হাস্যোঽস্য শৃঙ্গারো ভীষণোঽপি চ।।১২।।

অনুবাদ। রৌদ্ররসের মিত্র--করুণ ও বীর এবং শত্রু--হাস্য, মধুর ও ভয়ানক ।।১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রৌদ্রস্যেতি--ভীষণো ভয়ানকঃ।।১২।।

ভয়ানকস্য বীভৎসঃ করুণশ্চ সুহৃদ্বরঃ।
দ্বিষস্তু বীর-শৃঙ্গার-হাস্য-রৌদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।১৩।।

অনুবাদ। ভয়ানক রসের মিত্র--বীভৎস ও করুণ এবং শত্রু--বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভয়ানকস্যেতি--অত্র করুণস্য তু সুহৃত্ত্বং ভাবি-স্বপ্রিয়-বিয়োগ-স্মরণাৎ।।১৩।।

বীভৎসস্য ভবেচ্ছান্তো হাস্যঃ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
শত্রুঃ শুচিস্তথা প্রেয়ান্ জ্ঞেয়া যুক্ত্যা পরে চ তে।।১৪।।

অনুবাদ। বীভৎস-রসের মিত্র--শান্ত, হাস্য ও দাস্য এবং শত্রু--মধুর ও সখ্য। বিদুষকাদি কৃত-কুবেষাদিতেই হাস্যরসের মিত্রতা বুঝায়, সর্বত্র তাহা নহে। দাস্যরসও আরব্ধরতি-ভক্ত প্রভৃতিতে দেখা যায়। অন্যান্য রস-সম্বন্ধেও এই প্রকারে যুক্তিদ্বারা মিত্রতা ও শত্রুতা জানিতে হইবে।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বীভৎসস্যেতি হাসস্য সুহৃত্ত্বং---বিদূষকাদি-কৃতকুবেষাদৌ জ্ঞেয়ং, ন তু সর্বত্র।।১৪।।

কথিতেভ্যঃ পরে যে স্যুস্তে তটস্থাঃ সতাং মতাঃ।।১৫।।

অনুবাদ। সাক্ষাদ্ভাবে কথিত এবং যুক্তিদ্বারা জ্ঞাত যে সকল রসের মিত্রতা ও শত্রুতা নিরূপিত হইল, তদ্ব্যতীত অন্যান্য রস তটস্থ, ইহাই সাধুগণের মত।।১৪।।

তত্র **সুহৃৎকৃত্যম্** –

সুহৃদামিশ্রণাং সম্যগাস্বাদং কুরুতে রসম্।।১৬।।

অনুবাদ। তত্র সুহৃদ্-রসের কৃত্য। সুহৃদের সহিত সুহৃৎ-রসের মিলনেই রস সম্যগ্‌রূপে আস্বাদ্য হয়।।১৬।।

দ্বয়োস্তু মিশ্রণে সাম্যং দুঃশকং স্যাত্তুলাধৃতম্।
তস্মাদঙ্গাঙ্গিভাবেন মেলনং বিদুষাং মতম্।।১৭।।

অনুবাদ। দুই রসের মিলনে আত্যন্তিক সাম্য চিন্তা করা দুঃসাধ্য; অতএব উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবের একত্র উৎপত্তিই বিদ্বদ্‌গণের মত।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কথিতেভ্য ইতি--সাক্ষাদুক্তেভ্যঃ যুক্ত্যা জ্ঞাতেভ্যশ্চেত্যর্থঃ। সুহৃদা সহ মিলনমেব রসং সম্যগাস্বাদ্যং কুরুতে। অত্র রসদ্বয়মিলনে তুলয়া ধৃতমাত্যন্তিকং সাম্যং সাম্যং দুঃশকং ভাবয়িতুম্ অশক্যমিত্যর্থঃ। মেলনমকদোৎপন্নত্বম্।।১৫-১৭।।

ভবেন্মুখ্যোঽথ বা গৌণো রসোঽঙ্গী কিল যত্র যঃ।
কর্তব্যং তত্র তস্যাঙ্গং সুহৃদেব রসো বুধৈঃ।।১৮।।

অনুবাদ। মুখ্য বা গৌণ যে রস যে স্থলে অঙ্গী হইবে, সেই স্থলে সেই রসের সুহৃৎকেই পণ্ডিতগণ অঙ্গরূপে গ্রহণ করিবেন, বৈরী বা উদাসীন অর্থাৎ তটস্থকে গ্রহণ করিবেন না।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যত্র যো মুখ্যরসঃ গৌণরসো বা অঙ্গী ভবেৎ, তত্র তস্য রসস্য সুহৃদেব রসোঽঙ্গীকর্তব্যঃ ন তু বৈরী, ন বা উদাসীন ইত্যর্থঃ।।১৮।।

তথাঙ্গিত্বং প্রথমতো মুখ্যানামিহ লিখ্যতে।
অঙ্গতাং যত্র সুহৃদো মুখ্যা গৌণাশ্চ বিভ্রতি।।১৯।।

অনুবাদ। অনন্তর অঙ্গিত্ব– প্রথমতঃ মুখ্য শান্তাদির (অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর--এই মুখ্য পঞ্চরসের) অঙ্গিত্ব লিখিত হইতেছে। সেই মুখ্যরসরূপ অঙ্গীতে সুহৃৎ মুখ্যরস ও সুহৃৎ গৌণরসসমূহ অঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছে।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথাঙ্গিত্বমিতি--প্রথমতো মূখ্যানাং শান্তাদীনামঙ্গিত্বং লিখ্যতে। যত্র মুখ্যরসরূপে অঙ্গিনি সুহৃদো মুখ্যরসাঃ সুহৃদো গৌণরসশ্চ অঙ্গতাং বিভ্রতীত্যন্বয়।।১৯।।

তত্র **শান্তেঽঙ্গিনি প্রীতস্যাঙ্গতা**, যথা –

জীবস্ফুলিঙ্গবহ্নের্মহসো ঘনচিৎস্বরূপস্য।
তস্য পদাম্বুজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি।।
অত্র মুখ্যেঽঙ্গিনিমুখ্যস্যাঙ্গতা।।২০।।

অনুবাদ। তথায় মুখ্য শান্ত অঙ্গীতে মুখ্য দাস্যের অঙ্গত্ব, যথা, যিনি জীবরূপ স্ফুলিঙ্গের পক্ষে স্বপ্রকাশ অগ্নিপুঞ্জ, যিনি শ্রীমূর্তিরূপে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মস্বরূপ সেই মদীয় আলম্বন শ্রীবিগ্রহের কি চরণ সেবা করিতে পারিব? এই উক্তিতে পর-তত্ত্বের সহিত কোনও সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই। অথচ সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাদি পূর্ণানন্দ ইত্যাদিরূপে তত্ত্ববস্তুর স্ফূর্তিতে শান্তরসেরই অঙ্গিত্ব দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থলে দাস্যরসোচিত পাদ সম্বাহনেচ্ছা দৃষ্ট হইলেও তাহা অঙ্গরূপে বর্তমান; এস্থলে শান্তরসেরই অঙ্গিত্ব সুস্পষ্ট।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। জীবরূপ-স্ফুলিঙ্গানাং বহ্নেরগ্নি পুঞ্জস্য--এতেন জীবেশয়োরং-শাংশিতা

প্রতিপাদিত। মহ-সন্তেজসঃ স্বরূপস্যেত্যনেন স্বপ্রকাশত্বমুক্তম্; ঘনচিৎ স্বরূপস্য নিবিড়জ্ঞানানন্দ-স্বরূপস্যাতাদৃশ্যত্বেন মমালম্বনস্যেতি। তত্র স্বনিষ্ঠা দর্শিতা; তস্মাৎ শান্তস্যাঙ্গিত্বম।।২০।।

তত্রৈব **বীভৎসস্য**, যথা —

অহমিহ কফশুক্রশোণিতানাং পৃথুকুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে।
শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্থরোঽস্মি।।
—অত্র মুখ্য এব গৌণস্য।।২১।।

অনুবাদ। তথায়ই অর্থাৎ শান্তে গৌণ বীভৎস-রসের অঙ্গতা, যথা—হায়! আমি কফ শুক্র শোণিতময় বিস্তৃত চর্মাচ্ছাদিত এই শরীরে বিচিত্র বিষয়াস্বাদন-জন্য উৎসাহান্বিত, হায় হায় দুরাত্মা আমি ত' সুখঘন-পরমাত্মার স্মরণেও শিথিল হইলাম।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পৃথুকুতুপে বিস্তৃতচর্মপুটকে শরীরে রতোঽহং দুরাত্মা। কথম্ভূতঃ? কুতুকী বিচিত্র বিষয়াস্বাদায় সোৎসাহঃ, তত্রৈব শান্তে অঙ্গিনি প্রীতাদেরঙ্গিত্বম্।।২১।।

তত্রৈব **প্রীতস্যাদ্ভুত-বীভৎসয়োশ্চ**, যথা —

হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে
প্রীতুৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকৃদ্দুস্তর্কচর্যাস্পদম্।
আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং
সেবিষ্যে চলচারুচামর-মরুৎ সঞ্চারচাতুর্যতঃ।।
—অত্রমুখ্য এবমুখস্য গৌণয়োশ্চ।।২২।।

অনুবাদ। শান্তে মুখ্য দাস্য ও অদ্ভুত এবং বীভৎসের অঙ্গতা, যথা—আমি এই মাংসবন্ধ ও শোণিতার্দ্র স্বভাবজ সুখ ত্যাগ করিয়া কবে প্রীতিযুক্ত মনে দুস্তর্কাতীত-মহিমাময়, সুবর্ণ সিংহাসনোপরি আসীন, জলদ শ্যামল পরব্রহ্মকে সুন্দর চামরব্যজনের চাতুর্যপ্রকটনে সেবা করিব?—এখানে শান্তে মুখ্য ও গৌণ অদ্ভুত এবং বীভৎসের অঙ্গতা।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অস্মিন্ বিগ্রহে দেহে মুদং হিত্বা প্রীত্যা উৎসিক্তমনাঃ, অহং স্বর্ণসিংহাসনোপরি আসীনং কৃতোপবেশম্ অম্বুদ-শ্যামলং ব্রহ্ম ভগবন্তং কদা সেবিষ্যে। কথম্ভূতং—দুস্তর্কস্য ধাম যস্য তথাভূতম্। দুস্তর্ক্যেত্যনেনাদ্ভুতরসঃ পিশিতেত্যাদিনা বীভৎসরসঃ। অঙ্গিনি মুখ্যে শান্তরসে মুখ্যস্য দাস্যস্য গৌণয়োরদ্ভুত বীভৎসয়োরঙ্গত্বং জ্ঞেয়ম্।।২২।।

অথ **প্রীতে শান্তস্য**, যথা —

নিরবিদ্যতয়া সপদ্যহং নিরবদ্যঃ প্রতিপদ্য মাধুরীম্।
অরবিন্দবিলোচনং কদা প্রভুমিন্দীবরসুন্দরংভজে?
—অত্র মুখ্য মুখ্যস্য।।২৩।।

অনুবাদ। অতঃপর দাস্যে শান্তের অঙ্গতা, যথা—আমি অবিদ্যারাহিত্যহেতু দোষরহিত হইয়া কবে মাধুর্যপুরিত পদ্মপলাশনেত্র ইন্দ্রীবরসুন্দর (শ্যামবর্ণ) প্রভুকে ভজন করিব? —এখানে মুখ্যঅঙ্গী দাস্যে শান্তের অঙ্গতা।।২৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। নিরবিদ্যতয়া অবিদ্যারাহিত্যেন নিরবদ্যঃ নিদূর্ষণঃ সন্ কদাহং প্রভুঃ ভজে। কথম্ভূতং—প্রতিপদ্যা প্রপদ্যা মাধুরী যস্য তম্। নিরবিদ্যয়েতি শান্তি-বাসনা।।২৩।।

তত্রৈব **বীভৎসস্য**, যথা –

স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।
যস্তু দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে।
—অত্র মুখ্যে গৌণস্য।।২৪।।

অনুবাদ। দাস্যে বীভৎসের অঙ্গতা, যথা–যিনি পদ্মিনী নারীগণেরও দর্শনে যথেষ্ট ঘৃণা করেন–সেই বৈষ্ণব প্রভুর চরণকমল স্মরণপূর্বক নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন। এখানে দাস্যে গৌণ বীভৎসের অঙ্গত্ব।।২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অটতি ভ্রমতি পদ্মিনীনাং সুন্দরীণামপি দর্শননেন হৃণীয়তে ঘৃণাং করোতি।।২৪।।

তত্রৈব **বীভৎসশান্ত-বীরাণাং**, যথা –

তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতিসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন তৃপ্যতি ন সর্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।
ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি
প্রভো! তব পদার্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ।।
—অত্র মুখ্যে মুখস্য গৌণয়োশ্চ।।২৫।।

অনুবাদ। দাস্যেই বীভৎস, শান্ত ও বীরের অঙ্গতা, যথা—প্রভো! আমার মন যুবতিসঙ্গে রঙ্গোদয়ে মুখ বিকৃতি আনয়ন করে (এখানে বীভৎস), সুখময় ব্রহ্ম সমাধির উদ্দেশ্যে শ্রবণ-মননাদি সর্বসাধনের প্রতিও তৃপ্তি জন্মিতেছে না (এখানে শান্ত) করতলগত সিদ্ধিসমূহের প্রতিও আর লোভ হয় না (এস্থলে দানবীর); কেবল তোমার চরণার্চনেই তৃষ্ণাশীল হইয়াছি।।—এস্থলে (দাস্যে) বীভৎস, শান্ত ও বীরের অঙ্গতা।।২৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যুবতী সঙ্গে কস্যচিৎ কৌতুকোদয়ে সতি মুখবিক্রিয়ামিত্যনেন বীভৎসঃ, ব্রহ্মসমাধাবপি নিমিত্তে যৎ শ্রবণ-মননাধিকং তত্র ন ন তৃপ্যতি, তৃপ্যত্যেব অলংবুদ্ধিং করোত্যেবেত্যর্থঃ। অনেন শান্তঃ। ত্বয়া দীয়মানাসু সিদ্ধিষু লালসাং ন বহতীত্যনেন প্রাপ্তানাং পরিত্যাগাদ্দানবীরঃ। পরঃ কেবলম্।।২৫।।

অথ **প্রেয়সি শুচের্যথা** –

ধন্যানাং কিল মূর্ধন্যাঃ সুবলামূর্ব্রজাবলাঃ।
অধরং পিঞ্ছচূড়স্য চলাশ্চুলুকয়ন্তি যাঃ।।

—অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য।।২৬।।

অনুবাদ। অতঃপর সখ্যরসে শৃঙ্গারের অঙ্গতা, যথা—হে সুবল! যে সমস্ত চঞ্চলা ব্রজাঙ্গনা শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করেন, তাঁহারাই ধন্যা-শিরোমণি। এই স্থানে অঙ্গী সখ্যরসে মুখ্য শৃঙ্গারের উদয়।।২৬।।

তত্রৈব **হাসস্য, যথা** –

দৃশোস্তরলিতৈরলং ব্রজ নিবৃত্য মুগ্ধে!
ব্রজং, বিতর্কয়সি মাং যথা ন হি অথাস্মি কিং ভূরিণা।
ইতীরয়তি মাধবে নববিলাসিনীং ছদ্মনা
দদর্শ সুবলো বলদ্বিকচদৃষ্টির স্যাননম্।।
—অত্র মুখ্যে গৌণস্য।।২৭।।

অনুবাদ। ঐ সখ্যরসে হাস্যের অঙ্গতা, যথা—(নববিলাসিনীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্য—) 'হে মুগ্ধে! নয়নভঙ্গিতে আর কি প্রয়োজন? ব্রজে ফিরিয়া যাও,আমাকে যেরূপ ভাবিতেছ, আমি কিন্তু তদ্রূপ নহি, সুতরাং বহু প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই'— মাধব ছল করিয়া নববিলাসিনীকে এই বাক্য বলিলে সুবল বিস্ফারিত ও হাস্যশোভিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দেখিলেন—এখানে সখ্যরসে গৌণহাস্যের অঙ্গতা।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাঞ্চিদ্ ব্রজসুন্দরীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ সপরিহাসমাহ—হে মুগ্ধে? নিবৃত্ত ব্রজং গচ্ছ, কিং ভূরিণা প্রয়াসেন। নববিলাসিনীং প্রতি ছদ্মনা মাধবে ইতীরয়তি সতি বলদ্বিকচহাস্যেনাতিশয়-প্রফুল্লা দৃষ্টির্যস্য তথাভূতঃ সুবলোঽস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং দদর্শ।।২৭।।

তত্রৈব **শুচিহাস্যয়োর্যথা** –

মিহিরদুহিতুরুদ্যদ্বঞ্জুলং মঞ্জুতীরং প্রবিশতি সুবলোঽয়ং রাধিকা-বেষগূঢ়ঃ।
সরভসমভিপশ্যন্ কৃষ্ণমভ্যুত্থিতং যঃ স্মিতবিকশিতগণ্ডং স্বীয়মাস্যং বৃণোতি।।
—অত্র মুখ্যে মুখ্যগৌণয়োঃ।।২৮।।

অনুবাদ। সখ্যরসে মধুর হাস্যের অঙ্গতা যথা—শ্রীরাধিকার বেশে গুপ্ত হইয়া সুবল মনোহর অশোক বিরাজিত যমুনাতীরে গেলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধিকার স্পর্শেচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে গাত্রোত্থান করিলে সুবল হাস্যবিকশিত গণ্ডশোভিত বদন আচ্ছাদন করিলেন। —এখানে সখ্যরসে শৃঙ্গার ও হাস্যের অঙ্গতা।।২৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মিহিরদুহিতুর্যমুনায়া মঞ্জুতীরং রাধিকাবেশেন গুপ্তঃ সুবলঃ প্রবিশতি! কীদৃশম্? উদ্যন্ বঞ্জুলো যত্র তথাভূতং, সরভসং সহর্ষং যথা স্যাত্তথা ক্রমেণ শ্রীরাধিকা-স্পর্শার্থমভ্যুত্থিতং শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্ যঃ সুবলঃ স্মিতেন বিকশিতং গণ্ডং যস্মিন্ তৎ স্বীয়মুখং বস্ত্রেণাবৃণোতি।।২৮।।

অথ **বৎসলে করুণস্য** –

নিরাতপত্রঃ কান্তারে সন্ততং মুক্তপাদুকঃ।
বৎসানবতি বৎসো হে হন্ত সন্তপ্যতে মনঃ।।
—অত্র মুখ্যে গৌণস্য।।২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর মুখ্য অঙ্গী বাৎসল্য করুণের অঙ্গতা—গোপাল আমার ছত্ররহিত ও পাদুকাবর্জিত হইয়া দুর্গম পথে বৎসগণকে লইয়া বেড়াইতেছে। অহো! নানা অনিষ্টাশঙ্কায় আমার মন সন্তাপ প্রাপ্ত হইতেছে।—এখানে মুখ্য বাৎসল্যে গৌণ করুণের অঙ্গতা।।২৯।।

তত্রৈব **হাস্যস্য**, যথা –

পুত্রস্তে নবনীতপিণ্ডমনুং মুষ্ণন্মমান্তর্গৃহাদ
বিন্যস্যাপসসার তস্য কণিকাং নিদ্রার্ণডিম্বাননে।
ইত্যুক্তা কুলবৃদ্ধয়া সুতমুখে দৃষ্টিং বিভুগ্নভ্রুণি
স্মেরাং নিক্ষিপতী সদা ভবতুঃ বঃ ক্ষেমায় গোষ্ঠেশ্বরী।।
—অত্রাপি মুখ্যে গৌণস্য।।৩০।।

অনুবাদ। ঐ বাৎসল্যেই হাস্যের অঙ্গতা, যথা—'যশোদে! তোমার পুত্র আমার গৃহাভ্যন্তর হইতে স্থূল নবনীত লইয়া তত্রত্য নিদ্রিত বালকের মুখে তাহার এক কণিকা নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।' কোনও পুরন্ধ্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া (বৃদ্ধার প্রতি অসূয়াহেতু) কুটিল-ভ্রূযুক্ত বালকের মুখে সহাস্য-দৃষ্টি-নিক্ষেপকারিণী ব্রজেশ্বরী তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।—এখানে মুখ্য অঙ্গী বাৎসল্যে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা।।৩০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কান্তারে দুর্গবর্ত্মনি নিরাতপত্রং আতপ-নিবর্তকচ্ছত্রাদি-রহিতঃ পাদত্রাণ-রহিতশ্চ মে বালকো বৎসানবতি। অত্রানিষ্টশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানীতি চিত্তস্য শঙ্কাতিশয়েন শোকং সম্ভাব্য শ্রীব্রজেশ্বরী-বচনাৎ করুণাবকাশঃ। তব পুত্র অতনুঃ স্থূলং নবনীত-পিণ্ডং মুষ্ণন্ মম গৃহমধ্যে নিদ্রাণস্য বালকস্যাননে তস্য পিণ্ডস্য কণিকাং বিন্যস্য অপসার কুলবৃদ্ধয়েত্যুক্তা গোষ্ঠেশ্বরী সুতমুখে স্মেরাং হাস্যযুক্তাং দৃষ্টি নিক্ষিপন্তী সতীবঃ ক্ষেমায় ভবতু। সুতমুখে কথম্ভূতে? বৃদ্ধাং প্রত্যসূয়য়া বিভুগ্না ভ্রূর্যস্য তথাভূতে।।৩০।।

তত্রৈব **ভয়ানকাদ্ভুত হাস্য করুণানাং**, যথা –

কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তলতটে স্ফারেক্ষণা তুঙ্গিতে
সব্যে দোষ্ণি বিকাশিগণ্ডফলকা লীলাস্যভঙ্গীশতে।
বিভ্রাণস্য হরেগিরীন্দ্রমুদ্বাষ্পা চিরোর্ধস্থিতৌ
পাতু প্রস্নবসিচ্যমানসিচয়া বিশ্বং ব্রজাধীশ্বরী।।
—অত্র মুখ্যে-চতুর্ণাং গৌণানাম্।।৩১।।

অনুবাদ। ঐ বাৎসল্যেই গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণের অঙ্গতা, যথা-- গিরিরাজ উত্তোলন করিতে গেলে শ্রীহরির কুঞ্চিত কেশরাশির প্রান্তভাগে স্বেদবিন্দুর উদ্‌গমে যিনি গোবর্ধনের পতনাশঙ্কায় কম্পিতা হইয়াছেন, গিরিধারণ জন্য বামহস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হইলে যিনি সাত বৎসর বয়স্ক বালকের সাহসদর্শনে বিস্ময়ে নয়ন বিকাশন করিয়াছেন---সহচর বালকবৃন্দের সহিত হাস্য পরিহাসে গোপালের মুখে শত শত ভঙ্গী দেখিয়া যাঁহার হাস্যোদ্‌গমে গণ্ডফলক বিস্ফারিত হইয়াছিল, সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া বামহস্তটি ঊর্ধ্বদিকেই থাকিতে দেখিয়া অশ্রুযুক্ত হইয়া যিনি ক্ষরিত দুগ্ধধারায় পরিধেয় বসন আর্দ্র করিয়াছেন---সেই ব্রজেশ্বরী বিশ্বকে পালন করুন।---এখানে মুখ্য বাৎসল্যে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণ এই চারিটির অঙ্গতা।।৩১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গোবর্ধনং বিভ্রাণস্য হরেশ্চুর্ণ কুন্তলতটে প্রস্বেদিনি সতি কম্প্রা, গোবর্ধনস্য পতনাশঙ্কয়া কম্পমানা ব্রজেশ্বরী বিশ্বং পাতু। তস্য হরেঃ সব্যে দোষ্ণি বামে হস্তে তুঙ্গিতে গোবর্ধনধারণার্থমুচ্চীকৃতে সতি স্ফারেক্ষণা, সপ্তবর্ষবালকস্য সাহসদর্শনাদ্ বিস্ময়েন বিস্তৃতেক্ষণা, হরের্লীলয়া সহচর-বালকৈঃ সহ হাস্যোপহাস্যেন মুখস্য ভঙ্গীশতে সতি হাস্যেন বিকাশিগণ্ডফলকা, সপ্তাহরূপচিরকালং ব্যাপ্য হরের্বামভূজে ঊর্ধ্বেস্থিতৌ উদয়দ্‌বাষ্পধারাযুক্তা যশোদা বাৎসল্যাৎপ্রস্নবেন সিচ্যমানং সিচয়ং বস্ত্রং যস্যাস্তথাভূতা।।৩১।।

কেবলে বৎসলে নাস্তি মুখস্য খলু সৌহৃদম্।
অহোহত্র বৎসলে তস্য নতরাং লিখিতাঙ্গতা।।৩২।।

অনুবাদ। শুদ্ধবাৎসল্যরসে অন্য মুখ্যরসের মিত্রতা না থাকায় এই বৎসলে মুখ্যরসের অঙ্গতা লেখা হইল না।।৩২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কেবলে শুদ্ধেবাৎসল্যে মুখ্যস্য রসস্যাঙ্গতা নাস্তি, কিন্তু গৌণস্যৈবেত্যর্থঃ। তস্য মুখ্যস্য।।৩২।।

অথ **উজ্জ্বলে প্রেয়োসো**, যথা --

মদ্বেষশীলিততনোঃ সুবলস্য পশ্য বিন্যস্য মঞ্জুভূজমূর্ধ্নি ভূজং মুকুন্দঃ।
রোমাঞ্চ-কঞ্চুকজুষঃ স্ফুটমস্য কর্ণে সন্দেশমর্পয়তি তন্বি! মদর্থমেব।।
--অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য।।৩৩।।

অনুবাদ। অতঃপর সখ্যের অঙ্গতা, যথা---(শ্রীরাধার বাক্য)--হে সখি! দেখ মদ্বেষধারী পুলকাঞ্চিত দেহ সুবলের স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ মনোহর ভুজ স্থাপনপূর্বক উহার কর্ণে স্পষ্টতঃ আমার নিমিত্তই কোন সংবাদ দিতেছেন।--এখানে মুখ্য অঙ্গী মধুরে মুখ্য-সখ্যের অঙ্গতা।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সুবলেন তদ্বেশকরণমিদং নর্মণেতি জ্ঞেয়ম্।।৩৩।।

তত্রৈব **হাস্যস্য**, যথা --

স্বসাস্মি তব নির্দয়ে! পরিচিনোষি ন ত্বং কুতঃ কুরু প্রণয়নির্ভরং মম কৃশাঙ্গি! কণ্ঠগ্রহম্।
ইতি ব্রুবতি পেশলং যুবতিবেষগূঢ়ে হরৌ কৃতং স্মিতমভিজ্ঞয়া গুরুপুরস্তদা রাধয়া।।
—অত্র মুখ্যে গৌণস্য।।৩৪।।

অনুবাদ। ঐ মধুরেই হাস্যের অঙ্গতা, যথা—'হে নির্দয়ে! তোমার ভগ্নী আমি, তুমি আমাকে কেন চিনিতে পারিতেছ না হে? কৃশাঙ্গি! প্রণয়সহকারে আমার কণ্ঠধারণ কর (আলিঙ্গন কর),—যুবতিবেশে প্রচ্ছন্ন শ্রীহরি এইরূপ মনোহর বাক্য বলিলে অভিজ্ঞা শ্রীরাধা গুরুজন-সন্নিধানে তখন হাস্যই করিলেন।—এখানে মুখ্য মধুরে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অভিজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণ এব যুবতিবেশং গৃহীত্বা মৎকণ্ঠগ্রহণার্থমাগত ইতি বিশেষজ্ঞানবত্যা রাধয়া গুরূণামগ্রে স্মিতং কৃতম্।।৩৪।।

তত্রৈব **প্রেয়োবীরয়োর্যথা** —

মুকুন্দোঽয়ং চন্দ্রাবলিবদনচন্দ্রে চটুলভে স্মরস্মেরামারাদ্দৃশমসকলামর্পয়তি চ।
ভুজামংসে সখ্যুঃ পুলকিনি দধানঃ ফণিনিভামিভারিক্ষ্বেডাভির্বৃষদনুজমুদ্ যোজয়তি চ।।
—অত্র মুখ্যে মুখ্যগৌণয়োঃ।।৩৫।।

অনুবাদ। মধুরেই সখ্য ও বীর রসের অঙ্গতা; যথা—(চন্দ্রাবলীর সখীর উক্তি)—এই মুকুন্দ চন্দ্রাবলীর চঞ্চল-তারকাশোভিত বদনচন্দ্রে দূর হইতে কন্দর্পভাবজ্ঞাপক কিন্তু অসম্পূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক সখার পুলকাঞ্চিত স্কন্ধে সর্পতুল্য বাহুবিন্যাস করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদে বৃষাসুরকে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন।—এখানে মধুরে মুখ্য সখ্য ও বীররসের অঙ্গতা।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মুকুন্দ ইতি চন্দ্রাবলী-সখ্যা বচনম্। স্মরেণ কন্দর্পেণ স্মেরামসকলাম, অসম্পূর্ণাং দুঃখসঙ্কট্টাভ্যামিতি যাবৎ। ফণিনিভাং সর্পতুল্যাং ভুজাং পুলকবিশিষ্টে সখ্যুঃ স্কন্ধদেশে দধানঃ ইভারি ক্ষ্বেড়াভিঃ সিংহনাদৈ অরিষ্টং যুদ্ধার্থমুদ্বে-জয়তি চ।।৩৫।।

অথ **গৌণানামঙ্গিতা** —

হাস্যাদীনান্তু গৌণানাং যদুদাহরণং কৃতম্।
তেনৈষামঙ্গিতা ব্যক্তা মুখ্যানাঞ্চ তথাঙ্গতা।।
তথাপ্যল্পবিশেষায় কিঞ্চিদেব বিলিখ্যতে।।৩৬।।

অনুবাদ। অতঃপর গৌণরসসমূহের অঙ্গিতা—হাস্যাদি গৌণরসসমূহের যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে ইহাদের অঙ্গিতা ও মুখ্যরসসমূহের অঙ্গতা পরিব্যক্ত হইলেও সামান্য বৈশিষ্ট্য দেখাইতে কিছু লিখিত হইতেছে।।৩৬।।

অথ **হাস্যেঽঙ্গিনি শুচেরঙ্গতা**, যথা —

মদনান্ধতয়া ত্রিবক্রয়া প্রসভং পীতপটাঞ্চলে ধৃতে।
অদধাদ্বিনতং জনাগ্রতো হরিরুৎফুল্লকপোলমাননম্।।
—অত্র গৌণেঽঙ্গিনি মুখ্যস্যাঙ্গতা।।৩৭।।

অনুবাদ। অতঃপর হাস্যে শৃঙ্গারের অঙ্গতা; যথা—কুব্জা কামান্ধ হইয়া সহসা পীতাম্বরের অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ জনগণ-সমক্ষে প্রফুল্লগণ্ডশোভিত আনন অবনত করিলেন।—এখানে গৌণ অঙ্গী হাস্যে মুখ্য শৃঙ্গারের অঙ্গতা।।৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ত্রিবক্রয়া কুব্জয়া।।৩৭।।

বীরে প্রেয়সো, যথা —

সেনান্যং বিজিতমবেক্ষ্য ভদ্রসেনং মাং যোদ্ধুং মিলসি পুরঃ কথং বিশাল?
রামাণাং শতমপি নোদ্ভটোরুধামা শ্রীদামা গণয়তি রে! ত্বমত্র কোঽসি?
—অত্রাপি গৌণেঽঙ্গিনি মুখ্যস্য।।৩৮।।

অনুবাদ। বীর সখ্যের অঙ্গতা, যথা—রে বিশাল! সেনাপতি ভদ্রসেনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তুই আমার সমীপে যুদ্ধ করিতে কেন আসিতেছিস? দারুণ তেজস্বী এই শ্রীদাম শত শত বলরামকেও গণ্য করে না, তুই আবার কে রে?—এখানেও গৌণ অঙ্গী বীরে মুখ্য সখ্যের অঙ্গতা।।৩৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে বিশাল! ভদ্রসেনং মম সেনান্যং পরাজিতমবেক্ষ্য কথং যোদ্ধুং মাং মিলসি? উদ্ভটতেজা অহং শ্রীদামা রামাণাং শতমপি ন গণয়তি।।৩৮।।

রৌদ্রে প্রেয়োবীরয়ো যথা —

যদুনন্দন! নিন্দনোদ্ধতং শিশুপালং সমরে জিঘাংসুভিঃ।
অতিলোহিতলোচনোৎপলৈর্জগৃহে পাণ্ডুসুতৈর্বরায়ুধম্।।
—অত্র গৌণে মুখ্যগৌণয়োঃ।।৩৯।।

অনুবাদ। রৌদ্রে সখ্য ও বীরের অঙ্গতা, যথা—শ্রীযদুনন্দনের নিন্দায় উদ্ধত শিশুপালকে যুদ্ধে বধ করিতে অভিলাষী অতিলোহিত নয়নপদ্মে পাণ্ডুনন্দনগণ উত্তমোত্তম অস্ত্র ধারণ করিলেন।—এখানে গৌণ অঙ্গী রৌদ্রে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীরের অঙ্গতা।।৩৯।।

অদ্ভুতে **প্রেয়োবীর-হাস্যনাং**, যথা —

মিত্রানীকবৃতং গদাযুধি গুরুন্মন্য প্রলম্বদ্বিষং
যষ্ট্যা দুর্বলয়া বিজিত্য পুরতঃ সোল্লুণ্ঠমুদ্গায়তঃ।
শ্রীদাম্নঃ কিল বীক্ষ্য কেলিসমরাটোপোৎসবে পাটবং

কৃষ্ণ-ফুল্লকপোলকঃ পুলকবান্ বিস্ফারদৃষ্টির্বভৌ।।
—অত্র গৌণে মুখ্যস্য গৌণয়োশ্চ।।৪০।।

অনুবাদ। অদ্ভুতে সখ্য, বীর ও হাস্যের অঙ্গত্ব, যথা—মিত্রবৃন্দ পরিবৃত ও গদাযুদ্ধ গুরুম্মন্য বলদেবকে দুর্বল যষ্টিদ্বারা পরাজয় করিয়া তৎসমীপে সোপহাস করিতেছেন যে শ্রীদাম—তাঁহার ক্রীড়াযুদ্ধের গর্বোৎসবপটুতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লগণ্ড, পুলকাঞ্চিত ও বিস্ফারিত নয়ন হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। এখানে গৌণ অঙ্গী অদ্ভুতে মুখ্য সখ্য ও গৌণবীর ও হাস্যের অঙ্গতা।।৪০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মিত্রানীকেতি কস্যাচিদন্যস্য সখ্যুর্বচনং তস্যৈব চৈতে রসা উদাহার্যাঃ, ন তু শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিরসস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। দুর্বলয়া যষ্ট্যা বিজিত্যেতি শিক্ষাবিশেষাধিক্যমভিপ্রেতম্। হাস্যেন ফুল্লকপোলকঃ বিস্ময়েন বিস্ফারনদৃষ্টিঃ।।৪০।।

এবমন্যস্য গৌণস্য জ্ঞেয়া কবিভিরঙ্গিতা।
তথা চ মুখ্যগৌণনাং রসানামঙ্গতাপি চ।।৪১।।

অনুবাদ। এইরূপে কবিগণ অন্যান্য গৌণরসেরও অঙ্গতা এবং উহাতে মুখ্য ও গৌণরসসমূহের অঙ্গতা নিরুপণ করিবেন।।৪১।।

সোঽঙ্গী সর্বাতিগো যঃ স্যান্মুখ্যো গৌণোঽথ বা রসঃ।
স এবাঙ্গং ভবেদঙ্গিপোষী সঞ্চারিতাং ব্রজন্।।৪২।।

অনুবাদ। বহু রসের মিলন-স্থানে মুখ্য বা গৌণ যে কোন রসই হউক না কেন, তাহা যদি অন্যান্য রসসমূহকে অতিক্রম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আস্বাদাতিরেক দিয়া থাকে, তাহাই অঙ্গী এবং যে রস স্বয়ং সঞ্চারিতাপ্রাপ্তি করিয়া অঙ্গিরসকে পোষণ করে, উহাই অঙ্গ।।৪২।।

তথা চ **নাট্যাচার্যাঃ পঠন্তি**—

"এক এব ভবেৎ স্থায়ী রসো মুখ্যতমো হি যঃ।
রসাস্তদনুযায়িত্বাদন্যে স্যুর্ব্যভিচারিণঃ"।।৪৩।।

অনুবাদ। তদ্বিষয়ে নাট্যাচার্যগণও বলেন—'যে রস মুখ্যতম উহাই মাত্র স্থায়ী হয়, অন্যান্য রস মুখ্যরসের আনুগত্যে ব্যভিচারী বলিয়া গণ্য হয়'।।৪৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অথাঙ্গাঙ্গিনো সামান্যতো লক্ষণমাহ—সোঽঙ্গীতি। বহুনাং রসানাং মিলনে মুখ্যো বা গৌণৌ বা রসো ভবতু কিন্তু যঃ সর্বাতিগঃ সর্বাপেক্ষয়া আস্বাদ্যত্বেনাধিকঃ সোঽঙ্গী, যঃ স্বয়ং সঞ্চারিতাং ব্রজন্ সন্ অঙ্গিপোষকঃ স এবাঙ্গম্। অন্যে রসামুখ্য-স্যানুয়ারিত্বাদ ব্যভিচারিণঃ স্যুঃ।।৪২-৪৩।।

শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে চ —

"রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ।।" ইতি।।৪৪।।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরেও, যথা—সমবেত রসগুলির মধ্যে যাহার স্বরূপ সর্বাতিগ হইয়া থাকে, সেই রসকে স্থায়ী এবং তদ্ব্যতীত অন্য রসকে সঞ্চারী বলা হয়।।৪৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রূপং স্বরূপং বহু অধিকং ভবেৎ, শেষা রসাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ।।৪৪।।

স্তোকাদ্বিভাবনাজ্জাতঃ সংপ্রাপ্য ব্যভিচারিতাম্।
পুষ্ণন্নিজপ্রভুং মুখ্যং গৌণস্তত্রৈবলীয়তে।।৪৫।।
প্রোদ্যন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোঽপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে।।৪৬।।
মুখ্যস্ত্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ়নিজবৈভবঃ।।৪৭।।
অনাদিবাসনোদ্ভাস-বাসিতে ভক্তচেতসি।
ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারিগৌণবৎ।।৪৮।।
অঙ্গী-মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈর্ভাবৈস্তৈরভিবর্ধয়ন্।
স্বজাতীয়ৈর্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে।।৪৯।।
যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্র স্যান্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ।।৫০।।

অনুবাদ। অনেক রসের সংযোগস্থলে যে রস অত্যল্প বিভাবন হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা গৌণ এবং ব্যভিচারিতা প্রাপ্তিপূর্বক মুখ্য রসের পোষণপূর্বক সেই মুখ্য রসেই লীন হয়। রস গৌণ হইলেও কিন্তু বিভাবনের উৎকর্ষহেতু প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভুত হইলে সঙ্কুচিত নিজনাথ মুখ্যরসকর্তৃক পুষ্ট হইয়া আবার অঙ্গিত্ব পাইয়া থাকে। মুখ্যরস অঙ্গত্ব পাইয়াও উপেন্দ্রকর্তৃক নিজবৈভব গোপনে ইন্দ্রের পোষকতার ন্যায় অঙ্গিরসকেই পুষ্ট করিয়া থাকে; অথচ এই মুখ্য রস গৌণ ও সঞ্চারীর ন্যায় লীন না হইয়া পূর্বসিদ্ধ সংস্কারে প্রকাশবিশিষ্ট ভক্তচিত্তে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্তই হয়। মুখ্য অঙ্গীরস অঙ্গস্বরূপ সমজাতীয় ও বিজাতীয় ভাবসমূহদ্বারা আপনাকে বর্ধিত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। লীলাভেদে যে রস নিজের মুখ্যতাবিশেষ প্রকাশ করে, সেই মুখ্যরসের ভক্ত নিত্যই রসেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে সেই রসই অঙ্গী হইয়া থাকে এবং মুখ্য অন্য রসও অঙ্গতা প্রাপ্তি করে।।৪৫-৫০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনেক রসানাং মিলননে যঃ স্তোকাৎ স্বল্পাৎ বিভাবনাজ্জাত স এব গৌণ 'সন ব্যভিচারিতাং সংপ্রাপ্য মুখ্যং পুষ্ণন্ তত্রৈব মুখ্যে রসে লীয়তে, প্রপাণকরসে মরীচাদিবল্লীনঃ সন্ আস্বাদ্যো ভবতীতর্থঃ।।৪৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। গৌণাহপি রসঃ বিভাবনোৎকার্যাদ্ধেতোঃ প্রকর্ষেণ উদ্যন সন্ সম্ভূতো নিজনাথেন মুখ্যেন রসেন পুষ্টিং লম্ভিতঃ প্রাপিত অঙ্গিত্বাশুতে প্রাপ্নোতি।।৪৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনাদীত্যুপলক্ষণং পূর্বসিদ্ধত্বে তাৎপর্যম্। এষ অঙ্গিরসঃ স্ফুটং ভাত্যেব, ন তু সঞ্চারিবল্লীনো ভবতি। সঞ্চারি গৌণবদিতি ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত সঞ্চারিগৌণবচ্চ নেত্যর্থঃ।।৪৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সজাতীয়ৈঃ সমানজাতীয়ৈঃ, বিজাতীয়ৈঃ শক্রবর্জিতৈঃ কৈশ্চিৎ পূর্বদর্শিতৈরপি।।৪৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যস্য মুখ্যরসস্য যো ভক্তঃ নিত্যমেব নিজাশ্রয়ো ভবতি, স এব মুখ্যো রসঃ অঙ্গী। অন্য আগন্তুকো রসস্তস্যাঙ্গতাং ব্রজেৎ।।৫০।।

কিঞ্চ —

আস্বাদোদ্রেকহেতুত্বমঙ্গস্যাঙ্গত্বমঙ্গিনি।
তদ্বিনা তস্য সম্পাতো বৈফল্যায়ৈব কল্পতে।।৫১।।
যথা মৃষ্টরসালায়াং যবসাদেঃ কথঞ্চন।
তচ্চর্বণে ভবেদেব সতৃণাভ্যবহারিতা।।৫২।।

অনুবাদ। আরও—অঙ্গিরসে যদি অঙ্গরস আস্বাদতিশয়ের হেতু হয়, তাহা হইলেই তাহার অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হয়; আস্বাদাতিশয়ের হেতুতা না থাকিলে রসবর্ণনায় অঙ্গরসের মিশ্রণই বৈফল্য আনিয়া থাকে। যেরূপ মার্জিত রসালায় দৈবাৎ পতিত তৃণাদির চর্বণ করিলে তৃণসহিত ভোজনকর্তৃতা ঘটে, সেইরূপ অত্যুত্তম অঙ্গীরসের আস্বাদনকালে অঙ্গরসের হেয়তা রসাস্বাদনের বিঘ্নই জন্মায়।।৫১-৫২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অঙ্গিনি রসে য আস্বাদোদ্রেকঃ তস্য হেতুত্বরূপমেবাঙ্গস্যাঙ্গত্বং নান্যৎ—তদেব দর্শয়তি—তদ্বিনেতি। তদ্বিনা আস্বাদোদ্রেকহেতুত্বং বিনা তস্যাঙ্গং রসস্য রসবর্ণনায়াং সম্পাতো বৈফল্যায়।।৫১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। যথা পানকপ্রভেদ-মার্জিত-রসালায়াং কথঞ্চন দৈবাৎ পতিতস্য যবসাদেঃ ঘাসাদেঃ চর্বণে সতি সতৃণাভ্যবহারিতা তৃণসহিতোত্তম ভোজন কর্তৃকতা ভবেৎ।।৫২।।

অথ **বৈরিকৃতম্** —

জনয়ত্যেব বৈরস্যং রসানাং বৈরিণা যুতিঃ।
সুমৃষ্ট-পানকাদীনাং ক্ষারতিক্তাদিনা যথা।।৫৩।।

যথা হি —

ব্রহ্মিষ্ঠায়া নিষ্ফলঃ মে ব্যতীতঃ কালো ভূয়ান্ হা সমাধিব্রতেন।
সান্দ্রানন্দং তন্ময়া ব্রহ্ম মূর্তং কোণেনাক্ষ্ণঃ সাচিসব্যস্য নৈক্ষি।।
—অত্র শান্তস্যোজ্জ্বলেন বৈরস্যম্।।৫৪।।

অনুবাদ। অতঃপর বৈরিরস কার্য—সুমিষ্ট পানকাদিতে ক্ষারতিক্তাদির মিলন হইলে যেরূপ বিস্বাদ জন্মায়, সেইরূপ রসসমূহ বৈরিরসের সহিত যুক্ত হইলে বিরসতাই আনয়ন করে; যথা—হায়! ব্রহ্মজ্ঞানবাদী আমার সমাধিব্রতাবলম্বনে দীর্ঘকালই বিফলে অতিবাহিত হইল! অথচ সান্দ্রানন্দমূর্ত আমি বামনয়নের একটি কোণদ্বারাও বক্ররূপেও দেখিলাম না। ঐ স্থানে ব্রহ্মনিষ্ঠচিত্ততা শান্তরসে বামদৃক্প্রেক্ষারূপে উজ্জ্বলরসের বর্ণনায় বৈরস্য জন্মিয়াছে।।৫৩-৫৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈরিণা রসেন সহ যুতির্মিলনং বৈরস্যম্।।৫৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ব্রহ্মজ্ঞানবত্যা মম সমাধিব্রতেন ভূয়ান্ কালো নিষ্ফলং ব্যতীতঃ সান্দ্রানন্দং মূর্তং তদ্ব্রহ্ম সব্যস্য বামস্যাক্ষ্ণঃ-কোণেন সাচি বক্রং যথা স্যাত্তথা ময়া নৈক্ষি ন দৃষ্টমিত্যর্থঃ।।৫৪।।

ক্ষণমপি পিতৃকোটিবৎসলং তং সুরমুনিবন্দিত পাদমিন্দিরেশম্।
অভিলষিত বরাঙ্গনানখাঙ্কৈঃ স্ফুরিততনুং প্রভুমীক্ষিতং মনো মে।।
—অত্র প্রীতস্যোজ্জ্বলেনৈব।।৫৫।।

অনুবাদ। যিনি কোটি কোটি পিতৃ-হইতেও বৎসল, দেববৃন্দ ও মুনিবৃন্দ যাঁহার চরণ-বন্দনা করিতেছেন, যিনি রমাপতি এবং যাঁহার কলেবর বরাঙ্গনাগণের নখচিহ্নে সুভূষিত—সেই প্রভুকে ক্ষণকালের জন্যও দেখিতে আমার মন ইচ্ছা করিতেছে।—ইহাতে উজ্জ্বল রসের দ্বারা দাস্যরসের বিরসতা ঘটিল।।৫৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বরাঙ্গনা-নখেত্যনেন শৃঙ্গাররসঃ।।৫৫।।

দোর্ভ্যামর্গলদীর্ঘাভ্যাং সখে! পরিরভস্ব মাম্।
শিরঃ কৃষ্ণ! তবাঘ্রায় বিহরিষ্যে ততস্ত্বয়া।।
—অত্র প্রেয়সো বৎসলেন।।৫৬।।

অনুবাদ। হে সখে! অর্গলসদৃশ দীর্ঘ বাহুদ্বয়দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর, হে কৃষ্ণ! তোমার শিরোঘ্রাণ করিয়া তবে তোমার সঙ্গে খেলা করিব।—এস্থানে বৎসলরসদ্বারা সখ্যরসের বিরসতা ঘটিল।।৫৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ততঃ পরিরম্ভান্তরং হে কৃষ্ণ! তব শিরঃ আঘ্রায়েতি বাৎসল্যম্।।৫৬।।

যং সমস্তনিগমাঃ পরমেশং সাত্বতাস্ত ভগবন্তমুশন্তি।
তৎ সুতেতি বত সাহসিকীং ত্বাং ব্যাজিহীর্ষতু কথং মম জিহ্বা?
—অত্র বৎসল্যস্য প্রীতেন।।৫৭।।

অনুবাদ। সমস্ত বেদান্তিগণ যাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, সাত্বতবৃন্দ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন, সেই তোমাকে 'হে সুত' বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার জিহ্বা কিরূপে সাহসী হইবে?—এখানে দাস্য রসদ্বারা বৎসলের বৈরস্য ঘটিল।।৫৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সমস্তনিগমা ইতি—সমস্তং নিগময়ন্তি নিগমার্থং সমস্তং সমন্বিতং কুর্বন্তি যে তে বেদান্তিন ইত্যর্থঃ। পরমেশং পরংব্রহ্মপর্যায়ং সাত্বতাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ভগবন্তম্ উশন্তি মন্যন্তে, সাহসিকী মম জিহ্বা ত্বং সুতেতি কথং ব্যাজিহীর্ষতু।।৫৭।।

তড়িদ্বিলাস তরলা নবযৌবনসম্পদঃ।

অদ্যৈব দূতিঃ তেন ত্বং ময়া রময় মাধবম্।

—অত্রোজ্জ্বলস্য শান্তেন।।৫৮।।

অনুবাদ। হে দূতি! বিদ্যুতবিলাসতুল্য অচিরস্থায়ী এই যৌবনশোভা, অতএব আজই তুমি আমার সহিত মাধবের মিলন ঘটাও।—এখানে শান্তরসদ্বারা শৃঙ্গারের বৈরস্য ঘটিল।।৫৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তড়িতঃ অচিরস্থায়ী বিলাস ইব তরলাশ্চঞ্চলা নবযৌবন-সম্পত্তয়ো ভবন্তি, তেন হেতুনা হে দূতি! অদ্যৈব ময়া সহ মাধবং রময়।।৫৮।।

চিরং জীবেতি সংযুজ্য কাচিদাশীর্ভিরচ্যুতম্।

কৈলাসস্থা বিলাসেন কামুকী পরিষস্বজে।

—অত্র শুচের্বৎসলেন।।৫৯।।

অনুবাদ। কৈলাসবাসিনী কোনও কামুকী স্ত্রী 'চিরজীবি হও' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।—এখানে বৎসলরসদ্বারা শৃঙ্গারের বৈরস্য হইল।।৫৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কাচিৎকৈলাসবাসিনী কামুকী মনোবিলাসেন মনোরথেন শ্রীকৃষ্ণং পরিষস্বজে।।৫৯।।

শুচেঃ সম্বন্ধগন্ধোঽপি কথঞ্চিদ্ যদি বৎসলে।

ক্বচিদ্ভবেত্ততঃ সুষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে।।৬০।।

অনুবাদ। শুদ্ধবাৎসল্যে যদি কোনও স্থানে কোনরূপ শৃঙ্গারের গন্ধকণাও থাকে, তাহা হইলে ঐ বৎসল অতি বিরসতাই ঘটায়।।৬০।।

পিশিতাসৃঙ্ময়ী নাহং সত্যমস্মি তবোচিতা।

স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং শ্যামাঙ্গ! কৃপায়াঙ্গীকুরুষ্ব মাম্।।

—অত্র শুচের্বীভৎসেন।।৬১।।

অনুবাদ। হে শ্যামাঙ্গ! যদিও এই রক্তমাংসময়ী আমি তোমার উপযুক্তা নহি, তাহা হইলেও তোমার কটাক্ষবিদ্ধা আমাকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার কর।—এখানে বীভৎসরস শৃঙ্গারের বৈরস্য জন্মাইয়াছে।।৬১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মাংসরুধিরময়ী অহম্ অতস্তব যোগ্য নাস্মি, তথাপি তবাপাঙ্গেন পীড়িতাং মাম্।।৬১।।

এবমন্যাপি বিজ্ঞেয়া প্রাজ্ঞৈ রসবিরোধিতা।
প্রায়েণেয়ং রসাভাস-কক্ষায়াং পর্যবস্যতি।।৬২।।

অনুবাদ। এই অনুসারে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্যান্য রসবিরোধিতাও জানিবেন। এই রসবিরোধ প্রায়শঃ রসাভাসরক্ষায় পর্যবসিত হইয়া থাকে, কখন বা তাহা হইতেও অধম কক্ষায় পর্যবসিত হয়।।৬২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। প্রায়েণেতি--কেচিদ্ ভাবা রসাভাসাদপ্যধম্-কক্ষায়াং পর্যবস্যন্তীত্যর্থঃ।।।৬২।।

কিঞ্চ --

দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্যমাণ-তয়াপ্যুক্তৌ সাম্যেন বচনেঽপি চ।।৬৩।।
রসান্তরেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয়-ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতা সহ।
ইত্যাদিষুন বৈরস্যং বৈরিণো জনয়েদ্যুতিঃ।।৬৪।।

অনুবাদ। আরও--পরস্পর বৈরী দুই রসের মিলনে একতরের যুক্তিযুক্ত বাধ্যতা-নির্ধারণে, বিরোধিরসটি স্মর্যমাণ হইয়া সম্ভবপক্ষে কথিত হইলে, বৈরিরস দুইটির সম্ভবপক্ষে সমভাবে উক্তি থাকিলে, তটস্থ বা প্রিয় অন্য রসদ্বারা ব্যবধানে এবং বিরোধিরসদ্বয়ের একবিষয় ও একাশ্রয় হইলে বৈরস্য ঘটে না।।৬৩-৬৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বয়ো রসয়োর্মধ্যে একতরস্য বাধ্যত্বেন বর্ণনে সতি পরস্পরবৈরিণো রসয়োমুর্তিমিলনং ন বৈরস্যং জনয়েৎ, তথা বিরোধিরসস্য স্মর্যমানত্বেন বর্ণনে ন দোষঃ। এবম্বিধদ্বয়স্য সাম্যেন বর্ণনে দোষঃ বৈরস্যম্। তট্টস্থেন প্রিয়েণ বা রসান্তরেণ ব্যবধানে সতি ন বৈরস্যম্। বৈরিণো রসয়োরেকবিষয়ত্বে তথা একাশ্রয়ত্বে চ ন বৈরস্যমস্তি---বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতা বৈরিণা সহ বর্ণনে ন বৈরস্যং, বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি মুখ্যেন দ্বিষতা সহ বর্ণনে বৈরস্যং ন বর্ততে এবেত্যগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি।।৬৩-৬৪।।

তত্র **একতরস্য বাধ্যত্বেন বর্ণনে** যথা বিদগ্ধমাধবে --

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে,
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফুর্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে,
মুগ্ধেয়ং কিল তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমা--কাঙক্ষতি।।৬৫।।
বাধ্যত্বমত্র শান্তস্য শুচেরুৎকর্ষবর্ণনাৎ।।৬৬।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে একতরের বাধ্যত্ববর্ণনে বৈরস্যভাব, যথা বিদগ্ধমাধবে--(পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন--) কি অদ্ভুত দেখ--মুনিবৃন্দ বিষয় হইতে মনকে

প্রত্যাহৃত করিয়া যাঁহাতে ক্ষণকালের জন্য নিয়োগ করিতে চাহেন, এই বালা রাধা তাঁহা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে নিবেশ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। অহো! হৃদয়ে যাঁহার লেশমাত্র স্ফূর্তির জন্য যোগী সমুৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, এই মুগ্ধা তাঁহাকেই হৃদয় হইতে নিষ্কাষিত করিতে বাঞ্ছা করিতেছে। এস্থানে শৃঙ্গারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনে শান্তরসের অপকর্ষরূপ বাধ্যত্ব হইল।।৬৫-৬৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীরাধায়াঃ প্রেমোৎকর্ষ-কথনায় পৌর্ণমাসী আহ—প্রত্যাহৃত্যেতি। বিষয়েভ্যঃ মনঃ প্রত্যাহৃত্য যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ধিৎসতি ধর্তুমিচ্ছতি—ইত্যনেন মুনীনামিচ্ছমাত্রং, ন তু ধারণ-সামর্থ্যমিতি জ্ঞেয়ম্। ততঃ শ্রীকৃষ্ণান্মনঃ প্রত্যাহরন্তী লোকধর্মভয়াদাকর্ষন্তী অসৌ বালা শ্রীরাধাবিষয়েষু ধর্তু মিচ্ছতীত্যত্রাপি তস্যা বিষয়ে ধারণেচ্ছা-মাত্রং ন তু ধারণসামর্থ্যম্।।৬৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তেন শৃঙ্গাররসস্য সর্বোৎকর্ষ কথনাৎ শান্তস্যাপকর্ষরূপ-বাধ্যত্বমুক্তম্।।৬৬।।

স্মর্যমানত্বে, যথা –

স এষ বৈহাসিকতাবিনোদৈর্ব্রজস্য হাসোদ্‌গমসন্বিধাতা।
ফণীশ্বরেণাদ্য বিকৃষ্যমাণঃ করোতি হা নঃ পরিদেবনানি।।৬৭।।

অনুবাদ। স্মর্যমাণতায় যথা—(কালিয়-বেষ্টিতশ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া জনৈক গোপের উক্তি—) যিনি পরিহাসময় কৌতুকদ্বারা ব্রজবাসিগণের হাস্যরসবিধাতা ছিলেন, অহো! আজ তিনি কালিয়সর্পের আকর্ষণে ক্লিষ্যমান হইয়া আমাদের বিলাপরাশিই বিস্তার করিতেছেন।।৬৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কালিয়নে বেষ্টিতং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা কশ্চিদ্ গোপো দুঃখেনাহ—স ইতি যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অদ্য কালিয়েনাকৃষ্যমাণঃ আকর্ষণ-বশাৎ ক্লিশ্যমানঃ ইত্যর্থঃ। পরি-দেবনানি বিলাপ-বচনানি বিলাপঃ পরদেবন'-মিত্যমর; যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণস্যাসুরকর্তৃক-পরার্যভবাভাবেন বিলাপো ন সম্ভবতি, তথাপ্যৈশ্বর্যজ্ঞানশূন্যস্য গোপস্য কৃষ্ণনিষ্ঠ বন্ধন-জনিতস্নেহেন বিলাপানুমানং জ্ঞেয়ম্। স এষ বৈহাসিকতা—বিনোদৈর্ব্রজস্য হাসোদগমসন্বিধাতা পূর্বমাসীদিতি করুণ-রসেন সহ হাসস্য বিরোধেঽপি তস্য স্মর্যমানত্বেন ন বৈরিস্যমিতি জ্ঞেয়ম্।।৬৭।।

সাম্যেন বচনে, যথা –

বিশ্রান্তষোড়শকলা নির্বিকল্পা নিরাবৃতিঃ।
সুখাত্মা ভবতী-রাধে! ব্রহ্মবিদ্যেব রাজতে।।৬৮।।

যথা বা –

রাধা শান্তিরিবোন্নিদ্রং নির্নিমেষেক্ষণঞ্চ মাম্।
কুর্বতী ধ্যানলগ্নঞ্চ বাসয়ত্যদ্রিকন্দরে।।৬৯।।

অনুবাদ। সাম্যবাক্যে, যথা—হে রাধে! ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় বিশ্রান্তষোড়শকলা, নির্বিকল্পা নিরাকৃতি এবং সুখাত্মা হইয়া তুমি শোভা পাইতেছ। যথা বা—শ্রীরাধা শান্তির

ন্যায় আমাকে নিদ্রাশূন্য নির্নিমেষনেত্র এবং ধ্যানলগ্ন করাইয়া পর্বতগহ্বরে বাস করাইতেছেন।।৬৮-৬৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে রাধে! বিশ্রান্তাঃ প্রাপ্ত-বিশ্রমাঃ ষোড়শকলাত্মক শৃঙ্গারা যস্যাং তথাভূতা ভবতীরাজতে, ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে বিশ্রান্তং নিরুদ্যমং ষোড়শকলং লিঙ্গশরীরং যস্যাম্। তথা নির্বিকল্পা ইয়ং রাধা ন বেতি বিকল্পরহিতা সুষ্ঠু প্রত্যক্ষতয়া নির্ণীতেত্যর্থঃ, পক্ষে ভেদরহিতা প্রত্যক্ষতয়া নির্ণীতে হেতুঃ--নিরাবৃতিঃ লতাদিব্যবধান রহিতা, পক্ষে গুণাবরণশূন্যা। ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মানুভবঃ। তদেতদ্বিধমপি বর্ণনং নর্মময়মেব রসায় সম্পদ্যত ইতি।।৬৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রাধা শান্তিরিব মাম্ উন্নিদ্রং নিমিষরহিতেক্ষণং ধ্যানলগ্নং চ কুর্বতী সতী অদ্রিকন্দরায়াং বাসয়তি।।৬৯।।

রসান্তরেণ ব্যবধৌ, যথা —

ত্বং কাঽসি শান্তা কিমিহান্তরীক্ষে দ্রষ্টুং পরং ব্রহ্ম কুতস্ততাক্ষী।
অস্যাতিরূপাৎ কিমিবাকুলাত্মা রম্ভে! সমারম্ভি ভিদা স্মরেণ।।৭০।।
—অত্রাদ্ভুতেন ব্যবধিঃ।

অনুবাদ। অন্যরসদ্বারা ব্যবধানে, যথা—(রম্ভা অপ্সরার জিজ্ঞাসা—) তুমি কে? উত্তর--আমি শান্তা, প্রশ্ন--তাহা হইলে অন্তরীক্ষে কেন? উত্তর--হে রম্ভে! এই শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে আমি অনির্বচনীয়রূপে ব্যকুলা হইয়াছি এবং অদ্যাবধি আমি কন্দর্পচেষ্টা করিতেছি--এস্থানে রূপটি অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া শান্তিরতির আচ্ছাদনে শৃঙ্গাররতির উদ্ভাবিত হইয়াছে।।৭০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রম্ভা নাম্নী অপ্সরাঃ পৃচ্ছতি---ত্বং কাঽসি? শান্তাস্মি শান্তিরতিমত্যহম্। ইহান্তরীক্ষে কিং? পুনঃ তত্রোত্তরং, পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ দ্রষ্টুম্। বিস্ময়েন কুতস্ত্বং বিস্তৃতাক্ষী? পুনস্তত্রোত্তরমাহ---হে রম্ভে! কৃষ্ণস্যাতিশয়রূপাৎ কিমিব অনির্বচনীয়াং আকুলাত্মহং ভেদাভেদকর্ত্রা স্মরেণ সমারম্ভি। অদ্যাবধি মম কন্দর্পারম্ভঃ জাত ইতি পর্যবসিতার্থঃ। অত্র রূপস্যাত্যন্তাদ্ভুততয়া তস্যাঃ শান্তিরতিমাচ্ছাদ্য মধুররতিরুদ্ভাবিতেতি জ্ঞেয়ম্।।৭০।।

বিষয়ভিন্নত্বে, যথা শ্রীদশমে (১০।৬০।৪৫) —

ত্বক্-শ্মশ্রু রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থি-রক্ত কৃমি-বিট-কফ-পিত্ত-বাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জ-মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী।।৭১।।

অনুবাদ। বিষয়ভিন্নতায়, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে--রুক্মিণীর উক্তি---হে নাথ! যে নারী আপনার চরণ কমলের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই বিমূঢ়াই বাহিরে চর্ম, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আবৃত অথচ অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা ও বাত-পিত্ত-কফে পুরিত জীবন্মৃত শরীরকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।।৭১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তব চরণকমলস্য মকরন্দাস্বাদরহিতা যা স্ত্রী, সৈব জীবন্মৃতে রূপে কান্তমতিঃ,

অতএব ত্বাং ন ভজতি। অত্র রুক্মিণ্যাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শৃঙ্গাররসঃ প্রাকৃত-পুরুষ বিষয়কঃ বীভৎসরসশ্চ। অত বিষয়ভেদেন ন বৈরস্যমিতি জ্ঞেয়ম্।।৭১।।

যথা বা বিদগ্ধমাধবে —

তস্যাঃ কান্তদ্যুতিনি বদনে মঞ্জুলে চাক্ষিযুগ্মে
তত্রাস্মাকং যদবধি সখে! দৃষ্টিরেষা নিবিষ্টা।
সত্যং ব্রহ্মস্তদবধি ভবেদিন্দুমিন্দীবরঞ্চ
স্মারং স্মারং মুখকুটিলতা-কারিণীয়ং হৃণীয়া।।৭২।।
—উভয়ত্র শুচিবীভৎসয়োঃ।।

অনুবাদ। যথা বিদগ্ধমাধবে—(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—) হে সখে! যদবধি এই শ্রীরাধিকার মনোহর কান্তিযুক্ত বদনে ও মনোজ্ঞ নয়নদ্বয়ে আমার এই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে নিশ্চয় বলিতেছি যে তদবধি চন্দ্র ও ইন্দীবরকে স্মরণ করিয়া মুখবিকৃতিকারিণী ঘৃণাই হয়। উভয় শ্লোকে শৃঙ্গার ও বীভৎসরসের বিষয়ভিন্নতায় বৈরস্য হইল না।।৭২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তস্যা রাধায়াঃ কমণীয়দ্যুতি বিশিষ্টে বদনে এবং মনোজ্ঞে অক্ষিযুগ্মে চ দৃষ্টির্নিবিষ্টা ইন্দুম্ ইন্দীবরং নীলকমলঞ্চ স্মৃত্বা মম মুখকুটিলতাকারিণী ঘৃণা ভবেৎ। মুখদর্শনাৎ চন্দ্রে নেত্রদর্শনান্নীল-কমলে ঘৃণা ভবেদিতি জ্ঞেয়ম্।।৭২।।

আশ্রয়ভিন্নত্বে, যথা —

বিজয়িনমজিতং বিলোক্য রঙ্গস্থলভুবি সংভৃত-সাংযুগীনলীলম্।।
পশুপ-সবয়সাং বপূংষি ভেজুঃ পুলককুলং দ্বিষতাং তু কালিমানম্।।৭৩।।
—অত্র বীরভয়ানকয়ো।।

অনুবাদ। আশ্রয়ভিন্নতা, যথা—যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তম যোদ্ধারন্যায় লীলামোদী বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপবালকগণের শরীরে পুলক ও শত্রুদের শরীরে কালিমাধারণ করিয়াছিল।—এখানে বীর ও ভয়ানক রসের আশ্রয়ভিন্নতায় বৈরস্য ঘটিল না।।৭৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সম্ভৃতা সম্যক্ ধৃতা সাংযুগীনলীলা যেন তং বিজয়িনং শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য বালকানাং বপুংষি পুলকং ভেজুঃ। 'সাংযুগীনো রণে সাধু' ইত্যমরঃ। দ্বিষতাং কংসাদীনাং বপুংষি ভয়েন কালিমানং ভেজুঃ।।৭৩।।

বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি মুখ্যেন দ্বিষতা সহ।
সঙ্গতিঃ কিল মুখ্যস্য বৈরস্যায়ৈব জায়তে।।৭৪।।

তত্র বিষয়ভেদে, যথা —

বিমোচয়ার্গলাবন্ধং বিলম্বং তাত! নাচর।
যামি কাশ্যগৃহং যূনা মনঃ শ্যামেন মে হৃতম্।।
—অত্র শুচেঃ প্রীতেন।।৭৫।।

অনুবাদ। বিষয় ও আশ্রয়ের ভিন্নতা ঘটিলেও মুখ্য শত্রুর সহিত মুখ্য রসের মিশ্রণ হইলে বৈরস্যই হয়। তন্মধ্যে বিষয়ভেদে, যথা--হে পিত! আমার গমন প্রতিবন্ধক অর্গলাবন্ধ সত্বরই মোচন করুন। যুবক শ্যাম আমার মনকে হরণ করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি সান্দীপণিমুনির গৃহে যাইব।--এখানে কন্যার পিতৃবিষয়ক দাস্য রতি ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুররতির--দুইটি মুখ্য হওয়ায় ভিন্নবিষয়ক হইলেও রসবিঘাত জন্মিল।।৭৪-৭৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈরিণা মুখ্যেন সহ মুখ্যস্য মিলনং বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি বৈরস্যজনকং ভবতি, গৌণেন সহ মিলনন্তু ন বৈরস্যজনকমিতি পূর্বমপ্যুক্তম্।।৭৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে তাত! মম গমনপ্রতিবন্ধকমর্গলবন্ধং বিমোচয়, বিলম্বঃ নাচর, যূনা শ্যামেন মম মনঃ হৃতম্। অতঃ তস্য দর্শনার্থং সান্দীপণের্গৃহং যামি। অত্র কন্যায়াঃ পিতৃ-বিষয়কদাস্যরতিঃ, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শৃঙ্গাররতিশ্চ দ্বয়োর্মুখ্যত্বেন ভিন্নবিষয়ত্বেঽপি বৈরস্যং জ্ঞেয়ম্।।৭৫।।

আশ্রয়ভেদে, যথা –

রুক্মিণীকুচকাশ্মীরপঙ্কিলোরঃস্থলং কদা।
সদানন্দং পরং ব্রহ্ম দৃষ্ট্যা সেবিষ্যতে ময়া?
—অত্র শান্তস্য শুচিনা।।৭৬।।

অনুবাদ। আশ্রয়ভেদে যথা—যাঁহার বক্ষস্থান রুক্মিণীর কুচকুঙ্কুমে পঙ্কিল হইয়াছে, সেই সদানন্দ পরব্রহ্মকে কবে আমি দর্শন করিয়া সেবা করিব?—এস্থানে বক্তার শান্তরসে 'রুক্মিণীকুচাকাশ্মীর' ইত্যাদি দ্বারা প্রোক্ত শৃঙ্গারসের আশ্রয়ের মিশ্রণে বৈরস্য জন্মিল।।৭৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রুক্মিণীতি এষাত্র শুচেরাশ্রয়ঃ বক্তা শান্তস্য। জ্ঞানবর্ত্মনি অনুরক্তধিয়ো ভক্তাঃ।।৭৬।।

অনুরক্তধিয়ো ভক্তাঃ কেচন জ্ঞানবর্ত্মনি।
শান্তস্যাশ্রয়ভিন্নত্বে বৈরস্যং নানুমন্বতে।।৭৭।।

কিঞ্চ –

ভৃত্যয়োর্নায়কস্যেব নিসর্গদ্বেষিণোরপি।
অঙ্গয়োরঙ্গিনঃ পুষ্ট্যৈ ভবেদেকত্র সঙ্গতিঃ।।৭৮।।

অনুবাদ। জ্ঞানমার্গে অনুরক্তচিত্ত কোন কোন ভক্ত শান্তরসের আশ্রয়ভিন্নত্ব হইলেও বৈরস্য স্বীকার করেন না। পরন্তু ভৃত্যদ্বয় স্বভাবতঃ বিদ্বেষপরায়ণ হইলেও যেরূপ স্বপ্রভুর সেবার জন্য একত্র মিলিত হয়, সেইরূপ পরস্পর বিরোধি-অঙ্গদ্বয় মিলিত হইয়াও মুখ্য অঙ্গীরসকে পুষ্ট করে।।৭৭-৭৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্বভাবত এব দেষিণোরপি ভৃত্যয়ো রাজসেবকয়োর্নায়কস্য স্বপ্রভোঃ সেবার্থং

যথা একত্র সঙ্গতিঃ, তথা পরস্পরবৈরিণোরপি অঙ্গয়োঃ অঙ্গিনঃ পুষ্টৌ নিমিত্তে একত্র সঙ্গতির্ন দোষায় কল্পতে।।৭৮।।

যথা —

কুমারস্তে মল্লিকুসুম সুকুমারঃ প্রিয়তমে
গরিষ্ঠোহয়ং কেশী গিরি-বদিতি মে বেল্লতি মনঃ।
শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভুজমেধির্মুহুরমুং
খলং ক্ষুন্দন্ কুর্যাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহম্।।৭৯।।
—অত্র বিদ্বিষৌ বীরভয়ানকৌ বৎসলং পুষ্ণীতঃ।

যথা —

'কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তলতটে ইত্যাদি।
—অত্র হাস্য-করুণৌ বৎসলমেব পুষ্ণীতঃ।।৮০।।

অনুবাদ। যথা—(শ্রীনন্দ বলিলেন—) হে প্রিয়তমে যশোদে! তোমার এই পুত্রটী মল্লীপুষ্প হইতেও কোমল, আর এই কেশী নামক দৈত্যটি পর্বত অপেক্ষাও ভারী—ইহা ভাবিয়া আমার মন কম্পিত হইতেছে। (এস্থলে ভয়ানক রস) শুভ হউক—দেখ আমি এই বাহুরূপ মেধি (ধানগাছ হইতে ধান নিষ্কাষণ করার জন্য ভ্রাম্যমান বলীবর্দের বন্ধনস্তম্ভ) উত্তোলনপূর্বক ঐ খল দৈত্যকে বারংবার সম্পূর্ণ করিয়া ব্রজমণ্ডলকে নিরতিশয় শ্লাঘনীয় করিব (ইহাতে বীররস)—এস্থলে বিরোধী হইলেও বীর ও ভয়ানকরস বৎসলরসের পুষ্টি বিধান করিয়াছে। যেমন—'কম্প্রা স্বেদিনী চূর্ণকুন্তলতটে' ইত্যাদি শ্লোকে হাস্য ও করুণরস বৎসলরসেই পুষ্টি বিধান করিয়াছে।।৭৯-৮০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীনন্দঃ আহ—কুমার ইত্যাদৌ বিষয়ভেদেহপ্যপেক্ষঃ হে প্রিয়তমে যশোদে! মম মনঃ বেল্লতি কম্পতে। অত্র ভয়ানক, উন্নমিত ভুজ এব মেধির্যস্য তথাভূতোহয়ং অমুং কেশিনং ক্ষুন্দন্ সন্ ব্রজমতিশালিনং শ্লাঘিনং কুর্য্যাম্। শাল শ্লঘায়াং। মেধিঃ ধান্যপলালয়োঃ পার্থক্যায় ভ্রাম্যমাণবলীবর্দ্দস্তম্ভঃ। তত্র বীররসঃ।।৭৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কম্প্রেত্যাদি শ্লোকস্তু (৪।৮।৩১) পূর্বমেবোক্তঃ।।৮০।।

অপি চ —

মিথো বৈরাবপি দ্বৌ যৌ ভাবৌ ধর্মসুতাদিষু।
কালাদিভেদাৎ প্রাকট্যং তৌ বিন্দতৌ ন দুষ্যতঃ।।৮১।।

অনুবাদ। আরও, যথা—যুধিষ্ঠিরাদিতে পরস্পর বিরোধী প্রীত ও বাৎসল্য ভাব উভয়ই কালভেদে প্রকট হয় বলিয়া দূষনীয় নহে। তথ্য—অযোগ্য স্থানেই রসদোষ হয়, কিন্তু যোগ্য যুধিষ্ঠিরে প্রীত, বাৎসল্য ও সখ্য এই ত্রিবিধ ভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার যোগ্যতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ঈশ্বরবুদ্ধি, আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বোধে শ্রীকৃষ্ণকে লালন করেন

এবং নাতিজ্যেষ্ঠভ্রাতা বোধে বলদেবের ন্যায় সখ্যভাবও করেন।।৮১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মিথো বৈরাবপীতি—তত্তদ্ভাবযোগ্যেষু ভাবভেদস্য যথাকালমুদয়াৎ ধর্ম্মসুতাদিষু যুধিষ্ঠিরাদিষু। যুধিষ্ঠিরে হি দাস্যং বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ দৃশ্যতে। যোগ্যতা চ তদীয়েশ্বরতাজ্ঞানিত্বাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বান্নাতি জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ।।৮১।।

অধিরূঢ়ে মহাভাবে বিরুদ্ধৈর্বিরসাঃ যুতিঃ।
ন স্যাদিত্যুজ্জ্বলে রাধাকৃষ্ণয়োর্দর্শিতং পুরা।।৮২।।
ক্কাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে।
রসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজায়তে।।৮৩।।

অনুবাদ। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ রসসমূহ একত্র মিলিত হইলেও বিরস হয় না, ইহা পূর্বে শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। (স্থানকাল পাত্রবিশেষ) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি মহাপুরুষ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত-রসের সমাবেশেও স্বাদাধিক্যই ঘটে।।৮২-৮৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। মহাভাবে বিরুদ্ধৈঃ সহ মুতি র্মিলনং বিরসো ন ভবেৎ।।৮২।।

তত্র রসানাং বিষয়ত্বে, যথা ললিতমাধবে —

দৈত্যাচার্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্যাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নতং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাস্রমম্বাঃ।
রোমাঞ্চং সাংযুগীনাং কমপি নবচমৎকারমন্তঃ সুরেশা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্।।৮৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে রসসমূহের বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ, যথা ললিতমাধবে—কুবলয়াপীড়-বধের পরে হস্তিরক্তাদি লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া কংসপুরোহিতবৃন্দ মুখে বিকার (বীভৎসরস), মল্লবর্গসমূহ অরুণবর্ণ (রৌদ্ররস) সখাগণ গণ্ডস্থলবিকাশ (হাস্য ও সখ্য রস), খলশ্রেষ্ঠসকল প্রলয় (ভয়ানকরস), ঋষিগণ ধ্যানরতাবস্থা (শান্তরস) দেবক্যাদি মাতৃগণ উষ্ণ অশ্রুপাত (বাৎসল্য ও করুণরস) উত্তমোত্তম যুদ্ধবীরসমূহ রোমাঞ্চ (বীররস), ইন্দ্রাদি দেবগণ হৃদয়ে অভিনব চমৎকারিত্ব (অদ্ভুতরস) ভৃত্যগণ নৃত্য (দাস্যরস) এবং নীললোচনা যুবতীগণ কটাক্ষ (শৃঙ্গাররস) প্রাপ্ত হইলেন।।৮৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দৈত্যাচার্যাঃ কংস-পুরোহিতাঃ তদানীমাস্যে মুখে বিকৃতিং যযুঃ গজরক্তম্ মদাবলিপ্তং দৃষ্টেতি ভাবঃ অনেন বীভৎসঃ, মল্লশ্রেষ্ঠা অরুণতাং যযুরিতি রৌদ্রঃ, সখায়ঃ হাস্যেন গণ্ডোন্নতিং যযুরত্র হাস্যঃ, প্রেয়াংশ্চেতি রসদ্বয়ং খলেশাঃ কংসাদয়ঃ প্রলয়ং ভয়েন নষ্টচেষ্টতাং, ঋষিগণাঃ ধ্যানং ধ্যানাবস্থামেব সাক্ষাৎ যযুং, অনেন শান্তঃ, অম্বা দেবক্যাদয়ঃ অস্রং রোদনম্, ইত্যনেন বৎসলঃ করুণশ্চ, রোমাঞ্চমত্র বীররসঃ, সুরেশাঃ ইন্দ্রাদ্যা অন্তশ্চমৎকারমিতি অদ্ভুতরসঃ, অসিতদৃশঃ যুবতয়।।৮৪।।

আশ্রয়ত্বে, **যথা** –

স্বস্মিন্ ধুর্য্যেঽপ্যমানী শিশুষু গিরিধৃতাবুদ্যতেষু স্মিতাস্য
স্থূৎকারী দধ্নি বিস্রে প্রণয়িষু বিবৃত-প্রৌঢ়িরিন্দ্রেঽরুণাক্ষঃ।
গোষ্ঠে সাশ্রুর্বিদূনে গুরুষু হরিমখং প্রাস্য কম্পঃ স পায়া-
দাসারে স্ফারদৃষ্টির্যুবতিষু পুলকী বিভ্রদদ্রিং বিভুর্বঃ।।৮৫।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে রসানাং মৈত্রীবৈর-স্থিতিনাম্নী লহরী অষ্টমী।

অনুবাদ। সমস্ত রসের আশ্রয়রূপে, যথা–যিনি গিরিরাজকে ধারণ করিয়াও নিজবিষয়ে গর্বরহিত (শান্তরস) শিশুগণ গিরি ধারণ করিতে দেখিয়া যিনি মৃদুহাস্যানন (হাস্য ও বৎসল রস), যিনি আমগন্ধযুক্ত দধিতে থুৎকারী (বীভৎস রস), প্রণয়ি সখাগণের সমীপে গোবর্ধনধারণ জন্য যিনি বলিষ্ঠতাবিষ্কারী (সখ্য ও বীর রস), যিনি ইন্দ্রের প্রতি রক্তনেত্র (রৌদ্ররস) বর্ষবাত্যায় ক্লিষ্ট গোষ্ঠজনকে দেখিয়া সাশ্রু (করুণ রস) ইন্দ্রযজ্ঞ বিনাশ করিয়া গুরুবর্গ সন্নিধানে কম্পান্বিত (দাস্য ও ভয়ানক রস), জলধারাপাতে বিস্ফারিত নেত্র (অদ্ভুত রস), যুবতিগণকে দেখিয়া পুলকান্বিত (মধুররস)—সেই গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।।৮৫।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে রসসমূহের মৈত্রী-বৈর-স্থিতি-নাম্নী
অষ্টম-লহরীর বঙ্গানুবাদ।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। একস্য কৃষ্ণস্য সর্বরসানাং বিষয়ত্বে উদাহরণমুক্ত্বা তস্য সর্ব্বরসাশ্রয়ত্বেঽপি উদাহরণমাহ–স্বস্মিন্নিতি। স বিভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গোবর্ধনং বিভ্রৎ সন্ বঃ যুষ্মানং পায়াৎ। ধূর্যে গোবর্ধন ভারবাহকেঽপি স্বস্মিন্ অমানীতি নিরহঙ্কারতয়া শান্তভক্তঃ, বিস্রে আমগন্ধে দধ্নি থুৎকারীতি বীভৎসঃ, প্রণয়িষু সখিষু বিবৃতা প্রৌঢ়িঃ গোবর্ধনধারণজন্য বলিষ্ঠতাবিষ্কারো যেন স ইতি বীররসঃ, অরুণাক্ষ ইতি রৌদ্রঃ, বর্ষাপবনাভ্যাং গোষ্ঠে বিদূনে দুঃখিতে সতি সাশ্রুরিতি করুণঃ, ইন্দ্রমখং প্রাস্য খণ্ডয়িত্বা গুরুবর্গেষু কম্প ইত্যনেন ভয়ানকঃ, আসারে ধারাসম্পাতে বিস্ময়েন স্ফারা দৃষ্টির্যস্য সঃ।।৮৫।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে রসানাং মৈত্রবৈরস্থিতিলহরী অষ্টমী।



রসাভাসাখ্যা নবমলহরী

পূর্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষ্মণা।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্তিতাঃ।।১।।

অনুবাদ। রসাভাসনাম্নী নবমলহরী। পূর্বোক্ত রসলক্ষণসমূহের বৈকল্য (অর্থাৎ বিভাবাদির বিরূপতা বা অঙ্গহানি) ঘটিলে আপাততঃ প্রতীয়মান রসসমূহও রসাভাস হয় -- ইহাই রসিকগণের মত।।১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রসা ইতি রসত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানা অপীত্যর্থঃ। রসস্য লক্ষ্মণা লক্ষণেন বিকলাঃ বিভাষাদিষু লক্ষণহীনতয়া হীনাঃ, স্থায়ি-প্রভৃতীনাং বৈরূপ্যেণ। উপরসস্যোদাহরণন্তু অগ্রে শৃঙ্গাররসে এব বক্ষ্যতি।।১।।

স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে।
উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাঃ।।২।।

অনুবাদ। রসাভাস ক্রমান্বয়ে উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে উপরস, অনুরস ও অপরস নামে তিন প্রকার কথিত হয়।।২।।

তত্র উপরসাঃ --

প্রাপ্তৈঃ স্থায়ি-বিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্।
শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ।।৩।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে উপরসসমূহ--স্থায়ী বিভাব ও অনুভাবাদির বিরূপতা ঘটিলে শান্তাদি দ্বাদশরসই 'উপরস' বলিয়া খ্যাত।।৩।।

তত্র শান্তোপরসাঃ --

ব্রহ্মভাবাৎ পরব্রহ্মণ্যদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ।
তথা বীভৎসভূমাদেঃ শান্তো হ্যুপরসো ভবেৎ।।৪।।

তত্র আদ্যং যথা --

বিজ্ঞানসুষমাধৌতে সমাধৌ যদুদঞ্চতি।
সুখং দৃষ্টে তদেবাদ্য পুরাণপুরুষে ত্বয়ি।।৫।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে শান্ত উপরস--পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রদৃষ্টি, সর্বকারণ তাঁহার সহিত সকলের অতিশয় অভেদ-ভাবনা, সতত দেহাদিতে জুগুপ্সাচিন্তা ও চিদ্‌চিদ্ বিবেকাতিরেক হেতু শান্ত উপরস হয়। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ শ্রীভগবানে ব্রহ্মসাম্য দৃষ্টি, যথা--বিজ্ঞান-সুষমা-ধৌত সমাধিতে যে ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দই অদ্য পুরাণপুরুষ তোমার দর্শনে পাইলাম।।৪-৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। পরব্রহ্মণি 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি প্রতিপাদিতে শ্রীভগবতি ব্রহ্মভাবাৎ নির্বিশেষতাদৃষ্টেঃ তথা অদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ সর্বাকারণেন তেন সহ সর্বস্যাত্যন্তাভেদ ইতি। মননাৎ, তথা বীভৎসভূমাদের্নিরন্তরং দেহাদৌ জুগুপ্সাভাবাৎ। আদি-গ্রহণাৎ চিদচিদ্‌বিবেকা তিরেকাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্। অতঃপরমুদাহরণান্যেকদেশদর্শনাদ্ বিজ্ঞাপনীয়ানি।।৪।।

দ্বিতীয়ং, যথা --

যত্র যত্র বিষয়ে মম দৃষ্টিস্তত্র তমেব কলয়ামি ভবন্তম্।

যন্নিরঞ্জন! পরাবর-বীজং ত্বাং বিনা কমপি নাপরমস্তি।।৬।।

অনুবাদ। দ্বিতীয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত বস্তুর অভেদ দর্শনে, যথা--যে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টি যাইতেছে, সেই সেই বিষয়ে আমি তোমাকেই দর্শন করিতেছি, কেননা হে নিরঞ্জন! তুমিই কার্য ও কারণবীজ সুতরাং তোমা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।।৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তত্রাদ্যং ভগবতি ব্রহ্মসাম্যদর্শনং যথেতি---বিজ্ঞানসুষমাধৌতে সমাধৌ যদ্‌ব্রহ্মসুখমুদঞ্চতি, তদেব সুখং ত্বয়ি দৃষ্টে সতি। দ্বিতীয়ং---ভগবতা সহ সর্ব্ববস্তুনঃ অত্যন্তভেদদর্শনং যথেতি। তৃতীয়স্য বীভৎসভূমা---দেরুদাহরণমাত্র নোক্তং, কিন্তু তৎস্বয়মেবোহ্যম্।।৫-৬।।

অথ প্রীতোপরসঃ --

কৃষ্ণস্যাগ্রেঽতিধার্ষ্ট্যেন তদ্ভক্তেষ্বহেলয়া।

স্বাভীষ্টদেবতান্যত্র পরমোৎকর্ষবীক্ষয়া।

মর্যাদাতিক্রমাদ্যৈশ্চ প্রীতোপরসতা মতা।।৭।।

তত্র আদ্যং, যথা--

প্রথয়ন্ বপুর্বিশতাং সতাং কুলৈরবধীর্যমাণ নটনোঽপ্যনর্গলঃ।

বিকির প্রভো! দৃশমিহেত্যকুণ্ঠবাক্ চটুলো বটুর্ব্যবৃণুতাত্মনো রতিম্।।৮।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রীত উপরস--শ্রীকৃষ্ণের সন্মুখে অতি ধৃষ্টতা, ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা নিজাভীষ্ট দেবতা অপেক্ষা অন্যত্র পরমোৎকর্ষদর্শন এবং মর্যাদালঙ্ঘনাদিতে দাস্য উপরস হয়। তন্মধ্যে অতিধৃষ্টতা, যথা--চঞ্চল ব্রাহ্মণ বটু দেহের অত্যল্প বৈবশ্যকেও প্রভূতরূপে প্রকাশন করিয়া সদ্‌গণকর্তৃক তিরষ্কৃত হইয়াও নাচিতে নাচিতে নির্লজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমার প্রতি সম্বোধন পূর্বক 'হে প্রভো! আমার প্রতি অবলোকন কর'--ইহা বলিয়া আত্মরতির বিজ্ঞাপন দিলেন।।৭-৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বিবশতাং প্রথয়ন্নিতি---পৃথুং কুর্বন্ স্বল্পাপি বিবশতাং পৃথুতয়া দর্শয়ন্নিত্যর্থঃ। সতাং কুলৈঃ সমূহৈঃ তিরস্কৃতং নটনং যস্য তথাভূতোঽপি অনর্গলঃ নির্লজ্জঃ। হে প্রভো ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাং প্রতি সম্বোধনম্ চটুলচঞ্চলো বটু-ব্রাহ্মণঃ। একস্মিন্নেব সখ্যং ন তু দ্বয়োঃ পরস্পরমং সখ্যম্।।৭-৮।।

অথ প্রেয় উপরসঃ —

একস্মিন্নেব সখ্যেন হরিমিত্রাদ্যবজ্ঞয়া।
যুদ্ধভূমাদিনা চাপি প্রেয়ানুপরসো ভবেৎ।।৯।।

তত্র আদ্যং, যথা —

সুহৃদিত্যুদিতো ভিয়া চকম্পে ছলিতো নর্ম-গিরা স্তুতিঞ্চকার।
স নৃপঃ পরিরিপ্সিতো ভুজাভ্যাং হরিণা দণ্ডবদগ্রতঃ পপাত।।১০।।

অনুবাদ। অতঃপর প্রেয় উপরস—(পরস্পর সখ্য না থাকিয়া) একজনেরই প্রতি সখ্য থাকিলে কৃষ্ণবন্ধুগণের প্রতি অবহেলা জন্মিলে এবং যুদ্ধাতিশয় ঘটিলে প্রেয় উপরস হয়। তন্মধ্যে একজনের সখ্যে, যথা—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বৈবাহিককে 'সুহৃৎ' বলিয়া সম্বোধন করিলে, সেই বৈবাহিক রাজা ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন, নম্রবাক্যে, পরিহাস করিলে তিনি স্তুতি করিয়াছিলেন এবং আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন।।৯-১০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স নৃপ ইতি—শ্রীকৃষ্ণস্য কন্যায়াঃ পুত্রস্য বা শ্বশুরঃ কশ্চিদিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণেন সুহৃদিত্যুদিতঃ সন্ নাহং তব সুহৃদ্যোগ্য ইতি ভয়াচ্চকম্পে নৃপস্য সখিভাবাভাবাবাদুপরসো জ্ঞেয়ঃ।।১০।।

অথ বৎসলোপরসঃ —

সামর্থ্যাধিক্যভিজ্ঞানাল্লালনাদ্যপ্রযত্নতঃ।
করুণস্যাতিরেকাদেস্তুর্যশ্চোপরসো ভবেৎ।।১১।।

তত্র আদ্যং, যথা —

মল্লানাং যদবধি পর্বতোদ্ভটানামুন্মাথং সপদি তবাত্মজাদপশ্যম্।
নোদ্বেগং তদবধি যামি জামি! তস্মিন্ দ্রাঘিষ্ঠামপি সমিতিং প্রপদ্যমানে।।১২।।

অনুবাদ। অতঃপর বৎসল উপরস—সামর্থ্যাধিক্য বোধে, লালনাদিতে অপ্রযত্নবশতঃ এবং করুণরসের অতি প্রাবল্যহেতু বৎসল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম যথা—হে ভগিনি! যেদিন তোমার পুত্রকে পর্বত অপেক্ষাও কঠিন মল্লদিগকে উন্মথিত করিতে দেখিয়াছি, তদবধি আমি দীর্ঘতর যুদ্ধরসে মত্ত থাকিলেও তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হই না।।১১-১২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। তুর্যো বাৎসল্যরসঃ।।১১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দেবকীং প্রতি তস্যা ভগিনী কাচিদ্ বসুদেবস্যাপরা স্ত্রী আহ—তব পুত্রাৎ মল্লানামুন্মাথং পরাভবমহমপশ্যং, হে জামি ভগিনী! দ্রাঘিষ্ঠাং দীর্ঘতরামপি সমিতিং যুদ্ধং প্রপদ্যমানেঽপি তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে উদ্বেগং ন যামি।।১২।।

অথ শৃঙ্গারোপরসঃ, তত্র স্থায়িবৈরূপ্যম্ —

দ্বয়োরেকতরস্যৈব রতির্যা খলু দৃশ্যতে।
যানেকত্র তথৈকস্য স্থায়িনঃ সা বিরূপতা।
বিভাবস্যৈব বৈরূপ্যং স্থায়িন্যত্রোপচর্য্যতে।।১৩।।

অনুবাদ। অতঃপর শৃঙ্গার উপরস; তন্মধ্যে স্থায়িবৈরূপ্য—নায়ক-নায়িকার উভয়ের মধ্যে একজনের রতি জন্মিলে এবং একজনের অনেক স্থলে রতি থাকিলে 'স্থায়িবৈরূপ্য' হয়। আলম্বন বিভাবেরই বৈরূপ্য এই স্থায়িভাবে আরোপিত হয়।।১৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বয়োর্নায়িকা-নায়কয়োর্মধ্যে একস্যৈব রতিঃ' ন তু পরস্পরম্; অথৈকস্যানেকত্র রতিঃ বিভাবস্যালম্বনরূপস্যৈবেতি ক্বচিত্তদ্দেহস্য ক্বচিত্তদন্তঃ-করণস্যেত্যর্থঃ। স্বরূপতং স্থায়িনো বৈরূপ্যাযোগাত্তত্রৈকতর-রত্যুদাহরণে যজ্ঞপত্নীষু দেহস্যৈব বৈরূপ্যং জ্ঞেয়ম্, ব্রাহ্মণ-দেহত্বাৎ। তচ্চ ব্রাহ্মণীত্ব-রূপং বৈরূপ্যং, তচ্চতাদৃশীং রতিং বিরূপয়তি তথানুচিতত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি রতিং নোদ্‌গময়তি। অতো ব্রাহ্মণীনিষ্ঠবিভাববৈরূপ্যাৎ দোষঃ, রতৌ সংক্রমণাদুপচর্যতে ইত্যুক্তম্। একস্যানেকত্র রতিস্তু অন্তঃকরণস্যৈব বৈরূপ্যম্, একত্রানিষ্ঠিতত্বাৎ তদেতচ্চ নায়িকাগতমেব জ্ঞেয়ম্। উত্তমানুত্তময়োর্নায়িকয়োস্তারতম্যাভাবে তচ্চ বৈরূপ্যং নায়কগতমপি জ্ঞেয়ম্।।১৩।।

তত্র একত্র রতির্যথা, ললিতমাধবে—

মন্দস্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং সংগোপিতশ্চ সহজোঽপি দৃশোস্তরঙ্গঃ।
ধুমায়িতে দ্বিজবধূমদনার্তিবহ্নাবহ্নায় কাপি গতিরঙ্কুরিতামযাসীৎ।।১৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে একত্র রতি, যথা—যজ্ঞপত্নীগণের মদনার্তিরূপ অনল ধূমায়িত হইলে তাঁহাদের স্বাভাবিক মৃদুহাস্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দূরীকৃত এবং সহজ কটাক্ষ ভঙ্গিও লুক্কায়িত হইয়া সত্বরই শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনও অনির্বচনীয় শান্তিমূলক ভাবের উদ্ভব করাইল।।১৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দ্বিজবধূনাং যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীনাং কন্দর্পার্তিরূপবহ্নৌ প্রজ্বলনার্থং ধূমায়িতে স্বভাবসিদ্ধমপি স্মিতং শ্রীকৃষ্ণেন ব্যুদস্তং দূরীকৃতম্, অতোঽহ্নায় শ্রীকৃষ্ণস্য মনসঃ কাপি অনির্বচনীয়া শান্ত্যবলম্বিনী গতিরঙ্কুরিতা আসীৎ।।১৪।।

অত্যন্তাভাব এবাত্র রতেঃ খলু বিবক্ষিতঃ।
এতস্যাঃ প্রাগভাবে তু শুচির্নোপরসো ভবেৎ।।১৫।।

অনুবাদ। এই ব্রাহ্মণীদেহে নায়কের নায়িকাসংক্রান্ত রতিযুক্তজ্ঞান নাই, অথচ দূতীদ্বারা নায়কের ঐ প্রকার জ্ঞান হইলেও নায়কের রতি উদ্ভূত হইবে, সুতরাং রতির ত্রিকালে অবিদ্যমানতারূপ অত্যন্তাভাব না থাকায় এইস্থানে উপরস হইল না। অর্থাৎ রতির বিরূপতায় ইহার ত্রিকালব্যাপিনী অসত্তাই বিবক্ষিত, কিন্তু প্রাগভাব বিবক্ষিত নহে।।১৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অত্যন্তাভাবস্ত্রৈকালিক্যসত্তা। অত্র ব্রাহ্মণীদেহে যত্র রতিমন্নায়িকা-বিষয়কং জ্ঞানং নায়কস্যনাস্তি, কিন্তু দূতীদ্বারা জ্ঞান-জাতে নায়কস্যাপি রতিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যত্যতো ন রতেঃ

কালত্রয়াবিদ্যামানত্বরূপাত্যন্তাভাবঃ, তস্মাত্তত্র নোপরস ইত্যাহ এতস্যা ইতি রতেরিত্যর্থঃ।।১৫।।

অনেকত্র রতির্যথা —

গান্ধর্বি! কুর্বণামবেক্ষ্য লীলামগ্রেধরণ্যাং সখি। কামপালম্।
আকর্ণয়ন্তি চ মুকুন্দবেণুং ভিন্নাদ্য সাধ্বি! স্মরতো দ্বিধাসি।।১৬।।

অনুবাদ। হে সাধ্বি সখি গান্ধর্বিকে! অগ্রে ধরণীতে বলদেবকে খেলা করিতে দেখিয়া এবং মুকুন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়া আজ তুমি কাহা কর্তৃক দ্বিধাকৃত হইয়াছ।।১৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে গান্ধর্বি! ধরণ্যাং লীলাং কুর্বাণং কামপালং বলদেবম্ অবেক্ষ্য হে সাধ্বি! স্মরণে ভিন্না সতী দ্বিধাসী।।১৬।।

কেচিত্তু নায়কস্যাপি সর্বথা তুল্যরাগতঃ।
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু বদন্ত্যপরসং শুচিম্।।১৭।।

অনুবাদ। কোনও কোনও রসজ্ঞগণের মতে অনেক নায়িকাতেই সমান অনুরাগ হইলে নায়কেরও শৃঙ্গার উপরস হইয়া থাকে।।১৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অনেকাসু প্রেম-তারতম্যেন উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠাসু নায়কস্য বিবেকাভাবেন তুল্যরাগাৎ কেচিৎ রসতত্ত্ববিদঃ উপরসং বদন্তি।।১৭।।

বিভাববৈরূপ্যম্ —

বৈদগ্ধ্যৌজ্জ্বলবিরহো বিভাবস্য বিরূপতা।
লতা-পশু পুলিন্দীষু বৃদ্ধাস্বপিচ বর্ততে।।১৮।।

অনুবাদ। বিভাববৈরূপ্য, বৈদগ্ধ ও উজ্জ্বলতার অভাবে বিভাববৈরূপ্য হয়। লতা, পশু, পুলিন্দীসমূহে এবং বৃদ্ধাগণেই বৈদগ্ধ্যাদির অভাব দৃষ্ট হয়।।১৮।।

তথ্য। গুরুত্বাদিতেও বিভাববৈরূপ্য থাকে। গুরুত্ব হেতু যজ্ঞপত্নীতে বৈরূপ্য হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে আসার স্বভাবে লতা পশুতে আনন্দ মাত্রকেই মধুররতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। বৃদ্ধাগণে হাসির নিমিত্তই কেবল ঐরূপ ধরা হয়। পুলিন্দীগণে যদিও বাস্তব রতি রহিয়াছে, তথাপি জাতিবৈরূপ্য হেতু রত্যাভাসই ধরিতে হইবে। লতা ও পশুতে বৈদগ্ধ্য থাকেই না, বৃদ্ধাগণে বৈদগ্ধ্যের প্রতিকূলতাই দেখা যায়। আবার পুলিন্দীগণে অতিমাত্র বৈদগ্ধ্য থাকার সম্ভাবনা নাই। অতএব বৈদগ্ধীর অভাব নিরূপিত হইল।।১৮।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। বৈদগ্ধ্যাদিবিরহ ইত্যুপলক্ষণং গুরুত্বাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ। তেন যজ্ঞপত্ন্যাদিষু বৈরূপ্যং সিদ্ধম্। লতা-পশুস্বত্র তৎসান্নিধ্যাদি-স্বভাবেনানন্দমাত্রমেব মধুররতিতয়োৎপ্রেক্ষ্যতে। বৃদ্ধাসু বাস্তব-রতি-মত্বেঽপি হাসমাত্রার্থং তাদৃশত্বং বর্ণ্যতে, তস্মাদ্ বাস্তব তদ্রত্যভাবাদ্ রসাভাসত্বং পুলিন্দীষু বাস্তবরতিমত্বেঽপি জাতিবৈরূপ্যাৎ যজ্ঞপত্নীবত্তদাভাসত্বং জ্ঞেয়ম্। তত্র লতাপশুষু বৈদগ্ধ্যং নাস্তেব,

বৃদ্ধাসু বৈদগ্ধ-প্রাপ্তিকূল্যং দৃশ্যতে, পুলিন্দীষু বৈদগ্ধ্যং নাতিসম্ভাব্যতে, তস্মাত্তদ্ বিরহ উদ্দিষ্টঃ। স বৈদগ্ধ্যাদি বিরহো বর্ততে।।১৮।।

তত্র লতা, যথা —

সখি! মথুকিরতী নিশম্য বংশীং মধুমথনেন কটাক্ষিতাথ মৃদ্বী।

মুকুল-পুলকিতা লতাবলীয়ং রতিমিহপল্লবিতাং হৃদি ব্যনক্তি।।১৯।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে লতা, যথা—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষিত এই মৃদু লতারাজি বংশীর শ্রবণে মধুবর্ষণ করিতেছে, আবার মুকুলচ্ছলে পুলকাবলিও ধারণপূর্বক হৃদয়ে বল্লবিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতিই প্রকাশ করিতেছে।।১৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণকটাক্ষিতা লতাবলী বংশীং নিশম্য মধু কিরতী সতী স্বস্য হৃদি পল্লবিতাং রতিং ব্যনক্তি। কথম্ভূতা? মুকুলেন পুলকিতা।।১৯।।

পশুর্যথা —

পশ্যাদ্ভুতাস্তুঙ্গমুদঃ কুরঙ্গীঃ পতঙ্গকন্যাপুলিনেঽদ্য ধন্যাঃ।

যাঃ কেশবাঙ্গে তদপাঙ্গপূতাঃ সামঙ্গরঙ্গাং দৃশমর্পয়ন্তি।।২০।।

অনুবাদ। পশু, যথা—হে সখি! যমুনাপুলিনে অদ্ভুত, পরমানন্দিত ও ধন্য হরিণী সমূহকে দেখ—ইহারা শ্রীকৃষ্ণকটাক্ষে পবিত্র হইয়া আজ তদীয় অঙ্গে অনঙ্গতরঙ্গযুক্ত নেত্র অর্পণ করিতেছে।।২০।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে সখি! যমুনা-পুলিনে অদ্ভুতাঃ কুরঙ্গীঃ হরিণীঃ পশ্য। যাঃ কুরঙ্গ্যঃ শ্রীকৃষ্ণা-পাঙ্গেন পূতাঃ সত্যঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে দৃশমর্পয়ন্তি।।২০।।

পুলিন্দী, যথা —

কালিন্দী পুলিনে পশ্য পুলিন্দী পুলকাচিতা।

হরের্দৃক্‌চাপলং বীক্ষ্য সহজং যা বিঘূর্ণতে।।২১।।

অনুবাদ। পুলিন্দী, যথা—দেখ, যমুনাপুলিনে ঐ পুলিন্দী শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক নয়নচাঞ্চল্য দেখিয়া পুলকিত দেহে বিঘূর্ণিত হইতেছে।।২১।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য সাহজিকে নেত্রাচাপল্যং প্রেক্ষ্য বিঘূর্ণতে।।২১।।

বৃদ্ধা, যথা —

কজ্জলেন কৃতকেশকালিমা বিল্বযুগ্মরচিতোন্নতস্তনী।

পশ্য গৌরি! কিরতী দৃগঞ্চলং স্মেরয়ত্যঘহরং জরত্যসৌ।।২২।।

অনুবাদ। বৃদ্ধা, যথা—হে গৌরি! দেখ—এই বৃদ্ধা কজ্জল দ্বারা কেশের কালিমা রচনা করিয়া বিল্বফলকদ্বারা স্তনোন্নতি-গঠন পূর্বক কটাক্ষভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইতেছে।।২২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। হে গৌরি! দৃগঞ্চলং কিরতী বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণং স্মেরয়তি হাসয়তি। একত্র বৃদ্ধাদিম্বেব রাগো ন কৃষ্ণ ইতি।।২২।।

স্থায়িনোঽত্র বিরূপত্বমেকরাগয়াপি চেৎ।
ঘটেতাসৌ বিভাবস্য বিরূপত্বেঽপ্যুদাহৃতঃ।।২৩।।
শুচিত্বৌজ্জ্বল্যবৈদগ্ধ্যাৎ সুবেশত্বাচ্চ কথ্যতে
শৃঙ্গারস্য বিভাবত্বমন্যত্রাভাসতা ততঃ।।২৪।।

অনুবাদ। যদি এই উদাহরণ একপক্ষে রতিবশতঃ স্থায়িবৈরূপ্যই ঘটে, তথাপি ঐ উদাহরণই বিভাববৈরূপ্যেও ধরা যাইতে পারে। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে বিভাগগত বৈরূপই স্থায়িভাবে আরোপিত হইয়া থাকে। শুচিত্ব, উজ্জ্বলত্ব, বিদগ্ধতা ও সুবেশত্ব—এই সমস্ত বিভাগগত হইলেই শৃঙ্গাররস পুষ্ট হয়, তাহা ভিন্ন অন্যত্র আভাসমাত্র।।২৩-২৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্থায়িনো বৈরূপ্যমুদাহৃতম্ অসৌ উদাহৃতিঃ বিভাবস্য বিরূপত্বেঽপি ঘটেত সম্ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিভাবগত বৈরূপ্যমেব স্থায়িন্যু পচরিতমিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্।।২৩।।

অথ অনুভাববৈরূপ্যম্ —

সময়ানাং ব্যতিক্রান্তির্গ্রাম্যত্বং ধৃষ্টতাপি চ।
বৈরূপ্যমনুভাবাদের্মনীষিভিরুদীরিতম্।।২৫।।

তত্র সময়ব্যতিক্রান্তিঃ —

সময়াঃ খণ্ডিতাদীনাং প্রিয়ে রোষোদিতাদয়ঃ।
পুংসঃ স্মিতাদয়শ্চাত্র প্রিয়য়া তাড়নাদিষু।
এতেষামন্যথাভাবঃ সময়ানং ব্যতিক্রমঃ।।২৬।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুভাব-বৈরূপ্য—সময়ব্যতিক্রান্তি অর্থাৎ আচারব্যতিক্রম, গ্রাম্যত্ব ও ধৃষ্টতা—এই সমস্তই পণ্ডিতগণের মতে অনুভাববৈরূপ্য বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে সময়ব্যতিক্রান্তি—প্রিয়ের প্রতি খণ্ডিতাদি-নায়িকার রোষব্যঞ্জক বাক্যাদিই রসশাস্ত্রবর্ণিত আচার। প্রিয়াকর্তৃক পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা তাড়নাদিতে কান্তের মৃদুহাস্যাদিও আচার। এইরূপ রোষোক্তি ও স্মিতাদির অনুরূপ ভাবকেই 'সময়ব্যতিক্রান্তি' বলা হয়।।২৫-২৬।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। সময়ানাম্ আচারাণাং ব্যতিক্রমঃ—খণ্ডিতাদি-নায়িকানাং কান্তে রোষব্যঞ্জক-বচনাদয় এব রসশাস্ত্রোক্তাচারাঃ, তথাপি প্রিয়য়া কর্ত্র্যা পুষ্পাদিভিস্তাড়নাদিষু সৎসু পুংসঃ প্রিয়স্য স্মিতাদয় এব আচারাঃ, ন তু রোষোদিতাদয়ঃ, এতেষাং রোষোদিতা-নামন্যথাভাবঃ।।২৫-২৬।।

আদ্যং, যথা —

কান্তানখাঞ্চিতোঽপ্যদ্য পরিহৃত্য হরে! হ্রিয়ম্।
কৈলাসবাসিনীং দাসীং কৃপাদৃষ্ট্যা ভজস্ব মাম্।।২৭।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথম, যথা—হে হরে! তুমি অন্য কান্তার নখখচিত হইলেও লজ্জা পরিহার করিয়া কৈলাসবাসিনী দাসী আমাকে কৃপাবলোকন পূর্বক গ্রহণ কর।।২৭।।

তথ্য। এস্থানে অন্য-নায়িকার ভোগচিহ্ন দেখিয়া নায়িকার রোষোক্তি অপেক্ষিত হইলেও ইহার স্তুতিকরণে অনুভাববৈরূপ্যই জানিতে হইবে।।২৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। স্তুত্যাদয়ঃ—হে হরে! ত্বমন্যকান্তানখাঙ্কিতোঽপি লজ্জাং পরিহৃত্য মাং স্বীকুরু। অত্রান্যকান্তসম্ভোগচিহ্নে দৃষ্টে নায়িকায়া রোষোক্তিরপেক্ষিতা। তাং বিহায় অনয়া স্তুতিঃ কৃতেতি অনুভাবস্য বৈরূপ্যং জ্ঞেয়ম্।।২৭।।

অথ গ্রাম্যত্বম্ —

বালশব্দাদ্যুপন্যাসো বিরসোক্তি-প্রপঞ্চনম্।

কটীকণ্ডুতিরিত্যাদ্যং গ্রাম্যত্বং কথিতং বুধৈঃ।।২৮।।

তত্র আদ্যং, যথা —

কিং নঃ ফণিকিশোরীণাং ত্বং পুষ্করসদাং সদা।

মুরলীধ্বনিনা নীবীং গোপবাল! বিলুম্পসি? ২৯।।

অনুবাদ। অতঃপর গ্রাম্যত্ব—বালশব্দাদি-প্রয়োগ, বিরস-বাক্যবিস্তার এবং কটীকণ্ডূয়ন প্রভৃতিকে শাস্ত্রজ্ঞগণ 'গ্রাম্যত্ব' বলেন। তন্মধ্যে প্রথম, যথা—হে গোপবালক! তুমি সতত কালিয়হ্রদে বাসকারিণী নাগকিশোরী আমাদের নীবীবন্ধন মুরলীরবে কেন বিমোচন করাও হে? ২৮-২৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কৈলাসবাবিনীনামিব পুরাণান্তর কথিতরীত্যা ফণিকিশোরী-ণামপ্যুদাহৃতিরুপরস এব। তমবজ্ঞয়া বর্ণয়তি—কিং ইতি ন। পুষ্করসদাং কালিয়হ্রদস্য জলবাসিনীনাং সর্পকন্যানাং নোঽস্মাকং নীবিং কিং বিলুম্পসি? ২৯।।

অথ ধৃষ্টতা —

প্রকটপ্রার্থনাদিঃ স্যাৎ সম্ভোগাদেস্তু ধৃষ্টতা।।৩০।।

যথা —

কান্ত! কৈলাসকুঞ্জোঽয়ং রম্যাহং নব যৌবনা।

ত্বং বিদগ্ধোঽসি গোবিন্দ! কিংবা বাচ্যমতঃ পরম্? ৩১।।

এবমেব তু গৌণনাং হাসদীনামপি স্বয়ম্।

বিজ্ঞেয়োপরসত্বস্য মনীষিভিরুদাহৃতিঃ।।৩২।।

অথ অনুরসাঃ —

ভক্তাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিতৈঃ।

রসা হাস্যাদয়ঃসপ্তশান্তশ্চানুরসা মতাঃ।।৩৩।।

অনুবাদ। অতঃপর ধৃষ্টতা—সম্ভোগাদির স্পষ্টভাবে প্রার্থনাদিকে 'ধৃষ্টতা' বলা হয়। যথা—হে কান্ত! এই কৈলাসকুঞ্জ ত রম্য, তাহাতে আমি নবীনযৌবনা ও রম্যা, আর তুমি বিদগ্ধ, সুতরাং হে গোবিন্দ! অতঃপর আর বলিবার আছে কি হে? এইরূপেই গৌণ হাসাদিরও উপরসত্বের উদাহরণ মনীষিগণ স্বয়ং জানিবেন।।৩০-৩২।।

অনুবাদ। অতঃপর অনুরস—ভক্তাদিরূপ আলম্বন বিভাবাদি যদি কৃষ্ণসম্বন্ধরহিত হয়, তাহা হইলে সেই বিভাবাদিজাত হাস্যাদি সপ্তবিধ ও শান্ত রসকে 'অনুরস' বলা হয়। এস্থানে 'ভক্তি' বলিতে পঞ্চ প্রকার শান্তাদি ভক্তিরস পাত্রই গ্রহণীয়, 'শান্ত' কিন্তু অন্য রসশাস্ত্র মতে 'রুক্ষ' বলিয়াই গণ্য।।৩৩।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভক্তাদিরূপা যে আলম্বন বিভাবনাদয়স্তে যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জিতা ভবন্তি, তদা তৈর্বিভাবাদিভিরুৎপন্না রসা অনুরসা জ্ঞেয়াঃ। ভক্তা অত্র পঞ্চবিধাঃ, শান্তস্তু রসশাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধো রুক্ষ এব।।৩৩।।

তত্র হাস্যানুরসঃ —

তাণ্ডবং ব্যধিত হন্ত কক্‌খটী মর্কটী ভ্রুকুটীভিস্তথোদ্ধুরম্।
যেন বল্লব-কদম্বকং বভৌ হাসডম্বরকরম্বিতাননম্।।৩৪।।

অনুবাদ। তন্মধ্যে হাস্যানুরস—কক্‌খটী নাম্নী বানরী ভ্রুকুটি সহকারে এমন অদ্ভুত তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল, যাহাতে গোপগণ উৎকট হাস্যে বদনসৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছিলেন।।৩৪।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। কক্‌খটী নাম্নী বানরী উদ্ধুরমুৎকটং তাণ্ডবং তথা ব্যধিত, যেন তাণ্ডবেন হাস্যস্য ডম্বর ঔৎকট্যং তেন করম্বিতং যুক্তামানন যস্যং তথাভূতং বল্লব-কদম্বকং গোপ-সমুহঃ বভৌ।।৩৪।।

অথ অদ্ভুতানুরসঃ —

ভাণ্ডীরকক্ষে বহুধা বিতণ্ডাং বেদান্ততন্ত্রে শুকমণ্ডলস্য।
আকর্ণয়ন্নির্নিমিষাক্ষিপক্ষ্মা রোমাঞ্চিতাঙ্গশ্চ সুরর্ষিরাসীৎ।।৩৫।।

অনুবাদ। অনন্তর অদ্ভুতানুরস ভাণ্ডীরতরুর ঊর্ধ্ব লতাসমূহে শুকপক্ষিগণের বেদান্তশাস্ত্রের বাদবিচার শুনিয়া দেবর্ষি নারদ নির্ণিমেষনেত্র ও রোমাঞ্চিত দেহ হইয়াছিলেন।।৩৫।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভাণ্ডীরকক্ষে তদূর্ধ্বগ-লতাসু 'সৌরভে চ তৃণে কক্ষঃ শুষ্ককানন বীরুধোঃ' ইতি বিশ্বঃ। তত্র শুকপক্ষিমণ্ডলস্য বেদান্তশাস্ত্র বিতণ্ডাং বাদবিচারম্ আকর্ণয়ন্ দেবর্ষির্নারদঃ।।৩৫।।

এবমেবাত্র বিজ্ঞেয়া বীরাদেরপ্যুদাহৃতিঃ।।৩৬।।
অষ্টাবমী তটস্থেষু প্রাকট্যং যদি বিভ্রতি।
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈস্তদাপ্যনুরসা মতাঃ।।৩৭।।

অনুবাদ। এই অনুসারে বীররস প্রভৃতিতেও উদাহরণ বুঝিতে হইবে। শান্ত ও হাস্যাদি সপ্ত অর্থাৎ অষ্টবিধ রস যদি কৃষ্ণাদি বিভাবাদির সংযোগে তটস্থ ভক্তে প্রকটিত হয় তাহা হইলে তাহারাও অনুরস হইয়া থাকে।।৩৬-৩৭।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। অষ্টাবিতি শান্তঃ হাস্যদয়শ্চ সপ্তইত্যষ্টৌ রসা যদি কৃষ্ণাদিভির্বি-ভাবাদ্যৈস্তটশেথষু ভক্ত্যালম্বনেষু প্রাকট্য বিভ্রতি, তদাপ্যনুসা জ্ঞেয়াঃ।।৩৭।।

অথ অপরসাঃ --

কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষাশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ।

হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞেরপরসা মতাঃ।।৩৮।।

তত্র হাস্যাপরসঃ --

পলায়মানমুদ্বীক্ষ্য চপলায়তলোচনম্।

কৃষ্ণমারাজ্জরাসন্ধঃ সোল্লুণ্ঠমহসীন্মুহুঃ।।৩৯।।

অনুবাদ। অতঃপর অপরস---শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয় হন, তাহা হইলে সেই হাস্যাদি 'অপরস' নামে প্রাজ্ঞগণকর্তৃক কথিত হয়। তন্মধ্যে হাস্যাপরস---জরাসন্ধ দূর হইতে চঞ্চলনেত্র শ্রীকৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া বারংবার সোপহাস হাস্য করিয়াছিলেন।।৩৮-৩৯।।

তথ্য। এখানে জরাসন্ধ ও তদনুগত আসুরিক স্বভাবযুক্ত জনের হাস্যকে 'অপরস' বলা হইল, কিন্তু কোনও ভক্ত যদি ঐ উপহাস কালে হাসেন, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ হাস্যরস বলিয়া গণ্য হইবে।।৩৮-৩৯।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। দশমস্কন্ধে বর্ণিতং শ্রীকৃষ্ণস্য পলায়নং বীক্ষ্য সোল্লুণ্ঠং যথা স্যত্তথা অহসৎ জহাস, অত্র জরাসন্ধস্য হাসস্তাবদপরস এব। কস্যচিত্তদাসুর-স্বভাবস্যাপি তদনুগতো হাসশ্চেত্তদা সোঽপ্যপরসঃ। কস্যচিদ্ ভক্তস্য তদুপহাসসময়ে হাসশ্চেত্তদা শুদ্ধ এব হাস্যরসঃ।।৩৯।।

এবমন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তেঽদ্ভুতাপরসাদয়ঃ।

উত্তমাস্তু রসাভাসাঃ কৈশ্চিদ্রতয়োদিতাঃ।।৪০।।

তথাহি --

"ভাবাঃ সর্বেতদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন।

অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্বোঽপি রসনাদ্রসাঃ।।৪১।।

ভারতাদ্যাশ্চতস্রস্তু রসাবস্থানসূচিকাঃ।

বৃত্তয়ো নাট্যমাতৃত্বাদুক্তা নাটকলক্ষণে।।৪২।।

অনুবাদ। এইরূপে অদ্ভুতাপরসাদির উদাহরণও বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রসাভাসসমূহকেও রসরূপে বলিয়াছেন। যেমন---রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ

ভাবসমূহকে কেহ কেহ ভাবাভাস ও রসাভাস প্রভৃতিকেও রস বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, কেননা তাহাতেও রসনীয়তা রহিয়াছে। রসাবস্থানবোধক ভারতী প্রভৃতি চারিপ্রকার বৃত্তি নাট্যশাস্ত্রের উপযোগী বলিয়া স্বকৃত 'নাটকচন্দ্রিকা'-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।।৪০-৪২।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। ভারতাদ্যাশ্চতস্রো বৃত্তয়ঃ, নাট্যমাতৃত্বান্নাট্য এব উপযুক্তত্বাৎ, মৎকৃত-নাটকচন্দ্রিকায়াং নাটকলক্ষণে উক্তাঃ।।৪২।।

গ্রন্থস্য গৌরবভয়াদস্যা ভক্তিরসশ্রিয়ঃ।
সমাহৃতিঃ সমাসেন ময়া সেয়ং বিনির্মিতাঃ।।১।।
গোপালরূপশোভাং, দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনোঽস্মিন্নুত্তরভাগে রসামৃতাম্ভোধেঃ।।২।।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ গৌণভক্তিরস নিরূপণো নাম চতুর্থো বিভাগঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। গ্রন্থের বিস্তারাসঙ্কাবশতঃ আমি ভক্তিরস সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্তভাবে সংগ্রহমাত্র করিলাম। গোপালরূপ শোভা ধারণ করিয়াও যিনি রঘুনাথের ভাববিস্তারক, সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে তৃপ্তি লাভ করুন।

পক্ষে—যিনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ও গ্রন্থকারের (শ্রীরূপ গোস্বামীর) শোভা সম্পাদন করিয়া শ্রীরঘুনাথদাসের ভাববিস্তারকারী, সেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগে পরিতোষ লাভ করুন।।১-২।।

।। ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তরবিভাগে রসাভাস লহরীনাম্নী
নবমলহরীর বঙ্গানুবাদ।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গৌণভক্তিরস নিরূপণ নামক চতুর্থ বিভাগ সমাপ্ত।

রামাঙ্গ শত্রু-গণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ম্।
ভক্তিরসামৃসিন্ধু-র্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ।।

সমাপ্তোঽয়ং শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

অনুবাদ। ১৪৬৩ শাকে গোকুলে অবস্থানকালে এই শ্রীভক্তিরসামৃসিন্ধু-নামক গ্রন্থ ক্ষুদ্ররূপকর্তৃক উট্টঙ্কিত হইয়াছে।

তথ্যপঞ্চ-গ্রন্থকার স্বয়ং দৈন্যপূর্বক 'ক্ষুদ্ররূপ' বলিলেও তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া বাগ্দেবী ব্যাখ্যা করিলেন---ক্ষুদ্র (সূক্ষ্ম, দুরধিগম্য) রূপ (স্বরূপ যাঁহার) অর্থাৎ দুর্গম স্বরূপ কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

অপার দুর্গম গ্রন্থ শ্রীরূপপ্রভুর।
কেমনে তাহাতে মতি প্রবেশিবে মোর!!
অহৈতুকী কৃপা তাঁর করিয়া ভরসা।
পঙ্গু হই' যেন গিরি লঙ্ঘিবারে আশা।।
সবিনয়ে করি বিজ্ঞগণে নিবেদন।
দোষ ক্ষমি' সবে মোরে প্রসন্ন হউন।।
কৃপামাগি' শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে।
রহিয়া শ্রীগৌরধামে শ্রীব্রজপত্তনে।।
শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর অনুবাদ।
নিরমিল শ্রীভক্তিভূষণ ভাগবত।।
ভক্তিরসামৃত পান যতনে করিয়া।
আনন্দে যাই যেন ভবসিন্ধু তরিয়া।।

বিঃ ভঃ প্রঃ টীকা। রামাঙ্গেতি--অঙ্কস্যবামগতি প্রসিদ্ধ্যা ত্রিষট্যধিক চতুর্দশশতীগণিত ইত্যর্থঃ। বিটঙ্কিতঃ উট্টঙ্কিতঃ। ক্ষুদ্ররূপেণেতি--দৈন্যোক্তিঃ। তদসহিষ্ণুঃ সরস্বতী ক্ষুদ্রং সূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ং রূপং যস্যেত্যর্থান্তরবো ধকপদং স্ফোরয়ন্তী সমাহিতবতী।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবুত্তরবিভাগে রসাভাসলহরী নবমী।।৯।।

টীকা চেয়ং সমাপ্তা হি বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ। শ্রীবিশ্বনাথ রচিতা ভক্তিসার-প্রদর্শিনী।।

ইতি শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ সমাপ্তঃ।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সমাপ্ত।



